সীরাত বিশ্বকোষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

موسوعة سير الانبياء
باللغة البنغالية
المجلد الثانى

সীরাত বিশ্বকোষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত ইউসুফ (আ)—হযরত শামূঈল (আ)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ
(দ্বিতীয় খণ্ড)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
যিলকাদ ১৪২১
অগ্রহায়ণ ১৪০৭
ফেব্রুয়ারী ২০০১
ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৩৬
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৯৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN ঃ ৯৮৪-০৬-০৫৮৩-৬

বিষয় ঃ জীবন চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাঁধাই
আল আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 2nd vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.
Price Tk. 350.00 February 2001
US$: 15·00

সম্পাদনা পরিষদ

ডঃ সিরাজুল হক	সভাপতি
অধ্যাপক শাহেদ আলী	সদস্য
অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন	,,
মাওলানা ওবায়দুল হক	,,
মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	,,
অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	,,
ডঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম	,,
ডঃ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক	,,
ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	,,
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

লেখকবৃন্দ

- মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল
- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান
- হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
- ডঃ আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম
- মাওলানা ফয়সল আহমদ জালালী
- মাওলানা লিয়াকত আলী
- মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম
- মাওলানা মোহাম্মদ হাসান রহমতী
- হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল
- মাওলানা সিরাজ উদ্দীন আহমদ
- ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-র প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানবজাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফূরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূলে কারীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের জীবন ও কর্ম তথা সঠিক জীবন-চরিত জানা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জানামতে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত নবী-রাসূলদের জীবন ও শিক্ষা সম্বলিত কোন প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, সীরাত ও প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় সেগুলি ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে আরবী, উর্দূ, ফারসী প্রভৃতি ভাষায়। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার উপর আরো গবেষণা চালাইয়া বিশ্বকোষের আঙ্গিকে সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে নবী-রাসূল ও সাহাবীদের জীবন ও শিক্ষামালা সংরক্ষণ ও জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরার এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সীরাত বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড ইহারই ফসল। নবী-রাসূলদের জীবনীর উপর আরো ১টি খণ্ড, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন ও কর্মের উপর ১০টি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরো ১০টি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা সম্মুখে লইয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে আন্তরিক দোআ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক কাজ করিয়াছেন আমি তাঁহাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। প্রকল্পের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলকে আহসানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীদের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুল-ক্রটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ক্রটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা উহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরো সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ! সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বহু আকাংক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি। সেই সঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁহার ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, ইহা একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দীর পরিক্রমায় সৃষ্ট এইসব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শন, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন।

বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরেজী, আরবী, উর্দূ, ফারসী ও তুর্কীসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোমধ্যেই সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় তেইশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের, বিশেষ করিয়া ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে।

অতঃপর ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর হইতে পর্যায়ক্রমে ইহার পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ১৯৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সর্বমোট ২৮ টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার সমাপ্তি পর্যায়ে ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে (১৯৯৫-২০০০) ২২ খণ্ডে সমাপ্ত সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার নিমিত্ত একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষের অন্তর্গত হিসাবে ধরা হয় সর্বপ্রথম আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম, অতঃপর আম্বিয়াকুলের সর্দার সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এবং তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সামগ্রিক জীবন-চরিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ লক্ষাধিক নবী-রসূলকে সমগ্র মানব সমাজের পথপ্রদর্শনের জন্যই পৃথিবী বক্ষে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসব নবী-রাসূলের আনীত সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন-চরিতকেই বিশেষভাবে উম্মাহ, অতঃপর সমগ্র মানবমণ্ডলীর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহ্‌র জন্য সহজ হয়। আম্বিয়াকুল সর্দার হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাইতো "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (সূরা য়ূনুসঃ ১৬ আয়াত) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হেদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে উম্মতের সামনে পেশ করিতে দেখি। আর কেনইবা করিবেন না, যাঁহার জীবনকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে অনুসরণীয় দৃষ্টান্তমূলক জীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ : ২১)। ঠিক তেমনি মুসলিম মিল্লাতের জনক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন-চরিতের মধ্যে, কেবল তাহাই নয় বরং তাঁহার অনুসারীদের মধ্যেও এই উম্মতের জন্য আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া কুরআনুল কারীম ঘোষণা দিয়াছে। বলা হইয়াছেঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৬০ : ৪)। কুরআনুল কারীমে প্রতিনিধি স্থানীয় দুইজন নবী ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলা হইলেও মূলত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সকলের মধ্যেই গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহারা ছিলেন আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা।

অতএব আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের সীরাত তথা জীবন-চরিতকে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সংরক্ষণের স্বার্থেই উম্মাহ্‌র সচেতন আলিম-উলামা ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ, এমনকি কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্তটাই ইহার পেছনে ব্যয় করেন। ইঁহাদের মধ্যে ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন হিশাম, ইব্‌ন সা'দ, আল-বালাযুরী, ইব্‌ন হায্‌ম, ইব্‌ন আবদি'ল বার্র, সুহায়লী, সুলায়মান ইব্‌ন মূসা আল-আনদালুসী, ইব্‌ন সায়্যিদিন্নাস, ইব্‌ন কায়্যিম, ইব্‌ন কাছীর, আল-মাকরিযী, আল-কাসতাল্লানী, আল-হালাবী, আয- যুরকানী সমধিক খ্যাত ও প্রসিদ্ধ। আধুনিক সীরাতবিদদের মধ্যে আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ আল-মাওলা, ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, মুহাম্মাদ আতিয়্যা আল- আবরাশী, মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইয্‌যাত দারওয়াযা, আবদুর রহমান আশ- শারকাবী, আবদুর রাযযাক নাওফাল, মুহাম্মাদ জামালুদদীন মাসরূর, কাযী সুলায়মান মানসূরপূরী, আবদুর রঊফ দানাপুরী, মানাজির আহসান গীলানী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, হিফ্‌যুর রহমান সিউহারবী, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইদরীস কানধলবী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আকরম খাঁ, আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ্‌! সীরাত রচয়িতাদের এই ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষ রচনার প্রধানতম উৎস আল-কুরআন, অতঃপর ইহার বিভিন্ন তাফসীর, হাদীছ গ্রন্থ ও ইহার বিবিধ ভাষ্য, সর্বশেষ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিপুল সীরাত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এই সব গ্রন্থ সংগ্রহে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এমনকি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা কতকগুলি সীরাত গ্রন্থ সংগ্রহে সক্ষম হই নাই। তদুপরি বিষয়টি গবেষণা-বহুল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ বিধায় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখক ও গবেষক পাইতেও আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অধিকন্তু সীরাত বিশ্বকোষ-এর একজন লেখক ও গবেষককে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে কমপক্ষে আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ও বাংলা এই চারিটি ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ করিয়া কাজ করিতে হওয়ায় আমাদের পক্ষে প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। কিছুটা বিলম্ব হইলেও অবশেষে ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষের ১ম খণ্ডের পর স্বল্পদিনের ব্যবধানে ইহার ২য় খণ্ডটি যে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল সেজন্য আমরা পুনরায় করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে সম্পাদনা পরিষদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি ডঃ সিরাজুল হকসহ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, যাঁহারা নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও ইহার পেছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। সীরাত বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও আমরা তাঁহাদের অমূল্য খেদমতের জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি।

এতদসঙ্গে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সম্মানিত মহাপরিচালক, সচিব, অর্থ, পরিকল্পনা ও প্রকাশনা পরিচালক, লাইব্রেরীয়ান ও প্রেস ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সঙ্গে বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাঁহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা প্রদান করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রয়াস বিধায় মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, তথ্য সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে আমাদেরকে সাহায্য করিবেন। পরবর্তী খণ্ডগুলির কাজ যাহাতে সফলভাবে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য সকলের নিকট আমরা দোআপ্রার্থী।

ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير.

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

সূচীপত্র

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِى الْأَلْبَابِ .

"তাঁহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা" (১২ : ১১১)

১২

হযরত ইউসুফ (আ)

حضرت يوسف عليه السلام

হযরত ইউসুফ (আ)

ভূমিকা

পৃথিবীর বুকে হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত প্রেরিত নবীদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার (বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার) হওয়ার রিওয়ায়াত রহিয়াছে। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে নবী-রাসূলের মোট সংখ্যা আট হাজারের মধ্যে চার হাজার বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত এবং চার হাজার পূর্বাপর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ আছে ঃ

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي "বনী ইসরাঈলের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে নবী প্রেরিত হইতেন যাহারা বনী ইসরাঈলকে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিতেন। একজন নবীর ইনতিকালের পর অপরজন আবির্ভূত হইতেন" (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৫৩)।

উল্লেখ্য, বিশ্বনবী ও খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পূর্বে আগমনকারী নবীকুলের মধ্যে মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের শিখর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'উলূল 'আযম' অভিধায় ভূষিত পাঁচজন রাসূলের অন্যতম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরেই দ্বিতীয় অবস্থানের অধিকারী ছিলেন 'খলীলুল্লাহ' হযরত ইবরাহীম (আ) (বিদায়া-১খ, ১৭০) যিনি مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ "অনুসরণ কর তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত, যিনি তোমাদিগকে 'মুসলিম' নামকরণ করিয়াছেন" (২২ ঃ ৭৮) আয়াতের মর্ম অনুসারে মুসলিম জাতির পিতৃ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মর্যাদায় সমাসীন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানগণের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন নুবুওয়াত মর্যাদায় ভূষিত। ইসহাক (আ)-এর (দুই যমজ পুত্রের দ্বিতীয়) পুত্র হযরত ইয়াকূব (আ)-ও নবী ছিলেন যাঁহার সম্পর্কে পূর্ব হইতেই পিতামহ ইবরাহীম (আ)-কে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল (দ্র. ১১ ঃ ৭১)। ইয়াকূব (আ)-এর ঐতিহাসিক নাম ইসরাঈল (اسرائيل - اسرا) বান্দা + ايل -আল্লাহ) অনুসারে তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ বনূ ইসরাঈল বা ইসরাইলী নামে পরিচিতি লাভ করে। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বারজন পুত্র সন্তানের মধ্যে রূপেগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার এগারতম পুত্র হযরত ইউসুফ (আ), যিনি পিতার জীবন কালেই নবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে ইয়াকূব (আ)-এর উত্তরসুরি নবী বলা যায়।

জন্ম ও বংশপরিচয়

ইসরাঈলী বর্ণনামতে হযরত ইসহাক (আ) চল্লিশ বৎসর বয়সে পিতা ইবরাহীম (আ)-এর পসন্দ ও আদেশ অনুসারে জ্ঞাতি সম্পর্কীয়া রিফকা (রেবেকা) বিন্‌ত বাতুওয়াঈলকে বিবাহ করেন।

বুখারী শরীফ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে ইবন 'উমার (রা) সূত্রের হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ ان الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم (বংশ পরম্পরায়) মর্যাদাশীল ব্যক্তির পুত্র—মর্যাদাশীল মর্যাদাশীল, ব্যক্তির পুত্র—মর্যাদাশীল, মর্যাদাশীল ব্যক্তির পুত্র হইলেন ইউসুফ ইবন ইয়াকূব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম।" আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীছে আছেঃ সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে (اى الناس اكرم), প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, يوسف نبى الله بن نبى الله من نبى الله بن خليل الله অর্থাৎ "সর্বাধিক মর্যাদাবান (অভিজাত) ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আ), যিনি আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকূব (আ)-এর পুত্র। ইয়াকূব ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং ইসহাক (আ) ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌র পুত্র" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বরাত, বিদায়া, ১খ, ১৯৩; মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর, ২খ, ২৪০)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়কাল

ইতিহাস গ্রন্থসমূহে ইউসুফ (আ)-এর সময়কাল ১৯২৭ খৃ. পূ. হইতে ১৮১৭ খৃ. পূ. বলা হইয়াছে অর্থাৎ তাওরাতের এই বর্ণনামতে তাঁহার জীবনকাল ১১০ বৎসর (দ্র. আম্বিয়ায়ে কুরআন, ১খ, ৩০২-৩০৩, বরাত ই. বিশ্বকোষ, ২২খ, ১১৭)। প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর পৃথিবীতে আগমন সাল হইতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর জন্ম পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল বাইবেলে প্রদত্ত হিসাবমতে ২১৭৯ বৎসর।

মুসলিম ঐতিহাসিকদের অনেকেই এই বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহাতে দ্বিমত পোষণ করিয়া ভিন্নতর বর্ণনা দিয়াছেন। ইবনুল আছীরের বর্ণনামতে নূহ (আ)-এর তুফানের ১২৬৩ বৎসরে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং আদম (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল ৩৩৩৭ বৎসর (আল-কামিল, ১খ, ৬৩)। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহমুক্ত ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ। ফলে এই বিষয়ে তাওরাতে বর্ণিত ইয়াহূদীদের বিবৃতিকে প্রামাণ্য মনে না করিবার যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে।

কুরআন ও হাদীছে হযরত ইউসুফ (আ)

পবিত্র কুরআনে অন্যান্য বিশিষ্ট নবী-রাসূলগণের ন্যায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা তাঁহার বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তাঁহার জন্য আরও মর্যাদা ও গর্বের বিষয় এই যে, পবিত্র কুরআনে তাঁহার প্রপিতামহের নামে যেরূপে একটি সূরার নামকরণ করা হইয়াছে 'সূরা ইবরাহীম' (সূরা নং ১৪), তদ্রূপ তাঁহার নামেও একটি স্বতন্ত্র সূরার নামকরণ করা হইয়াছে 'সূরা ইউসুফ' (সূরা নং ১২)। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় অন্যান্য নবীগণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে, এমনকি অন্য নবীগণের নামে

নামকরণকৃত সূরাসমূহেও তাঁহাদের আংশিক আলোচনার তুলনায় ১১১ আয়াতের বিশাল পরিসরযুক্ত সূরা ইউসুফের প্রায় সম্পূর্ণটা জুড়িয়া রহিয়াছে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ। সূরা ইউসুফ ব্যতীত অন্যত্র দুইবার-সহ পবিত্র কুরআনে তাঁহার নাম 'ইউসুফ' মোট সাতাশবার উল্লিখিত হইয়াছে। সূরা আন্‌আমের আয়াতে আছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

"আমি তাহাকে (ইবরাহীমকে) দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব (সন্তান ও নবীরূপে)। তাহাদের প্রত্যেককে আমি সঠিক পথের দিশা (নবুওয়াত) দান করিলাম; ইতোপূর্বে আমি হিদায়াত দান করিয়াছিলাম নূহকে; এবং তাহার (ইবরাহীমের) বংশধরদের মধ্য হইতে দাউদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে" (৬ ঃ ৮৪)।

সূরা আল-মু'মিন-এ আছে ঃ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ "তোমাদের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল ইতোপূর্বে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহকারে..." (৪০ ঃ ৩৪)।

সূরা ইউসুফের ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭, ২১, ২৯, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৫৮, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৪, ৯৯ এই চব্বিশটি আয়াতে মোট ২৫ বার (৯০ নং আয়াতে ২বার) তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

হাদীছে তাঁহার বংশমর্যাদা, তাঁহার অপরিসীম সৌন্দর্য, তাঁহার নজিরবিহীন সবর ও সহনশীলতা, তাঁহার অনুপম গুণাবলী ও অন্যান্য প্রসঙ্গে মহানবী (স) তাঁহার কথা আলোচনা করিয়াছেন।

সূরাইউসুফ নাযিল হওয়া প্রসঙ্গ

মহানবী (স)-এর নিকট সাহাবীগণ কোন ঘটনা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তখন সূরা ইউসুফ নাযিল হইল। ভিন্নমতে ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জবাবে সূরাটি নাযিল হয়। ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) হাকেম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) হইতে, ইবন জারীর তাবারী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে এবং ইবন মারদাওয়ায়হ আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। নবী (স)-এর উপর কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং কুরআন তিলাওয়াত করার কালে সাহাবীগণ বলিলেন, আপনি যদি আমাদিগকে কোন কাহিনী শুনাইতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, نحن نقص عليك احسن القصص "আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি"।

(২) মুশরিকরা নবী (স)-এর নবুওয়াতের দাবির প্রেক্ষিতে আসমানী কিতাবের জ্ঞানসম্পন্ন ইয়াহূদীদের কাছে বুদ্ধি ও পরামর্শ চাহিল। তাহারা এই প্রশ্ন শিখাইয়া দিল যে, তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা কর... কিংবা ইয়াহূদীরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং বেকায়দায় ফেলিবার অসৎ উদ্দেশ্যে সরাসরি তাঁহার কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করিল, আপনি সত্য নবী হইলে বলুন তো ইয়াকূব-বংশ সিরীয় অঞ্চল হইতে মিসরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল কেন এবং ইউসুফের বৃত্তান্ত কি ছিল? কিংবা

প্রশ্নভাষ্যটি ছিল নিম্নরূপ ঃ বলুন তো, নবীকুলের মধ্যে সেই নবী কে ছিলেন যিনি শামে বসবাস করিতেন এবং তাঁহার এক পুত্র মিসরে নীত হইয়াছিলেন এবং পুত্রশোকে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন? তখন সূরা ইউসুফ নাযিল করা হইল। উম্মী হওয়ার কারণে তাওরাত-ইনজীল পাঠ করিয়া তাঁহার পক্ষে ঘটনাটি জানিবারও কোন অবকাশ ছিল না। এই অবস্থায় তাওরাতের বর্ণনার তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ইয়াকূব-ইউসুফের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা ছিল তাঁহার জন্য নবুওয়াতের প্রমাণ বহনকারী প্রকাশ্য মু'জিযা [ইবন কাছীর (মুখতাসার) ২খ, ২৩৯; কুরতুবী, ৫খ, ১১৮; মাজহারী, ৫খ, ১৩৫; মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ৫১৭]।

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতৃবর্গের পরিচয়

পুত্র-কন্যা সমেত হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানের সংখ্যা ছিল তেরজন। ইহাদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন (ভাই-বোন সম্মিলিত হিসাবে দ্বাদশ এবং শুধু ভাইদের মধ্যে) একাদশ। একমাত্র দ্বাদশ ভাই বিনআমীন ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর সহোদর এবং অন্য সকলে ছিলেন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই [বিস্তারিত বিবরণ ইয়াকূব (আ) নিবন্ধে দ্র.]।

মুফতী শফী (র) লিখিয়াছেন, ইয়াকূব (আ)-এর বার পুত্রের মধ্যে দশ পুত্র ছিল হযরত ইয়াকূব (আ)-এর প্রথম মহিয়সী পত্নী লায়্যা বিনত লায়্যানের গর্ভজাত এবং তাহার মৃত্যুর পর ইয়াকূব (আ) লায়্যার ভগ্নী রাহীলকে বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে ইউসুফ ও বিনয়ামীন নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।..... ইউসুফের শৈশবে বিনয়ামীনকে প্রসবকালে তাহাদের মাতা রাহীলও ইনতিকাল করেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ১৮; বরাত কুরতুবী, ৫খ, ১৩০ পৃ.)

উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আ)-এর এই এগার ভাই তথা ইয়াকূব (আ)-এর বার সন্তান পরবর্তী বংশধররা পরবর্তী কালে পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য জাতিতে পরিণত হয় এবং তাহারা অদ্যাবধি ইয়াহূদী ও বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। ইয়াকূব (আ)-এর অন্য নাম ইসরাঈল অনুসারে তাহাদিগকে বনু ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয় এবং ইয়াকূব (আ)-এর ওফাতের পরে তাঁহার ওসিয়ত অনুসারে বংশীয় নেতৃত্ব কর্তৃত্ব (ইয়াহূদী পরিভাষায় জ্যেষ্ঠতা) হযরত ইউসূফ (আ)-কে প্রদত্ত হয়। পিতার ওফাতের অত্যল্প কাল পরে ইউসুফ (আ)-এর ওফাত হয়। তাঁহার ওফাত কালে তিনি ভাইদের মধ্যে জ্ঞান-গরিমা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ইয়াহূদাকে বংশীয় কর্তৃত্বের ওসিয়াত করিয়া যান। এই সুবাদে বনু ইসরাঈল 'ইয়াহূদী' নামেও পরিচিতি লাভ করে। বার ভাইয়ের বার খান্দানের কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে একত্রে 'আসবাত' (اسباط) -ও বলা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا .

"আমি তাহাদিগকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি এবং আমি মূসার কাছে ওয়াহয়ি পাঠাইলাম, যখন তাহার সম্প্রদায় তাহার কাছে পানির প্রার্থনা করিল, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটিতে আঘাত

কর; ফলে উহা হইতে উৎসারিত হইল বারটি প্রসবণ" ......(৭ ঃ ১৬০; আরও দ্র. ১ ঃ ৭, ২ ঃ ৬০ ২ ঃ ১৩৬, ৫ ঃ ১২, ৫ ঃ ২৩ ব্যাখ্যাসহ ও অন্যত্র)।

ইতিহাসের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পরেও বর্তমান বিশ্বে তাঁহার এই বার বংশধারার উত্তরসূরি টিকিয়া রহিয়াছে (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ ও অন্যান্য গ্রন্থে 'য়াহূদী' ও 'ইসরাঈল' শিরো.)।

ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন ও ভাইদের ষড়যন্ত্র

হযরত ইউসুফ (আ)-এর শৈশবে দেখা একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্নের উল্লেখ দ্বারা কুরআন শরীফে তাঁহার জীবনকথা শুরু করা হইয়াছে। শৈশবের অন্যান্য ঘটনাবলী জীবন-চরিত্রের মুখ্য বিষয় না হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনে উহার উল্লেখ করা হয় নাই। তবে ইসরাঈলী বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শৈশবে মাতার মৃত্যু হওয়ায় ইউসুফ ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বিনয়ামীনের লালন-পালনের ভার কোন নিকট আত্মীয়ের হাতে সোপর্দ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এ কাজের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ও অধিকারী ছিলেন তাঁহাদের ফুফু অর্থাৎ ইসহাক (আ)-এর জেষ্ঠ্যা কন্যা। ভাগ্যবতী ফুফু তাহার এই ভ্রাতৃষ্পুত্রদ্বয়কে সযত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। দৈহিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভবিষ্যতের নবী শিশু ইউসুফের চাল-চলন ও স্বভাবজাত আচরণ ছিল অত্যন্ত মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। অপরদিকে উল্লিখিত গুণাবলীর সঙ্গে ইউসুফের মুখাবয়বে যে ভবিষ্যত নবুওয়াতের আভাষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, দীর্ঘদিন ছেলেকে দৃষ্টির আড়ালে রাখা পিতার জন্য কষ্টকর ছিল। শিশু ইউসুফ নিজে নিজে চলাফেরা করিবার বয়সে উপনীত হইলে পিতা পুত্রকে নিজের কাছে নিয়া আসিতে চাহিলেন। ফুফু ইউসুফকে অন্তত আরও কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়া দেওয়ার জন্য ভাইয়ের কাছে আবদার জানাইলেন। উহাতে ইউসুফ (আ) অগত্যা সম্মতি প্রদান করিয়া সবর করিতে লাগিলেন। এই সময় ফুফু তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। (কোন কোন বর্ণনামতে পিত্রালয়ে আসিবার মুহূর্তে ফুফু তাহার ফন্দিটি কাজে লাগাইয়াছিলেন এবং কোন কোন বর্ণনামতে পিত্রালয়ে পাঠাইবার পূর্বে থাকালীন অবস্থানকালে ফুফু তাঁহার কৌশল কার্যকর করিয়া ইউসুফের পিত্রালয়ে আগমন রোধ করিয়াছিলেন।) কৌশলটি ছিল এই যে, ফুফু তাহার মূল্যবান একটি হার অথবা কটিবন্ধ গোপনে (কিংবা শুধু ইউসুফের জ্ঞাতসারে অপর সকল হইতে গোপন করিয়া) ইউসুফের কোমরে বাঁধিয়া দিলেন এবং পরক্ষণে তাহার অলংকার হারাইয়া যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। অলংকারটি মূল্যবান হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল উহার ঐতিহ্য। অলংকারটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী সারা (রা) হইতে হাত বদল হইয়া জ্যেষ্ঠত্বের অধিকাররূপে ইসহাক (আ)-এর এই কন্যার মালিকানায় পৌঁছিয়াছিল। অলংকারের তল্লাশি শুরু হইল এবং উহা ইউসুফ (আ) কাছে পাওয়া গেলে আইনত সে 'দোষী' সাব্যস্ত হইল। তৎকালীন শরী'আতী বিধান ছিল হারাইয়া যাওয়া কিংবা চোরাইমাল ধরা পড়িলে অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তিস্বরূপ এক বৎসরের জন্য মালের মালিকের গোলাম হইয়া থাকিবে। ইউসুফ (আ) এবং সংশ্লিষ্ট সকলে এ ঘটনার রহস্য ও ফুফুর মনোবাসনা বুঝিতে পারিয়া ইহাতে কোন প্রকার বাদানুবাদ করিলেন না এবং নবী হিসাবে শরী'আতের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া ইউসুফকে পুনঃ ফুফুর

তত্ত্বাবধানে পাঠাইয়া দিলেন। ইয়াকূব (আ) নবুওয়াতী তাকওয়া ও পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার খাতিরে আল্লাহ্‌র ফয়সালায় রেযামন্দী ও সবরের পথ অবলম্বন করিলেন। অতঃপর অল্প সময়ের ব্যবধানে ফুফুর মৃত্যু হইলে ইউসুফের 'শাস্তির মেয়াদ' সম্পন্ন হইল এবং তিনি অপেক্ষমাণ পিতার স্নেহ ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন।

ইউসুফের প্রতি পিতার অত্যধিক আকর্ষণ ও ভালবাসা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সৎ ভাইদের অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রচণ্ড ঈর্ষার জন্ম দিল এবং ক্রমান্বয়ে ইহা জিঘাংসার রূপ পরিগ্রহ করিল। তাহাদের যুক্তি ছিল এই যে, আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ ও কর্মঠ এবং পরিবারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও পিতার খেদমতে আমাদের অবদান এই বাবদ ইউসুফ ও তাঁহার কনিষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা এই সংসারের প্রয়োজনীয় ও উপার্জনক্ষম সদস্য। ইউসুফ উপার্জনে অক্ষম। সুতরাং আমরাই পিতার অধিক সুদৃষ্টি, স্নেহ-ভালবাসা ও মনোযোগ প্রাপ্তির অধিকারী। ইউসুফের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা পক্ষপাতদুষ্ট ও ইনসাফের পরিপন্থী। সুতরাং নিজেদের ন্যায় স্বার্থ হাসিল করা এবং পিতাকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি বিহিত ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। প্রয়োজনে পথের কাঁটা সরাইয়া ফেলিতে হইবে। মোটকথা, তাহাদের প্রতি পিতার স্বল্প মনোযোগের সকল দায় তাহারা ইউসুফের উপর আরোপ করিল এবং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে শুরু করিল। অধিকন্তু পথের কাঁটা ইউসুফকে বিদায় করিয়া মনের জ্বালা মিটাইবার এবং পিতার অখণ্ড মনোযোগ লাভের জন্য তাহারা বিভিন্ন ফন্দি আঁটিতে ও সলাপরামর্শ করিতে লাগিল।

এই পরিস্থিতিতে ইউসুফ (আ) তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং ভাইদের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভের প্রতি স্পষ্ট ইংগিতবহ একটি স্বপ্ন দেখিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ. اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ.

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কিতাব প্রেরণ করিয়া। অবশ্যই ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, হে আমার পিতা! আমি তো দেখিয়াছি একদল নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে, দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়" (১২ ঃ ৩, ৪)।

অর্থাৎ আমি যে আপনার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিলাম উহার মাধ্যমে আমি আপনার নিকট পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনীটি সর্বোত্তম বর্ণনাভঙ্গী সহকারে বিবৃত করিতেছি। অর্থাৎ সাহাবীগণের সুন্দর কাহিনী শুনিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের পূর্বে এবং ইয়াহূদী ও মুশরিকরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে আপনি অবশ্যই এ কাহিনী সম্পর্কে কিছুই অবহিত ছিলেন না। কেননা আপনি তো কোন বই-কিতাব পাঠ করেন নাই অথবা কোন শিক্ষকের নিকটে শিক্ষালাভ করেন নাই এবং ঘটনাটিও (আরবদেশে) এত প্রসিদ্ধ ছিল না যে, লোকমুখে উহা শুনিয়া থাকিবেন।"

সুতরাং আপনার উম্মী হওয়া ও কোন কিতাবীর নিকট হইতে আপনার পক্ষে ইউসুফের সবিস্তার ঘটনা জানিবার অবকাশ না থাকিবার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা আপনার নবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

ইউসুফের মূল কাহিনীর সূচনা ছিল এইরূপ ঃ ইউসুফ তাঁহার পিতা ইয়াকূবকে বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আমি দেখিলাম, উহারা আমাকে সিজদা করিতেছে (১২ ঃ ৩)। ইয়াকূব (আ) ছিলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। ইহা ছাড়া স্বপ্নটির বিষয়বস্তু ছিল বেশ স্পষ্ট। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, এগারটি তারকা দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর এগারজন ভাইকে এবং সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা তাঁহার পিতা-মাতাকে বুঝানো হইয়াছে। ইতোপূর্বে ইউসুফ (আ)-এর মাতার মৃত্যু হওয়ার তথ্যকে স্বীকৃতি প্রদানকারী মুফাসসিরগণ এ ক্ষেত্রে মায়ের স্থলে খালাকে বুঝানো হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক মুসাসসির মাতার মৃত্যু হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাকে অপ্রামাণ্য সাব্যস্ত করিয়া এ ক্ষেত্রে জন্মদাত্রী মাতা হওয়ার এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। মাতার মৃত্যু হওয়ার মত পোষণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় (চল্লিশ কিংবা আশি বৎসর পরে) তাহার পুনরায় জীবিত হওয়ার দাবি ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকাংশের মতে সূর্য দ্বারা পিতা এবং চন্দ্র দ্বারা মাতা কিংবা খালা এবং কাহারো কাহারো মতে ইহার বিপরীত উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নটি দেখার সময় সম্পর্কে লায়লাতুল কদরে জুমুআর রাত্রে হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় (কুরতবীর বরাতে মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ৬; মাজহারী, ৫খ, ১৩৬)। ইবন কাছীর প্রমুখ এই প্রসঙ্গে জনৈক ইয়াহূদী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে ইউসুফকে সিজদাকারীরূপে স্বপ্নে দেখা এগার তারকার নাম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার বিবরণ দিয়াছেন। সাঈদ ইবন মানসুর, আবূ ইয়ালা, বাযযার, উকায়লী, ইবন হিববান, হাকিম, আবু নুআয় ও বায়হাকী তাহাদের হাদীস গ্রন্থসমূহে এবং ইবন জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবন আবু হাতিম, আবুশ শায়খ ও ইবন মারদাওয়ায়হ প্রমুখ তাঁহাদের তাফসীর গ্রন্থে জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়াহূদী বুস্তানা (অথবা বুস্তান (بستان/بستانه) প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! ইউসুফ যে তারকাগুলি দেখিয়াছিলেন সেগুলির নাম সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন জবাব প্রদান না করিয়া নীরবতা অবলম্বন করিলেন। ইতোমধ্যে জিবরীল (আ) নামগুলিসহ অবতরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, আমি নামগুলি বলিয়া দিলে তুমি ইসলাম গ্রহণ করিবে তো? য়াহূদী হাঁ-সূচক জবাব দিলে তিনি বলিলেন, তারকাগুলির নাম হইল (১) جريان (২) الطارق (৩) الديال (৪) قابس (৫) العمودان (৬) الفيلق (৭) المصبع (৮) الفروع (৯) ذو الفرع (১০) وناب (১১) زذوالكتفان বিভিন্ন বর্ণনায় ইহার ক্রমিক পূর্বাপর হইয়াছে (দ্র. বিদায়া, ১খ, ১৯৯, ২০০; কুরতুবী, ৫খ, ১২১; মাজহারী, ৫খ, ১৩৬)।

প্রিয় পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষৎ ও নবুওয়াত লাভের ইংগিতবাহী স্বপ্ন দর্শনে ইয়াকূব (আ)-কে অতিশয় আনন্দিত করিল (ইবন কাছীর, ২খ, ২৪০)। তিনি আনন্দাতিশয্যে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন

এবং ভাইদের হিংসা ও শয়তানের চক্রান্ত হইতে হিফাজত করিবার উদ্দেশ্যে ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত না করিবার উপদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত তাঁহার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিলেন। কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ..

"সে (ইয়াকূব) বলিল, হে আমার বৎস! তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করিও না, করিলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন, যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (১২ ঃ ৫, ৬)।

স্বপ্নের বিষয়বস্তু অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল যে, ভবিষ্যতের কোন এক সময় ইউসুফ (আ) নবুওয়াত ও অন্যান্য মর্যাদায় উন্নীত হইবেন যাহার কারণে সকল ভাই কনিষ্ঠ ইউসুফের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া নিয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে বাধ্য হইবে। ভাইয়েরা নবী পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে স্বপ্নের এগার তারকা দ্বারা এগার ভাই উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাখ্যাটি বুঝিতে পারিয়া ইউসুফের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হইতে পারিত এই আশংকায় ইয়াকূব (আ) ভাইদের কাছে স্বপ্নটি ব্যক্ত করিতে নিষেধ করেন। ভাইদের মধ্যে বিনয়ামীন ইউসুফের সহোদর ছিলেন। তাহার পক্ষ হইতে বিদ্বেষ বা চক্রান্তের আশংকা না থাকিলেও তাহার বয়স অত্যন্ত কম হওয়ার কারণে স্বপ্নের মর্ম সৎভাইদের বিদ্বেষ ও চক্রান্ত করিবার বিষয়টি বুঝিতে না পারিবার কারণে তাহার দ্বারা স্বপ্নের কথা প্রকাশ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে ভাইদের কাহারো কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিতে ইয়াকূব (আ) নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে নবীর সন্তান হইয়া ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার কারণ ছিল শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ইউসুফের অবর্তমানে পিতার প্রিয়পাত্র হওয়ার আকাংক্ষা (দ্র. ১২ঃ ৫-৯)। ইউসুফকে সতর্ক করিবার কাজটি সম্পন্ন করিবার পরে ইয়াকূব পুত্রের স্বপ্নে আনন্দিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করিবার জন্য স্বপ্নের ব্যাখ্যাস্বরূপ তাঁহাকে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা অবহিত করিলেন। ইয়াকূব (আ)-এর এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও যে কোন উপায়ে ভাইয়েরা ইউসুফের স্বপ্নের কথা জানিয়া ফেলিল। কি উপায়ে তাঁহার স্বপ্নের কথা জানিয়াছিল সে সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা স্পষ্ট নয়। (আদি পুস্তক ঃ ২৭ ঃ ১০) কাহারও মতে ইউসুফ (আ)-এর বয়স কম হওয়ার কারণে পিতার সাবধান বাণীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং কোন অসতর্ক মুহূর্তে তিনি নিজেই ভাইদের কাছে স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কাহারও মতে পিতার কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দেওয়ার সময় ইয়াকূব (আ)-এর স্ত্রী লায়্যা উহা শুনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর কাছে কিংবা

পর্দার আড়ালে ছিলেন। ইয়াকূব (আ) তাহাকে তাহার পুত্রদের কাছে স্বপ্নের বিষয় ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু লায়্যা নিজ সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া পুত্রদের কাছে ইউসুফের স্বপ্নের কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন এবং পুত্রদেরকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিয়াছিলেন যে, ইহার অর্থ তো এই যে, এক সময় তোমরা ও তোমাদের মাতা ইউসুফের করতলগত হইবে। কোন কোন বর্ণনায় ইউসুফ কর্তৃক তাহার সহোদর ভাই বিনয়ামীনকে এবং অবুঝ বিনয়ামীন কর্তৃক সৎভাইদেরকে স্বপ্ন ব্যক্ত করিবার কথা বলা হইয়াছে (মা'আরিফ, ৫খ, পৃ. ১৮; আল-কামিল, ১খ, ১০৫)। এ সম্পর্কে তাওরাতের বর্ণনা ভ্রান্তিপূর্ণ। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ইউসুফ (আ) ভাইদের উপস্থিতিতেই পিতাকে স্বপ্নের কথা শুনাইয়াছিলেন। তাওরাতে ইয়াহূদীদের বিকৃতি সাধনের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্যও "তোমার ভাইদের কাছে তোমার স্বপ্ন ব্যক্ত করিও না" তাওরাতের বর্ণনা খণ্ডন করে। ইউসুফ (আ) তাঁহার এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের কথা ভাইদের অসাক্ষাতে একাকী পিতার কাছে বর্ণনা করাই যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে তাওরাতের আরও একটি ভ্রান্তি এই যে, উহাতে স্বপ্নের বর্ণনা শুনিয়া ইয়াকূব (আ)-এর ইউসুফের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অথচ পবিত্র কুরআনে উহার কোন উল্লেখ নাই, বরং ভাইদের নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করা এবং ইউসুফ (আ)-এর স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের বর্ণনা প্রদান ইয়াকূব (আ)-এর আনন্দিত হওয়াই প্রমাণ করে। তদুপরি পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে, বিশেষত একজন নবী পিতার পক্ষে তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের ভবিষ্যৎ নবুওয়ত প্রাপ্তিতে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত না হইয়া বরং পরম আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক।

মোটকথা, হিংসার বশবর্তী সৎভাইয়েরা এখন ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য গোপন বৈঠকে বসিল। তাহারা এইরূপ সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইয়েরা একটি শক্ত-সমর্থ সংঘবদ্ধ দল হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ ও তাঁহার সহোদরকে অধিক ভালবাসা আমাদের পিতার একটি ভ্রান্ত কাজ। সুতরাং উহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া পিতার অখণ্ড মনোযোগ লাভের চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। লক্ষ্য হাসিলের জন্য বৈঠকে প্রথমে চরম পন্থারূপে ইউসুফকে একেবারে খুন করিয়া ফেলা অথবা দূর-দূরান্তে কোথাও ফেলিয়া রাখিয়া আসার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। এই জঘন্য কর্ম মহাপাপ হইবার ব্যাপারে তাহারা পাপ সম্পাদনের পরে তওবা করিয়া সদাচারী হইবার কথাও উল্লেখ করিল (দ্র. ১২ : ৯)। তবে তুলনামূলক স্বভাব কোমলতার অধিকারী এবং খুনের ন্যায় মারাত্মক পাপ সম্পাদনে ভীত এক ভাই ইউসুফকে কোন কূপে ফেলিয়া দিয়া একদিকে পথের কাঁটা সরাইবার লক্ষ্য অর্জন এবং অপরদিকে প্রত্যক্ষ খুনের দায় হইতে রক্ষা পাইবার বিকল্প প্রস্তাব পেশ করিল। আলোচনার পর শেষোক্ত প্রস্তাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইল। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইউসুফকে পিতার দৃষ্টি ও সন্নিকট হইতে দূরে লইয়া যাওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। ইউসুফের প্রতি ভাইদের মনোভাব উপলব্ধি করিয়া এবং বিশেষত স্বপ্ন দেখিবার পরে ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে কখনও চোখের আড়াল করিতেন না এবং সৎ ভাইদের সঙ্গেও কোথাও বেড়াইতে কিংবা পশু চরাইবার স্থানে যাইতে দিতেন না। কুরআন

কারীমের বর্ণনা ধারায় ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইতোপূর্বেও ইউসুফকে বাড়ির বাহিরে নিয়া যাইবার ব্যাপারে পিতা ইয়াকূব (আ) ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন (দ্র. ১২ ঃ ১১)। সুতরাং এইবার সৎভাইয়েরা ইউসুফকে বিনোদন ভ্রমণে সঙ্গে নিয়া যাইবার ব্যাপারে পিতার কাছে বাকচাতুর্যে জোরদার ও সম্মিলিত অনুরোধ জানাইবার পরামর্শ করিয়া একত্রে পিতার কাছে উপস্থিত হইল এবং ভাব ও ভাষায় পিতাকে নিশ্চিন্ত করিবার অভিনয় করিয়া বিনোদন ভ্রমণে ইউসুফকে তাহাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের প্রার্থনা জানাইল। কুরআন শরীফের ভাষায় ঃ

لَقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيَاتٌ لِلسَّائِلِيْنَ. اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ. اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهٖ قَوْمًا صَالِحِيْنَ. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ. قَالُوْا يٰاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنَاصِحُوْنَ. اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ.

"ইউসুফ ও তাহার ভ্রাতাদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। স্মরণ কর, উহারা বলিয়াছিল, আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন স্থানে ফেলিয়া আস, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে। উহাদের মধ্যে একজন বলিল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং যদি কিছু করিতেই চাহ তবে তাহাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে। উহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছ না কেন, অথচ আমরা তো উহার শুভাকাংখী? তুমি আগামী কল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ কর, সে তৃপ্তি সহকারে খাইবে ও খেলাধুলা করিবে। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব" (১২ ঃ ৭-১২)।

ভাইদের পরামর্শকালে ইউসুফকে হত্যা করিবার কিংবা দেশান্তরিত করিবার প্রস্তাবকারী কে ছিল এবং ভিন্নমত পোষণ করিয়া তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাব কে করিয়াছিল এবং পিতার কাছে তাহাদের বক্তব্য কে উপস্থাপন করিয়াছিল—এই ব্যাপারে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হত্যা প্রস্তাবের উপস্থাপক সম্পর্কে ওয়াহব (র), কা'ব (র) এবং মুকাতিল (র) যথাক্রমে শাম'উন দান ও বাগাবীর মতে রূবেন-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (মাজহারী, ৫খ, ১৪৩)। কিন্তু ইবন আব্বাস (রা) ও সুদ্দীর মতে কূপে নিক্ষেপের প্রস্তাবকারী ছিলেন তাহাদের বড় ভাই ইয়াহূদা। বাগাবী এই মতকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কাতাদা (র)-এর মতে রূবেন এই প্রস্তাবকারী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ

(র)-এর মতে এই প্রস্তাবকারী ছিলেন শাম'উন (তাফসীরে ইবন কাছীর, ২খ, ২৪১; বিদায়া-নিহায়া, ১খ, ২০০; মাজহারী, ৫খ, ১৪৪; মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ১৯)। পিতার কাছে বক্তব্য উপস্থাপনের কাজটি তাহারা এককভাবে না করিয়া সম্মিলিতরূপে করিয়াছিলেন।

পুত্রদের এইরূপ বক্তব্যের পর ইয়াকূব (আ) তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কেননা সে ক্ষেত্রে ইউসুফের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁহার ভাইদের অবিশ্বাস করার প্রশ্ন দেখা দিত এবং সেই সাথে ইউসুফের প্রতি ভাইদের প্রকাশ্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রবল আশংকাও ছিল। আবার ইউসুফকে ভাইদের সাথে যাইতে দেওয়ার ব্যাপারেও ইয়াকূব (আ) উদ্বেগমুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তিনি উভয় দিক রক্ষা করিবার জন্য ইউসুফের ব্যাপারে ভাইদের প্রতি আস্থা না থাকিবার বিষয়টিতে প্রচ্ছন্ন ইংগিতে শুধু নিজের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ ব্যক্ত করিলেন এবং ইউসুফকে চোখের আড়াল করিতে সম্মত না হওয়ার ব্যাপারে একটি আশংকার প্রতি পুত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এইভাবে তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিবার অভিযোগটি লঘু ও অমূলক করিবার প্রয়াস পাইলেন। তিনি বলিলেন ঃ

قَالَ اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ.

"সে বলিল, ইহা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে এবং আমি আশংকা করি তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী হইলে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে" (১২ ঃ ১৩)।

পিতার এই জবাবের পর তাঁহার সন্দেহকে অমূলক বলিয়া তাঁহার সান্ত্বনার জন্য তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল ঃ

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ.

"আমরা একটি সুসংহত দল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ছোট ভাইকে বাঘে খাইয়া ফেলিলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব" ১২ ঃ ১৪।

সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে তাহাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে দিন, তাহাতে আপনি আমাদের যোগ্যতা ও আস্থাভাজন হওয়ার এবং আপনার সন্দেহ অমূলক হওয়ার প্রমাণ পাইবেন।

তাফসীরবিদগণ ইয়াকূব (আ)-এর দুশ্চিন্তা ও ভীতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, আশপাশের বনজঙ্গলে নেকড়ে বাঘের আধিক্য ছিল এবং ইয়াকূব (আ) বাস্তবেই পুত্রদের অমনযোগিতার কারণে দুর্ঘটনার আশংকা করিয়াছিলেন। বাগাবী এ প্রসঙ্গে ইয়াকূব (আ)-এর একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি একটি নেকড়েকে ইউসুফ (আ)-এর উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। তাফসীরে মাজহারীতে বাগবীর এ বক্তব্য নবীগণের স্বপ্ন অকাট্য হওয়ার যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। আমাদের মতে এ যুক্তি এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, নবীগণের স্বপ্ন অকাট্য বটে। কিন্তু স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন স্বপ্নে দেখা আকৃতি ও পন্থা হইতে ভিন্নতর হইতে পারে। ইয়াকূব (আ)-এর দেখা স্বপ্নের বিবরণে অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তিনি নিজেকে একটি পাহাড়ের উপর এবং ইউসুফ (আ)-কে উহার পাদদেশে দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ দশটি নেকড়ে ইউসুফকে

বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে একটি নেকড়ে আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ইউসুফকে রক্ষা করিল। অতঃপর ইউসুফ (আ) মাটির মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। এই স্বপ্নেরই ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে এইভাবে বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছিল যে, দশ ভাই ছিল দশটি নেকড়ে এবং যে নেকড়েটি আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ইউসুফ (আ)-কে রক্ষা করিয়াছিল সে ছিল বড় ভাই য়াহূদা (মতান্তরে রূবেন বা শাম'উন)। আর মাটির মধ্যে আত্মগোপন করার ব্যাখ্যা কূপের অন্ধকার বা গভীরতা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে প্রাপ্ত একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এই স্বপ্নের কারণে ইয়াকূব (আ) ইউসুফের ভাইদের সম্পর্কেই শংকিত ছিলেন এবং নেকড়ে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ইংগিতে তাহাদিগকেই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। তবে সংগত কারণেই সব কথা খুলিয়া বলা সমীচীন মনে করেন নাই (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ৩১, বরাত কুরতুবী)।

মোটকথা, সব দিক বিবেচনা করিয়া ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সংগে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার নবুওয়তী জ্ঞানের কারণে নিজ সন্তানদের সম্পর্কে তাঁহার শংকিত হওয়ার কথা প্রকাশ করিলেন না। কেননা ইহাতে তাহাদের ক্ষুব্ধ হইয়া ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আরও অধিক শত্রুতাপ্রবণ হইয়া পরবর্তী কোন সুযোগে ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করিবার প্রবল আশংকা ছিল। সুতরাং তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন এবং সম্ভাব্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ভাইদের নিকট হইতে ইউসুফকে কোন প্রকার পীড়ন না করিবার শপথযুক্ত অংগীকার গ্রহণ করিলেন এবং বিশেষভাবে বড় ভাই রূবেন অথবা য়াহূদাকে ইউসুফকে দেখাশুনা করা, তাহার ক্ষুধা-পিপাসা ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অতিসত্বর ফিরাইয়া নিয়া আসার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। ভাইয়েরা অত্যন্ত স্নেহ-মমতার সহিত পালাক্রমে তাঁহাকে কাঁধে বহন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে বিদায় করিবার জন্য ইয়াকূব (আ)-ও বাড়ি হইতে কিছু দূর পর্যন্ত তাহাদের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভাইদের এইসব আদর-যত্ন ছিল পিতার মনের দ্বিধা দূর করিয়া বাহ্যত তাহাকে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত করিবার জন্য। ইয়াকূব (আ) প্রিয় পুত্রকে আলিংগন করিলেন এবং তাহাকে চুমু খাইয়া বিদায় করিলেন।

ইসরাঈলী বর্ণনামতে পিতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ইউসুফ (আ)-কে অন্য পুত্রদের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। অপর এক বর্ণনামতে পিতার অসম্মতিতে ইউসুফ নিজেই ভাইদের সংগে চলিয়া গিয়াছিলেন। আর একটি বর্ণনায় পুত্রদের চলিয়া যাওয়ার পর ইয়াকূব (আ) একাকী ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের পিছনে পাঠাইয়াছিলেন এবং ইউসুফ (আ) পথ হারাইয়া ফেলিলে এক ব্যক্তি তাহাকে ভাইদের পর্যন্ত পৌঁছিতে সাহায্য করিয়াছিল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনাধারা এবং বাস্তব অবস্থার বিচারে এই সকল বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ (দ্র কাসাসুল কুরআন, ১খ, ২৮৫; আল-বিদায়া, ১খ, ২০০)।

কুরতুবী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইয়াকূব (আ) দৃষ্টির আড়াল হওয়ার পরই ইউসুফকে কাঁধে বহনকারী ভাই তাঁহাকে সজোরে আছাড় দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। অতঃপর ইউসুফ (আ) পায়ে

হাঁটিয়া ভাইদের সংগে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ছোট্ট ইউসুফের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ হাঁটা সম্ভব হইল না। ভাইদের চলার গতির সহিত তাল রাখিয়া দৌড়াইতে অপারগ হইয়া ইউসুফ (আ) অপর এক ভাইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার মমতা উদ্রেক করিতে চাহিলে সেও তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। ইউসুফ (আ) একে একে সকল ভাইয়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রতি সামান্য সহানুভূতি বা সমবেদনা ও প্রকাশ করিল না বরং তাহারা তাঁহাকে গালাগালি ও মারধর করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। ইউসুফ (আ) চিৎকার করিয়া কাঁদিতে ও পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন। ভাইয়েরা ব্যাংগ করিয়া বলিল, যে এগারটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করিতে দেখিয়াছিলে তাহাদেরকেই ডাক, তাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে ও কোলে তুলিয়া নিবে। প্রসঙ্গত কুরতুবী বলিয়াছেন, তাহাদের এই জবাবে বুঝা যায় যে, যে কোন সূত্রে তাহারা ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের ব্যাপারে অবহিত হইয়াছিল এবং এই স্বপ্ন তাহাদের বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিবার কারণ হইয়াছিল।

রূবেন ও অন্য ভাইদের নিকট হইতে নিরাশ হওয়ার পর ইউসুফ (আ) সবশেষে অপেক্ষাকৃত দয়াবান ভাই য়াহূদার মমতা উদ্রেক করিবার জন্য বলিলেন (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ২২, ২৩), ভাইজান! অসহায় পিতা ও তাঁহার অসহায় সন্তান আপনার ছোট ভাইয়ের প্রতি দয়া করুন এবং পিতার সংগে কৃত আপনাদের অংগীকারের কথা স্মরণ করুন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানেই আপনারা অংগীকারের কথা ভুলিয়া গেলেন! ইহাতে আল্লাহ তা'আলা য়াহূদার অন্তরে মমতার উদ্রেক করিলেন। সে ইউসুফ (আ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমার জীবন থাকিতে তাহারা তোমার কিছু করিতে পারিবে না। অতঃপর য়াহূদা তাহার অন্য ভাইদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমরা জান, কোন নিরপরাধকে হত্যা করা কত বড় ভয়ংকর পাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং এই শিশুটিকে তাহার পিতার কাছে পৌঁছাইয়া দাও। তোমাদের আত্মরক্ষার জন্য অবশ্য তাহার নিকট হইতে পিতার কাছে কোন কথা প্রকাশ না করিবার অঙ্গীকার নিয়া নিতে পার। ভাইয়েরা সমস্বরে বলিল, আমরা তোমার মতলব বুঝিতে পারিতেছি। তোমার ইচ্ছা হইতেছে, তুমি আমাদের সকলের উপর টেক্কা মারিয়া একাকী পিতার প্রিয়পাত্র হইবে। সাবধান! ভাল করিয়া শুনিয়া রাখ, তুমি আমাদের অভিপ্রায়ে বাধা সৃষ্টি করিলে তোমাকেও ইউসুফের ন্যায় অভিন্ন পরিণতি ভোগ করিতে হইবে এবং পিতার কাছে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। য়াহূদা দেখিল, নয় ভাইয়ের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তখন সে আপোষকামিতার পন্থা অবলম্বন করিয়া বলিল, তোমরা তো ইউসুফকে জীবনে মারিয়া না ফেলিবার ব্যাপারে অংগীকার করিয়াছিলে (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১০৬)। সুতরাং তোমরা যদি ইউসুফের ব্যাপারে কিছু করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়া থাক তবে আমার একটি কথা শোন। নিকটেই একটি পুরাতন কূপ আছে যাহার আশপাশে এখন ঝোপঝাড় জন্মাইয়াছে এবং সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে। ইউসুফকে সে কূপে ফেলিয়া দাও। কোন সাপ তাহাকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলিলে তোমাদের মতলবও হাসিল হইবে এবং তোমরা নিজ হাতে খুন করার পংকিলতা হইতে রক্ষা পাইবে। আর

অলৌকিকভাবে কোনক্রমে সে বাঁচিয়া গেলে এই পথে যাতায়াতকারী কোন কাফেলা পানি তুলিবার জন্য কূপে বালতি ফেলিলে সে বালতি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিবে এবং কাফেলার লোকেরা (প্রচলিত নিয়ম অনুসারে গোলামরূপে) তাহাকে কোন দূর দেশে পৌঁছাইয়া দিবে। তাহাতেও তোমাদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটিবে (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ২২, ২৩)।

তখন পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরিয়া সকলে একমত হইয়া ইউসুফকে কূপের নিকটে নিয়া গেল এবং তাঁহার গায়ের জামা খুলিয়া উহা দ্বারা (মতান্তরে জামা পরবর্তী প্রয়োজনের জন্য তাহাদের কাছে রাখিয়া দিল এবং রশি দ্বারা) তাঁহার হাত বাঁধিয়া ফেলিল। অতঃপর তাঁহাকে রশি দ্বারা ঝুলাইয়া কিংবা তাঁহাকে কোন বালতিতে বসাইয়া বালতিটি রশি দ্বারা কূপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিল। তাফসীরকারগণ লিখিয়াছেন, ভাইয়েরা ইউসুফকে কূপে ফেলিবার উপক্রম করিলে সে কূপের পাড় আঁকড়াইয়া ধরিল। তখন তাহারা তাঁহার জামা খুলিয়া উাহা দ্বারা (কিংবা দড়ি দ্বারা) তাঁহার হাত বাঁধিয়াছিল। তখন ইউসুফ পুনরায় ভাইদের কাছে কাকুতি মিনতি করিল এবং কূপের ভিতরে লজ্জা নিবারণের জন্য জামাটি ফেরত চাহিল। নির্দয় ভাইয়েরা এবারও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা সিজদারত চন্দ্র-সূর্য ও এগার তারকাকে সাহায্যের জন্য ডাকিবার পরামর্শ দিল। মোটকথা ঝুলন্ত অবস্থায় কূপের গভীরতার মাঝামাঝি পৌঁছিলে তাহারা (শাম'উন বা অন্য কেহ) রশিটি কাটিয়া দিল। ইউসুফ পানির ভিতরে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমতে কোনরূপ আঘাত পাইলেন না। কূপটির উপরের মুখ সংকীর্ণ হইলেও নিচের দিকে উহা বেশ প্রশস্ত ছিল (মাজহারী)। ইউসুফ (আ) কাছেই একটি বড় পাথর দেখিতে পাইয়া নিরাপদে উহার উপর উঠিয়া বসিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক দীর্ঘদিনের পানিশূন্য একটি পরিত্যক্ত কূপ হওয়ার তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন)। একটি বর্ণনামতে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জিবরীল (আ) পানিতে পড়িবার পূর্বে মাঝপথে ইউসুফ (আ)-কে ধরিয়া ফেলিলেন এবং সযত্নে পাথরটির উপর বসাইয়া দিলেন (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ২২, ২৩, ১৪৬, ১৪৭; মাজহারী ও অন্যান্য)। একটি দুর্বল বর্ণনামতে কূপের অভ্যন্তর হইতে ইউসুফের কান্নার আওয়ায পাইয়া ভাইয়েরা তাঁহাকে ডাকিল। ইউসুফ (আ) ভাইদের মমতা ফিরিয়া আসিবার কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের ডাকে সাড়া দিলেন। তখন ভাইয়েরা ইউসুফ সুস্থ ও নিরাপদ রহিয়াছে ভাবিয়া পাথর ছুড়িয়া তাহার মাথা গুড়াইয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলে য়াহূদা তাহাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিল। একটি বর্ণনামতে ইউসুফ (আ) কূপের ভিতর হইতে ভাইদের কাছে তাঁহার জামাটি ফেরত চাহিলে তাহারা পূর্ববৎ সিজদাকারী চন্দ্র-সূর্য ও এগার তারকাকে ডাকিতে বলিল। পবিত্র কুরআন শুধু মূল ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছে ঃ

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

"অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করিতে একমত হইল, এমতাবস্থায় আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম, তুমি উহাদিগকে উহাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলিয়া দিবে যখন উহারা তোমাকে চিনিবে না" (১২ ঃ ১৫)।

বস্তুত অদৃশ্য ও অলৌকিক পন্থায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এই সান্ত্বনা বাণী আসিবার কারণে ভাইদের পক্ষে উহা জানিবার বা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে এ কথাও অগ্রিম জানাইয়া দিলেন যে, সময়ের ব্যবধানে এমন একদিন আসিবে যখন তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী ভাইয়েরা আমার কুদরতে সাহায্যপ্রার্থী ও অবনতমস্তক হইয়া তোমার সকাশে উপস্থিত হইবে। তোমার অভাবনীয় উন্নতি তাহাদের কল্পনা বহির্ভূত হওয়ার কারণে এবং তখন তোমার রাজকীয় অবস্থান ও বেশভূষার কারণে তাহারা তোমাকে কূপে নিক্ষেপিত ও গোলামরূপে বিক্রিত ইউসুফ বলিয়া চিনিতে পারিবে না এবং সে অবস্থায় তোমার নিজ মুখেই তুমি তাহাদের কাছে আজিকার এই দুর্ঘটনার বর্ণনা দিবে। পরবর্তী ঘটনা অনুরূপই ঘটিয়াছিল।

কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ইউসুফ (আ)-এর বয়স

নবুওয়াতের সাধারণ বিধান মতে সাধারণত চল্লিশ বৎসর বয়সে আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও নবুওয়াত দান করিয়া থাকেন। অবশ্য হযরত ঈসা ও ইয়াহইয়া (আ)-এর ক্ষেত্রে তিনি ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ইউসুফ (আ)-এর কাছে আগত ওয়াহী (যাহা অধিকাংশের মতে কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে এবং অনেকের মতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার সান্ত্বনার জন্য পাঠানো হইয়াছিল; দ্র. তাফসীরে কুরতুবী) ইহা নবুওয়াতের ওয়াহী ছিল, না ইলহাম ছিল, ইহাতে তাফসীরবিদ ও মুসলিম মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেননা এই সময় ইউসুফ (আ) ছিলেন বালক অথবা কিশোর। এই সময় তাঁহার বয়স ছয় বৎসর হইতে আঠার বৎসরের মধ্যে হওয়ার বিভিন্ন মত রহিয়াছে। মুজাহিদ (র) প্রমুখের মতে ইউসুফ (আ) তখন ছয় বৎসরের শিশু ছিলেন, তখনও তাঁহার দাঁত পড়ে নাই। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে একাধিক মনীষীর বরাতে এই সময় তাঁহার বয়স সাত বৎসর হওয়ার কথা বলা হইয়াছে (দ্র. মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১৯, ২০)। তাফসীরে মাজহারীতে (৫খ, ১৪৬, ১৪৭) বার বৎসর কিংবা আঠার বৎসর (কালবীর বরাতে) এবং ইবন আবূ শায়বা, আহমাদ, ইবন আবদুল হাকাম, ইবন জারীর, ইবন আবু হাতিম, আবুশ শায়খ, হাকিম, ইবন মারদাওয়ায়হ প্রমুখের সূত্রে হাসান (র)-এর বরাতে সতর বৎসর বলা হইয়াছে কুরতুবী (৫খ, ১২১, ১২২)। ইবন ওয়াহব, মালিক প্রমুখের বরাতে এই সময় ইউসুফ (আ) অপ্রাপ্তবয়স্ক (এবং সাত বৎসরের শিশু) হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দিয়া উহার অনুকূলে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতের ভাষ্য ইংগিত হইতে প্রাপ্ত যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন। যেমন কূপে ফেলিয়া দেওয়া, পিতার কাছে ইউসুফকে তাহাদের সাথে পাঠাইবার আবেদন করা এবং তাঁহাকে হিফাজত করিবার অংগীকার প্রদান (وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ১২ ঃ ১২); কোন কাফেলা কর্তৃক তাঁহাকে কুড়াইয়া পাওয়া হারানো শিশু (লাকীত)রূপে তুলিয়া নেওয়ার কথা (يَلْتَقِطْهُ ১২ ঃ ১০); ইয়াকূব (আ) কর্তৃক ইউসুফকে বাঘে খাইয়া ফেলিবার আশংকা প্রকাশ (اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ ১২ ঃ ১৩) এবং ভ্রাতাগণ কর্তৃক বাঘে খাওয়ার তথ্য প্রদান (فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ১২ ঃ ১৭) প্রভৃতি আয়াতসমূহ এই সময় ইউসুফ (আ) বেশ ছোট হওয়ার ইংগিত বহন করে। মোটকথা, নবুওয়াতের সাধারণ প্রচলিত বয়স না হওয়ার কারণে মনীষিগণ তাঁহার কাছে আগত ওয়াহীর স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ করিয়াছেন। ইবন

জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবন আবু হাতিম প্রমুখ কতিপয় মনীষী মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান, দাহ্হাক প্রমুখের বরাতে ইহাকে নবুওয়াতী ওয়াহী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং বয়সে ইউসুফ (আ)-এর নবুওয়াত লাভকে হযরত ঈসা ও ইয়াহইয়া (আ)-এর নবুওয়াত লাভের ন্যায় ব্যতিক্রমী ঘটনা বলিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ এবং অন্য সকল তাফসীরবিদ, বিদ্বান ও মনীষিগণ এই ওয়াহীকে মূসা (আ)-এর মাতার নিকট আগত ওয়াহী (وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسَى اَنْ اَرْضِعِيْهِ) "এবং আমি মূসার মাতার কাছে ওয়াহী পাঠাইলাম যে, তুমি তাহাকে স্তন্য পান করাইতে থাক"....২৮ঃ৭)-এর ন্যায় ইলহাম ছিল এবং পরবর্তী সময় মিসরে অবস্থানকালে পূর্ণ বয়সে পৌঁছিবার পর ইউসুফ (আ)-এর কাছে নবুওয়াতী ওয়াহী পাঠান হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ ১২ ঃ ২২ আয়াতে রহিয়াছে (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, কুরতুবী, ৫খ, ১৩৩-১৩৪; তাফসীরে মাজহারী ৫খ, ১৪৬, ১৪৭; মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ১৯, ২০, ২৩; আল-কামিল, ১খ, ১০৬; কাসাসুল আম্বিয়া, ১২১, ১২২ পৃ.)।

কূপের অবস্থান ও পরিচিতি

কেহ কেহ কূপটি সাধারণ চলাচলের পথ হইতে দূরে এবং ঝোপঝাড়যুক্ত ও পানিশূন্য পরিত্যক্ত কূপ বলিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের বর্ণনায় কূপটি সাধারণ কাফেলা চলাচলের পথিপার্শে এবং পানিযুক্ত ও ব্যবহার্য ছিল বলিয়া বুঝা যায়। মুকাতিল বলিয়াছেন, কূপটি ইয়াকূব (আ)-এর আবাসস্থল হইতে তিন ক্রোশের দূরত্বে ছিল। কা'ব-এর মতে মাদয়ান ও মিসরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে এবং ওয়াহব-এর মতে জর্দানের কোন অঞ্চলে ছিল। কাতাদা উহা বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছে ছিল বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। একটি বর্ণনামতে কূপের পানি লবণাক্ত ছিল। ইউসুফ (আ) নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর উহা সুপেয় হইয়া গিয়াছিল (ইবন কাছীর, ২খ, ২৪২; মাজহারী, ৫খ, ১৪৬-১৪৭)। ভাইগণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে Douthan নামক স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে অন্ধকার কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।... উহা একটি বাণিজ্যিক বড় রাস্তার নিকটেই অবস্থিত ছিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২খ, পৃ. ১১৮)।

হযরত ইউসুফ (আ)-কে সংগ দেওয়ার জন্য এবং অতিসত্বর তাঁহার কূপ হইতে বাহির হইবার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য জিবরীল (আ)-কে তাঁহার কাছে পাঠান হইল। জিবরীল (আ) আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা বাণী শুনাইলেন এবং তাঁহার সংগে তাবীজ আকারে রক্ষিত জামাটি বাহির করিয়া উহা তাহাকে পরিধান করাইলেন এবং একটি দোআ শিক্ষা দিলেন (কুরতুবী, ৫খ, ১৪৪)। বর্ণিত মতে ইবরাহীম (আ)-কে বস্ত্রমুক্ত করিয়া অগ্নিগহবরে নিক্ষেপ করিবার সময় জিবরীল (আ) একটি জান্নাতী রেশমী জামা আনিয়া উহা তাঁহাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন (এবং উহার ক্রিয়ায় পার্থিব আগুনের দাহ নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছিল)। ইবরাহীম (আ) জামাটি ইসহাক (আ)-কে এবং তিনি উহা ইয়াকূব (আ)-কে দিয়াছিলেন। ইয়াকূব (আ) উহা একটি মাদুলীতে ভরিয়া ইউসুফ (আ)-এর গলায় লটকাইয়া দিয়াছিলেন (কুরতুবী, ৫খ, ১৪৩; মাজহারী, ৫খ, ১৪৭, ১৪৮)।

ইউসুফ (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার ভাইয়েরা তাহাদের ষড়যন্ত্রের মূল অংশ সমাপ্ত করিল। এখন তাহাদের চিন্তার বিষয় ছিল পিতাকে কোন যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তাহারা পিতার 'তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিবে' উক্তিটি সুযোগ হিসাবে কাজে লাগাইবার সিদ্ধান্ত নিল এবং ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে তাহারা একটি ছাগল ছানা জবাই করিয়া ইউসুফের জামায় উহার রক্ত মাখাইয়া দিল এবং ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করিয়া রাতের অন্ধকারে বিলাপ করিতে করিতে বাড়িতে পৌছিল। কুরআনের বর্ণায় ঃ وَجَاءُوا اَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ ঃ "উহারা রাত্রির প্রথম প্রহরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিল" (১২ ঃ ১৬)। বর্ণনামতে তাহাদের কান্নার আওয়ায শুনিয়া ইয়াকূব (আ) বিচলিত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার! তোমাদের বকরী পালের উপর কোন কিছুর আক্রমণ হইয়াছে কি?" তাহারা বলিল, 'না'। তিনি বলিলেন, তবে কি হইয়াছে? ইউসুফ কোথায়? তখন তাহারা ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার মিথ্যা কাহিনী শুনাইল।

قَالُوْا يَابَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ.

"উহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না যদিও আমরা সত্যবাদী" (১২ ঃ ১৭)।

অর্থাৎ তাহারা পিতার আস্থাভাজন হওয়ার উদ্দেশে ইউসুফের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং পিতার বেদনায় মর্মবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। রাতের অন্ধকারে ফিরিয়া আসার পিছনে তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দিনের আলোতে পিতার সম্মুখে উপস্থিতির অস্বস্তি হইতে রক্ষা পাওয়া এবং তাহাদের মিথ্যা অভিনয়ের উপর অন্ধকারের আবরণ ঢালিয়া দেওয়া। শেষের কথাটি দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল অতি সূক্ষ্মভাবে পিতাকে তাহাদের বক্তব্য বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা। অর্থাৎ তাহারা বলিল, ইউসুফের প্রতি আপনার অপরিসীম ভালবাসা এবং আমাদের প্রতি আপনার সুধারণা না থাকিবার কারণে আমরা স্বভাবতই আপনার দৃষ্টিতে অবিশ্বস্ত হইয়া রহিয়াছি। আর আজিকার ঘটনার আকস্মিকতা ও অবিশ্বাস্যতা তো এমন যে, আমাদের প্রতি আপনার সুধারণা থাকিলে এবং আমরা আপনার দৃষ্টিতে আস্থাভাজন হইলেও উহা বিশ্বাস করা আপনার জন্য কঠিন হইত। তদুপরি আপনি যাহা আশংকা করিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তাহাই ঘটিয়া যাওয়ায় আমাদের প্রতি অবিশ্বাসের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং আমরা যতই সত্য কথা বলি না কেন, আপনার জন্য উহা বিশ্বাস করা কঠিন বটে এবং পরিস্থিতির বিচারে আপনি আমাদিগকে অবিশ্বাস করিলে তাহাতে আপনাকে দোষারোপ করা যায় না। এই সময় তাহারা তাহাদের 'তাহাকে নেকড়ে খাইয়া ফেলিয়াছে' বক্তব্যটি বিশ্বাসযোগ্য করিয়া নিজেদের সত্যতা প্রমাণের জন্য ইউসুফ (আ)-এর রক্তমাখা জামাটি পিতাকে দেখাইল। হাসান (র) সূত্রে ইবন জারীর, ইবনুল মুনযির ও আবুশ শায়খ প্রমুখের বর্ণনামতে ইয়াকূব (আ) নিজেই তাহাদের কাছে ইউসুফের জামা দেখিতে চাহিলেন

(মাজহারী, ৫খ, ১৪৮)। তাহারা জামা বাহির করিলে ইয়াকূব (আ) উহাতে চুমু খাইতে লাগিলেন। তিনি জামায় রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, কিন্তু জামাটি ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কোথাও ছেঁড়াফাড়ার চিহ্ন ছিল না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মিথ্যা ধরাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের মাথা হইতে জামাটি ছিঁড়িয়া-ফাড়িয়া আনিবার বুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা তাহারা নেকড়ের খাওয়া প্রমাণ করিতে পারিত। তাহারা ছাগলের রক্ত মাখাইয়া পিতাকে প্রতারণা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্র নবীর কাছে এই প্রতারণা সম্পূর্ণ অচল প্রমাণিত হইল। ইয়াকূব (আ) নিখুঁত জামাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার পুত্রেরা! এমন ধীমান ও স্থৈর্যবান কোন নেকড়ের কথা তো আমি শুনি নাই যে, এইরূপ পরিপাটি করিয়া একটি মানুষ খাইয়া ফেলিতে পারে। সত্যই তোমাদের এ নেকড়েটি বেশ বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত হইবে, যাহার কারণে ইউসুফকে খাইয়া ফেলিলেও তাহার জামাটি নিখুঁত রহিয়াছে (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ২৫)। এইভাবে পিতার কাছে পুত্রদের জালিয়াতি ফাঁস হইয়া গেল। কিন্তু তিনি নবুওয়াতী বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জন্য পুত্রদেরকে ইউসুফের খুনের দায়ে প্রত্যক্ষরূপে অভিযুক্ত করা হইতে বিরত থাকিলেন, যাহাতে প্রতারণায় ব্যর্থ হিংসুকেরা আরও উত্তেজিত হইয়া পরিস্থিতিকে অধিক ঘোলাটে করিবার সুযোগ না পায়। তিনি বলিলেন, ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদের অন্তরই তোমাদিগকে কোন কুবুদ্ধি সাজাইয়া দিয়াছে। এক্ষণে আমার কাজ হইবে চূড়ান্ত সবর করা। আমি কাহাকেও অভিযুক্ত করিতেছি না। তোমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা আল্লাহকেই বলিব। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.

"উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের সাহায্যস্থল" (১২ ঃ১৮)।

কূপ হইতে ইউসুফ (আ)-এর মুক্তি এবং দাসরূপে মিসর গমন

হযরত ইউসুফ (আ) তিন দিন কূপে অবস্থান করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে বিপদমুক্তির ব্যবস্থার প্রতীক্ষায় থাকিলেন। এই তিন দিন য়াহূদা অন্য ভাইদের দৃষ্টি এড়াইয়া ইউসুফের জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়া আসিত এবং বালতি দ্বারা কূপের ভিতরে পৌছাইয়া দিত। ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে, ভাইয়েরা ইউসুফের কি হয় এবং সে কি করে উহা দেখিবার জন্য দিনভর কূপের কাছে বসিয়া থাকিত (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ, ২৪৪)। একটি বর্ণনামতে য়াহূদার দেওয়া পরামর্শ অনুসারে বড় ভাই রাওবীন (রূবেন) অন্য ভাইদের হইতে গোপন করিয়া চুপিসারে ইউসুফকে বাহির করিয়া পিতার কাছে পৌছাইবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। কেননা সে ইউসুফকে হত্যা করিবার প্রস্তাবের শক্ত বিরোধিতা করিয়াছিল। এই কারণে সে মাঝেমধ্যে কূপের কাছে আসিয়া

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ সন্ধান করিত (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ২৮৭)। আল্লাহ তা'আলার কুদরত ইউসুফ (আ)-কে কূপ থেকে বাহির করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিল যে, সিরিয়া (শাম) হইতে মিসরগামী একটি বাণিজ্যিক কাফেলা পথ ভুলিয়া এই কূপের কাছে পৌঁছিল এবং তাহাদের পানির প্রয়োজন দেখা দিলে কাছেই কূপ দেখিয়া পানি তুলিবার জন্য উহাতে বালতি ফেলিল। ভাইদের দেওয়া বালতি মনে করিয়া ইউসুফ (আ) সে বালতিতে উঠিয়া বসিলে কাফেলার লোক তাঁহাকে টানিয়া উপরে তুলিল। পবিত্র কুরআনের উল্লেখ ঃ

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ.

"একটি যাত্রীদল আসিল, উহারা উহাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করিল। সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিল, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল। উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন" (১২ ঃ ১৯)।

পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত এমন কতক ঘটনা ঘটে যাহার বাহ্যসূত্র আমাদের অবগতির নাগালে না থাকিবার কারণে আমরা সাধারণ মানুষ, সেগুলিকে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, অলৌকিক অথবা 'ঘটনা-চক্রে' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং দার্শনিক ও গবেষকগণ উহাদের কার্যকরণের ব্যর্থ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অহেতুক দিগভ্রান্ত হন। ইহার মূল কারণ আল্লাহ তা'আলার মহাবিশ্ব পরিচালনার রীতিপন্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অন্যথায় অদৃশ্য লোকের মহাপরিচালন কেন্দ্র হইতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে কোন ঘটনাই দুর্ঘটনা বা ঘটনাচক্র নয়, বরং সব ঘটনাই একটি সুনিপুণ ও সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতার যোগসূত্রে গ্রথিত। হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাঁহার ভাইয়েরা সাধারণ চলাচলের সড়ক হইতে বিচ্ছিন্ন ও নির্জন অনাবাদী কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেননা জনবসতির কাছাকাছি ও সদাব্যবহার্য কূপে নিক্ষেপ করিলে তাহাদের চক্রান্ত ধরা পড়িবার প্রবল আশংকা ছিল। অপরদিকে ইউসুফের (আ) জীবন্ত অবস্থায় পিতার কাছে ফিরিয়া যাওয়া তাহাদের মনঃপূত ছিল না। কেননা উহাতে পিতার কাছে তাহারা মারাত্মক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইত। আবার সর্বশেষ পরিস্থিতি ও সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহারা, বিশেষত য়াহূদা ও রূবেন প্রমুখ মৃত্যুও কামনা করিতেছিল না। ইউসুফ বাঁচিয়া থাকুক, তবে পিতার দৃষ্টি ও অবগতি হইতে দূরে কোথাও অবস্থান করুক, ইহার একমাত্র উপায় ছিল কোন দূরদেশে ইউসুফকে লইয়া যাওয়া। তৎকালে পৃথিবীতে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং মানুষ পণ্যরূপে বেচাকেনা হইত। সুতরাং ইউসুফের ভাইয়েরাও দাসরূপে ইউসুফের বিদেশে পাচার হওয়ার কোন একটি ব্যবস্থা কামনা করিতেছিল। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী ইয়াকূব (আ)-কে দুঃখ দান করিয়া পরীক্ষা করা এবং ইউসুফ (আ)-কে জাগতিক ও আত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে উন্নীত করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইউসুফ (আ)-এর কাছে ভবিষ্যৎ সান্ত্বনা বাণী ও 'এক সময় তুমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিবে, অথচ তাহারা বুঝিতে পারিবে না' ঘোষণার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কুদরত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে

সক্রিয় হইয়া উঠিল। শাম হইতে (মতান্তরে মাদয়ান হইতে) মিসরগামী বাণিজ্য কাফেলা পথ ভুলিয়া কান'আন অঞ্চলের অনাবাদ বনাঞ্চলে পৌঁছিল, যেখানের একটি কূপে ইউসুফ (আ) তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির বিদ্যাপীঠ মিসরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে এ কাফেলাটি ছিল হেজাযী ও মাদয়ানবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাণিজ্য কাফেলা। তাহাদের এই বর্ণনার সূত্র হইতেছে তাওরাতে উপস্থাপিত কাফেলার বিবরণ। তাওরাতে কাফেলাটিকে মাদয়ানী (مدين) অথবা মিদয়ানী (مديان) বলা হইয়াছে। এই কারণে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ কাফেলাটির গতিপথ মাদয়ান হইতে মিসর সাব্যস্ত করিয়াছেন। আর অধিকাংশ ঐতিহাসিক কাফেলাটি হেজাযী (ইসমাঈলী) ও মাদয়ানীদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার তথ্য স্বীকার করিয়া উহার গতিপথ সিরিয়া (শাম) হইতে মিসর অভিমুখে বলিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় ইহা স্থিররূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, কাফেলাটি ছিল হেজাযী ইসমাঈলী বংশের এবং তাহাদিগকে মাদয়ানী বা মিদয়ানী বলিবার কারণ তাওরাতে বর্ণিত মাদয়ান ও আরবীয় ভূগোলের হেজাযকে দুইটি ভিন্ন স্থান ধারণা করা হইতে উদ্ভূত। ইবন কাছীর লিখিয়াছেন, মাদয়ান মা'আন অঞ্চলের একটি জনপদ, ইহার অবস্থান শামের শেষ প্রান্তে লূত (সম্প্রদায়ের) উপসাগর (মৃত সাগরের) নিকটবর্তী হিজাযের সন্নিহিত অঞ্চলে (বিদায়া, ১খ, ১৮৪, পৃ.)। সায়্যিদ সুলায়মান নদবীর গবেষণামতে বংশানুক্রমে ভৌগোলিক আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করিয়াছে যে, তাওরাতে যে অঞ্চলকে মাদয়ান (مدين) বা মিদয়ান (مديان) বলা হইয়াছে উহা মূলত সে অঞ্চল যাহা সা'ঈর (ساعير বা সারাত = سراة) হইতে লৌহিত সাগরের উপকূল বরাবর শাম হইতে য়ামান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলটিকে হযরত মূসা (আ)-এর যুগ হইতে ইসরাঈলীরা মাদয়ান নামে এবং ইসমাঈলীরা পূর্ব হইতেই হিজায নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছে। এই কারণে একই অঞ্চলের জন্য এই দুইটি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে (আরদুল কুরআন, ২খ, পৃ. ৪৭, ৪৯; হইতে কাসাসুল কুরআন ১খ, ২৮৭, টীকাসহ)।

মোটকথা, পথভোলা কাফেলাটির পানি সংগ্রহ, অবস্থান ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত অগ্রবর্তী দল তাহাদের পানির প্রয়োজনে কূপে বালতি ফেলিয়া পানির বদলে হযরত ইউসুফ (আ)-কে উত্তোলন করিল। ঐতিহাসিকগণ তাহাদের বর্ণনায় এই উত্তোলনকারী ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তবে তাহাদের বর্ণনায় তাহার নামের ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবন কাছীর তাহার নাম সম্পর্কে ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে ইবন ইসহাকের তথ্যের বরাতে লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে মিসরে নিয়া বিক্রয় করিয়াছিল অর্থাৎ যে তাঁহাকে (কূপ হইতে তুলিয়া এবং ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া) মিসরে রফতানী করিয়াছিল তাহার নাম মালিক ইবন যু'র ইবন নুওয়ায়ব ইন 'আফকা' (অথবা আন্‌কা) ইব্‌ন মিদয়ান ইব্‌ন ইবরাহীম (আ) (বিদায়া, ১খ, ২০২); ইবনুল আছীরের বর্ণনায় মালিক ইবন ওয়া'র (وعر) (আল-কামিল, ১খ, ১০৭); কুরতুবীর বর্ণনায় মালিক ইবন দু'র (ذعر - دعر নয়) বলা হইয়াছে (আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন, ৫খ, ১৫২)। মুফতী শফী (র) নামটি মালিক ইবন দু'বুর (دعبر যদি মুদ্রণ প্রমাদ না হয়) লিখিয়াছেন (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ২৭)।

প্রথমে অপ্রত্যাশিত ঘটনা দেখিয়া এবং বালতিতে উপবিষ্ট বালকটির অপার্থিব সৌন্দর্য দেখিয়া উত্তোলনকারী লোকটি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাইয়া 'ওহে সুসংবাদ'! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। মতান্তরে 'ইয়া বুশরা' বলিয়া সে বুশরা নামে তাহার এক সাথীকে ডাক দিয়াছিল। পরক্ষণে ঘটনার বাস্তবতা অনুধাবন করিয়া এবং এই অতুলনীয় সুন্দর বালক মিসরের বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইবে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কাফেলার অন্য লোকদেরকে ইহার মূল্যে ভাগ বসাইবার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য বিষয়টি চাপিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। উত্তোলনকারীরা পারস্পরিক পরামর্শে স্থির করিল যে, তাহারা কাফেলার অন্য লোকদের কাছে বালকটির কথা আলোচনা করিবে না কিংবা তাহাদিগকে বলিবে, আমরা উহাকে ক্রয় করিয়াছি অথবা তাহার মালিকরা তাহাকে বিক্রয় করিবার জন্য আমাদের সোপর্দ করিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের পর তাহারা নিজেদের স্বাভাবিক তৎপরতায় লিপ্ত হইল। ওদিকে য়াহূদা নিত্যকার মত ইউসুফের জন্য খাবার আনিয়া উহা কূপের ভিতর নামাইয়া দিল। কিন্তু কেহ খাবার গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। কূপের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং ইউসুফকে ডাকিয়া সে তাঁহার সাড়া পাইল না। একটি বর্ণনামতে ইউসুফকে কূপ হইতে তুলিয়া গোপনে পিতার কাছে পৌঁছাইবার সুযোগ সন্ধানী রূবেন ইউসুফকে কূপে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। য়াহূদা (অথবা রূবেন কিংবা দুইজনই) দৌড়াইয়া গিয়া অপর ভাইদের ঘটনা অবহিত করিল। ইউসুফ কোন উপায়ে পিতার কাছে পৌঁছিয়া যাইতে পারে এই আশংকায় তাহারা অবিলম্বে কূপের কাছে পৌঁছিল এবং আশপাশে ইউসুফের অস্তিত্ব সন্ধান করিতে লাগিল। কাছেই একটি কাফেলাকে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহাদের উপর ভাইদের সন্দেহ দৃষ্টি নিপতিত হইল এবং অনুসন্ধান ও তল্লাশীর পর ইউসুফকে তাহাদের নিকট পাওয়া গেল। ভাইয়েরা ইউসুফকে তাহাদের দুষ্ট প্রকৃতির গোলাম বলিয়া পরিচয় দিল এবং পলাতক গোলামকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কাফেলার লোকদের অভিযুক্ত করিল। ইউসুফকে উত্তোলনকারী মালিক ও তাহার সংগীরা বিদেশ-বিভুঁইয়ে চুরির দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পলায়নে অভ্যস্ত গোলামটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিল। ভাইয়েরা উহাকে তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির সহজ উপায় দেখিতে পাইয়া উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিল। একটি বর্ণনামতে ভাইয়েরাই প্রথমে অগ্রবর্তী হইয়া পলাতক গোলামটি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছিল। অপর একটি দুর্বল বর্ণনামতে ইউসুফের ভাইয়েরা কূপের কাছে একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে অবস্থান করিতে দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিল যে, তাহারা পেস্তা, দেবদারু ও মসলাপাতি নিয়া মিসর যাইতেছে। তখন ভাইয়েরা পরামর্শ করিয়া নিজেরাই ইউসুফকে কূপ হইতে তুলিয়া কাফেলার নিকট বিক্রয় করিল। কিন্তু তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনা ধারায় এ বিবরণটি সমর্থিত হয় না। এই সমুদয় ঘটনা ও আলোচনায় ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কেননা তিনি বুঝিতেছিলেন যে, কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলে এবং আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলে গোলামীর অপবাদ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া গেলেও ভাইদের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া ও পিতার কাছে নিরাপদে পৌঁছিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সর্বোপরি তিনি কূপ হইতে মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অভাবনীয় কুদরতের হাত প্রত্যক্ষ

করিয়াছিলেন। সুতরাং গোলাম হইয়া মিসরে নীত হওয়ার মধ্যেও তিনি কুদরতের অপার রহস্য প্রত্যক্ষ করিবার ইংগিত অনুভব করিয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আল্লাহ্র ফয়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলাও ইউসুফ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও কাফেলার লোকদের দ্বারা তাঁহার কুদরতী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করাইয়া নিতেছিলেন। অন্যথায় ভাইদের অসৎ উদ্দেশ্য নস্যাত করিয়া দেওয়া তো আল্লাহ্র জন্য সহজ ছিল।

বিক্রয় প্রস্তাবে পারস্পরিক সম্মতির পর মূল্য নিয়া আলোচনা হইল এবং ক্রেতাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া তাহাদের ধারণার চেয়ে অনেক কম মূল্যে বিক্রেতারা তাহাদের গোলাম হস্তান্তরে রাজী হইল। কুরআনের ভাষায় ঃ

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ.

"এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল তাহার ব্যাপারে নির্লোভ" (১২ ঃ ২০)।

অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিল এবং কাফেলার লোকেরা তাহাকে ক্রয় করিল অতি নগণ্য মূল্যে, গণনা করিয়া হিসাব করা হয় এমন কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে। মূলত তাহারা উহাতে নির্লোভ ছিল। তাফসীরকারগণ লিখিয়াছেন, তৎকালীন আরব বাণিজ্য জগতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারের পণ্যমূল উল্লেখযোগ্য ও অধিক (চল্লিশোর্ধ) হইলে উহা ওজনের মাধ্যমে এবং অল্প ও নগণ্য হইলে গণনা করিয়া পরিশোধ করা হইত। পবিত্র কুরআন مَعْدُوْدَةٍ (গণনা আওতাভুক্ত) বলিয়া অর্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করিয়া উহা পরিমাণে অল্প হওয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াছে। ইকরিমা ও ইবন ইসহাক এই পরিমাণ চল্লিশ দিরহাম বলিয়াছেন, মুজাহিদ বাইশ দিরহাম বলিয়াছেন। ইবন মাস'উদ, ইবন আব্বাস, নাওফ বাকালী, সুদ্দী, কাতাদা ও আতিয়্যা প্রমুখ বলিয়াছেন, বিশ দিরহামে বিক্রয় করিয়া দশ ভাইয়ের প্রত্যেকে দুই দিরহাম করিয়া ভাগ করিয়া নিয়াছিল (দ্র. বিদায়া, তাফসীরে ইবন কাছীর, মাজহারী, কুরতুবী ও মা'আরিফ)। মূল্য কম হওয়ার কারণ ছিল দ্বিপক্ষীয়। বিক্রেতারা জানিত যে, ইউসুফ গোলাম নয়, তাহাদেরই ভাই, তাহাকে কোনরূপে দেশান্তরিত করিতে পারিলেই তাহাদের বিদ্বেষ প্রশমিত হয় এবং পিতার কাছে ধরা পড়িয়া তাহার রোষাণলে পতিত হওয়া হইত রক্ষা পাওয়া যায়। ক্রেতারা দেখিল, পলায়নে অভ্যস্ত গোলামের জন্য অধিক মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়া এই গোলামের ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল হইবে তাহা অনুধাবন করিবার সাধ্য তাহাদের ছিল না।

অতঃপর বাণিজ্য কাফেলা তাহাদের গন্তব্যস্থল মিসরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল এবং মিসর পৌঁছিয়া ইউসুফ (আ)-কে গোলামরূপে বিক্রয় করিল। কাফেলার মিসর গমন ও ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয় করা সংক্রান্ত কাহিনীর বিশদ বিবরণ গুরুত্বের নিরিখে অপ্রয়োজনীয় অংশ হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআন উহার উল্লেখে নীরব। তবে তাওরাত, ইতিহাস ও তাফসীরকারদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাহাকে বিক্রয় করিবার পর কাফেলার প্রস্থান করা পর্যন্ত সে

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সংক্রান্ত মানচিত্র
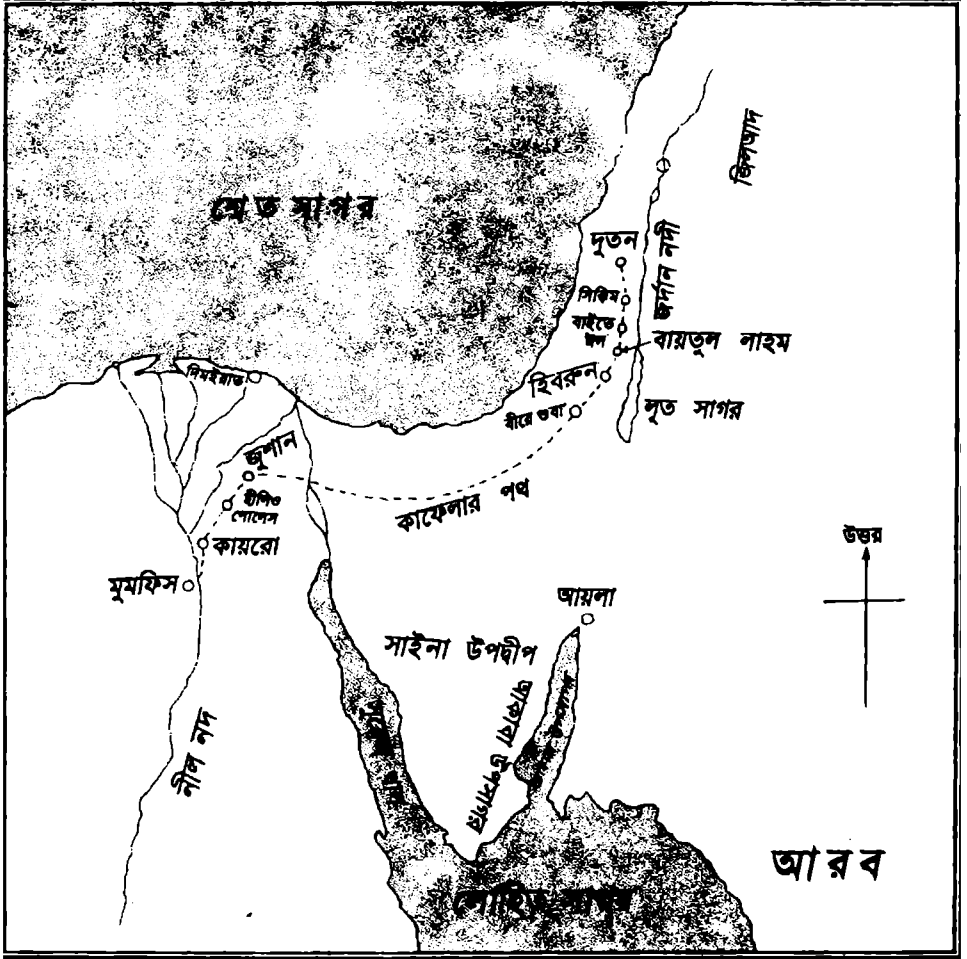
দূতন : বাইবেলের মতে এ স্থানেই হযরত ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

সিকিম : এখানে হযরত ইয়াকূবের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে এর নাম নাবলূস।

হিবরুন : এখানে হযরত ইয়াকূব বসবাস করতেন। এর আর এক নাম 'আল-খলীল।'

জুশান : হযরত ইউসুফ এখানে বনী ইসরাঈলদেরকে পূনর্বাসিত করেন।

স্থানে অবস্থান করিল। কেননা তাহারা এই ব্যাপারে শংকিত ছিল যে, কাফেলার লোকেরা অজ্ঞাত বিপদের আশংকায় ইউসুফ (আ)-কে সেখানে কিংবা পথিমধ্যে কোথাও রাখিয়া যাইবে এবং ইউসুফ (আ) কোন উপায়ে পিতার কাছে ফিরিয়া আসিয়া ভাইদের সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দিবে। সুতরাং কাফেলা চলিতে আরম্ভ করিলে ভাইয়েরাও কিছুদূর পর্যন্ত তাহাদের সাথে থাকিল এবং ইউসুফের পালাইবার অভ্যাসের কথা বলিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ দিল। এই মহামানবের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা উপদেশ মানিয়া লইল এবং উক্ত অবস্থায়ই তাঁহাকে মিসর পর্যন্ত লইয়া গেল। দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর তাহারা মিসরের বাজারে তাহাদের বিক্রয় পণ্যসমূহ উপস্থাপন করিল। ইউসুফ (আ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ফয়সালায় রাজী থাকিয়া তাঁহার কুদরতের ধারা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিলেন। ইউসুফ (আ)-এর জীবনের এই হৃদয়বিদারক মুহূর্তগুলির ছবি দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত করিলে দেখা যাইবে যে, অতি অল্প বয়স্ক এক বালক, শিশু বয়সে মাতৃহারা, পিতার অপরিসীম স্নেহ-মমতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন, ভাইদের প্রতিহিংসার শিকার হইয়া বাৎসল্যপূর্ণ স্বাধীন জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া এক অপরাধী গোলামরূপে অজানার উদ্দেশে চলিয়াছেন। তিনি জানেন না, কোথায় তাঁহাকে নেওয়া হইতেছে, আর কোন দিন স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করিবেন কিনা, স্নেহময় পিতার সাথে আর কখনও সাক্ষাত ঘটিবে কিনা? কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার, মুখে নাই কোন বিমর্ষতা, উচ্চারণে নাই কোন অভিযোগ, নাই কোন প্রকার কান্নাকাটি বা অস্থিরতার প্রকাশ। বিপদে ধৈর্য ও ভাগ্যে প্রসন্নতার মূর্ত প্রতীক হইয়া তিনি চলিয়াছেন গোলামরূপে মিসরের বাজারে বিক্রয় হওয়ার জন্য।

ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য ও প্রতিভাদীপ্ত চেহারা খরিদ্দারদের প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিল। একটি বর্ণনামতে (মাযহারী, ৫খ, ১৫১) চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) ও দুই প্রস্থ বস্ত্র ইত্যাদির বিনিময় ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয় করা হইল। ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহের সূত্র ও কুরতুবীর বর্ণনামতে ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয়ের ঘোষণা দেওয়া হইলে খরিদ্দারদের ভিড় জমিয়া গেল এবং তাঁহার মূল্য বৃদ্ধিতে তাহারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মর্যী বাস্তবায়নের কুদরতী ব্যবস্থাপনায় মিসরের সরকারের অর্থ,খাদ্য ও বাণিজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রীকে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে পৌঁছাইয়া দিলেন। বিক্রয় প্রস্তাবিত গোলামরূপে ইউসুফ (আ) প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং তিনিও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিলেন। সর্বশেষে ইউসুফের মূল্য স্থির হইল তাঁহার ওযনের সমপরিমাণ স্বর্ণ, অনুরূপ ও সমপরিমাণ মিশাক এবং সমপরিমাণ রেশমীবস্ত্র। ইউসুফের খরিদ্দার হওয়ার সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ ছিল প্রধান মন্ত্রীর তথা আযীয মিসরের ললাটে এবং এত উচু মূল্য পরিশোধ করা তাহারই পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। তিনি স্থিরীকৃত মূল্য পরিশোধ করিয়া ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিলেন। বর্ণনামতে এই সময় তের বৎসর বয়স্ক ইউসুফ (আ)-এর ওযন হইয়াছিল চার শত রিত্‌ল বা চার শত পাউন্ডের অর্থাৎ প্রায় ১৫.০০০ তোলার সমপরিমাণ (মাজহারী, ৫খ, ১৫১; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৩১)।

আযীয মিসরের পরিচয়

ইউসুফ (আ)-এর ক্রেতাকে পবিত্র কুরআন আল-আযীয (العزيز) পরিচয়ে উল্লেখ করিয়াছে। মূলত ইহা ছিল তৎকালীন বিশ্বে সমুন্নত মিসরের রাজ-দরবারে সম্রাটের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর পদবী। বাইবেলে তাহার নাম ফুতিফার (Potiphar) বলা হইয়াছে এবং মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাহার নাম কিতফীর (قطفير) অথবা ইতফীর (اطفير) ইবন রাওহীব বলিয়াছেন। তিনি সম্রাটের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় ছিলেন। তখন মিসরে 'আমালিকা (عمالقه) সম্প্রদায়ের হিকসুস (Hgksoos) বংশীয়রা রাজত্ব করিতেছিল এবং ক্ষমতাসীন সম্রাটের নাম ছিল রায়্যান ইবনুল ওয়ালীদ (মতান্তরে রয়্যান ইবন উসায়দ)।

প্রধান মন্ত্রী কিতফীর ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিয়া তাহার বাসভবনে নিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে ইউসুফ (আ)-এর চেহারা ও আচার-আচরণ তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি বাড়ি পৌঁছিয়া ইউসুফ (আ)-কে স্ত্রীর যিম্মায় সোপর্দ করিলেন এবং সাধারণ গোলামদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদার সহিত ইউসুফ (আ)-এর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিলেন। কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَاَتِهٖ اَكْرِمِىْ مَثْوَاهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"মিসরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, ইহার থাকিবার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি। এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য। আল্লাহ তাঁহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে" (১২ ঃ ২১)।

ইতিহাসের বর্ণনামতে আযীয দম্পতি নিঃসন্তান হওয়ার কারণে 'আমরা তাহাকে আমাদের পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার ঘোষণা প্রদান করিব'। কেননা এমন সুবোধ ছেলেকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায় এবং যেরূপে আমি তাহাকে হত্যা ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া এবং অন্ধকার কূপ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহার প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ ঐ (মিসর) দেশেও তাহাকে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী করিলাম এবং ইহা এই উদ্দেশ্যে যে, তাহার জন্য বাহ্যিক ও আত্মিক নি'মাতসমূহ পরিপূর্ণ করিব, তাহাকে রাষ্ট্র পরিচালনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা দান করিব এবং তাহাকে সব ধরনের বক্তব্য ও স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদানের ইল্‌ম দান করিব। আল্লাহ তাঁহার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সক্ষম ও পরাক্রমশালী। কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে কিংবা বাধাগ্রস্ত করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা না থাকিবার কারণে এই তত্ত্ব অবগত নহে। তাহারা বাহ্য কার্যকারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং উহাকেই চূড়ান্ত কার্যকর মনে করে। কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকর্তার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ধাবিত হয় না এবং তাঁহার সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তাহারা আত্মস্থ করিতে পারে না। যেমন আলোচ্য ক্ষেত্রে তিনি

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের সকল চক্রান্ত ভণ্ডুল করিয়া দিয়া তাহার ইচ্ছাকেই সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং ইউসুফের বাহ্য দাসত্বকে তাঁহার উর্ধ্বারোহণ ও মিসরের রাজ-কর্তৃত্ব লাভের উপায় করিলেন। এবং বাহ্য দাসত্বের সময়ও তাঁহাকে নামেমাত্র দাস রাখিয়া স্বাধীনেরও অধিক মর্যাদার জীবন দান করিলেন। বস্তুত আযীয পরিবারে অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবার পথ সুগম করিলেন। প্রধান মন্ত্রীর সহঅবস্থানে থাকিয়া তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সূক্ষ্ম কলাকৌশল রপ্ত করিতে লাগিলেন। তাওরাত ও ইতিহাসের বর্ণনামতে কিছু দিনের ব্যবধানে প্রধান মন্ত্রী তাহার ধনসম্পদ ও পারিবারিক যাবতীয় বিষয় ইউসুফ (আ)-এর দায়িত্বে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সামগ্রিক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ২৮৯)।

কাহারও মুখমণ্ডল ও অবয়ব দেখিয়া তাহার গুণাগুণ ও সুপ্ত যোগ্যতা বুঝিতে পারা একটি বিশেষ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম জ্ঞান। আল্লাহ্ তা'আলা আযীযে মিসরকে এই অন্তর্দৃষ্টি ও অবয়ব নিরীক্ষার জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ইউসুফ (আ)-কে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডলে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যত লিপি পাঠ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী (যুলায়খা)-এর কাছে উহার প্রতি ইংগিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইবন ইসহাক আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)-এর বাণী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, তিনজন মনীষী তাহাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দুরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। এক ঃ মিসরের আযীয, যিনি ইউসুফ (আ)-এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে মর্যাদার অবস্থানে রাখিবে। দুইঃ হযরত শু'আয়ব (আ)-এর কন্যা, যিনি স্বীয় পিতার নিকট হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন (হত্যার দায় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মিসর হইতে মাদয়ানে পলায়ন করিবার পরে সেখানে শু'আয়ব (আ)-এর উটগুলিকে পানি খাওয়াইবার কাজে তাঁহার কন্যাদ্বয়কে সহায়তা প্রদানের ফলশ্রুতিতে শু'আয়ব কন্যা কর্তৃক মূসা (আ)-কে পিতার নিকট ডাকিয়া নেওয়ার পরে ঃ يَا اَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ "আব্বাজান! তাঁহাকে মজদুর নিযুক্ত করুন। কেননা সবল বিশ্বাসী ব্যক্তিই মজদুর নিযুক্ত হওয়ার জন্য সর্বাধিক উত্তম"। তিনঃ হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা), যিনি মুসলিম জাহানের পরবর্তী খলীফারূপে হযরত উমার (রা)-কে মনোনীত করিয়া ইসলামের চিরন্তন সোনালী ইতিহাস রচনার শুভ উদ্বোধন করিয়াছিলেন। (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ, ২৪৫; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৩২)। অতঃপর ইউসুফ (আ) মুক্তদাসরূপে অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের সহিত আযীয মিসরের বাসভবনে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং আযীযের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পারিবারিক সার্বিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজকীয় রীতিকৌশল শিক্ষা করিতে থাকিলেন।

ইউসুফ (আ)-এর নবুওয়াত লাভ

আযীয মিসরের বাসভবনে অবস্থানকালে শক্তি ও বুদ্ধির পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়ঃসন্ধিক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করিলেন। কুরআনের বর্ণনায় ঃ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ "সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি" (১২ ঃ ২২)।

অর্থাৎ যখন ইউসুফ (আ) শক্তি, বুদ্ধি ও যৌবনের পূর্ণতায় উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম। পুণ্যশীলদের অনুরূপ প্রতিদান দেওয়াই আমার বিধান। মুফাসসিরগণ হিকমত ও ইল্ম-এর অর্থ নবুওয়াত বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্যাপক অর্থে হিকমত দ্বারা সঠিক উক্তি করিবার প্রতিভা এবং ইল্ম দ্বারা দীনের যথার্থ উপলব্ধি বুঝানো হয়। স্বপ্নের ব্যাখ্যাও উহার অন্তর্ভুক্ত। আবার বিষয়বস্তুর অবগতিকে ইলম এবং তদনুসারে কর্ম সম্পাদনকে হিকমত বলা হয়। মোটকথা আয়াতে ইউসুফ (আ)-কে নবুওয়াত মর্যাদায় ভূষিত করিবার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। তবে যৌবনের এই পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়স সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম মালিক (র) الاشد-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, উহা বয়ঃপ্রাপ্তি। সাঈদ ইবন জুবায়রের মতে আঠার বৎসর, দাহ্হাকের মতে বিশ বৎসর, ইক্রিমার মতে পঁচিশ বৎসর, সুদ্দীর মতে ত্রিশ বৎসর। ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা প্রমুখের মতে তেত্রিশ বৎসর এবং ইবন আব্বাসের একটি বর্ণনায় তেত্রিশোর্ধ বৎসর। হাসান বাসরী (র)-এর মতে চল্লিশ বৎসর। ইবন কাছীর পবিত্র কুরআনের وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً "যখন সে তাহার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল" (৪৬ ঃ ১৫) আয়াতের ইংগিতে শেষোক্ত অভিমতকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন। অধিকাংশ মুফাসসির ও মনীষী নবুওয়াত প্রাপ্তির সাধারণ বয়স চল্লিশ বৎসরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আলোচ্য ক্ষেত্রেও চল্লিশ বৎসরের অভিমতটি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত হইয়া যায় যে, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে বা পরে ইউসুফ (আ)-এর কাছে আগত 'ওয়াহী' নবুওয়াতের ওয়াহী ছিল না, উহা ছিল মূসা (আ)-এর মাতা ও মারয়াম (আ)-এর নিকট আগত সাধারণ ঐশীবাণী (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ, ২৪৫; বিদায়া, ১খ, ২০৩; মাজহারী, ৫খ, ১৫১; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৩২-৩৩)। ইউসুফ (আ)-এর নবুওয়াতের ঘোষণার সহিত আল্লাহ তা'আলা ইহাও অবহিত করিলেন যে, উহা ছিল তাহার পুণ্যাত্মা ও জীবনধারার সর্বক্ষেত্রে সৎকর্মশীল হওয়ার প্রতিদান এবং এই প্রতিদান ব্যবস্থা একাকী ইউসুফ (আ)-এর জন্য সীমিত নহে, বরং যে কোন সৎকর্মশীলদের জন্য এই উচ্চ মর্যাদার জীবনব্যবস্থা উন্মুক্ত। ইহা ছাড়া ইহাতে ইউসুফ (আ)-এর নামে পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অপবাদের ব্যাপারেও এই মর্মে অগ্রিম সংবাদ দেওয়া হইল যে, উত্থাপিত অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা হইবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে হিকমত প্রদত্ত ও নবুওয়াত মর্যাদায় ভূষিত কোন ব্যক্তির দ্বারা কখনও কোন অশ্লীল কর্ম সংঘটিত হইতে পারে না।

আযীয মিসরের স্ত্রী ও ইউসুফ (আ)-এর কঠিন পরীক্ষা

মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মহামর্যাদা লাভের সোপান হইয়া থাকে। ইউসুফ (আ)-এর সমগ্র জীবনে ইহারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়াছে। শৈশবের মহাসংকট তাঁহাকে কান'আনের অনুন্নত জীবনধারা হইতে সমকালীন বিশ্বের উন্নততম জীবনের ছোঁয়ায় পৌঁছাইয়াছিল এবং দাসরূপে আসিয়া তিনি আযীয মিসরের প্রাচুর্যময় রাজপ্রাসাদের 'মালিকের' অবস্থানে উন্নীত হইলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় ও কঠিনতম পরীক্ষার সূত্র হইল। সৌন্দর্যে আল্লাহ তা'আলার সেরা সৃষ্টি ইউসুফ (আ)

তখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছেন ঃ সুঠাম ও সুদর্শন দেহ কান্তি, জ্যোতির্ময় মুখাবয়ব, চন্দ্র-সূর্যকে হার মানানো সর্ববিধ রূপের সমাহার, শিষ্টাচার, লজ্জাশীলতা ও যাবতীয় চারিত্রিক উৎকর্ষের মূর্ত প্রতীক। এক কথায় রূপ ও গুণের পূর্ণাঙ্গ সমাহার যেন সোনায় সোহাগা। অপরদিকে আযীয মিসরের স্ত্রী পূর্ণ যৌবনা, রাজপরিবারের বিদুষী কন্যা (এবং বর্ণিত তথ্য অনুসারে স্বামী আযীযের পৌরুষ শক্তির দুর্বলতা, দিবারাত্রের অফুরন্ত অবসরে প্রতি মুহূর্তের সহঅবস্থান, পরিবেশ-পরিস্থিতির এই বাস্তবতা আযীয মিসরের স্ত্রীর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তাহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণহারা করিয়া দিল এবং মোমের আলোর প্রতি পতঙ্গের আসক্তির ন্যায় তাহাকে আসক্ত করিল।

আযীয মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল রা'ঈল বিনত রা'আঈল রা'আবীল (راعيل بنت رعابيل /رعابيل)। ইহা ইবন ইসহাকের অভিমত। ছা'লাবী ইবন হিশামের বরাতে তাহার নাম ফাক্সা বিনত য়ানূস (فكسا بنت ينوس) বলিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ তাহার জনপ্রচলিত নাম যুলায়খা হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মূলত ইহা ইয়াহূদী গ্রন্থ তালমূদে বর্ণিত তাহার নাম .... হইতে প্রচার লাভ করিয়াছে। ইবন কাছীরের মতে যুলায়খা তাহার উপাধি বা উপনাম (ডাকনাম) হওয়া অধিক সংগত (বাংলা পুঁথি সাহিত্যে 'ইউসুফ যুলায়খা' উল্লেখ্য)। ইবন ইসহাকের মতে যুলায়খা ছিল সমকালীন ক্ষমতাসীন সম্রাট রায়্যান ইবনুল ওয়ালীদের ভাগ্নী অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রী (বিদায়া, ১খ, ২০০, ২০৬)।

মোটকথা, সুদর্শন ইউসুফের প্রতি প্রেম উন্মাদনায় উন্মাদিনী যুলায়খা ইউসুফকে পদস্খলিত করিবার জন্য আকার-ইংগিতে তাহার প্রতি প্রেম নিবেদন করিতে লাগিল এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা ও ফন্দি-ফিকির দ্বারা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস চালাইল। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা ইউসুফের পূতপবিত্র হৃদয়ে কোনই রেখাপাত করিল না। ইউসুফ যেন অন্য জগতের মানুষ! সুন্দরী যুবতী নারীর দেহ-বল্লরীর আকর্ষণ, তাহার উপর্যুপরি প্রেম নিবেদন এবং নিরাপদ অখণ্ড সুযোগ, এ সবই যেন ইউসুফের চিন্তা ও উপলব্ধির বহির্ভূত বিষয়, যুলায়খার দৃষ্টিতে যাহা অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর। ইউসুফের মন-মেজাজে তাহা যেন কিছুই নহে। অবশেষে যুলায়খার প্রেম অস্থিরতা তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং সহজ পন্থায় স্বার্থ সিদ্ধির কোন উপায় নাই দেখিয়া সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। একদিন আযীযের অনুপস্থিতিতে নিরাপদ সুযোগ পাইয়া ঘরের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ইউসুফকে যুলায়খার ব্যক্তিগত একান্ত কামরায় আটকাইয়া ফেলিল এবং নিজে পূর্ণাঙ্গ সাজসজ্জা করিয়া ইউসুফকে প্রচণ্ডরূপে আহবান করিল। ইউসুফ (আ) যেন এই মুহূর্তে তাহার মনীবের স্ত্রীর এত দিনের বিশেষ ভাষা ও আচরণের মর্মার্থ বুঝিতে পরিয়া এবং বাহ্যত নিজের নিরুপায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। কিন্তু নিষ্কলুষ ও পবিত্র ইবরাহীমী রক্তধারার ধারক ও বংশধারার নবুওয়াতের বাহক মহাবিপদ সংকেতে বিচলিত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। মহাপাপের জঘন্যতা ও ভয়াবহ পরিণতি এবং অন্ধকার কূপ হইতে পরিত্রাণ ও গোলামী হইতে রাজকীয় অবস্থানে সুদৃঢ় অবস্থানদাতা মহাশক্তিমান ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও স্মরণ ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টি ও মানসপটে সদাভাস্বর ছিল। তিনি যুলায়খার কুপ্রস্তাব দৃঢ়বাক্যে ও আন্তরিক ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং ইহাতে আল্লাহ্র আশ্রয় ও শরণ

লইয়া যুলায়খাকেও এই কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য মর্মস্পর্শী উপদেশ দান করিলেন। কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ.

" সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, 'আইস'। সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্র শরণ লইতেছি, তিনি আমার প্রভু; তিনি আমার থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারিগণ সফলকাম হয় না" (১২ ঃ ২৩)

কোন কোন বর্ণনায় পরপর সাতটি দরজা তালাবদ্ধ করিয়া উহার চাবিগুচ্ছ যুলায়খা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিল এবং তাহার সাধ্যমত সাজগোছ করিয়া আকুল হইয়া ইউসুফকে আহবান করিল। সে বলিল, আইস! তোমাকেই বলিতেছি....... (আমার বাসনা পূরণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর)। ইউসুফ বলিল, 'নাউযু বিল্লাহ! হে আল্লাহ রক্ষা কর! ইহা অন্যায়, ইহা অসম্ভব। ইহা কী করিয়া হইতে পারে! তিনি তো আমার মালিক মনিব, তিনি তো আমার জন্য সুখকর জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ইহসান ও অনুগ্রহের বিপরীতে উহা মহা অন্যায়, বস্তুত অন্যায়কারী জুলুমবাজরা সফলতা অর্জন করিতে পারে না'। কুরআনী বর্ণনা ধারায় 'যুলায়খা' বা 'আযীযের স্ত্রী' না বলিয়া 'যে নারীর ঘরে' সে বসবাস করিত' বলিয়া উপস্থাপন দ্বারা এক জঘন্য কর্মে উদ্বুদ্ধকারিণীর নাম উল্লেখ হইতে বিরত থাকিবার সাথে সাথে আসল লক্ষ্য হইতেছে পরিস্থিতির বাস্তব ও স্পষ্ট রূপটি তুলিয়া ধরিয়া ইউসুফ চরিত্রের অনাবিলতাকে অতি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বলরূপে উপস্থাপন করা। কেননা যে ঘরে চব্বিশ ঘণ্টার অবস্থান সেখানে সুযোগ-সুবিধার আনুকূল্য এবং তদুপরি খোদ কর্ত্রীর শুধু মৌন সম্মতি ও বাধাহীনতাই নহে, বরং তাহার আকুল-সকাতর আবেদন, এহেন পরিস্থিতিতে সংযম ও আত্মসম্বরণ হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূতপবিত্রতা ও নিষ্কলুষতাকে দিবালোকের ন্যায় প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে।

এখানে লক্ষণীয় যে, ইউসুফ (আ) মহাবিপদ হইতে পরিত্রাণ ও মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শুধু নিজের সুদৃঢ় ইচ্ছা ও প্রচণ্ড মনোবলের প্রতি আস্থাশীল হইয়া এবং উহার উপর ভরসা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বরং সর্বাগ্রে তিনি নবীসুলভ পন্থায় সকল শক্তি ও ইচ্ছার মালিক মহান আল্লাহ্র শরণাপন্ন হইলেন। কেননা আল্লাহ্র আশ্রয় কাহারও সহযোগী হইলে কোন কিছুই তাহাকে সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। অতঃপর তিনি নবীসুলভ পন্থায় যুলায়খার অন্তরেও আল্লাহ্র ভয় এবং স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিবার মনোভাব জাগ্রত করিবার জন্য প্রজ্ঞাসুলভ উপদেশ বাণী উচ্চারণ করিলেন এবং অন্যায় ও গর্হিত আচরণকারীদের অশুভ পরিণতি স্মরণ করাইয়া দিয়া কোন এক সময় তাহার এই কুকীর্তি ফাঁস হইয়া যাওয়া এবং তখন চরমভাবে নিন্দিত ও ধিকৃত হওয়ার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন। তিনি যুলায়খাকে বুঝাইয়া দিলেন আমি যদি

আযীযের অল্পদিনের অনুগ্রহ ও সদাচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপকে অন্যায় ও অপরাধ মনে করি তবে তোমার জন্য তো তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকাকে জঘন্যতম ও অমার্জনীয় অপরাধ মনে করা এবং আসন্ন পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কুমতলব হইতে নিবৃত্ত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে সুদ্দী ও ইবন ইসহাক প্রমুখ মুফাসসিরগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, নির্জন ঘরে আবদ্ধ করিয়া যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে সম্মোহিত করিবার জন্য তাঁহার রূপ-গুণের প্রশংসা শুরু করিয়া দিল। যুলায়খা বলিল, কত সুন্দর তোমার কেশরাজি! ইউসুফ (আ) তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন, আমার মৃত্যুর পরে সর্বাগ্রে এই চুলই আমার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। যুলায়খা বলিল, এত সুন্দর তোমার নয়নযুগল! ইউসুফ (আ) বলিলেন, মৃত্যুর পর এই চোখ দু'টিই বিগলিত হইবে। যুলায়খা বলিল, কী সুন্দর তোমার মুখমণ্ডল! ইউসুফ (আ) বলিলেন, এ সবই তো মাটির খাদ্য, যাহা দিয়া মাটি তাহার বুভুক্ষা নির্বাপিত করিবে। মোটকথা যুলায়খা একের পর এক চক্রান্তের জাল ফেলিতে লাগিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে আখিরাতের চিন্তা এত প্রবল করিয়া দিলেন যে, রূপ ও যৌবনের সকল আস্বাদন তাঁহার নিকট বিস্বাদ প্রতিভাত হইল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

"সেই নারী সে পুরুষকে ভোগ করিতে প্রচণ্ডরূপে উদ্যত হইল এবং সেই রমণী তো তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সেও উহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত। আমি তাহাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (১২ ঃ ২৪)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আ)-এর 'আকৃষ্ট হওয়ার' ব্যাপারটি ছিল একটি স্বভাবজাত মানবিক ব্যাপার। এই স্বভাব-চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া উহাকে কার্যকর করিবার প্রতি ধাবিত হওয়া এবং বাস্তবে রূপায়িত করাই আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। তিনি সেই অপরাধ করেন নাই, বরং স্বীয় ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যুলায়খার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রতিপালকের 'বুরহান' (নিদর্শন) কি ছিল ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণ বহু সম্ভাব্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন মুফাসসির বলিয়াছেন, নির্জন কক্ষে ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার মনিব আযীয মিসরের (মতান্তরে বাদশাহের) আকৃতি ভাসিয়া উঠিল! কাতাদাসহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে ইউসুফ (রা) তাঁহার পিতা ইয়াকূব (আ)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাকে বলিতেছিলেন, ইউসুফ! তোমার নাম তো নবীগণের তালিকায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, এমতাবস্থায় তুমি কি নির্বোধদের ন্যায় কর্ম করিবে? হাসান বসরী, সাঈদ ইবন জুবায়র, মুজাহিদ, ইকরিমা ও দাহ্হাক প্রমুখ বলিয়াছেন, ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হইয়া গেলে ইউসুফ (আ) পিতা ইয়াকূব (আ)-কে দেখিলেন যে, তিনি দাঁতে আঙ্গুল কামড়াইয়া রহিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের বরাতে

ইবন জারীর, ইবন আবু হাতিম ও আবুশ শায়খ বলিয়াছেন, ইউসুফ (আ) দাঁতে আঙ্গুল কামড়ানো অবস্থায় পিতার প্রতিচ্ছবি দেখিলেন, যিনি বলিতেছিলেন, ইউসুফ ইবন ইয়াকূব, ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম, যিনি খলীলুর রহমান, তোমার নাম রহিয়াছে নবী তালিকায়, নির্বোধের কর্ম কি তোমাকে শোভা পায়! ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে সাঈদ ইবন জুবায়র বলিয়াছেন, ইয়াকূব (আ)-এর প্রতিচ্ছবি ইউসুফ (আ)-এর বক্ষে চাপড় দিলে তাহার মনের সকল উদ্বেলতা বিদূরীত হইল। ইবন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদের আহরিত বর্ণনায় ইউসুফ (আ) জিবরীল (আ)-কে দাঁতে আঙ্গুল কামড়ানো অবস্থায় দেখিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আপনি তো আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত।... অপর বর্ণনায় জিবরীল (আ) তাঁহার পাখা দ্বারা ইউসুফ (আ)-কে স্পর্শ করিলে তাঁহার মনের আকুলতা থামিয়া গেল।

'বুরহান'-এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) হইতে 'আতিয়্যার বর্ণনা মতে ইউসুফ (আ) বাদশাহ্র প্রতিকৃতি দেখিয়াছিলেন। ইবন জারীর কাসিম ইবন আবু নায্যাহ হইতে আহরণ করিয়াছেন, নেপথ্য হইতে আওয়ায আসিল, 'হে ইয়াকূব তনয়! সেই পাখির ন্যায় হইও না, যাহার উড়িবার পাখা ছিল এবং অশ্লীল কর্ম করিবার পর সে পাখাশূন্য হইয়া গেল!' এই আওয়াযের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট না হওয়ায় কিংবা উহার সূত্র অনুধাবন করিতে না পারিয়া তিনি উপরের দিকে মাথা তুলিলে দাঁতে আঙ্গুল কামড়ানো অবস্থায় ইয়াকূব (আ)-এর মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। সুদ্দী বলিয়াছেন, নেপথ্য হইতে আওয়ায আসিল, ইউসুফ! তাহার (যুলায়খার) বাসনা পূর্ণ করিবে? তোমার দৃষ্টান্ত তাহার বাসনা পূরণ না করিলে শূন্য নীলিমায় ভাসমান পাখির ন্যায়, যে কাহারও করতলগত হয় না। আর তাহার বাসনা পূর্ণ করিলে তোমার দৃষ্টান্ত আকাশের সে পাখির ন্যায় যে মৃত্যুবরণ করিয়া ভূমিতে পতিত হয় এবং কোন কিছু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং নিষ্কলুষ অবস্থায় তোমার দৃষ্টান্ত সেই দুর্দান্ত ষাঁড়ের ন্যায় যাহাকে কাবু করা যায় না, আর তুমি কলুষিত হইলে তোমার অবস্থা হইবে সেই মৃত ষাড়ের লাশের ন্যায় যাহার নাসাছিদ্রপথে পিপীলিকা আনাগোনা করে, কিন্তু লাশ তাহাকে কিছুই বলিতে পারে না (মাজহারী, ৫খ, ১৫৪, ১৫৫)। ইবন জারীর মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইউসুফ (আ) নির্জন কক্ষের ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলিলে দেখিলেন, কক্ষের দেয়ালে লেখা রহিয়াছে ঃ

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

অর্থাৎ "ব্যভিচার বৃত্তির ধারে-কাছেও ঘেঁষিও না, উহা চরম অশ্লীলতা ও জঘন্য পন্থা।"

মতান্তরে তিনি আল্লাহ্ তাআলার কালামের তিনটি আয়াত দেখিতে পাইলেন, (মাজহারী, ৫খ, ১৫৫)।

(১) اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ "অবশ্যই তোমাদের উপর নিযুক্ত রহিয়াছে (তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা)";

(২) وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"তুমি যে অবস্থায়ই অবস্থান কর না কেন এবং তোমরা যে কোন কর্মই কর না কেন, আমি কিন্তু তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে থাকি, যখন তোমরা উহাতে নিমগ্ন হও। তোমার প্রতিপালকের (দৃষ্টি ও অবগতি) হইতে আসমান ও যমীনের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কিংবা উহা হইতে ক্ষুদ্রতর কিংবা বৃহত্তর কোন কিছু লুকায়িত থাকে না। কিন্তু (তাহার রেকর্ড সুরক্ষিত)এক স্পষ্ট মহাগ্রন্থে।"

(৩) اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ "যে সত্তা প্রতিটি প্রাণের পাশে– তাহার উপার্জন সম্পর্কে সদা দণ্ডায়মান (তত্ত্বাবধায়ক); তিনি আর কথিত শরীকরা কি সমতুল্য?"

আলী ইবন হুসায়ন ইবন আলী (রা)-এর মতে নিদর্শনটি ছিল কক্ষে বিদ্যমান একটি মূর্তিকে যুলায়খা কর্তৃক বস্ত্রাবৃত করা। ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, পাপকর্মে রত অবস্থায় সে আমাকে দেখিবে ইহাতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। তখন ইউসুফ (আ) বলিলেন, যে কিছু শুনে না, দেখে না এবং বুঝে না তুমি তাহাকে লজ্জা পাইতেছ। সুতরাং সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা প্রতিপালককে আমার লজ্জা করাই অধিক সমীচীন। এই কথা বলিয়াই তিনি সম্মুখে দৌড় দিলেন (মাজহারী, ৫খ, ১৫৫)। জাফর সাদিক বলিয়াছেন, 'বুরহান' ছিল তাঁহার অন্তরদেশে গচ্ছিত নবুওয়াত, যাহা মহান মহিয়ান আল্লাহ্র ক্রোধ সৃষ্টিকারী বিষয়ের অন্তরায়। মাওলানা হিফজুর রহমান এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর বলিয়াছেন, ইয়াকূব (আ)-এর প্রতিচ্ছবি ও তাঁহার সতর্কীকরণ কিংবা ফেরেশতার আগমন অথবা আযীযের স্ত্রী কর্তৃক মূর্তিকে আবৃত করা হইতে শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদিকে 'নিদর্শন' সাব্যস্ত করিবার বিপরীতে পবিত্র কুরআনের বর্ণনাধারা বিন্যাস শৈলীর স্পষ্ট ইংগিতে প্রাপ্ত ব্যাখ্যাই প্রতিপালকের নিদর্শন-এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। উহা হইল (১) আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি যাহা ইউসুফ (আ)-এর مَعَاذَ اللّٰهِ উক্তি হইতে প্রতিভাত হয় এবং অনুগ্রহ প্রবণ মালিক ও মনিবের প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতাবোধ এবং আস্থা ও বিশ্বাস রক্ষা করিবার ব্রত, যাহা رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ দ্বারা প্রতীয়মান হয় (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ২৯২, ২৯৩)।

ইবন কাছীর তাঁহার পূর্বসূরী ইমাম ইবন জারীর তাবারীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উপরোল্লিখিত সকল অভিমত উদ্ধৃত করিয়া অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং উত্তরসুরি সকল বিদ্বান ও গবেষকের মনঃপূত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সকল মনীষীর সকল বক্তব্য ও অভিমত সম্ভাবনার স্তরে রাখিয়া উহাদের কোন একটি নির্ণীত ও অকাট্য স্থির না করিয়া পবিত্র কুরআনের উন্মুক্ত বর্ণনাকে উন্মুক্ত রাখা এবং যথেষ্ট সাব্যস্ত করাই উত্তম। অর্থাৎ ইউসুফ (আ) এমন কিছু দেখিয়াছিলেন এবং নবুওয়াতী অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার উদ্বেলতা ও অস্থিরতাকে সম্পূর্ণ শান্ত করিয়া দিয়াছিল (তাফসীরে ইবন কাছীর, মুখতাসার, ২খ, ২৪৬; তাফসীরে মাজহারী, ৫খ, ১৫৪, ১৫৫; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৩৭, ৩৮; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ২৯২, ২৯৩)। পবিত্র কুরআন তাহার অলংকারপূর্ণ বর্ণনা ধারায় ইউসুফ (আ)-এর নিষ্কলুষ ও পাপমুক্ত থাকিবার প্রতি লক্ষণীয় ইংগিত প্রদান করিয়াছে। আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে, 'তাহার হইতে' মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করিবার জন্য ..... অর্থাৎ 'তাহাকে' মন্দ ও অশ্লীল কর্ম হইতে দূরে রাখিবার

জন্য لَنَصْرِفَهُ عَنْ না বলিয়া 'তাহার হইতে' মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূরে রাখিবার জন্য لِنَصْرِفَ عَنْهُ বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট ইংগিত করা হইয়াছে যে, ইউসুফ (আ) তো তাঁহার নবীসুলভ চারিত্রিক পবিত্রতা ও দৃঢ়তার কারণে নিজেই মন্দ ও অশ্লীলতা (সগীরা ও কাবীরা সর্ববিধ পাপ-পংকিলতা) হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু পাপ যেন তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিল; তাহার সংকল্প ও দৃঢ়তার কারণে আমার সাহায্য তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইল এবং আমি পাপের পাতানো জাল ছিঁড়িয়া দিলাম। এ আয়াতে 'মন্দ' (سُوْء) ও অশ্লীলতা (فَحْشَاءَ) সংযোজন দ্বারা বুঝা যায় যে, ইউসুফ (আ) এই ঘটনায় নিম্নতম কোন (সগীরা) গুনাহ দ্বারাও কলুষিত হন নাই। আর আয়াতের শেষ শব্দ مُخْلَصِيْنَ দ্বারাও তাঁহার পাপমুক্ত থাকার প্রতি ইংগিত ব্যক্ত হইয়াছে। কেননা ইহার অর্থ হইল, ইউসুফ (আ) আল্লাহ তা'আলার সেই বিশিষ্ট বান্দাদের তালিকাভুক্ত যাহাদিগকে তিনি তাঁহার নবুওয়াত-রিসালাত তথা মানবজাতির সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন। সুতরাং এই শ্রেণীর নির্বাচিতগণকে সর্বপ্রকার কলুষতা হইতে সুরক্ষা করিবার জন্য বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়। বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত শয়তানের ভাষ্য দ্বারাও সাব্যস্ত হইয়াছে। সমগ্র মানবজাতিকে জাহান্নামে পৌঁছাইবার আজীবন সাধনায় রত থাকিবার অহমিকাপূর্ণ ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি বিশিষ্টগণের ব্যাপারে তাহার ক্ষমতা না থাকিবার স্বীকারোক্তি করিয়া সে বলিয়াছে ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ .

"আপনার ইজ্জতের কসম! আমি অবশ্যই তাহাদের সকলকে পথহারা করিব; তাহাদের মধ্য হইতে আপনার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত"।

সুতরাং পবিত্র কুরআনের বর্ণনাধারা বিভিন্ন আংগিকে ইউসুফ (আ)-এর পাপমুক্ত ও পূতপবিত্র থাকিবার ঘোষণা দিয়াছে। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا إِلَّا أَنْ يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ . قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ .

"উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন দিক হইতে তাহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হইতে পারে? ইউসুফ বলিল, সে-ই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী। কিন্তু উহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী" (১২ ঃ ২৫-২৭)।

ঐতিহাসিকগণ ও মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন, ইউসুফ (আ)-এর উপদেশ যুলায়খার পাপ-প্রলুব্ধ অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল না এবং সে যথারীতি তাহার কামনা সিদ্ধির ফিকিরে লাগিয়া থাকিল। ইউসুফ (আ) অনন্যোপায় হইয়া পাপ হইতে সাধ্য পরিমাণ আত্মরক্ষার করিবার সংকল্প করিয়া এবং আল্লাহ্‌র অপরিসীম রহমতের উপর ভরসা করিয়া দরজার দিকে দৌড় শুরু করিলেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য যুলায়খাও তাঁহার পিছনে দৌড় দিল। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে বন্ধ দরজাসমূহের কপাট আপনাআপনি খুলিয়া যাইতে লাগিল এবং ইউসুফ (আ) দৌড়াইয়া ভবনের সদর দরজার বাহিরে পৌঁছিলেন। যুলায়খা পিছন হইতে ইউসুফ (আ)-এর জামায় থাবা মারিয়া তাঁহাকে থামাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহাতে ইউসুফ (আ)-এর সংকল্প দমিত হইল না এবং তাঁহার জামার পিছন দিক ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু ইউসুফ (আ) উহার পরোয়া করিলেন না। যুলায়খাও দৌড়ের গতিতে ইউসুফের পিছনে পিছনে দরজার বাহিরে পৌঁছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই অসময় গৃহকর্তা দরজার সামনে দণ্ডায়মান! যুলায়খা চমকাইয়া গেল এবং মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া নিজেকে সতী ও নিষ্পাপ এবং প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য গম্ভীর ভাষায় বলিয়া উঠিল, 'গৃহকর্তার অনুপস্থিতির সুযোগে যে লোক (গোলাম হইয়া এবং আশকারা পাইয়া এতদূর স্পর্ধা দেখায় যে) মালিকের স্ত্রীর সহিত মন্দ কর্ম করিবার বাসনা পোষণ করে, অত্যন্ত কঠোর ও শিক্ষনীয় শাস্তিই তাহার প্রাপ্য। জেলখানায় অন্তরীণ করা কিংবা দৈহিক মর্মন্তুদ শাস্তি তাহাকে দেওয়া উচিত। হযরত ইউসুফ (আ) সম্ভবত নবীসুলভ উদারতা ও আভিজাত্যের কারণে আযীযের স্ত্রীকে অভিযুক্ত করিবার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যুলায়খার কূটকৌশলের কারণে পরিস্থিতি পাল্টাইয়া গেল। নির্দোষ ইউসুফ (আ) নিজেকে অভিযুক্ত দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া সত্য প্রকাশে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিলেন, (যুলায়খার বক্তব্য সত্য নহে, বরং) সে-ই তাহার কামনা সিদ্ধির জন্য আমাকে ফুসলাইতেছিল এবং রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমাকে আটকাইয়াছিল। আমি আত্মরক্ষা ও মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি পূরণে দৌড়াইয়া বাহিরে আসিয়াছি।

এই অপ্রত্যাশিত ও নাযুক বিষয়ে কে সত্যবাদী তাহা নির্ণয় করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও প্রকৃত অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা ছিল আযীয মিসরের জন্য অত্যন্ত জটিল। সাক্ষ্য ও স্বাভাবিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোন বাহ্য ব্যবস্থা ছিল না। এইরূপ নাযুক মুহূর্তেই আল্লাহ তা'আলার কুদরতী ব্যবস্থা তাঁহার মনোনীত ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মান রক্ষার জন্য অগ্রবর্তী হইয়া থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই কুদরতী ব্যবস্থা ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে একজন সাক্ষী দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং তাহার মুখ হইতে এমন একটি মীমাংসাসূচক বক্তব্য প্রকাশ করাইলেন যাহার আলোকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া গেল এবং অপরাধীর পক্ষে উহা খণ্ডন করিবার কোন প্রকার অবকাশ রহিল না। সাক্ষী বলিল, ইউসুফের ছেঁড়া জামা দেখিয়া অপরাধী নির্ণয়ের সূত্র বাহির করা যাইতে পারে। যদি জামাটি সম্মুখ দিকে ছিঁড়িয়া থাকে তবে নারীর অভিযোগ সত্য হইবে এবং পুরুষের অপরাধ প্রমাণিত হইবে।

কেননা জামা সম্মুখে ছেঁড়া হওয়া এই কথার প্রমাণ বহন করে যে, পুরুষ নারীকে ভোগ করিতে চাহিয়াছিল, নারী আত্মরক্ষার জন্য পুরুষকে ধাক্কা দিয়াছে এবং বুকে আঘাত হানিবার কারণে জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর যদি জামার পিছন দিক ছিঁড়িয়া থাকে তবে নারীর অভিযোগ মিথ্যা হইবে এবং পুরুষ নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে। কেননা তখন বুঝা যাইবে যে, পুরুষ পাপমুক্ত থাকিবার জন্য তাহার সম্মুখ দিকে দৌড় দিয়াছে এবং নারী তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য পিছন দিক হইতে তাহার জামা আঁকড়াইয়া ধরিবার কারণে জামার পিছন দিক ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

এই সাক্ষীর পরিচয় নির্ধারণে মুফাসসিরগণের বক্তব্যে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে এতটুকু ইংগিত পাওয়া যায় যে, সাক্ষী যুলায়খার কোন আপনজন (شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا) ছিল। ইবন আব্বাস (রা) হইতে একটি বর্ণনামতে সে ছিল বাদশাহর ঘনিষ্ঠজনদের অন্যতম এবং শ্মশ্রুধারী এক পুরুষ। কাহারও মতে সে ছিল যুলায়খার স্বামী আযীয মিসরের আত্মীয়। অন্যদের মতে যুলায়খার নিকটাত্মীয় এবং তাহার চাচাত অথবা মামাত ভাই। ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও যায়দ ইবন আসলাম (রা) প্রমুখ হইতে উদ্ধৃত বর্ণনায় তাহাকে বয়স্ক পুরুষ এবং যুলায়খা অথবা তাহার স্বামীর নিকটাত্মীয় কিংবা বাদশাহর ঘনিষ্ঠ লোক বলা হইয়াছে। একটি বর্ণনায় ইউসুফ ও যুলায়খার দৌড়াইয়া বাহির হওয়ার সময়টিতে আযীয মিসর 'কিতফীর' যুলায়খার এক চাচাত ভাইয়ের সহিত কথা বলিতেছিল এবং সে-ই আযীযকে মীমাংসার এই সূত্র প্রদর্শন করিয়াছিল। অধিকাংশ বিজ্ঞ মুফাসসিরের মতে এই সাক্ষী ছিল যুলায়খার ঘরে বসবাসকারী তাহার কোন আত্মীয় (অথবা গৃহপরিচারিকা)-এর দুগ্ধপোষ্য সন্তান, যে দোলনায় অবস্থান করিয়া নিষ্পাপ শিশু চোখে যুলায়খা ও ইউসুফের কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু হওয়ার কারণে স্বভাবতই যুলায়খা তাহাকে গোপন করিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নাই। সাঈদ ইবন জুবায়র ও দাহ্হাক তাহার শিশু হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হাসান বসরী হইতেও তাহার এই বাড়িতে অবস্থানরত শিশু হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর আহরিত বর্ণনায়ও তাহাকে শিশু বলা হইয়াছে। ইবন জারীর ও ইবন কাছীর প্রমুখ মুফাসসির সাক্ষীর শিশু হওয়ার অভিমতকে অধিক প্রামাণ্য বলিয়াছেন। কেননা আহমাদের মুসনাদ, ইবন হিববানের সহীহ ও হাকেমের মুসতাদরাক গ্রন্থে আবু হুরায়রা, হিলাল ইবন য়াসাফ ও ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে (ইবন আব্বাস হইতে মারফূ ও মাওকূফ উভয় রূপে) যাহাতে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার সাক্ষীকে দোলনায় ও শিশু অবস্থায় কথা বলিয়াছে এমন চার (কিংবা ততোধিক, সুয়ূতীর বর্ণনামতে এগারজন) শিশুর অন্যতম বলা হইয়াছে।

অবশেষে সাক্ষীর নির্দেশিত পন্থায় ইউসুফ (আ)-এর জামাটি পরখ করা হইল এবং উহার পিছন দিকে ছেঁড়া দেখিয়া গৃহকর্তা ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইলেন এবং স্ত্রীকে অপরাধ-স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিলেন এবং অভিজাত পরিবারের মান-মর্যাদার খাতিরে ইউসুফ (আ)-কে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বনের অনুরোধ করিলেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ

فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ . يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ .

"গৃহস্বামী যখন দেখিল যে, তাহার জামা পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন সে বলিল, নিশ্চয় ইহা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ। হে ইউসুফ! তুমি ইহা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তুমিই তো অপরাধী" (১২ ঃ ২৮, ২৯)।

অর্থাৎ জামা পরখ করিয়া গৃহকর্তার দৃষ্টিতে ইউসুফের নির্দোষ হওয়া প্রতিভাত হইল। কিন্তু একটু পূর্বেই তাহারই ঘরের স্ত্রীর আচরণ ও বাকচাতুর্য তাহাকে নারী চক্রান্তের স্বরূপ দেখাইয়া দিলে সে উল্লিখিত মন্তব্য করিল। তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রের একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহাতে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, নারীর চক্রান্ত ও কূটকৌশল শয়তানের চক্রান্ত হইতেও জটিল হইয়া থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলিয়াছেন, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا "শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল"। পক্ষান্তরে নারী চক্রান্ত সম্পর্কে বলিয়াছেন, إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ "তোমাদের নারীদের চক্রান্ত ভয়ংকর"। বলা বাহুল্য ইহা চক্রান্তবাজ নারীর জন্যই প্রযোজ্য এবং নারীদের মধ্যেও উহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে। নিরপরাধ ইউসুফকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করিবার চক্রান্তের কারণে আযীয মিসর স্ত্রীকে অপরাধ স্বীকার করিয়া ইউসুফের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ইবন কাছীরের মতে, মিসরবাসীরা পৌত্তলিক হইলেও তাহাদের দৃষ্টিতে পাপ মার্জনা করিবার অধিকার আল্লাহ্‌র জন্য স্বীকৃত ছিল। সুতরাং যুলায়খাকে ইসতিগফার করিতে বলা হইয়াছিল (বিদায়া, ১খ, ২০৪)।

এখানে পাঠক মনে একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, স্ত্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর পক্ষে উত্তেজিত না হইয়া আদালতের বিচারকের ন্যায় শান্ত ও স্থির থাকিবার কারণ কি ছিল? ইহা তো মানব স্বভাবের জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। মুফাসসিরগণ ইহার বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে আযীয মিসরের স্বভাব কোমলতা ছিল উহার কারণ। কাহারও মতে তাহার মর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত শিথিল (তাহার সম্পর্কে পৌরুষ শক্তির দুর্বলতার তথ্য স্মর্তব্য)। তথাকথিত অভিজাত সমাজে সর্বযুগেই এই ধরনের ক্ষেত্রে লোকমুখে নিন্দা চর্চার ভয়ে নীরবতা অবলম্বন ও ঘটনা হজম করিয়া যাওয়ার রীতিও ইহার কারণ হইতে পারে। কুরতুবীর মতে উল্লিখিত কারণ ব্যতীত একটি সম্ভাব্য কারণ ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে পাপ হইতে, অতঃপর অপবাদ ও অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে অতি জাগতিক ও অলৌকিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন উহারই পরিপূরক অংশরূপে আযীয মিসরকে উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া কোন অঘটন ঘটানো হইতে শান্ত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অন্যথায় এই ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ স্বভাবত আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলে এবং তদন্ত ও সত্য উদঘাটনের অপেক্ষা না করিয়াই গালাগালি করিতে ও কাণ্ডজ্ঞানহীনরূপে পেশীশক্তি প্রয়োগে উদ্যত

হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আযীয মিসরের পক্ষে উত্তেজিত হইয়া ইউসুফ (আ)-এর সহিত কোন সাংঘাতিক ধরনের দুর্ব্যবহার করা বিচিত্র ছিল না। কিন্তু কুদরতী ব্যবস্থাপনা তাহার প্রিয় ও বিশিষ্ট বান্দার সুরক্ষা ব্যবস্থার অংগরূপে মানুষের স্বভাব আচরণের ঊর্ধ্বে আযীয মিসরকে শান্ত রাখিবার অলৌকিক পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৪৬)।

যুলায়খার প্রেমাসক্তি চর্চা ও ইউসুফ (আ)-এর কারাবাস

আযীয মিসর কর্তৃক তাহার অন্দর মহলের ঘটনা চাপা দেওয়ার সার্বিক চেষ্টা সত্ত্বেও রাজ-পরিবার ও সরকারি মহলে ঘটনাটি পৌঁছিয়া গেল এবং স্বভাবতই অভিজাত নারী সমাজে উহার চর্চা হইতে লাগিল। এক সময় এই চর্চার প্রতিধ্বনি যুলায়খার কানেও পৌঁছিল। যুলায়খার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল এবং তাহার অন্তরে নিন্দাকারিণীদের প্রতি প্রতিশোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিশোধ গ্রহণ ও নিন্দাকারিণীদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে যুলায়খা তাহার সরকারি ভবনে অভিজাত নারীদের জন্য একটি ভোজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিল। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নিজ হাতে ফল বা অন্য কোন খাদ্য কাটিয়া খাওয়ার জন্য আমন্ত্রিতদের প্রত্যেকের হাতে ধারাল ছুরি প্রদান করা হইল এবং সে মুহূর্তে ইউসুফ (আ)-কে সেখানে উপস্থিত করা হইল। সমবেত নারীরা ইউসুফ (আ)-কে এক নজর দেখিবামাত্র খাদ্য বা ফলের পরিবর্তে তাহাদের হাতের আঙ্গুল যখম করিয়া ফেলিল। বিজয়গর্বিনী যুলায়খা তখন তাহার প্রেমের স্বীকারোক্তি করিল এবং পুনরায় নারীদের সম্মুখে ইউসুফ (আ)-কে জেলের হুমকী দিল। কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَةُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ. قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ.

"নগরীর কতিপয় নারী বলিল, আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক দাস হইতে অসৎ কর্ম কামনা করিতেছে। প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে, আমরা তো তাহাকে দেখিতেছি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে। স্ত্রীলোকটি যখন উহাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনিল তখন সে উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল, উহাদের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলিল, উহাদের সম্মুখে বাহির হও। অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার গরিমায় অভিভূত হইল এবং নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নহে, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা। সে বলিল, এ-ই সে যাহার সম্বন্ধে তোমার আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে। আমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছি সে যদি তাহা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হইবে এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে" (১২ ঃ ৩০-৩২)।

তাফসীর ও ইতিহাসের বিবরণ অনুসারে (মন্ত্রী পরিষদ) আমীর-উমারা ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অন্দর মহলের নারীরা, বিশেষত আযীয মিসরের সহিত নিকট সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের মধ্য হইতে পাঁচ মহিলা (কুরতুবী, মাজহারী) যুলায়খার প্রেমে উন্মত্ততা ও তাহার সতীত্ব লইয়া চর্চা করিতেছিল। কেননা কোন সূত্রে এই ঘটনা তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং নারী স্বভাবের বশবর্তী হইয়া তাহারা মুখরোচক নিন্দা চর্চায় লিপ্ত হইল। তাহারা এই বলিয়া নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় তুলিল যে, একে তো বিবাহিতা নারী, তাহা ছাড়াও আবার রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারীর স্ত্রী। রাজ-পরিবারের কন্যা হইয়া পরকীয়া প্রেম! আচ্ছা, প্রেম যদি একান্তই করিতেই হইত তবে কোন উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াই করিত! কস্মিনকালেও কি কেহ নিজের গোলামের সহিত কাহাকেও প্রেম করিতে শুনিয়াছে! ধিক শত ধিক! লজ্জায় আমাদেরও মাথা হেঁট করিল আযীযের স্ত্রী।

নারী মহলের এই নিন্দা ও সমালোচনার সংবাদ এক সময় যুলায়খার কানেও পৌছিল। কুরআনের ভাষায় তাহাদের নিন্দা চর্চাকে 'চক্রান্ত (مكر) বলিবার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, এই নিন্দাবাদ চক্রান্তকারীর কর্মের ন্যায় গোপনে গোপনে করিবার কারণে ইহাকে 'চক্রান্ত' বলা হইয়াছে। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলিয়াছেন, নারীদের কাছে ইউসুফ (আ)-এর অনুপম সৌন্দর্যের বিষয়টি পৌছিয়াছিল। কোন কোন বর্ণনামতে যুলায়খাই তাহাদের নিকট ইউসুফ (আ)-এর রূপ-গুণের বিবরণ দিয়াছিল। সুতরাং বাহ্য নিন্দার আড়ালে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যক্ষরূপে ইউসুফ (আ)-কে দর্শন করিবার উপায় হাসিল করা এবং এভাবে নিন্দার মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে প্রদর্শন করাইতে যুলায়খাকে উদ্বুদ্ধ করা। এই গোপন উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের কর্মকাণ্ডকে চক্রান্ত বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যুলায়খা তাহার প্রেমের কথা এই নারীদের (বান্ধবীদের) নিকট প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে উহা গোপন রাখিবার অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা ফাঁস করিয়া দিয়াছিল বলিয়া উহাকে 'চক্রান্ত' বলা হইয়াছে (ইবন কাছীর, মাজহারী)। এখানে উল্লেখ্য যে, অভিজাত সমাজের মর্যাদা অনুসারে আযীয-পত্নীর অনুমতি কিংবা আমন্ত্রণ ব্যতীত এই নারীদের পক্ষে ইউসুফ (আ)-কে দেখিবার সুযোগ গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। নারীদের সমালোচনা যুলায়খার অহংবোধকে নাড়া দিল এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সদিচ্ছা ছাড়াও তাহার নারী প্রবৃত্তি নিন্দাকারিনীদের মোক্ষম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিল। ইহার উপায় হিসাবে সে নিজ ভবনে একটি ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মহিলাদের নিকট উহার আমন্ত্রণপত্র পাঠাইল। ইবন ওয়াহবের বর্ণনামতে নিন্দাচর্চায় অংশগ্রহণকারীদের চল্লিশজনকে এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইয়াছিল। ভোজ অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। ইবন আব্বাস (রা) হইতে উদ্ধৃত বর্ণনা মতে—বিলাসপ্রিয় শ্রেণীর উপযোগী গদী, হেলান-তাকিয়া ইত্যাদি এবং রকমারি সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদির আয়োজন করা হইল। বাগাবীর মতে, আযীয পত্নী রং-বেরংয়ের ফল ও খাদ্য দ্বারা একটি কক্ষ সজ্জিত করিল এবং উহাতে আরামদায়ক বিছানাপত্র ও হেলান-তাকিয়ার ব্যবস্থা করিয়া নারীদের আসন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইল। খাদ্যদ্রব্য কিংবা ফলের তালিকায় এমন

কিছু ছিল যাহা তাৎক্ষণিকভাবে চাকু দিয়া কাটিয়া খাইতে হয় এবং তৎকালীন মিসরীয় সভ্যতা অনুসারে ঐ খাদ্য বা ফল কাটিয়া পরিবেশন করা হইত না, বরং মেহমানগণ নিজেরা কাটিয়া ভক্ষণ করিত। এই খাদ্য কোন কোন মুফাসসিরের মতে গোশ্ত ছিল এবং অন্যদের মতে ফল ছিল। ইবন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ প্রমুখের মতে উহা ছিল উতরুজ বা উত্‌রুন্‌জ (اترنج = কমলালেবু জাতীয় কোন ফল)। ফল কাটিয়া খাওয়ার জন্য নিয়মমাফিক প্রত্যেকের পাত্রে একটি করিয়া অতিরিক্ত ধারাল চাকু সরবরাহ করা হইল।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বক্তব্য অনুসারে আজ হইতে চার হাজার বৎসর পূর্বেকার মিসরীয় নগর সভ্যতা বর্তমানের উন্নত বিশ্বের যে কোন দেশের প্রগতি ও আধুনিকতার তুলনায় উন্নততর ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা আধুনিক কালে আবিষ্কৃত বহুবিধ উপকরণের উপস্থিতি ব্যতীতই মিসরীয় যে জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায় উহা সত্যিই বিস্ময়কর। মৃতদেহ মমি করিয়া রাখিবার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলসহ অনেক তথ্যই এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে। আযীয-পত্নীর আয়োজিত ভোজসভা সংক্রান্ত কুরআনী ভাষ্য এখানকার নগরজীবনের প্রগতি-সমৃদ্ধ ধারা ও আয়েশ-বিলাসিতার প্রতি স্পষ্ট ইংগিত প্রদান করে (তরজমানুল কুরআন, সূরা ইউসুফ)। চাকু সরবরাহের বাহ্য লক্ষ্য ছিল খাদ্য কাটিবার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ইহাতে আযীয-পত্নীর অন্তরে লুকায়িত ছিল কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণের সুদূরপ্রসারী দুরভিসন্ধি। ইবন কাছীরের বর্ণনামতে আমন্ত্রিত অতিথিদের পরিতৃপ্তির সহিত আহারপর্ব সমাপ্ত করিবার শেষ পর্যায়ে তাহাদের সম্মুখে লেবু ও ফল কাটিবার চাকু সরবরাহ করা হইল।

এখন যুলায়খা তাহাদের নিকট ইউসুফ (আ)-কে দেখিবার আগ্রহ আছে কিনা জানিতে চাহিলে তাহারা সকলে হাঁ-সূচক জবাব দিল। ভিন্ন বর্ণনামতে তাহারাই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইউসুফ (আ)-কে দেখাইবার আবদার করিয়াছিল। যুলায়খা ইহারই অপেক্ষায় ছিল। সে পূর্ব হইতেই ইউসুফ (আ)-কে সর্বোত্তম আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিত করিয়া পার্শ্ববর্তী কোন কক্ষে অপেক্ষমাণ রাখিয়াছিল। এক্ষণে সে তাহাকে মজলিসের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আদেশ পাঠাইল। যুলায়খার অসৎ উদ্দেশ্যের কথা ইউসুফ (আ) অবহিত ছিলেন না। কোন সংগত প্রয়োজন আছে মনে করিয়া তিনি কক্ষের বাহিরে আসিলেন। নারীদের ইউসুফ (আ)-কে দর্শন করিতেই যুলায়খার কাংখিত চরম অঘটনটি ঘটিয়া গেল। তাহারা এক অকল্পনীয় ও অনুপম সৌন্দর্য দর্শনে এমন আত্মহারা ও দিশাহারা হইয়া গেল যে, কুরআনের ভাষায় اكبرنه। তাহাকে অতি বড় বা অতি জাগতিক কিছু মনে করিল (অথবা 'আল্লাহু আক্‌বার' ধ্বনি দিয়া উঠিল)। প্রথমে তাহাদের মুখের সকল ভাষা রুদ্ধ হইয়া গেল এবং সকল অনুভূতি অসাড় হইয়া রহিল। তাহারা 'ফল কাটিতেছি' মনে করিয়া নিজ নিজ হাত কাটিতে লাগিল। যুলায়খা তখন ইউসুফ (আ)-কে ফিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল নারীদিগকে আগমন ও প্রস্থান উভয় অবস্থায় ইউসুফকে দেখানো।

ইউসুফ (আ) ফিরিয়া গেলেন। হতভম্ব দর্শণার্থীদের হাত কাটা চলিতে থাকিল। তাহারা তো ফল কাটিতেছিল আর হৃদয়মন ইউসুফ দর্শনে এমন নিমগ্ন ছিল যে, নিজের হাত কাটিবার যাতনাও

অনুভব করে নাই। মুজাহিদ বলেন, রক্ত দেখিয়া তাহাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণে বেদনা অনুভব করিয়া উহ্ আহ্ করিতে লাগিল। কাতাদার বর্ণনায় আছে, তাহারা হাত কাটিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইবন ওয়াহ্‌বের বর্ণনায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মহিলাদের কয়েকজনের জীবনলীলা সাংগ করিবার কথাও বলা হইয়াছে। তবে প্রামাণ্য মতে তাহারা হাত যখম করিয়াছিল। এতক্ষণ তাহাদের মুখ হইতে কোন বাকস্ফুরণও হইতেছিল না। হতভম্বতার ধাক্কা সামলাইয়া প্রথম তাহারা যে কথাটি বলিল, তাহা ছিল 'অবিশ্বাস্য! আল্লাহ্‌র মহিমা! মানবকুলে এমন সৌন্দর্য হইতে পারে না; সে নিশ্চয় কোন মহান ফেরেশতা (জ্যোতির্ময় উর্ধ্ব জাগতিক কোন সৃষ্টি) হইবে, কোন কারণে যে ভূতলে পদার্পণ করিয়াছে।

নিন্দাবাণে আহত ও প্রেম দহনে ক্ষতবিক্ষত যুলায়খা এখন তাহার অন্তর্জ্বালার কিছুটা উপশম অনুভব করিল এবং বিজয় গর্বিণীর হাসি হাসিয়া অতিথিদের বলিল, এই তো সেই 'কিনআনী গোলাম' যাহার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার কথা বলিয়া তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুলিয়াছিলে। আর এখন এক নজর দেখিয়াই তোমাদের কী হাল হইয়াছে তাহা তো তোমরা দেখিতেছই। মূলত তোমাদের পক্ষে তাহার সৌন্দর্য সম্পর্কে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। এক নজরেই যদি তোমাদের ফলের বদলে হাত কাটিতে হয়, তাহা হইলে যাহাকে চব্বিশ ঘন্টা এই সৌন্দর্যের আগুন নিয়া উঠাবসা করিতে হয় তাহার কলিজার ক্ষতবিক্ষত হওয়ার অবস্থা তোমরা সহজেই ধারণা করিতে পার। নারীরা একবাক্যে বলিল, আমরা যাহা কিছু দেখিলাম ইহার পর তোমাকে আর কোন দোষ দেওয়া যায় না। কেননা মানবকুলে এই সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। নারীদের এই স্বীকৃতির পর যুলায়খাও অকপট স্বীকারোক্তি করিয়া বলিল, এ কথা সত্য যে, আমিই তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এই বাহ্য সৌন্দর্যের উর্ধ্বে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা এতই সবল যে, সে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে; বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। বর্ণনামতে এই সময় যুলায়খা ইউসুফ (আ)-এর সে সব গুণের বিবরণ প্রদান করিল যাহা বাহ্য দর্শনে আগন্তুক নারীদের পক্ষে বুঝিবার উপায় ছিল না।

যুলায়খার এই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির আর একটি সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফের প্রতি প্রেমের ব্যাপারে আমন্ত্রিত নারীদের সমর্থন লাভ করা, যাহাতে তাহারা ইউসুফ (আ)-কে নমনীয় করিবার কাজে তাহাকে সহায়তা করে। ইতিহাসের বর্ণনামতে যুলায়খার এই উদ্দেশ্য হাসিল হইয়াছিল। কেননা তাহারা সকলে ইউসুফ (আ)-কে এই মর্মে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, যুলায়খা যেহেতু তোমার মালিক ও মনিব, সে তোমার প্রতি সদা অনুগ্রহশীলা এবং তোমার প্রতি তাহার প্রেম অত্যন্ত গভীর ও নিখাদ, সুতরাং তোমার উচিত মনিবের আনুগত্য করা, তাহার বিরুদ্ধাচরণ বা তাহাকে অসন্তুষ্ট করা নহে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনাধারায়ও ইহার প্রতি ইংগিত বিদ্যমান। সূরা ইউসুফের ৩৩ নং ও ৫০ নং আয়াতে উদ্ধৃত ইউসুফ (আ)-এর ভাষ্যে 'নারীদের কূট-চক্রান্তে'র কথা বলা হইয়াছে ঃ 'যদি আপনি (আল্লাহ) আমার হইতে 'তাহাদের চক্রান্ত' দূরে সরাইয়া না দেন' (৩০ নং আয়াত) এবং "আমার প্রতিপালক 'তাহাদের চক্রান্ত' সম্পর্কে সম্যক অবহিত" (আয়াত-৫০) শুধু

যুলায়খার চক্রান্তের কথা না বলিয়া নারীদের সকলের চক্রান্তের কথা বলা হইয়াছে। নিজের দোষের স্বীকারোক্তি এবং ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা ও গুণ-গরিমার বর্ণনা প্রদান করিবার পর যুলায়খা তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি নূতন চাল চালিল। ইউসুফ (আ)-কে কাবু করিবার জন্য সে অতিথিদের সম্মুখে এবং তাহাদের শুনাইয়া ইউসুফ (আ)-এর প্রতি এই হুমকি উচ্চারণ করিল, সে যদি আমার অবাধ্য হয় তবে তাহাকে এই রাজকীয় পরিবারে সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশে বসবাসের সুবর্ণ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া (আজীবন) জেলখানায় পচিতে হইবে এবং অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। কেননা নারীর মনঃবাসনা পূরণ না হইলে তাহার প্রতিশোধ-স্পৃহা অত্যন্ত জঘন্য ও ভয়ংকর হইয়া থাকে।

কিন্তু নারীদের সম্মিলিত চক্রান্ত ও যুলায়খার হুমকী বাণী নবুওয়াত খান্দানের আলোকবর্তিকায় সামান্য কম্পনও সৃষ্টি করিতে পারিল না। ইউসুফ (আ) পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থাকিলেন এবং সব বিপদের সহায় ও সব সমস্যার সমাধানদাতার দরবারে দু'আ করিলেন। কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ.فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰي حِيْنٍ.

"ইউসুফ বলিল, হে আমার প্রতিপালক! এই নারীরা আমাকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি উহাদের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব। অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাকে উহাদের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। নিদর্শনাবলী দেখিবার পর উহাদের মনে হইল যে, তাহাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করিতেই হইবে" (১২ ঃ ৩৩-৩৫)।

ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণের বর্ণনামতে ইউসুফ (আ) যখন দেখিলেন যে, এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে তাঁহার কোন সাহায্যকারী নাই এবং তাহার প্রতিপক্ষ যুলায়খার সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। যুলায়খার আহবানে সমবেত নারীরা তাহার মন জয় করিবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া বিভিন্ন ফন্দী করিতেছে এবং যুলায়খার নিন্দাকারিণীরা এখন যুলায়খাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিতেছে, উপরন্তু তাহারা ইউসুফ (আ)-কে নমনীয় করিবার জন্য ও যুলায়খার বাসনা পূরণ করিতে ইউসুফ (আ)-কে অনুরোধ-উপরোধ করিতেছে। কখনও প্রলোভন, কখনও হুমকি দিতেছে (মাজহারী, ৫খ, ১৬০; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ২৯৯, ৩০০) এবং ভিন্ন বর্ণনামতে তাহাদের প্রত্যেকেই ইউসুফ (আ)-কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহিতেছে। এই জটিল ও সংগীন পরিস্থিতি ইউসুফ (আ)-কে পূর্বের চাইতে অধিক ভাবাইয়া তুলিল এবং একাকী যুলায়খার চাপ এড়াইয়া মনিবগৃহে নির্লিপ্ত অবস্থান করিবার পরিস্থিতি বদলাইয়া গেল। তখন তাঁহার নবুওয়াতী বুদ্ধিমত্তা ও অন্তরদৃষ্টি জাগ্রত

হইয়া উঠিল। তিনি আশংকা করিলেন যে, তাঁহারও পদস্খলন ঘটিতে পারে। সুতরাং তিনি বড় বিপদ (পাপাচারে লিপ্ত হইয়া দুনিয়া-আখিরাত বরবাদ করা) হইতে বাঁচিবার জন্য ছোট বিপদ কারাবাস বরণ করা অধিক পসন্দনীয় মনে করিয়া আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করিলেন।

আল্লামা ইবন কাছীর ৩৩ নং আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেন, "ইউসুফ (আ) পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কারাবাস পসন্দনীয় হওয়ার কথা বলিলেন। ইহা কামালিয়াতের স্তরসমূহের চূড়ান্ত পর্যায়। একদিকে তাঁহার [illegible] যৌবন ও অতুলনীয় রূপ-গুণের পরিপূর্ণতা, অপরদিকে মিসরের প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী-মনিব ও গৃহকর্ত্রী, কর্তৃত্ব, সম্পদ ও রূপের অধিকারিণীর উদগ্র আহবান। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁহার কাছে ছওয়াবের আশায় তিনি কারাবাস বরণ করিলেন। তিনি মূলত সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীছের ভাষ্য অনুসারে কিয়ামতে আল্লাহ্‌র (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় লাভের ব্যবস্থা করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "সাত ব্যক্তি এমন যাহাদিগকে আল্লাহ তাঁহার ছায়ায় আশ্রয় দান করিবেন–এমন একটি দিনে, যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না"। এই সপ্তমের অন্যতম হইবে সেই পুরুষ যাহাকে কোন মর্যাদার অধিকারিণী রূপবতী নারী 'আহবান' করিলে সে বলিল, 'আমি তো আল্লাহকে ভয় করি' (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ, ২৪৮)।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর দু'আ কবুল করিলেন এবং তাঁহাকে নারীদের কূটচক্রান্ত হইতে হিফাজত করিলেন। যুলায়খা তাহার স্ত্রৈণ স্বামীকে ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য করিল। যুলায়খার উদ্দেশ্য ছিল জেলে নির্যাতনের মাধ্যমে ইউসুফকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা অথবা ইউসুফ হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে এবং অন্য নারীরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে–এই আশংকায় তাহাকে সংরক্ষিত স্থানে নিজের আওতায় রাখিবার ব্যবস্থা করিল, যাহাতে ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণরূপে হাতছাড়া হইয়া না যান। মনের ইচ্ছা গোপন রাখিয়া সে স্বামীকে বলিল, "এই ইবরানী গোলামটি জনসমাজে আমার মর্যাদাহানি করিয়াছে। কেননা সে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, আমি তাহাকে ফুসলাইয়াছি। সুতরাং তুমি আমাকে মানুষের কাছে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিবে, অন্যথায় তাঁহাকে কারাগারে অন্তরীণ করিবে, যাহাতে মানুষের মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং লোকেরা তাঁহাকেই অপরাধী মনে করে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর ভরসাকারী তাঁহার প্রিয় বান্দাকে নারী চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই কুদরতী ব্যবস্থা করিলেন। আযীয মিসর ও তাহার শুভানুধ্যায়ীরা ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সুস্পষ্ট আলামতসমূহ দেখিবার পরেও শহরময় এই ঘটনার চর্চা বন্ধ করিয়া সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নির্দোষ ইউসুফ (আ)-কে কিছু দিনের জন্য কারাবাস সংগত মনে করিল। আল্লাহ তা'আলাও তাঁহার প্রিয় বান্দাকে কলুষতাপূর্ণ পরিবেশ হইতে সযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিলেন (বিদায়া, ১খ, ২০৬)।

কারাগারে ইউসুফ (আ)

পাপমুক্ত ও পবিত্র থাকিবার কারণে হযরত ইউসুফ (আ) চক্রান্তমূলকভাবে মিসরের কারাগারে প্রেরিত হন। জেলখানায় আগত অপর দুই বন্দীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান, যাহা পরবর্তীতে ইউসুফ (আ)-এর কারামুক্তির উপলক্ষ ও মিসরের ক্ষমতা সর্বোচ্চ মসনদে আরোহণের সূত্র হইয়াছিল, তাহার বিবরণ কুরআন মজীদে প্রদান করা হইয়াছে ঃ

فَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّىْ اَرٰىنِىْ اَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْ اَرٰىنِىْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِىْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তাহার সহিত দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করিল। তাহাদের একজন বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আংগুর নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি', এবং অপরজন বলিল, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি এবং পাখি উহা হইতে খাইতেছে' , আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও, আমরা তো তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি " (১২ ঃ ৩৬)।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর গ্রন্থাদিতে বলা হইয়াছে যে, ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে যাওয়ার সমসাময়িক কালে আরও দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা), দাহ্হাক, মুজাহিদ, মুকাতিল হইতে উদ্ধৃত এবং কালবী প্রমুখের বর্ণনায় ইউসুফ (আ) কারারুদ্ধ হওয়ার বেশ কিছু দিন পরে (৫ বৎসর/৭ বৎসর-কুরতুবী, মাজহারী) দুই যুবকের কারারুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে যুবকদ্বয় ইউসুফ (আ)-এর নিকটবর্তী সময়ই কারারুদ্ধ হইয়াছিল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় 'তাহার সংগে' শব্দ নিকটকবর্তী সময় হওয়ার ইংগিত বহন করে (মাজহারী, ৫খ, পৃ. ১৬১; মা'আরিফ, ৫খ, ৫৩, ৫৫)।

বন্দীদ্বয়ের পরিচয় ও তাহাদের কারারুদ্ধ হওয়ার কারণ

বাগাবী ও ইবন কাছীর প্রমুখের বর্ণনামতে এই যুবকদ্বয় ছিল মিসর সম্রাট ওয়ালীদ ইবন ছারাওয়ানের কর্মচারী। ইহাদের একজন ছিল সম্রাটের সাকী (পানীয় পরিবেশনকারী) এবং তাহার নাম 'বানূ'; অপরজন ছিল রাজভবনের প্রধান পাচক এবং তাহার নাম মিজলাছ (বিদায়া, ১খ, ২০৬; মাজহারী, ৫খ, ১৬)। সম্রাটের শত্রুপক্ষের লোকেরা তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য এই দুই কর্মচারীর সহিত যোগ–সাজশ করিয়াছিল। তাহারা সম্রাটের খাদ্য ও শরাবে বিষ মিশাইয়া দেওয়ার জন্য এই দুই রাজকর্মচারীকে বড় ধরনের উৎকোচ প্রদানের প্রলোভন দিলে ইহারা ইহাতে সম্মত হয়। পরে কোন কারণে সাকী উহাতে অস্বীকৃত হইল এবং পাচক উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সম্রাটের খাবারে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল। অতঃপর সম্রাটের সম্মুখে খাদ্য-পানীয় উপস্থিত করা হইলে সাকী বলিল, মহারাজ! এই খাবার খাইবেন না, উহাতে বিষ আছে। পাচক বলিল, পানীয় পান করিবেন না, উহাতে বিষ দেওয়া হইয়াছে। তখন সম্রাট সাকীকে বলিলেন, তুমি পানীয় পান কর। সে উহা পান করিল এবং উহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইল না। সম্রাট পাচককে খাদ্য ভক্ষণ করিতে বলিলে সে তাহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। সেই খাদ্য কোন পশুকে খাওয়ানো হইলে

পশুটি মরিয়া গেল। সম্রাট দুইজনকেই বন্দী করিবার আদেশ দিলেন এবং তদন্ত সাপেক্ষে তাহাদের বিচার সম্পন্ন করিবার ফরমান জারী করিলেন (মাজহারী, ৫খ, ১৬১)।

ইউসুফ (আ)-এর অপূর্ব রূপ ও অসাধারণ গুণাবলী জেলখানায়ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, সেবা ও মানবপ্রেম, ইবাদত-বন্দেগী ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা এবং কারাবন্দীদের সহিত সদ্ব্যবহারের কথা জেলের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়িল এবং কারাবন্দীরা তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্তে পরিণত হইল (ইবন কাছীর, তাফসীর, ২খ, ২৪৯; বিদায়া, ১খ, ২০৬)। ইউসুফ (আ) জেলের সকল বন্দীর খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাহাদের প্রতি মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন ও আশ্বাসবাণী শুনাইতেন। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, কাহাকেও ধৈর্যহারা ও চিন্তামগ্ন দেখিতে পাইলে তাহাকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন এবং মুক্তির আশ্বাসবাণী শুনাইয়া তাহার অন্তরে স্বস্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতেন। নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া অপরকে শান্তি দিতে চেষ্টা করিতেন। তদুপরি রাতভর আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার এই গুণাবলী দেখিয়া জেলের সকল কয়েদী তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিল, এমনকি প্রধান জেলকর্তাও তাঁহার ভক্ত হইয়া গেল। সে বলিল, আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি আপনাকে মুক্ত করিয়া দিতাম। এখন আমার সাধ্য এতটুকুই যে, এখানে আপনার কোন প্রকার কষ্ট হইবে না (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৫৬)।

বাইবেলের বর্ণনায়ও বিষয়টির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হইয়াছে। ইউসুফ (আ)-এর জ্ঞান-গরিমা ও সদাচারের পরিচয় জেলখানার অভ্যন্তরেও গোপন রহিল না এমন কি কারা অধ্যক্ষও তাহার ভক্ত হইয়া গেল এবং জেলখানার সকল বন্দীকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রদান করিয়া জেলের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা তাঁহার হাতে ন্যস্ত করিল। ফলে ইউসুফ (আ)-ই জেলখানার প্রকৃত কর্মকর্তা হইয়া গেলেন। আল্লাহ এই স্থানেও তাঁহাকে ভাগ্যবান করিয়া রাখিলেন" (আদিপুস্তক, ২০ ঃ ২১-২৩)।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনাধারায়ও বিষয়টির প্রতি স্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে। কেননা সমসাময়িক কয়েদখানাসমূহের নিবর্তনমূলক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের ইউসুফ (আ)-এর কাছে অবাধ গমনাগমন এবং তাহাদের সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত আলাপচারিতা এবং যুবক বন্দীদ্বয়ের মুখে ইউসুফ (আ)-এর মাহাত্ম্য ও সদাচারের স্বীকৃতিমূলক উচ্চারণ প্রমাণ করে যে, জেলখানায়ও তাঁহার গুণাবলী সর্বজনবিদিত হইয়া গিয়াছিল এবং ইউসুফ (আ) সেখানে সসম্মানে অবস্থান করিতেছিলেন (হিফজুর রহমান, ১খ, পৃ.; ৩০০ ই. বিশ্বকোষ, ২২খ, ১১৯)।

বন্দীদ্বয়ের স্বপ্নের বিবরণ

ইউসুফ (আ) কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার পর তাঁহার নবুওয়াতী কর্তব্য পালনের অংশরূপে দাওয়াতের কাজ করিতেছিলেন। তিনি স্বপ্নের তা'বীর জানিতেন বলিয়া লোকজন অবহিত ছিল। তরুণ বন্দীদ্বয়ও তাঁহার স্বপ্নব্যাখ্যা বিশারদ হওয়ার কথা অবগত হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন কারণে ইউসুফ (আ)-এর সহিত বন্দীদ্বয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ইতোমধ্যে বন্দীদ্বয়ের প্রত্যেকে তাহার পেশা অনুযায়ী এক একটি স্বপ্ন দেখিল। সাকী দেখিল যে, সে সম্রাটের জন্য আংগুর নিংড়াইয়া মদ

তৈরি করিতেছে। ইকরিমা প্রমুখের বর্ণনামতে সাকী ও বাবুর্চী ইউসুফ (আ)-এর কাছে আসিয়া বিনয়ের সহিত আরয করিল, আমরা প্রত্যেকে এক একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। আপনি মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে ইহার তা'বীর বলিয়া দিন। সাকী বলিল, আমি দেখিলাম যে, আমি একটি আংগুর-বীজ বপণ করিলাম এবং তাহা হইতে চারা গজাইয়া উঠিল এবং তাহাতে আংগুরের থোকা দেখা দিল। বর্ণনান্তরে আমি একটি বাগিচায় ছিলাম এবং আমি নিজেকে একটি আংগুর লতার গোড়ায় দেখিতে পাইলাম, যার মাথায় তিন থোকা আংগুর ছিল। সম্রাটের পানপাত্র আমার হাতে ছিল। আমি সেই পাত্রে আংগুরের রস নিংড়াইয়া সম্রাটকে পরিবেশন করিলে তিনি তাহা পান করিলেন।

দ্বিতীয় বন্দী বাবুর্চী তাহার স্বপ্নের বিবরণে বলিল, আমি দেখিলাম আমি মাথায় করিয়া তিনটি ঝুড়ি বহন করিতেছি, ইহাতে রুটি ও বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য রহিয়াছে এবং হিংস্র পাখীরা ইহা হইতে ছো মারিয়া খাবার নিয়া যাইতেছে (মাজহারী, ৫খ, ১৬১; ইবন কাছীর, মুখতাসার, ২খ, ২৪৯)। এখানে উল্লেখ্য যে, ইবন আব্বাস (রা) ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে বন্দীদ্বয় বাস্তবেই এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া উহার তা'বীর জানিতে চাহিয়াছিল। তবে ইবন জারীর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে এ প্রসংগে ভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বন্দীরা বাস্তবে কোন স্বপ্ন দেখে নাই, বরং তাহারা ইউসুফ (আ)-এর তাবীরের জ্ঞান পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে নিজেদের তৈরি স্বপ্নের বিবরণ দিয়াছিল (মুখতাসার তাফসীরে ইবন কাছীর, ২খ ২৪৯; মাজহারী, ৫খ ১৬২; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৫৬; বিদায়া, ১খ, ২০৬)। বন্দীদ্বয়ের স্বপ্নের তা'বীর অবগত হওয়ার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ও তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তি লক্ষ্য করিয়া ইউসুফ (আ) ইহাকে দীনের দা'ওয়াত প্রদানের সুবর্ণ সুযোগ মনে করিলেন এবং তা'বীর প্রদানের পূর্বে দীনের দা'ওয়াত পেশ করিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর ভূমিকা উপস্থাপন করিলেন, যাহাতে তাহাদের আগ্রহ ও ভক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়া দীনের দা'ওয়াত অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়। তিনি বলিলেন ঃ

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖ اِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّأْتِيَكُمَا ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ. .....يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا وَّاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ.

"ইউসুফ বলিল, তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব। আমি তোমাদিগকে যাহা বলিব তাহা আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব, যে সম্প্রদায় আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না ও আখিরাতে অবিশ্বাসী আমি তাহাদের মতবাদ বর্জন করিয়াছি।..... হে কারাসংগীদ্বয়। তোমাদের দুইজনের একজন তাহার প্রভুকে মদ্য পান করাইবে এবং অপরজন শুলবিদ্ধ হইবে; অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখি আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে" (১২ ঃ ৩৭-৪১)।

এখন আমার কিছু কথা শোন। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে দীনের দাওয়াত পেশ করিলেন। মনে রাখিবে, আমার এই যোগ্যতা কোন প্রকার জ্যোতিষী বিদ্যা বা রেখা বিদ্যা নয়, বরং ইহা আল্লাহ প্রদত্ত আসামান্য ইল্‌ম। এই ইল্‌ম তিনি আমাকে দান করিয়াছেন এই কারণে যে, আল্লাহকে ও আখিরাতকে অবিশ্বাসকারীদের ধর্ম ও মতবাদ বর্জন করিয়া আমি আমার পূর্বপুরুষের অনুসৃত তাওহীদের ধর্ম অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং এইসব বিষয় আমাকে আমার মালিক প্রতিপালক আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেন (মাজহারী, ৫খ, ১৬৩; মা'আরিফ, ৫খ, ৫৬)। তোমাদের স্বপ্নের তা'বীর শোন হে আমর জেলের বন্ধুদ্বয়! তোমাদের কোন একজন এই হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার চাকুরীতে বহাল হইবে এবং সে তাহার মালিককে মদ পান করাইবে। অপরজন দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং তাহাকে শূলে চাড়ানো হইবে। পাখিরা তাহার মাথা ঠোকরাইয়া তাহার মগজ ও গোশ্‌ত খাইবে। আংগুরের তিনটি থোকা ও খাবারের তিনটি ঝুড়ির মর্ম হইল, তিন দিনের ব্যবধানে তোমাদের বিচারকার্য সম্পন্ন হইবে। তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ইহাই চূড়ান্ত ফয়সালা। ইহার কোন নড়চড় হইবে না। কেননা (হাদীছের বর্ণনামতে) মানুষের স্বপ্ন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যখনই উহার তা'বীর প্রদান করা হয়, তখনই ইহা বাস্তবে সংঘটিত হয় (ইবন কাছীর, ২খ, ২৫১; মা'আরিফ, ৫খ, ৫৭-৫৮; বিদায়া, ১খ, ২০৭)।

মুফাসসিরগণের যে দলটি বন্দীদ্বয়ের স্বপ্ন বানোয়াট হওয়ার মত পোষণ করিয়াছেন তাহারা এই ক্ষেত্রে বলিয়াছেন যে, ইউসুফ (আ) কর্তৃক স্বপ্নের তা'বীর ব্যক্ত করিবার পর বন্দীদ্বয় বলিল, আমরা তো বাস্তবে কোন স্বপ্ন দেখি নাই। আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তৈরী স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছিলাম। ইউসুফ (আ) বলিলেন , তোমরা কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাক কিংবা না দেখিয়া থাক, এখন বাস্তব ঘটনা সেইভাবেই ঘটিবে যেরূপ আমি বলিয়াছি। কেননা উহা আমি নবুওয়াত সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে বলিয়াছি (মা'আরিফ, ৫খ, ৫৮; ইবন কাছীর, ২খ., ২৫১; মাজহারী, ৫খ, ১৬৫)।

এখানে ইউসুফ (আ)-এর অন্যতম নবুওয়াতী গুণ লক্ষণীয়। তাহা এই যে, মানুষের প্রতি নবীগণের অত্যন্ত মমত্ববোধের কারণে তাহারা কোন মানুষের মনে প্রত্যক্ষরূপে আঘাত সৃষ্টি হইতে দেন না। আলোচ্য ক্ষেত্রেও বন্দীদ্বয়ের মধ্যে কে মুক্তি পাইবে এবং কে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে তাহা প্রায় স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও ইউসুফ (আ) সরাসরি সাকীকে বলিলেন না যে, তুমি মুক্তি পাইবে এবং বাবুর্চীকে বলিলেন না, যে তোমাকে শূলে দেওয়া হইবে। বরং তিনি নির্দিষ্টরূপে একজনের মুক্তিলাভ ও অপরজনের শূলিবিদ্ধ হওয়ার কথা বলিলেন, যাহাতে মৃত্যুদণ্ডের অপরাধী ব্যক্তি দণ্ড লাভের নির্ধারিত সময়ের পূর্ব হইতে সার্বক্ষণিক যাতনা ভোগ না করিয়া আশাবাদী থাকিতে পারে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মানুষের প্রতি নবী-রাসূলগণের মমত্ববোধ এইরূপ হইয়া থাকে (মা'আরিফ, ৫খ, ৫৭; ইবন কাছীর, ২খ, ২৫১)।

পরবর্তী সময়ে মামলার তদন্তে সম্রাটকে হত্যার ষড়যন্ত্রে সাকী নির্দোষ ও বাবুর্চী অভিযুক্ত সাব্যস্ত হইল এবং তিন দিন পরে তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করিয়া বিচারের রায় শুনাইয়া দেওয়া হইল। বিচারে সাকীকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহার পূর্বপদে বহাল করা হইল এবং বাবুর্চীকে

শূলীকাষ্ঠে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল। এই ঘটনা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি কারাবাসীদের ভক্তি-বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি করিয়া দিল এবং পরবর্তীতে ইহাই ইউসুফ (আ)-এর জেল হইতে মুক্তি লাভের অন্যতম কারণ হইয়াছিল (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩০২; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৫৪)।

ইউসুফ (আ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ

হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন পুরুষানুক্রমে নবুওয়াত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সুতরাং দীনের দাওয়াত এবং এক আল্লাহ্ ও আখিরাতের বিশ্বাসের প্রতি আহবান করা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ও সার্বক্ষণিক ব্রত। জেলখানার নিয়ন্ত্রিত পরিসরেও তিনি যথারীতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার সময়ে কারাগারে আগত রাজকর্মচারীদ্বয়ের স্বপ্নের তা'বীর জানিতে চাওয়ার পরিস্থিতিকে তিনি দীনের দাওয়াতের একটি বিশেষ সুযোগ মনে করিলেন। তাঁহার এইরূপ ধারণা করাও বিচিত্র নয় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীর মাধ্যমে দীনের দাওয়াত রাজ-দরবারেও পৌঁছিয়া যাইবে। সুতরাং বন্দীদ্বয়ের স্বপ্নের তা'বীর প্রদানকে উপলক্ষ করিয়া তিনি দীনের দাওয়াতের এক অনন্য সারগর্ভ ও নাতিদীর্ঘ ভাষণ কহিলেন। এই ভাষণে তিনি দীনি দাওয়াতের জন্য অপরিহার্য ও আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত নবীসুলভ প্রজ্ঞার মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করিলেন। প্রথমত তিনি শ্রোতার মূল কাংখিত বিষয় স্বপ্নের তা'বীরকে উপলক্ষ করিয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে তাঁহার যোগ্যতাকে 'আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌ম হওয়ার (ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ) কথা প্রমাণ করিলেন। এইভাবে তিনি দাওয়াতের সুফল প্রাপ্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রোতার অন্তরে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করিলেন। আবার স্বপ্নের তা'বীর প্রদানে অহেতুক বিলম্বের কারণে শ্রোতার অন্তরে বিরক্তিভাব সৃষ্টির সুযোগ না দিয়া তিনি স্বপ্ন ব্যাখ্যার অনুরূপ একটি বিষয় অর্থাৎ শ্রোতাদের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যের আগাম সংবাদ প্রদানের ব্যাপারে তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত মু'জিযার কথা উল্লেখ করিলেন। যাহাতে বিলম্বে হইলে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌মের মাধ্যমে নিশ্চিত তা'বীর পাওয়া যাইবে এই কথা ভাবিয়া বিলম্ব সহনীয় হইয়া যায় এবং বক্তার অন্য কথাগুলিও মনোযোগ সহকারে শুনিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এইভাবে শ্রোতাদের হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করিবার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তিনি দাওয়াতের মূল বক্তব্য উপস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। হিকমত ও কুশলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার বক্তব্যের কোথাও তিনি শ্রোতাকে প্রত্যক্ষ আহ্বান, সরাসরি আক্রমণ বা কটাক্ষপাত করিলেন না। বরং সম্পূর্ণ বক্তব্যটি তিনি যেন প্রসঙ্গত ও কথার পিঠে কথারূপে উপস্থাপন করিলেন। প্রথম কথা তিনি বলিলেন, 'আমি সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি যাহারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না এবং বিশেষ করিয়া আখিরাতকে যাহারা অস্বীকার করে। ইউসুফ (আ) তাঁহার এই বক্তব্য দ্বারা বন্দীদ্বয়কে বুঝাইয়া দিলেন যে, স্বপ্নের সঠিক তা'বীর প্রদান ও আসন্ন খাদ্য সম্পর্কে আগাম সংবাদ প্রদানের যোগ্যতার পিছনে আল্লাহকে অবিশ্বাস না করা ও আখিরাতকে অস্বীকার করিবার মতবাদ বর্জনের বিশেষ কার্যকারিতা রহিয়াছে (ইবন কাছীর, ২খ., ২৫০; ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ.)। অতঃপর দীনের দা'ওয়াত প্রদানের মূল বক্তব্যে তিনি যাহা বলিলেন তাহা কুরআনের ভাষায় ঃ

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ مَاكَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ. يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"ইউসুফ বলিল, আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়া'কূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নহে। ইহা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে কারা সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল কতকগুলি নামের 'ইবাদত করিতেছ, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে; ইহাই শাশ্বত দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে" (১২ ঃ ৩৮-৪০)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভাষণের বিশ্লেষণ করিয়া মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন, মিসরের পরিবেশ ছিল আল্লাহ্র শাশ্বত বিধান তাওহীদ ও আখিরাতের বিশ্বাস বিরোধী শির্ক, কুফরী ও পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। তখনকার ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ ও রাজা-বাদশাহ্রা নিজেদেরকে রব্ ও ইলাহ্ বা ইলাহের প্রতিভূ মনে করিত এবং প্রজাসাধারণ ও জনগণ রাজা-বাদশাহদের ইলাহের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা ক্ষমতার সম্রাটকে সিজ্দা করিত এবং তাহাকেই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা মনে করিত। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে নমরূদ খোদায়ী দাবি করিয়াছিল। আর এই মিসরেই পরবর্তী কালে মূসা (আ)-এর যুগের ক্ষমতাসীন ফিরআওন নিজেকে 'বড় খোদা' (اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى) দাবি করিয়াছিল। স্বভাবত কারাগারে আগত রাজকর্মচারী বন্দীদ্বয়ও প্রচলিত কুফরী মতবাদের অনুসারী ছিল। হযরত ইউসুফ (আ) প্রথমেই এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়াছিলেন যে, তিনি দাসরূপে মিসরে আগমন করিলেও এবং রাজ-দরবারের প্রধান নির্বাহী আযীয মিসরের বাড়িতে অবস্থান করিলেও পারিপার্শ্বিক কুফরী মতবাদ তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে নাই। আযীযের রাজকীয় ভবনের পরিবেশেও তিনি এক আল্লাহকে অস্বীকার করা ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করার কুফরী মতবাদ হইতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিয়াছেন।

দীনের দা'ওয়াতে হিকমত অবলম্বনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাঁহার শ্রোতাদের 'কাফির' আখ্যায়িত করিলেন না কিংবা তাহাদিগকে বাতিল ধর্মের অনুসারী হওয়ার অভিযোগে সরাসরি অভিযুক্ত করিলেন না। অতঃপর তিনি বন্দীদ্বয়ের সম্ভাব্য প্রশ্ন, "তবে আপনি কোন ধর্মমতের অনুসারী?" এর জবাব প্রদানের উদ্দেশে বলিলেন, 'আমি তো আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্মমতের অনুসারী। প্রসঙ্গত তিনি আত্মপরিচয় তুলিয়া ধরিলেন। যেহেতু তিনি তাঁহার

প্রতি বন্দীদ্বয়ের আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়টি আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের এই আস্থা ও বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করিয়া দীনের দা'ওয়াত গ্রহণে শ্রোতার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিবার মহান লক্ষ্য অর্জনে তিনি অন্তত চার পুরুষ ধরিয়া তাঁহার বংশধারায় নবুওয়ত থাকিবার অর্থাৎ প্রকৃত ইলাহ ও একমাত্র মা'বূদের পক্ষ হইতে মনোনীত ও প্রেরিতরূপে দীনের প্রতি আহ্বানকারী হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিবার কথাটি প্রমাণ করিয়া দিলেন। কেননা শ্রোতারা অজ্ঞ হইলে তাহাদের জ্ঞাতার্থে আহ্বানকারীর জন্য নিজের বিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদানও একটি অপরিহার্য বিষয় যাহাতে শ্রোতার অন্তরে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়। ইহা আত্মপরিশুদ্ধির প্রচারণা নহে। ইহা ছাড়া বংশধারার আভিজাত্যের বিষয়টিও মানুষের মনকে স্বভাবত আকৃষ্ট ও আস্থাবান করিয়া তোলে (ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ., ৭৩১)। অতঃপর তিনি পিতৃপুরুষের ধর্মমতের মৌলিক পরিচয়রূপে বলিলেন, এই ধর্মমতের মূল বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহ তা'আলার সহিত তাঁহার সত্তায় ও গুণাবলীতে কোন কিছুকে শরীক না করা। "আমাদের জন্য সমীচীন ও বৈধ নয় তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করা"। ইহাতে কোন কিছু (مِنْ شَيْءٍ) বলিয়া পৃথিবীর সর্বকালের সর্বসম্প্রদায়ের পৌত্তলিকতা বর্জনের কথা বলা হইয়াছে। এই বিষয়টিতেও তিনি "তোমরা তো মুশরিক অথবা মূর্তিপূজারী" ধরনের দোষারোপমূলক কোন বাক্য না বলিয়া তিনি কথাটি নিজের উপর রাখিলেন। এই উক্তি দ্বারা তিনি ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, একত্ববাদ মানুষের স্বভাবগত চাহিদার বিষয়। তাওহীদের মূল কথা গ্রথিত রহিয়াছে মানব হৃদয়ের গভীরে এবং উহার অনুকূল বহুবিধ নিদর্শন ও প্রমাণ বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আর সর্বযুগের নবী-রাসূলগণ বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাইয়াছেন উহার অভিন্ন আহ্বান। তিনি বলিলেন, একত্ববাদের এই সত্য ধর্ম গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ করুণা। কেননা তিনি নবী-রাসূল প্রেরণ ও ওহীর ধারা প্রবর্তন করিয়া মানুষের জন্য সত্য ধর্ম গ্রহণকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ মানুষ নিদর্শনাবলীতে মনোযোগ প্রদান করে না, আল্লাহ প্রদত্ত 'ফিতরাত' ও সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে কাজে লাগায় না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতের শুকরিয়া আদায়স্বরূপ তাওহীদকে গ্রহণ করে না বরং তাহারা কুফর ও শিরকে নিমগ্ন হয়। অতঃপর তিনি মূল আহ্বান পেশ করিলেন। ইহাতে তিনি 'তোমরা শিরক বর্জন করিয়া এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর'—এইরূপে সরাসরি না বলিয়া আহ্বানটি একটি প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করিলেন, যাহাতে প্রশ্নের যথার্থ উত্তররূপে তাহারা একত্ববাদের স্বীকারোক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করে। ইহা ছাড়া তিনি সম্বোধন করিবার জন্য এমন একটি শব্দ চয়ন করিলেন যাহা যে কোন কঠোর প্রকৃতির শ্রোতার হৃদয়কেও কোমল করিয়া তাহাকে আহ্বানে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। তিনি বলিলেন, 'হে জেলখানার বন্ধুদ্বয়'! অর্থাৎ আমি ও তোমরা বাহ্যত নির্যাতিত অবস্থায় একত্র হইয়াছি। এইরূপ পরিস্থিতিতে সংগীদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা পূর্ণরূপে জাগরুক থাকে এবং সুখে-দুঃখে ও সুযোগে-দুর্যোগে একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া যায়। সেই অন্তরঙ্গতার দাবিতে তোমাদের কল্যাণ কামনায় আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, মানুষের

স্বভাবে যেহেতু এই চাহিদা বিদ্যমান যে, বিপদে শরণাপন্ন হওয়ার জন্য সে একটি আশ্রয় ক্ষেত্র পাইতে চায় এবং সে এমন একটি নির্ভরযোগ্য স্থান চায় যাহাতে নির্ভর করিয়া সে নিজের সার্বিক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে এবং এমন কিছু পাইলে সে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেকে অনুগত রাখিতেও প্রস্তুত থাকে। মানুষের এই স্বভাব-চাহিদার কারণেই সে কাহাকেও তাহার মা'বূদরূপে বরণ করে এবং তাহাকে নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ ও মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ন্ত্রণকর্তা মালিক ও 'প্রভু'-র আসনে আসীন করিয়া তাঁহার 'ইবাদতে' নিমগ্ন হওয়াকে নিজের জন্য পরম সার্থকতা মনে করে। এখন তোমরা বল তো, এইরূপ ত্রাণকর্তারূপে মা'বূদ ও প্রভুর আসনে আসীন করিবার জন্য একাধিক 'রব্ব' ও বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন 'প্রভু'–যাহারা মূলত অনিত্য ও অসক্ষমও বটে–তাহারা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতবের তৈরী কিংবা-মাটি পাথরের তৈরী মূর্তি-প্রতিমাই হউক অথবা মানব-জিন্ন-ফেরেশতা কিংবা তাহাদের কথিত প্রতিকৃতিই হউক অথবা অসুর, দৈত্য-দানব কিংবা যিনি অনাদি অনন্ত অক্ষয় অব্যয় সত্তা ও গুণাবলীতে একক; অস্তিত্ব, গুণাবলী ও কর্মে যিনি তুলনাহীন উপমাহীন এবং যিনি 'কাহ্হার'-সার্বভৌম শক্তি, প্রতিপত্তি ও পরাক্রমশীলতায় যিনি সকল শক্তির আধার মা'বূদ, ইলাহ ও প্রভুরূপে বরণ করিবার জন্য তিনিই উত্তম?

এই প্রশ্নের জবাব একক সত্তার স্বীকারোক্তি ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কেননা যে কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষও এই সহজ কথাটি বুঝে যে, দশজনের গোলামী করার চাইতে একজনের গোলামী করা, বিশেষত যদি তিনি সব মালিকের সেরা মালিক ও সকলের উপর একচ্ছত্র নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হন, ইহাই কল্যাণ ও নিরাপত্তার সহজ ও একমাত্র পথ।

পরবর্তী বাক্যে হযরত ইউসুফ (আ) শ্রোতার সত্য গ্রহণে আগ্রহী মনের অবশিষ্ট সংশয় ও দ্বিধা-দন্দ্ব দূর করিবার জন্য যৌক্তিক ভাষায় সরাসরি সম্বোধন করিয়া বাতিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করিলেন। মানুষের স্বভাব এই যে, কোন কিছুর প্রতি দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা ও পুরুষানুক্রমিক সম্পৃক্তি বাতিল ও অসার হইলেও উহার প্রতি একটি আসক্তি জন্মিয়া যায় এবং এই আসক্তি অগ্রাহ্য করিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে সে শেষ মুহূর্তের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলিতে থাকে। তখনকার জন্য কুশলী প্রাজ্ঞ আহ্বানকারীর কর্তব্য হইল বাতিলের বিরুদ্ধে সবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সত্য গ্রহণে উন্মুখ হৃদয়ের কাছে বাতিলের অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও সত্যের আলোকোজ্জ্বলতা তুলিয়া ধরা। তাই ইউসুফ (আ) বলিলেন, পুরুষানুক্রমে যাহাদের পূজা-অর্চনা করা হইতেছে উহাতে কি কোন সত্যতা নাই? এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসানকল্পে ইউসুফ (আ) সুস্পষ্টভাবে বলেন, প্রকৃত বিচারেই উহাতে কোন সত্যতা নাই। কেননা আমার বক্তব্যে বিঘোষিত পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ব্যতীত আর যাহা কিছুকে তোমরা মা'বূদ বানাইয়া রাখিয়াছ উহাদের স্বরূপ আমার কাছে শোন। ঐগুলি শুধুই নাম, যেসব নামের ধারকরূপে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই এবং আরও মজার ব্যাপার এই যে, ঐ নামগুলিও তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষের রচিত। তোমরাই নিজেদের হাতে মূর্তি তৈয়ার করিয়া উহাদের এক একটিকে এক এক নামে আখ্যায়িত করিয়াছ। এখন এই দাবি যে, উহারা তো মূল খোদা নয়, উহারা আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে মাত্র অথবা এই ধারণা যে, হয়তো আল্লাহই উহাদিগকে তাঁহার

প্রতিভূ মনোনীত করিয়াছেন, এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য যে, আল্লাহ্ উহাদের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাঠান নাই। সুতরাং যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির বিচারে ইহাদের মা'বূদ হওয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, হুকুম ও হুকুমত, রাজত্ব, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব ও বিধান প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সংরক্ষিত। কেননা অনাদি অনন্ত চিরঞ্জীব সত্তারূপে নিরংকুশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে এবং গুণাবলীর বিচারেও একমাত্র তিনি সমগ্র সৃষ্টির ইবাদত প্রাপ্তির অধিকার রাখেন। অর্থাৎ তিনি শুধু হুকুম প্রদানের অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং সকল সংশয় ও সম্ভাবনার অবসান ঘটাইয়া একমাত্র তাঁহাকেই মা'বূদ বানাইবার আদেশও জারী করিয়াছেন এবং ইহাকেই একমাত্র সঠিক দীন সাব্যস্ত করিয়াছেন। আর যাহারা ইহার বিপরীত করিবে তাহাদিগকে 'অজ্ঞ' বলিয়াছেন— যাহারা হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম হওয়ার কারণে অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খায়।

হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার এই দা'ওয়াতী ভাষণে দীনেরস্বরূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাতে তিনি দীনের মৌলিক আকীদা উপস্থাপন করিয়াছেন, কুফরী ও অংশীবাদের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি উত্থাপন করিয়া বাতিলের ভিত নড়াইয়া দিয়াছেন। বায়দাবী বলিয়াছেন, এই ভাষণে দা'ওয়াত প্রদান ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠার ক্রমোন্নতির পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথমে তিনি অংশীবাদের বিপরীতে একত্ববাদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর কথিত মা'বূদদের অসারতার প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। কেননা সত্তাগত অথবা গুণাবলীর বিচারে এই কথিত মা'বূদদের মধ্যে ইবাদত প্রাপ্তির কোন যোগ্যতা নাই। অতঃপর তিনি স্পষ্ট ভাষায় যুক্তিগ্রাহ্য ও বুদ্ধি সমর্থিত একমাত্র সঠিক দীনের পরিচয় প্রদান করিলেন (ফী জিলালিল কুরআন, উরদু, ৪খ., ৭২৭...; মা'আরিফ, ৫খ., ৫৭; মাজহারী, ৫খ., ১৬৩, ১৬৪)। দীনের দা'ওয়াত সম্পর্কে এই সারগর্ভ ভাষণের পর ইউসুফ (আ) বন্দীদ্বয়ের মধ্যে একজনের আসন্ন জীবনাবসনের কথা বুঝিতে পারিয়াও উভয়ের নিকট দাওয়াত পেশ করিলেন। কেননা আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হওয়া ছিল অস্থায়ী পার্থিব জীবনের ব্যাপার। আর এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেওয়া ছিল চিরস্থায়ী জীবনে পরম সাফল্য লাভের ব্যাপার। নবী-রাসূলগণ ও তাঁহাদের অনুসারী দীনের দা'ঈগণের কাছে ব্যক্তির পরকালীন কল্যাণই মুখ্য বিষয়। এই কারণে ইউসুফ (আ) লোকটির আসন্ন মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও তাহাকে দীনের দাওয়াত দিয়াছিলেন।

বাদশাহ্র স্বপ্ন ইউসুফ (আ)-এর কারামুক্তির সূত্র

হযরত ইউসুফ (আ) সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের শিকার হইয়া কারা জীবন ভোগ করিতেছিলেন। অন্য কথায় তিনি পাপকর্ম হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কারাজীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মিসরের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় সমাসীন করিবার পথ সুগম করিতেছিলেন। ইউসুফ (আ) নিজের নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন এবং তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে, এক 'বড় লোকের' স্ত্রীর বদনাম ঘুচানো ও সমাজের দৃষ্টিতে তাহার অপদস্থতা রহিত করিবার জন্যই তাঁহাকে জেলে পাঠানো হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ

ধারণা সৃষ্টি হওয়া সঙ্গত ছিল যে, হয়তো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহকে তাঁহার এই মোকদ্দমার ব্যাপারে অবহিত করা হয় নাই এবং ক্ষমতার মধ্যস্বত্ব ভোগকারীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে অথবা মিথ্যা মামলা সাজাইয়া এবং ইউসুফ (আ)-কে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বাদশাহের নিকট অভিযুক্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার কারাবাসের পক্ষে বাদশাহের ফরমান আদায় করা হইয়াছে। ইউসুফ (আ) যখন দেখিলেন যে, এই বন্দীদ্বয়ের একজন (সাকী) নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া পুনরায় রাজ-দরবারে তাহার সাবেক দায়িত্বে বহাল হইবে এবং বাদশাহের সহিত তাহার একান্ত কথা বলিবার সুযোগ ঘটিবে তখন তিনি সাকীকে বাদশাহের নিকট তাঁহার বিষয়টি উত্থাপন করিবার অনুরোধ করিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ـ

"ইউসুফ উহাদের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল, তাহাকে বলিল, তোমার মনিবের নিকট আমার কথা বলিও; কিন্তু শয়তান উহাকে উহার মনিবের নিকট তাহার বিষয়টি বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বৎসর কারাগারে রহিল" (১২ ঃ ৪২)।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা উহার সাবলীল তরজমার অনুরূপ। অর্থাৎ ইউসুফ (আ) অন্যায় ও জুলুমের শিকাররূপে সারাজীবন বন্দী জীবন যাপন হইতে মুক্তির জন্য সম্ভাব্য মুক্তি লাভকারী বন্দীকে তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধ শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ ছিল। তবে শয়তান কর্তৃক বন্দীকে ভুলাইয়া দেওয়ার পিছনে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত অদৃশ্য হিকমত কার্যকর ছিল। এই হিকমতেরও ছিল দুইটি ধারা। প্রথমটি প্রত্যক্ষ এবং উহা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর এই অনুরোধ কারামুক্তির জন্য একটি বৈধ প্রচেষ্টা হইলেও আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশিষ্ট বান্দা ও রাসূলগণের জন্য কোন মাখলূককে মুক্তির সূত্র ও মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা পছন্দ করেন না। কেননা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন মধ্যসূত্র অবশিষ্ট না থাকা এবং পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ সংযোগ সৃষ্টি হওয়াই তাওহীদের সর্বোচ্চ মাকাম। নবীগণকে আল্লাহ তা'আলা এই মাকামে উন্নীত করেন। সুতরাং আল্লাহ ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টি হইতে সকল 'উসীলা' ও মধ্যসূত্রকে বিলীন করিয়া প্রত্যক্ষরূপে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করার শিক্ষা দিতে চাহিলেন। ফলে শয়তানের পক্ষে ভুলাইয়া দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হইল। বন্দীও অবিলম্বে কারাগারের এমন শ্রদ্ধার পাত্র ও স্নেহভাজন 'বন্ধু'র কথা ভুলিয়া গেল। হিকমতের দ্বিতীয় ধারাটি ছিল এই যে, কুদরতী কর্মপরিক্রমায় ইউসুফ (আ)-এর জীবনের পরবর্তী স্তর ছিল মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হওয়া। উহার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া ও ইউসুফ (আ)-এর রাষ্ট্রনায়কসুলভ যোগ্যতা অর্জনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার জন্য আরও কিছুকালের কারাবাস কুদরতী পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুদরতী পরিকল্পনায় ইউসুফ (আ)-এর জন্য কারামুক্তির পর রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। অতএব এই সময় সাকী কর্তৃক বাদশাহের সকাশে ইউসুফ (আ)-এর বিষয়টি

উত্থাপিত হইলে বাহ্যত তাঁহার মিসরের মসনদাসীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না (ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ, ৭৩২, ৭৩৩; ইবন কাছীর, ২খ, ২৫১)।

আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা মুজাহিদ প্রমুখ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ইবন কাছীরও ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। তবে ইবন জারীর ও বাগাবী প্রমুখ আয়াতের فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ অংশের ব্যাখ্যায় ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ইবন আব্বাস (রা)-র বক্তব্য মুজাহিদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিল বাক্যে 'তাহাকে' সর্বনাম দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত সাকী উদ্দেশ্য নহে, বরং ইউসুফ (আ) উদ্দেশ্য এবং আয়াতের মর্ম এই যে, শয়তানের কারসাজিতে ইউসুফ (আ) ক্ষণিকের জন্য অমনোযোগিতার শিকার হইলেন এবং কারামুক্তির ব্যাপারে শয়তান তাঁহাকে তাঁহার রব্ব আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হওয়ার কথা ভুলাইয়া দিল। ফলে তিনি আল্লাহ ব্যতীত মাখলুকের নিকট সহায়তা কামনা করিলেন।

নবীগণের ক্ষেত্রে এরূপ সাময়িক অমনযোগিতা অত্যন্ত বিরলরূপে সম্ভাব্য হইলেও আয়াতের বর্ণনাধারা এই ব্যাখ্যার যথেষ্ট অনুকূল নহে। ইবন কাছীর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরগণ এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তবে ব্যাখ্যা যাহাই হউক, এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, ইউসুফ (আ) 'তোমার মালিকের নিকট আমার বিষয়ে আলোচনা করিও' না বলিতেন তবে অত দীর্ঘকাল তাঁহাকে কারাগারে অবস্থান করিতে হইত না (ইবনুল মুনযির, ইবন আবী হাতিম ও ইবন মারদুয়া বর্ণিত)।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে তাওরাত প্রদত্ত বিবরণ। নিম্নরূপ ঃ "তখন ইউসুফ (যোশেফ) বলিল, উহার ব্যাখ্যা এই যে, তিনটি ছড়ার অর্থ তিন দিন এবং অদ্য হইতে তিন দিনের ব্যবধানে ফিরআউন তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং তোমাকে তোমার পদ ফিরাইয়া দিবে। এবং পূর্বের ন্যায় যখন তুমি ফিরআউনের সাকী ছিলে– তাহার হাতে পুনরায় মদিরাপাত্র তুলিয়া দিবে। কিন্তু যখন তুমি স্বঅবস্থায় ফিরিয়া যাইবে তখন আমার কথা স্মরণ রাখিও এবং আমাকে মুক্তি দেওয়াইও। কেননা উহারা আমাকে ইব্রীয়দের অধিকার হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং এখানেও আমি এমন কোন কর্ম করি নাই যাহার কারণে তাহারা আমাকে কয়েদ করিয়া রাখিবে" (আদিপুস্তক, ৪০ঃ১২-১৫)।

মোটকথা, সাকী রাজভবনের কোলাহলপূর্ণ জীবনে পৌছিয়া ইউসুফ (আ)-এর কথা বিস্মৃত হইয়া থাকিল এবং ইউসুফ (আ) আরও কয়েক বৎসরের জন্য কারাজীবনের মেয়াদ পূর্ণ করিলেন। এই কয়েক বৎসরের পরিমাণ ছিল অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সাত বৎসর। ওয়াহ্‌ব ইবন মুনাব্বিহ বলিয়াছেন, হযরত আইয়ুব (আ) মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন সাত বৎসর এবং হযরত ইউসুফ (আ)-ও কারাজীবন কাটাইয়াছিলেন সাত বৎসর। ইবন জুরায়জও সেই সময়কালে সাত বৎসরের অভিমতকে সমর্থন করিয়াছেন। দাহ্হাকের মতে সেই সময়কাল চৌদ্দ বৎসর। ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে বার বৎসর। কালবী বলিয়াছেন, পাঁচ বৎসর এই ঘটনার পূর্বে এবং সাত বৎসর ইহার পরে। মূলত মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে بضع শব্দের অর্থে মতভেদের কারণে। কাতাদার মতে بضع শব্দ

তিন হইতে নয় এবং মুজাহিদের মতে তিন হইতে সাত বুঝায়। মুকাতিল মুজাহিদ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পাঁচ বৎসরের পরে অর্থাৎ সাত বা নয় বৎসর হওয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাজহারীর গ্রন্থকারের আপত্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, ودخل معه السجن আয়াত দ্বারা রাজকর্মচারীদ্বয় ও হযরত ইউসুফ (আ)-এর জেলে আগমন সমসাময়িক হওয়া বুঝা যায়। রাজকর্মচারীদ্বয়ের কারাবাস ছিল তিন দিনের (কিংবা উহার কাছাকাছি সংক্ষিপ্ত সময়ের) জন্য। সুতরাং ইউসুফ (আ)-এর ইহার পূর্বে পাঁচ বৎসর অবস্থান বোধগম্য নয়। এই আপত্তির ব্যাপারে রাজকর্মচারীদ্বয়ের স্বপ্ন দেখিবার পরে তিন দিন এবং উহার (মাজহারী ৫খ., ১৬৬) পূর্বে দীর্ঘদিন থাকিবার কথা অথবা শব্দের ভিন্ন ব্যাখ্যার কথা বলা যায়। তবে তদন্ত সাপেক্ষ মামলায় রাজকর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের অবস্থানের কথা তত যুক্তিসঙ্গত নহে (কুরতুবী, ৫খ, ১৯৭; মাজহারী, ৫খ., ১৬, ১৬৬)।

আল্লাহ তা'আলার মর্যী অনুসারে ইউসুফ (আ)-এর কারাবাসের মেয়াদ পূর্ণ হইয়া আসিলে তাঁহার মুক্তি ও রাজকীয় ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে কুদরতী কর্মপ্রক্রিয়া সচল হইয়া উঠিল। তৎকালীন মিসর সম্রাট ফিরআওন এক রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল যাহা তাহাকে অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُؤْيَاىَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُوْنَ.

"রাজা বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও" (১২ ঃ ৪৩)।

ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই ঘটনাবলীর সময় মিসরের রাজদণ্ডের অধিকারীরা ফিরআওন (বহুবচনে ফারা'ইনা) নামে অভিহিত হইত। তখনকার ঐ রাজবংশটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'আমালিকা' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মিসরের ইতিহাসে ইহারা 'হেকসোস' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মৌলিক পরিচয় উদঘাটন করিয়া তাহাদিগকে একটি পশুপালনকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। পরবর্তী গবেষণায় এই তথ্য সংযুক্ত হইয়াছে যে, এই গোষ্ঠী আরব অঞ্চল হইতে যাযাবররূপে মিসরে আগমন করিয়াছিল এবং তাহারা প্রাচীন আরবগোষ্ঠী 'আল-'আরাবুল 'আরিবা'-র একটি শাখা ছিল। তৎকালে মিসরে প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ অনুসারে ক্ষমতাসীন সম্রাটকে 'ফারা' (فاراع ফির'আওন) উপাধিতে ভূষিত করা হইত। কেননা মিসরীরা তখন বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিত এবং এই দেবতাদের মধ্যে 'আমান রা' امن راع (সূর্য দেবতা) ছিল সকলের উর্ধে। সাধারণ জনতা ক্ষমতাসীন বাদশাহকে সূর্য দেবতার অবতার মনে করিত এবং রাজা-বাদশাহরা 'ছোট খোদা'র মর্যাদা ভোগ করিত। বাদশাহকে সূর্য দেবতার অবতাররূপে 'ফারা' (فاراع) বলা হইত এবং এই শব্দটি রূপান্তরিত হইয়া হিব্রু ভাষায় 'ফারআন' (فارعن) এবং

আরবীতে ফির'আওন (فرعون) হইয়াছে (সুতরাং ফিরআওন অর্থ সূর্য দেবতার অবতার)। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সমকালীন স্বপ্নদ্রষ্টা ফির'আওনের নাম রায়্যান (ইবনুল ওয়ালীদ; বর্ণনান্তরে ওয়ালীদ ইব্ন রায়্যান) ইবন হারাওয়ান ইবন আরাশাঃ (আরাছিয়্যাঃ) ইবন সারান ইব্ন 'আম্র ইবন 'ইমলাক ইবন লাওয (لاوذ) ইবন সাম (শম) ইবন নূহ বলা হইয়াছে। মিসরীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণে তাহার নাম 'আয়ূনী' রহিয়াছে (কাসাসুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৩০-৫, বরাত, তরজমানুল কুরআন, ২খ, পৃ. ৩৬৬, ৪৬২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২০৮)।

বাদশাহের স্বপ্নের বিবরণ ঃ ইসরাঈলী বর্ণনায় রহিয়াছে, স্বপ্নে বাদশাহ নিজেকে একটি নদীর তীরে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, নদী হইতে সাতটি মোটাতাজা গরু বাহির হইয়া সেখানকার একটি বাগানে চরিতে লাগিল। অতঃপর নদী হইতে সাতটি অতিশয় শীর্ণ ও দুর্বল গরু উঠিয়া আসিয়া পূর্বের গরুগুলির সহিত চরিতে লাগিল। অতঃপর শীর্ণ গরুগুলি সবল গরুগুলিকে আক্রমণ করিল এবং সেগুলিকে গিলিয়া ফেলিল। বাদশাহ স্বপ্ন দেখিয়া ঘাবড়ানো অবস্থায় জাগ্রত হইল। বাদশাহ পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল এবং দেখিল যে, একটি গোছায় সাতটি সবুজ শীষ রহিয়াছে যেগুলির দানা পোক্ত হইয়াছে। হঠাৎ দেখা গেল আরও সাতটি শুষ্ক শীষ এবং এই শুষ্ক শীষগুলি সবুজ শীষগুলিকে পেচাইয়া ধরিল এবং সেগুলি আর সবুজ থাকিল না। বর্ণনান্তরে শুষ্কগুলি সবুজগুলিকে খাইয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া বাদশাহ ভয় পাইল এবং তাহার ঘুম ভাংগিয়া গেল। (বিদায়া, ১খ., পৃ. ২০৮; মাজহারী, ৫খ., পৃ. ১৬৬)। সকালে বাদশাহ দরবারের যাদুকর, জ্যোতিষী, বুদ্ধিজীবী ও স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারদের একত্র করিয়া তাহাদের নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে তাহারা বলিল, আমাদের দৃষ্টিতে এই স্বপ্ন অর্থহীন।

قَالُوٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِمِيْنَ ·

"উহারা বলিল, 'ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এইরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই" (১২ ঃ ৪৪)। স্বপ্ন এবং ইহা বাদশাহ্র দুশ্চিন্তার ফসল। সুতরাং ইহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না এবং ইহাতে আপনার পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নাই। আর মূলত আমরা রাষ্ট্রীয় জটিল কর্মকাণ্ডের বিশেষজ্ঞ হইলেও এই ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নই। সায়্যিদ কুতব লিখিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবন-চরিতে কয়েকটি স্বপ্নের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সমসাময়িক কালে স্বপ্ন ও উহার ব্যাখ্যা একটি বিশেষ বিষয়রূপে স্বীকৃত ছিল এবং তখনকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশেও স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হইত। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ইউসুফ (আ)- কর্তৃক স্বপ্নের তা'বীর প্রদানকে আল্লাহ প্রদত্ত 'ইলমরূপে উল্লেখ করাতে ইহা তাঁহার জন্য মু'জিযা বলা যায় (ফী জিলালিল কুরআন, উরদু তরজমা, ৪খ., পৃ. ৭৩৪)। হাদীছ শরীফে সত্য স্বপ্নকে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হইয়াছে। ফিরআওনের দরবারীরা তাহার স্বপ্ন সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিল উহার কারণ এই হইতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা স্বপ্নের তা'বীর বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল না অথবা তাহাদের দৃষ্টিতে ইহা দুশ্চিন্তা প্রসূত স্বপ্ন ছিল অথবা তাহারা দরবারী মোসাহেবীর রীতি অনুসারে বাদশাহকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখিবার জন্য এইরূপ বলিয়াছিল (ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ., পৃ.৭৩৪)।

ইউসুফ (আ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীর মনে পড়িল। আল্লাহ্র ইচ্ছায় মিসর সম্রাটের স্বপ্নকে কারাগার হইতে ইউসুফ (আ)-এর সসম্মানে মুক্তির কারণ হইয়া দেখা দিল এবং দরবারীরা উহার তা'বীরে অপারগতা প্রকাশ করিল। ইউসুফ (আ)-এর সহবন্দী মুক্তিপ্রাপ্ত সাকী দরবারীদের সহিত সম্রাটের স্বপ্ন নিয়া আলোচনার সময় উপস্থিত ছিল। শয়তানের কারসাজিতে নিত্য দিনের আনন্দ-স্ফূর্তি ও রাজপ্রাসাদের কর্ম কোলাহলে সে ইউসুফ (আ)-এর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সাত বৎসরের ব্যবধানে সম্রাটের স্বপ্নের তা'বীর প্রদানে দরবারী পণ্ডিতদের অপারগতা ও সম্রাটের দুশ্চিন্তা সাকীকে স্মরণ করাইয়া দিল। তাহার মনে পড়িল যে, জেলখানার ইউসুফ নামের এক বন্দী তাহাদের দুই সংগীর স্বপ্নের তা'বীর দিয়াছিলেন এবং তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। সম্রাটের নিকট তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিবার অনুরোধের কথাও তাহার মনে পড়িল এবং এহেন মহান ব্যক্তির অনুরোধ সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়ার জন্য সে অতিশয় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইল। সুতরাং ঐ মুহূর্তে সে বাদশাহের নিকট নিবেদন করিল, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হইলে আমি এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিতে পারি। জেলখানায় এমন এক বন্দী রহিয়াছেন যিনি স্বপ্নের সঠিক তা'বীর বলিতে পারেন।

وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ.

"দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যাহার স্মরণ হইল সে বলিল, আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও" (১২ ঃ ৪৫)।

অর্থাৎ দুই বন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল সে দরবারে উপস্থিত ছিল। দরবারীদের অক্ষমতা দেখিয়া সে বলিল, এবং দীর্ঘ সাত বৎসর সময়কাল পরে ইউসুফ (আ)-এর তা'বীর প্রদান এবং বিদায়কালে তাঁহার অনুরোধের কথা তাহার স্মরণ হইল, আমি এই স্বপ্নের তা'বীর আনিয়া দিতে পারি। তবে সেজন্য আমাকে জেলখানায় যাইতে হইবে। সুতরাং আমাকে জেলখানায় ইউসুফ (আ)-এর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। সাকী জেলখানায় পৌছিয়া ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া বলিল ঃ

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

"সে বলিল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা দাও, যাহাতে আমি লোকদের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে" (১২ ঃ ৪৬)।

বাদশাহ্র স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, মিসরবাসীদের উপর এক মহাদুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন। কেননা সাতটি মোটাতাজা গরু ও সাতটি সতেজ শীষ দ্বারা এমন সাত বৎসর

বুঝানো হইয়াছে যখন দেশে বিপুল পরিমাণ ফল-ফসল উৎপাদিত হইবে। ভূমি কর্ষণ ও চাষাবাদ এবং শস্য উৎপাদনের কাজে গরুর বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। অদ্রূপ সাতটি জীর্ণশীর্ণ গরু ও সাতটি শুষ্ক শীষের মর্ম এই যে, বিপুল উৎপাদনের সাত বৎসর পরের সাত বৎসর দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং সাতটি সবল গরুকে সাতটি দুর্বল গরুর খাইয়া ফেলার এবং শুষ্ক শীষগুলির সজীব শীষগুলিকে গ্রাস করিবার ব্যাখ্যা এই যে, উৎপাদনের সাত বৎসরের উদ্বৃত্ত ফসল দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। শুধু পরবর্তী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজস্বরূপ সামান্য কিছু শস্য থাকিবে। সুতরাং ইউসুফ (আ) সাকীকে বলিলেন (কুরআন পাকের বর্ণনায়) ঃ

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ اِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا تَاكُلُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ.

"ইউসুফ বলিল, তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করিবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতীত সমস্ত শীষসমেত রাখিয়া দিবে। ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, এই সাত বৎসর যাহা পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, লোকে তাহা খাইবে, কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতীত। অতঃপর আসিবে এক বৎসর, সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াইবে" (১২ ঃ ৪৭-৪৯)।

পবিত্র কুরআন উহার অলংকারপূর্ণ ভাষায় ইউসুফ (আ) কর্তৃক প্রদত্ত স্বপ্নের তা'বীর ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বর্ণনা মাত্র একটি বাক্য দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছে। এখানে ইউসুফ (আ) কর্তৃক দুর্ভিক্ষকালের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা ছাড়াও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাদশাহের স্বপ্নে সাত বৎসর প্রচুর উৎপাদনের পর সাত বৎসর দুর্ভিক্ষকাল থাকিবার প্রতি বাহ্য ইংগিত থাকিলেও উহার পরে একটি ভাল উৎপাদনের বৎসর আসিবার প্রতি কোন ইংগিত ছিল না। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা ইউসুফ (আ) বিষয়টি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বায়দাবী বলিয়াছেন, সম্ভবত ওহী সূত্রে তিনি বিষয়টি অবগত হইয়াছিলেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বপরিচালন সংক্রান্ত এই নীতি দ্বারা উহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ বান্দাদের সংকটকালের পর পুনরায় স্বচ্ছলতা দান করেন। অনেক মুফাসসিরের মতে সাতটি দুর্বল গরু, তথা দুর্ভিক্ষ সাত বৎসরে সীমিত থাকা দ্বারা তিনি পরবর্তী বৎসর প্রচুর বৃষ্টি ও উৎপাদনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেননা, তেমন না হইলে দুর্ভিক্ষকাল সাত বৎসরের অধিক হইত। হযরত কাতাদা (র) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমেই ইউসুফ (আ)-কে বিষয়টি অবহিত করিয়াছিলেন যাহাতে স্বপ্নের তা'বীরের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্রাট ও দরবারীদের কানে পৌঁছিয়া যায় এবং উহাতে তাহাদের অন্তরে ইউসুফ (আ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁহার সসম্মান মুক্তিলাভ ত্বরান্বিত হয়। স্বপ্নের

ব্যাখ্যার সহিত উৎপাদিত ফসল শীষ সহকারে সংরক্ষণের পরামর্শ দান ছিল ইউসুফ (আ)-এর বিজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা ফসল পুরাতন হইলে উহাতে পোকা লাগিয়া থাকে এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শীষসহ সংরক্ষিত ফসল সাধারণত পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

ইউসুফ (আ)-এর মুক্তির ঘটনার ধারাবাহিকতায় অনুমিত হয় যে, সাকী ইউসুফ (আ)-এর নিকট স্বপ্নের তা'বীর শুনিবামাত্র অবিলম্বে শাহী দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাদশাহকে উহা অবহিত করিল এবং প্রসঙ্গত ইউসুফ (আ)-এর জ্ঞানবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও অতুলনীয় গুণাবলীর কথাও বাদশাহকে শুনাইল। বাদশাহ এই গুণাবলীর কথা শুনিয়া, বিশেষত জটিল স্বপ্নের সাবলীল ব্যাখ্যা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা বাদশাহকে চিন্তামুক্ত করিবার সাথে সাথে ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাত লাভ ও তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ আলাপচারিতার জন্য তাহাকে উদগ্রীব করিয়া তুলিল। সুতরাং তৎক্ষণাৎ ইউসুফ (আ)-এর কারামুক্তির শাহী ফরমান জারী করা হইল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِىْ بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ.

"রাজা বলিল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস। যখন দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের অবস্থা কী? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাহাদের ছলনা সম্যক অবগত" (১২ ঃ ৫০)।

সেই নারীদের তলব করিয়া আমাকে কারারুদ্ধ করিবার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উহার সত্যাসত্য নিরূপণ করা হউক। সেই নারীদের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার কারণ এই হইতে পারে যে, যুলায়খা তাহাদের সম্মুখেই وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهٖ (আমিই তাহাকে ফুসলাইয়াছি এবং সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে) বলিয়া নিজের অপরাধ ও ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষ থাকিবার স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। ইহার পরও নারীরা যুলায়খার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহারাও ইউসুফ (আ)-কে পদস্খলিত করিবার ফন্দি করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা অবহিত আছেন কথাটির মর্ম এই যে, যুলায়খার অপবাদ যে চক্রান্ত ছিল তাহা আমার পালনকর্তা আল্লাহ তো জানেনই, তবে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকটও বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিরাপরাধ ইউসুফ (আ) দীর্ঘকাল ধরিয়া কারারুদ্ধ জীবন যাপন করিতেছিলেন। বিদেশ বিভূঁইয়ে মাঝে মধ্যে জেলখানায় গিয়া তাঁহার অবস্থা অবগত হওয়ার এবং সান্ত্বনা দেওয়ার কোন আপনজনও তাঁহার ছিল না। মানুষের দৃষ্টিতে তিনি একজন কয়েদী মাত্র। বাহ্যত এহেন পরিস্থিতিতে জেলখানার জীবনে অতিষ্ঠ হওয়ার কারণে মুক্তির যে কোন উপায় অন্বেষণ করা এবং মুক্তির ফরমানের সুসংবাদ শুনিবামাত্র আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া বাহিরের মুক্ত বাতাসে ছুটিয়া আসাই ছিল তাঁহার জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বার্তাবাহকের নিকট তাঁহার কারামুক্তির ব্যাপারে বাদশাহের সাগ্রহ ও

স্বতঃপ্রবৃত্ত ফরমানের কথা শুনিয়া তিনি ধীরস্থির জবাব দিলেন, মুক্তি অবশ্যই আমার কাম্য তবে তাহা সরকারী ফরমান বলে নয়, বরং তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ হইতে এবং নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে বিগত কারাবাসকে ক্ষমতাসীনদের জুলুম সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি লাভই আমার কাম্য। ইতোপূর্বে তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ আসে নাই। যেহেতু ক্ষমতাসীনরা নারীর মন রক্ষার জন্য ক্ষমতার দাপট দেখাইয়া বিচারের নামে প্রহসন করিয়া তাঁহাকে কারাবাসে নির্যাতিত করিয়াছিল এবং সমাজে তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইয়াছিল। এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ লাভ করিয়া সমগ্র ঘটনার তদন্ত দাবি করিলেন এবং মুক্তির বার্তাবাহক রাজকীয় দূতকে এই বলিয়া রাজদরবারে ফেরত পাঠাইলেন যে, তুমি বাদশাহের নিকট গিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট নারীদের উপস্থিত করিয়া আমার সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিতে বল। তাহাদের বক্তব্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও রাজকীয় তদন্তে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবার পরই কেবল আমি কারাগারের বাহিরে পা রাখিতে চাই। হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই অবিচলিত জবাব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা অপবাদ প্রতিহত করা এবং উহা হইতে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য, বিশেষত বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জন্য বাঞ্ছনীয়।

সায়্যিদ কুতবের মতে, যদি ইউসুফ (আ) বাদশাহের আহ্বানে সাড়া দিয়া আযীযের স্ত্রী ও অভিজাত নারী সমাজ এবং তাঁহার মধ্যকার ঘটনার আবরণ উন্মুক্ত না করিয়াই (তাঁহার নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত না করিয়া) কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেন তবে অনেক মানুষের মনে এই সংশয় অবশিষ্ট থাকিবার আশংকা ছিল যে, হয়তো বা তাহাকে কোন অপরাধ ও পাপের শাস্তিস্বরূপ কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। সুতরাং শাহী ফরমানের পরেও ইউসুফ (আ) এই দাবি উত্থাপন করিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে যে ভিত্তিহীন অভিযোগ ছিল, যাহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এই দীর্ঘকাল কয়েদীর জীবন কাটাইতে হইল আমি উহার তদন্ত হওয়া জরুরী মনে করিতেছি। তাঁহার এই তদন্তের দাবি ছিল সমকালীন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত এবং সাথে সাথে উহা ছিল মিসরের সামাজিক পরিবেশ, বিশেষত তথাকার অভিজাত শ্রেণী ও তাহাদের বেগমদের লাগামহীন বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ, যাহাতে সমগ্র দেশ, নগর ও নগর সমাজ প্রকম্পিত হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের এই উপলব্ধি জাগ্রত হইয়া থাকিবে যে, জুলুম, স্বৈরশাসন ও অসভ্যতার বিরুদ্ধে স্থৈর্য, অবিচলতা, নৈতিকতা ও আদর্শের বিজয় একটু বিলম্ব হইলেও অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ তরবিয়াত ইউসুফ (আ)কে নৈতিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার এক সমুচ্চ স্তরে উন্নীত করিয়া তাঁহাকে সবর, স্থৈর্য, আল্লাহতে নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মিক প্রশান্তির প্রতীকে পরিণত করিয়াছিল। এই কারণে বাদশাহ্র পক্ষ হইতে আহ্বান আসা সত্ত্বেও তিনি তদন্তের পূর্বশর্ত আরোপ করিতে পারিয়াছিলেন। তদন্তের মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণিত না হইলে পরবর্তী কালে জনসাধারণের মুখে এই সমালোচনা উচ্চারিত হইতে পারিত যে, একজন কারাভোগী ও দোষীকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদে আসীন করা হইয়াছে। অধীনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং রাজভবনের একান্ত

কর্মচারীদের মধ্যে তাহাদের উর্ধতন সর্বোচ্চ নির্বাহীর প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার অভাব দেখা দিত। বিশেষত মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চপদস্থ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ ও ঈর্ষা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকিত। এসব কারণে পূর্বাহ্নেই এ বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা জরুরী ছিল (ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ., ৭৩৬)।

এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহ্‌র আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া মুক্তির পূর্বেই তাঁহার মোকদ্দমার তদন্তের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন কেন? কারাগারের বাহিরে আসিয়াও তো তদন্তের দাবি করিতে পারিতেন। ইহার জবাব এই যে, ইহা ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রজ্ঞা ও নবীসুলভ দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মূলত আল্লাহ তাআলা তাঁহার নবীগণকে যেরূপ পূর্ণাঙ্গ দীন দান করিয়া থাকেন তদ্রূপ তাঁহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ পার্থিব বুদ্ধিমত্তাও দান করিয়া থাকেন। ইউসুফ (আ) শাহী ফরমান দ্বারা এই বিষয়টি আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন যে, কারাগার হইতে ডাকিয়া মুক্তি প্রদানের পর মিসর সম্রাট আমাকে কোন সম্মাননা প্রদান কিংবা কোন রাজকীয় পদে বহাল করিতে পারেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমত্তার দাবি ইহাই যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যেই অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছিল এবং যাহার অজুহাতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল উহার অসারতা বাদশাহ ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হউক এবং তাঁহার দায়মুক্ত ও নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকুক। মুক্তি লাভের পর কোন রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার কারণে মানুষের মুখ তো বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহাদের অন্তরে এইরূপ ধারণা আনাগোনা করিত যে, এই উচ্চপদের অধিকারী লোকটি সেই লোক যে তাহার মনিবের সম্ভ্রমে আঘাত করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে হযরত ইউসুফ (আ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একাধিক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعى.

"ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় দীর্ঘকাল আমি কারাগারে থাকিলে আহ্বান পাওয়া মাত্র উহাতে সাড়া দিতাম"। মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় আছে, فاسئله ما بال النِّسوَة....

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, لو كنت انا لاسرعت الاجابة وما ابتغيت العذر "আমি হইলে তো অবিলম্বে আহ্বানে সাড়া দিতাম এবং ওজর-আপত্তি করিতাম না" (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ., পৃ. ২৫২, ২৫৩)। ইসহাক ইবন রাহাওয়ায়হ তাঁহার মুসনাদে, তাবারানী তাঁহার মু'জামে এবং ইবন মারদাওয়ায়হ ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রের হাদীছরূপে নবী (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عجبت لصبر اخي يوسف وكرمه والله يغفرله حيث ارسل اليه ليستفتى في الرؤيا ولو كنت انا لم افعل حتى اخرج وعجبت لصبره وكرمه والله يغفرله اتى ليخرج فلم يخرج حتي اخبرهم بعذره ولو كنت انا لبادرت الباب ولولا الكلمة لما لبث فى السجن حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عز وجل.

"আমার ভাই ইউসুফের (আ) সবর ও অভিজাত্য দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়ি! আল্লাহ তাঁহাকে মাফ করুন (তাঁহার মর্যাদায় উন্নীত করুন)। যখন স্বপ্নের তা'বীরের জন্য তাঁহার কাছে দূত পাঠানো হইয়াছিল; আমি হইলে বাহির না হওয়া পর্যন্ত (তা'বীর প্রদান) করিতাম না। আমি অভিভূত হই তাঁহার সবর ও বদান্যতা দেখিয়া! আল্লাহ তাঁহাকে মাফ করুন। তাঁহার নিকট কারাগার হইতে বাহির হওয়ার পয়গাম আসিল, কিন্তু তিনি তাঁহার নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া বাহির হইলেন না। আমি হইলে তো কারা তোরণের দিকে ছুটিয়া যাইতাম। আর সেই কথাটি না হইলে-তিনি যে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট সংকটমুক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন-কারাগারে থাকিতে হইত না" (মাজহারী, ৫খ., ১৬৯)।

'ইকরিমা (র) হইতে মুরসাল হাদীছরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

لقد عجبت من يوسف وبره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما اجبتهم حتى اشرط ان يخرجوني ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين اتاه الرسول فقال ارجع الي ربك ولو كنت مكانه (ولبثت فى السجن ما لبث لاسرعت الاجابة لبادرتهم الباب ولكنه اراد ان يكون له العذر (ولما ابتغيت العذر ان كان لحليما ذا اناه)

"আমি অভিভূত হইয়া যাই ইউসুফ (আ) এবং তাঁহার বদান্যতা ও সবর দেখিয়া। আল্লাহ তাঁহাকে মাফ করুন- যখন তাঁহাকে দুর্বল ও সবল গরু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। আমি তাঁহার স্থানে থাকিলে পূর্বে আমাকে বাহির করিয়া আনিবার শর্ত আরোপ করিতাম। আমি পুনরায় অভিভূত হই ইউসুফ (আ) এবং তাঁহার সবর ও মর্যাদায় যখন (রাজকীয়) দূত তাঁহার নিকট আসিল (তখন তিনি বলিলেন, তোমার মালিকের নিকট ফিরিয়া যাও)। আমি তাহার স্থানে থাকিলে (এবং তাঁহার মত কারাভোগ করিলে দ্রুত সাড়া দিতাম এবং) দরজার দিকে ছুটিয়া যাইতাম, কিন্তু তিনি নিজের আপত্তি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন (আমি অবশ্যই আপত্তি করিতাম না; তিনি ছিলেন সহনশীল ও স্থৈর্যবান) (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ., ২৫৩; মাজহারী, ৫খ., ১৬৯)। নবী (স)-এর এই উক্তি মূলত তাঁহার অতুলনীয় বিনয়, ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রশংসা এবং তাঁহার উম্মত ও সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষামূলক (মাজহারী, ৫খ., ১৬৯; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৬৫, ৬৬)।

ইউসুফ (আ) তাঁহার তদন্ত দাবির বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন ان ربى بكيدهن عليم বলিয়া। ইহাতে নারীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সতর্কবাণী ছিল যাহাতে তাহারা পুনরায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের সাহস না পায় (মাজহারী, ৫খ., ১৭০; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৬৫)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এখানে আমার মনিব বলিতে আযীযে মিসরকে বুঝানো হইয়াছে, যিনি নারীদের চক্রান্তের কথা অবগত ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ২০৯)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর জবাব নিয়া শাহী দূত বাদশাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিল এবং কারাগারের বাহিরে আসিবার পূর্বে বিষয়টি তদন্তের দাবির কথা তাহাকে অবহিত করিল। বাদশাহ

ইউসুফ (আ)-এর দৃঢ়তা ব্যঞ্জক ও স্পষ্ট জবাব শুনিয়া স্বভাবতই তাঁহার প্রতি আরও অধিক আকৃষ্ট ও তাঁহার যোগ্যতার প্রতি অধিক আস্থাবান হইলেম। তিনি আযীয পত্নীসহ নারীদিগকে দরবারে তলব করিয়া এই ব্যাপারে তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে বলিলেন। এই প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ ـ وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلاَّ مَارَحِمَ رَبِّىْ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"রাজা নারিগণকে বলিল, যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎ কর্ম কামনা করিয়াছিলে, তখন তোমাদিগের কী হইয়াছিল? তাহারা বলিল, অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম্য! আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই। আযীযের স্ত্রী বলিল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম, সে তো সত্যবাদী। (সে বলিল) ইহা এইজন্য যে, যাহাতে সে জানিতে পারে যে, তাহার অনুপস্থিতিতে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। (সে বলিল,) আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নহে, যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১২ ঃ ৫১-৫৩)।

বাদশাহ্ দরবারে উপস্থিত আযীযের স্ত্রী ও তাহার বাড়িতে আমন্ত্রিত নারীদের সকলকেই সম্বোধন করিয়া তাহার প্রশ্নটি রাখিলেন এবং 'তোমরা অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলে' বলিয়া সম্বোধন করিলেন (ইবন কাছীর, ২খ., ২৫৩; মাজহারী, ৫খ., ১৭০; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৬৭)।

মোটকথা, বাদশাহ নারীদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা যখন ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়াছিলে তখন কি তোমরা তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের কাহারো প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলে (মাজহারী, ৫খ., ১৭০)? তখন নারীদের সকলে একবাক্যে ও সম্মিলিতরূপে বলিল, আল্লাহ্রই মহিমা ও মাহাত্ম্য! আমরা তো তাঁহার মধ্যে কোনই দোষ দেখিতে পাই নাই। কোন পাপ বা বিশ্বাসঘাতকতা দেখি নাই (মাজহারী, ৫খ., ১৭০; ইবন কাছীর, ২খ., ২৫৩। নারীরা ইউসুফ (আ)-এর পূত পবিত্র হওয়ার স্বীকৃতি দিল, তবে তাহারা যুলায়খার পূর্ব স্বীকারোক্তি উল্লেখ করিল না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করা এবং সেজন্য যুলায়খার স্বীকারোক্তি উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না অথবা যুলায়খা সম্মুখে উপস্থিত থাকার কারণে তাহার নাম উল্লেখ তাহারা লজ্জাবোধ করিয়াছিল (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৬৭); (ইবন কাছীর, ২খ., ২৫৩; বিদায়া, ২খ., ২০৯; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৬৭)।

তাঁহার পরবর্তী উক্তিতে ইউসুফ (আ) আরও বলিলেন, আমি যে নিজের নির্দোষ হওয়ার ও বিশ্বাসঘাতকতা না করিবার দাবি করিলাম এবং তদন্তের দাবি করিয়া'শক্ত অবস্থান গ্রহণ করিলাম, ইহা আমি শুধু আত্মরক্ষার জন্য করিতে বাধ্য হইয়াছি, কাহাকেও আঘাত করার জন্য কিংবা আত্মগতির জন্য নহে। 'আমি প্রত্যক্ষ ও স্বকীয়রূপে নিজেকে পবিত্র দাবি করিতেছি না। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মন ও প্রবৃত্তি মন্দ কাজেই অতিশয় উদ্বুদ্ধকারী। তবে যখন আমার পালনকর্তা আল্লাহ কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ভিতরে বিদ্যমান মন্দের মৌলিক উপকরণকে বিলুপ্ত ও অথবা প্রদর্শিত করিয়া দেন– যেরূপ অবস্থা নবীগণের প্রবৃত্তির হইয়া থাকে যে, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতে উহা স্থির ও প্রশান্ত (মুতমাইন্নাঃ) হইয়া যায় এবং তাঁহাদের সত্তায় মানবসুলভ প্রবৃত্তির সহিত নবীসুলভ সুপ্রবৃত্তি সহঅবস্থান করে, তখনই সে পাপ ও অপবিত্রতা হইতে সুরক্ষা লাভ করিয়া থাকে [বলা অনাবশ্যক যে, ইউসুফ (আ)-এর প্রবৃত্তিও স্থির ও প্রশান্ত পর্যায়ের ছিল] (মা'আরিফুল কুরআন ৫খ., ৭২, তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪৯৭)। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়াবান অর্থাৎ কেহ ভুল ভ্রান্তি করিয়া অপরাধ স্বীকার করিলে এবং তওবা করিলে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। আর যাহারা পূর্ব হইতেই নিষ্পাপ থাকে তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে উহা তাঁহার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত কোন গুণ বা অর্জন নহে, বরং উহা আল্লাহ্র রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ (মা'আরিফ, ঐ মাজহারী, ৫খ., ১৭২)। মুফাসসিরগণ লিখিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই উক্তির কারণস্বরূপ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইউসুফ (আ) যখন বলিলেন, ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ যখন আপনার মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল তখনও নয় কি (ولا يوم هممت بما هممت به, ইবন কাছীর, ২খ., ২৫৩)? হাদীছটি ইবন মারদাওয়ায়হ আনাস (রা) হইতে মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং বায়দাবী ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে মাওকূফরূপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন (দ্র. ইব্ন কাছীর, ২খ., ২৫৩; রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, ২; মাজহারী, ৫খ., ১৭১)। তখন ইউসুফ (আ) বলিয়াছিলেন, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ. হাদীছটি প্রামাণ্য হইলে উহাতে 'আকর্ষণ'-এর অর্থ হইবে মানবের স্বভাব সুলভ অনিচ্ছাকৃত দোদুল্যমানতা; কোনক্রমেই উহা ইচ্ছা ও সংকল্প (عزم) স্তরের ছিল না। অনেকের মতে ইহা ছিল ইউসুফ (আ)-এর নবুওয়াত-পূর্ব সময়ের ঘটনা (রূহুল মা'আনী, ঐ)। তবে মুফাসসিরগণের বৃহদাংশ হাদীছটির উল্লেখ হইতে বিরত থাকিয়া ইউসুফ (আ)-এর উক্তির মর্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইউসুফ (আ) তাঁহার ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ উক্তিতে আত্মস্তুতি ও আত্মপরিশুদ্ধির দাবির (যাহা আল্লাহ তা'আলার বিধান فلا تزكوا انفسكم তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধি ঘোষণা করিও না" দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে) ধারণা নিরসনকল্পে বলিলেন, وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ; আমার পূর্বোক্ত বক্তব্য শুধু পবিত্র থাকিবার বাস্তব কথাটি প্রকাশ করিবার উদ্দেশে বলিয়াছি, উহা আমার তাকওয়া ও আত্মপরিশুদ্ধির ঘোষণা হিসাবে বলি নাই। এইরূপ মহা সঙ্কটকালে পাপের কলুষতা হইতে রক্ষা পাওয়া আমার ব্যক্তিগত ও স্বকীয় কোন যোগ্যতা নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার দয়া, তাওফীক ও সাহায্যের ফলশ্রুতিতেই উহা সম্ভব

হইয়াছে। কাজেই আমি যে নিজের পবিত্রতার কথা বলিতেছি উহা আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ বলিতেছি যে, তিনি পাপ-পংকিলতা হইতে পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার সাথে সাথে আমাকে গৌরব, অহং ও আত্মম্ভরিতার বদগুণ হইতেও রক্ষা করিয়াছেন (মাজহারী, ৫খ., ১৭১; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৩, ৭৪; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪৯৭; কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., ৪০-৪১, বরাত কুরতুবী, ৯খ., ২১; তাফসীরে কাবীর, ৫খ., ১৪২)। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে এক ধরনের আকর্ষণের দোলা লাগিয়াছিল, যদিও উহা অনিচ্ছাকৃত ও মনের উস্‌খুস্‌ (ওয়াস্‌ওয়াসা) পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নবুওয়াত মর্যাদার বিপরীতে উহাকে এক ধরনের বিচ্যুতি বিবেচনা করিয়া তিনি নিজের সম্পর্কে প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, আমি আমার মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ও পবিত্র মনে করি না (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৪)। পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের এই আয়াতদ্বয় (৫২-৫৩) হযরত ইউসুফ (আ)-এর উক্তি হওয়ার অভিমতই সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এই ধরনের ঈমানদীপ্ত ও তাকওয়াপূর্ণ উক্তি ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় একজন পয়গাম্বরের মুখেই শোভা পায় এবং ইহার পূর্বের উক্তিটি জুলায়খার হওয়ার কারণে এবং বাদশাহ্‌র দরবারে সে সময় ইউসুফ (আ) উপস্থিত না থাকার কারণে পরবর্তী উক্তি ইউসুফ (আ)-এর হইতে না হওয়ার দাবি গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উহ্য রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে এই ধরনের উহ্য রাখিবার নজীর রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কয়েকজন বিশিষ্ট মুফাসসির উক্ত আয়াতদ্বয়কে ইউসুফ (আ)-এর উক্তি বলিয়া ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আয়াতের অর্থ হইবে, ইহা এইজন্য করিয়াছি যাহাতে বাদশাহও জানিতে পারেন যে, আমি (ইউসুফ) তাহার উযীর আযীযের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই অথবা বাদশাহ্‌র সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই।

ইমাম রাযী (র) এ প্রসঙ্গটির চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, "ইউসুফ (আ) আল্লাহ তা'আলার সত্য পয়গাম্বর ও নিষ্পাপ নবী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পবিত্রতা সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত ছিল এবং তাঁহার জীবনের কোন মুহূর্তই কালিমালিপ্ত হয় নাই। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের মহিমায় ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি চরিত্রের মুখ হইতে তাঁহার পবিত্রতা ও অপাপবিদ্ধতার স্বীকারোক্তি উচ্চারিত হইয়াছে। কেননা আরবীতে একটি প্রবাদ আছে افضل ماشهد به الاعداء (শত্রুর সাক্ষ্য বড় সাক্ষ্য)। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় তিনি ব্যতীত আর যাহারা ছিল তাহাদের তালিকায় ছিল আযীযে মিসরের স্ত্রী-জুলায়খা, তাহার বান্ধবী নগরীর অভিজাত বেগমগণ, আযীযে মিসর স্বয়ং এবং আযীয পত্নীর (অথবা মতান্তরে আযীযের) আত্মীয় (বয়স্ক অথবা দুগ্ধপোষ্য শিশু)। সর্বাগ্রে আযীয পত্নীর আত্মীয় উপস্থিত হইল এবং জামা ছিঁড়িবার ব্যাপারে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া নারীকে অপরাধী ও ইউসুফ (আ)-কে নির্দোষ সাব্যস্ত করিল। বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিয়া আযীযও ইউসুফ (আ)-এর নির্দোষ ও নিষ্পাপ হওয়ার

স্বীকারোক্তি করিলেন। কেননা তিনি বলিলেন, 'ইহা নারী চক্রান্ত (জুলায়খা!) তুমি পাপের জন্য 'ইসতিগফার কর'! এবং সাথে সাথে ইউসুফকে বলিলেন, 'বিষয়টি উপেক্ষা কর' এই বলিয়া... তিনি নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরে ব্যাপারটি সেখানেই শেষ করিয়া দেওয়ার অনুরোধ করিলেন।

اَلْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ·

(কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১০, ৩১১; বরাত তাফসীরে কাবীর, সূরা ইউসুফ)।

রাষ্ট্রীয় নির্বাহী পদে ইউসুফ (আ)

প্রথমত হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি দরবারী সাকীর অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তাহার মুখে ইউসুফ (আ)-এর বুদ্ধিমত্তা ও গুণাবলীর কথা শুনিয়া বাদশাহর মনে ইউসুফ (আ) সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছিল। অতঃপর বাদশাহ্র জটিল ও দুর্বোধ্য স্বপ্নের যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য তা'বীর এবং উহার সহিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিতরূপে ইউসুফ (আ) কর্তৃক প্রদত্ত 'দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ মহাপরিকল্পনা'-র কথা শুনিয়া বাদশাহ তাঁহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া এবং নিজ কানে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তাঁহাকে রাজ-দরবারে আসিবার আহ্বান জানান।

বাদশাহ ইউসুফ (আ)-কে রাজদরবারে বিশেষ রাজকীয় সম্মান প্রদান ও নিজের একান্ত উপদেষ্টা পদে বরণের ঘোষণাসহ তাঁহার সম্মানে কারামুক্তির ফরমান জারী করিলেন এবং ইউসুফ (আ)-কে আনিবার জন্য বিশেষ দূত পাঠাইলেন (ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ১৮, ১৯; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১২)। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ · قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ · وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاۤءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاۤءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ · وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ·

"রাজা বলিল, ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর রাজা যখন তাহার সহিত কথা বলিল তখন বলিল, আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশীল, বিশ্বাসভাজন হইলে। ইউসুফ বলিল, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ। এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম; সে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। যাহারা মু'মিন এবং মুত্তাকী তাহাদের আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম" (১২ ঃ ৫৪-৫৭)।

রাজকীয় বার্তাবাহক জেলখানায় পৌঁছিয়া ইউসুফ (আ)-কে বলিল, বাদশাহের আহ্বানে সাড়া দিন। আযীযের স্ত্রী ও নারীরা এক বাক্যে আপনার পবিত্রতা স্বীকার করিয়াছে এবং বাদশাহ আপনার সসম্মান মুক্তির ফরমান সহকারে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনার সাক্ষাতের জন্য অধীর

আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গণনা করিতেছেন। ইউসুফ (আ) গোসল করিয়া পরিচ্ছন্ন হইলেন এবং নূতন পোশাক পরিধান করিয়া রাজ-দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিলেন। বাহির হওয়ার সময় তিনি কারাগার তোরণে লিখিয়া আসিলেন ঃ

"ইহা জীবন্তদের গোরস্থান, দুঃখ-কষ্টের আবাসস্থল, বন্ধুদের পরীক্ষাগার ও শত্রুদের মনের খুশি লাভের স্থান"।

ওয়াহ্ব (র) বলিয়াছেন, রাজভবনের দরজায় পৌঁছিয়া তিনি দু'আ করিলেন ঃ

"আমার দুনিয়ার ব্যাপারে আমার পালনকর্তাই আমার জন্য যথেষ্ট; আমার পালনকর্তাই তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির বিপরীতে আমার জন্য যথেষ্ট; তাঁহার আশ্রয় লাভই পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা, তাঁহার প্রশংসা মহিয়ান এবং তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই"।

রাজভবনে প্রবেশের পর দরবারে পৌঁছিয়াও তিনি অনুরূপ দু'আ করিলেন। বাদশাহকে দেখিয়া তিনি দু'আ করিলেন ঃ

اسئلك بخيرك من خيره واعوذ بك من شره وشرغيره ۔

"ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তাহার কল্যাণ হইতে আপনার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি এবং তাহার অনিষ্ট ও অন্যদের অনিষ্ট হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

বাদশাহ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি আরবী ভাষায় সালাম করিলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন ভাষা? ইউসুফ (আ) বলিলেন, আমার 'চাচা' ইসমা'ঈল (আ)-এর ভাষা। অতঃপর ইউসুফ (আ) 'ইব্রানী (হিব্রু) ভাষায় বাদশাহর জন্য দু'আ করিলে বাদশাহ বলিলেন, ইহা কোন ভাষা? ইউসুফ (আ) বলিলেন, ইহা আমার পিতৃপুরুষদের ভাষা। ওয়াহ্ব (র) আরও বলিয়াছেন, বাদশাহ সত্তরটি ভাষা জানিতেন এবং এইগুলির যে কোন ভাষায় বাদশাহ কথা বলিলে ইউসুফ (আ) সে ভাষায়ই জবাব দিতেন। অধিকন্তু তিনি আরবী ও 'ইবরানী ভাষাদ্বয় দ্বারা তাঁহার অধিক ভাষা জ্ঞানের প্রমাণ রাখিলেন। বাদশাহ অল্পবয়সেই (৩০ বৎসর বয়সে) ইউসুফ (আ)-এর বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা দৃষ্টে মুগ্ধ হইলেন। বাদশাহ বলিলেন, অদ্য হইতে তুমি আমাদের নিকট মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার পাত্র। তোমার যোগ্যতা ও গুণাবলী দেখিয়া আমরা অভিভূত (তাফসীরে মাজহারী, ৫খ., ১৭২; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৫; আল-কামিল, ১খ., ১১১)। ইউসুফ (আ) শুধু কারাজীবন হইতেই মুক্তিলাভ করিলেন না, বরং তিনি স্বীয় যোগ্যতা, প্রতিভা, সদগুণাবলীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি হিসাবে রাজকীয় সম্মান ও মর্যাদার আসনেও অভিষিক্ত হইলেন। তিনি কুরআনের ভাষায় রাজদরবারে مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ অর্থাৎ মর্যাদাশীল, বিশ্বাসভাজন খেতাবেও ভূষিত হইলেন (ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ২০)।

অতঃপর বাদশাহ দুর্ভিক্ষের মহাসংকট সম্পর্কে ইউসুফ (আ)-এর নিকট পরামর্শ চাহিয়া বলিলেন, এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে তাহা বলুন। ইউসুফ (আ) বলিলেন, প্রথম যে সাত

বৎসর প্রচুর বৃষ্টি হইবে এই বৎসরগুলিতে আপনি অধিক পরিমাণ চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন এবং সমগ্র দেশবাসীকে তাহাদের নিজ নিজ জমিতে অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করিবার আদেশ জারী করুন। অতঃপর উৎপাদিত ফসল ডাঁটা ও শীষসহ গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা করুন। ডাঁটা ও শীষ পশুর খাবারের চাহিদা মিটাইবে এবং শস্যবীজ পোকায় ধরিয়া নষ্ট হইবে না। জনসাধারণকে আদেশ দিবেন যে, তাহারা যেন উৎপদিত ফসলের এক-পঞ্চমাংশ সংরক্ষণ করিয়া রাখে। এইরূপ করিলে মিসর ও পার্শ্ববর্তী দেশের অধিবাসীদের নিকট দুর্ভিক্ষের বৎসরগুলির জন্য ভাণ্ডার সঞ্চিত হইবে এবং তাহাদের ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তা লাঘব হইবে। আর সরকারী খাসভূমির উৎপাদন ও আদায়কৃত রাজস্ব হইতে যে ফসল সংগৃহীত হইবে উহা আপনি বহিরাগতদের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রাখিবেন। কেননা এই দুর্ভিক্ষ মিসরের বাহিরেও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিবে এবং ভিন দেশের লোকেরা তখন রেশন ও সাহায্য পাওয়ার জন্য আপনার শরণাপন্ন হইবে। তখন আপনি ফসল বিতরণ করিয়া আল্লাহ্র সৃষ্টির সেবা করিতে পারিবেন এবং যৎসামান্য বিনিময় মূল্য গ্রহণ করিয়া সরকারী কোষাগারকে সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন। আপনার কোষাগারে তখন এত সম্পদ সঞ্চিত হইবে, যাহা ইতোপূর্বে কখনও কাহারও নিকট হয় নাই (মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., ৭৬; মাজহারী, ৫খ., ১৭৩)।

ইউসুফ (আ)-এর পরামর্শ শুনিয়া বাদশাহ অত্যন্ত আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, তবে এই মহা পরিকল্পনা কিরূপে বাস্তবায়িত হইবে এবং কে আমার পক্ষে এই বোঝা বহন করিবে? বাদশাহ্র এই আবেগপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই ইউসুফ (আ) বলিয়াছিলেন, আমাকে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিতে পারেন। আমি যথাযথ সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিব এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারিব। ইউসুফ (আ) তাঁহার বক্তব্যে দুইটি শব্দ حفيظ ও عليم উল্লেখ করিয়া একজন সরকারী দায়িত্বশীল, বিশেষত অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের পদাধিকারী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। কেননা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাণ্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হইতেছে সরকারী সম্পদ অহেতুক ব্যয় ও বিনষ্ট না করিয়া উহার পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণ করা এবং অযোগ্য পাত্রে ও ক্ষেত্রে অপচয় করা হইতে রক্ষা করা। দ্বিতীয় কর্তব্য আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সংরক্ষণ করা। حفيظ শব্দ দ্বারা প্রথম বিষয়টি এবং عليم শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধান করা হইয়াছে।(মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭২, ৭৭)।

এই পদ ও ক্ষমতাকে আল্লাহ তা'আলার বিধান কার্যকর করা, সত্য প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়-ইনসাফের বিস্তার ঘটানো অর্থাৎ পৃথিবীতে নবী পাঠাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথ সুগম করিবার লক্ষ্যে হযরত ইউসুফ (আ) এ ক্ষেত্রে নিজের বিশ্বস্ততা ও কর্তব্য সম্পাদনে দক্ষতার গুণের কথা উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রীয় পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। কেননা তিনি জানিতেন যে, ঐ মুহূর্তে তাঁহার স্থলে দায়িত্ব পালনের যোগ্য অন্য কেহ নাই। সুতরাং তাঁহার ক্ষমতার পদপ্রার্থী হওয়া শুধু আল্লাহ্র

সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্যই ছিল, পার্থিব হীন স্বার্থ বা যশ-মর্যাদা লাভের জন্য নহে। বায়দাবী বলিয়াছেন, এমনও হইতে পারে যে, ইউসুফ (আ) যখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাদশাহ অবশ্যই তাঁহাকে কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করিবেন, তখন তিনি সর্বাধিক জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব গ্রহণের প্রার্থী হইলেন (মাজহারী, ৫খ, ১৭৩)।

বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং বিশ্বস্ততা ও পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় তৎক্ষণাত ইউসুফ (আ)-কে রাষ্ট্রীয় সম্পদভাণ্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন না, বরং তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানিত মেহমানের মর্যাদায় রাজবাটির খাসমহলে রাখিলেন এবং নিকট হইতে তাঁহার স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ ও বাস্তব যোগ্যতা-পারদর্শিতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৭, ৮১)। এ প্রসংগে বাগাবী ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ

رحم الله اخی یوسف لو لم یقل اجعلنی علی خزائن الارض لاستعمله من ساعته ٠

" আমার ভাই ইউসুফ (আ)-কে আল্লাহ রহম করুন। তিনি "আমাকে ভূমিজাত সম্পদের দায়িত্ব দিন" না বলিলে বাদশাহ ঐ সময়ই তাঁহাকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিত" কিন্তু তিনি উহা এক বৎসর বিলম্বিত করিয়া রাখিলেন এবং বাদশাহের ভবনে নিজের সহিত তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন।

মিসরের সম্পদ ভাণ্ডারের মন্ত্রিত্ব পদে ইউসুফ (আ)

এক বৎসর পর্যবেক্ষণের পর ইউসুফ (আ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করিলেন এবং এতদুদ্দেশে একটি অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। এই অনুষ্ঠানে সকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও রাষ্ট্রের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করা হইল। ইউসুফ (আ)-এর মাথায় মুকুট পরাইয়া তাঁহাকে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত করা হইল এবং শুধু ভাণ্ডারের দায়িত্ব নয়, বরং বাদশাহ সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া অবসর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন (কুরতুবীর বরাতে মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৮১)। বাগাবী ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর কাঁধে তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন এবং মুক্তা ও পান্না খচিত স্বর্ণের সিংহাসন স্থাপন করিয়া উহাকে রেশমীবস্ত্রের ঝালর দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। অতঃপর ইউসুফ (আ)-কে দরবার হলে উপস্থিত হইতে বলা হইলে তিনি মুকুট পরিহিত অবস্থায় বাহির হইলেন। তখন তাঁহার বর্ণ ছিল বরফের ন্যায় এবং মুখমণ্ডল ছিল চাঁদের ন্যায়, দর্শকরা তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে নিজেদের চেহারা দেখিতে পাইত। তিনি আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে অধীনস্ত রাজন্যবর্গ তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল। ইবন যায়দ বলিয়াছেন, মিসর সম্রাট রায়্যানের অনেক অনেক ধনভাণ্ডার ছিল। সম্রাট সবকিছুর কর্তৃত্ব ইউসুফ -এর হাতে তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার ফরমান ও আদেশকে কার্যকর ঘোষণা করিলেন (মাজহারী, ৫খ., ১৭৪)।

এ প্রসঙ্গে প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ স্বপ্নের তা'বীর ফিরআওনের ও তাহার কর্মচারীদের মনপুত হইল। ফিরআওন তাহার কর্মচারী (দাস)-দিগকে কহিল, আমরা কী ইহার ন্যায়, যাহার মধ্যে মহাপ্রভুর আত্মা রহিয়াছে, পাইতে পারি। ফিরআওন ইউসুফ (আ)-কে বলিল, মহাপ্রভু তোমাকে এই সকল বিষয়ে দূরদৃষ্টি দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমার মত কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নাই। তুমি আমার বাটির অধিপতি হইলে। তোমার আদেশ আমার সকল প্রজার প্রতি জারী কর। শুধু সিংহাসনের অধিকারে আমি তোমার হইতে উর্ধে থাকিব। অতঃপর ফিরআওন ইউসুফ (আ)-কে বলিল, দৃষ্টি কর যে, আমি তোমাকে সমগ্র মিসর রাজ্যের রাজত্ব দিয়া দিলাম। ফিরআওন তাহার আংটি নিজের হস্ত হইতে খুলিয়া ইউসুফের হস্তে পরাইয়া দিল এবং তাহাকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করাইল, স্বর্ণের গলাবন্ধ তাহার গলায় পরাইয়া দিল এবং তাহাকে সমগ্র মিসর দেশের শাসক করিল। ফিরআওন ইউসুফ (আ)-কে বলিল, আমি ফির'আওন থাকিব এবং সমগ্র মিসর দেশের কেহই তোমার হুকুম ব্যতীত হস্তপদ সঞ্চালন করিবে না (আদিপুস্তক, ৪১ ঃ ৩৭-৪৪; বরাত কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩১৩; বিদায়া, ১খ., ২১০)। কোন কোন বর্ণনায় এই সময় ইউসুফ (আ)-এর বয়স ত্রিশ বৎসর হওয়ার কথা বলা হইয়াছে (বিদায়া, ১খ., ২০)। সম্রাট নামেমাত্র সম্রাট থাকিলেন এবং ইউসুফ (আ)-ই মিসরের প্রকৃত বাদশাহ হইলেন এবং তিনি আযীয উপাধিতে পরিচিতি লাভ করিলেন। ছা'লাবীর বর্ণনামতে বাদশাহ তখনকার আযীয মিসর কিতফীরকে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে ইউসুফ (আ)-কে আযীয নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং অনেকের মতে এই সময় আযীয কিতফীরের মৃত্যু হইলে ইউসুফ (আ)-কে তাহার স্থলবর্তী করা হইয়াছিল (বিদায়া, ১খ., ২১০; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৭; আল-কামিল, ১খ, ১১২)।

পবিত্র কুরআনে উহার ভাবগম্ভীর ভাষায় ইউসুফ (আ)-এর এই ক্ষমতারোহণের সমগ্র বিষয়টিকে সংক্ষিপ্তরূপে এইভাবে উল্লেখ রহিয়াছে, وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ "এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম" (১২ ঃ ৫৬)। অর্থাৎ সমগ্র মিসর দেশের সর্বময় ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান করা হইল... "ইহা ছিল তাঁহার সৎকর্মশীলতার পার্থিব প্রতিদানের বহিঃপ্রকাশ।" আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের কি বিস্ময়কর মহিমা, যে ব্যক্তি ছিলেন মিসরের প্রগতি সমৃদ্ধ সমাজের দৃষ্টিতে অনগ্রসর ও একজন ক্রীতদাস, প্রথম ধাপে তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হইলেন এবং পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টিতে ধীমান ও বিশ্বস্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করিলেন। আবার ভাগ্যচক্রে কথিত অভিযোগের কবলে কারারুদ্ধ হইলেন এবং নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া কারাগার হইতে বাহির হইয়া মিসরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। আল্লাহ যাহাকে কবুল করিয়া নেন, তাহার পথের সকল কন্টক এইরূপেই দূরীভূত করেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১৩)।

পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আ) সম্পর্কে "পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলাম" (مَكَّنَّا فِى الْاَرْضِ) এই আয়াত দুইবার বলা হইয়াছে। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ইহার হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, "হযরত ইউসুফ (আ)-এর মিসরীয় জীবনে দুইটি বিপ্লবাত্মক স্তর সূচিত হইয়াছিল। প্রথমত, তিনি দাসরূপে বিক্রয় হওয়ার পর আযীয মিসরের এইরূপে সুনজরে পড়িলেন যে, আযীযের কর্তৃত্বাধীন

ক্ষেত্রের জন্য তাঁহাকে অধিকর্তা করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয়ত, কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই তিনি শাসনকর্তার মসনদারোহী হইলেন। প্রথম স্তরে পদার্পণের বিবরণ প্রদানে সূরা ইউসুফের ২১নং আয়াতে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমতের কারিশমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যেমন বলা হইয়াছে وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ অদ্রূপ দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণের বিবরণেও ৫৬ নং আয়াতেও বলা হইয়াছে وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ; কিন্তু প্রথম স্তরে উন্নীত হওয়ার পরে যেহেতু ভবিষ্যত জীবনে শাসনকার্য পরিচালনার প্রশিক্ষণ লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং সেখানে বলা হইয়াছে ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره (তাঁহাকে বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শিখাইবার জন্য এবং আল্লাহ তাঁহার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিয়াই থাকেন।) আর দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হওয়া ছিল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পরে উহার সম্মাননা প্রদান। সুতরাং এখানে বলা হইয়াছে لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ. (আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রম ফল নষ্ট করি না)। (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১৪; বরাত, তরজমানুল কুরআন, ২খ., ২৩৫, টীকা)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিস্ময়কর ঘটনা কুরআন শরীফে উল্লিখিত হওয়ার পটভূমি এই যে, মক্কার মুশরিকরা ইয়াহূদীদের উত্থাপিত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মিসরে আগমনের কারণ জানিতে চাহিয়াছিল। শাহ আবদুল কাদির (র) এই আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেন, "ইহা তাহাদের সেই প্রশ্নের জবাব যে, 'ইবরাহীমের সন্তানরা কীরূপে মিসরে পৌছিল? সারকথা এই যে, ভাইদের চক্রান্তে ইউসুফ (আ) দেশান্তরিত হন। কিন্তু আল্লাহ তাঁহাকে মিসরের রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিলেন।" রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থাও অনুরূপ ছিল (মক্কা হইতে দেশান্তরিত হইয়া মদীনায় প্রতিষ্ঠা লাভ) (মুদিহুল কুরআনের বরাতে কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১৪, ৩১৫)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরদের বর্ণনামতে বাদশাহ ইউসুফ (আ)-কে আযীয পদে নিয়োগ করেন ও তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তবে তিনি কাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ ব্যাপারে দুটি ভিন্নমত দেখা যায়। কাহারও মতে তিনি স্থানীয় এক নেতার কন্যা 'আসনান' (Asenian)-কে বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবন শুরু করিয়া দিলেন (ই. ফা. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২খ., ১২০)। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩০ বৎসর। কাহারও মতে বাদশাহ এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করেন (বিদায়া, ১খ., ২১০)। অনেকের মতে এই সময় যুলায়খার স্বামী আযীয মিসর কিতফীরের মৃত্যুর পর মিসর সম্রাট ইউসুফ (আ)-এর সহিত তাহার স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন করিয়া দিলেন। ইবন জারীর ও ইবন আবূ হাতিম ইবন ইসহাক হইতে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বর্ণনায় আরও আছে যে, সাক্ষাতের সময় ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে বলিলেন, 'তুমি যাহা চাহিতেছিলে উহার চাইতে ইহা কি উত্তম নয়'? যুলায়খা অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, 'আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। তুমি যেমন দেখিতে পাইতেছ, আমি ছিলাম এক সুন্দরী, রূপবতী ও বিলাসী নারী; অথচ আমার স্বামীর স্ত্রী-সম্ভোগের ক্ষমতা ছিল না। অপরদিকে তোমার সৌন্দর্য ও গুণের কথা

তো বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং আমার প্রবৃত্তি আমাকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল এবং আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম'। বর্ণনামতে ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে কুমারীরূপে পাইয়াছিলেন (মাজহারী, ৫খ., ১৭৪)। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যুলায়খার যে পরিমাণ আসক্তি ছিল বিবাহের পর আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর হৃদয়ে যুলায়খার প্রতি উহার চাইতে অধিক প্রেম সৃষ্টি করিয়া দিলেন। এমনকি এক সময় ইউসুফ (আ) এই অভিযোগ উত্থাপন করিলেন, ইতোপূর্বে আমার প্রতি তোমার যে পরিমাণ আকর্ষণ ছিল এখন উহা হ্রাস পাওয়ার কারণ কি? যুলায়খা নিবেদন করিল, আপনার উসীলায় আমার অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত জাগরূক হইয়াছে। ফলে অন্য সব সম্পর্ক ও ধ্যান-ধারণা এখন স্তিমিত হইয়া গিয়াছে (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৭; বরাত কুরতুবী ও মাজহারী)।

মিসরে দুর্ভিক্ষ এবং উহার প্রতিকারে ইউসুফ (আ)-এর ব্যবস্থা

ক্ষমতা গ্রহণের পর হযরত ইউসুফ (আ) রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমন সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে থাকিলেন যে, কাহারও কোন অভিযোগের অবকাশ রহিল না। সমগ্র দেশবাসী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া গেল এবং দেশের সর্বত্র শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বিরাজ করিতে লাগিল। ইউসুফ (আ)-কেও রাষ্ট্রপরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার জটিলতা বা কষ্টক্লেশের সম্মুখীন হইতে হইল না। তিনি জনসাধারণের সুখশান্তির জন্য যাহা করিয়াছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে উহার তুলনা বিরল (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৮১)। ইউসুফ (আ) খাদ্য সংগ্রহ অভিযানের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, এতদুদ্দেশ্যে তিনি বহু দুর্গ ও গুদামঘর নির্মাণ করাইয়া উহাতে দুর্ভিক্ষকালের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তিনি চতুর্দশ বর্ষের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ভাল উৎপাদনের বৎসরগুলিতে পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর অশ্রুতপূর্ব ভয়াবহতা সহকারে দুর্ভিক্ষের কাল শুরু হইয়া গেল। বর্ণিত আছে যে, দুর্ভিক্ষ শুরু হইলে ইউসুফ পেট ভরিয়া খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। লোকেরা বলিল, সমগ্র মিসরের ধনভাণ্ডারের কর্তৃত্ব আপনার হাতে থাকা সত্ত্বেও আপনি ক্ষুধার কষ্ট সহিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি চাই, সাধারণ মানুষের ক্ষুধার যাতনার অনুভূতি আমার অন্তরে জাগরূক থাকুক। উদর পূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া আমি যেন ক্ষুধার্তদের কথা ভুলিয়া না যাই। রাজভবনের বাবুর্চীদের প্রতিও তিনি এক বেলা দ্বিপ্রহরে খাদ্য তৈরির আদেশ জারী করিলেন যাহাতে বাদশাহ এবং রাজবাড়ির লোকেরাও জনতার ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন করিতে পারে। সুতরাং দুর্ভিক্ষের প্রথম আঘাত বাদশাহই অনুভব করিলেন। দুপুর রাতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তিনি ইউসুফ! ক্ষুধা, ক্ষুধা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলে ইউসুফ (আ) বলিলেন, 'দুর্ভিক্ষ শুরু হইয়া গিয়াছে'।

দুর্ভিক্ষের প্রথম বৎসরে মানুষেরা তাহাদের বিগত ভাল উৎপাদনের বৎসরগুলিতে সঞ্চিত খাদ্য খাইয়া ফেলিল। সুতরাং পরবর্তী সময়ে তাহারা ইউসুফ (আ)-এর নিকট হইতে খাদ্য ক্রয় করিতে লাগিল। প্রথম বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে লোকেরা তাহাদের নগদ অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিল এবং মিসরের সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ইউসুফ (আ)-এর অধিকারে আসিয়া গেল। দ্বিতীয় বর্ষ শেষে খাদ্য

বিক্রয় হইল অলংকার ও মণিমুক্তার বিনিময়ে এবং মানুষের হাতে উহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। তৃতীয় বর্ষ শেষে বিক্রয় হইল সর্বপ্রকার পশুপালের বিনিময়ে এবং উহার সবই ইউসুফ (আ)-এর অধিকারভুক্ত হইল। চতুর্থ বর্ষ-পরিক্রমায় বিক্রয় হইল লোকদের মালিকানাভুক্ত গোলাম-বাঁদীর বিনিময়ে এবং কাহারও মালিকানায় কোন দাস-দাসী থাকিল না। পঞ্চম বর্ষ শেষে বিক্রয় হইল স্থাবর সম্পত্তি, ভিটেমাটি ও বাড়িঘরের বিনিময়ে এবং এইসব কিছুই ইউসুফ (আ)-এর দখলীভুক্ত হইল। ষষ্ঠ বর্ষের দুর্ভিক্ষ দেশবাসীকে তাহাদের সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে খাদ্য ক্রয়ে বাধ্য করিল এবং ইহাদের সকলেই ইউসুফ (আ)-এর দাসে পরিণত হইল। সপ্তম বর্ষের দুর্ভিক্ষ উতরাইবার জন্য লোকেরা নিজেদেরকে বিক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিল এবং ইউসুফ (আ) আইনত সকল স্বাধীন নরনারীর মালিকানা লাভ করলেন। (বর্ণনাটি সত্য হইলে তৎকালে দুর্ভিক্ষের পীড়নে সন্তান বিক্রয় ও আত্মবিক্রয় বৈধ ছিল। শরীআতে মুহাম্মদীতে এখন আর উহা বৈধ নহে।)

তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, আজিকার মত এত বিশাল ও সর্বব্যাপী রাজত্বের অধিকারী আর কোন বাদশাহ আমরা দেখি নাই। এই অবস্থার পর ইউসুফ (আ) বাদশাহকে বলিলেন, আমার প্রতি আমার প্রতিপালকের প্রতিদান তো দেখিতেছেন। এখন আপনার অভিমত কি? বাদশাহ বলিলেন, আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আমরা সকলে আপনার অনুগত। ইউসুফ (আ) বলিলেন, 'আপনার সম্মুখে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি মিসরবাসীদের সকলকেই মুক্ত করিয়া দিলাম।' দুর্ভিক্ষ মিসরের সীমানা অতিক্রম করিয়া দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িল এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত সকল অঞ্চল হইতে লোকেরা খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিসরের রাজ-দরবারে ভিড় করিতে লাগিল। সকলের নিয়মিত প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার জন্য ইউসুফ (আ) জনপ্রতি সে যে কেহই হউক না কেন—এক উটের বোঝার অধিক না দেওয়ার বিধান জারী করিলেন (মাজহারী, ৫খ., ১৭৫-১৭৬; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৮১-৮২)।

পবিত্র কুরআন স্বপ্নের তা'বীরের অংশরূপে দুর্ভিক্ষকালীন ব্যবস্থাপনার বর্ণনা থাকায় কারণে উহার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। তবে বাইবেলে উহার বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে নিম্নরূপ ঃ "এবং ইউসুফ (আ) যখন মিসর সম্রাট ফিরআওনের সমীপে দণ্ডায়মান হইল তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল বিশ বৎসর। ইউসুফ (আ) ফিরআওনের দরবার হইতে বাহির হইয়া মিসরের সমগ্র অঞ্চলে ভ্রমণ করিলেন। অধিক উৎপাদনের সাত বৎসর ভূমি ফসলে পরিপূর্ণ হইলে তিনি এই সাত বৎসরের সমগ্র খাদ্যদ্রব্য যাহা মিসর দেশে ছিল সংগ্রহ করিলেন, তিনি খাদ্যসামগ্রী জনপদসমূহে গুদামজাত করিলেন এবং প্রত্যেক জনপদের আশপাশের জমিতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য সেই জনপদে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইউসুফ (আ) খাদ্যশস্য বহুল পরিমাণে যেরূপ নদীর বালুরাশি পরিমাণ, উহার হিসাব নির্ণয় না করিয়া সঞ্চয় করিলেন, কেননা তাহা ছিল হিসাবের আওতার উর্ধে।

মিসর দেশে ভাল উৎপাদনের সাত বৎসর সমাপ্ত হইল এবং দুর্মূল্যের সাত বৎসর যেরূপ ইউসুফ (আ) বলিয়াছিলেন, শুরু হইল। সকল দেশে দুর্মূল্য দেখা দিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত মিসরের সকল অঞ্চলে রুটি (খাদ্য) ছিল। পরে যখন সমগ্র মিসর দেশ ক্ষুধায় ধ্বংস হওয়ার উপক্রম করিল তখন

মানুষের খাদ্যের জন্য ফিরআওনের নিকট আকুল হইল। ফিরআওন সকল মিসরবাসীকে বলিল, তোমরা ইউসুফের নিকট গমন কর এবং সে তোমাদিগকে যেইরূপ করিতে আজ্ঞা করে সেইরূপ কর। সমস্ত পৃথিবীতে আকাল দেখা দিল। ইউসুফ (আ) সঞ্চিত ভাণ্ডারের খাতা খুলিয়া মিসরীয়দের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিলেন। মিসর দেশে দুর্ভিক্ষ চরম হইল এবং সকলেই মিসরে খাদ্য ক্রয়ের উদ্দেশে আগমন করিতে লাগিল। কেননা সকল দেশেই দুর্ভিক্ষ ছিল (আদিপুস্তক, ৪১ ঃ ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৫৭; বরাত, কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১৫, ৩১৬)।

খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের মিসর আগমন

অধিক উৎপাদনের সাত বৎসর পর দুর্ভিক্ষের কাল শুরু হইল। মিসর রাজ্যের সীমানা ছাড়াইয়া ইয়া'কূব (আ)-এর আবাস ভূমি কান'আনে (প্রচলিত 'কেনান', বর্তমান আল-খলিল) দুর্ভিক্ষ বিস্তৃত হইল। মিসর ব্যতীত কোথাও খাদ্যপণ্য মওজুদ ছিল না। দূরদেশের লোকেরাও জানিতে পারিল যে, মিসরে খাদ্যের ভাণ্ডার মওজুদ রহিয়াছে এবং আযীয মিসরের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে উহা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ন্যায্য মূল্যে বিদেশীদের নিকটও বিক্রয় করা হয়। দুর্ভিক্ষ এমন প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করিল যে, আল্লাহ্‌র নবী ইয়া'কূব (আ)-এর খান্দানও উহা হইতে রেহাই পাইল না। কান'আন ছিল তখনকার সিরীয় (সাম) সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এইসব অঞ্চলের লোকেরাও দলে দলে খাদ্যশস্যের জন্য গমন করিতে লাগিল। ইয়া'কূব (আ) পুত্রদের ডাকিয়া বলিলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, মিসরের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ দুর্ভিক্ষপীড়িত বিদেশীদের নিকটও খাদ্য বিক্রয় করিতেছেন। সুতরাং তোমরা সেখানে গিয়া খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া আনিবার চেষ্টা কর। পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ একটি কান'আনী কাফেলার সহিত মিসর অভিমুখে চলিল 'রেশন' আনিবার উদ্দেশে (মাজহারী, ৫খ., ১৭৬; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৮২; ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ৩৯; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১৬)। পবিত্র কুরআনে ইহার বর্ণনায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ.

"ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে উহাদিগকে চিনিল, কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না" (১২ ঃ ৫৮)।

পবিত্র কুরআন এ প্রসংগে প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছে। জনপ্রতি এক উটের বোঝা প্রদানের নিয়মের কথা জানিতে পারিয়া বিনয়ামীন ব্যতীত ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের সকলেই মিসরে রওয়ানা হইল। ইউসুফ (আ)-এর সহোদর বিনয়ামীনকে পিতার সান্ত্বনা ও তাঁহার খেদমতের জন্য রাখিয়া যাওয়া হইল। মোটকথা, দশ ভাই কান'আন হইতে সফর করিয়া মিসরে পদার্পণ করিলেন। সরকারী লোকেরা বিদেশী আগন্তুক হিসাবে তাহাদিগকে রাজ-দরবারে পৌঁছাইয়া দিল। ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। কিন্তু তাহারা ইউসুফ (আ)-কে চিনিতে পারিলেন না। কেননা, ভাইদের চেহারা-সুরত, চাল-চলন, কথাবার্তার ভাবভংগী, বেশভূষা সবই ছিল মেধাবী ইউসুফ (আ)-এর পরিচিত এবং ইহাতে তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা ছাড়া পরিচয়

জিজ্ঞাসার মাধ্যমেও ইউসুফ তাহাদের ইয়াকূব (আ)-এর সন্তান হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহার মনে দুর্ভিক্ষ কবলিত ভাইদের মিসর আগমন সম্পর্কে ধারণা জন্মিয়াছিল। অপরদিকে তাহারা ইউসুফ (আ)-কে তাঁহার বাল্যকালে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, অতঃপর মিসরগামী কাফেলার হাতে বিক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের ধারণা ইউসুফ (আ) বাঁচিয়া থাকিলেও কোথাও ক্রীতদাসরূপে নিপীড়িত ও অসহায় জীবন যাপন করিতেছেন। কোন ক্রীতদাসের মিসরের ন্যায় উন্নত সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বিষয়টি ছিল কল্পনাতীত। তদুপরি দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে ইউসুফ (আ)-এর দৈহিক পরিবর্তন হইয়াছিল বিপুল পরিমাণে। এখন তিনি এক সুঠাম সবল যুবক। শারীরিক গঠনের পরিবর্তন ছাড়াও সিংহাসনে উপবিষ্ট ইউসুফ (আ)-এর দেহে ছিলে শাহী পোশাক মাথায় রাজমুকুট। দরবারের পাইক-পেয়াদা ও সান্ত্রীদের সন্ত্রস্ততা ও হাঁকডাক, মন্ত্রীবর্গের সসম্ভ্রম উপস্থিতি, দরবারের জাঁকজমক ও প্রভাব ভাইদের জন্য ইউসুফ (আ)-কে চিনিতে পারিবার পথে অন্তরায় হইয়াছিল।

সাধারণত কোন স্থানে নবাগতদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাহাদের পরিচয় লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে কোন শাসক বা রাজা-বাদশাহকে কোন আগন্তুক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার হিম্মত করিতে পারে না। একটি বর্ণনামতে ইউসুফ (আ) প্রথম সাক্ষাতেই ভাইদের সহিত ইচ্ছাকৃতরূপে একটি রূঢ়-ভাষায় সম্বোধন করিয়াছিলেন (বিদায়া, ১খ., ২১১)। ইবন কাছীর সুদ্দীর বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দশ ভাই দরবারে নীত হওয়ার পর অতিরিক্ত নিশ্চয়তার জন্য ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে এমন কতিপয় প্রশ্ন করিলেন যাহা সন্দেহভাজন লোকদিগকে করা হয়। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পিতা ও পরিবারের সার্বিক অবস্থা সবিস্তার অবগত হওয়া। তিনি অপরিচিতের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের ভাষা ইবরানী, সুতরাং তোমরা মিসরের অধিবাসী নও; আমার রাজ্যে তোমাদের আগমনের হেতু কি? তোমাদের আগমন আমাকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। ভাইয়েরা বলিল, আমাদের অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। আমরা আপনার মহানুভবতা ও সদগুণের কথা শুনিয়াছি। মহান আযীয! আমরা তাই আপনার নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহের একান্ত উদ্দেশেই আগমন করিয়াছি। ইউসুফ (আ) বলিলেন, তোমরা যে শত্রুর চর ও গোয়েন্দা নও এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা যে সত্য, এই নিশ্চয়তা আমি কিভাবে লাভ করিব? আমি তো সন্দেহ করিতেছি যে, তোমরা আমার রাজ্যের গোপন বিষয় অবগত হওয়ার জন্য গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছ। ভাইয়েরা একবাক্যে বলিল, না'উযু বিল্লাহ! আমাদের দ্বারা এহেন অপকর্ম কখনও হইতে পারে না। কেননা আমরা তো নবী পরিবারের সন্তান। ইউসুফ (আ) বলিলেন, তবে তোমাদের পরিচয় কি? তাহারা বলিল, আমরা কান'আনের অধিবাসী এবং আল্লাহ্র নবী ইয়াকূব (আ) হইলেন আমাদের পিতা। ইউসুফ (আ) তাহাদের মুখ হইতে আরও কিছু বিষয় বাহির করিবার উদ্দেশে পরবর্তী প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের ব্যতীত তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি? তাহারা বলিল, হাঁ! আমরা মোট বার ভাই ছিলাম। আমাদের ছোট এক ভাই বনে হারাইয়া গিয়াছিল, সে ছিল আমাদের পিতার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। তাহার নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর পিতার ভালবাসা ও হারানো পুত্রের শোকে

সান্ত্বনার পাত্র হইয়াছে এবং সে কারণেই পিতা তাহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া দিয়াছেন। এই সকল জিজ্ঞাসাবাদের পর ইউসুফ (আ) আগন্তুকগণকে রাজকীয় মেহমানরূপে আদর-আপ্যায়ন করিবার এবং বিধি অনুসারে তাহাদিগকে খাদ্য-রেশন প্রদানের ফরমান জারী করিলেন (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ., ২৫৫; বিদায়া, ১খ., ২১১, তাফসীরে মাজহারী, ৫খ., ১৭৬; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৮৩, ৮৫, ৮৬; ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ৩৯-৪০; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩১৬-৩১৭)।

রাজকীয় ফরমান অনুসারে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গকে জনপ্রতি এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হইল। এই সময় তাহারা তাহাদের অনুপস্থিত ভাইয়ের অংশ দেওয়ার আবদার করিলে ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে উপস্থিত লোকদের প্রত্যেককে এক উটের বোঝা পরিমাণ প্রদান এবং অনুপস্থিত কাহারও জন্য না দেওয়া সংক্রান্ত খাদ্য বিতরণ বিধানের কথা শুনাইয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে সে ভাইয়ের উপস্থিতির সাপেক্ষে তাহাকেও খাদ্য রেশন দেওয়ার ওয়াদা করিলেন।

সেই সাথে রসদ প্রাপ্তির জন্য পরবর্তীবারে অনুপস্থিত ভাইকে সংগে আনিবার শর্ত আরোপ করিলেন। অন্যথায় তাহাদের কাহাকেও কোনও খাদ্য প্রদান করা হইবে না বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন। একটি বর্ণনামতে তাহাদের আবদার রক্ষা করিয়া অনুপস্থিত ভাইয়ের অংশ প্রদানের পর তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৮; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৮৩, ৮৬)। ভাইকে আনিবার ব্যাপারে ইউসুফ (আ)-এর এইরূপ শক্ত অবস্থান গ্রহণ করিবার কারণ ছিল এই যে, তিনি বুঝিতেছিলেন যে, পরিস্থিতি বাধ্য না করিলে পিতা কিছুতেই তাহাকে আসিবার অনুমতি দিবেন না। ইউসুফ (আ)-এর এই বক্তব্যের জবাবে ভাইয়েরা পিতাকে বুঝাইয়া-শুনাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়া আসিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার অংগীকার করিলেন। কেননা তাহারা জানিতেন যে, এই ব্যাপারে পিতাকে সম্মত করা অত্যন্ত কঠিন হইবে (ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ৪১)। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ভাইয়েদের এই আলোচনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِنْ اَبِيْكُمْ اَلاَ تَرَوْنَ اَنِّىْ اُوْفِ الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۔

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۔ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ۔

"এবং সে যখন উহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন বলিল, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তোমরা দেখিতেছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ। কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকিবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হইবে না। উহারা বলিল, 'উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিতে চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয় উহা করিব" (১২ ঃ ৫৯-৬১)।

কোন কোন বর্ণনামতে তাহাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ইউসুফ (আ) বলিলেন, তোমরা তোমাদের সত্যবাদিতার নিশ্চয়তাস্বরূপ তোমাদের কোন একজনকে আমার নিকট 'দায়বদ্ধ'রূপে রাখিয়া যাইবে। তখন তাহারা এ বিষয়ে ব্যক্তি নির্ধারণের জন্য লটারী করিলে লটারীতে শাম'উনের নাম

উঠিল অথবা ইউসুফ নিজেই শাম'উনকে (মতান্তরে য়াহূদাকে) রাখিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। কেননা ভাইদের মধ্যে শাম'উন (অথবা য়াহূদা)-এর পূর্ব আচরণ ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তুলনামূলক অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৮; মাজহারী, ৫খ., ১৭৭)।

ভাইদের নিকট কান'আনে দুর্ভিক্ষের বিস্তৃতি ও ইয়া'কূব (আ)-এর পরিবার উহাতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয় অবগত হওয়ার পরে এবং বৃদ্ধ ও পুত্র বৎসল পিতার প্রতি উদ্বেলিত আবেগের কারণে ইউসুফ (আ)-এর হৃদয়ে ভাইদের পুনরায় আগমনের চাহিদা সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বভাবজাত ব্যাপার। এই চাহিদা পূরণের জন্য তিনি নিজের বদান্যতা ও অতিথিপরায়ণতার উল্লেখপূর্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ ভাইদের পুনরাগমনের নির্দেশ প্রদান করিয়া লক্ষ্য সাধনের জন্য ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। সেই সংগে একটি গোপন ব্যবস্থা এইরূপ অবলম্বন করিলেন যে, ভাইয়েরা পণ্যমূল্য বাবত যাহা প্রদান করিয়াছিল তাহাও তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেকের খাদ্যের বস্তায় রাখিয়া দেওয়ার জন্য কর্মচারীদের আদেশ প্রদান করিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ·

"ইউসুফ তাহার ভৃত্যগণকে বলিল, উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা উহাদের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও, যাহাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর উহারা তাহা চিনিতে পারে, তাহা হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে" (১২ ঃ ৬২)।

পণ্যমূল্য ফেরত প্রদানে ইউসুফ (আ)-এর অধিকার ও বৈধতার প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হইয়াছে ঃ (১) সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে এই ধরনের বদান্যতা ও অনুদান প্রদান ইউসুফ (আ)-এর অধিকারভুক্ত ছিল; (২) বিদেশী ও বিশিষ্টদের ক্ষেত্রে এইরূপ করিবার অধিকারের বৈধতা ছিল; (৩) পিতা ও ভাইদের নিকট হইতে খাদ্যমূল্য গ্রহণকে নীচতা মনে করিয়া ইউসুফ (আ) তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পদ হইতে পণ্যমূল্য পরিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্য মূল্য প্রত্যর্পণে ইউসুফ (আ)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন হিকমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (১) ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতা ও ভাইদের নিকট হইতে (দুর্ভিক্ষ কালে) খাদ্যদ্রব্যের বিনিময় গ্রহণকে মানবিক আচরণের পরিপন্থী ও লজ্জাজনক মনে করিলেন। (২) ইউসুফ (আ)-এর মনে এইরূপ ধারণা উপস্থিত হইয়াছিল যে, সম্ভবত ইয়া'কূব পরিবারের নিকট পুনরায় খাদ্য ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ- সম্পদ না থাকিবার কারণে তাহারা পুনরায় মিসর আগমন করিবে না অথবা অনেক বিলম্বে আগমন করিবে। সুতরাং বিনিময় মূল্যের সংস্থানের জন্য তাহাদের অর্থসম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (৩) ভাইদের লজ্জিত না করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলেন। কেননা প্রকাশ্যে ফেরত প্রদানে ভাইদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবে বলিয়া সম্মত না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। (৪) ইউসুফ (আ) তাঁহার বদান্যতা ও সহানুভূতির বিষয়টি ইয়া'কূব (আ)-এর মনে উদ্রেক করাইতে চাহিলেন, যাহাতে পিতা তাঁহার কনিষ্ঠতম পুত্রকে তাঁহার সৎ ভাইদের সহিত মিসর আগমনের অনুমতি প্রদানে উদ্বুদ্ধ হন এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ হাতের কাছে

আনিবার কারণে অবিলম্বে তাহাদের ফিরিয়া আসিবার সুযোগ সৃষ্টি হয় (ইবন কাছীর-বিদায়া, ১খ, ২১১; রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, ৮; মাজহারী, ৫খ, ১৭৭; মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী, ৫খ, ৮৭; মাআরিফুল কুরআন, কান্ধলাবী , ৪খ, ৪৭)। মোটকথা, ইউসুফ (আ)-এর এইসব ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতে ভাইদের আগমন ধারা অব্যাহত রাখিবার সূত্র তৈরি করা এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা (মুফতী শফী, মা'আরিফ, ৫খ, ৮৭)।

ইয়াকূব পুত্রগণের কান'আন প্রত্যাবর্তন

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ পরবর্তী আগমন কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ামীনকে সংগে নিয়া আসিবার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টার মাধ্যমে পিতাকে সম্মত করিবার বিষয়ে ইউসুফ (আ)-কে অংগীকার প্রদান করিল এবং উট বোঝাই খাদ্যসম্ভার নিয়া কান'আনের উদ্দেশ্য মিসর হইতে যাত্রা করিল। ইয়া'কূব পুত্রগণ রসদ-সম্ভার সহকারে কান'আনে প্রত্যাবর্তন করিল এবং সমগ্র পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করিল এবং মিসরে অবস্থানকালীন তাহাদের সার্বিক অবস্থা, বাদশাহের তথ্যানুসন্ধান, তাঁহার সমাদর, আপ্যায়ন ও অতিশয় মহানুভবতা এবং সর্বশেষ বাদশাহ কর্তৃক পুনরায় মিসর গমনের আহবান ও তাহাদের সত্যবাদিতার প্রমাণস্বরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ামীনকে সংগে নিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বাদশাহের চূড়ান্ত শর্ত আরোপ এবং এতদ্বিষয়ে তাহাদের অংগীকার ইত্যাদি বৃত্তান্ত পিতাকে অবহিত করিল। কান'আন প্রত্যাবর্তনের পর পিতা ও পুত্রদের কথোপকথনের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে নিম্নরূপ ঃ

فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ· قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ·

"অতঃপর উহারা যখন উহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন উহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের ভ্রাতাকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। সে বলিল, আমি কি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করিব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম উহার ভ্রাতা সম্বন্ধে? আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

তাফসীরবিদগণ এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, পুত্ররা বলিল, আমরা এক মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে গিয়াছিলাম। আমাদের প্রতি তাঁহার সমাদর ও আপ্যায়ন ছিল এমন যে, ইয়া'কূব সম্প্রাদায়ের কোন ব্যক্তিও আমাদিগকে তদ্রূপ আদর-আপ্যায়ন করিত না। মোটকথা, মিসরের বাদশাহ আমাদিগকে মর্যাদার সহিত বিদায় করিয়াছেন এবং আমরা রসদ নিয়া আসিয়াছি। ইয়া'কূব (আ) বলিলেন, তোমরা পুনরায় সেখানে গমন করিলে মিসর-রাজকে আমার সালাম পৌঁছাইবে এবং বলিবে, আমাদের পিতা আপনার মহানুভবতা ও বদান্যতার জন্য আপনাকে দু'আ করিতেছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের সালামের আওয়াযে দুর্বলতা অনুভব করিতেছি কেন? শাম'উনের

আওয়ায পাইতেছি না কেন (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ১১)? শাম'উন কোথায়? তাহারা বলিল, বাদশাহ তাহাকে আমাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যামানতস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন এবং পরবর্তীবারে বিনয়ামীনকে সাথে নিয়া যাওয়ার তাগিদ ও শর্ত আরোপ করিয়াছেন। অন্যথায় রসদ পাওয়া যাইবে না, বরং সমূহ বিপদের ব্যাপারে বাদশাহ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে এইবার বিনয়ামীনকে রসদ দেওয়া হয় নাই। পিতা বলিলেন, তোমরা বাদশাহকে বিনয়ামীনের কথা অবহিত করিলে কেন? তাহারা বলিল, সরকারের লোকেরা আমাদিগকে সন্দেহভাজন গুপ্তচররূপে গ্রেফতার করিয়া বাদশাহ্র দরবারে উপস্থিত করিয়াছিল এবং আমাদের ইবরানী ভাষাও বাদশাহকে সন্দিহান করিয়াছিল। সুতরাং আমরা আত্মরক্ষা ও অভিযোগ মুক্তির জন্য আমাদের পারিবারিক পরিচিতি ও নবুওয়াত বংশধারার কথা এবং আমরা এক পিতার বার সন্তান হওয়ার কথাসহ আমাদের এক ভাই ইউসুফের হারাইয়া যাওয়ার কারণে পিতা কর্তৃক তাহার কনিষ্ঠ সহোদরকে নিজের নিকট রাখিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বাদশাহকে অবহিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন বিনয়মীনকে সংগে নিয়া যাওয়া ব্যতীত পুনরায় রসদ পাওয়ার কোন উপায় নাই। আপনার মনের কোন শংকা তাহাকে পাঠাইবার ব্যাপারে অন্তরায় হইলে আমাদের সাধ্যের ত্রুটি করিব না এবং পথেঘাটে তাহার কোন কষ্ট-ক্লেশ হইবে না (মাজহারী, ৫খ, ১৭৭, ১৭৮; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৮৯, ৯০)। সুতরাং আপনি পুনর্গমনে তাহাকে সংগে নিয়া যাওয়ার অনুমতি দিন। বাইবেলের বর্ণনাও অনুরূপ (আদিপুস্তক, ৪২ ঃ ২৯-৩৪; বরাত তাফসীর মাজেদী, ৪৯৮, টীকা ১২০)।

পুত্রদের বক্তব্য শুনিয়া ইয়াকূব (আ) তাঁহার ধৈর্য ও অবিচলতায় স্থির থাকিয়া পুত্রদের শুধু এতটুকু বলিলেন, তোমরা তো ইতোপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমাদের "আমরা অবশ্যই তাহার হিফাজত করিব" উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করিলেন। অতএব তোমাদের উপর ভরসা করা যায় না। যেহেতু বিনয়ামীনকে সংগে না নিলে রসদ পাওয়া যাইবে না, তাই তিনি তাহাকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, আমি তাহার নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্র উপরই ভরসা করিতেছি (মুফতী শফী, মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ৯০, ৯১; ইবন কাছীর, তাফসীর, ২খ., ২৫৫)। এদিকে খাদ্যের বস্তা খুলিবার পর্ব চলিতেছিল। বস্তা খুলিবার পর তাহারা অবাক বিস্ময়ে দেখিল যে, খাদ্যশস্যের সঙ্গে উহার প্রদত্ত মূল্য ফেরত দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَاَبَانَا مَا نَبْغِى هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ.

"যখন উহারা উহাদের মালপত্র খুলিল তখন উহারা দেখিতে পাইল উহাদের পণ্যমূল্য উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। উহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহা আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক এক উষ্ট্র- বোঝাই পণ্য আনিব; যাহা আনিয়াছি তাহা পরিমাণে অল্প।"

ইহা দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল যে, এই প্রত্যর্পণ ভুলে হয় নাই, বরং ইহা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হইয়াছে। ইহাতে পুনরায় অবিলম্বে খাদ্য আনিবার জন্য মিসর গমন সহজসাধ্য হইবে ভাবিয়া তাহারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইয়া বিনয়ামীনকে সংগে নিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদানের জন্য পিতাকে পুন অনুরোধ করিল। এই পুঁজি প্রত্যর্পণ বাদশাহের মহানুভবতা ও বদান্যতার প্রমাণ বলিয়া পিতার দৃষ্টি অকর্ষণ করিল এবং নগদ পুঁজি হাতে আসিবার কারণে নূতন সংগ্রহে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। তাই তাহারা অবিলম্বে বিনয়ামীনকে সংগে লইয়া পুনরায় বিধিমতে এক উটের বোঝা অধিক আনিতে পারে (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ৯১, ৯২; মাজহারী, ৫খ, ১৭৮; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩১৮; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪৯৯)। বাইবেলের বর্ণনায় পুঁজি দেখিয়া ইউসুফ-ভ্রাতৃবর্গ ও ইয়াকূব (আ) এই ভাবিয়া শংকিত হইয়া পড়েন যে, ইহা আবার না কোন নূতন বিপদের কারণ হয় (আদিপুস্তক, ৪২ ঃ ৩৫)। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কোন আশংকার কারণ ছিল না। কুরআনুল কারীমেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। বস্তুত ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ নিজ হাতেই পণ্যমূল্য প্রদান করিয়াছিল এবং লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পরই তাহারা মিসর হইতে প্রস্থানের অনুমতি পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রত্যেকের বস্তায় স্বতন্ত্ররূপে পুঁজি প্রত্যর্পণ যে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, এই প্রত্যর্পণ মিসর অবস্থানকালে কাফেলার সদস্যদের প্রতি মিসরের শাসনকর্তার বদ্যান্যতার পরিচায়ক; বরং ভাইদেরকে প্রত্যক্ষ অনুগ্রহের গ্লানি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইউসুফ (আ) গোপনে পুঁজি প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১৮, ৩১৯)। ইহা ছাড়া পবিত্র কুরআনের رُدَّتْ (ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে) প্রত্যর্পণ করা শব্দটিও প্রত্যর্পণের বিষয়টি হওয়ার প্রমাণ বহন করে (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৯০)। দুর্ভিক্ষের বাস্তব পরিস্থিতিতে পণ্যমূল্যের নগদ উপস্থিতি এবং পুত্রদের বারংবার অনুরোধে ইয়া'কূব (আ) নমনীয় হইলেন এবং বিনয়ামীনকে মিসরে নিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন। তবে বাহ্য সতর্কতাস্বরূপ তিনি পুত্রদের নিকট হইতে বিনয়ামীনকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিবার দৃঢ় অঙ্গীকার নিলেন এবং বলিলেন ঃ

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِىْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ.

"পিতা বলিল, আমি উহাকে কখনই তোমাদের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড়। অতঃপর যখন উহারা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল তখন সে বলিল, আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি, আল্লাহ্ তাহার বিধায়ক" (১২ ঃ ৬৬)।

বাইবেলে শপথ অনুষ্ঠানটির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ তাহাদের পিতা ইয়া'কূব তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তো আমাকে সন্তানহারা করিয়া ফেলিলে; ইউসুফ নেই, শাম'উন নেই; আর এখন তোমরা বিনয়ামীনকেও নিয়া যাইবে। এইসব আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ বিষয়। তখন রুবেন পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি তাহাকে আপনার নিকট ফিরাইয়া না আনিলে আমার সন্তান দুইটিকে মারিয়া ফেলিবেন। উহাকে আমার হাতে সোপর্দ করুন, আমি তাহাকে পুনরায় আপনার নিকট নিয়া আসিব (আদিপুস্তক, ৪২ ঃ ৩৬-৩৭)।

পুত্রদের যথাযথ শপথ ও অংগীকারের পর সমগ্র বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত করিয়া ইয়া'কূব (আ) একদিকে আল্লাহকে সাক্ষী রাখিলেন, যাহাতে পুত্রগণ এই অংগীকার রক্ষার প্রতি যত্নবান থাকে, অন্যদিকে পুত্রদের বুঝাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তওফীক ছাড়া কাহারও নিরাপত্তা বিধান সম্ভব হয় না (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৯২; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪৯৯; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩১৯)। এ প্রসংগে বাইবেলের আর একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ তখন যিহুদা স্বীয় পিতা ইসরাঈলকে কহিল, এই যুবাকে আমার সহিত প্রেরণ করুন। তবে আমরা উদ্যত হই ও প্রস্থান করি; তবেই আমরা এবং আপনি এবং আমাদের সন্তানরা বাঁচিবে, মরিবে না। আর আমি তাহার যামিন হইতেছি, আপনি আমার নিকটেই তাহাকে তলব করিবেন। আমি তাহাকে আপনার সমীপে আনয়ন না করিলে এবং তাহাকে আপনার সম্মুখে উপবিষ্ট না করিলে এই পাপ চিরকাল আমার ঘাড়ে থাকিবে। (আদিপুস্তক, ৪৩ ঃ ৮৯)।

কা'ব আহবার (রা) বলিয়াছেন, ইয়া'কূব (আ) শুধু সন্তানের শপথের উপর ভরসা না করিয়া বিষয়টি আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার ইজ্জত ও মাহাত্ম্যের কসম! এখন যেহেতু আমার উপর ভরসা করিয়াছ, সুতরাং আমি তাহার হিফাজত করিব এবং তাহাদের দুইজনকেই (ইউসুফ ও বিনয়ামীন) তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব (মাজহারী, ৫খ, ১৭৯; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৯৩, ৯৪)।

মিসর অভিমুখে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের দ্বিতীয় সফর

পিতার সম্মতি নিয়া যখন ইয়া'কূব পুত্রগণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ামীনসহ দ্বিতীয়বার রসদ সংগ্রহের উদ্দেশে মিসর অভিমুখে প্রস্থানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল তখন বিদায়কালে স্নেহময় পিতা একটি বিশেষ নিয়মে মিসরে প্রবেশ করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ. وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"সে বলিল, হে আমার পুত্রগণ! 'তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারি না। বিধান আল্লাহ্রই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং যাহারা নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করুক।' যখন তাহারা, তাহাদের পিতা তাহাদিগকে যেভাবে আদেশ করিয়াছিল, সেইভাবেই প্রবেশ করিল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না। ইয়া'কূব কেবল তাহার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল। কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে" (১২ ঃ ৬৭-৮৯)।

তখনকার দিনে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য নগরসমূহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিত এবং নগরে প্রবেশ ও যাতায়াতের জন্য প্রাচীর গাত্রে বিভিন্ন ফটক ও তোরণ থাকিত। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে তখন মিসরে প্রবেশের জন্য প্রধান তোরণ ছিল চারটি (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ১৯; মাজহারী, ৫খ, ১৮০)। এক তোরণ দিয়া সদলবলে প্রবেশ করিবার পবিবর্তে বিভিন্ন নগর তোরণ দিয়া প্রবেশ করিবার উপদেশ দানের কারণ ছিল পিতার মনের একটি আকুতি। তাহা ছিল সুঠামদেহী সুদর্শন পুত্রদিগকে বদ লোকদের কুদৃষ্টি' হইতে রক্ষা করা কিংবা তাহাদিগকে মিসরবাসীদের বিদ্বেষ ও হিংসার কোপানল হইতে রক্ষা করা (তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪৯৯)। ইহা ছাড়া প্রথমবারের সফরে মিসরের (বিদেশী') শাসক কর্তৃক এই বিদেশী কাফেলাকে বিশেষ সমাদর ও আপ্যায়নের পর দ্বিতীয়বার মিসর প্রবেশকালে এই দর্শনীয় কাফেলাটির জোটবদ্ধ প্রবেশ দ্বারা মিসরবাসীদের হিংসার মনোবৃত্তিকে চাংগা করিয়া দেওয়ার আশংকাও বিদ্যমান ছিল। ইহা ছাড়া কাফেলার সহিত বিনয়ামীনের অবস্থান পিতার জন্য অধিক দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। বিভিন্ন দরজা দিয়া পৃথক পৃথক প্রবেশ ছিল এইসব বিপদাপদ হইতে রক্ষামূলক ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া এইবার প্রবেশ করিবার ক্ষেত্রে বাদশাহের দরবারে উপনীত হওয়ার পূর্বেই হিংসুটে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা গুপ্তচর অভিযোগে ধৃত হইয়া লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও গ্লানি ভোগের আশংকাও বিদ্যমান ছিল। মোটকথা, হিংসুকের কোপানল ও দুষ্ট লোকের বদনজর হইতে রক্ষা করিবার জন্য পিতার স্নেহ-বাৎসল্য তাঁহাকে এই উপদেশ দানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, ১৮; মাজহারী. ৫খ, ১৮০ তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪৯৯; মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, ৯৫-৯৯; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩২০)।

পিতার আদেশ অনুসারে এগার ভাইয়ের এই কাফেলা নগরের বিভিন্ন তোরণ দিয়া মিসরে প্রবেশ করিল এবং রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া ইউসুফ (আ)-এর নিকট নিবেদন করিল, মহাত্মন! এই আমাদের সেই ভাইটি, যাহাকে সাথে আনার জন্য আপনি আদেশ দিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ) বলিলেন, তোমরা যথার্থ ও উত্তম কাজ করিয়াছ; তোমরা আমার পক্ষ হইতে উহার সুফল লাভ করিবে। এই সময় তাহারা বাদশাহকে তাহাদের পিতার সালাম ও দু'আসম্বলিত পয়গাম পৌঁছাইল। কোন কোন বর্ণনামতে এই পয়গাম লিখিত পত্ররূপে ছিল এবং ইউসুফ (আ) উহা পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ২৩)। অতঃপর মিসর শাসকের আদেশে এই কাফেলাকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইল। আপ্যায়ন কালে একসংগে দুইজনের বসিবার ব্যবস্থা করা হইলে দশ ভাই জোড়ায় জোড়ায় উপবেশন করিল এবং বিনয়ামীন একাকী রহিয়া গেল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আজ আমার ভাই বাঁচিয়া থাকিলে আমরা দুইজন একসংগে বসিতাম। এই সময় ইউসুফ (আ) বলিলেন, তোমাদের এই ভাইটি তো একা পড়িয়া গেল। ভাইয়েরা বলিল, তাহারও একটি সহোদর ভাই ছিল, যে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। তখন ইউসুফ (আ) বিনয়ামীনকে নিজের সহিত বসাইয়া একত্রে আহার করিলেন। রাত্রি যাপনের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইল এবং দুই দুইজনের জন্য একটি করিয়া কক্ষ বরাদ্দ করা হইলে বিনয়ামীন একাকী রহিয়া গেল। ইউসুফ (আ) বলিলেন, ঠিক আছে, সে আমার সহিত রাত্রি যাপন করিবে।

সুতরাং বিনয়ামীন ইউসুফ (আ)-এর সহিত রাত্রিযাপন করিল। ইউসুফ (আ) তাঁহার স্নেহের সহোদর ভাইকে আলিংগন করিলেন এবং তাহার ঘ্রাণ নিতে লাগিলেন। পরদিন সকালে ইউসুফ (আ) মেহমানদের অবস্থান ও আপ্যায়নের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন এবং বিনয়ামীনের ব্যাপারে ভাইদিগকে বলিলেন, তোমাদের এই লোকটি দেখছি সংগীহীন; সুতরাং সে আমার সহিতই অবস্থান করিবে। অবস্থা দেখিয়া রূবেন মন্তব্য করিল, এমন তাজ্জব ঘটনা তো কখনও দেখি নাই। পরবর্তী সময়ে ইউসুফ (আ) বিনয়ামীনের সহিত একান্তে আলাপ করিলেন এবং আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া ছোট ভাইকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন ইউসুফ তাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল, নিশ্চয় আমিই তোমার সহোদর। সুতরাং উহারা যাহা করিত তাহার জন্য দুঃখ করিও না" (১২ ঃ ৬৯)।

ইউসুফ (আ) বিনয়ামীনের নিকট তাহার সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। বিনয়ামীন বলিল, আমার দশ পুত্র। আমি আমার হারানো ভাইয়ের নামের সহিত মিল রাখিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নাম রাখিয়াছি। ইউসুফ (আ) বলিলেন, তোমার হারানো ভাইয়ের স্থানে আমাকে ভাইরূপে বরণ করিতে তুমি পছন্দ করিবে? বিনয়ামীন বলিল, হৃদয়বান বাদশাহ! আপনার ন্যায় ভাই পাওয়া যে কোন মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আপনি তো আর ইয়া'কূবের ঔরসে ও রাহীলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই! তখন ইউসুফ (আ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দাঁড়াইয়া ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমিই তোমার সেই ভাই... আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পরম অনুগ্রহ যে, অপ্রত্যাশিতরূপে তিনি আমাদের সম্মিলন ঘটাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য তাঁহার শোকর আদায় করা এবং ভাইদের কৃত সকল দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের কথা ভুলিয়া যাওয়া। তবে তুমি তাহাদিগকে বিষয়টি এখনই অবহিত করিও না (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ২৩; মাজহারী, ৫খ, ১৮০, ১৮১; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৯৬, ৯৯; কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ, ৫১)।

ভাইদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের বিষয়টি তো সর্বজনবিদিত। আর বিনয়ামীনের জন্য প্রিয়তম ও স্নেহপ্রবণ ভাইয়ের নিরুদ্দেশ হওয়া কম দুঃখের বিষয় নয়। তদুপরি বিনয়ামীনকে সব সময় ভাইদের ব্যাপারে শংকিত থাকিতে হইত এবং পিতার অতিরিক্ত ভালবাসার জন্য গালমন্দ শুনিতে হইত। মিসর যাওয়ার পথেও ভাইয়েরা তাহাকে 'পিতার আদরের ধন', 'নয়নের পুত্তলি' এবং 'মিসর সম্রাটের কাংখিত ব্যক্তি', 'রাজকীয় বিশেষ মেহমান' ইত্যকার কটাক্ষপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে উত্যক্ত করিত (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১০৮; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩২১)। বিনয়ামীনের এ সব উক্তির কোন জবাব দিত না।

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের পুনরায় কানআন প্রত্যাবর্তন

কিছু দিন রাজকীয় আতিথ্যে মিসর অবস্থানের পর ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ রসদ নিয়া কান্'আনে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। ইউসুফ (আ)-এর আদেশে খাদ্য বিভাগীয় কর্মচারিগণ ভাইদের প্রত্যেককে তাহার উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিল (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩২১; রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ২৪)। ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ তাহাদের প্রথমবারের ফেরতপ্রাপ্ত পণ্য মূল্য দ্বিতীয়বারের পণ্যের বিনিময়রূপে প্রদান করিয়াছিল। তবে বাইবেলের বর্ণনামতে তাহারা প্রথমবারের পণ্যমূল্যসহ নূতন বিনিময় মূল্য নিয়া গিয়াছিল এবং সাথে বাদশাহের পণ্যের হাদিয়াস্বরূপ পেস্তা, বাদাম, দেবদারু ও মধু ইত্যাদি নিয়া গিয়াছিল।

বর্ণনামতে অন্য ভাইদের অসাক্ষাতে বিনয়ামীন তাহার সহোদর ইউসুফকে অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিয়াছিল, 'আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না'। ইহাতে ইউসুফ (আ) পিতার দুঃখ বৃদ্ধির কথা বলিয়া আপত্তি করিলেও বিনয়ামীন তাহার সিদ্ধান্তে অনড় রহিল এবং ভাইকে ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ইউসুফ (আ) বলিলেন, কোন কঠিন অপবাদে অভিযুক্ত করা ব্যতীত তোমাকে আটকাইয়া রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ইহাতে বিনয়মীন সম্মতি প্রদান করিলে ইউসুফ (আ) বলিলেন, তাহা হইলে আমি আমার পানপাত্র তোমার মালপত্রের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিব এবং তোমরা রওয়ানা করিয়া যাওয়ার পর তল্লাশির মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে চুরির অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া তোমাকে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিব (রূহুল মাআনী; ১৩ পারা, পৃ. ২১; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ৯৯; কান্ধলাবী, মাআরিফুল কুরআন, ৪খ, ৫১; মাজহারী, ৫খ, ৪৯)। ভিন্নমত অনুসারে ইউসুফ (আ) নিজেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইকে নিজের নিকট রাখিবার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগ সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষে ঐরূপ করিবার কোন উপায় ছিল না। কেননা মিসরের রাষ্ট্রীয় বিধানে কোন অমিসরীয়কে সংগত কারণ ব্যতীত আটক রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। অপরদিকে এই মুহূর্তে জনসমক্ষে কিংবা ভাইদের নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ করাও ইউসুফ (আ)-এর মনঃপূত ছিল না। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় বান্দার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, কাফেলা রওয়ানা করিবার প্রাক্কালে ইউসুফ (আ) তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহার নিজের পানপাত্রটি সকলের অজ্ঞাতসারে বিনয়ামীনের পণ্যের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইহা দ্বারা বিনয়ামীনকে আটকাইয়া রাখিবার বৈধ ও সুচারু পন্থা সম্পন্ন হইয়াছিল (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩২১, ৩২২)। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে দুই ভাই পরামর্শ করিয়া উদ্দেশ্যে সাধনে একটি কৌশল অবলম্বনে সম্মত হইয়াছিল (ইবনে কাছীর, ২খ, ২৫৬)। পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ . قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ . قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ . قَالُوْا تَاللّٰهِ

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ. قَالُوْا فَمَا جَزَاؤُهٗ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ. قَالُوْا جَزَاؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ. فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَاكَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ.

"অতঃপর সে যখন উহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল, তখন সে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রাখিয়া দিল। অতঃপর এক আহ্বায়ক চীৎকার করিয়া বলিল, হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর.। উহারা তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমরা কী হারাইয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা রাজার পানপাত্র হারাইয়াছি। যে উহা আনিয়া দিবে সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাইবে এবং আমি উহার জামিন। উহারা বলিল, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করিতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি। তাহারা বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তাহার শাস্তি কী? উহারা বলিল, ইহার শাস্তি যাহার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে সে-ই তাহার বিনিময়। এইভাবে আমরা সীমালংঘনকারীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি। অতঃপর সে তাঁহার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে উহাদের মালপত্র তল্লাশি করিতে লাগিল, পরে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হইতে পাত্রটি বাহির করিল। এইভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম। রাজার আইনে তাহার সহোদরকে সে আটক করিতে পারিত না, আল্লাহ ইচ্ছা না করিলে। আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী" (১২ ঃ ৭০-৭৬)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলিয়াছেন, তিনি বিনয়ামীনের আবদারের প্রেক্ষিতে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ায়, সবকিছু নির্বিকার চিত্তে অবলোকন করিতেছিলেন। সুদ্দীর মতে, বিনয়ামীনের অজ্ঞাতসারে তাহার বস্তায় পাত্রটি রাখা হইয়াছিল (মাজহারী, ৫খ, ১৮১)। কাহারও মতে ভাইয়ের আবদার রক্ষায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইউসুফ (আ) যখন কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তখন অবচেতন মনের তাগিদে স্মৃতি চিহ্নরূপে পাত্রটি ভাইয়ের বস্তায় রাখিয়াছিলেন এবং পরিকল্পিত ব্যবস্থা না হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে ইহাই বিনয়ামীনকে আটক রাখিবার উপায়রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। মূলত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ আসমানী ব্যবস্থাপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় বান্দা ইয়া'কূব (আ)-এর পরীক্ষার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া তাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়ার পুরস্কার প্রদানের জন্য বিনয়ামীনের মনে পিতার মনঃকষ্ট আগ্রহ্য করিয়া সহোদরের নিকট থাকিবার প্রবল বাসনা সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে ভাইয়ের বস্তায় পানপাত্র রাখিবার ইচ্ছা বা বুদ্ধি জাগ্রত করিয়া দিলেন কিংবা প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে পাত্র রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়া এইসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। মোটকথা, ইউসুফ (আ) নিজের ইচ্ছায় অথবা আল্লাহ্র তা'আলার প্রত্যাদেশে আদিষ্ট হইয়া ভাইয়ের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে নিজ হাতে (কুরতুবী, ৯খ, ২২৯-এর বরাতে মা'আরিফুল কুরআন, কান্ধলাবী, ৪খ, ৫১)

অথবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারী বা বিশ্বস্ত খাদেমের দ্বারা পানপাত্রটি বিনয়ামীনের পণ্য-সম্ভারের বস্তায় ঢুকাইয়া দিলেন এবং তাহার পণ্য মূল্যও সেই সাথে ফেরৎ দিলেন (মাজহারী, ৫খ, ১৮১; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১০১)।

বাইবেলের বর্ণনায় সে (ইউসুফ) তাঁহার ভবনের তত্ত্বাবধায়ককে এই মর্মে আদেশ প্রদান করিল যে, ঐ লোকগুলির বস্তাগুলি, খাদ্য দ্বারা যেই পরিমাণ তাহাদের লইয়া যাওয়ার সামর্থ্য আছে পূর্ণ করিয়া দাও; আর প্রত্যেকের বিনিময় মূল্যও তাহার বস্তায় ভিতরে রাখিয়া দিবে। আর আমার রূপার পাত্রটি কনিষ্ঠের বস্তার উপর দিবে এবং তাহার খাদ্যের মূল্য সহকারে রাখিয়া দিবে। সুতরাং সে ইউসুফ (আ)-এর আদেশ মুতাবিক কার্য করিল (আদিপুস্তক, ৪৪ঃ ১-২)।

কান'আনী কাফেলা রাজভবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিল এবং মিসর হইতে প্রস্থানের উদ্দেশে নগর প্রাচীরের বাহিরে চলিয়া গেল। ইতোমধ্যে রাজদরবারের লোক ছুটিয়া আসিয়া 'তোমরা চোর' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাফেলার গতি থামাইয়া দিল। পাত্রটি এত গুরুত্বের সহিত সন্ধান করিবার কারণ এই ছিল যে, উহা ছিল বাদশাহের বিশেষ পানপাত্র। কুরআন শরীফে পাত্রটিকে السقاية (পানপাত্র) এবং صُوَاعَ الْمَلِك (বাদশাহ্র পানপাত্র) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। খাদ্য বিভাগের কর্মচারিগণ অথবা রাজবাটির খাদেমগণ তাহাদের কাজের জন্য কিংবা কর্মশেষে গুছাইয়া রাখিবার জন্য পাত্রটির সন্ধান করিলে সম্ভাব্য স্থানসমূহের কোথাও পাত্রটি পাওয়া গেল না। তাহারা দেখিল যে, রাজভবনে কান'আন কাফেলা অবস্থান করিয়াছিল এবং অন্য কাহারও পক্ষে এই সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের সুযোগ ছিল না। সুতরাং পাত্রটি নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে রাজভবনের অতিথি মহলে বিশেষ মর্যাদায় অবস্থানকারী কাফেলাটির প্রতিই তাহাদের সন্দেহ ঘনীভূত হইল এবং তাহারা নিজেদের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতায় গাফিলতির অভিযোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজেদের গরজেই ছুটিয়া গিয়া কাফেলার গতিরোধ করিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে রাজকীয় পানপাত্র চুরির অভিযোগ উত্থাপন করিল।

কান'আন কাফেলা এই অচিন্তনীয় অভিযোগ শুনিয়া হতচকিত হইয়া গেল এবং নিজেদের নির্দোষ হওয়ার মনোবল থাকিবার কারণে সন্ধানকারী কর্মকর্তাদের নিকট আগাইয়া আসিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল, আমাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তো যথার্থ হইতে পারে না, তবে হয়তো তোমাদের কোন জিনিস হারাইয়া থাকিবে। আচ্ছা, তোমরা কোন বস্তুটি পাইতেছ না বলিয়া এত হাঁকডাক করিতেছ? সরকারী কর্মকর্তা রাজকীয় পেয়ালা হারাইবার কথা বলিয়া উহার সহজ প্রাপ্তি ও বিষয়টির সহজ সুরাহার জন্য একটি অতিরিক্ত সুযোগের ঘোষণা প্রদান করিয়া বলিল, 'তোমরা চোর হও বা নাই হও, আমার পেয়ালাটি পাওয়া দরকার। সুতরাং যে কেহ পেয়ালাটির সন্ধান দিতে পারিবে, এমনকি চোর নিজেও যদি পেয়ালাটি ফিরাইয়া দেয় তবে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি যে, তাহাকে চুরির শাস্তি হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। উপরন্তু— এই দুর্ভিক্ষ কালে সর্বাধিক মূল্যবান ও আকর্ষণীয়রূপে বিবেচিত পুরস্কারস্বরূপ এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য তাহাকে দেওয়া হইবে। ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ বিষয়টি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অভাবনীয় হওয়ার কারণে তখনও বিস্ময়ের ঘোর

কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তবুও নিজেদের ক্ষোভ সংবরণ করিয়া তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমরা অরাজকতা বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন কাজ করিবার জন্য এই বিদেশ- বিভুঁইয়ে পদার্পণ করি নাই। আমাদের দাবির প্রমাণ এই যে, প্রথমত আমরা এক মহান নবী পরিবারের সদস্য এবং পার্থিব বিচারেও সমাজের অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চুরি করা আমাদের কাজ নয়। দুর্ভিক্ষের যাতাকালে নিষ্পেষিত হইয়া খাদ্য সংগ্রহের জন্য আমরা বিদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। দ্বিতীয়ত আমরা তো এই দেশে ইতোপূর্বেও আসিয়াছি এবং মিসরবাসী আমাদের আচরণ, বিশেষত আমাদের আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছে। যেমন প্রথমবারের পণ্যমূল্য ফিরাইয়া দেওয়া এবং আমাদের বাহনগুলি মানুষের ক্ষেত-খামারে মুখ লাগাইয়া ফসলের ক্ষতি না করে সে উদ্দেশে তাহাদের মুখ বাঁধিয়া রাখা ইত্যাদি (মাজহারী, ৫খ ১৮২ ও অন্যান্য)।

ঘোষক ও তাহার সহযোগীরা যখন দেখিল যে, চুরির অভিযোগের হুমকি অথবা আকর্ষণীয় পুরস্কারের ঘোষণা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না তখন তাহারা বলিল, তোমরা যখন নিজেদের নির্দোষ দাবি করিতেছ তখন তো আমরা তোমাদের আসবাবপত্র তল্লাশী করিতে বাধ্য হইব। তখন তো আমাদের মাল বাহির হইয়া পড়িতে পারে। সে ক্ষেত্রে তোমরাই বল, তোমরা যদি নির্দোষ হওয়ার দাবিতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তোমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে অপরাধীর শাস্তি কি হইবে? ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ মূল ঘটনা অজ্ঞাত থাকিবার কারণে নির্ভাবনায় বলিল, ইসরাঈলী শরী'আতে চুরির শাস্তি হইতেছে এই যে, চোর চুরিকৃত মালের মালিকের গোলামী করিবে। সুতরাং যে দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহাকে এইরূপ শাস্তিই দেওয়া হইবে, ইহাই আমাদের বক্তব্য। রাজভবনের কর্মচারীরা বলিল, তাহা হইলে অগত্যা তোমাদের আসবাবপত্র তল্লাশী করিতেই হয়। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীমী ও ইসরাঈলী শরী'আতে চুরির শাস্তি বিধান এইরূপেই করা হইত যে, চোরাই মালের মালিক চোরকে এক বৎসরের জন্য গোলাম করিয়া রাখিতে পারিত (ইবন কাছীর, বিদায়া, মাজহারী, মুফতী শফী ও কান্ধলাবী মা'আরিফুল কুরআন)।

বাইবেলে বলা হইয়াছে, 'উষার আলো উদিত হইলে তাহারা সকলে নিজ নিজ গাধা নিয়া প্রস্থান করিল এবং নগরী হইতে অল্প দূরে যাওয়ার পর ইউসুফ তাহার ভবনের তত্ত্বধায়ককে বলিল, 'যাও, উহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবন কর। তাহাদিগকে দেখিতে পাইলে বলিবে, তোমরা সদাচরণের বিনিময়ে এইরূপ দুর্ব্যবহার করিলে কেন (আদিপুস্তক, ৪৪ ঃ ৪৫; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৫০১, টীকা ১৩৪)?

মোটকথা, কাংখিত শাস্তির স্বীকারোক্তি তাহাদের মুখ হইতে আদায় করিবার পর কর্মচারীরা তাহদের আসবাবপত্রের তল্লাশী শুরু করিল (মাজহারী, ৫খ, ১৮২; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩২২)।

ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হওয়ার অভিযোগ এড়াইবার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধিবলে একের পর একজনের আসবাবের তল্লাশী করা হইল এবং বিনয়ামীনের আসবাবের তল্লাশীর পূর্বে অন্যান্য ভাইদের আসবাবের তল্লাশী করা হইল। সর্বশেষে বিনয়ামীনের পাত্রও খোলা হইল। আশ্চর্য! রাজকীয় পানপাত্রটি তাহার বস্তার মধ্যে পাওয়া গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় লজ্জায় —গ্লানিতে

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের মাথা হেট হইয়া গেল। প্রথমে তাহাদের মুখে কোন কথা সরিল না। এই তল্লাশীর পূর্ণাংগ সময় বিনয়ামীন ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকার, বরং ভাইয়ের নিকট থাকিবার সুযোগের আশা পূরণের সম্ভাবনায় আন্তরিকভাবে আনন্দিত। ভাইদের সম্পূর্ণ ক্ষোভ পড়িল বিনয়ামীনের উপর। তাহারা বলিল, এই তোমার কাণ্ড! আমাদের অপমান করিলে ও আমাদের মুখে চুণকালি দিলে? তোমরা রাহীলের গর্ভজাতরা আমাদিগকে একের পর এক বিপদে ফেলিয়াছ। বিনয়ামীন বলিল, বরং তোমরা রাহীলের গর্ভজাতদের বিপদগ্রস্ত করিয়াছ । তোমরাই না আমার ভাইকে নিয়া গিয়া কোন প্রান্তরে তাঁহাকে ধ্বংসের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ! আর শুনিয়া রাখ, পাত্রটি সেই রাখিয়া থাকিবে যে তোমাদের পণ্যমূল্য তোমাদের পাত্রে রাখিয়াছিল। চুরির সাথে আদৌ আমার কোন সম্পর্ক নাই।

অবশেষে বিনয়ামীনকে (গ্রেফতার করিয়া) ইউসুফ (আ)-এর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ্‌র কুদরতে দুই ভাই একত্র হইয়া আনন্দিত হইলেন। ইহা কুরআন মাজীদে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে— "এইরূপে আমিই ইউসুফের জন্য চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিলাম"। ইহাতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, আগাগোড়া সম্পূর্ণ বিষয়টি ছিল ইউসুফ (আ)-এর আদেশে এবং ওহীর মাধ্যমে।

ভাইদের সততার দাবি যখন মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া তাহাদের মানমর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হইল এবং লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল তখন তাহারা আত্মরক্ষার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিল এবং রাগে ও ক্ষোভে বিনয়ামীনের গ্রেফতার হওয়ার পরিণতির কথা সাময়িক বিস্মৃত হইয়া গেল। পুরাতন বিদ্বেষ তাহাদের অন্তরে মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। তাহারা এই বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দিল যে, 'হাঁ, সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে বিস্ময়ের কিছু নাই। কারণ ইতোপূর্বে তাহার ভাই (ইউসুফ)-ও চুরি করিয়াছিল' । মূলত ইহা ছিল ইউসুফ (আ)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ এবং তাহা ভাইয়েরা আনুপূর্বিক অবগত ছিল।

ইউসুফ (আ)-এর নামে এই অপবাদের বিষয়টি কি ছিল সে সম্পর্কে মুফাসসির ও ইতিহাসবিদগণ একাধিক বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইউসুফ (আ) শিশু বয়সের ও কোমলপ্রাণ থাকিবার কারণে ঘরের লোকদের অজ্ঞাতসারে ঘর হইতে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি তুলিয়া নিয়া গরীব-দুঃখীদের দান করিতেন। স্বভাবত ঘরের মালিক ইয়া'কূব (আ) ইহাতে সন্তুষ্টই ছিলেন। সুতরাং ইহাকে চুরি বলা যায় না। কিন্তু ভাইয়েরা বিদ্বেষের কারণ উহাকে চুরি বলিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইউসুফ (আ)-এর নানা মূর্তিপূজা করিত। সুতরাং তাঁহার আম্মা তাঁহাকে নানার মূর্তিগুলি গোপনে আনিয়া ভাংগিয়া ফেলিতে বলিলেন, যাহাতে সে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে (তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৫০২, টীকা, ১৪৩; বরাত সা'ঈদ ইবন জুবায়র সূত্রে তাফসীরে কাবীর)। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, শিশু বয়সে ইউসুফ (আ) তাঁহার ফুফীর নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। ফুফী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক সময় ইয়া'কূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে নিজের নিকটে নিয়া আসিতে চাহিলে ফুফী প্রথমে আপত্তি করিয়া পরে পিতৃত্বের দাবির কাছে হার মানিলেন। তবে কৌশলস্বরূপ একটি হার (অথবা কোমরবন্ধ) যাহা হযরত ইসহাক (আ) হইতে জ্যেষ্ঠাধিকারক্রমে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল-গোপনে ইউসুফ (আ)-এর দেহে লুকাইয়া রাখিয়া

হারটি হারাইয়া যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। পরে সন্ধান করিয়া হারটি ইউসুফ (আ)-এর নিকট পাওয়া গেলে ইহাতে ইবরাহীমী শরী'আতের বিধান অনুসারে ফুফু ইউসুফ (আ)-কে নিজের নিকট রাখিবার অধিকার লাভ করিলেন। সুতরাং ইউসুফ (আ)-কে ফুফুর জীবনকাল পর্যন্ত (মতান্তরে অতিরিক্ত এক বৎসর) তাঁহার নিকট রহিলেন (তাফসীরে মাজহারী, ৫খ, ১৮৪; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১০৮, ১১০)।

মোটকথা, এই ছিল ইউসুফ (আ)-এর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগের ভিত্তি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রকৃত বিচারে ইহার কোনটিকেই চুরি বলা যায় না। ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভাইয়েরাও বাস্তব ব্যাপার অবহিত ছিল। কিন্তু তাহাদের বিদ্বেষ তাহাদিগকে এই অভিযোগ উত্থাপনে বাধ্য করিয়াছিল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ.

"উহারা বলিল, সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং উহাদের নিকট প্রকাশ করিল না। সে মনে মনে বলিল, তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত" (১২ ঃ ৭৭)।

অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া স্বভাবত ইউসুফ (আ)-এর মনে ক্রোধের উদ্রেক হইলেও তিনি নিজেকে সংবরণ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সুদীর্ঘ কাল পরেও এই লোকগুলি তাঁহার পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ বিনয়ামীনকে গ্রেফতার হইতে দেখিয়া কঠোর বাস্তবতা উপলব্ধি করিল এবং বিনয়ামীন ব্যতীত পিতার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে শংকিত হইয়া পড়িল। তাহারা বিনয় ও খোশামোদ তোষামোদের পথ অবলম্বন করিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ.

"উহারা বলিল, হে আযীয! ইহার পিতা তো অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং ইহার স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। সে বলল, যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি, তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহ্র শরণ লইতেছি। এরূপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব" (১২ ঃ ৭৮-৭৯)।

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ পিতার অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়া এবং নিরুদ্দেশ পুত্র ইউসুফের দুঃখ ভুলিবার জন্য তাহাদের কনিষ্ঠ সহোদর বিনয়ামীন পিতার সান্ত্বনার ধন হওয়ার কথা এবং তাহার অনুপস্থিতিতে

দুর্বল বৃদ্ধ পিতার জন্য চরম অসহনীয় হওয়ার কথা বলিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, আপনি তো সদাশয় ব্যক্তি, মানুষের দুঃখ-বেদনা আপনাকে মর্মাহত করে। সুতরাং দয়া করিয়া আপনি আমাদের প্রতি আরও এতটুকু করুণা করুন যে, বিনয়ামীনের পরিবর্তে আমাদের মধ্যে হইতে যাহাকে আপনার ইচ্ছা হয় তাহাকে গোলাম বানাইয়া রাখুন। ইহাতে আমাদের ও আমাদের দুর্বল বৃদ্ধ পিতার প্রতি অত্যন্ত করুণা করা হইবে। এইবার ইউসুফ (আ) আইনের ধারায় জবাব দিয়া বলিলেন, তোমাদের বক্তব্য হয়তো যথার্থ, কিন্তু আমার পক্ষে তো এইরূপ করিবার কোন উপায় নাই। কেননা তোমরাই বলিয়াছ, যাহার নিকট মাল পাওয়া যাইবে, সেই গোলামী করিবে। এখন ইহার বিপরীত করিলে উহা অত্যন্ত জুলুম হইবে। তোমাদের পিতার প্রতি আমার একান্ত মর্মবেদনা সত্ত্বেও আমি কি অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়া ও নিরপরাধকে আটক রাখিয়া অবিচার করিতে পারি?

ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যখন বিনয়ামীনকে পিতার নিকট ফিরাইয়া নিতে ব্যর্থ হইল তখন তাহারা নিরাশ হইয়া রাজ-দরবার হইতে বাহিরে আসিয়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয় স্থির করিবার জন্য একান্ত বৈঠকে বসিল। বৈঠকে প্রথমে তাহারা পিতাকে প্রদত্ত শপথ ও অংগীকারের কথা আলোচনা করিল এবং এই পরিস্থিতিতে তাহারা বিনয়ামীনের ব্যাপারে পিতাকে কি জবাব দিবে তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করিল। আলোচনার এক পর্যায়ে তাহাদের মধ্যকার প্রবীণ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত দিল যে, তোমরা পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়া তোমাদের চোখের সম্মুখে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনা আনুপূর্বিক তাঁহাকে অবহিত করিবে এবং আমাদের সহযাত্রী কান'আনী কাফেলা ও প্রত্যক্ষদর্শী মিসরবাসীদের সাক্ষী মানিবে। আর আমি তোমাদের সংগে না গিয়া এখানেই থাকিয়া যাইব, যাহাতে পিতা আমাদের সকলকে দোষারোপ না করেন এবং আমি বিনয়ামীনকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় নিরত রহিয়াছি মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের পর ভাইদের একজন ব্যতীত অন্য সকলে স্বদেশের উদ্দেশে মিসর ত্যাগ করিল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِىْ يُوْسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ. اِرْجِعُوْا اِلٰى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰاَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ. وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

"যখন উহারা তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল, তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। উহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বল, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র

তো চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি তাহারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর অজানা ব্যাপারে আমরা সংরক্ষণকারী নই। যে জনপদে আমরা ছিলাম উহার অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি" (১২ ঃ ৮০-৮২)।

এই প্রবীণজন কে ছিল সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়াছেন। বাইবেলে নির্দিষ্টরূপে 'য়াহূদা' নামটি উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ য়াহূদা বয়সে ভাইদের মধ্যে চতুর্থ ছিল, জ্যেষ্ঠ ছিল না। তবে সে বিদ্যা ও গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। পবিত্র কুরআন 'বড়' (كبيرهم) শব্দ দ্বারা বিভিন্ন বিচারে বড় হওয়ার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই কারণে মুফাসসিরগণের গরিষ্ঠ অংশ বড় দ্বারা বিদ্যা ও গুণে বড় য়াহূদা হওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং তাহাদের মতে এই য়াহূদাই ইউসুফকে হত্যা করিবার ব্যাপারে ভাইদের সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কোন কোন মুফাসসির বড় দ্বারা শাম'উন বুঝাইয়াছেন, কারণ সে বয়সে বড় না হইলেও ভাইদের মধ্যে সর্বাধিক মান-মর্যাদার অধিকারী ও নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন ছিল। আবার কেহ কেহ বড় বলিতে বয়োজ্যেষ্ঠ রূবেলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাকেই ইউসুফের হত্যা পরিকল্পনার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণকারী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ যেহেতু একবার পিতার সহিত প্রতারণা করিয়া অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিল, তাই তাহারা ভাবিল যে, তাহাদের বক্তব্য তিনি বিশ্বাস করিবেন না এবং ইহাতে তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন না। কাজেই নিজেদের সত্যবাদিতা ও বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য বড় ভাই তাহাদের এই উপদেশ প্রদান করিল যে, তাহারা যেন পিতাকে বলে, "আপনি বিশ্বাস না করিলে মিসরে আপনার বিশ্বাসভাজন কোন লোক পাঠাইয়া আমাদের বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করিতে অথবা আমাদের কাফেলার অন্যান্য লোকজনের নিকট হইতেও আপনি প্রকৃত ঘটনা অবহিত হইতে পারেন। ইহাতে আমরা সত্যবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইব" (মাজহারী, ৫খ, ১৮৭; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১০৬, ১১৩)।

অতঃপর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ 'বড়' ভাইকে মিসরে রাখিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিল এবং বড় ভাই যেভাবে বলিয়া দিয়াছিল সেইভাবে সমগ্র ঘটনা পিতাকে অবহিত করিল। পিতা যেহেতু ইতোপূর্বে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার পুত্রদের সত্যবাদিতার নমুনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই তিনি বিনয়ামীনের অনুপস্থিতিকেও তাহাদের কারসাজি বলিয়া মনে করিলেন। বিনয়ামীনের অনুপস্থিতি নূতন করিয়া ইয়া'কূব (আ)-এর হৃদয়ে ইউসুফের স্মৃতি পুনরায় জাগরুক করিয়া দিল। তিনি এইবারও ধৈর্য ধারণের পথ অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন ঃ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ . وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَكَظِيْمٌ . قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا

تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ. قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"ইয়া'কূব বলিল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং পূর্ন ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ্ উহাদিগকে একসংগে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, আফসোস ইউসুফের জন্য! শোকে তাহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। উহারা বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করিতে থাকিবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করিবেন। সে বলিল, আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহ্র নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না" (১২ঃ ৮৩-৮৬)।

অর্থাৎ ইয়া'কূব (আ) পুত্র বিনয়ামীনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ মানিয়া নিলেন না। তিনি পুত্রদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করিয়া বলিলেন, আচ্ছা! সে যদি চুরি করিয়াই থাকে তবে চুরির অপরাধে চোরকে গোলাম বানাইয়া রাখা যায় এই কথা বাদশাহ জানিলেন কি করিয়া (মাজহারী, ৫খ, ১৮৮)। ঠিক আছে, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আমি সবর করিয়াই যাইব। তবে এই উপর্য্যুপরি বিপদের পর আমার আশা হইতেছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আমার কঠিন পরীক্ষার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং অতিসত্বর আল্লাহ তাহাদের সকলকে ইউসুফ, বিনয়ামীন ও য়াহূদা (অথবা রূবেল অথবা শাম'উনকে) আমার নিকট ফিরাইয়া দিবেন এবং আমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। অতঃপর বিনয়ামীনের অনুপস্থিতির দুঃখ ও ইউসুফের পুরাতন দুঃখ তাজা হইয়া উঠিলে ইয়া'কূব (আ) উপস্থিত পুত্রদের হইতে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু নিস্প্রভ হইয়া যাইতে লাগিল এবং প্রচণ্ড দুঃখ চাপিয়া রাখিবার কারণে তিনি দৃষ্টিহীন অথবা মতান্তরে ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া গিয়াছিলেন। মুকাতিলের মতে তাঁহার এই অবস্থা ছয় বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (মাজহারী, ৫খ ১৮৮; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১৭৭)।

ইয়া'কূব (আ)-এর পুত্রশোকের সহিত বর্ধিত দুঃখরূপে দেখা দিল তাঁহার উপস্থিত পুত্রদের অবহেলা। তাহারা বৃদ্ধ পিতার দুঃখে দুঃখিত ও ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিবর্তে সকল পুত্রকে বাদ দিয়া একমাত্র ইউসুফের প্রতি অতিরিক্ত মমতার অভিযোগে পিতাকে অভিযুক্ত করিল। (কুরআনের ভাষায়) ঃ

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ.

"উহারা বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্মরণ করিতে থাকিবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন অথবা মৃত্যু বরণ করিবেন" (১২ ঃ ৮৫)।

পুত্রদের এই বক্তব্যের জবাবে পিতা বলিলেন, তোমাদের আপত্তি কেন? আমি তো আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতেছি না কিংবা তোমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছি না কিংবা

অন্য মানুষের নিকটও বলিতেছি না। আমি তো আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র দরবারেই নিবেদন করিতেছি। ইহাতেও তোমরা বাধা দিবে কেন? সুতরাং তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় থাকিতে দাও। সেই সাথে তিনি এ কথাও বলিলেন, আমার ইউসুফকে স্মরণে রাখা বৃথা যাইবে না। কেননা আমি (নবী হিসাবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এমন কিছু বিষয় জানি যাহা তোমরা জান না। সে বিষয় হইল আল্লাহ্‌র সীমাহীন দয়া ও করুণার প্রতি ভরসা অথবা ইউসুফ (আ)-এর দেখা স্বপ্নের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা, যাহা এখনও সংঘটিত হয় নাই, অথচ উহা একদিন অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে। অথবা ইহার অর্থ এমনও হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তো তাহাদের সহিত আমার পুনর্মিলনের ওয়াদা দিয়াছেন। সুতারাং তোমাদের আংশকা অমূলক হওয়াই স্বাভাবিক (মাজহারী , ৫খ, ১৯৩; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১৯৯; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩২৫)।

একটি বর্ণনামতেই ইয়া'কূব (আ)-এর জনৈক প্রতিবেশী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, 'কি ব্যাপার ইয়া'কূব! আপনি জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং নিঃশেষ হইয়া যাইতেছেন, অথচ এখন আপনার বয়স আপনার পিতার বয়স পর্যন্ত পৌঁছায় নাই'! ইয়াকূব (আ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে ইউসুফের ব্যাপারে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন উহা আমাকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে এবং নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে। ই'য়াকূব (আ) (إِنَّمَا أَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ إِلَى اللهِ) (আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিতেছি) বলিলে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার নিকট ওহী পাঠাইলেন, আমার ইজ্জাতের কসম! ইউসুফ ও বিনয়ামীন মৃত হইলেও আমি উহাদিগকে তোমার জন্য পুনরায় জীবিত করিয়া দিব।

ওয়াহ্‌ব ও সুদ্দী প্রমুখ বলিয়াছেন, ইউসুফ (আ)-এর জেলে অবস্থানকালে জিবরীল (আ) তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে সিদ্দীক! আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি? ইউসুফ (আ) বলিলেন, 'আমি এক পবিত্র অবয়ব দেখিতে পাইতেছি ও পবিত্র সুঘ্রাণ'। জিবরীল (আ) বলিলেন, আমি রাব্বুল আলামীনের দূত, আমি রুহুল আমীন জিবরীল। ইউসুফ (আ) বলিলেন, আপনি হইলেন সকল পবিত্রদের সেরা পবিত্র, সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (ফেরেশতা)-দের সর্দার ও রাব্বুল আলামীনের বিশ্বাসভাজন। এই পাপীদের নিবাসে আপনার আগমনের হেতু কি? জিবরীল (আ) বলিলেন, হে ইউসুফ! আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ নবীগণের পবিত্রতা দ্বারা নিবাসসমূহ পবিত্র করেন এবং তাঁহারা যে ভূমিতে অবস্থান করেন উহা পবিত্রতম ভূমি হইয়া যায়। হে পবিত্রগণের সেরা পবিত্র ও মনোনীত পুণ্যবানদের সন্তান! আল্লাহ আপনার বরকতে জেলখানা ও উহার সংলগ্ন অঞ্চলকে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। ইউসুফ (আ) বলিলেন, কিন্তু আমার নাম সিদ্দীক তালিকাভুক্ত হইবে কীরূপে এবং কি করিয়া আমাকে পবিত্রদের মধ্যে গণ্য করিলেন, অথচ আমাকে তো অপরাধীদের নিবাসে প্রবেশ করানো হইয়াছে? জিবরীল বলিলেন, 'ইহা এই কারণে যে, আপনার হৃদয় পাপাচারে আক্রান্ত হয় নাই এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি অবাধ্যতার কাজে আপনি আপনার গৃহকর্ত্রীর আনুগত্য করেন নাই। এই কারণে আল্লাহ আপনাকে 'সিদ্দীক' (সত্যনিষ্ঠ) খেতাবে ভূষিত করিয়াছেন, আপনাকে মনোনীতদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন এবং আপনাকে আপনার পূর্বপুরুষ পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত

করিয়াছেন। তখন ইউসুফ (আ) বলিলেন, হে রূহুল আমীন! ইয়া'কূব (আ) সম্পর্কে আপনার কোন কিছু জানা আছে কি? জিবরীল (আ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সবরে জামীল' তথা পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে দুঃখ সহনের পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন; এখন তিনি উহাতে ক্লিষ্ট হইতেছেন। ইউসুফ (আ) বলিলেন, তাঁহার দুঃখের পরিমাণ কত? জিবরীল (আ) বলিলেন, সত্তরজন পুত্রহারার শোকের সমপরিমাণ। ইউসুফ (আ) বলিলেন, হে জিবরীল! ইহাতে তিনি কি পরিমাণ ছওয়াব পাইবেন? জিবরীল (আ) বলিলেন, এক শত শহীদের ছওয়াব। এবার ইউসুফ (আ) বলিলেন, আপনার কি মনে হয়, তাঁহার সহিত কি আমার পুনঃসাক্ষাত ঘটিবে? জিবরীল বলিলেন, হাঁ। তখন ইউসুফ (আ)-এর অন্তর শান্ত হইল এবং তিনি বলিলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে আমার আর কোন দুঃখ থাকিবে না (মাজহারী, ৫খ, ১৯৪)।

একটি বর্ণনায় আছে, মালাকুল মওত ইয়া'কূব (আ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে পবিত্র সুঘ্রাণ ও সুন্দর আকৃতির অধিকারী ফেরেশতা! আপনি কি আমার পুত্রের রূহ কবজ করিয়াছেন? মালাকুল মওত (আ) বলিলেন, না। ইহাতে ইয়া'কূব (আ)-এর মন শান্ত ও সুস্থির হইল এবং তিনি পুত্রের সাক্ষাত লাভে আশাবাদী হইলেন। (মাজহারী, ৫খ., ১৯৫)।

৮৬নং আয়াত হইতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইয়া'কূব (আ) ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-এর বাঁচিয়া থাকিবার বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল এই যে, তিনি ইউসুফের অবস্থান স্থল অবগত ছিলেন না। যাঁহার হৃদয়ে আল্লাহ্র রহমত ও তাজাল্লী জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে, প্রকৃত ঈমান ও য়াকীনের স্বাদ যিনি আস্বাদন করেন, বিপদের ঘনঘটা ও দুঃখ-যাতনার পাহাড় তাঁহার হৃদয়কে নিরাশাগ্রস্ত করিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্র অপরিসীম রহমতের ভরসায় বলীয়ান হইয়া তিনি বলিতে পারেন, وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ (ফী যিলালিল কুরআন, উরদূ, ৫খ., ৬১, ৬৩-৬৪)।

মিসর অভিমুখে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের তৃতীয় সফর

ইউসুফের সুদীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতির সহিত বিনয়ামীন ও তাঁহার কারণে বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতি যুক্ত হইয়া ই'য়াকূব (আ)-এর পরিবারে গভীরতর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে বিরাজমান দুর্ভিক্ষকালে শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইয়া'কূব পরিবারের নিকট মিসর হইতে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা ছিল না। এইরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ও নবী ইয়া'কূব (আ) একটি আশার আলো দেখিতে পান। ঘটনা প্রবাহ তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, পরীক্ষা ও দুঃখের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং সুখ-শান্তির দিন সমাগত প্রায়। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁহার প্রিয় বান্দাকে ইংগিত দেন যে, বিনয়ামীনের ঘটনায় ইউসুফের সহিত পুনর্মিলনের রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩২৮)। ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়া'কূব (আ) চব্বিশ বৎসর (মতান্তরে চল্লিশ বৎসর) পর্যন্ত জানিতেন না যে, ইউসুফ জীবিত আছেন না মৃত। প্রচণ্ড খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মিসরে যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। ইহা ছাড়া বিনয়ামীনকে মুক্ত করা এবং বড় ভাইকে ফিরাইয়া আনার জন্যও মিসর

যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। মোটকথা, পারিবারিক প্রয়োজন পূরণ এবং আশাহত পুত্রদের অন্তরে আশার সঞ্চারের উদ্দেশে ইয়া'কূব (আ) যৎকিঞ্চিত পুঁজি নিয়াই পুনরায় মিসর গমনের উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন (কুরআনের ভাষায়) ঃ

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ.

"হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্র আশিস হইতে তোমরা নিরাশ হইও না। কারণ আল্লাহ্র আশিস হইতে কেহই নিরাশ হয় না, কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত" (১২ ঃ ৮৭)।

পিতার উৎসাহদানে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ তৃতীয়বার মিসর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন (তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৫০৪, টীকা ১৫৯; ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ৬৪, ৬৫)। সেখানে বিনয়ামীনের উপস্থিতি নিশ্চিত ছিল বিধায় তাহারা চিন্তা করিল যে, যাহার হদিস জানা আছে তাহাকে পাওয়ার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয় হইবে। তাহারা ভাবিল যে, কোমলপ্রাণ বাদশাহের নিকট হইতে বিনয়ামীনকে ফেরত পাওয়া সহজ হইতে পারে। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ তৃতীয়বারের মত মিসরে পদার্পণ করিল। তাহারা খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য আযীয মিসরের দরবারে উপস্থিতির সুযোগকে বিনয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে আবেদন-নিবেদনের উপায়রূপে কাজে লাগাইল। তাহারা আযীযের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পারিবারিক বিপন্ন অবস্থা তুলিয়া ধরিল এবং তাঁহার সহানুভূতি কামনা করিল। কুরআনের বর্ণনায় ঃ

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ.

"যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন বলিল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি লইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদিগকে দান করুন; আল্লাহ দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন" (১২ ঃ ৮৮)।

তাহারা আরও বলিল ঃ আমাদের দুরবস্থা এই পর্যায়ে পৌছিয়াছে যে, খাদ্যশস্য ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থও এখন আমাদের নিকটে নাই। অপারগ হইয়া আমরা কিছু তুচ্ছ পুঁজি নিয়া আসিয়াছি যাহার বিনিময়ে আইনত খাদ্য প্রাপ্তির দাবি করা যায় না। সুতরাং এখন আর আমরা 'ক্রয়-বিক্রয়ের' কথা বলিতে পারি না। আমরা ইতোপূর্বেও আপনার বদান্যতা, দয়ার্দ্রতা ও কোমল প্রাণের পরিচয় লাভ করিয়াছি। আপনার দয়ার্দ্রতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা আশা ও নিবেদন করিতেছি, আপনি মেহেরবানী করিয়া আমাদের এই তুচ্ছ পুঁজি গ্রহণ করুন এবং সঠিক ও যথার্থ মূল্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয় আমাদিগকে সেই পরিমাণ খাদ্য দেওয়ার আদেশ

প্রদান করুন। ইহা আমাদের দাবি নহে, আবেদন। আমাদিগকে অনটনগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মনে করিয়া আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন! আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহশীল ও দান খয়রাতকারীদের উত্তম প্রতিদান দান করিবেন' (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ১২২, ১২৩; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩২৮)।

ইউসুফ ভ্রাতৃগণের এই তুচ্ছ পুঁজি কি ছিল সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন বস্তুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনের مزجاة শব্দের অর্থ "প্রত্যাখ্যানযোগ্য" অর্থাৎ যাহা স্বাভাবিকভাবে ও প্রচলিত ব্যবস্থায় বিনিময় মূল্যরূপে গ্রহণযোগ্য নহে। মুফাসসিরদের বিভিন্ন মতে উহা ছিল অচল মুদ্রা, অধিক খাদযুক্ত মুদ্রা, প্রয়োজনের তুলনায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য পরিমাণের মুদ্রা, তৈজসপত্র, পশম ও ঘি, পশম ও পনির, দেবদারু ফল, বন্য পেস্তা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য কিংবা বাজারে চাহিদা নাই এমন কোন পণ্য (মাজহারী, ৫খ., ১৯৫; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ১২৩; ইবন কাছীর, ২খ., ২৬১; বিদায়া, ১খ., ২১৫)।

ইউসুফ (আ) তাঁহার ভাইদের অহংবোধ সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। কিন্তু আজ তাহাদের ভাষায় এভাবে এবং স্বরে ও সুরে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। নবীর অন্তর তো অন্যের দুঃখে কাতর হইয়াই থাকে, আর ইহারা তো ভাই। ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টির সম্মুখে সমগ্র ইতিহাস ভাসিয়া উঠিল। সেই সাথে সম্মুখে উপস্থিত তাঁহার হত্যা প্রচেষ্টাকারী ভাইয়েরা করুণাপ্রার্থী। পিতার মুখচ্ছবি এবং তাহাতে সন্তান হারানোর দুঃখ-ক্লিষ্টতার ছাপ ও দুর্ভিক্ষের ছোবল এবং উহার বিপরীতে তাঁহার নিজের রাজকীয় ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন। এই পরিস্থিতি তাঁহাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। ভাইদিগকে আরও কিছু শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা স্তিমিত হইয়া গেল। পিতা ও ভাইদের করুণ অবস্থা তাঁহার কোমল অন্তরকে সমবেদনার দোলায় তরংগায়িত করিয়া তুলিল। এখন আপন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশে আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না। ইউসুফ (আ) আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বেদনাপ্লুত হৃদয়ের আবেগ তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের অশ্রুধারারূপে প্রকাশ পাইল। তখন তিনি আত্মপরিচয় প্রকাশের ভূমিকাস্বরূপ বলিলেন (কুরআনের ভাষায়) ঃ

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ.

"সে বলিল, তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ" (১২ ঃ ৮৯)।

ইউসুফ (আ)-এর এই আকস্মিক প্রশ্নে ভ্রাতৃবর্গ হতভম্ব হইয়া পড়িল। তাহারা ভাবিল, আমরা তো মিসরের রাজ-দরবারে আযীয মিসরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। তবে তাঁহার মুখে ইউসুফের ব্যাপারে এ কি কথা শুনিতেছি! আবার তাঁহার ভাইয়ের কথা! তবে কি ইনিই ইউসুফ? তাহা কি করিয়া হয়? পিছনের সব ঘটনা তাহাদের হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, হইতেও পারে। কেননা ইউসুফের স্বপ্ন তো এখনও বাস্তবায়িত হয় নাই। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাহারা বলিল ঃ

قَالُوٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِىْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"উহারা বলিল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলিল, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না" (১২ ঃ ৯০)।

সায়্যিদ কুতব শহীদ লিখেন, "এখন তাহারা তাঁহার স্বরধ্বনি ও মুখমণ্ডলের কিছু কিছু আলামত দেখিয়া তাঁহাকে ইউসুফ বলিয়া ধারণা করিল" (ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ৬৬)।

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের অপরাধ স্বীকার এবং ইউসুফ (আ)-এর ক্ষমা ঘোষণা

সেই মুহূর্তে অনুতাপ ও লজ্জায় ইউসুফ (আ)-এর অপরাধী বড় ভাইদের মাথা হেঁট হইয়া গেল। বিগত দিনের অসহায় মজলুম আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, অপরাধীদের দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। বিগত দিনের প্রতাপশালী জালিম আজ আসামীর কাঠগড়ায়। কাল যাহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল কানআনের অন্ধকূপে, আজ তিনি আযীয মিসর। বিগত জীবনের সকল অপকর্মের ছবি একের পর এক তাহাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। অপরাধ বোধে ও লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছুক ভাইয়েরা অবনত মস্তকে স্বীকারোক্তি করিল ঃ

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ.

"উহারা বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম" (১২ ঃ ৯১)।

অর্থাৎ অহং ও আত্মমর্যাদাবোধে অনমনীয় ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার বড় ভাইয়েরা তাহাদেরই ছোট ভাইয়ের কাছে আজ অনুনয় বিনয় করিয়া নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিতেছে। এই দৃশ্য ইউসুফ (আ)-এর হৃদয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি অবিলম্বে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমা আদর্শের নির্মল ঘোষণা দিয়া বলিলেন (আল কুরআনের ভাষায়) ঃ

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

"সে বলিল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু" (১২ ঃ ৯২)।

ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে সর্বাগ্রে পিতার সাক্ষাত লাভের চিন্তা উদিত হইল। বাগাবী বলেন, পরিচয় পর্ব সমাপ্তির পর ইউসুফ (আ) ভাইদের নিকট পিতার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, তোমার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তখন ইউসুফ (আ) নিজের জামা খুলিয়া ভাইদের হাতে দিলেন এবং পরিবারের সকলকেসহ পিতাকে মিসরে নিয়া আসিতে বলিলেন (কুরআনের ভাষায়) ঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

"তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখিও; তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট লইয়া আসিও" (১২ ঃ ৯৩)।

ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে পিতার নিকট সুসংবাদ পৌঁছাইবার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য তাঁহার জামা প্রদান করিয়া উহা পিতার চোখে-মুখে স্পর্শ করাইতে বলিলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ইউসুফ (আ) ভাইদের পরিবারবর্গকে নিয়া আসিবার কথা বলিলেন, শুধু 'পিতাকে নিয়া আস' বলিলেন না। কেননা তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে, ইউসুফের সংবাদ পাওয়ামাত্র পিতা তাঁহার সাক্ষাত লাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিবেন এবং ইউসুফের অপারগতার কথা বিবেচনা করিয়া তিনি নিজেই আসিতে উদ্যত হইবেন। সুতরাং পিতাকে নিয়া আসিবার কথা বলাকে তিনি আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী মনে করিলেন। অপরদিকে পরিবারের অন্য সদস্যদের আগমন স্বভাবত 'আযীয মিসরের' অনুমতি ও সম্মতির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাহাদের সম্মিলিত আগমন পিতাসহ সকলের জন্য প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ ছিল। সুতরাং ইউসুফ (আ) তাহাদের আগমনের বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া দিলেন।

ইউসুফ (আ)-এর জামার স্পর্শে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাওয়ার ব্যাপারটি বাহ্যতই বস্তু-জাগতিক প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে হওয়ার কারণে একটি মু'জিযা ও অলৌকিক বিষয় ছিল। এই প্রসংগে হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, ইউসুফ (আ)-কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতেই অবহিত করা হইয়াছিল যে, তাঁহার জামা পিতার মুখমণ্ডলে লাগানো হইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিবেন। আল্লাহ্র কী অসীম কুদরত যে, ইউসুফ (আ)-এর একটি জামা তাঁহার পিতার নিকট মিথ্যা রক্তে রঞ্জিত করিয়া যে ভাইয়েরা নিয়া আসিয়াছিল এবং পিতার অন্তরকে দুঃসহ বেদনায় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল, তাহারাই আজ আবার পিতার নিকট ইউসুফের সুসংবাদ ও সুঘ্রাণবাহী জামা নিয়া যাইতেছে পিতার সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য (ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ., ৬৭, ৬৮; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩৩০)।

জামা লইয়া ইউসুফ (আ) ভ্রাতৃবর্গের কান'আনে প্রত্যাবর্তন

ইউসুফ-ভ্রাতৃবর্গের এই কাফেলা মিসর হইতে কান'আন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। এইবার তাঁহার পিতার জন্য সুসংবাদ নিয়া যাইতেছিল। ইমাম নববীর বর্ণনামতে ইয়া'কূব (আ) ও সমগ্র পরিবারবর্গকে সসম্মানে ও রাজকীয় মর্যাদায় নিয়া আসিবার লক্ষ্যে ইউসুফ (আ) এই কাফেলার সহিত দুই শতটি বাহন ও উহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ উপকরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন (মাজহারী, ৫খ., ২০১)। ইউসুফ (আ)-এর আদেশ মুতাবিক তাহারা জামা লইয়া কান'আনের উদ্দেশে মিসর ত্যাগ করিল। একদিকে কাফেলা মিসরের শহরতলী অতিক্রম করিতেছিল, আর অপরদিকে কান'আনে ইয়া'কূব (আ) উপস্থিত পৌত্র-পৌত্রী ও পরিবারের অন্য লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন (কুরআনের বর্ণনায়) ঃ

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنَ. قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ.

"অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হইয়া পড়িল তখন উহাদিগের পিতা বলিল, তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি। তাহারা বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রহিয়াছেন" (১২ ঃ ৯৪-৯৫)।

অপ্রকৃতস্থ হওয়ার ধারণা ছিল অবান্তর; বরং আল্লাহ তা'আলার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকিবার কারণে ইউসুফের বাঁচিয়া থাকা ও তাঁহার সহিত পুনর্মিলন এবং সুদূর হইতে তাঁহার অস্তিত্বের ঘ্রাণ অনুভব করা তাঁহার জন্য কোন অবাস্তব ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র কুদরতী বিষয়সমূহ অনুধাবন অসম্ভব বা কঠিন হওয়ার কারণে তাহারা অনেক বাস্তবকেও উপহাসে উড়াইয়া দেয়। ইয়া'কূব (আ) কর্তৃক ইউসুফ (আ)-এর সুঘ্রাণ পাওয়ার ঘটনাটিও ছিল অনুরূপ। মুজাহিদ বলিয়াছেন, ইয়া'কূব (আ) তিন দিনের দূরত্ব হইতে ইউসুফের ঘ্রাণ পাইয়াছিলেন, ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে আট দিনের দূরত্ব হইতে। হাসান (র) বলিয়াছেন, মিসর হইতে কান'আনের দূরত্ব আশি ফরসাখ বা প্রায় দুই শত পঞ্চাশ মাইল। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পবিত্র কুরআনে 'ইউসুফের সুঘ্রাণ' বলা হইয়াছে, ইউসুফের 'জামার' সুঘ্রাণ বলা হয় নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সুঘ্রাণ মূলত ইউসুফের ছিল, তাঁহার জামার নহে (মাজহারী, ৪খ., ১৯৯; মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ, ১৩১)। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বিরূপ মন্তব্য শুনিয়া ইয়া'কূব (আ) নিরবতা অবলম্বন করিলেন। কাফেলা পৌঁছিবার সাথে সাথে সুসংবাদবাহক ইউসুফ (আ)-এর নির্দেশমত ইয়া'কূব (আ)-এর মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন। পুত্ররা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ইয়া'কূব (আ) দু'আ করিবার ওয়াদা করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন (কুরআনের ভাষায়) ঃ

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

قَالُوْا يٰاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ. قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

[অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। সে বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহ্র নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না" (১২ ঃ৯৬)।

ইবন মাস'উদ (রা) বলিয়াছেন, সুসংবাদ বাহক কাফেলার পূর্বেই ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। এই সুসংবাদ বাহক কে ছিলেন? ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে তিনি ছিলেন 'বড় ভাই' ইয়াহূদা। সুদ্দী বলেন, ইয়াহূদা তাহার অন্য ভাইদিগকে বলিলেন, আমিই ইউসুফের রক্তমাখা জামা পিতার নিকট নিয়া গিয়াছিলাম এবং ইউসুফকে নেকড়ে বাঘে খাওয়ার কথা বলিয়াছিলাম। সুতরাং আজও আমিই

জামাটি নিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিব যে, ইউসুফ বাঁচিয়া আছে। সেদিন যেমন আমি তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছিলাম, আজ আমিই তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়া প্রতিবিধান করিব। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, ইয়াহূদা জামাটি নিয়া উর্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। পথিমধ্যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে সাতটি রুটি সংগে নিয়াছিল, কিন্তু সেগুলি শেষ করিবার পূর্বেই সে পিতার নিকট পৌছিয়া গেল। এই আড়াই শত মাইল পথ সে পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিল। (মাজহারী, ৫খ., ২০০; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ১২৮, ১২৯, ১৩১)।

সুসংবাদ বাহক কাফেলা সিরিয়া আসিয়া ইয়া'কূব (আ)-কে তাহাদের মিশনের পূর্ণ সফলতা সম্পর্কে অবহিত করিল। তাহারা ইউসুফ (আ)-এর সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করিল এবং বিশেষত পরিবারের সকলকে মিসরে নিয়া যাওয়ার ব্যাপারে ইউসুফ (আ)-এর অনুরোধের বিষয়ে অবহিত করিল। ইয়া'কুব (আ) এইবার পুত্র পৌত্রদের বিগত সকল মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, "আমি তো বলিয়াছিলাম যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না"। আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্র রহমত সম্বন্ধে নিরাশ হইও না; ইউসুফকে সন্ধান কর। বলিয়াছিলাম, ইউসুফ বাঁচিয়া আছে এবং আল্লাহ আমাদের পুনর্মিলন ঘটাইবেন। সর্বশেষ বলিয়াছিলাম, আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ পাইতেছি। তোমরা তখন এইসব কথা বিশ্বাস করিতে পার নাই। এখন তো তোমরা উহার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করিলে। বাইবেলে আছে, "যখন সে (ইয়াকূব) সেই সকল শকট দেখিল, যাহা ইউসুফ তাঁহাকে নিয়া যাওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিল, তখন তাহাদের পিতা ইয়াকূবের জীবন পুনরায় হইল এবং ইসরাঈল বলিল, ইহাই যথেষ্ট যে, আমার পুত্র ইউসুফ এখন বাঁচিয়া রহিয়াছে। আমি যাইব এবং আমার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে দেখিব" (আদিপুস্তক, ৪৫ ঃ ২৭, ২৮)।

হাসান (র) হইতে বর্ণিত আছে, সুসংবাদদাতা ইউসুফের জামা নিয়া আসিলে ইয়াকূব (আ) তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়ার কারণে তিনি এই বলিয়া দুঃখ ও অপারগতা প্রকাশ করিলেন, সাত দিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে খাদ্য তৈরি হইতেছে না। কোন বস্তু পুরস্কার দিতে আমি অপারগ। তবে আমি দু'আ করি, আল্লাহ্ যেন তোমাদের মৃত্যুযাতনা লাঘব করিয়া দেন। কুরতুবী বলেন, এই দু'আই ছিল তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট পুরস্কার (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১১৮)।

ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গ এতক্ষণ পিতাকে ইউসুফের সুংসবাদ প্রদানে ব্যস্ত থাকিলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কেননা পিতাকে প্রতারণা করিবার এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি নির্যাতনের মাধ্যমে পিতার মনে অপরিসীম দুঃখ দেওয়া, কথায় কথায় পিতাকে ইউসুফ প্রেমের ব্যাপারে কটাক্ষ করিয়া ব্যথিত করিবার সকল ঘটনা ও চিত্র তাহাদের মনের মধ্যে আন্দোলিত হইতে থাকিল। তাহারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ ও বিনয়ের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, আব্বাজান! আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। পুত্রদের আবেদনের জবাবে পিতা ইয়াকূব (আ) পরে ক্ষমা প্রার্থনার ওয়াদা করিলেন।

ইয়াকূব (আ)-এর সপরিবারে মিসর আগমন

ইয়াকূব (আ) পরিবার ইউসুফ (আ) -এর আহবানে সাড়া দিবার জন্য অবিলম্বে মিসর গমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইয়াকূব (আ) তাঁহার পুত্র-পৌত্রীদের সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া মিসর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ., ১৩২)। ইউসুফ (আ) মিসর আগমনের প্রস্তুতির জন্য তাঁহার প্রত্যেক ভাইকে এক এক সেট পূর্ণ বস্ত্র ও বিনয়ামীনকে পাঁচ সেট বস্ত্র ও তিন শত রৌপ্যমুদ্রা দিয়াছিলেন এবং পিতার জন্য দশটি গাধা বোঝাই উপহার ও অন্য দশটি গাধা বোঝাই খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৫৭)।

বাইবেলে আছে ঃ ফিরআওন ইউসুফ (আ)-কে বলিল, তুমি তাহাদিগকে বল যে, তোমরা এইরূপ কর যে, তোমাদের পুত্র-সন্তানগণ ও তোমাদের স্ত্রীগণের নিমিত্ত মিসর দেশ হইতে শকটযান নিয়া যাও এবং তোমাদের পিতাকে নিয়া আইস এবং তোমাদের (সেখানকার) আসবাবপত্রের জন্য কোন প্রকার দুঃখ করিও না। কেননা সমগ্র মিসর দেশের তুষ্টি তোমাদের নিমিত্ত নিবেদিত এবং ইসরাঈল পুত্রগণ তদ্রূপই কার্য করিল এবং ইয়াকুব তাহার গোষ্ঠী সহকারে মিসরে আগমন করিল। সে তাহার পুত্রগণ ও পুত্রগণের পুত্রগণ এবং তাহার কন্যাগণ ও পুত্রগণের কন্যাগণ ও নিজের সকল ঔরসজাতকে নিজের সহিত মিসরে আনিলেন। সুতরাং তাহারা সকলেই যাহারা ইয়া'কূবের পরিবারের সদস্য ছিল এবং মিসর আগমন করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর (দ্র. আদিপুস্তক ৪৫ ঃ ১৬, ২০; ৪৬ ঃ ৭, ২৭)।

যথাযোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণের পর ইয়াকূব পরিবারের সকল সদস্যের কাফেলাটি মিসর অভিমুখে রওয়ানা করিল। তাহাদের সংখ্যা কত ছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ ৭২, ৯৯, ৩৮০, ৩৯০, ৬৩, ৮৩। বইবেলীয় বর্ণনায় তাহাদের সংখ্যা সত্তর জন (৭০) এবং বাইবেলে তাহাদের নামের তালিকাও রহিয়াছে (আল-বিদায়া, ২খ, ২৫১; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৫০৬ টীকা ১৬৯; বরাত ৪৬ ঃ ২৭; তাবারী, ১খ, ১৮৭)।

কাফেলা সফর করিয়া মিসরের নিকটবর্তী হইলে ইউসুফ (আ) সংবাদ পাইয়া পিতাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা প্রদানের উদ্দেশে নগরীর বাহিরে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আসিলেন। ইউসুফ (আ) বাদশাহকে তাঁহার পিতার আগমনের সংবাদ অবহিত করিলে বাদশাহ তাঁহার পরিষদের সদস্যবর্গ ও গণ্যমান্য লোকদিগকে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানের এবং যথাযোগ্য রাজকীয় মর্যাদায় সম্বর্ধনা প্রদানের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন এবং নিজেও সম্বর্ধনার জন্য বাহিরে জনগণের সম্বর্ধনা কেন্দ্রে গমন করিলেন। (মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর, ২খ, ২৬২; বিদায়া, ১খ, ২৫০, ২৫১; মাজহারী, ৫খ., ২০১; মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী, ৫খ., ১৩২; ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ, ৭১, ৭২; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৬৩)। বাইবেলের বর্ণনায়, "ইউসুফ তাহার গাড়ি তৈরি করিল এবং পিতাকে স্বাগত জানাইবার জন্য সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান কেন্দ্রের দিকে চলিল। নিজেকে তাহার নিকট করিল এবং তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিল (তাফসীর মাজেদী, পৃ. ৫০৭, টীকা ১৭৭; বরাত বাইবেলের আদি পুস্তক, ৪৬ ঃ ২৮, ২৯)।

মুফাসসিরগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সম্বর্ধনার জন্য ইউসুফ (আ) নগরীর বাহিরে এতদুদ্দেশে নির্মিত রাজকীয় তাঁবু বহর অথবা কোন প্রাসাদে সেনাবাহিনী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে লইয়া অপেক্ষমাণ ছিলেন। অপর দিক হইতে ইয়াকূব (আ) পুত্র ইয়াহূদার . কাঁধে ভর করিয়া আগাইয়া আসিতেছিলেন। ইয়াকূব (আ) তাঁহার সম্মুখ দিকে অশ্ববাহিনী ও জনতার সমাগম দেখিয়া ইয়াহূদাকে বলিলেন, ঐ কি মিসর সম্রাট ফিরআওনের বাহিনী? ইয়াহূদা বলিল, আব্বাজান! ফিরআওন নয়, আপনার পুত্র ইউসুফ। আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লোকজন নিয়া আসিয়াছে। পিতা ইয়াকূব (আ) বলিলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذْهِبَ الْاَحْزَانِ 'হে দুঃখ-যাতনার অবসানকারী! তোমাকে সালাম।' ইয়াকূব (আ) ইউসুফকে বুকে জড়াইয়া নিলেন এবং তাহাকে চুমু খাইলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িতেছিল পুনর্মিলনের অরুন্দাশ্রু (রূহুল মাআনী, ১৩ পারা, ৫৭; মাজহারী, ৫খ, ২০১)।

পিতা-পুত্রের দীর্ঘ কালের বিচ্ছেদের পর এই পুনর্মিলনকালে প্রচণ্ড আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটিল এবং সুদীর্ঘ কালের কঠোর পরীক্ষা হইতে উত্তরণ ও দিবারাত্রির অবিরাম কান্নার অবসান ঘটিল (ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ, ৭১; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৩৩)। পবিত্র কুরআনে ঘটনাটি এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ.

"অতঃপর উহারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার পিতা-মাতাকে আলিংগন করিল এবং বলিল, আপনারা আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন" (১২ ঃ ৯৯)।

সাক্ষাত পর্ব শেষ হইলে ইউসুফ (আ) পিতার নিকট আবদার করিলেন, মেহেরবানী পূর্বক সসম্মানে নগর অভ্যন্তরে চলুন। এই সময় মিসরের রাজধানীর নাম ছিল রামাসীস (رعمسيس) যাহা 'উৎসবের শহর' নামে অভিহিত হইত। ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতা ও পরিবারবর্গের সকলকে রাজকীয় বাহনে আরোহণ করাইয়া জাঁকজমকের সহিত নগর অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন এবং রাজভবনে তাঁহাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করিলেন" (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৩৩)।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুফাসাসিরের বর্ণনামতে ইউসুফ (আ) ও বিনয়ামীনের মাতা রাহীল ইতোপূর্বে ইন্তিকাল করেন। তাঁহাদের মতে, এই আয়াতে "মা" বলিতে ইউসুফ (আ)-এর খালা লায়্যাকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা তখন চাচাকে পিতা বলার ন্যায় খালাকে মাতা বলিবার প্রচলন ছিল। ইহা ছাড়া এই খালা পিতা ইয়াকূবের স্ত্রী হওয়ার কারণে স্বভাবতই তাহাকে মাতা বলা যায়। ইবন আব্বাস হইতে এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে (রূহুল মা'আনী, ১৫ পারা, পৃ. ৫৭)। ইউসুফ (আ)-এর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর কত বৎসর পরে পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। ইবনে কাছীরের মতে এই সময়কাল ২৭/২৮ বৎসর ছিল (বিদায়া, ১খ., ২৫৩)।

ইয়া'কূব (আ) এই সময় বাদশাহর জন্য দু'আ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আগমনের বরকতে আল্লাহ তা'আলা মিসরবাসীকে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বৎসরগুলি হইতে পরিত্রাণ দান করিয়াছিলেন (বিদায়া, ১খ, ২৪১)।

ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বাস্তবায়ন

ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার পরিবারবর্গের মিসর আগমন উপলক্ষে রাজকীয় সম্বর্ধনার ব্যস্ততা সমাপ্ত হওয়ার পর ইউসুফ (আ) একটি মজলিস অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিলেন, যাহাতে মিসরবাসী তাঁহার সম্মানিত পিতা ও পরিবারের সদস্যদের পরিচিত লাভ করিতে পারে। সুতরাং একটি দরবারের আয়োজন করা হইল এবং নিয়ম অনুযায়ী দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসন গ্রহণ করিলেন। ইউসুফ (আ)-এর হুকুমে তাঁহার পিতা-মাতাকে রাজকীয় মঞ্চে উচ্চাসনে উপবিষ্ট করানো হইল এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে তাহাদের মর্যাদা অনুসারে আসন প্রদান করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার পর ইউসুফ (আ) শাহী মহল হইতে বাহির হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দরবারী সদস্যরা দরবারের নিয়মানুসারে তাঁহার সম্মানে সিজদা করিল। পরিবেশ-পরিস্থিতি দরবারে উপস্থিত ইউসুফ (আ)-এর পিতা-মাতা ও ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গকে এমনভাবে অভিভূত করিল যে, তাহারাও দরবারীদের অনুসরণে সিজদায় পতিত হইল। কুরআনের বর্ণনায় ঃ

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا .

"এবং ইউসুফ তাহার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং উহারা সকলে তাহার সম্মানে সিজদায় লুটাইয়া পড়িল" (১২ ঃ ১০০)।

এই সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সকলে এই বিষয়ে একমত যে, এই সিজদা ইবাদতের সিজদা ছিল না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা আক্ষরিক অর্থে ভূলিণ্ঠিত হওয়া ও মস্তক মাটিতে স্পর্শ করাইবার সিজদা ছিল না। ইহা ছিল মাথা ঝুঁকাইয়া কাহাকেও অভিবাদন ও সম্মান করিবার তৎকালে প্রচলিত প্রথা। সুতরাং ইহাকে রূপক অর্থে সিজদা বলা হইয়াছে। অধিকাংশের মতে এই সিজদা কপাল মাটিতে লাগাইয়াই করা হইয়াছিল। তবে উহা ইবাদতের জন্য ছিল না। উহা ছিল সম্মান প্রদর্শনের জন্য। শরীআতে মুহাম্মাদীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য কোন প্রকার সিজদা করা হারাম করা হইয়াছে। আতা (র) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ইউসুফকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দে (এবং অভাবনীয় ও অপরিসীম নি'মাত লাভের) শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য সিজদাবনত হইয়াছিল (তাফসীর কাবীরের বরাতে তাফসীরে মাজেদী, ১খ., পৃ. ৫০৭, টীকা, ১৭৮; মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ, ২৬২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ২৫১; রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৫৮; মাজহারী, ৫খ, ২০২; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ১খ., ১৩৩; কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., ৬৬; ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ, ৭২; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৩৩। বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. তাফসীরে কবীর, ইমাম রাযী, ১৮ খ., পৃ. ২১২-২১৩)।

দরবারীদের অনুসরণে পিতা-মাতা ও ভাইগণকে সিজদাবনত হইতে দেখিয়া এই সুদীর্ঘ কাল পরে শৈশবে দেখা স্বপ্নটির কথা ইউসুফ (আ)-এর মনে পড়িয়া গেল। তিনি আল্লাহ তা'আলার মহিমার বর্ণনা প্রদান এবং তাঁহার জীবনের একের পরে এক কঠিন হইতে কঠিনতর সংকট হইতে মুক্তি লাভ ও সকল পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার শুকরিয়া প্রকাশ করিয়া একটি অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন (কুরআনের ভাষায়) ঃ

وَقَالَ يٰاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهٗ رَبِّىْ حَقًّا وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

"সে বলিল, হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পর আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (১২ ঃ ১০০)।

এই নাতিদীর্ঘ ভাষণের পরবর্তী অংশে ইউসুফ (আ) তাঁহার প্রতি আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ, বিশেষত ইলম ও নবুওয়াত এবং পার্থিব রাজত্ব প্রাপ্তির শুকরিয়া আদায় করিলেন এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর" (১২ ঃ ১০১)।

যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে প্রতিপত্তি ও দাপটের সহিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মসনদারোহী দাম্ভিকদের বক্তৃতা-বিবৃতির সহিত তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত ও শ্রেষ্ঠ রাজ্য মিসরের মসনদারোহী ইউসুফ (আ)-এর এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মৌলিক পার্থক্য স্রষ্টাতে আত্মসমর্পণ, অবনত মস্তকে তাঁহার শুকরিয়া আদায়, পরম বিনয় প্রকাশের সহিত মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ এবং সৎসংগ লাভের বাসনার ভাবাদর্শে অত্যন্ত সমুজ্জ্বল।

মুফাসসিরগণ এই ভাষণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাহা বলিয়াছেন উহার মর্ম এই যে, ভাইদের নিকট হইতে দুর্ব্যবহার, এমনকি তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা, গোলামী জীবন যাপন, মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ জীবন-যাপন, সুদীর্ঘ কাল পিতৃ-মাতৃ বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের নিরংকুশ ক্ষমতা ও সুযোগ থাকিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রতিশোধ-স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় এবং দুঃখ-ভরা জীবনের মর্মস্পর্শী বিশদ বিবরণ প্রদানের প্রবণতা দেখা যায়, আলোচ্য ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের

মধ্যে উহার বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই, বরং পিতা-পুত্রের এই সুদীর্ঘ সময়ের ঘটনাবলী যেন অত্যন্ত সাধারণ কোন বিষয়। সুতরাং শৈশবে পিতার সান্নিধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন ইউসুফ (আ) বিপদের মহাসাগর পাড়ি দিয়া মুক্তির সৈকতে অবতীর্ণ হওয়ার পরও যে কথা বলিলেন উহাতে বিপদের বিবরণ গৌণ হইয়া মুক্তিলাভ ও উহাতে স্রষ্টার অনুগ্রহের বিবরণ মুখ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইউসুফ (আ)-এর দুঃখময় জীবনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, ভাইদের বিদ্বেষ ও নিপীড়ন; দ্বিতীয়ত, পিতা-মাতার সহিত সুদীর্ঘ কালের বিচ্ছেদ এবং তৃতীয়ত, কারাগারের কঠিন জীবন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এই মহান নবী তাঁহার ভাষণে ঘটনার এই ক্রমবিন্যাস পরিবর্তন করিয়া প্রথমেই কারাগার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং উহাতে ও কারারুদ্ধ হওয়ার কারণস্বরূপ আযীয পত্নী ও নিজের গোলামী জীবনের গৃহকর্ত্রীই যে উহার উৎস ছিল সে কথা উল্লেখ করিয়া আযীয, আযীয-পত্নী ও সংশ্লিষ্টদের লজ্জিত করিলেন না এবং সেখানে দুঃখ-কষ্ট ভোগের আলোচনাও করিলেন না, বরং কারাগার হইতে মুক্তি লাভের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হওয়াকেই মুখ্যরূপে উপস্থাপন করিলেন, তবে পরোক্ষভাবে এ সময় কারাজীবন যাপনের প্রতি ইংগিত করিলেন। আরও লক্ষণীয় যে, কারামুক্তি প্রসঙ্গে কারারুদ্ধ থাকিবার প্রতি ইঙ্গিত করিলেও কূপ হইতে মুক্তিলাভের উল্লেখ একেবারেই করিলেন না। কেননা উহাতে ভাইদের কূপে নিক্ষেপের বিষয়টির প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত হইত। অথচ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ বলিয়া ভাইদিগকে সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তরূপে দায়মুক্তি ঘোষণা করিবার পর বিষয়টির প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত প্রদান করা তাঁহার রুচিসম্মত ছিল না। অতঃপর পিতা-মাতার সহিত সুদীর্ঘ কালের বিচ্ছেদ ও দুঃখ-দুর্যোগময় জীবনের বিবরণ প্রদান না করিয়া এই সবের পরিণতি এবং পিতা-মাতার সহিত পুনর্মিলনের বিষয়টিও আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহরূপে উপস্থাপন করিলেন যে, আল্লাহ তাহাদিগকে মরু অঞ্চলের অভাব-অনটন ও কষ্টকর জীবন হইতে নগর সভ্যতার মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রাচুর্যময় জীবনে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর প্রথম বিষয় অর্থাৎ ভাইদের দুর্ব্যবহার ও নিপীড়নের বিষয়টিতে শয়তানকে দায়ী করিয়া ভাইদিগকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করিয়া দিলেন। যেন তিনি বলিলেন, আমরা এক পিতার সন্তান ভাই ভাই-ই ছিলাম। শয়তানই আমাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটাইয়াছিল। এই ব্যাপারে ভাইদের কোন দোষ নাই। শয়তানের প্রতারণা না হইলে আমার ভাইয়েরা কোন অপকর্ম করিত না।

অবশেষে তিনি বিগত সকল ঘটনাকে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্তৃত্ব বহির্ভূতরূপে মহা প্রজ্ঞাবলে আল্লাহ তা'আলার সুদূরপ্রসারী সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তাঁহার অনুগ্রহ ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ। (মাজহারী, ৫খ, ২০২; মুফতী শফী, মাআরিফুল কুরআন, ৫খ., ১৩৫, ১৩৬; বরাত, কুরতুবী কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., ৬৬)।

ভাষণের সমাপ্তি অংশে ইউসুফ (আ) আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বাহ্য ও পার্থিব নি'মত রাজত্ব এবং আত্মিক ও অপার্থিব নি'মত স্বপ্নের ব্যাখ্যা জ্ঞান তথা নবুওয়াতী ইল্‌ম দানের শুকরিয়া আদায় করিলেন। কেননা রাজত্ব এবং পার্থিব জীবনে প্রাচুর্য ও ক্ষমতাও একটি উল্লেখযোগ্য নি'মত

(মাজেদী, ৫০৭, টীকা ১৮১)। সুতরাং শুক্‌রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে উহার উল্লেখ ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টিতেও প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু এই সবই ক্ষয়িষ্ণু ও সাময়িক হওয়ার কারণে একজন মুমিনের নিকট আখিরাতই প্রধান ও মুখ্য বিষয় এবং পৃথিবীর অঢেল প্রাচুর্য ও ক্ষমতা লাভ করিয়াও আখিরাতের কথা বিস্মৃত না হইয়া সদাসর্বদা আখিরাতের প্রবেশদ্বার মৃত্যুকে স্মরণে রাখাই মুমিনের কর্তব্য। সুতরাং ইউসুফ (আ) মুসলিমরূপে মৃত্যু কামনা এবং মৃত্যু পরবর্তী কালে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ক্ষেত্র জান্নাত তথা জান্নাতের অধিকারপ্রাপ্ত নবী-রাসূলগণের সান্নিধ্য কামনার মাধ্যমে দু'আ (ও ভাষণ) সমাপ্ত করিলেন। অবশ্য মুফাসসিরদের অনেকে মৃত্যু সংক্রান্ত দু'আটি পরবর্তী কালে ইউসুফ (আ)-এর মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার সময় করিবার অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ, ২৬৩; আল-বিদায়া, ১খ., ২৫২, ২৫৩; মাজহারী, ৫খ., ২০৩; আরদুল কুরআন, ৫খ, ১৩৭; রূহুল মাআনী, ১৩ পারা, পৃ. ৬১, ৬২)।

বায়দাবীর বর্ণনামতে, (অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর) এক সময় ইউসুফ (আ) পিতাকে রাজকীয় ভবনসমূহ ঘুরাইয়া দেখাইলেন। একটি ভবনে কাগজপত্রের বিশাল ভাণ্ডার দেখিয়া ইয়া'কূব (আ) বলিলেন, ইউসুফ! তোমার হাতের নাগালে এত কাগজ থাকা সত্ত্বেও এত দিনে আমাকে চিঠি লিখিলে না কেন? ইউসুফ (আ) বলিলেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ-ই আমাকে এইরূপ হুকুম করিয়াছিলেন (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৬০, ৬১; তাফসীরে মাজহারী, বায়দাবীর বরাতে, ৫খ., পৃ. ২০২, ২০৩)।

মিসরে ইয়াকূব পরিবার (বনী ইসরাঈল)-এর আবাসন

তাওরাতের বর্ণনামতে ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতা ও ভাইদেরকে 'সাদীদ' (سديد) অঞ্চলের অন্তর্গত 'আয়ন-শাম্‌স' (عين شمس) নামক স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৬১)। পবিত্র কুরআনের আয়াত নং ১০০ (رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ) দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচ্য সময়ে ফিরআওন সাংবিধানিকভাবে মিসরের সম্রাট হইলেও প্রকৃত রাজক্ষমতা ইউসুফ (আ)-এর নিকট অর্পিত হইয়াছিল। বাইবেলের বর্ণনায় রহিয়াছে, তাঁহাকে সমগ্র মিসর দেশের শাসক করিলেন। ফিরআওন ইউসুফকে বলিল, 'আমি ফিরআওন রহিয়াছি এবং তোমার আদেশ ব্যতীত সমগ্র মিসরে কোন মানব তাহার হাত্‌-পা উত্তোলন করিবে না। ফিরআওন ইউসুফকে 'জাহাঁপানাহ' (বিশ্বত্রাতা) উপাধিতে ভূষিত করিল" (আদিপুস্তক, ৪১ ঃ ৪৩, ৪৪)।

ইউসুফ (আ) পিতা ও ভাইদেরকে বলিলেন যে, ফিরআওন তাহাদিগকে মিসরে স্থায়ীরূপে বসবাসের অনুরোধ করিলে এবং ভূমি ও স্থান নির্বাচন করিতে বলিলে তাহারা যেন অমুক অঞ্চল প্রদানের দাবি করেন এবং উহার অনুকূলে এই যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আমরা যেহেতু পল্লী জীবনে ও পশু চারণে অভ্যস্ত, সুতরাং আমরা নগরের কোলাহলপূর্ণ জীবন হইতে একটু দূরে অবস্থান করা স্বস্তিদায়ক মনে করি। সুতরাং ফিরআওন তাহাদিগকে তাহাদের কাঙ্ক্ষিত ভূ-অঞ্চল 'জায়গীর' প্রদান করিলেন এবং এইরূপে মিসরে বনী ইসরাঈলীদের স্থায়ী নিবাসের গোড়াপত্তন হইল।

ইউসুফ (আ) তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে নগর হইতে দূরবর্তী 'জালান'-এ অধিবাস করাইল। ফিরআওন তাহাদিগকে 'রামাসীস' অঞ্চল জায়গীররূপে প্রদান করিল, যাহার ভূমি অতিশয় উর্বর ছিল (আদিপুস্তক, ৪৭ ঃ ১১; বরাত, জামীল আহমাদ, আম্‌বিয়ায়ে কুরআন, ১খ., ৩৫২)।

ইয়াকূব (আ)-এর ওফাত ও তাঁহার ওসিয়াত

"হযরত ইয়াকূব (আ)" শীর্ষক নিবন্ধে "হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মিসর গমন ও অন্তিম জীবন" এবং 'অন্তিম উপদেশ' অনুচ্ছেদদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ইউসুফ (আ)-এর ইন্তিকাল ও তাঁহার ওসিয়াত

ইয়া'কূব (আ)-এর ইন্তিকালের পরে ইউসুফ (আ) কত বৎসর জীবিত ছিলেন ইহাতে বাইবেলের বর্ণনা ও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে এবং একই কারণে তাঁহার মোট বয়স সম্পর্কেও বিভিন্ন মত রহিয়াছে। পিতার সহিত পুনর্মিলনের পর ইউসুফ (আ) তেইশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ পুনর্মিলনের পর ষাট বৎসর কিংবা উহার অধিক জীবিত থাকিবার কথা বলিয়াছেন। হাসান (র) বলিয়াছেন, পুনর্মিলনের পর দীর্ঘদিন তিনি জীবন-যাপন করিয়াছিলেন (মাজহারী, ৫খ., ২০৪)। মোটকথা ইউসুফ (আ)-এর মোট বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে এবং সর্বনিম্ন একশত সাত (১০৭) বৎসর বয়স হইতে এক শত দশ, এক শত বিশ ও সর্বোচ্চ এক শত ছাব্বিশ বৎসর বলা হইয়াছে (দ্র. কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ১০৭ অথবা জামীল আহমদ আম্বিয়ায়ে কুরআন ও হিফজুর রহমান, কান্ধলাবী, কুরআন, ১খ., ৩৩৫; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১৩৮; ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল, ১খ., ১খ., ৯৮; রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৬৩, ৬৪; আল-বিদায়া, ১খ, পৃ. ২৫৪-১২০)।

ইউসুফ (আ) তাঁহার মৃত্যু আসন্ন অনুভব করিলে ইয়াহূদাকে তাঁহার স্বলাভিষিক্ত নিয়োগ করিলেন (আল-বিদায়া, ১খ., ২৫৪; কুরতুবী, ৫খ., ১৫০), অতঃপর ভাইদের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার মৃত্যু আসন্ন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন এবং তোমাদিগকে সেই দেশে ফিরাইয়া নিবেন যে দেশের মালিকানা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবকে দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সেই দেশে ফিরাইয়া নিবেন তখন তোমরা আমার মৃতদেহ তোমাদের সঙ্গে নিয়া যাইবে এবং পূর্বপুরুষদের নিকটে দাফন করিবে (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৬৪; আল-বিদায়া, ১খ., ২৫৪)।

ইউসুফ (আ)-এর ইন্তিকালের পর ভাইয়েরা তাঁহার ওসিয়াত অনুসারে তাঁহার মৃতদেহকে 'মমী' করিয়া একটি মর্মরের সিন্দুকে সংরক্ষণ করিল এবং পরবর্তী কালে মূসা (আ)-এর সহিত মিসর ত্যাগ করিবার সময় সিন্দুকটি তাহাদের সঙ্গে লইয়া গিয়া পিতৃপুরুষদের নিকটে দাফন করিল (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৬৪; মাজহারী, ৫খ., ২০৪)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর কবরের অবস্থান

ইউসুফ (আ)-এর কবরের অবস্থান নির্ণয়ে মতভেদ রহিয়াছে। সাধারণ বর্ণনামতে তাঁহার কফিন শাম (বৃহত্তর সিরীয় অঞ্চল) তথা ফিলিস্তীনের সানআনে তাঁহার পূর্বপুরুষের কবরস্থানে দাফন করা হয় (মাজহারী, ৫খ., ২০৪; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ১৩৯; কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ, ৬৮)। অপর বর্ণনায় হেবরনে ইবরাহীম (আ.)-এর খরিদকৃত জমিতে (পারিবারিক গোরস্তানে) তাঁহাকে দাফন করা হয় (বিদায়া, ১খ., ২৫৩, ২৫৪)। কিন্তু তাওরাতের বর্ণনা ও পরবর্তী গবেষকদের মতে ইউসুফ (আ)-কে ইদ্‌রাইস (আল-ফায়্যূম) অঞ্চলে দাফন করা হইয়াছিল (দ্র. ই. ফা. বিশ্বকোষ, ২২খ., ইউসুফ শিরো.)। আবদুল ওয়াহ্‌হাব নাজ্জার লিখিয়াছেন, "হেবরনের আল-খালীল সমাধি ক্ষেত্রের একটি গুহায় একটি কফিন (তাবূত) রক্ষিত আছে। এই মাকবারাটি ইবরাহীম, সারা, রুদসা (রেবেকা), ইসহাক ও ইয়া'কূব (আ)-এর সমাধিরূপে পরিচিত। স্থানীয় লোকদের বক্তব্যমতে উল্লিখিত কফিনটি ইউসুফ (আ)-এর কফিন এবং তাহাদের মতে তাঁহাকে এই গুহায় দাফন করা হইয়াছে। আমার মতে এই তথ্য নির্ভুল নয়। কেননা (তাওরাতের বর্ণনামতে) ইউসুফ (আ)-কে ইসরাঈলের ভূমিতে দাফন করা হইয়াছিল। আর হেবরন হইল ইয়াহূদার করতলগত অঞ্চল। মুহাম্মাদ হাসান নাবলুসী ও নাবলুসের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মনীষী আবদুল হাদী আমীন বেগ-এর মতে ইউসুফ (আ)-কে নাবলুসে সমাহিত করা হয়। তাহারা তাঁহার সমাধিও চিহ্নিত করিয়াছেন। এই তথ্যটির গ্রহণযোগ্যতার অনুকূলে অন্যতম যুক্তি এই যে, নাবলুস ইসরাঈলের অন্তর্গত এলাকা এবং ইহার প্রাচীন নাম শাকীম (شكيم) বা শাখীম (شخيم) এবং বাইবেলে ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় শাকীম নামের উল্লেখ রহিয়াছে (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৫৩)। অবশ্য এই সমগ্র অঞ্চলই ইউসুফ (আ)-এর পূর্বপুরুষের অবাসভূমি হওয়ার দাবি রাখে। হামাবী (حموي) বলিয়াছেন, ইউসুফ (আ)-এর কবর ফিলিস্তীনের নাবলুস অঞ্চলের অন্যতম 'বালাতা' (بلاطه) নামক পল্লীর একটি গাছের তলে অবস্থিত (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩৩৬)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর সন্তান-সন্তুতি

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কারাগার হইতে বাহির হওয়ার পরে ইউসুফ (আ)-কে আযীয মিসর মনোনীত করিবার সময় বাদশাহ প্রাক্তন আযীযের স্ত্রী যুলায়খার সহিত (প্রাক্তন আযীযের সহিত বিবাহ বিচ্ছেদের পরে কিংবা অধিকাংশের মতে তাহার মৃত্যুর পরে) ইউসুফ (আ)-এর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন (আল-বিদায়া, ১খ., ২৪১; আল-কামিল, ১খ., ১১২, ১১৮; মাজহারী, ৫খ., ১৭৪; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৭)। এই স্ত্রীর গর্ভে ইউসুফ (আ)–এর দুই পুত্র ইফরাইম (افرايثم) ও মনস্বী (منشا) এবং একমাত্র কন্যা রহমা (رحمة, প্রচলিত রহীমা) জন্মলাভ করে। হযরত মূসা (আ)-এর খাদেম ও পরবর্তীতে নবুওয়াত মর্যাদায় ভূষিত ইয়ূশা' (يوشع) ছিলেন ইফরাইমের বংশধর (ইয়ূশা' ইবন নূন ইবন ইফরাইম ইবন ইউসুফ) এবং কন্যা রহমা ছিলেন নবী আইয়ূব (আ)-এর স্ত্রী। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইফরাইমকে জ্যেষ্ঠ ও মনস্বীকে কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনায় ইহার বিপরীত বলা হইয়াছে (দ্র. রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৬৩;

আদিপুস্তক, ৪১ ঃ ৫১-৫২)। বাইবেলে বিবাহ ও সন্তান-সন্তুতির বর্ণনার নিম্নরূপ "কারাগার হইতে মুক্তি প্রদানের পর রাজা ইউসুফের নাম জাফনাত ফা'নী'সা (ZAPHNATH PAANEAH) রাখিল এবং যাজক পোটিগের (POTEPHERAH)-এর কন্যা আসনাথ (ASENATH)-এর সহিত তাহার বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করিল। ইউসুফের বয়স ছিল তখন ত্রিশ বৎসর। এই বিবাহে তাহাদের দুইটি পুত্র সন্তান (১) মনশ্বী (MANASSEA) ও (২) ইফরাঈম (EPHRAIM) জন্মলাভ করে। মিসরে দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই ইহাদের জন্ম হইয়াছিল (আদিপুস্তক ৫০ ঃ ৪৫, ৫১, ৫২)।

ইউসুফ (আ)-এর ইনতিকালের পর মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইউসুফ (আ)-কে আযীয মনোনয়নকারী বাদশাহ রাইয়্যান (ইবনুল ওয়ালীদ অথবা ওয়ালীদ ইবনুর রায়্যান) ইউসুফ (আ)-এর আহবানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (আল-কামিল, ১খ., ১১২; বিদায়া, ১খ., ২৪২)। রাজা রায়্যানের পরে মিসরের রাজা মনোনীত হন কাবুস ইবন মুস'আব ইবন মু'আবিয়া ইবন নুমসর ইবনুস সালওয়াস ইবন কারান ইবন আমর ইবন ইমলাক (قا بوس بن مصعب بن معاويه بن نمسر بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق) ইউসুফ (আ.) তাহাকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়াছিলেন। কিন্তু সে উহা গ্রহণ করে নাই। এই রাজার রাজত্বকালেই ইউসুফ (আ) ইনতিকাল করেন (আল-কামিল, ১খ., ১১২)। ইউসুফ (আ)-এর ইনতিকালের পর আমালিকা গোত্রীয় ফির'আওনরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে থাকে এবং তাহারা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকে। বনী ইসরাঈল এই রাজাদের শাসনাধীনে যথাসাধ্য ইউসুফ (আ.)-এর দীনের উপর থাকিয়া জীবন যাপন করিতে থাকে। ক্ষমতাসীনরা বনী ইসরাঈলকে 'বিদেশী' বিবেচনায় বিভিন্নরূপে নির্যাতন করিতে থাকে এবং তাহাদিগকে দাসে পরিণত করে। প্রায় চার শত বৎসর পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর হাতে বনী ইসরাঈলের দাসত্ব হইতে মুক্তিদান ও ফিরআওনকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করেন (তাফসীরে মাজহারী, ৫খ., ২০৪; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ১৩৯; কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ৪খ., ৬৮)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

যে কোন মহান ও বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন বিশেষ গুণে গুণান্বিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর জীবন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কেননা তাঁহার জীবন কাহিনী বিরল ও বিস্ময়কর হওয়ার সাথে সাথে ইহাতে বিভিন্ন গুণাবলীর অভাবনীয় সমাবেশ ঘটিয়াছে। এক কথায় ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি শুধু একটি কাহিনী নহে, বরং ইহা চারিত্রিক উৎকর্ষের এমন এক স্বর্ণোজ্জ্বল উপাখ্যান যাহার প্রতিটি দিক মানবজাতির জন্য জ্ঞান, শিক্ষা ও উপদেশে পরিপূর্ণ। ঈমানী শক্তি, অবিচলতা, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, পবিত্রতা, সততা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা, আল্লাহপ্রেম, তাক্ওয়া, আত্মিক পরিশুদ্ধি, আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত করিবার লক্ষ্যে সঠিক ধর্মমত প্রচারে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাধনার একটি সোনালী ধারা তাঁহার জীবন কাহিনীতে চিত্রিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে উহার একটি ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করা হইল।

(১) ইউসুফ (আ)-এর ব্যক্তিগত স্বভাব ও সুরুচির সহিত পরিবেশের পবিত্রতা, পুরুষানুক্রমে ইবরাহীমী (আ) বংশধারার অভিজাত্য ও নবী পরিবারে লালিত হওয়ার সুযোগের সমন্বয় তাঁহার সত্তায় নিহিত গুণাবলীকে সুন্দরমত ও উজ্জ্বলমতরূপে বিকশিত করিয়াছে এবং শৈশব হইতে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত সমভাবে উহার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

(২) আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি অবিচল আস্থা ও নির্ভরতা, যাহা ইউসুফ (আ)-এর সমগ্র জীবনে সমুজ্জ্বল এবং যাহার ফলে তাঁহার জীবন পথের সকল সমস্যা ও বন্ধুরতা সাবলীল ও মসৃণ হইয়াছিল।

(৩) প্রলোভন ও হুমকি, বিপদের ঘনঘটা কিংবা সুখ-সাচ্ছন্দ্য, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ভোগ-বিলাসের অবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে স্মরণ রাখিয়া ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অবিচল থাকা এবং সকল পরীক্ষায় পূর্ণাঙ্গরূপে উত্তীর্ণ হওয়া, আযীয পত্নী ও তাহার বান্ধবীদের আসক্তির জবাবে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা, কারারুদ্ধ হওয়ার বিপদকে বরণ করা এবং আযীয অথবা বাদশাহ্র নিকট আবেদন-নিবেদন না করা তাঁহার চরিত্রিক দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ বহন করে।

(৪) অন্তরে আল্লাহ প্রেমের গভীরতার কারণে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে আল্লাহ্র দীনের জন্য নিজের দেহমন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জন করা, যাহা কারাবাসের কঠিন দুঃখের সময় ও বন্ধীদ্বয়কে দীনের আহবান প্রদানে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

(৫) দীনদারী ও বিশ্বস্ততার অতুলনীয় স্তরে অবস্থান, আযীয মিসরের বাড়িতে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান এবং মিসরের রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ছিল এই গুণের সুফল।

(৬) আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউসুফ (আ)-এর ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রমাণ নির্দোষ হইয়াও দীর্ঘ কারাভোগের পর রাজার নিকট হইতে মুক্তির ফরমান পাওয়া সত্ত্বেও তদন্তের মাধ্যমে নিজের নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারাগার হইতে বাহির হইতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করা।

(৭) সবর ও ধৈর্য ধারণ এমন একটি মহৎ মানবিক গুণ যাহা বহুবিধ অন্যায় ও অপকর্ম হইতে আত্মরক্ষার ঢালস্বরূপ (পবিত্র কুরআনে সত্তরের অধিক স্থানে সবরের ফযীলাত ও মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে)। অন্যায় ও গুনাহের কাজ হইতে আত্মরক্ষা করা, নৈতিকতায় সুদৃঢ় থাকা, কঠিন বিপদ ও সংকটে স্থির থাকা, সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আত্মম্ভরিতার পরিবর্তে আত্মনিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতার পরিবর্তে বীরত্ব, ক্রোধের সময়েও প্রতিপত্তি প্রকাশের সুযোগে প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া আত্মসংবরণ ও ক্ষমা প্রদর্শন এবং সাহসিকতা, বদান্যতা ও অপরের দোষ চর্চায় নির্লিপ্ততা এসবই সবরের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। হাদীছ শরীফে সবরকে ঈমানের অর্ধেক বলা হইয়াছে। সবরের সকল শাখায় ইউসুফ (আ) ছিলেন 'সমুন্নত দৃষ্টান্ত'।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও উহার জবাব

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ঘটনা। এই কারণেই পবিত্র কুরআনে ইহাকে 'আহসানুল কাসাস (احسن القصص)' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

"উহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নহে। কিন্তু মুমিনদিগের জন্য ইহা পূর্ব গ্রন্থে যাহা আছে তাহার সমর্থক এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত" (১২ ঃ ১১১)।

ইহা ছাড়া কোন মহৎ ব্যক্তির জীবনী হইতে শুধু ঘটনাবলী অবহিত হওয়ার মধ্যে বিশেষ কোন সার্থকতা নাই বরং জীবনী হইতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আহরণ করিয়া নিজেদের বাস্তব জীবনে উহার প্রতিফলন ঘটাইবার মধ্যেই উহার সার্থকতা নিহিত। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় রহিয়াছে শিক্ষণীয় বিষয়ের বিপুল সম্ভার। ইউসুফ (আ)-এর জীবনবৃত্তান্তে কতিপয় প্রশ্ন ও উহার জবাব ঃ

প্রশ্ন ঃ ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করিতেছে এবং তাহারা যে কোন সময় কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে। হযরত ইয়া'কূব (আ) এই বিষয়টি বুঝিয়াও ইউসুফকে ভাইদের সহিত যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন কেন?

জবাব ঃ ইয়া'কূব (আ) তাঁহার নবীসুলভ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে পুত্রদিগকে স্পষ্ট করিয়া এই কথা বলিলেন না, আমি ইউসুফের ব্যাপারে সরাসরি তোমাদিগকে সন্দেহ করিতেছি। কেননা ইহাতে পিতা-পুত্র সম্পর্কের অবনতি ঘটা ছাড়াও তাহাদের হিংসা ও শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা ছিল এবং এইবারে ইউসুফকে সাথে নেওয়ার সুযোগ না পাইলেও অন্য যে কোন সময় কোন অজুহাতে ইউসুফের জীবননাশ করা তাহাদের জন্য অসম্ভব ছিল না। সুতরাং ভাইদের হিংসা ও ক্রোধ বৃদ্ধির সুযোগ না দিয়া তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন এবং সম্ভাব্য রক্ষাকবচস্বরূপ তাহাদের শপথযুক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। উপরন্তু রুবেল ও ইয়াহূদাকে বিশেষরূপে ইউসুফকে দেখাশুনা করিবার ও অতি সত্বর ফিরাইয়া আনিবার তাগিদ দিলেন। পরিস্থিতির বাস্তবতায় বৃদ্ধ পিতার জন্য ইহার অধিক উত্তম করণীয় অন্য কিছু ছিল না (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ২১, ২২)।

প্রশ্ন ঃ 'নেকড়ে বাঘ ইউসুফকে খাইয়া ফেলিয়াছে', পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া মেকী কান্না কাঁদিয়া পুত্রদের এই তথ্য প্রদান এবং নিজেদের সত্যবাদিতার সাক্ষ্যস্বরূপ ইউসুফের রক্তমাখা জামা দেখাইবার পর জামাটি অক্ষত দেখিয়া এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যখন ইয়া'কূব (আ) পুত্রদের মিথ্যাবাদী হওয়া বুঝিতে পারিলেন এবং ইউসুফের বাঁচিয়া থাকিবার ব্যাপারে আশান্বিত হইলেন। তখনও পুত্রদের ধমক প্রদান ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া ইউসুফকে খুঁজিয়া আনিতে বাধ্য করিলেন না কেন?

জবাব ঃ ইয়াকূব (আ)-এর নবীসুলভ ইল্ম ও দূরদর্শিতা সন্তানদিগকে প্রত্যক্ষরূপে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হইতে বিরত রাখিল এবং তিনি ইহাকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পরীক্ষা মনে করিয়া প্রকাশ্যে পরম ধৈর্যধারণ ও আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিবার ঘোষণা দিলেন। তবুও 'তোমাদের অন্তর একটি চক্রান্ত করিয়াছে' বলিয়া তিনি ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তোমরা আমার দৃষ্টি হইতে গোপন করিতে পার নাই (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ২৮৬; ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ., ৭০৫)।

প্রশ্ন ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্রদের বক্তব্যের জবাবে দুইটি ক্ষেত্রে بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا (তোমাদের অন্তর কোন চক্রান্ত করিয়াছে ...) বলিয়াছিলেন। প্রথমবার ইউসুফের রক্তমাখা জামা দেখিয়া বিনয়ামীনের চুরির অভিযোগের গ্রেফতার হওয়ায় পুত্রদের বক্তব্যের জবাবে। দ্বিতীয়বার পুত্ররা তাহাদের জানা মুতাবিক সত্যই বলিয়াছিল। সুতরাং ইয়াকূব (আ)-এর মন্তব্য দ্বিতীয়বারে বাস্তব সম্মত না হওয়ার কারণ কি অথবা তাঁহার এই বক্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি?

জবাব ঃ ইয়াকূব (আ) ইতোপূর্বে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় তাঁহার এই পুত্রদের সত্যবাদিতার' নমুনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদের প্রতি অবিশ্বাসের বিষয়টি এইরূপে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য ছিল এই যে, বিনয়ামীন কখনও চুরি করিতে পারেন না (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৩২৫)। তিনি যেন পুত্রদের বলিলেন, বিনয়ামীনকে নিয়া যাওয়ার পিছনে তোমাদের কোন স্বার্থ কাজ করিতেছিল। অন্যথায় মিসর সম্রাট, তোমরা তাহাকে অবহিত না করিয়া থাকিলে, কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, চুরির প্রতিবিধানস্বরূপ চোরকে আটক করিয়া রাখা যায় (মাজহারী, ৫খ., ১৮৮)? তাহা ছাড়া ফিক্হবিদ মুফাসসির লিখিয়াছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে প্রবল ধারণার পর্যায়ে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করা যায় (তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৫০৩, টীকা ১৫৩)।

মোটকথা ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় ইয়াকূব (আ)-এর নিকট পুত্রগণ মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। সুতরাং এইবারও তিনি পূর্বানুরূপ সন্দেহ পোষণ করিয়া কথাটি বলিয়াছিলেন এবং এইবার তাহারা মিথ্যা না বলিলেও তিনি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই প্রসঙ্গে কুরতুবী বলিয়াছেন যে, নবীগণের ইজতিহাদী বক্তব্যে ত্রুটি থাকিলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয় এবং অবশেষে তাঁহারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। তবে দ্বিতীয়বারের এই বক্তব্যের অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, অন্তরদৃষ্টি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তিনি বিনয়ামীনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত চুরির অভিযোগ বানায়োট হওয়ার বিষয়টি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার পরিণতি যে শুভ হইবে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার পরবর্তী উক্তিতে "আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাহাদের সকলকে আমার সহিত মিলিত করিবেন" (عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا) এই দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় (মাআরিফুল কুরআন, ?খ., ২৬, ১১৫, ১১৬)।

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের ২৪ নং আয়াতে আছে, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ; এখানে هَمَّ শব্দের অর্থ ইচ্ছা এবং ইউসুফও জুলায়খার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

জবাব ঃ এই ইচ্ছার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ যাহা বলিয়াছেন, উহার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ (১) هم শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। আয়াতের هم শব্দ দ্বারা কুকর্মের ইচ্ছা উদ্দেশ্য নহে বরং জুলায়খার 'ইচ্ছা' ছিল ইউসুফ তাহার আদে... পালন না করিলে তাহাকে প্রহার ও নির্যাতন করিবার ইচ্ছা এবং ইউসুফ (আ.)-এর 'ইচ্ছা' ছিল পলায়ন ... করিয়া আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছা (ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ., ৭১৩) অথবা জুলায়খার 'ইচ্ছা' ছিল অসৎক... কর্মের ইচ্ছা এবং ইউসুফ (আ)-এর ইচ্ছা ছিল তাহাকে আঘাত করিয়া অথবা দৌড়াইয়া দূরে সরিয়া গিয়া আ... রক্ষা করিবার ইচ্ছা (শাব্বীর আহমদ উছমানী, তাফসীর, পৃ. ৩০৮)।

কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ধারা ও ঘটনার বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ মুফাসসির বলিয়াছেন, এর অর্থ অসৎকর্মের ইচ্ছা। তবে জুলায়খার ইচ্ছা ছিল প্রচণ্ড এও চূড়ান্ত। আর ইউসুফ (আ) ইচ্ছা করিবার নিকটবর্তী হইয়াছিলেন এবং আরবী ভাষায় ও পবিত্র কুরআনে এই ধরনের ব্যবহার রহিয়াছে। যেমন উযুর বিধান সংক্রান্ত আয়াতে اذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ -এর অর্থ যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াইতে উদ্যত হও বা সালাতে দাঁড়াইবার নিকটবর্তী হও। সুতরাং আয়াতের অর্থ যুলায়খা চূড়ান্ত ইচ্ছা করিয়াছিল এবং ইউসুফ (আ)-ও ইচ্ছা করিতে উদ্যত হইতেছিলেন। তবে তাঁহার প্রতিপালকের নিদর্শন দেখিয়া তাঁহার এই ইচ্ছা করিবার ভাবটি কাটিয়া যায় (মাজহারী, ৫খ., ১৫৩, ১৫৪)। আয়াতের শব্দ চয়ন ও বর্ণনা ধারায় এই বাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। যুলায়খার ইচ্ছাকে لَقَدْ অর্থাৎ দৃঢ়তার অর্থবোধক ل ও قد যুক্ত করিয়া প্রচণ্ড ও চূড়ান্ত হওয়া এবং ইউসুফ (আ)-এর ইচ্ছাকে لَقَدْ বিহীন স্বাভাবিকভাবে هَمَّ দ্বারা ব্যক্ত করিয়া দুর্বল ইচ্ছা তথা ইচ্ছার প্রাথমিক স্তর অর্থে হওয়া বুঝানো হইয়াছে পক্ষান্তরে অনেক মুফাসসিরের মতে আয়াতের শব্দ বিন্যাসে অগ্রপশ্চাৎ করা হইয়াছে। অর্থাৎ وهم بها অংশটুকু পরবর্তী لَوْلَا শর্তের সহিত সংযুক্ত এবং আয়াতের মূল বিন্যাস ছিল ঃ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ هَمَّ بِهَا (যুলায়খা তাহা চূড়ান্ত ইচ্ছা করিয়াছিল। আর ইউসুফ (আ)-এর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি যদি প্রতিপালকের নিদর্শন না দেখিতেন তবে তিনিও ইচ্ছা করিয়া ফেলিতেন)। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিদর্শন দেখাইয়া ইউসুফ (আ)-কে ইচ্ছা করা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। সুতরাং ইউসুফ (আ) কোন ইচ্ছা করিলেন না।

মুফাসসিরগণ এই বাখ্যার অনুকূলে পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াত ঃ

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا ٠

উল্লেখ করিয়াছেন এবং আয়াতের মর্ম এই যে, মূসা (আ)-এর ঘটনায় সাগরে ভাসমান শিশু মূসা (আ)-কে তুলিয়া ফিরআওনের বাড়িতে নেওয়ার পর ফিরআওন কর্তৃক তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা এবং ফিরআওন পত্নী (আছিয়া) কর্তৃক তাহাতে বাধাদানের পরিস্থিতিতে মূসা (আ)-এর মায়ের মনের অবস্থা ছিল এই যে, "যদি আমি তাহার অন্তরকে দৃঢ় না রাখিতাম তবে সে সব রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল প্রায়" (মাজহারী, ৫খ., ১৫৩, ১৫৪; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৩৭; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ২৯১, ২৯২; রূহুল মাআনী, ১২ পারা, পৃ. ২১৩)। এই ব্যাখ্যার মূল কথা এই যে, ইউসুফ (আ) মন্দ কর্মের কোন ইচ্ছাই করেন নাই।

বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ বলিয়াছেন যে, আয়াতে যুলায়খা ও ইউসুফ (আ) উভয়ের জন্য هم শব্দ ব্যবহৃত হইলেও উভয়ের জন্য উহা অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কেননা আরবী ভাষায় শব্দটি যেরূপ চূড়ান্ত ইচ্ছা ও সংকল্প অর্থে তথা স্বেচ্ছা[illegible]র সজ্ঞানে কোন কিছু করিবার মনোভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ ব[illegible]হির্ভূতরূপে শুধু মনের মধ্যে কোন বিষয় আনাগোনা করা (ওয়াস-ওয়াসা) এবং নিজের [illegible]অজান্তে ও অনিচ্ছায় কোন কিছুর কল্পনা ও খেয়াল মনে আগত হওয়াকেও هم বলা হয়। [illegible]কোন অসৎ কর্মের প্রতি প্রথম প্রকারের هم (অর্থাৎ চূড়ান্ত ইচ্ছা ও সংকল্প) হাদীছে বর্ণিত [illegible]বাধ অনুসারে গোনাহ ও অপরাধরূপে পরিগণিত হয়। তবে এইরূপ সংকল্প করিবার পর কেহ বিরত থাকিলে তাহার আমলনামায় গোনাহের স্থলে একটি সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের هم ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হওয়ার কারণে এবং উহা মানুষের স্বভাবজাত ও সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে শরীয়াতের দৃষ্টিতে উহা গোনাহ নহে। পবিত্র কুরআনে এবং বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের বহু হাদীছে বিষয়টির স্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। বুদ্ধি ও যুক্তির বিচারেও দ্বিতীয় প্রকারের هم -কে অপরাধ সাব্যস্ত করা যায় না। তাফসীরে কুরতুবীতে هم শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থ প্রমাণের জন্য আরবী সাহিত্যের গদ্য ও পদ্যের একাধিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হইয়াছে।

আলোচ্য ক্ষেত্রেও যুলায়খার هم ছিল প্রথম প্রকারের এবং ইউসুফ (আ)-এর هم ছিল দ্বিতীয় প্রকারের। সুতরাং যুলায়খার هم গোনাহ হইলেও ইউসুফ (আ)-এর هم গোনাহ ছিল না। কেননা, উহা ছিল কোন উত্তম খাদ্যের ঘ্রাণ নাকে পৌঁছিলে উহার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার ন্যায় এবং প্রচণ্ড খরতাপের দিনে ঠাণ্ডা পানি দেখিয়া উহার প্রতি রোযাদারের স্বভাবজাত আকর্ষণের ন্যায়। অথচ এই আকর্ষণকে কেহই অপরাধ বলিবে না, বরং উহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আত্মরক্ষা করাকে প্রশংসাযোগ্য বিবেচিত হয়। পবিত্র কুরআনে আলোচ্য বিষয়টির বর্ণনাধারাও যুলায়খা ও ইউসুফের هم বিভিন্ন হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। কেননা উভয়ের ইচ্ছা অভিন্ন হইলে 'তাহারা একে অপরের প্রতি ইচ্ছা করিল' অথবা দ্বিবচন ক্রিয়ারূপে 'তাহারা উভয়ে ইচ্ছা করিল' বলাই সমীচীন ছিল। (পূর্বোল্লিখিত) যুলায়খার ক্ষেত্রে দৃঢ়তাবোধক (لقد) যুক্ত করা এবং ইউসুফ (আ.)-এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক هم বলা দ্বারা দুই هم -এর পার্থক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া পূর্বাপর বিভিন্ন আয়াতে ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্কলুষ থাকার স্পষ্ট ইঙ্গিত ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন مَعَاذَ اللّٰهِ বলিয়া আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া, কুকর্মের অশুভ পরিণতির কথা স্মরণ করা اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ, মনিবের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা (اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ), সে নারীই আমাকে ফুসলাইয়াছে এবং আমি অলক্ষ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই (اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) বলিয়া আত্মবিশ্বাসের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করা, তাহা ছাড়াও সবরের সুফল লাভ করিবার উদ্ধৃতি দেওয়া (اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ) এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে বিশিষ্ট বান্দাদের তালিকাভুক্ত (عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ) ঘোষণা করা ইত্যাদি দ্বারা ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তদ্রূপ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ 'মন্দ' ও 'অশ্লীলতা' হইতে দূরে রাখিবার জন্য' দ্বারা তো

সর্বপ্রকার কবীরা ও সগীরা গোনাহ্ হইতে মুক্ত রাখিবার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। কেননা এই আয়াতে فَحْشَاءَ (অশ্লীলতা) দ্বারা কবীরা ও سُوْءَ (মন্দ) দ্বারা সগীরা গুনাহ বোঝানো হইয়াছে।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর অপাপবিদ্ধ ও পূত-পবিত্র থাকিবার ব্যাপারে মুসলিম শরীফের একটি হাদীছে রহিয়াছে, ইউসুফ (আ) এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলাকে বলিলেন, আপনার এই বিশিষ্ট বান্দা গুনাহের ফিকিরে রহিয়াছে। অথচ সে উহার ধ্বংসাত্মক পরিণতরি কথা উত্তমরূপেই অবগত রহিয়াছে! আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তোমরা একটু প্রতীক্ষা কর। সে যদি গুনাহ করিয়াই ফেলে তবে তাহার কৃতকর্ম তাহার আমলনামায় লিখিয়া দিবে। আর যদি সে উহা পরিত্যাগ করে তবে গুনাহের স্থলে তাহার আমলনামায় নেকী লিখিয়া দিবে। কেননা সে শুধু আমার প্রতি ভয়ের কারণেই নিজের কুচাহিদা বর্জন করিয়াছে (কুরতুবীর বরাতে মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৩৭)।

মোটকথা, ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যে কল্পনা বা আকর্ষণের উদ্ভব হইয়াছিল উহা ছিল ইচ্ছা বহির্ভূত ওয়াসওয়াসা স্তরের, যাহা প্রথমত গুনাহরূপে বিবেচিত নহে। তদুপরি এই ওয়াসাওয়াসার বিপরীত আমল করিবার কারণে এবং মানবিক স্বভাবজাত রিপু ও চাহিদা সত্ত্বেও গুনাহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার কারণে ইউসুফ (আ)-এর তাকওয়া ও পবিত্রতার স্তর এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাঁহার মর্যাদার স্তর আরও অধিক সমুন্নত হইয়া থাকিবে (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৩৭)।

প্রশ্ন ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর সমগ্র ঘটনায় একটি প্রশ্ন বার বার উঁকি দেয়। উহা এই যে, ইউসুফ (আ) তাঁহার প্রতি তাঁহার পিতার প্রচণ্ড ভালবাসার কথা ভালভাবেই জানিতেন ও বুঝিতেন। তদুপরি ইউসুফ (আ) নবীও ছিলেন এবং পিতার হক সম্পর্কে সম্যক অবহিতও ছিলেন। এমতাবস্থায় বিচ্ছেদের সুদীর্ঘকাল একবারও তিনি পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন কিংবা অন্তত তাঁহাকে নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করিলেন না কেন?

জবাব ঃ এই সবই ছিল মহাবিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহর মহিমার বহিঃপ্রকাশ এবং সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার আদেশে ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হইতেছিল। কুরতুবী ইবন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, মিসরে পৌঁছিবার পর আল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে তাঁহার কোন প্রকার সংবাদ বাড়িতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বাহ্যত আল্লাহ পাকের এই নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে ইয়া'কূবকে বিপদাপন্ন করিয়া তাঁহার পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গতা বিধান করা (কুরতুবীর বরাতে মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., পৃ. ২৪, ৮৭, ১০৫, ১১৮; মাজহারী, ৫খ., পৃ. ১৮৭; কাসাকুল কুরআন, ১খ., ৩২৩)।

প্রশ্ন ঃ ইউসুফ (আ) নিরুদ্দেশ হওয়ার দীর্ঘকাল পর ইয়া'কূব (আ) পুত্রদিগকে তাঁহার সন্ধান লাভের চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন এবং সুদূর হইতে ইউসুফ (আ)-এর সুঘ্রাণ অনুভব করিলেন। অথচ তাঁহার নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রথম ধাপে, যখন তিনি ইয়া'কূব (আ)-এর নিবাসের নিকটবর্তী কূপে তিন দিন যাবত পতিত ছিলেন তখন তাঁহার ঘ্রাণ পাইলেন না কেন এবং পুত্রদের অবিশ্বাস করিবার পরেও নিকটবর্তী স্থানে ইউসুফ (আ.)-এর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন না কেন?

জবাব ঃ সমগ্র ঘটনাটি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ইয়া'কূব (সা) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং ইউসুফ (আ)-এর কূপে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলাই ইয়া'কূব (আ)-এর চিন্তা ও মনোযোগ ইউসুফ (আ)-কে সন্ধান করিবার প্রতি ধাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখিয়াছেন অথবা এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, ইয়া'কূব (আ) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেজন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকিবার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৮ নং আয়াতের فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (আমি সবর করিয়াই যাইব) দ্বারা এই অবস্থার ইংগিত পাওয়া যায়। পরবর্তী সময় পরীক্ষার মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আভাস লাভ করিয়া পুত্রের সন্ধানের কাজ আরম্ভ করিলেন অথবা ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং ইউসুফ (আ) নিজে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন উহার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া ইয়া'কূব (আ) ঘটনার পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। নিকট হইতে ঘ্রাণ না পাওয়া ও সুদূর হইতে ঘ্রাণ পাওয়ার বিষয়টি ছিল একটি মু'জিযা (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ১১৮, ১১৯, ১২৮, ১৩১)।

এই জবাবে এই ধরনের আরও একটি প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। প্রশ্নটি এই যে, ইয়া'কূব (আ) পুরুষানুক্রমে নবী ছিলেন এবং পরিবার ছিল ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। সুতরাং সমাজে তাঁহারা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ও জনপ্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় ইয়া'কূব (আ)-এর প্রিয়পাত্র ও আদরের সন্তান নিরুদ্দেশ হওয়ার পর স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নিরুদ্দেশ ইউসুফের সন্ধানে কোন প্রকার তৎপরতার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে বা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তদ্রূপ দুর্ভিক্ষের পূর্বেও কানআনবাসীদের মিসরে যাতায়াত সম্ভাব্য বিষয় ছিল এবং মিসরের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ঘটনা, ইউসুফের কারাগমন এবং সবশেষে এক গোলামের মিসরের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি চর্চা হওয়া ও কোন কানআনবাসীর কর্ণগোচর হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এই ধরনের কোন কিছুর আভাস পূর্ণ কাহিনীর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহারও একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও মনজুর না হইলে কোন স্বাভাবিক বিষয়ও স্বাভাবিকরূপে সংঘটিত হয় না এবং হুকুম ও মঞ্জুরী হইয়া গেলে অস্বাভাবিক উপায়েও বহু কর্ম সংঘটিত হইয়া থাকে (রূহুল মা'আনী, ১৩ পারা, পৃ. ৫৭)

প্রশ্ন ঃ সন্তানের প্রতি মানুষের স্নেহ— মমতা ও ভালবাসা সহজাত বিষয়। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ইয়া'কূব (আ)-এর আকর্ষণ ও ভালবাসা এক কথায় নজিরবিহীন। একজন নবী হইয়া কোন 'গায়রুল্লাহ'কে এই পরিমাণ ভালবাসিবার কারণ কি ছিল?

জবাব ঃ পুত্রের প্রতি ইয়া'কূব (আ)-এর ভালবাসা ছিল ইউসুফ (আ)-এর অস্তিত্বে বিদ্যমান সমুজ্জল ভবিষ্যতের ও নবুওয়াতের দীপ্তিমান সৌন্দর্যের ভালবাসা। সুতরাং এই ভালবাসাও ছিল অপার্থিব ও আখিরাতমুখী ভালবাসা। মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-এর আধ্যাত্মিক গবেষণা অনুযায়ী, ইহা জাগতিক কোন বিষয়, উহা যতই আকর্ষণীয় ও সুন্দর হউক, উহার প্রতি ভালবাসা অবশ্যই গর্হিত ও নিন্দনীয় বিষয়। তবে পৃথিবীতে এমন কিছু বিষয় রহিয়াছে যাহা মূলত আখিরাতের সহিত সম্পৃক্ত এবং উহার প্রতি ভালবাসা প্রকৃত বিচারে আখিরাতের ভালবাসারূপেই বিবেচিত। মুজাদ্দিদ (র)-এর মতে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর সমগ্র অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীর বুকে একটি আখিরাতের বিষয়

তথা একটি জান্নাতী অস্তিত্ব। ইয়া'কূব (আ)-এর প্রচণ্ড ভালবাসা ছিল পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান এই আখিরাতী বিষয় ও জান্নাতী বস্তুর প্রতি ভালবাসা। সুতরাং উহা নবুওয়াতী মর্যাদার পরিপন্থী নহে (তাফসীরে মাজহারী, ৫খ., ১৮৮-১৯৩; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ১১৭, ১১৮)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবন-চরিতে শিক্ষণীয় বিষয়

ইতিহাসের তথ্য মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, সুযোগ-দুর্যোগ ও সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্নমুখী স্বভাব-চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ এবং উল্লিখিত পরিস্থিতিসমূহে মানুষের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার বহুল উপকরণ।

(ক) ঐতিহাসিক তথ্য- উপকরণ ঃ ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় কানআনবাসী বনী ইসরাঈলের মিসর গমনের পটভূমি বিবৃত হইয়াছে। সেই সাথে ইতিহাসের জন্য প্রয়োজনীয় সমকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ রহিয়াছে। ইয়া'কূব ও ইউসুফ (আ)-এর সমকালে বর্তমান যুগের ন্যায় একদিকে নগর সভ্যতা ও অপরদিকে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ অথবা নিরুপদ্রব কোলাহলমুক্ত পল্লী জীবনের আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিরংকুশ রাজতন্ত্রের সাথে সক্রিয় মন্ত্রী পরিষদের অস্তিত্ব মোটামুটি সুশৃঙ্খল ও সংহত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারিতার উপস্থিতি ও আযীয মিসর কর্তৃক পারিবারিক মান-মর্যাদা রক্ষার খাতিরে নির্দোষ ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়। আবার উচ্চতর আদালতে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তি লাভ এবং তাঁহার যোগ্যতা ও গুণের কদর করিয়া তাঁহার বিগত জীবনে গোলাম থাকিবার বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া শাসন-প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আসীন করা দ্বারা একদিকে যোগ্যতার কদর ও অপরদিকে রাজার নিরংকুশ ক্ষমতার আভাসও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পূর্বাপর ঘটনাবলীর বিবরণে উপর তলায় ক্ষমতার অপব্যবহারের অস্তিত্ব থাকিলেও সাধারণভাবে ব্যাপক দুর্নীতিমুক্ত আইনের শাসন প্রচলিত থাকিবার, নাগরিক কল্যাণ ও প্রজা পালনে রাষ্ট্রের কর্তব্যপরায়ণতা, নাগরিক অধিকার রক্ষা, সাধারণভাবে জনতার আইন মানিয়া চলা, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টনের নীতিমালা প্রতিপালন, চুরির শাস্তি প্রদানে রাষ্ট্রীয় বিধান লংঘনের সুযোগ না থাকা ইত্যাদির প্রতি ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় আলোকপাত হইয়াছে। আধুনিক নগর সভ্যতার উপকরণসমূহ রাজ-প্রাসাদ, অভিজাত আবাসিক এলাকা, হাটবাজার ও বাণিজ্য কেন্দ্র, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের জন্য কারাগার ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের সুরক্ষার জন্য নগর পরিধির বাহিরে কারাগারের অবস্থান, আধুনিক আপ্যায়ন ভোজ সভা, সোফাসেট, ছুরি, চাকুর ব্যবহারমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বিলাসী জীবন ইত্যাদির প্রতিও স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বাণিজ্য কাফেলাসমূহের দূর-দূরান্তে গমনাগমন, মিসরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ার সাথে সাথে সহজেই মানুষকে গোলাম-বাঁদী বানানো এবং পশুপালের ন্যায় মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের হাটবাজারের অস্তিত্বের সন্ধান ইহাতে পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক কাফেলা ছাড়া দুর্ভিক্ষকালে দেশে-বিদেশে বহু কাফেলার মিসরমুখী অভিযাত্রাও লক্ষণীয়।

রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। উহা এই যে, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভৌগোলিক সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা ও তদুদ্দেশ্যে বাহিনী গঠন এবং রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থার প্রচলন না থাকিলেও দেশী-বিদেশী পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবস্থা বহুলাংশে বিদ্যমান ছিল এবং ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় ইয়া'কূব (আ) ও তাঁহার পুত্রদের অভিবাসন ও 'নাগরিকত্ব' প্রদান প্রক্রিয়া যাহা রাজার প্রত্যক্ষ নির্দেশ বা অনুমোদনে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বিদেশী ইউসুফ (আ)-কে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে গ্রহণের স্বীকৃতিও লক্ষণীয়। আবার বনী ইসরাঈলের সুদীর্ঘ কাল (প্রায় চার শত বৎসর) মিসরে অবস্থান এবং সেখানকার জন-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ার পরেও নাগরিক অধিকারে বৈষম্য, তাহাদের উপর 'বিদেশী' ছাপ অব্যাহত থাকা ও দাসসুলভ জীবন-যাপন করা এবং অবশেষে মিসর ত্যাগে বাধ্য হওয়া বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির সহিত তুলনীয়।

সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অধুনিকতা ও প্রাচুর্যপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপনের অপরিহার্য পরিণতিরূপে নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারী স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারিতা ও বল্গাহীনতা, বিশেষত উপর তলার সমাজে অশ্লীলতা ও অধিকারের নামে নারীর লজ্জাহীনতা, পরকীয়া প্রেমের চর্চা, নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং নারীর কাছে পুরুষের এক ধরনের 'বশীভূত' জীবন যাপন দ্বারা সমকালীন মিসরীয় সমাজে প্রচলিত থাকার প্রমাণ ইউসুফ বৃত্তান্তে বিদ্যমান। জুলায়খা ও তাহার সখীদের আচরণ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় (দ্র. ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ., ৬৬৩, ৬৬৯, ৬৭০)। ইউসুফ (আ)-এর জীবন কাহিনী হইতে তখনকার মিসরীয় সমাজে মদের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজাকে সূরা পরিবেশনের জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী বা সাকী ছিল। সাকীর দেখা স্বপ্নে মদ তৈরীর (اعصر خمرا) উল্লেখ রহিয়াছে।

তখনকার কানআনী ও মিসরীয় সমাজে এবং নবী পরিবার ও রাজপরিবারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের চর্চা বিদ্যমান ছিল। প্রসঙ্গত ইয়াকূব (আ), ইউসুফ (আ), বন্দীদ্বয় ও রাজার স্বপ্ন এবং ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যার ইল্‌ম প্রদান এবং ইউসুফ (আ) কর্তৃক আল্লাহ্ প্রদত্ত এই যোগ্যতার জন্য শুকরিয়া আদায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য (দ্র. ১২ ঃ ৪, ২১, ৩৬, ১০১)।

সমকালীন ধর্মীয় অবস্থা

কানআন ইবরাহীমী বংশধরদের প্রভাবিত অঞ্চল হইলেও ইহার আশপাশে তখনও মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে ইউসুফ (আ.)-এর মাতা কর্তৃক ইউসুফের নানার মূর্তি সরাইয়া ফেলিবার পরামর্শ প্রদান উল্লেখযোগ্য। মিসরে তখন পৌত্তলিকতা ও আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস বিরাজ করিতেছিল। কারাগারে বন্দীদ্বয়ের স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রাক্কালে ইউসুফ (আ)-এর ভাষণে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। (تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) ১২ ঃ ২৭ ; (أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ) - ১২ ঃ ৩৯ ; (أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا) রাজা ও ক্ষমতাসীনরা অবতারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল (পূর্ব আলোচনা দ্র.)। এমনকি পরবর্তী ফির'আওন নিজেকে 'বড় খোদা' বলিয়া দাবি করিয়াছিল। তবে সন্নিকটে ইবরাহীম একত্ববাদের প্রভাব অথবা মিসর অঞ্চলে পূর্ববর্তী নবীগণের সঠিক ধর্মের অবশিষ্ট প্রভাবরূপে একত্ববাদ, আখিরাত, আল্লাহ্র ভয় ইত্যাদি বিষয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। যুলায়খার ফুসলানোর

জবাবে 'মাআযাল্লাহ' বলা, অনাচারীরা সফলকাম হয় না বলা (১২ঃ ২৩), আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সার্থকতা দান করেন না (১২ ঃ ৫২) বলা, আযীয মিসর কর্তৃক যুলায়খাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ইসতিগফার করিতে বলা (১২ ঃ ২৯), চুরির অভিযোগ খণ্ডনে ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের 'আল্লাহ্র নামে কসম খাওয়া (১২ ঃ ৭৩) এবং আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়া ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের অপরিচিত ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত আযীয— ইউসুফের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া ইত্যাদি দ্বারা সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কারাগারে তাওহীদের অনুকূলে ইউসুফ (আ)-এর ভাষণ ও ইউসুফ (আ)-এর আহবানে রাজার ইসলাম গ্রহণ দ্বারা অন্তত ধর্মীয় ব্যাপারে নমনীয়তার আভাস পাওয়া যায়। রাজার ইসলাম গ্রহণ ইউসুফ (আ)-এর চেষ্টা ও প্রভাবের ফল হইলে মিসরীয় সমাজ কর্তৃক তাহাদের রাজার ধর্ম পরিবর্তন এবং ইউসুফ (আ)-কে আযীয পদে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হওয়া দ্বারা একদিকে দীন প্রচারে সফলতার প্রমাণের সাথে সাথে মিসরীয় সমাজে তাওহীদ বিদ্যমান থাকা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সামাজিক নমনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানব জীবনের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়

(১) ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন বর্ণনার পর ইয়াকূব (আ) কর্তৃক তাঁহার স্বপ্ন ভাইদের নিকট বর্ণনা করিতে নিষেধ করা দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বপ্ন যে কোন লোকের নিকট বর্ণনা করা সঙ্গত নয় (১২ ঃ ৫)। হাদীছ শরীফেও অনুরূপ নির্দেশ রহিয়াছে (মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, ১০)।

(২) পাপাচারী মুসলিম, এমনকি অমুসলিমের স্বপ্নও সত্য হইতে পারে। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় দুই বন্দীর স্বপ্ন ও বাদশাহ্র স্বপ্ন ইহার প্রমাণ।

(৩) কাহারও অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার কুস্বভাব বা মন্দ ইচ্ছা সম্পর্কে কাহাকেও সতর্ক করা বৈধ, ইহা গীবত বা পরনিন্দা নয়। ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার ঘটনা ইহার প্রমাণ।

(৪) নিজের সুখ ও উন্নতির কথা প্রকাশ পাইলে কেহ হিংসা করিতে পারে বা ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিতে পারে এমন আশংকা থাকিলে উহা প্রকাশ না করাই সমীচীন।

(৫) ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সুদীর্ঘকাল পরেও প্রকাশ পাওয়া দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন স্বপ্নের বাস্তবায়ন দীর্ঘকাল পরেও হইতে পারে (মাআরিফ, ৫খ., ১১, ১২)।

(৬) ইউসুফ (আ)-কে ভ্রমণ-বিনোদন ও খেলাধুলায় নিয়া যাওয়া সংক্রান্ত পুত্রদের প্রস্তাবে ইয়াকূব (আ) তাঁহার নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, খেলাধুলার অবৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। ইহাতে ভ্রমণ-বিনোদন ও খেলাধূলার বৈধতা সাব্যস্ত হয়। সহীহ হাদীছেও শরীআতের সীমারেখা লংঘিত না হওয়ার শর্তে ইহার বৈধতা বিবৃত হইয়াছে (ঐ, ৫খ., ২১)।

(৭) ইউসুফ (আ)-এর অক্ষত জামা দেখিয়া ইয়াকূব (আ) পুত্রদের মিথ্যা ভাষণের বিষয়টি আঁচ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিচারক ও সালিশগণকে বাদী-বিবাদীর দাবি ও প্রমাণের সহিত আনুসংগিক আলামত ও নিদর্শনের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে (ঐ, ৫খ., ২৫, ২৬)।

(৮) পাপের কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্বাধিক শক্তিশালী উপায় আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করা। যুলায়খার আহবানকালে ইউসুফ (আ)-এর مَعَاذَ اللّٰهِ বলা দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় (ঐ, ৫খ, ৩৩)।

(৯) রুদ্ধদ্বার কক্ষ হইতে ইউসুফ (আ)-এর পলায়নের প্রচেষ্টা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন স্থানে পাপে লিপ্ত হওয়ার আংশকা দেখা দিলে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান এবং সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায়ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ও সাধ্য অনুসারে কাজ করা বাঞ্ছণীয় (ঐ, ৫খ., ৪৩)।

(১০) ইউসুফ (আ)-এর আত্মপক্ষ সমর্থন (رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَّفْسِىْ ; ১২ ঃ ২৬) দ্বারা বুঝা যায় যে, মিথ্যা অপবাদ মাথায় পাতিয়া নেওয়া তাওয়াকুল বা বুযুর্গী নহে, বরং উহার প্রতিবাদ করিয়া নিজের সাফাই পেশ করাই নবীগণের সুন্নাত (ঐ, ৫খ., ৪৪)।

(১১) অপরাধী সনাক্তকরণ ও মোকদ্দমার ফয়সালার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণই মৌলিক বিষয়। তবে আনুসঙ্গিক আলামত দ্বারা ঘটনার যথার্থতা উদ্ঘাটন করিবার জন্য সহায়তা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় জামা পিছন হইতে ছেঁড়া হওয়া যুলায়খার অপরাধের আলমতরূপে বিবেচিত হইয়াছিল (ঐ. ৫খ., ৪৫)।

(১২) اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ। (তোমাদের চক্রান্ত ভীষণ) এই আয়াত দ্বারা নারীদের হইতে সতর্ক থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায় (কুরতুবীর বরাতে মাআরিফুল কুরআন, ৫খ., পৃ. ৪৬)।

(১৩) গুনাহ ও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে কোন পার্থিব বিপদ বরণ করা উত্তম। "তাহারা যেদিকে আমাকে আহবান করিতেছে উহার চেয়ে কারাগার আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়" ইউসুফ (আ)-এর উক্তি দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয় (ঐ, ৫খ., ৫১)। হাদীছে উভয় সংকটের ক্ষেত্রে সহজতরটি গ্রহণ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে।

(১৪) জেলখানার বন্দীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগে তাহাদিগকে দীনের দাওয়াত প্রদান এবং তাহাদিগকে অকৃষ্ট করিবার জন্য ইউসুফ (আ) কর্তৃক নিজের বিশেষ গুণের উল্লেখ দ্বারা দা'ঈ ও মুবাল্লিগদের জন্য এই শিক্ষণীয় বিষয় লাভ করা যায় যে, দীনের দা'ঈ ও মুবাল্লিগ সর্বদা তাহার কর্মসূচীর জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন এবং জনগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রয়োজনে নিজের বাস্তব যোগ্যতার কথা বিনয়ের সহিত প্রকাশ করিতে পারিবেন (ঐ, ৫খ., ৪৬)।

(১৫) জেলে অবস্থানকালে ইউসুফ (আ)-এর আচরণ, বিশেষত জেলের অপরাধীদের সহিত তাঁহাদের সহমর্মিতা ও সহযাত্রী বন্দীদ্বয়ের সহিত আচার-ব্যবহারের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে।

(১৬) বন্দীদ্বয়ের বক্তব্য 'আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখিতেছি' (نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ; ১২ ঃ ৩৬) দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা পুণ্যবান লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে (ঐ, ৫খ, ৫৮)।

(১৭) ইউসুফ (আ) বন্দীদ্বয়ের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত সাকীকে রাজার নিকটে তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহা প্রমাণ করে যে, সমস্যার সমাধান ও বিপদমুক্তির জন্য কাহাকেও মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় (ঐ, ৫খ, ৫৯)।

(১৮) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীর ইউসুফ (আ)-এর কথা ভুলিয়া যাওয়া দ্বারা এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোন মানুষকে বিপদ মুক্তির মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা অবৈধ না হইলেও বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নবীগণের জন্য আল্লাহ ও তাঁহাদের মধ্যে কোন মাধ্যম থাকা বাঞ্ছনীয় নয় (ঐ, ৫খ., ৫৯)।

(১৯) অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ (আ) বাদশাহ্‌র স্বপ্নের ব্যাখ্যার সহিত দুর্ভিক্ষের কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার উপায়ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। একজন আদর্শ মুমিনের করণীয়ও অনুরূপ (ঐ, ৫খ., ৬৪)।

(২০) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী কর্তৃক ইউসুফ (আ) সম্পর্কে অবহিত হইবার পর বাদশাহর স্বপ্নের সূত্রে ইউসুফ (আ)-এর মুক্তি লাভের দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশিষ্ট বান্দাগণকে কাহারও অনুগ্রহ বা উপকারের পাত্র না বানাইয়া নিজের পক্ষ হইতে তাহাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন (ঐ, ৫খ., ৬৯)।

(২১) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী দীর্ঘদিন পরে রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আনিবার জন্য কারাগারে আসিলে ইউসুফ (আ) তাঁহার কথা ভুলিয়া যাওয়ায় সাকীকে কোনরূপ ভর্ৎসনাও করিলেন না। ইহা দ্বারা এইরূপ ক্ষেত্রে করণীয় আদর্শের শিক্ষা লাভ করা যায়।

(২২) দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত ইউসুফ (আ)-এর পরামর্শ ও কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সমাজের নেতৃত্বদানকারী আলিমগণকে জনসাধারণের দীনী কল্যাণ ও জাহান্নাম হইতে বাঁচাইবার দায়িত্ব পালনের সহিত তাহাদের পার্থিব জীবন-জীবিকা ও অর্থনৈতিক বিষয়েও সুপরামর্শ দিতে হইবে। (ঐ, ৫খ., ৭০)

(২৩) কারাগার হইতে মুক্তি লাভের জন্য নারী সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের ব্যাপারে ইউসুফ (আ)-এর জোর দাবি দ্বারা এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে সমাজের নেতৃত্বধানকারী 'আলিম ও দা'ঈগণকে নিজেদেরকে দোষমুক্ত ও অপবাদমুক্ত রাখিবার ব্যাপারে যত্নবান থাকিতে হইবে। যাহাতে সাধারণ জনতার পক্ষে তাহাদিগকে মান্য করা সহজ হয়। (ঐ, ৫খ., ৭০)

(২৪) তদন্ত দাবীতে ইউসুফ (আ.) কর্তৃক যুলায়খার কোন প্রকার উল্লেখ না করা হইতে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, সম্মানিত ব্যক্তিদের বিপক্ষে কোন অভিযোগ উত্থাপনে যথাসাধ্য ভদ্রতা রক্ষা করা উচিত (ঐ, ৫খ., ৭০,৭১)।

(২৫) তদন্তে নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরেও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া নিরবতা অবলম্বন করা উচিৎ।

(২৬) পবিত্র ও দোষমুক্ত থাকাকে নিজের যোগ্যতা মনে না করিবার শিক্ষা রহিয়াছে। ইউসুফ (আ.) وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ দ্বারা নিজেকে নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দোষমুক্ত থাকা নিজের কৃতিত্ব নহে, বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (মাআরিফ, ৫খ., ৭২)।

(২৭) আমারকে দেশের ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োগ করুন (اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ) ইউসুফ (আ.)-এর এই বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা প্রকাশ করা দূষীয় নহে।

(২৮) তদ্রুপ নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে রাষ্ট্রীয় পদে প্রার্থী হওয়া উত্তম।

(২৯) অনুরূপভাবে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, কোন অমুসলিম সরকারের অধীনে দায়িত্ব পালনে স্বাধিকার লাভের সুযোগ থাকিলে সাধারণ জনতার সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশে উচ্চ পদের দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ (কুরতুবীর বরাতে, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., ৭৮-৮০, মাজহারী, ৫খ., ১৭৩)।

(৩০) দুর্ভিক্ষকালে ইউসুফ (আ) খাদ্য মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং জনপ্রতি এক উটের বোঝা পরিমাণ রেশন প্রদানের বিধান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা খাদ্যাভাবের সময় এবং জাতীয় দুর্যোগ মুহূর্তে জনস্বার্থ ও খাদ্য সরবরাহে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ এবং মূল্য নির্ধারণ তথা রেশন পদ্ধতির বৈধতা প্রমাণিত হয় (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ., ৮৭)।

(৩১) পুত্রদের সহিত ইয়াকূব (আ)-এর আচরণে অপরাধী ও অবাধ্য সন্তানের প্রতি পিতা ও অভিভাবকের কাঙ্ক্ষিত আচরণের আদর্শ রহিয়াছে। পুত্রদের বহুবিধ অপরাধ সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে বিতাড়িত বা ত্যাজ্য না করিয়া নিজের সহিত সহ অবস্থানের সুযোগ দিলেন। উপরন্তু, এই পুত্রগণকেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিসরে পাঠাইলেন এবং বিনয়ামীনকেও তাহাদের সহিত যাওয়ার অনুমতি দিলেন ও সর্বশেষে তাহাদিগকেই ইউসুফকে সন্ধান করিবার দায়িত্ব প্রদান করিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তান কোন অপরাধ করিয়া ফেলিলে পিতার কর্তব্য তাহাদিগকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা এবং সংশোধিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত সম্পর্ক কর্তন না করা। অন্যথায় হিতে বিপরীত হইতে পারে। বস্তুত ইয়াকূব (আ)-এর এই কর্মপন্থায় সুফল হইয়াছিল এবং পুত্রগণ অনুতপ্ত ও সংশোধিত হইয়াছিল (মাআরিফ, ৫খ., ৯২, ৯৩)।

(৩২) ইয়াকূব (আ)-এর আচরণে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বিনয়ামীনকে অপরাধী পুত্রদের সহিত যাওয়ার অনুমতি প্রদানকালে তাহাদের পূর্ব-অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে অনুতপ্ত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৩৩) ইয়াকূব (আ) পুত্রদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখিয়াছিলেন (ঐ, ৫খ., ৯৩)।

(৩৪) দ্বিতীয়বার পুত্রদের মিসর প্রেরণকালে ইয়াকূব (আ)-এর উপদেশ ও কর্মপদ্ধতিতে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ. পৃ. ৮৭-১৩৪)।

মোটকথা ইউসুফ (আ)-এর জীবনী ও ঘটনাবলী শুধু জীবনবৃত্তান্ত নহে, বরং ইহার প্রতি পদে পদে রহিয়াছে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ এ উত্থান-পতন তথা সার্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য আদর্শ ও চিরন্তন শিক্ষণীয় বিষয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম-তরজমা, ই.ফা.বা; (২) আবু মুহাম্মাদ আল-বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল; (৩) আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমূদ ইবন উমার আয-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ; (৪) ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী, মাফাতীহুল গায়ব (তাফসীরে কাবীর); (৫) ইমাম ইবন জারীর আত্-তাবারী; (৬) ঐ, তারীখুত তাবারী, ১খ; (৭) ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর, তাফসীর, ২খ.; (৮) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, আল-জামিলি-আহকামিল কুরআন ;(৯) আবদুল্লাহ ইবন উমার আল-বায়দাবী, আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল; (১০) আবুল ফাদল শিহাবুদ্দীন সায়্যিদ মাহমূদ আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, (১১) কাযী ছানাউল্লাহ পানীপথী, তাফসীরুল মাজহারী; (১২) আশরাফ আলী থানবী, বায়ানুল কুরআন; (১৩) শাব্বীর আহমাদ উছমানী, তাফসীর; (১৪) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী; (১৫) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরিফুল কুরআন; (১৬) মাওলানা ইদ্‌রীস কান্ধলাবী, মাআরিফুল কুরআন; (১৭) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তরজমানুল কুরআন; (১৮) ঐ লেখক, হযরত ইউসুফ (আ); (১৯) সায়্যিদ কুতব, ফী জিলালিল কুরআন, উরদূ অনু.; (২০) ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, ১খ.; (২১) আবূ ইসহাক আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আছ্‌-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া (আল-আরাইস); (২২) মুহাম্মাদ আহমাদ, যাদুল মাওলা প্রমুখ, কাসাসুল কুরআন, মিসর, ১০ মু., ১৯৬৯; (২৩) হিফজুর রহমান সিউহারাবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ.; (২৪) জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন; (২৫) ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ২২খ.; (২৬) বাইবেল, আদিপুস্তক ও যাত্রাপুস্তক।

মুহাম্মাদ ইসমাইল

১৩

হযরত শু'আয়ব (আ)

حضرت شعيب عليه السلام

হযরত শু'আয়ব (আ)

হযরত শু'আয়ব (আ)-এর নাম

আল-কুরআনে উল্লিখিত একজন মর্যাদাবান ও সম্মানিত নবী। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ (ক) রাওয়াইল (REGUEL), (Book of Exodus, 2 : 18) old Testament; (খ) ইয়াথরো (JETHRO), (Book of Exodus. 03 : 01 & 18 : 02); (গ) হুবাব (HOBAB), (Book of Numbers, 10 : 29)।

তবে তাওরাতের (Book of Numbers, 10 : 29)-এ রাওয়াইলকে হুবাবের পিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অবশিষ্ট দুই নাম- ইয়াথরো এবং হুবাব সম্পর্কে বিখ্যাত জার্মান লেখক Heinrich Buald বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম হুবাব এবং ইয়াসরো বা জিথরো একটি সম্মানসূচক পদবী। ইহার শাব্দিক অর্থ পরিপূর্ণ, যেমনভাবে মুসলমানগণ তাহাদের নামের পূর্বে 'ইমাম' ব্যবহার করিয়া থাকেন (বানী-ইসরাঈলদের ইতিহাস, ইংরেজী অনূদিত ১খ., পৃ. ২৫, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৬০)।

কুরআনুল কারীমে তাঁহার নাম শু'আয়ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-কুরআনে মোট ১১ বার তাঁহার নাম আসিয়াছে। সূরা আল-আ'রাফে ৫ বার, আয়াত নং ৮৫, ৮৮, ৯০ ও ৯২ (দুই বার); সূরা হূদ এ ৪ বার-আয়াত নং ৮৪, ৮৭, ৯১ ও ৯৪।

সূরা আল-আনকাবূত-এ ১ বার, আয়াত নং ৩৬; সূরা আশ-শু'য়ারা-এ ১ বার, আয়াত নং ১৮৮।

হযরত শু'আয়ব (আ)-এর বংশপরিচয়

শু'আয়ব (আ)-এর বংশপরিচয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বর্ণনা রহিয়াছে। প্রথমত, শু'আয়ব ইবন ছয়ফূর ইবন আইফা ইবন নাবিত ইবন মাদইয়ান ইবন ইবরাহীম (তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ., পৃ. ৩১৯)। দ্বিতীয়ত, আল্লামা ইবনুল আছীর বলিয়াছেন, শু'আয়ব-এর নাম ছিল ইয়াছরুন ইবন দাইয়ুন ইবন আনকা ইবন নাবেত ইবন মাদ্‌য়ান ইবন ইবরাহীম (আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৮৮৮)। তৃতীয়ত, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলিয়াছেন, শু'আয়ব ইবন মিকাইল ইবন ইয়াশজুর ইবন মাদয়ান ইবন ইবরাহীম (তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ., পৃ. ৩১৯)। চতুর্থত, ইবন খালদূন বলিয়াছেন,

শু'আয়ব ইবন নাওয়াল ইবন রা'ওয়াইল ইবন আ'য়া ইবন মাদয়ান ইবন ইবরাহীম (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ. পৃ. ৬২)। ইব্‌নে কাছীর বলিয়াছেন, শু'আয়ব ইবন নওয়ার ইবন আইফা ইবন মাদয়ান ইবন ইবরাহীম অথবা শু'আয়ব ইবন দায়ফুর ইবন আইফা ইবন সাবিত ইবন মাদয়ান ইব্‌ন ইবরাহীম। তাঁহার বংশ-পরিচয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য মতও রহিয়াছে (দ্র. আল-বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৭৩)। বিভিন্ন মতামতে ব্যবহৃত, ছয়ফুন (صيفون), দাইয়ুন (ضيعون) এবং দায়ফুর (ضيفور) সম্ভবত একই নামের বিভিন্ন রূপ। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মতামতে ব্যবহৃত আইফা (عيفا), আনকা (عنقا), 'আয়া (عيا) -ও একই নামের বিভিন্ন রূপ বলিয়া মনে হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তিনজন স্ত্রী ছিলেন ঃ (১) হযরত সারাহ, (২) হযরত হাজেরা ও (৩) হযরত কাতূরা। হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সম্পর্ক হইল হযরত কাতূরা-এর সহিত। বাইবেলে কোথাও এক জায়গায়ও তাঁহার বংশ-পরিক্রমা উল্লেখ করা হয় নাই। তবুও বিভিন্ন স্থানের বর্ণনার আলোকে তাঁহার বংশ-পরিক্রমা নিম্নরূপে সাজানো যায় ঃ
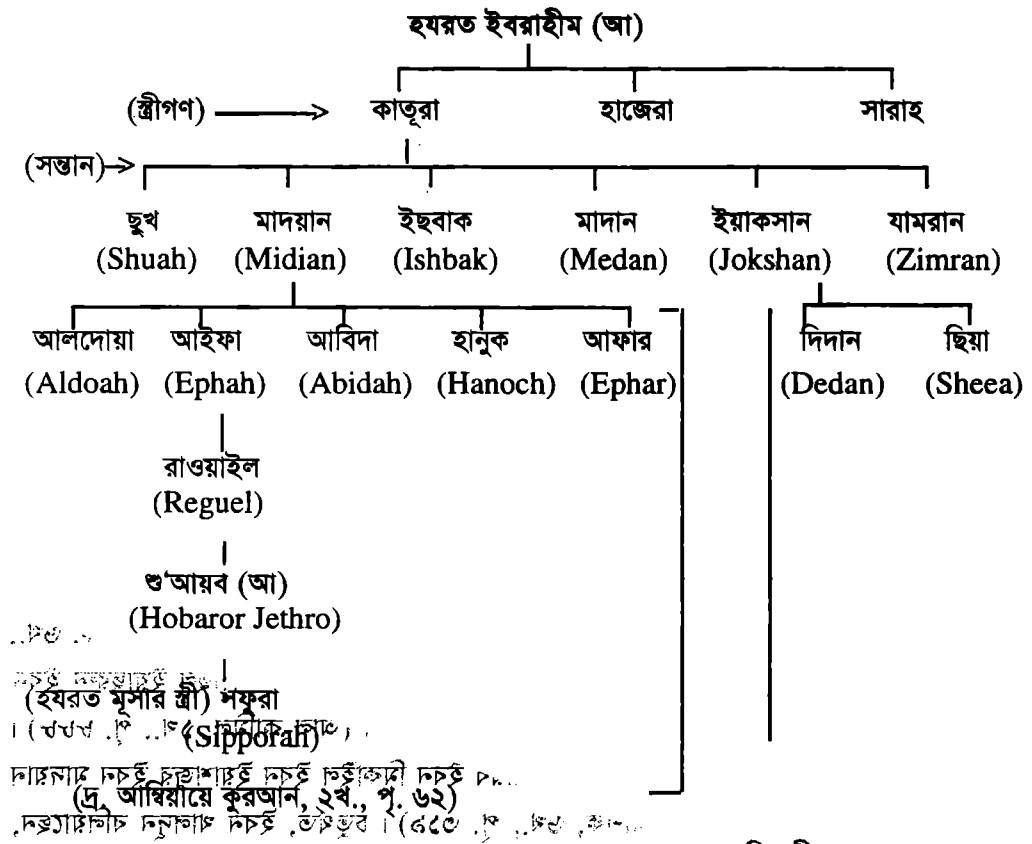
কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত শু'আয়ব (আ)-এর মাতা হযরত লূত (আ)-এর কন্যা ছিলেন (দ্র. তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ., পৃ. ৩১৯)। তবে ইবনুল আছীর বলিয়াছেন যে, তাঁহার মাতা নহে, বরং তাঁহার মাতামহী লূত (আ)-এর কন্যা ছিলেন, (আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৮৮)।

হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সময়কাল

ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠদশ/সপ্তদশ শতকের দিকে হযরত শু'আয়ব (আ)-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। হযরত মূসা (আ) যখন পরিপূর্ণ যৌবন বয়স কাটাইতেছিলেন সে সময় হযরত শু'আয়ব (আ) বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। আর হযরত মূসা (আ)-এর সময়কাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫২০ সাল হইতে ১৪০০ সাল পর্যন্ত (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৬২)।

আল-কালকাশান্দীর মতে হযরত শু'আয়ব (আ) মূসা (আ)-এর বেশ কয়েক শতাব্দী পরে আগমন করিয়াছিলেন; তথা খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল (সুবহুল আ'শা, ৪খ., পৃ. ১৬)। তবে হযরত শু'আয়ব (আ) নিঃসন্দেহে মুসা (আ)-এর পূর্বে ছিলেন, কেননা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নূহ, হূদ, সালিহ, লূত এবং শু'আয়ব (আ)-এর বর্ণনা পেশ করিবার পরে বলেন ঃ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْضِهِ مُوْسَى بِاٰيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاهِ ·

"তাহার পরে মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার পরিবারবর্গের কাছে পাঠাইয়াছি" (৭ ঃ ১০৩)।

আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নিঃসন্দেহে শু'আয়ব (আ) মূসা (আ)-এর পূর্বে আগমন করিয়াছিলেন। সূরা আল-হাজ্জ-এও রহিয়াছে এবং সূরা আল-আনকাবূতেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় (দ্র. ২২ ঃ ৪৪ ও ২৯ ঃ ৩৬-৩৯)।

আল-কুরআনে শু'আয়ব (আ)

আল-কুরআনে হযরত শু'আয়ব (আ) সম্পর্কে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ · وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهِ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ · وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ · قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ · قَدِ افْتَرَيْنَا

عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ. وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ. فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كَافِرِيْنَ.

"আমি মাদ্‌য়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওযন ঠিকভাবে দিবে, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না, তোমরা মুমিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর। তাহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসিয়া থাকিবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে বাধা দিবে না এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিবে না। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তোমরা তাহা লক্ষ্য কর। আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, হে শু'আয়ব! তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে আমরা বহিষ্কৃত করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সে বলিল, যদিও আমরা উহা ঘৃণা করি তবুওঃ তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নহে। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত; আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তাহার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলিল, তোমরা যদি শু'আয়বকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়। মনে হইল, শু'আয়বকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নাই। শু'আয়বকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সে তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদিগকে পৌছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি" (৭ঃ ৮৫-৯৩)!

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ. وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَا اَنَا
عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ. قَالُوْا يَا شُعَيْبُ اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيْدُ
اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ
اُنِيْبُ. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا
قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ. وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ. قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا
مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطِىْ اَعَزُّ
عَلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ
عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَّارْتَقِبُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا
نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ.
كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ.

"মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে আমি পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, মাপে ও ওজনে কম করিও না। আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিতেছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করিতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তির। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিও ও ওজন করিও, লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত যাহা বাকি থাকিবে তোমাদের জন্য তাহা উত্তম; আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি। উহারা বলিল, হে শু'আয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যাহার ইবাদত করিত আমাদেরকে তাহা বর্জন করিতে হইবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা করি তাহাও? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, ভাল মানুষ। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব? আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করিতে চাহি। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী। হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ আপতিত হইবে যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, প্রেমময়। উহারা বলিল, হে শু'আয়ব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে

আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নহ। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক অবশ্যই তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি। যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু'আয়ব ও তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়িয়া রহিল, যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদ্য়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল ছামূদ সম্প্রদায়" (১১ ঃ ৮৪-৯৫)।

وَاِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَظَالِمِيْنَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ.

"আর 'আয়কা'বাসীরাও তো ছিল সীমালংঘনকারী। সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি, অবশ্য উভয়টিই প্রকাশ্য পথেপার্শ্বে অবস্থিত" (১৫ ঃ ৭৮-৭৯)।

كَذَّبَ اَصْحَابُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ. قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ. وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. قَالَ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

"আয়কাবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল, যখন শু'আয়ব উহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে। তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যাহারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না এবং ওজন করিও সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। তোমরা লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। এবং ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা বলিল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ। আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। সে বলিল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যাহা কর। অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে উহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল।

ইহা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু" (২৬ ঃ ১৭৬-১৯১)।

وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ.

"আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল; অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল" (২৯ ঃ ৩৬-৩৭)।

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَاَصْحَابُ لْئَيْكَةِ اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ.

"ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও 'আয়কা'র অধিবাসী; উহারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী"(৩৮ ঃ১৩)।

وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ.

"এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়; উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছিল" (৫০ ঃ ১৪)।

শু'আয়ব (আ)-এর সহিত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত হইয়াছিল এবং তিনি মূসা (আ)-এর সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সূরা কাসাস-এর ২২ হইতে ২৭ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ. فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ. فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ. قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"যখন মূসা মাদ্‌য়ান অভিমুখে যাত্রা করিল তখন বলিল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। সে মাদ্‌য়ানের কূপের নিকট পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল যে, একদল লোক তাহাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইতেছে এবং উহাদের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদের পশুগুলিকে আগলাইতেছে। মূসা বলিল, তোমাদের কি ব্যাপার? উহারা বলিল, আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদের পশুগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়।

আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। মূসা তখন উহাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইল। অতঃপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার কাঙ্গাল। তখন নারীদ্বয়ের একজন শরম জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমার পিতা তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, তোমাকে আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, ভয় করিও না। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। উহাদের একজন বলিল, হে পিতা! তুমি ইহাকে শ্রমিক নিযুক্ত কর, কারণ তোমার শ্রমিক হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। সে মূসাকে বলিল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে। যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তাহা তোমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে" (২৮ ঃ ২২-২৭)।

হাদীছ শরীফে শু'আয়ব (আ)

হাদীছ শরীফে হযরত শু'আয়ব (আ) সম্পর্কে খুব বেশি বর্ণনা পাওয়া যায় না। সিহাহ সিত্তাতে তাঁহার সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই। তবে অন্যান্য হাদীছের কিতাবে তাঁহার সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যেমন ঃ

(১) সহীহ ইবনে হিব্বান-এ আম্বিয়া ও রাসূলগণের আলোচনা প্রসঙ্গ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) আবূ যার গিফারী (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ هُوْدٌ وَّصَالِحٌ وَّشُعَيْبٌ وَّنَبِيُّكَ يَا اَبَا ذَرٍّ.

"নবীগণের মধ্যে চারজন আরবদের মধ্য হইতে ঃ হূদ, সালিহ, শু'আয়ব (আ) এবং তোমার নবী হে আবূ যর!"

(২) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَكَرَ شُعَيْبًا قَالَ ذَاكَ خَطِيْبُ الْاَنْبِيَاءِ.

"রাসূলুল্লাহ (স) শু'আয়ব (আ)-এর নাম উল্লেখকালে তাঁহাকে নবীদের মধ্যে বাগ্মী (খাতীবুল আম্বিয়া) বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন" (আল-বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৭৩)।

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আস (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَدْيَنَ وَاَصْحَابَ الْاَيْكَةِ اُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا النَّبِيَّ.

"নিশ্চয় মাদয়ান এবং আসহাবুল আয়কা দুইটি সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা শু'আয়বকে তাহাদের জন্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন" (আল-বিদয়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ১৭৮)।

শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের পরিচয়

কুরআনের বর্ণনাধারা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শু'আয়ব (আ) দুই সম্প্রদায়ের জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রথমত মাদ্য়ান সম্প্রদায়। ইহাদের প্রসঙ্গ আসিয়াছে সূরা আ'রাফের ৮৫ নম্বর আয়াতে, সূরা হূদের ৮৪. নম্বর আয়াতে এবং সূরা আনকাবূতের ৩৬ নম্বর আয়াতে। অন্যদিকে আসহাবুল আয়কার বর্ণনা আসিয়াছে সূরা হিজরের ৭৮ নং আয়াতে, সূরা শু'আরার ১৭৬ আয়াতে, সূরা সাদ-এর ১৩ নং আয়াতে এবং সূরা কাফ-এর ১৪ নং আয়াতে।

মাদ্য়ান সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান 'মাদ্য়ান'-এর বংশধর। শু'আয়ব (আ) এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাই কুরআনে যখন 'মাদয়ান'-এর প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হইয়াছে তখন শু'আয়বকে তাহাদের 'ভাই' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ·

"মাদয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম" (সূরা আ'রাফ-৮৫; হূদ-৮৪; আনকাবূত-৩৬)।

অন্যদিকে 'আসহাবুল আয়কা' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অন্য ছেলে 'ইয়াকসান'-এর পুত্র 'দিদান'-এর বংশধর। এই বংশে শু'আয়ব (আ) জন্মগ্রহণ না করিলেও তিনি তাহাদের জন্যও নবী ছিলেন। তাই কুরআনে যখন 'আসহাবুল আয়কা'-এর উল্লেখ আসিয়াছে, তখন শু'আয়ব-এর ক্ষেত্রে 'ভাই' বলিয়া পরিচয় পেশ করা হয় নাই। যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ·

"যখন শু'আয়ব তাহাদিগকে বলিয়াছিল" (১৭৭)।

একটি মত অনুযায়ী তাহারা পৃথক দুইটি সম্প্রদায়। কেননা সরাসরি আল-কুরআনেই ভিন্ন ভিন্ন বাচনভঙ্গী এবং বর্ণনাধারায় উভয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ আসিয়াছে। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদবীও এই মত পেশ করিয়াছেন (আরদুল কুরআন, ২খ., পৃ. ২১)।

হযরত শু'আয়ব (আ) এবং মাদ্য়ান প্রসঙ্গ

মাদ্য়ান সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আল-কুরআনে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রহিয়াছে ঃ

لَبِاَمَامٍ مُّبِيْنٍ ·

"প্রকাশ্য পথিপার্শ্বে অবস্থিত" (৭৯)।

এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মাদ্য়ানের মূল এলাকা হিজাযের উত্তর-পশ্চিমে এবং ফিলিস্তীনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। 'সাইনা' উপদ্বীপের পূর্ব কূলেও ইহার কিছু অংশ বিস্তৃত ছিল, তথা বর্তমান তাবূক এলাকার বিপরীত দিকে ছিল (মু'জামুল বুলদান, খ. ৫, পৃ. ৪১৮)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হিজাযের শেষ সীমানার পরে সিরিয়ার উপকণ্ঠে 'মাআন' নামক স্থানে তাহারা বসবাস করিত (মা'আল আম্বিয়া ফিল কুরআন, পৃ. ১৯৯)। প্রাচীন কালে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ঘেষিয়া ইয়ামন হইতে মক্কা ও ইয়ানবু হইয়া সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক হইতে মিসরের দিকে যাইত ইহাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এই জাতির জনপদসমূহ অবস্থিত ছিল (কাসাসুল কুরআন, খ.১, পৃ. ৩৪৪; তাফহীমুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ, খ.৪, পৃ. ৬৯)।

এই কারণে আরবের ছোট-বড় সবাই মায়দানী জাতি সম্পর্কে জানিত এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার পরও সমগ্র আরবে ইহাদের খ্যাতি অপরিবর্তিত ছিল। কেননা আরবাসীদের বাণিজ্য কাফেলা মিসর ও ইরাক যাইবার পথে দিন-রাত ইহাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়াই চলাচল করিত (তাফহীমুল কুরআন, খ. ৪, পৃ. ৬৯-৭০)।

লোহিত সাগরের ভিতরে এবং উপকূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত মাদ্য়ান অঞ্চল।
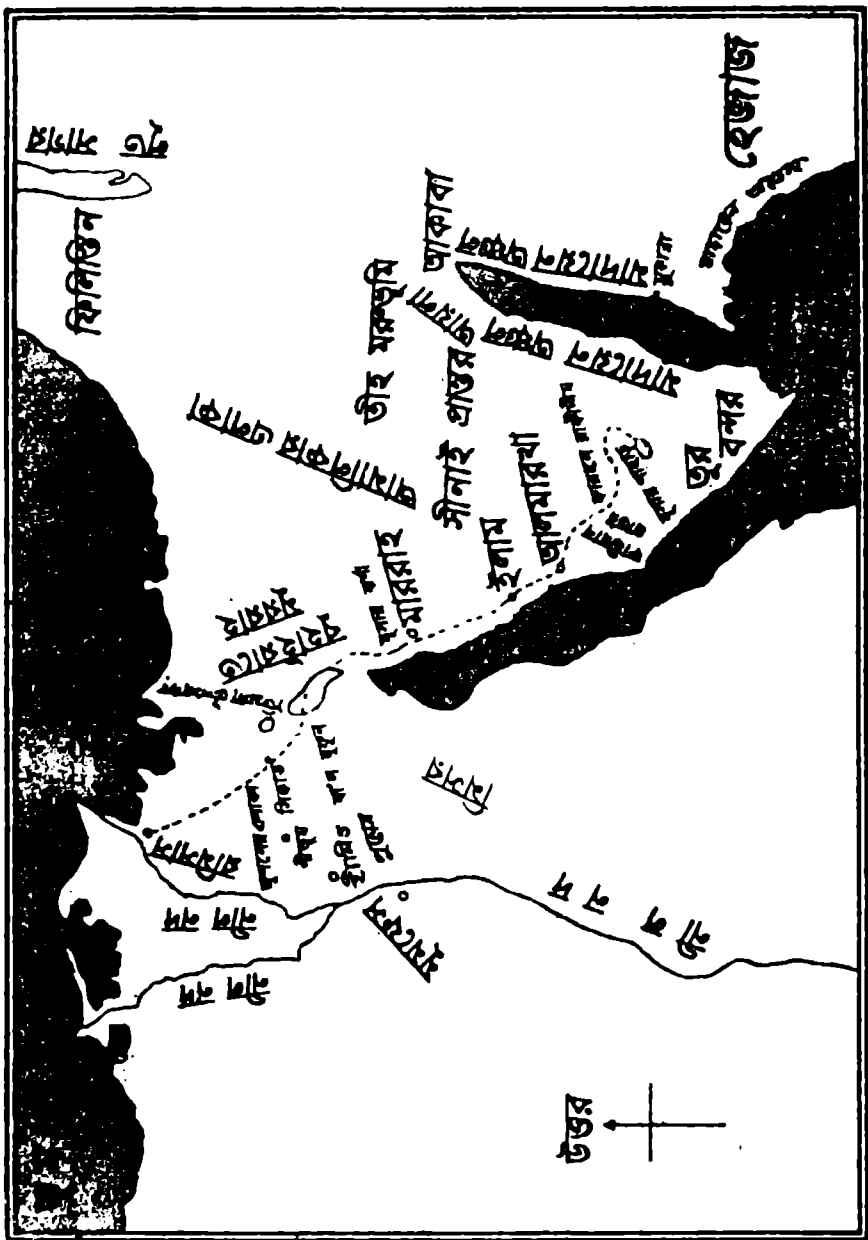
মাদ্‌য়ান-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

Old Testament-এর Book of Genesis-এর বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনা মোতাবেক খৃস্টপূর্ব বিংশ শতক পর্যন্ত 'মাদ্‌য়ান' এলাকার ইতিহাস জানা যায়। যে বাণিজ্য কাফেলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া 'কানআন' হইতে মিসরে লইয়া যায় এই বাণিজ্য কাফেলা ছিল মাদ্‌য়ান অধিবাসী ইসমাঈলী আরব। কুরআনুল কারীমের সূরা ইউসুফে ইহার বর্ণনা রাহিয়াছে ঃ

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.

"এক যাত্রীদল আসিল, উহারা উহাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করিল। সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিল, কী সুখবর! এই যে এক কিশোর! অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল। উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে; উহারা ছিল তাহার ব্যাপারে নির্লোভ" (১২ ঃ ২০)।

খৃস্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে মূসা (আ)-এর জীবনেও এই মাদ্‌য়ান-এর উল্লেখ রহিয়াছে। মূসা (আ) এই এলাকায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। The New Encyclopaedia Britannica (vol. 5, Page 551)-এর ভাষায় ঃ with whom Moses look refuge after he killed an Egyptian and whose (Hobab) doughter Moses married". আল-কুরআনেও এই প্রসঙ্গে বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

"যখন সে মাদয়ানের কূপের নিকট পৌঁছিল, দেখিল, একদল লোক তাহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে এবং উহাদিগের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদিগের পশুগুলিকে আগলাইতেছে। মূসা বলিল, তোমাদিগের কি ব্যাপার? উহারা বলিল, আমরা আমাদিগের পশুগুলিকে পানি পান করাইতে পারি না যতক্ষণ রাখালেরা তাহাদের পশুগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়" (সূরা কাসাস ঃ ২৩)

মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

এই সম্প্রদায় বহু পুরাতন সভ্যতার অধিকারী। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহারা বিভিন্ন নিয়মের অনুসরণ করিত। প্রত্যেক গোত্রের একজন গোত্রপ্রধান থাকিতেন, অন্যরা তাহার নির্দেশ মানিয়া চলিত। এই গোত্রপ্রধানকে 'শায়খ' অথবা 'বাদশাহ' বলা হইত (আম্বিয়ায়ে কুরআন, খ.২, পৃ. ৬৭)। তাহাদের মধ্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রেওয়াজ এবং অনুষ্ঠানাদির প্রচলন ছিল। নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা সংঘাত সৃষ্টি হইলে তাহারা গোত্রপ্রধানের নিকট মোকদ্দমা দায়ের করিয়া ফয়সালা করিয়া লইত (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৮৯)।

হযরত মূসা (আ) যখন এই এলাকায় আগমন করিয়াছিলেন তখন এই এলাকার 'শায়খ' ব প্রধান ছিলেন শু'আয়ব (আ)। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী বলা যাইতে পারে যে, শু'আয়ব (আ) মূসাকে সমাজ পরিচালনার বিধিবিধান শিক্ষা দিয়াছিলেন। মোটকথা, মাদয়ান সম্প্রদায় ছিল অনেক পুরাতন সভ্যতার ধারক ও বাহক (old Testament, Book of Exodus, 18 ঃ 20-22)।

মাদ্য়ান সম্প্রদায়ের পেশা

ইতোপূর্বে বর্ণিত মাদ্য়ান সম্প্রদায়ের ভৌগোলিক অবস্থান হইতে বুঝা যায় যে, হিজাযের উত্তর-পশ্চিম অংশে আফ্রিকা এবং আরব বাণিজ্য কাফেলাসমূহের যাতায়াতের সংযোগস্থলে এই সম্প্রদায় বসবাস করিত। তাহাদের মধ্য হইতে একটি বড় দল ব্যবসায়ী ছিল। তাই ইতিহাসে ইহাদিগকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহারাই ইতিহাসের সর্বপ্রথম জাতি যাহারা ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচয় লাভ করিয়াছে (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৬৮)।

তবে উহাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক দুর্নীতি ও অনুপ্রতারণা প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা যখন মানুষকে ওযন করিয়া দিত তখন মাপে কম দিত; কিন্তু নিজেরা যখন ওযন করিয়া লইত তখন মাপে বেশি লইত। তাহা ছাড়া তাহারা সূদ ভিত্তিক নিষিদ্ধ লেনদেনও করিত। অন্য যে পেশা তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা হইল পশুপালন। এই সম্প্রদ্রায়ের অনেক মানুষ পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। শু'আয়ব (আ)-ও এই পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ) যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক মিসরীকে হত্যা করিয়া মাদ্য়ানে চলিয়া আসেন, তখন পশুগুলিকে পানি পান করানো উপলক্ষে শু'আয়ব কন্যাদ্বয়ের সাথে তাঁহার সাক্ষাত হয়। সূরা কাসাসের ২৩ নং আয়াতে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত শু'আয়ব (আ) কয়েক বৎসর তাঁহার পশুগুলিকে প্রতিপালনের শর্তে স্বীয় কন্যাকে মূসা (আ)-এর নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন (সূরা কাসাস ঃ ২৭)।

মাদ্য়ান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থা

ধর্মীয় দিক হইতে মাদ্য়ান সম্প্রদায় চরম বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আল্লাহ্র সাথে শিরক করিত এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিত। ইহার প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, তাহাদের মধ্য 'শিরক' ছিল বলিয়াই শু'আয়ব (আ) সর্বপ্রথম তাহাদিগকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۔

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমারা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নাই" (৭ ঃ ৮৫)।

old Testament-এর Book of Numbers (22 ঃ 41; 25 ঃ 3)-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাহাদের সবচাইতে বড় দেবতার নাম ছিল বা'ল (بعل)। তাহারা সকলে এই মূর্তির পূজা করিত, মূর্তির সম্মানার্থে সুগন্ধি পেশ করিত, এই দেবতার নামে কুরবানীও করিত। তাওরাতে তিনভাবে এই দেবতার নাম আসিয়াছে ঃ (১) বা'ল (Book of Number, 22 ঃ 41); (২) বা'ল ফায়ূর (Book of Number, 25 ঃ 2); (৩) বা'ল বারিস (Book of Number, 9 ঃ 4)

চারিত্রিক অবক্ষয় এবং অধঃপতনের দিক হইতেও তাহারা ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়াছিল। ব্যভিচারের মত দুষ্টক্ষত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৬৯)। চারিত্রিক অবক্ষয়ের দরুন সমাজে এক মহাবিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছিল। সমাজের কোথাও এতটুকু শান্তি ছিল না। এই বিপর্যয় ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য শু'আয়ব (আ)-এর আহবান ছিল ঃ

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۔

"শান্তি স্থাপিত হইবার পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিও না" (৭ ঃ ৮৫)।

মোটকথা, চরম চারিত্রিক অবক্ষয় মাদয়ান সম্প্রদায়কে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। এই সকল বদঅভ্যাস এবং অবক্ষয়কে তিনভাবে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ (ক) শিরক ভিত্তিক আচার-আচরণ; (খ) মাপে কম দেওয়া ও বেশি নেওয়া এবং (গ) লেনদেন, ভেজাল ও গর্হিত সন্ত্রাসী তৎপরতা (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৩৪৬)।

আসহাবুল আয়কা ও আসহাবে মাদ্য়ান একই সম্প্রদায়

ইতোপূর্বে 'আসহাবু মাদয়ান' ও 'আসহাবুল আয়কা'কে দুইটি ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । তবে অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা ও গবেষকদের মতে উভয় সম্প্রদায় এক ও অভিন্ন।

'আসহাবু মাদয়ান' এবং 'আসহাবুল আয়কা' প্রকৃত বিচারে একই সম্প্রদায়ের দুইটি শাখা। এই সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ "পক্ষান্তরে কোন কোন তাফসীরকার উভয়কে একই জাতি মনে করেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, সূরা হূদ ও সূরা আ'রাফ-এ মাদ্য়ানবাসীদের যে দোষ ও অবৈধ কার্যকলাপের উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে আয়কাবাসীদের সম্পর্কেও ঠিক তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত শু'আয়ব (আ)-এর দাওয়াত ও নসীহত উভয় স্থানেই সম্পূর্ণ একরূপ, আর পরিণতির দিক দিয়াও তাহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। গবেষণায় জানা যায় যে, তাহারা একই গোত্রের দুইটি শাখা। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী কিংবা দাসী কাতূরার গর্ভজাত সন্তান আরব ও ইসরাঈলের ইতিহাসে বনূ কাতুরা নামে খ্যাত। তাহাদেরই একটি গোত্র ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র 'মাদয়ান'-এর দিক দিয়া 'মাদায়ানী' কিংবা মাদয়ানবাসী নামে পরিচিত হয়। তাহারা উত্তর হিজায হইতে ফিলিস্তীনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান হইতে সীনাই উপদ্বীপের শেষ সীমা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 'মাদয়ান' নামক শহর ছিল তাহাদের কেন্দ্রস্থল। ঐতিহাসিক আবুল ফিদার বর্ণনামতে উহা ছিল আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীর আয়লা হইতে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। আর বনূ কাতূরা, যাহাদের বনূ দিদান (Dedanites) শাখাটি অধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, উত্তর আরবে তায়মা, তাবুক ও আল-উলার মাঝখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল তাবুক" (তাফহীমুল কুরআন, অনু. আবদুর রহীম, ১০খ, ১৩১)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়াও উভয় সম্প্রদায় কাছাকাছি বসবাস করিত। তাই প্রমাণিত হয় যে, উভয় সম্প্রদায় একটি বড় গোত্রের দুইটি শাখা। নিম্নের মানচিত্রে তাহাদের অবস্থান স্পষ্ট হইবে।

ভূমধ্য সাগর
লুত জাতির এলাকা
পেট্রা (রাকিম)
সিনাই উপত্যকা
আকাবা
মাদাইনবাসী
মাদাইন
আইকাবাসী
তবুক
তাইমা
আল হিজর
আল উ'লা
মিসর
লোহিত সাগর
মাদাইনবাসী
সামূদ জাতির এলাকা
খাইবার
মদীনা
উত্তর
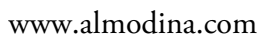
আল্লামা ইব্ন কাছীর জোরালো যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'আসহাবু মাদয়ান' ও 'আসহাবুল আয়কা' একই সম্প্রদায়। ইহার বিপক্ষে কাতাদা (র) হইতে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি উহার অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই বর্ণনা ঠিক নহে এবং ইহা গ্রহণযোগ্যও নহে। ইহার পর তিনি আয়কার বর্ণনায় বলিয়াছেন, আয়কা হইল ঘন বৃক্ষ শোভিত জঙ্গল। আল্লাহ যখন তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন আবহাওয়া প্রচণ্ড উত্তপ্ত করিয়া দিলেন। গরম সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা ঘরবাড়ি হইতে খোলা ময়দানে বাহির হইয়া আসিল। তখন আল্লাহ তাহাদের উপর মেঘমালা প্রেরণ করিলেন। ছায়া লাভের জন্য তাহারা মেঘমালার নিম্নে অবস্থান গ্রহণ করিলে তাহাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হইল (দ্র. আল-বিদায়া, ১খ, ১৭৭; আল-কামিল, ১খ, ৮৯)।

'আসহাবু মাদয়ান' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী কাতূরার গর্ভজাত সন্তান 'মাদয়ান'-এর বংশধর। আর 'আসহাবুল আয়কা' কাতূরার গর্ভজাত সন্তান 'য়াকযান'-এর বংশধর। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, উভয় সম্প্রদায় মূলত একই বংশের দুইটি শাখা। নিম্নের চিত্রে ইহা আরো স্পষ্ট হইবে।
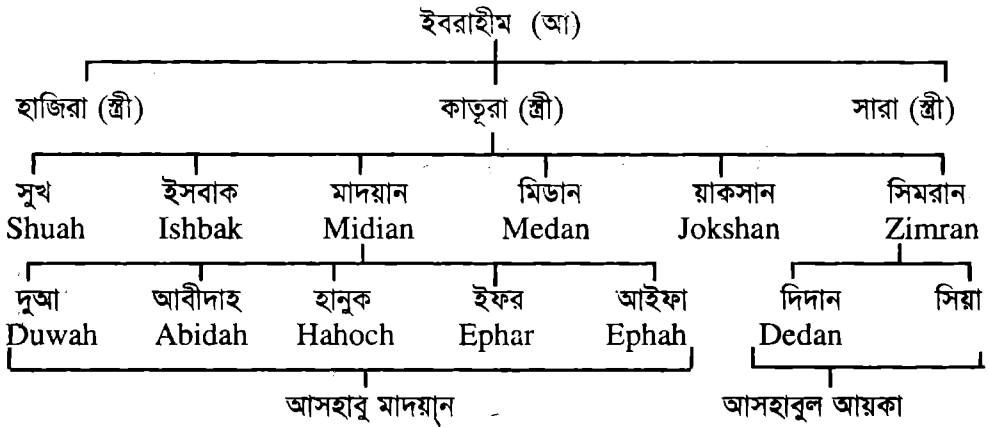
(দ্র. আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ৬২)

উভয় সম্প্রদায়ের শাস্তির ক্ষেত্রে একই ধরনের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। ইবন কাছীর (র) বলিয়াছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের সাজা একই রকম হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আল-কুরআনে তিনিটি শব্দ আসিয়াছে- الرَّجْفَةُ। (ভূমিকম্প) الصَّيْحَةُ। (মহানাদ) এবং عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ মেঘাচ্ছন দিবসের শাস্তি)। আল্লাহ বলিয়াছেন, فَاَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ

"অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল" (সূরা আ'রাফ)।

وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

"অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল" (সূরা হূদ ঃ ৯৪)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ .

"অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। পরে উহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল" (সূরা শু'আরা ঃ ১৮৯)।

এই তিন ধরনের বর্ণনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আসলে একটাই। তিন ধরনের শাস্তি একই সময়ে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছিল (দ্র. আল-বিদায়া, ১খ, ১৭৭-১৭৮)। তাহা হইলে এই বর্ণনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, আসহাবু মাদয়ান এবং আসহাবুল আয়কা একই সম্প্রদায়ভুক্ত।

একই সম্প্রদায়ের শহর কেন্দ্রিক জীবন যাপনকারীদিগকে বলা হয় 'আসহাবু মাদয়ান'। আর ঐ সম্প্রদায়ের যেসব লোক বনাঞ্চলে বা গ্রামে বসবাস করিত তাহাদিগকে বলা হয় 'আসহাবুল আয়কা'। উভয় সম্প্রদায়ই কাছাকাছি এবং কোন কোন বর্ণনায় একই স্থানে বসবাস করিত। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِيْنٍ .

"এবং উভয় সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে ছিল" (হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৪৪-৩৪৬)।

'আসহাবু মাদয়ান' ছিল শহরের অধিবাসী। ঐ একই সম্প্রদায়ের একটি অংশ গ্রামাঞ্চলে বা বনাঞ্চলে বসবাস করিত। আর সেজন্যই ইহাদিগকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়। 'আসহাবুল আয়কা' অর্থ বনভূমির অধিবাসী (দ্র. আরদুল কুরআন, ২খ, ২১)।

তাওহীদে অবিশ্বাস, আল্লাহ্র রাসূলকে প্রত্যাখ্যান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে খেয়ানতের ক্ষেত্রে 'আসহাবু মাদয়ান' ও 'আসহাবুল আয়কা' একই ধরনের কুস্বভাবের অধিকারী ছিল। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, উভয় নামে মূলত একই সম্প্রদায়কে বুঝানো হইয়াছে।

শু'আয়ব (আ)-এর দাওয়াত এবং মাদয়ানবাসীদের প্রতিক্রিয়া

বিশ্ব-চরাচরে আম্বিয়া-রাসূলদের প্রেরণ করিবার মূল উদ্দেশ্য হইল মানুষের উপর হইতে মানুষের প্রভুত্ব খতম করিয়া একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং শিরক হইতে মানুষকে বিরত রাখা। এইজন্যই সকল নবী (আ)-র কণ্ঠে সর্বপ্রথম তাওহীদ বা একত্ববাদের আওয়াজ অনুরণিত হইয়াছে। শু'আয়ব (আ)-ও ইহার ব্যতিক্রম নন। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি নাযিলকৃত সহীফাসমূহ তিলাওয়াত ও অনুসরণ করিতেন।

আকীদা সংশোধনের দাওয়াত

মাদ্য়ান সম্প্রদায় শিরকের মধ্য আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই শু'আয়ব (আ) সর্বপ্রথম এই বলিয়া উদাত্ত আহবান জানাইলেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ.

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই" (৭ ঃ ৮৫-৮৪)।

তিনি তাওহীদের দ্বারা দাওয়াত প্রদান শুরু করিয়াছেন। কেননা তাওহীদ হইল সঠিক আকীদার ভিত্তি। ইহা ব্যতীত ইসলাম নামক বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ অসম্ভব (ফী যিলালিল কুরআন, ৩খ., পৃ. ১৩১৭; মুহাম্মাদ আহমাদ আল-আদাবী, দাওয়াতুর-রাসূল, পৃ. ১৫৩)।

আখিরাতের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থাই মূলত তাওহীদের ভিত্তিকে মযবুত করিয়া থাকে। তাই তিনি এই ঘোষণাও দিলেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأٰخِرَ.

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং শেষ দিবসের প্রত্যাশা কর" (৩৬)।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে পরিচ্ছন্নতার দাওয়াত

শু'আয়ব (আ) শুধুমাত্র আখেরাত সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সংশোধনের দাওয়াত প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং পার্থিক জীবনকেও সুন্দর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মাদ্য়ান সম্প্রদায় যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে বণিক সম্প্রদায় হিসাবে বিখ্যাত ছিল এবং তাহাদের মধ্যে নানান ধরনের অবৈধ লেনদেন ও ওযনে কারচুপি করিবার মানসিকতা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তাই শু'আয়ব (আ) তাহাদিগকে বলিলেন (কুরআনের ভাষায়) ঃ

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ.

"কাজেই পরিমাপ ও ওযন সঠিকভাবে কর এবং মানুষের প্রাপ্য বস্তুতে কম করিও না" (৭ ঃ ৮৫)।

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ. وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ.

"তোমরা মাপে ও ওযনে কম করিও না। আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী দেখিতেছি। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপিও ও ওজন করিও, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্ত বস্তু কম দিও না" (১১ ঃ ৮৪-৮৫)

এই গর্হিত আচরণ হইতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেননা ইহার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে সামান্য গর্হিত আচরণও ছড়াইয়া পড়ে (রূহুল মাআনী, ৮খ., পৃ. ১৭৬; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ২৪১)। এইভাবে যাহারা ওযনে কম প্রদান করিবে তাহাদিগের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ. اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ.

"মন্দ পরিণাম তাহাদিগের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়, যাহারা লোকদিগের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাহাদিগের জন্য মাপিয়া বা ওযন করিয়া দেয় তখন কম দেয়। উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে" (৮৩ ঃ ১-৪)?

মাপ ও ওযনের সংশোধনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে শু'আয়ব (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যাবতীয় অবৈধ পন্থার লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে ফিরাইয়া রাখা (তাফসীর ইব্ন আতিয়্যাহ, ৫খ., পৃ. ৫৭৪; দা'ওয়াতুর রুসুল, পৃ. ১৫৫; আরদুল কুরআন, ২খ., পৃ. ১৪)।

পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি না করিবার দাওয়াত

সৃষ্টির সেরা হিসাবে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করিবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা কয়েক ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করিত ঃ (ক) নবী-রাসূলদের শিক্ষাকে পরিহার করিয়া পাপাচারের পথ অবলম্বন করিয়াছিল; (খ) নিজেরা শু'আয়ব (আ)-এর অনুসরণ করে নাই এবং যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল; (গ) দলে দলে প্রকাশ্য যাতায়াতের রাস্তায় বসিয়া দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হইয়াছিল এবং লোকদিগকে শু'আয়ব (আ)-এর আহ্বান হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছিল; (ঘ) শিরকে নিজেরা লিপ্ত হইয়াছিল এবং লোকদেরকে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৭২)। এই সকল অপকর্ম হইতে ফিরিয়া থাকিবার জন্য শু'আয়ব (আ)-এর দাওয়াত ছিল এইরূপ ঃ

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তোমরা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক" (৭ ঃ ৮৫)।

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

"এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিও না" (২৯ ঃ ৩৬)।

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. بَقِيَّةُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিও না। আল্লাহ্ অনুমোদিত যাহা বাকি থাকিবে তাহা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক" (১১ ঃ ৮৫-৮৬)।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ.

يَا شُعَيْبُ اَصَلَاتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ.

"উহারা বলিল, হে শু'আয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যাহার ইবাদত করিত আমাদিগকে তাহা বর্জন করিতে হইবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা করি তাহাও? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, ভাল মানুষ" (১১ ঃ ৮৭)।

সম্প্রদায়ের এই চরম বিরোধিতার মুখেও শু'আয়ব (আ) দমিয়া যান নাই। অসাধারণ প্রজ্ঞা, জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলার যোগ্যতা এবং নবুওয়াতের শক্তিতে বলিয়ান হইয়া তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের বিরোধিতাকালে পাহাড়ের মত অটল রহিলেন। সাথে সাথে তাঁহার সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ.

"সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব? আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি তো আমার সাধ্যমত সংস্কারই করিতে চাহি। আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে; আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী" (১১ ঃ ৮৮)।

শু'আয়ব (আ) ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বরং সম্প্রদায়কে সাবধান করিবার নিমিত্তে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের দৃষ্টান্ত পেশ করিলেন ঃ

وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ. وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ.

"হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ আপতিত হইবে যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর; আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে" (১১ ঃ ৮৯)।

হিকমতপূর্ণ এই দাওয়াত মাদ্‌য়ান সম্প্রদায় গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইল এবং শু'আয়ব (আ)-এর সহিত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করিল। তাহারা বলিল ঃ

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ.

"উহারা বলিল, হে শু'আয়ব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম, আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নহ" (১১ ঃ ৯১)।

শু'আয়ব (আ) ও মুমিনদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কারের হুমকি

মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন প্রত্যক্ষ করিল যে, শু'আয়ব (আ)-এর দলবল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তাহারা সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বলিল, তোমাদিগকে পিতৃ-পুরুষের ধর্মে ফিরিয়া আসিতে হইবে, অন্যথায় তোমাদিগকে এই দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিব। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ.

"তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, হে শু'আয়ব! আমরা তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। সে বলিল, যদিও আমরা উহা ঘৃণা করি তবুও" (৭ ঃ ৮৮)?

দাম্ভিক প্রধানদের কঠোর ধমকে শু'আয়ব (আ) মোটেই বিচলিত হইলেন না, বরং তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে থাকিলেন, আমার বন্ধু-বান্ধব এবং আপজন কি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র চাইতে শক্তিশালী? তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা চরম বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছ (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৭৭)। আল-কুরআনের সূরা হূদে ইহার বিশদ বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطِىْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۔ اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَّارْتَقِبُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۔

"সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক অবশ্যই তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি" (১১ ঃ ৯২-৯৩)।

দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার হুমকিতে ও শু'আয়ব (আ) এতটুকুন দমিলেন না, বরং অকাট্য যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সাব্যস্ত করিলেন যে, হক কখনও বাতিলের সহিত সন্ধি করিতে পারে না। হক

আগমন করিয়াছে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রক (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ১৭৭)। কাজেই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য একমাত্র আল্লাহ্র উপরই আমি ভরসা করিতেছি। তিনি বলিলেন ঃ

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ.

"তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত; আমরা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী" (৭ ঃ ৮৯)।

অত্র আয়াতে শু'আয়ব (আ)-এর অনিন্দ্য সুন্দর ব্যক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত দুনিয়ার কোন ক্ষমতা অথবা শক্তির ভীতি বিন্দুমাত্র থাকে না। প্রতিপালকের উপর সর্বদা তাহাদের আস্থা অবিচল থাকে (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৭৯)।

এই সকল যুক্তির বিপক্ষে তাঁহার সম্প্রদায় কোন যৌক্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই। অতঃপর তাহারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ঘোষণা করিল, যদি তোমরা শু'আয়ব-এর অনুসরণ করিয়া চল তাহা হইলে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পার্থিব ক্ষতি এই যে, তোমাদের যেইভাবে খুশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকিবে না। আর ধর্মীয় ক্ষতি এই যে, তোমাদিগকে পূর্বপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাই কোন অবস্থাতেই তোমরা তাঁহার অনুসরণ করিবে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ.

"তাহার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলিল, তোমরা যদি শু'আয়বকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবে" (৭ ঃ ৯০)।

মাদ্য়ান সম্প্রদায়ের ধ্বংস

কুফরী, শিরক, হকের বিরোধিতা, পাপাচার, চারিত্রিক অবক্ষয় এবং সীমালংঘনের দায়ে যখন মাদ্য়ান সম্প্রদায়ের পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হইল তখন তাহাদের উপর বহুমুখী শাস্তি নামিয়া আসিল। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে হযরত মূসা (আ) ১২ হাজারের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া তাহাদেরকে শাস্তি প্রদান করিতে আসিলেন। তাহাদের অগণিত অসংখ্য শিশু এবং বিবাহিত মহিলাকে হত্যা করা হইল। অঢেল গনীমতের সম্পদ লাভ হইল ঃ ৭৫ হাজার বকরী, ৭২ হাজার গাভী, ৬১ হাজার গাধা এবং ৩২ হাজার এমন রমণী যাহারা কখনও পুরুষের সহিত মিলিত হয় নাই। বাইবেলের সরাসরি ভাষ্য হইল ঃ

"And the booty the rest of the plunder that the people of the expedition has taken as plunder amounted to six hundred and seventy five thousand of the flock and seventy two thousand of the herd and sixty one thousand of asses, As for human souls from the women who had not known the act of lying with a male، all the souls were thirty two thousand" (Old Testament, Book of Numbers, 31 : 1-35)।

আল-কুরআনুল কারীমে মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের শাস্তি ও ধ্বংসের বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ.

"কিন্তু উহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল; অতঃপর উহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল" (২৯ ঃ ৩৭)।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ.

"অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়। মনে হইল, যাহারা শু'আয়বকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নাই। শু'আয়বকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল" (৭ ঃ ৯১-৯২)।

সূরা হূদে একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা আসিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ.

"অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদেরকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়িয়া রহিল, যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদ্‌য়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল ছামূদ সম্প্রদায়" (১১ ঃ ৯৪-৯৫)।

মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের ধ্বংস হইয়াছিল দুই ধরনের শাস্তির মাধ্যমে ঃ (ক) প্রচণ্ড ভূমিকম্প সবকিছু তছনছ করিয়া দিয়াছিল; (খ) মহানাদ বা প্রচণ্ড আওয়াজে তাহারা মরিয়া গিয়াছিল (মাআল আম্বিয়া ফিল-কুরআন, পৃ. ২০৩; কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ., পৃ. ৩৫১; তাফসীরে তাবারী, ৫খ., পৃ. ৩০২)।

ধ্বংস হইতে মুমিনদের পরিত্রাণ ও শু'আয়ব (আ)-এর অভিব্যক্তি

অত্যাচার, সীমালংঘন এবং নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার অপরাধে শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যেই দৃষ্টান্তমূলক চরম শাস্তি ও কঠিন আযাব নিপতিত হইয়াছিল তাহা হইতে

আল্লাহ তা'আলা শু'আয়ব (আ) ও মুমিনদিগকে আপন করুণাবশে পরিত্রাণ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ـ

"যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু'আয়ব ও তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম" (১১ ঃ ৯৪)।

মাদ্‌য়ানবাসীদের ধ্বংস ও চরম পরিণতির পর হযরত শু'আয়ব (আ) ঐ এলাকা পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের দিকে আরেকবার তাকাইয়া স্বীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كَافِرِيْنَ ـ

"সে তাহাদের হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়াছি। সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি" (৭ ঃ ৯৩)!

ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন

মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের ধ্বংস এবং অশুভ পরিণতির যে বর্ণনা কুরআনে রহিয়াছে, তাহার প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক নিদর্শনের অনুসন্ধান করা হইয়াছে। মুসলিম ভূগোলবেত্তাগণের সকলেই মাদ্‌য়ান-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থানও সনাক্ত করিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনেকেই মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, যেমন শিলালিপি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মিসরে ইসমাঈল পাশার রাজত্বকালে ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে BARTAN নামের এক বৈজ্ঞানিক স্বর্ণের খনির অনুসন্ধান করিতে গিয়া বেশ কিছু নাবাতী ভাষার শিলালিপি উদ্ধার করিয়াছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ঐ মাদ্‌য়ান যুগের শিলালিপি (আরদুল কুরআন, ২খ., পৃ. ১৯-২০)।

শু'আয়ব (আ) ও আসহাবুল আয়কা ঃ আসহাবুল আয়কা-এর নামকরণ

আসহাব অর্থ অধিবাসী, বাসিন্দা। আয়কা শব্দের অর্থ সারিবদ্ধ বৃক্ষরাজি (দ্র. লিসানুল আরাব, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, আল-মিছবাহুল মুনীর)। এই সম্প্রদায়ের আবাসভূমি ছিল বৃক্ষরাজি, গাছপালা বা জংগল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই এই এলাকার অধিবাসীদিগকে আল-কুরআনে 'আসহাবুল-আয়কা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ৩২১; আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৮০; কাসাসুল আম্বিয়া, নাজ্জার, পৃ. ১৯১; মাআল আম্বিয়া ফি'ল-কুরআন, পৃ. ২০৩)। ঈসা (আ)-এর আগমনের এক শত বৎসর পূর্বে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের সাত শত বৎসর পূর্বেও এই জঙ্গল এলাকা অবশিষ্ট ছিল। একজন প্রখ্যাত গ্রীক ভূগোলবেত্তা মাদ্‌য়ান ও আকাবা উপসাগরের আশপাশের এলাকায় অনুসন্ধান করিয়া মত পেশ করিয়াছেন যে, এই অঞ্চলে একদা জঙ্গল ছিল বলিয়া মনে হয় (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আরদুল কুরআন, ২খ., পৃ. ২৩)

শু'আয়ব (আ)-এর বংশপরিচয় পেশ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাতূরার গর্ভ হইতে ইবরাহীম (আ)-এর ছয় সন্তানের জন্ম হইয়াছিল। তাহারা হইল ঃ (১) যামরান, (২) ইয়াকযান, (৩) মাদান, (৪) ইছবাক, (৫) মাদ্‌য়ান ও (৬) ছুখ। ইয়াকযানের পুত্রের নাম ছিল দিদান। এই দিদানের বংশধরদিগকে আসহাবুল আয়কা বলা হয়। অন্যদিকে মাদ্‌য়ান-এর বংশধররা মাদ্‌য়ান সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। শু'আয়ব (আ) এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৮২)

আসহাবুল আয়কার ভৌগোলিক অবস্থান

ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে যে, লোহিত সাগর এবং আকাবা উপসাগরের সংযোগ স্থলে ছিল মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের বসতি। আর দিদান সম্প্রদায় বা আসহাবুল আয়কাও এই মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের নিকটবর্তী এলাকাতে বসবাস করিত। প্রাচীন যুগে ইয়ামন হইতে লোহিত সাগরের উপকূল দিয়া হিজায, মাদ্‌য়ান অতিক্রম করিয়া একটি বাণিজ্য পথ আকাবা উপসাগরের কিনারা দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। 'তিহামা' এলাকা অতিক্রম করিয়া এই পথ আরও দূরে চলিয়া গিয়াছিল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ, ইয়ামন, মিসর ও শামদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এই পথ ধরিয়া। এই বাণিজ্য পথের আশেপাশেই বিভিন্ন প্রাচীন সম্প্রদায় বসবাস করিত। 'ওয়াদিল কুরা' ছিল সামূদ জাতির আবাসস্থল। 'মাদ্‌য়ান' ছিল শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের আবাসস্থল। 'সাদূম' ছিল লূত (আ)-এর সম্প্দ্রায়ের আবাসস্থল।

বাইবেলের ভাষ্যানুযায়ী দিদান সম্প্রদায় এই এলাকার আশপাশে বসবাস করিত। আল-কুরআনেও আছে যে, আসহাবুল আয়কা এই বিখ্যাত বাণিজ্য পথের পার্শ্বে বসবাস করিত। লূত (আ)-এর সম্প্রদায় যাহারা 'সাদূম' এলাকাতে বসবাস করিত তাহাদের উল্লেখের পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ـ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ـ

"আর আয়কাবাসীরাও তো ছিল সীমালংঘনকারী। সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি, উহাদিগের উভয়ই ছিল প্রকাশ্য পথিপার্শ্বে অবস্থিত" (১৫ ঃ ৭৮-৭৯)।

অতএব বুঝা যায় যে, ঐতিহাসিক বাণিজ্য পথের যেই বর্ণনা পেশ করা হইল এই পথের পার্শ্বেই ছিল 'আসহাবুল আয়কা'র আবাসস্থল (আরদুল কুরআন, ২খ., পৃ. ২২, ২৩)।

আহসাবুল আয়কার পেশা ও লেনদেন

ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথের পাশে বসবাস করিবার দরুন মাদয়ান সম্প্রদায়ের মতো তাহারাও ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করিয়াছিল। মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বদঅভ্যাস ছিল তাহা তাহাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মাপে ও ওযনে কম দেওয়া তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধোঁকাবাজি ও অবৈধ লেনদেন ব্যাপকভাবে তাহাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মাদ্‌য়ানের এবং আসহাবুল আয়কার মাঝে এই আচরণগত মিল থাকিবার

কারণে বহু সংখ্যক মুফাসসির উভয় সম্প্রদায়কে একই সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (মা'আল আম্বিয়া ফিল-কুরআন, পৃ. ২০৩; নাজ্জার-কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৯১; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ., পৃ. ৮৪)।

আসহাবুল আয়কার ধর্মীয় অবস্থা

বাইবেলে কিংবা কুরআন মজীদে তাহাদের ধর্মীয় অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাহারা শিকার করিত, বহুবিধ জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত ছিল এবং নবী-রাসূলদের সহিত বেআদবি ও চরম দুর্ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَظَالِمِيْنَ ۔

"আর নিঃসন্দেহে আয়কা অধিবাসিগণ ছিল সীমালংঘনকারী" (১৫ ঃ ৭৮)।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِ ۔ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ ۔ اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۔

"ইহাদের পূর্বেও রাসূলদেরকে অস্বীকার করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, 'আদ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফির'আওন, ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও 'আয়কা'র অধিবাসী। উহারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী, উহাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে। ফলে উহাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হইয়াছে বাস্তব" (৩৮ ঃ ১২-১৪)।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۔ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۔ وَّاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۔

"উহাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও ছামূদ সম্প্রদায়, 'আদ, ফির'আওন ও লূত সম্প্রদায় এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়; উহারা সকলেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে" (৫০ ঃ ১২-১৪)।

এই সম্প্রদায় শিরকের মধ্যেও নিমজ্জিত ছিল বলিয়া Old Testament (Book of Numbers, 21ঃ 29)-এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'মূলাক' ও 'বা'ল' নামক দুইটি মূর্তির তাহারা পূজা করিত, এমনকি এই মূর্তির উদ্দেশে তাহারা সন্তান পর্যন্ত কুরবানী করিত (আরদুল কুরআন, ২খ., পৃ. ১৭৭-১৭৮)।

আসহাবুল আয়কার প্রতি শু'আয়ব (আ)-এর দাওয়াত

মাদ্‌য়ান সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা শু'আয়ব (আ)-কে আসহাবুল আয়কার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বহুবিধ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন

অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আসহাবুল আয়কা রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذَّبَ اَصْحَابُ الاَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ·

"আয়কার অধিবাসীগণ রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল" (২৬ ঃ ১৭৬)।

শু'আয়ব (আ)-এর দাওয়াত আয়কার অধিবাসিরা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, তাহারা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিল। এমনকি সীমাতিরিক্ত দুঃসাহস দেখাইয়া তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি। যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের জন্য শাস্তির প্রার্থনা কর। তোমার ক্ষমতা থাকিলে আসমানের এক অংশ আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। অবস্থা এমন বেগতিক হইল যে, তাহারা যেন আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া বসিল। তাহারা বলিল,

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ·

"যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও" (২৬ ঃ ১৮৭)।

এই চ্যালেঞ্জের সময়ও শু'আয়ব (আ) ইস্পাত কঠিন ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি শুধু উত্তরে বলিলেন ঃ

قَالَ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ·

"সে বলিল, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন, তোমরা যাহা কর" (২৬ ঃ ১৮৮)।

আসহাবুল আয়কার উপর শাস্তি

তাহাদের সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির দরুন অবশেষে তাহাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে শাস্তি নামিয়া আসে। আল-কুরআনে এই শাস্তির বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ · اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ · وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ·

"অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে উহাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। ইহা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মুমিন নহে এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু" (২৬ ঃ ১৮৯-১৯১)।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ·

"অতঃপর তাহাদিগের হইতে আমি প্রতিশোধ লইয়াছি" (১৫ ঃ ১৭৯)।

এই শাস্তির বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের শাস্তির জন্য জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস পাঠাইলেন। সাত দিন তাহারা এই গরমের মধ্যে অবস্থান করিল, যাহাতে তাহাদের বাড়িঘর, এমনকি কূপের পানি পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া গেল। ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা ঘরবাড়ি

হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন আল্লাহ তাহাদের মাথার উপর সূর্য আনিয়া দিলেন, এমনকি তাহাদের মাথা টগবগ করিতে লাগিল। পায়ের নীচ হইতেও গরম উঠিতে লাগিল এবং পায়ের গোশ্‌ত খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহার পর কালো মেঘের মত একটি ছায়া দেখা দিল। ইহা দেখিয়া তাহারা দ্রুত দৌড়াইয়া যখন এই ছায়ায় আসিল তখন মেঘ হইতে অগ্নিবৃষ্টি ঝরিতে লাগিল এবং তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। শুধু শু'আয়ব (আ) ও তাঁহার অনুসারী মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে রক্ষা পাইলেন (তাহযীব তারীখ দিমাশক, খ. ৬, পৃ. ৩২১; আল-কামিল, খ. ১, পৃ. ৮৯; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৯১; দাওয়াতুর রুসুল, পৃ. ১৭৪)। মালিক ইবন আনাস (র) বলিয়াছেন, এই মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি ছিল এই রকম যে, এই মেঘমালা তাহাদের জন্য আগুনে পরিণত হইয়াছিল (তাহযীব তারীখ দিমাশক, খ. ৬, পৃ. ৩২২)।

শু'আয়ব (আ)-এর ইন্তিকাল

শু'আয়ব (আ)-এর বয়স ও ইন্তিকাল সম্পর্কে বাইবেল বা কুরআনে কোন উল্লেখ নাই। তবে বিভিন্ন বর্ণনা ও ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করিয়া এই কথা বলা যায় যে, শু'আয়ব (আ) অতি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। মূসা (আ) যখন ভুলক্রমে এক কিবতীকে হত্যা করিয়া মাদ্‌য়ান গমন করেন সেই সময় শু'আয়ব (আ) অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কুরআনের বর্ণনায় ইহা প্রমাণিত। শু'আয়ব (আ)-এর দুই কন্যা মূসা (আ)-কে বলিলেন ঃ "আর আমাদের পিতা তো অতিশয় বৃদ্ধ" (২৮ ঃ ৩২)।

মূসা (আ) শু'আয়ব (আ)-এর কন্যা সফূরাকে বিবাহ করিয়া তথায় ১০ বৎসর বসবাস করিয়াছিলেন (২৮ ঃ ২৭-২৯)। ইহার পর তিনি মিসরে ফিরিয়া আসেন। মিসর হইতে বনী ইসরাঈলকে লইয়া যখন তিনি 'সিনাই' অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন তখনও শু'আয়ব (আ) জীবিতছিলেন। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজে মূসা (আ)-কে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন।

Old Testament (Book of Exodus, 18 ঃ 5)-এ ইহার বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

"So Jethro, Moses father in Law and his sons and wife came to Moses into the wilderness where he was camping at the mountain of God".

ইহার পর মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে লইয়া 'সিনাই' পর্বত এলাকা ত্যাগ করিয়া সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার শ্বশুর শু'আয়ব (আ)-কে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি রাজি না হইয়া বরং নিজের দেশে থাকিয়া যাওয়া উত্তম মনে করিলেন। ইহার প্রমাণ রহিয়াছে Old Testament-এর Book of Numvers, 10 ঃ 29-30 -র তথায় বলা হইয়াছে ঃ "Then Moses said to Hobab, the son of Revel, the Midianite the father in law of Moses, we are pulling away for the place about which Jehovah said, I shall give it to you". Do come with us and we shall certainly to good to you.... But he said to him, I shall not go along but I shall go to my own country and to my relatives".

তাওরাত ও কুরআনের এই সকল ইংগিত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শু'আয়ব (আ) দীর্ঘ হায়াত লাভ করিয়াছিলেন।

শু'আয়ব (আ)-এর কবর

তাঁহার কবরের ব্যাপারে কয়েকটি মত রহিয়াছে ঃ (ক) ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মসজিদুল হারামের মধ্যে মাত্র দুইটি কবর রহিয়াছে ঃ একটি হইল ঈসমাঈল (আ)- এর কবর, আর দ্বিতীয়টি হইল শু'আয়ব (আ)-এর কবর। ইসমাঈলের কবর হইল হিজ্র বা হাতীমে এবং শু'আয়বের কবর হইল হাজরে আসওয়াদের বিপরীতে (তাহযীব তারীখ দিমাশক, খ. ৬, পৃ. ৩২২)।

(খ) ওয়াহ্‌ব ইবন মুনাব্বিহ বলিয়াছেন, শু'আয়ব (আ) এবং তাঁহার সঙ্গী ঈমানদারগণ মক্কায় ইন্তিকাল করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কবর হইল কা'বা ঘরের পশ্চিমে দারুন্‌-নাদওয়া ও বনূ সাহমের মহল্লার মধ্যবর্তী স্থানে (আল-বিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৭৯)।

(গ) হাদ্‌রামাওতের বিখ্যাত শহর "শিয়ূন"-এর পশ্চিমে একটি স্থান রহিয়াছে। ইহার নাম 'শাবাম'; এই শাবাম হইতে ওয়াদী ইবন আলীর দিকে রওয়ানা করিলে তথায় একটি কবর নযরে পড়িবে। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি অনুসারে ইহা শু'আয়ব (আ)-এর কবর (কাসাসুল কুরআন, ১ খ. পৃ. ৩৫৪)।

(ঘ) সিরিয়ার কারূন হিত্‌তীনের নিকট শু'আয়ব (আ)-এর কবর রহিয়াছে বলিয়া একটি কিংবদন্তীতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৪৫৭)।

শু'আয়ব (আ)-এর সন্তান-সন্তুতি

শু'আয়ব (আ)-এর দুই কন্যার বর্ণনা কুরআনুল কারীমে পাওয়া যায়। তাহারা ছিলেন ঐ দুই মহিলা যাহাদের পশুপালকে মূসা (আ) পানি পান করাইয়াছিলেন। কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ "এবং সে দেখিতে পাইল যে, উহাদিগের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদের পশুগুলিকে আগলাইতেছে" (২৮ ঃ ২৩)। এই দুই কন্যার একজনের সহিত মূসা (আ)-এর বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার নাম ছিল সফূরা। Encyclopaedia Britannica-তেও এই প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে, "with whom Moses took refuge after has killed an Egyptian and whose daughter Moses married" (volume-5, page 551)।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী শু'আয়ব (আ)-এর পুত্র সন্তানও ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অথবা নামের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাঁহার পুত্র সন্তান সংক্রান্ত বর্ণনা আসিয়াছে এইভাবে ঃ "So Jethro, Moses father in law and his sons and wife came to Moses into the wilderness where he was camping at the mountain of God" (Book of Exodus, 18 : 15)

শু'আয়ব (আ) ও মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য

দুইটি ঘটনায় শু'আয়ব (আ) এবং মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনে সাদৃশ্য পলিক্ষিত হয় ঃ (ক) শু'আয়ব (আ)-এর গোত্রের লোকদের সমর্থনের কারণে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাহাকে হত্যা করিতে

"তাহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসিয়া থাকিবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে বাধা দিবে না এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিবে না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল তাহা লক্ষ্য কর" (৭ ঃ ৮৬)।

এই আয়াতের তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর বলেন, মালামাল প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহারা লোকদিগকে হত্যার হুমকি দিত। সুদ্দী বলিয়াছেন, তাহারা রাস্তায় বসিয়া জোরপূর্বক লোকদিগকে হত্যার হুমকি দিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, তাহারা রাস্তায় বসিয়া শু'আয়ব (আ)-এর নিকট আগামনকারী মুমিনদিগকে ভয়ভীতির মাধ্যমে ফিরাইয়া দিত। প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিকতর স্পষ্ট (তাফসীর ইবন কাছীর, ২খ., পৃ. ২৪১; তাফসীর ফাতহুল কাদীর, ২ খ., পৃ. ২৮৫)। একই পদ্ধতিতে কুরাইশ জালিমগণও বিশ্বনবী (স)-এর অনুসারীদিগকে নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিল (দাওয়াতুর রুসুল, পৃ. ১৫৯)। দীর্ঘ দাওয়াতের পর মাত্র কিছু সংখ্যক লোক শু'আয়ব (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিল। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া শু'আয়ব (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ.

"আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী" (৭ ঃ ৮৭)।

দা'ওয়াত সম্পর্কে সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য নবী-রাসূলদের দাওয়াতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল হযরত শু'আয়ব (আ)-এর দাওয়াতেও একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

"পরিতাপ বান্দাদের জন্য; উহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে" (৩৬ ঃ ৩০)।

একই ধারাবাহিকতায় মাদ্‌য়ান সম্প্রদায় শু'আয়ব (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং তাঁহাকে চরম অবজ্ঞা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিল।

فَكَذَّبُوْهُ.

"তাহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল" (২৯ ঃ ৩৭)।

চরম অবজ্ঞার সুরে তাহারা বলিল ঃ

এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহবান জানাইতে শুরু করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদিগকে হেদায়াত এবং পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি বিশ্বস্ততার সহিত তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছাইয়া দিব। তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করিবে এবং তাঁহার আনুগত্যের মধ্যে থাকিবে। এই দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদিগের নিকট হইতে কোন বিনিময় প্রত্যাশা করি না। একমাত্র রব্বুল আলামীনের নিকট আমি বিনিময় প্রার্থনা করি।

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"যখন শু'আয়ব উহাদেরকে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে" (২৬ ঃ ১৭৭-১৮০)।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং নবীর অনুসরণের সাথে সাথে তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবন সংশোধন করিবার আহবান জানানো হয়। শু'আয়ব (আ) আসহাবুল আয়াকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ.

"তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যাহারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না। এবং ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (২৬ ঃ ১৮১-১৮৪)।

আসহাবুল আয়কার প্রতিক্রিয়া

নবীর দাওয়াতকে তাহারা মিথ্যা প্রত্যাখ্যান করিল। তাহারা শু'আয়ব (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলিল। আরো বলিল, তুমি নিজে আমাদের মত মানুষ হইয়া আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিতেছ। আমরা তোমাকে যাদুগ্রস্ত লোক বলিয়া মনে করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ. وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ.

"উহারা বলিল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত; তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম" (২৬ ঃ ১৮৫-১৮৬)।

সাহস করে নাই। অনুরূপভাবে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সমর্থনের দরুন কাফিররা মুহাম্মাদ (স)-কেও হত্যা করিতে সাহস পায় নাই।

(খ) এক পর্যায়ে রাত্রির অন্ধকারে শত্রুগণ একত্র হইয়া শু'আয়ব (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। একইভাবে হিজরতের প্রাক্কালে মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা করিবার জন্য মক্কার কাফিররা তাঁহার গৃহ অবরোধ করিয়াছিল (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৪৫৭)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৮৬; (২) আল-কুরআনুল করীম, উর্দূ আনুবাদ, মাওঃ মাহমূদুল হাসান, টীকা শাববীর আহমাদ উছমানী, জৌনপুর; (৩) Old Testament, New world Translation of the Holy Scriptures, Brooklyn, New York U.S.A. (English Translation) by New world Bible Translation Committee Revised-1984; (৪) The New Encyclopaedia Britannica, Ready Reference and Index, 15th Edition; (৫) আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত ১৯৯০ খৃ.; (৬) আফীফ আবদুল ফাততাহ, মাআল আম্বিয়া ফিল কুরআনিল কারীম, বৈরূত ১৯৮৯ খৃ.; (৭) আল-আলূসী, রূহুল মাআনী, বৈরূত ১৪০৫ হি; (৮) ইব্ন আতিয়্যা, তাফসীর ইবন আতিয়্যা, কাতার, ১ম সংস্করণ; (৯) ইব্ন আসাকির, তাহযীব তারীখ দিমাশক, সম্পা আবদুল কাদির বাদরান; (১০) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত, ৭ম সংস্করণ; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা; (১২) ঐ লেখক, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, রিয়াদ ১৯৯৩ খৃ.; (১৩) ইব্ন মানযূর, লিসানুল আরাব, বৈরূত ১৯৯২ খৃ.; (১৪) কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, বৈরূত ১৪০৫ হি; (১৫) তাবারী, জামিউল বায়ান, বৈরূত ১৪১৫ হি; (১৬) ফায়্যূমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, লেবানন ১৯৯০ খৃ.; (১৭) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, তারীখে আরদুল কুরআন, ঢাকা, কুতুবখানা রশীদিয়া; (১৮) মুহাম্মাদ আহমাদ আস-সাদাবী, দাওয়াতুর রুসুল, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (১৯) মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ এম.এ., আম্বিয়ায়ে কুরআন, লাহোর; (২০) মুহাম্মাদ ফুওয়াদ আবদুল বাকী, আল-মুজামুল মুফাহরিস লি-আলফাযিল কুরআন, কায়রো ১৯৯১ খৃ.; (২১) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, বৈরূত ১৪১৫ হি.; (২২) সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ), ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.; (২৩) সায়্যিদ কুতব, ফী জিলালিল কুরআন, কায়রো ১৪০৬ হি.; (২৪) হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, করাচী; (২৫) ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী, তাফসীর আল-কাবীর, বৈরূত, তৃতীয় সংস্করণ; (২৬) আল-মু'জামুল ওয়াসীত, মিসর; (২৭) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খৃ.।

মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

১৪

হযরত আইয়ূব (আ)

حضرت ايوب عليه السلام

হযরত আইয়ূব (আ)

কুরআন মজীদে যে সমস্ত নবী-রাসূল সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে হযরত আইয়ূব (আ) হইলেন উল্লেখযোগ্য। কুরআন মজীদের চারি স্থানে তাঁহার নাম ও বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে। অনুরূপভাবে হাদীছ, তাফসীর এবং ইতিহাস গ্রন্থেও তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। (আল-কুরআন ৪ ঃ ১৮৬, ৬ ঃ ৮৪, ২১ ঃ ৮৩, ৩৮ ঃ ৪১)। বস্তুত হযরত আইয়ূব (আ) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অগাধ ধন-দৌলত ও বহু সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে কঠিন রোগের মাধ্যমে এবং সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ইত্যাদির ব্যাপারে এক অগ্নিপরীক্ষায় নিপতিত করেন। তাঁহার ধন-সম্পদ সব বিনষ্ট হইয়া গেল এবং সন্তান-সন্ততি সব মৃত্যুমুখে পতিত হইল, যাহার ফলে কেহই তাঁহার নিকট আসিত না। একমাত্র স্ত্রী এবং অপর দুই আত্মীয় ব্যতীত কেহই তাঁহার খোঁজ-খবর নিত না। অবশেষে ঐ দুই আত্মীয়ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখন একমাত্র জীবনসঙ্গিনী বিবি রহীমা (লায়তা) (রা)-ই তাঁহার সেবায় থাকিয়া যান। দীর্ঘ কয়েক বৎসর এই অবস্থায় কাটে। কিন্তু তিনি কখনও ধৈর্য হারান নাই কিংবা কোন অভিযোগও করেন নাই, বরং সর্বদা আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সমুদয় ধন-সম্পদ ফিরাইয়া দেন এবং মারা যাওয়া সন্তানদেরকেও জীবিত করেন। কুরআন মজীদ ছাড়াও তাওরাত গ্রন্থে হযরত আইয়ূব (আ) সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে।

বংশ পরিচয়

হযরত আইয়ূব (আ) আদূম (ادوم) বংশীয় নবী ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতে তিনি বনী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আমুস (اموس) (জামীল আহমদের আম্বিয়া-ই, কুরআন, ২য় খণ্ড এবং হিফজুর রহমানের কাসাসল কুরআন, ২য় খণ্ড; আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ২৪৬; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১২তম খণ্ড, ২৩তম পারা, পৃ. ২০৫)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্ন জারীর (র)-এর মতে হযরত আইয়ূব (আ)-এর বংশধারা নিম্নরূপ ঃ আইয়ূব ইব্ন আমূস ইবন রূম ইবন 'ঈস ইবন ইসহাক (আ)। ইবন আসাকির (র) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর মা হযরত লূত (আ)-এর কন্যা। এই হিসাবে তিনি হইলেন হযরত লূত (আ)-এর দৌহিত্র। আর তাঁহার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিলেন (তাফসীরে রূহুল

মাআনী, ১২তম খণ্ড, ২৩তম পারা, পৃ. ২০৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪)। আল্লামা ইবন কাছীর (র)-এর মতে তাঁহার বংশধারা নিম্নরূপ ঃ আইয়ূব ইবন মূসা ইবন বিরাহ্ ইবন 'ঈস ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪)।

হযরত আইয়ূব (আ)-এর পরিচয়

হযরত আইয়ূব (আ) সম্বন্ধে ইয়াহূদী ও খৃস্টান আলিমদিগের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য রহিয়াছে। কাহারো কাহারো মতে আইয়ূব নামটি কাল্পনিক। মূলত তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। রিব্বী মমাণী দায়য (ربى ممانى دين), মীকায়েলস (ميكايلس), ওস্‌মলার (وسمولر), ইস্তিয়ান (ستاين) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, "সিফরে আইয়ূব একটি প্রাচীন গ্রন্থ; কিন্তু তাহাও কাল্পনিক। অবশ্য ক্যান্ট, এ্যান্টল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মতে আইয়ূব একজন ব্যক্তির নাম। এই নাম কাল্পনিক নয়, যাহার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল এবং সিফরে আইয়ূবও কাল্পনিক কোন গ্রন্থের নাম নয়। সুতরাং যাহারা হযরত আইয়ূব (আ)-কে কাল্পনিক ব্যক্তি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের বক্তব্যই বরং কাল্পনিক ও অবাস্তব (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৪৯)। বস্তুত হযরত আইয়ূব (আ) সম্বন্ধে জানার জন্য সিফরে আইয়ূব" (তাওরাতের একটি বিশেষ অংশ যাহাতে কেবল হযরত আইয়ূব (আ) সম্পর্কেই আলোচনা করা হইয়াছে) এবং প্রাচীন ইতিহাস ইহার প্রধানতম উৎস। "সিফরে আইয়ূব"-এর মধ্যে হযরত আইয়ূব (আ) সম্বন্ধে মৌলিকভাবে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ (১) তিনি 'উয' দেশের বাসিন্দা ছিলেন। বর্ণিত আছে, "উয দেশে ইয়োব নামে একজন লোক বাস করিতেন, তিনি একজন নির্দোষ ও সৎলোক ছিলেন। তিনি সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করিতেন এবং মন্দ থেকে দূরে থাকিতেন।" (তাওরাত-ইয়োবের বিবরণ--১ম অধ্যায়--১ আয়াত, পৃ. ৬৬৯)।

(২) শিবায়ীয়েরা এবং কালদীয়রা তথা ব্যাবিলন শহরের লোকেরা তাঁহার গবাদিপশু লুট করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের উত্থানকালের সমসাময়িক মানুষ ছিলেন। 'ইয়োবের বিবরণ'-এর উক্ত দুইটি বরাত ছাড়া এ ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক সূত্রও রহিয়াছে, যাহার দ্বারা আলোচ্য বিষয়টিতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। তাহা এই যে, তাওরাত এবং ইতিহাস গ্রন্থে ইউবাব (يوباب) নামক এক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মতে আইয়ূব ও ইউবাব একই ব্যক্তির দুইটি নাম। আসলে হিব্রু ভাষায় ইউবাবকে "আউব" (اوب) বলা হয়। আর এই "আউব"-ই আরবী ভাষায় আইয়ূব হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, আইয়ূব, ইউবাব এবং আউব বিভিন্ন ভাষায় একই ব্যক্তির নাম। তাওরাতের বর্ণনানুযায়ী ইউবাব (يوباب) নামে দুইজন পৃথক পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। একজন বনী ইয়াকতান (بنى يقطان) বংশীয় আর অপরজন বনী আদূম বংশীয়। ইয়াকতান বংশীয় ইউবাব-এর সময়কাল হযরত ইবরাহীম (সা)-এরও পূর্বে। কেননা তাঁহার বংশপরম্পরা পাঁচ ব্যক্তির মাধ্যমে হযরত নূহ (আ) পর্যন্ত পৌঁছে। যেমন ইউবাব ইবন ইয়াকতান ইবন 'ঈর' ইবন সালাহ ইবন আরাফাকসদ ইবন সাম ইবন নূহ (আ)। (তাওরাত আদি পুস্তক, অধ্যায় ১০, আয়াত ২২-২৪)। আর বনী আদূম বংশীয় ইউবাব যদিও

হযরত আইয়ূব (আ)-এর বাসস্থান

হযরত মূসা (আ)-এর যমানার পূর্ববর্তী কালের, কিন্তু তিনি প্রথম ইউবাব-এর অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। কেননা হযরত ইসহাক (আ)-এর আলোচনায় এই কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে, আদূম ইসহাক (আ)-এর পুত্র 'ঈসূ (عيصو)-এর উপাধি। আর 'ঈসূ বয়সে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বড় ছিলেন। তিনি জন্মভূমি কান'আন ত্যাগ করত স্বীয় পিতৃব্য হযরত ইসমাঈল (আ)-এর নিকট হিজাযে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার কন্যা মহাল্লাত কিংবা বালামা (বাসিমা)-কে বিবাহ্ করিয়া আরব দেশের ঐ অংশে বসবাস আরম্ভ করেন, যাহা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরব দেশের শেষ সীমায় অবস্থিত (বুস্তানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ২য় খণ্ড)।

এই ঈসূ (আদূম)-এর বংশধর বহু শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে তাহাদের রাজত্বের প্রারম্ভ খৃস্টপূর্ব ১৭০০ সন। হযরত মূসা (আ)-এর যমানায় যখন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় মিসর হইতে ফিরিয়া আসে তখনও বনী আদূম শা'ঈর বা সা'ঈর-এর শাসনকর্তা ছিল। তাওরাতে বর্ণিত আছে ঃ "তখন মূসা (আ) কাদিস" হইতে বনী আদম-এর বাদশাহকে দূতের মাধ্যমে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনার ভাই ইসরাঈল বলিয়াছেন, আমাদের উপর যেইসব বিপদ-আপদ আসিয়াছে তাহা সম্বন্ধে আপনি জানেন....। আর বনী ইসরাঈলের গোটা সম্প্রদায় কাদিস ত্যাগ করিয়া হুর পর্বতের উপর চলিয়া আসিয়াছে এবং আল্লাহ্ তাআলা হুর পর্বতের উপর যাহা আদূম সম্প্রদায়ের রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন ছিল মূসা এবং হারূন (আ)-কে বলিলেন (তাওরাত ঃ গণনা পুস্তক, ২ ঃ ২২-২৩)।

বনী আদূম-এর শাসনকর্তাদিগের যেই তালিকা তাওরাতে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতে প্রতিভাত হয় যে, বনী ইসরাঈলের উপর "শৌল" (طالوت)-এর সুদূরপ্রসারী রাজত্বের পূর্বে যাহা আদূমদিগের রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যাহা খৃস্ট পূর্ব ১০০০ সাল পর্যন্ত কায়েম ছিল, এই সময়ে আটজন শাসনকর্তা শাসন করিয়া গিয়াছিল। তম্মধ্যে দ্বিতীয় শাসনকর্তার নাম ইউবাব ইব্ন যারিহ (زارح) ছিল। এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি আইয়ূব ও ইউবাব একই ব্যক্তির দুই নাম হয় তাহা হইলে কোন ইউবাব-এর নাম আইয়ূব? এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণের দুই ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, এই ব্যক্তিটি বনী ইয়াক্তানের বংশধর। মাওলানা হিফযুর রহমান বলেন, এই কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ইউবাবই আইয়ূব (আ)। তবে তিনি বনী ইয়াকতানের বংশধর নহেন। তিনি হইলেন আদূম বংশীয় একজন নবী (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৮০)।

হযরত আইয়ূব (আ)-এর সময়কাল

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতে হযরত আইয়ূব (আ) হয়তো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন, কিংবা তিনি হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সমসাময়িক। ইবন 'আসাকির-এর মতে হযরত আইয়ূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকটবর্তী কালের লোক ছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন হযরত লূত (আ)-এর সমসাময়িক এবং তিনি দীন-ই ইবরাহীমের অনুসারী ছিলেন (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২০)।

আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার (র)-এর মতে হযরত আইয়ূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ১০০ বৎসরেরও বেশ কিছু সময় পূর্বেকার লোক ছিলেন (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৪৯)।

মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (র) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ) বনী আদূম বংশের লোক এবং তিনি খৃস্টপূর্ব ৭০০ সন ও ১০০০ সনের মধ্যবর্তী কালে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন (আরদুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪)।

মাওলানা হিফযুর রহমান (র) বলেন, মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর বিশ্লেষণ যথাযথ নহে; বরং এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম অভিমত হইল, হযরত আইয়ূব (আ)-এর যমানা ছিল হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর সময়কালের মধ্যবর্তী যুগ অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ১৫০০ সন হইতে খৃস্টপূর্ব ১৩০০ সন-এর মাঝামাঝিতে তাঁহার আবির্ভাব। এই বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ পেশ করা যায় ঃ

(১) তাওরাতের তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সর্ববাদী মতে, হযরত আইয়ূব (আ)-এর সহীফাটি হযরত মূসা (আ)-এর পূর্ববর্তী কালের এবং হযরত মূসা (আ) ইহাকে প্রাচীন আরবী ভাষা হইতে হিব্রু ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।

(২) তাওরাত গ্রন্থের প্রথমে হযরত আইয়ূব (আ)-এর সহীফার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, "সিফরে আইয়ূব" হযরত মূসা (আ)-এর যমানার পূর্ববর্তী কালের। (৩) ইমাম বুখারী (র)-এর মতও অনুরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। এই কারণেই তিনি কিতাবুল আম্বিয়াতে নবী-রাসূলগণের যে ক্রমধারা সাজাইয়াছেন তাহাতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরে এবং হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে হযরত আইয়ূব (আ)-এর উল্লেখ করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯-১৮১)।

শায়খ নাজ্জার মিসরী (র) এবং আরও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে এই বিষয়ে এগারটি অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) বুস্তানী-এর মতে হযরত আইয়ূব (আ)-এর সময়কাল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যমানার ১০০ বৎসর পূর্বে।

(২) ইবন আসাকির (র)-এর মতে তাঁহার সময়কাল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যমানার পরপরই।

(৩) ক্যান্ট-এর মতে, তিনি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সমসাময়িক।

(৪) অ্যান্টাল-এর মতে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সমসাময়িক।

(৫) তাবারী (র)-এর মতে তাঁহার সময়কাল হযরত শু'আয়ব (আ)–এর পরবর্তী যমানা।

(৬) অপর এক মতে তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সমসাময়িক।

(৭) ইবন খায়সামা (র)-এর মতে তিনি হযরত সুলায়মাম (আ)-এর পরবর্তী যমানার নবী।

(৮) ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর মতে তিনি ইসরাঈলী নবী কিন্তু তাঁহার সময়কাল অজ্ঞাত।

(৯) তিনি বুখতে নসর (নেবুচাদ নেজার) বাদশাহ্র সমসাময়িক।

(১০) তিনি বনী ইসরাঈলের বিচারকদের সমসাময়িক।

(১১) তিনি ইরাকের রাজা "আরদেশীর"-এর সমসাময়িক।

উপরিউক্ত বক্তব্যের সারমর্ম হইল, হযরত আইয়ূব (আ)-এর সময়কাল হযরত ইয়াকূব ও হযরত মূসা (আ)-এর যমানার মধ্যবর্তী কাল (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৫০; কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩-১৮৪)।

বাইবেলে হযরত আইয়ূব (আ)

তাওরাতের একটিমাত্র সহীফাতে হযরত আইয়ূব (আ)-এর পবিত্র ভাষণসমূহ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উহাকে সহীফায়ে আইয়ূব বা সিফরে আইয়ূব বলা হয়। সিফরে আইয়ূব-এর মধ্যে কয়েক শত আয়াত এবং বিয়াল্লিশটি অধ্যায় রহিয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত আছে ঃ

পরিচয় ঃ (১) উষ দেশে ইয়োব নামে একজন লোক বাস করতেন। তিনি একজন নির্দোষ ও সৎ লোক ছিলেন। তিনি সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করতেন এবং মন্দতা থেকে দূরে থাকতেন। (২-৩) তাঁর সাত ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। তাঁর সাত হাজার ভেড়া, তিন হাজার উট, পাঁচশো জোড়া ষাড় ও পাঁচশো গাধী ছিল এবং তাঁর দাস-দাসীও ছিল অনেক। পূর্বদেশের সমস্ত লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ধনী। (৪) তাঁর ছেলেরা পালা-পালা করে তাদের নিজের নিজের বাড়িতে ভোজ প্রস্তুত করত এবং তাদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করবার জন্য লোক পাঠিয়ে তাদের তিন বোনকে নিমন্ত্রণ করত। (৫) তাদের ভোজের দিনগুলো শেষ হয়ে গেলে পর ইয়োব তাদের ডেকে এনে শুচি করতেন। ভোরবেলা তিনি তাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে পোড়ানো উৎসর্গের অনুষ্ঠান করতেন। তিনি ভাবতেন, আমার ছেলেমেয়েরা হয়তো পাপ করেছে এবং মনে মনে সদাপ্রভুকে অসম্মান করেছে। ইয়োব সব সময় এই রকম করতেন। (৬) একদিন স্বর্গদূতেরা সদাপ্রভুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন আর শয়তানও তাঁদের সংগে উপস্থিত হল। তখন সদাপ্রভু শয়তানকে বললেন, "তুমি কোথা থেকে আসলে?" উত্তরে শয়তান সদাপ্রভুকে বলল, "পৃথিবীর মধ্য দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে আসলাম।"

(৮) সদাপ্রভু তখন শয়তানকে বললেন, "আমার দাস ইয়োবের দিকে কি তুমি লক্ষ্য করেছ? পৃথিবীতে তার তুল্য আর কেউ নেই। সে নির্দোষ ও সৎ। সে আমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে এবং মন্দতা থেকে দূরে থাকে।" (৯-১০) তখন শয়তান বলে, "ইয়োব কি এমনি এমনি আপনাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে? আপনি কি তার চারপাশে এবং তার বাড়ি ও তার যা কিছু আছে তার চারপাশে ঘেরা দিয়ে রাখেন নি? আপনি তো তার কাজে আশীর্বাদ করেছেন, সেইজন্য তার পশুপালে দেশ ছেয়ে গেছে। (১১) কিন্তু আপনি হাত বাড়িয়ে তার সবকিছুকে আঘাত করুন, সে নিশ্চয়ই আপনার সামনেই আপনার বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলবে।"

(১২) তখন সদাপ্রভু শয়তানকে বললেন, "বেশ ভাল; তার যা কিছু আছে তা তোমার হাতে দিলাম, কিন্তু তার দেহের উপরে তুমি একটা আঙ্গুলও ছোঁয়াবে না।" তখন শয়তান সদাপ্রভুর সামনে থেকে বের হয়ে চলে গেল।

(১৩) একদিন ইয়োবের ছেলে-মেয়েরা তাদের বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছিল ও আংগুর রস খাচ্ছিল। (১৪) এমন সময় ইয়োবকে খবর দেবার জন্য একজন লোক এসে বলল, "আপনার ষাড়গুলো জমি চাষ করছিল এবং গাধীগুলোও কাছাকাছি চরছিল। (১৫) এর মধ্যে শিবায়ীয়েরা লুট করতে এসে সেগুলো নিয়ে গেছে। তারা আপনার দাসদের মেরে ফেলেছে। আপনাকে খবর দেবার জন্য কেবল আমিই রক্ষা পেয়েছি।

(১৬) লোকটি তখনও কথা বলছিল, এমন সময় আর একজন এসে খবর দিল, "আকাশ থেকে সদাপ্রভুর আগুন পড়ে আপনার ভেড়ার পাল আর দাসদের পুড়িয়ে দিয়েছে। আপনাকে খবর দেয়ার জন্য কেবল আমিই রক্ষা পেয়েছি। (১৭) দ্বিতীয় লোকটি তখনও কথা বলছিল এমন সময় আর একজন এসে খবর দিল, কলদীয়েরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে হানা দিয়ে আপনার উটগুলো নিয়ে গেছে। তারা আপনার দাসদের মেরে ফেলেছে। আপনাকে খবর দেবার জন্য কেবল আমিই রক্ষা পেয়েছি। (১৮) তৃতীয় লোকটি তখনও কথা বলছিল এমন সময় খবর দেবার জন্য আর একজন এসে বলল, আপনার ছেলে-মেয়েরা তাদের বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছিলেন ও আংগুর রস খাচ্ছিলেন। (১৯) তখন মরু এলাকা থেকে হঠাৎ একটা জোরে বাতাস এসে ঘরটাকে আঘাত করল। তাতে ঘরটা ভেংগে তাদের উপর পড়াতে তাঁরা মারা গেছেন। আপনাকে খবর দেবার জন্য কেবল আমিই রক্ষা পেয়েছি।

(২০) এই কথা শুনে ইয়োব উঠে মনের দুঃখে তাঁর কাপড় ছিঁড়লেন এবং মাথা কামিয়ে ফেললেন। (২১) তারপর মাটিতে পড়ে সদাপ্রভুকে তাঁর অন্তরের ভক্তি জানিয়ে বললেন, মায়ের পেট থেকে আমি উলংগ এসেছি আর উলংগই চলে যাব। সদাপ্রভুই দিয়েছিলেন আর সদাপ্রভুই নিয়ে গেছেন; সদাপ্রভুর গৌরব হোক। (২২) এইসব হলেও ইয়োব পাপ করলেন না কিংবা সদাপ্রভুকে দোষী করলেন না।

ইয়োবের দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ (১) আর একদিন স্বর্গদূতেরা সদাপ্রভুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন; আর শয়তানও তাঁর সামনে উপস্থিত হবার জন্য স্বর্গদূতদের সংগে আসল। (২) সদাপ্রভু শয়তানকে বললেন, "তুমি কোথা থেকে আসলে?" উত্তরে শয়তান সদাপ্রভুকে বলল, "পৃথিবীর মধ্যে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে আসলাম।"

(৩) তখন সদাপ্রভু শয়তানকে বললেন, "আমার দাস ইয়োবের দিকে তুমি লক্ষ্য করেছ? পৃথিবীতে তাঁর মত আর কেউ নেই। সে নির্দোষ ও সৎ। সে আমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে ও মন্দতা থেকে দূরে থাকে। যদি তুমি বিনা কারণে তার সর্বনাশ করার জন্য আমাকে খুঁচিয়ে তুলেছ তবুও সে এখনও কোন দোষ করেনি।" (৪) শয়তান বলল, তার জীবনই তার কাছে প্রাণের প্রাণ; মানুষ

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তার যা কিছু আছে সবই দেবে। (৫) আপনি হাত বাড়িয়ে তার দেহে আঘাত করুন, সে নিশ্চয়ই আপনার সামনেই আপনার বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলবে।

(৬) তখন সদাপ্রভু শয়তানকে বললেন, "বেশ ভাল; তাকে তোমার হাতে দিলাম, কিন্তু তুমি তাকে প্রাণে মারবে না।" (৭) এরপর শয়তান সদাপ্রভুর সামনে থেকে বের হয়ে গেল এবং ইয়োবের মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত যন্ত্রণাপূর্ণ ঘা দিয়ে তাকে কষ্ট দিতে লাগল। (৮) তখন ইয়োব ছাইয়ের মধ্যে বসে মাটির পাত্রের একটা টুকরা দিয়ে নিজের ঘা ঘষতে লাগলেন। (৯) তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, "তুমি এখনও দাবি করছ যে, তুমি নির্দোষ? সদাপ্রভুকে দোষ দিয়ে মরে যাও।" (১০) কিন্তু ইয়োব তাঁকে বললেন, তুমি একজন বোকা স্ত্রীলোকের মত কথা বলছ। আমরা সদাপ্রভুর কাছ থেকে কি কেবল মঙ্গলই গ্রহণ করব, অমঙ্গল গ্রহণ করব না? এইসব হলেও ইয়োব তাঁর কথার মধ্য দিয়ে পাপ করলেন না।

ইয়োবের তিন বন্ধু ঃ (১১) তৈমনীয় ইলীফস, সূহীয় বিলদদ ও নামাথীয় সোফর নামে ইয়োবের তিনজন বন্ধু যখন ইয়োবের সব বিপদের কথা শুনলেন তখন তারা তাদের বাড়ি থেকে রওনা হলেন। তারা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন যে, তারা গিয়ে তাঁর সংগে শোক করবেন ও তাঁকে সান্ত্বনা দিবেন। (১২) তারা দূর থেকে তাঁকে দেখে চিনতেই পারলেন না। তারা জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে মাথার উপরে আকাশের দিকে ধুলা ছাড়লেন। (১৩) তারপর তারা সাত দিন ও সাত রাত তার সংগে মাটিতে বসে রইলেন। তাদের মধ্যে কেউ তাঁকে কিছুই বললেন না, কারণ তার কষ্ট যে কি ভীষণ তা তারা দেখতেই পাচ্ছিলেন। এইভাবে বিয়াল্লিশটি অধ্যায়ে ইয়োব সম্পর্কে আলোচনার পর বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ কথা ঃ (৭) ইয়োবকে এইসব কথা বলার পরে সদাপ্রভু তৈমনীয় ইলীফসকে বললেন, আমার দাস ইয়োবকে যেমন বলেছে তুমি ও তোমার বন্ধুরা সেইভাবে আমার বিষয় ঠিক কথা বলনি; সেইজন্য তোমাদের জন্য তোমাদের উপর আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। কাজেই এখন সাতটা ষাড় ও সাতটা ভেড়া নিয়ে আমার দাস ইয়োবের কাছে যাও এবং নিজেদের জন্য পোড়ানো উৎসর্গের অনুষ্ঠান কর। আমার দাস ইয়োব তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবে আর আমি তা গ্রহণ করব, তোমাদের বোকামি অনুসারে ফল দেব না। আমার দাস ইয়োব, যেমন আমার বিষয়ে ঠিক কথা বলেছে তোমরা তেমন বলনি। (৯) তখন তৈমনীয় ইলীফস, সূহীয় বিলদদ ও নামাথীয় সোফর সদাপ্রভুর কথামতই কাজ করলেন, আর সদাপ্রভু ইয়োবের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন।

(১০) ইয়োব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করবার পর সদাপ্রভু আবার তাঁর অবস্থা ফিরালেন এবং তাকে সব কিছু আগের চেয়ে দুই গুণ দিলেন। (১১) তাঁর ভাই ও বোনেরা এবং যারা তাঁকে আগে চিনত তারা সকলে এসে তাঁর বাড়িতে তাঁর সংগে খাওয়া-দাওয়া করল। সদাপ্রভু তাঁর উপর যেসব কষ্ট এনেছিলেন তার জন্য তারা তাঁকে সান্ত্বনা দিল। তারা প্রত্যেকে তাকে এক টুকরা রূপা ও সোনার একটা কানের গহনা দিল।

(১২) সদাপ্রভু ইয়োবের জীবনের প্রথম অবস্থা থেকে পরের অবস্থা আরও আশীর্বাদযুক্ত করলেন। তাঁর চৌদ্দ হাজার ভেড়া, ছয় হাজার উট, এক হাজার জোড়া ষাড় ও এক হাজার গাধা হল। (১৩) তাঁর ঘরে সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হল। (১৪) তার বড় মেয়ের নাম যিমীমা, মেজ মেয়ের নাম কৎসীয়া ও ছোট-মেয়ের নাম কেরন-হপ্পুক। (১৫) ইয়োবের মেয়েদের মত সুন্দরী দেশের মধ্যে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। তাদের বাবা তাদের ভাইদের সংগে তাদেরও সম্পত্তির ভাগ দিলেন। (১৬) এরপর ইয়োব আরও একশো চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের ও তাদের ছেলে মেয়েদের চার পুরুষ পর্যন্ত দেখেছিলেন। (১৭) এইভাবে ইয়োব বুড়ো হয়ে এবং পূর্ণ আয়ু পাবার পরে মারা গেলেন (বাইবেল ঃ ইয়োবের বিবরণ, পৃ. ৬৬৯-৭৪৫)।

কুরআন মজীদে হযরত আইয়ূব (আ)

কুরআন মজীদের চার স্থানে হযরত আইয়ূব (আ)-এর নাম উল্লেখ রহিয়াছে। দুই স্থানে নবীগণের নামের সাথে শুধু নামটিই উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহার কোন বক্তব্য বা তাঁহার সম্পর্কিত কোন ঘটনার উল্লেখ এই স্থান দুইটিতে নাই। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعِيسى وَاَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمَانَ ·

"আর ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মান-এর নিকটও ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৬৩)।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسى وَهٰرُوْنَ ·

"এবং তাহার (নূহ-এর) বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও (সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম)" (৬ ঃ ৮৪)।

আর বাকী দুই স্থানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে হইলেও হযরত আইয়ূব (আ)-এর জীবনের বহুবিধ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ · فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ · رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ·

"এবং স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়া বলিয়াছিল, "আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু! তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিলাম, তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিলাম, তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত আরও দিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ" (২১ ঃ ৮৩-৮৪)।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰي رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ · اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ · وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰي لِاُولِي الْاَلْبَابِ · وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ·

"স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ূবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে, আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর। এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাহাকে দান করিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, এক মুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না। আমি তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী" (৩৮ : ৪১-৪৪)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আইয়ূব (আ) আল্লাহ তা'আলার একজন খাঁটি বান্দা এবং তাঁহার মনোনীত পয়গাম্বর ছিলেন। অর্থ-সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের দিক দিয়া আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাল-দৌলত, পরিবার-পরিজন সবই ধ্বংস হইয়া গেল এবং তিনি আক্রান্ত হইলেন এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে। এতদসত্ত্বেও তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কোনরূপ অভিযোগ করিলেন না, বরং অত্যন্ত আদবের সহিত নিজের অবস্থা তাঁহার নিকট তুলিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন :

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ٠

"শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে"।

এই ক্ষেত্রে হযরত আইয়ূব (আ) 'আপনি আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছেন' না বলিয়া "শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে" এই কথা এইজন্য বলিয়াছেন যে, তিনি জানিতেন, দুঃখ-কষ্ট সব কিছু আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্ট। তবে এগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে শয়তানের কারণে। এ পর্যায়ে তিনি আরো বলিয়াছেন :

أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ٠

"আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি। আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু"।

যখন তিনি এভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকিলেন, তখন তিনি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন, তাঁহার দু'আ কবুল করিলেন এবং ধন-সম্পদ পরিবার-পরিজন যাহা কিছু তাঁহার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তাহা এবং তৎসঙ্গে আরো বহু গুণ অধিক তাঁহাকে দান করিলেন। আর সুস্থ ও রোগমুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা পানির ফোয়ারা জারী করিয়াছিলেন। এই সবকিছু আল্লাহ্‌র রহমত এবং ইবাদতকারী বুদ্ধিমান লোকদের জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে উপদেশস্বরূপ ছিল (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬-১৮৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪)।

অগ্নিপরীক্ষায় হযরত আইয়ূব (আ)

এই কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, হযরত আইয়ূব (আ) মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন। আর এই কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি এবং শয়তান তো

আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত عذاب (আযাব) বলিয়া আর্থিক বিপর্যয়ের কথা বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা আলূসী (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ১৫ খণ্ড, পৃ. ১৩৫; তাফসীরে রূহুল মাআনী-২৩, পৃ. ২০৯)। দৈহিক ও আর্থিক দিক হইতে হযরত আইয়ূব (আ) কত কাল ও কি ধরনের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন সে সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে হযরত আইয়ূব (আ) সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন সাত ঘন্টা রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্‌বিহ (র) বলেন, তিনি সাত বৎসর রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, তিনি দশ বৎসর ভিন্নমতে আঠার বৎসর পর্যন্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। (আল-জামিলি আহকামিল কুরআন, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৩৮)।

তাঁহার রোগ সম্পর্কে তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে ইসরাঈলী রিওয়ায়াতসমূহে বহু অতিরঞ্জন রহিয়াছে। তাহাতে এমন সব রোগের কথা বলা হইয়াছে যাহা ঘৃণার কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যে সমস্ত রোগের কারণে পীড়িত ব্যক্তি হইতে দূরে সরিয়া থাকা একান্ত জরুরী মনে করা হয়, যেমন কুষ্ঠ, ফোঁড়া, পাচড়া ইত্যাদি, এমন অবস্থায় পৌঁছিয়া যাওয়া যাহাতে শরীর পচিয়া-গলিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাতে সুস্থ লোকদের ঘৃণার কারণ হয়। এইরূপ রিওয়ায়াতগুলি উদ্ধৃত করার পর কোন কোন তাফসীরকার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, নবী ও রাসূলদের এমন রোগ হয় না যাহা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ঘৃণার কারণ হয় এবং উক্ত কারণে তাহারা রোগী হইতে পলায়ন করে। কেননা ইহা নবী ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং হিদায়াত ও নসীহতকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরাট বড় বাধা। এ কারণেই ইবনুল আরাবী (র) এই জাতীয় রিওয়ায়াতকে বাতিল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭; আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৩৬)।

সূক্ষ্মদর্শী আলিমগণ বলেন, যদি ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ সহীহ বলিয়া মানিয়া নেয়া হয়, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে আমাদের অভিমত হইল, সম্ভবত নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত আইয়ূব (আ) এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে নবুওয়াত দান করেন (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৫০; কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭)।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ)-কে অগাধ ধনদৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি সন্তান-সন্ততি ধন-সম্পদ ইত্যাদির ব্যাপারেও অগ্নিপরীক্ষায় নিপতিত করিলেন। ধন-সম্পদ অর্থকড়ি যাহা ছিল সব শেষ হইয়া গেল। সন্তান-সন্ততি সব মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং তিনিও আক্রান্ত হইলেন এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে। মোটকথা, হযরত আইয়ূব (আ) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, ইহার কারণে কেহই তাঁহার নিকট আসিতে ইচ্ছা করিত না। তিনি লোকালয়ের বাহিরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ কয়েক বৎসর পর্যন্ত পড়িয়া থাকেন। এই অবস্থায় হা-হুতাশ,

অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও তিনি মুখে উচ্চারণ করেন নাই। সতী-সাধ্বী স্ত্রী লিয়া (বা রহমত) একবার আরয করিলেন, আপনার কষ্ট অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বৎসর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিআমত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়াছি। ইহার বিপরীতে সাত বৎসর বিপদে থাকা কঠিন হইবে কেন? পয়গাম্বর সুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দু'আ করারও হিম্মত করিতেন না, যাহাতে কোথাও সবরের খেলাফ না হইয়া যায়। বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্টের কথা পেশ করা সবরের পরিপন্থী কোন কাজ নহে। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটিয়া গেল, যাহা তাহাকে দু'আ করিতে বাধ্য করিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার সবর ও ধৈর্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ٠

"আমি তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে। সে ছিল আমার অভিমুখী" (৩৮ ঃ ৪৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫; মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃ. ৮৮৭; আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২১৪)।

হযরত আইয়ূব (আ)-এর রোগমুক্তি

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ)-এর দু'আ কবুল করিলেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ ٠

"অতঃপর আমি তাহার দুআ কবুল করিলাম, তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম, তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত আরো দিলাম" (২১ ঃ ৮৪)।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা আদেশ করিলেন, আইয়ূব! স্বস্থান হইতে উঠ এবং যমীনের উপর পদাঘাত কর। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ٠

"আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি তোমার পদ দ্বারা আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়" (৩৮ ঃ ৪২)।

আইয়ূব (আ) আল্লাহ্‌র আদেশে তাহাই করিলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জন্য একটি ফোয়ারা জারী করিয়া দিলেন। তিনি ঐ ফোয়ারার পানি দ্বারা গোসল করিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীরের বাহ্যিক সমস্ত রোগ নিরাময় হইয়া গেল। তৎপর তিনি পুনরায় পদাঘাত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি ফোয়ারা উথলাইয়া উঠিল। তিনি উহার পানি পান করিলেন। তাহাতে তাঁহার দেহের অভ্যন্তরীণ অংশে রোগের যেই প্রভাব ও ক্রিয়া ছিল তাহাও নির্মূল হইয়া গেল। এইরূপে

তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর আদায় করিলেন (কাসাসুল কুরআন, ইব্ন কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০)। হাফিয ইব্ন হাজার (র) ইব্ন জারীর তাবারী (র)-এর সূত্রে হযরত কাতাদা (র) হইতে অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। তাফসীরে রূহুল মাআনীতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২০; তাফসীরে রূহুল মাআনী, ২৩তম পারা, পৃ. ২০৭)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আইয়ূব (আ) দীর্ঘ তের বৎসর (ভিন্ন মতে তিন, সাত, আঠার বৎসর) পর্যন্ত নানাবিধ বিপদ-আপদের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় জর্জরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, তাঁহার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। অবশ্য আত্মীয়দের মধ্যে দুইজন আত্মীয় সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট আসিতেন। একবার তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজনকে বলিলেন, হয়তো আইয়ূব বড় ধরনের কোন পাপ কার্য করিয়াছেন। অন্যথায় তিনি এই বিপদ হইতে অবশ্যই মুক্তি পাইতেন। অপর এক ব্যক্তি এই কথাটি হযরত আইয়ূব (আ)-কে শুনাইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন। ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, সিজদায় পড়িয়া তিনি এই দু'আ করিলেন, وعزتك لا ارفع راسى حتى تكشف عنى (হে আল্লাহ! আমি আপনার সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি, আমাকে রোগমুক্ত না করা পর্যন্ত আমি মাথা উত্তোলন করিব না)।

অতঃপর তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই আইয়ূব (আ) সৌচকার্যের উদ্দেশে উঠিলেন এবং তাহার স্ত্রী হাতে ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ইসতিন্জা সমাপন করিয়া তথা হইতে একটু স্থানান্তর হইতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি এই মর্মে ওহী নাযিল করিলেন, 'যমীনের উপর পদাঘাত কর'। তিনি পদাঘাত করিতেই পানির ফোয়ারা উথলাইয়া উঠিল। সুস্থতা লাভের জন্য তিনি উহাতে গোসল করিলেন। অমনি তিনি সুস্থ হইয়া গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জান্নাতী লেবাস পরাইয়া দিলেন (রূহুল মাআনী, ২৩তম পারা, পৃ. ২০৭)। অতঃপর তাঁহার স্ত্রী আসিলেন। তিনি হযরত আইয়ূব (আ)-কে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটই আইয়ূব (আ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমিই আইয়ূব। দৈনন্দিন আহারের জন্য হযরত আইয়ূব (আ)-এর নিকট এক পুটুলি গম ও এক পুটুলি যব থাকিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য গমগুলিকে স্বর্ণ এবং যবগুলিকে রৌপ্যে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২১; তাফসীরে রূহুল মাআনী, ২৩তম পারা, পৃ. ২০৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৫৭)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আইয়ূব (আ) নির্জনে পোশাকহীন অবস্থায় গোসল করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হইল। তিনি সেগুলি হাতে ধরিয়া ধরিয়া দ্রুত কাপড়ে রাখিতেছিলেন। তখন তাঁহার রব তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে আইয়ূব! তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা হইতে আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করিয়া দেই নাই কি? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, হে রব! কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে মুখাপেক্ষীহীন নই (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮)।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ)-এর ধন-দৌলত ফিরাইয়া দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও।

হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলিতে তাহারা সকলেই মারা গিয়াছিলেন। ইহার পর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সুস্থতা দান করিলেন তখন মারা যাওয়া সন্তানদেরকেও জীবিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে নূতন সন্তানও এই পরিমাণ অর্থাৎ সাত পুত্র ও সাত কন্যা দান করিলেন (মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৮৮৬; আল জামি লি আহকামিল কুরআন, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২১৬; তাফসীরে রূহুল মাআনী, ২৩তম পারা, পৃ. ২০৭)। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ ۔

"এবং তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন ফিরাইয়া দিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত আরো দিলাম" (২১ ঃ ৮৪)।

স্বামী ভক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত হযরত রহীমা (রা)

হযরত আইয়ূব (আ)-এর অসুস্থ থাকাকালীন এই দীর্ঘ সময়ে একমাত্র তাঁহার স্ত্রীই তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি হযরত আইয়ূব (আ)-কে ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। স্বামীর এই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। স্বামীভক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত হযরত রহীমা (রা)। ইতিহাসে এই জাতীয় খেদমতের নযীর বিরল।

একদিন হযরত রহীমা (রা) হযরত আইয়ূব (আ)-এর কষ্টে অত্যন্ত অধীর হইয়া এমন কিছু কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহা ছিল বাহ্যিক দৃষ্টিতে সবরের পরিপন্থী। ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হযরত আইয়ূব (আ) তাহা বরদাশত করিতে পারিলেন না। তিনি কসম করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে এক শত বেত্রাঘাত করিব (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯)।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ইবন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইয়ূব (আ)-এর পত্নীর সাথে সাক্ষাত করে। তিনি তাহাকে চিকিৎসক মনে করিয়া তাহার স্বামীর চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করেন। তখন শয়তান বলিল, আমি এই শর্তে চিকিৎসা করিতে পারি যে, আরোগ্য লাভের পর এই কথার স্বীকৃতি দিতে হইবে যে, আমিই তাহাকে আরোগ্য দান করিয়াছি। এই স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাহি না। স্ত্রী হযরত আইয়ূব (আ)-কে এই কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, তোমার সরলতা দেখিয়া সত্যিই দুঃখ হয়। সে তো শয়তান। এই প্রস্তাবের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাহাদেরকে শিরকে লিপ্ত করার একটা অপপ্রয়াস ছিল। এই কারণে হযরত আইয়ূব (আ) রাগ হইয়া শপথ করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে এক শত বেত্রাঘাত করিব (আল-জামি লি-আহ্কামিল কুরআন, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৩৮)। তাফসীর গ্রন্থসমূহে এই জাতীয় আরো বহু ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে।

অবশেষে যখন হযরত আইয়ূব (আ)-এর পরীক্ষার মেয়াদ শেষ হইয়া গেল এবং তিনি সুস্থ হইলেন তখন তিনি কসম পূর্ণ করিবার পদ্ধতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করিতে লাগিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বামী ভক্তির মূর্ত প্রতীক হযরত রহীমা (রা)-এর খেদমতের প্রতিদানস্বরূপ আইয়ূব (আ)-কে আদেশ করিলেন, এক মুষ্টি তৃণ লও এবং উহা দ্বারা তাহাকে মৃদু আঘাত কর। এইভাবে তোমার কসম পূর্ণ হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ ·

"আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, এক মুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না। আমি তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী" (৩৮ঃ৪৪)।

হযরত আইয়ূব (আ)-এর ইনতিকাল

কঠিন পীড়া ও অগ্নিপরীক্ষা হইতে মুক্তিলাভের পর হযরত আইয়ূব (আ) এক শত চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পুত্র, প্রপৌত্রসহ চারি পুরুষ পর্যন্ত তিনি দেখিয়া যাইতে সক্ষম হন। ইহার পর তিনি ইনতিকাল করেন। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার সর্বমোট বয়স ২১০ বৎসর ছিল (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩; তাফসীর মাজেদী, পৃ. ৬৭০, টীকা নং ১১০)।

শিক্ষণীয় বিষয়

হযরত আইয়ূব (আ)-এর জীবনীর উল্লেখযোগ্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নিম্নরূপ ঃ (১) আল্লাহ পাকের বান্দাগণের মধ্য হইতে আল্লাহ তা'আলার সহিত যাহার যতটুকু সান্নিধ্য আছে তাহার পরীক্ষাও সে অনুপাতেই হইয়া থাকে। পরীক্ষায় পতিত হইয়া যদি কেহ সবর করে, কোনরূপ অভিযোগ না করে তবে তাহার মর্যাদা পূর্বের তুলনায় শত গুণে বাড়িয়া যায়। একদা হযরত সা'দ (রা) নবী করীম (স)-কে প্রশ্ন করিলেন ঃ

اى الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلبا اشتد بلائه وان كان فى دينه رقة ابتلي على قدر دينه ·

"কোন ধরনের মানুষ কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া থাকে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, নবীগণ সর্বাধিক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া থাকেন। ইহার পর যাহারা উত্তম। এইভাবে পরীক্ষার কঠোরতা ক্রমেই লঘু হইতে থাকে। মোটকথা, মানুষ তাহাদের দীনের স্তর অনুপাতেই পরীক্ষার মুখামুখি হইয়া থাকে। কেহ যদি ধর্মে দৃঢ় ও পরিপক্ক হয় তবে তাহার পরীক্ষা অপরাপর মানুষের তুলনায় কঠিন হয়। আর যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে দুর্বল তাহার পরীক্ষাও সেই অনুসারেই হইয়া থাকে" (তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫)।

(২) সুখে-দুঃখে তথা জীবনের সকল অবস্থায় মানুষের জন্য উচিত তাহাদের প্রতিপালকের শোকর আদায় করা, জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসিলে উহাকে আল্লাহ পাকের রহমত বলিয়া গণ্য করা।

আর যদি কোন প্রতিকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় তাহা হইলে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ্‌র প্রতি অভিযোগ নবী-রাসূলগণের শিক্ষার পরিপন্থী।

(৩) মানুষের জন্য উচিত কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া। নিরাশ হওয়া কুফরী।

(৪) স্ত্রীর জন্য উচিত সর্বদা স্বামীর খেদমতে নিয়োজিত থাকা, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় স্বামীর পাশে থাকা, নিজের সর্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়া হইলেও স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তাহার সেবায় নিয়োজিত থাকা। যেমন হযরত আইয়ূব (আ)-এর সতী-সাধবী স্ত্রী হযরত রহীমা (রা) করিয়াছিলেন (কাসাসুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩-১৯৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৪ নিসাঃ ১৬৩; ৬ আনআম ঃ ৮৪; ২১ আম্বিয়া ঃ ৮৩-৮৪; ৩৮ সাদ ঃ ৪১-৪২, ৪৩-৪৪; (২) ইমাম তিরমিযী (র) জামি' তিরমিযী, কুতুব খানায়ে রশীদিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫; (৩) শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব আন-নাজ্জার (র), কাসাসুল আম্বিয়া, দারু ইহ্‌য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ৩৪৯, ৩৫০; (৪) আস-সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী আল-বাগদাদী, তাফসীরে রূহুল মাআনী, মাকতাবায়ে ইমদাদিয়া মুলতান-পাকিস্তান, ১২তম খণ্ড ২৩তম পারা পৃ. ২০৫; (৫) মাওলানা মুহাম্মাদ হিফযুর রহমান সিউহারভী, কাসাসুল কুরআন, মীর কুতুবখানা, আরামবাগ করাচী, ২য় খণ্ড, ১৭৭, ১৭৯-১৯৫; (৬) ইদারায়ে তাসনীফ ও তালীফ, পাকিস্তান, আনওয়ারে আম্বিয়া, রচনাকাল ১৯৫৯ খৃ., অনুবাদ ইফা বাংলাদেশ, প্রকাশকাল মার্চ ১৯৮৭, পৃ. ২৪৬, ২৫২; (৭) আল-কুরতুবী (র), আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১৯৯৩ খৃ., ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৩৫, ১৩৮, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৬; (৮) ইমাম আল-বুখারী, সহীহ্ বুখারী, মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সাহারানপূর, ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড, ১৪৮০; (৯) ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, দারুল ফিক্‌র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪২০-৪২১; (১০) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র), মাআরিফুল কুরআন, (অনুবাদ) বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৯৪, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫১০, ৫১১; মাআরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) পৃ. ৮৮৬, ৮৮৭; (১১) তাওরাত, সহীফায়ে আইয়ূব, ১ম অধ্যায়, ১ম শ্লোক, তাওরাত আদি পুস্তক অধ্যায়-১০, ২২-২৩-২৪, শ্লোক, তাওরাত গণনা পুস্তক অধ্যায়-২, ২২-২৩ শ্লোক; (১২) আবুল ফিদা ইবন কাছীর আদ্-দিমাশকী (র) মুখতাসারু তাফসীরে ইবন কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৭, দারুল ফিকর বৈরূত (লেবানন) (১৩) পবিত্র বাইবেল, ইয়োবের বিবরণ, পৃ. ৬৬৯-৭৪৫, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা; (১৪) ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৯, দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরবী বৈরূত লেবানন।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

১৫

হযরত ইউনুস (আ)

حضرت یونس علیه السلام

হযরত ইউনুস (আ)

বংশপরিচয়

ইউনুস (আ)-এর বংশপরিচয় সম্পর্কে তেমন কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

(ক) ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ) ছিলেন ইয়া'কূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ)। (খ) তিনি হূদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন (আজাইবুল কাসাস)।

কোন কোন মনীষী মনে করেন, মাত্তা ইউনুস (আ)-এর মাতার নাম। আসলে ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফের 'আম্বিয়া' অধ্যায়ে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে "মাত্তা" যে তাঁহার মাতার নাম নয়, বরং তাঁহার পিতার নাম, ইহা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, "মাত্তা" হইতেছে ইউনুস (আ)-এর পিতার নাম।

ইংরেজী বাইবেল গ্রন্থে ইউনুস (আ)-এর নাম আমাওই'র পুত্র জোনাহ (Jonah) হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ভাষাগত পার্থক্যের কারণে হইয়াছে, ইবরানী ভাষার নিয়ম-পদ্ধতির সাথে সংগতি রাখিয়াই তাঁহার নাম এইভাবে উল্লেখ হইয়াছে।

তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিতার বয়স ছিল ৭০ বৎসর। তিনি শুধু একটি কাঠের চামচ রাখিয়া কিছু দিনের মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অলৌকিক স্বপ্ন প্রভাবে তিনি যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া-এর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পুত্র ও সম্পদ-সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন এবং শেষে অলৌকিকভাবে সব কিছু পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

কুরআন মজীদে ইউনুস (আ)

পবিত্র কুরআনের দশম সূরা ইউনুস (আ)-এর নামে নামকরণ করা হইয়াছে। কুরআনের ছয়টি জায়গায় ইউনুস (আ)-এর উল্লেখ হইয়াছে। আয়াতসমূহ হইতেছে ঃ

১। সূরা আন-নিসা-এর ১৬৩ তম আয়াত।

২। সূরা আল-আনআম-এর ৮৭ তম আয়াত।

৩। সূরা ইউনুস-এর ৯৮তম আয়াত।

৪। সূরা আল-আম্বিয়া-এর ৮৭ তম ও ৮৮তম আয়াত।

৫। সূরা আস-সাফ্ফাত-এর ১৩৯তম হইতে ১৪৮তম আয়াত।

৬। সূরা আল-কালাম-এর ৪৮ হইতে ৫০ নং আয়াত।

উল্লেখ্য যে, সূরা আন-নিসা ও সূরা আল-আনআমে অন্যান্য নবীদের নামের সহিত তাঁহার নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেখানে আসে নাই। আয়াত দুইটি হইতেছে ঃ

انَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ٠

"আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠাইয়াছি, যেমন নূহ ও তাঁহার পরবর্তী নবীদের প্রতি পাঠাইয়াছিলাম; ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁহার সন্তানদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতিও ওহী পাঠাইয়াছি। আর আমি দাউদকে যাবূর দান করিয়াছি" (৪ ঃ ১৬৩)।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ٠

"এবং ইসমাঈল, আল-য়াসা, ইউনুস ও লূত প্রত্যেকেই সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত করিয়াছি" (৬ ঃ ৮৭)।

অবশিষ্ট চারটি জায়গায় ইউনুস (আ) সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়া' এই দুইটি জায়গায় তাঁহাকে ইউনুস নামে ও সূরা আস-সাফ্ফাতে যুন-নূন অর্থাৎ মৎসওয়ালা ও সূরা আল-কালামে সাহিবুল হূত অর্থাৎ মৎসওয়ালা উপাধি উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ٠

"শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোন জনপদের লোকেরা (শাস্তি অনিবার্য উপলব্ধি করিয়া) ইউনুসের সম্প্রদায়ের মত কেন ঈমান গ্রহণ করিল না, যাহাদের ঈমান গ্রহণ তাহাদের জন্য লাভবান প্রমাণিত হইয়াছিল? অতঃপর (ইউনুসের সম্প্রদায়ের) যাহারা ঈমান আনিয়াছিল আমি তাহাদের পার্থিব জীবন হইতে লাঞ্ছনার শাস্তি দূর করিয়া তাহাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগের সুযোগ দিয়াছিলাম" (১০ ঃ ৯৮)।

আলোচ্য আয়াতে একটি সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে, সেইজন্য উহা নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, কোন সম্প্রদায়ের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহাদের উপর মহান আল্লাহর শাস্তি পতিত হইলে উহা তওবা বা ঈমানের ঘোষণা দ্বারা রহিত হয় না। যেমন ফির'আওন

ডুবন্ত অবস্থায় মূসা ও হারূন (আ)-এর রবের উপরে ঈমান আনয়নের ঘোষণা দিলেও উহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাস্তি হইতে পরিত্রাণ দেওয়া হয় নাই। কেননা শাস্তি পতিত হইয়া গেলে উহা স্বচক্ষে দেখিবার পর তওবা করিলে বা ঈমান আনিবার ঘোষণা দিলে উহা হইতে শাস্তি রহিত করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশে নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন দাঁড়ায় উল্লিখিত আয়াতে কিভাবে ইউনুসের সম্প্রদায়ের উপর হইতে মহান আল্লাহ অনিবার্য শাস্তি রহিত করিলেন?

বাস্তবে মহান আল্লাহ সাধারণ বান্দাদের সহিত এক, আর ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের সহিত অন্য কোন স্বতন্ত্র নির্দেশ করেন নাই। স্বচক্ষে শাস্তি শুরু হওয়া দেখিয়া ঈমান আনিবার পরে ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় হইতে মহান আল্লাহ শাস্তি রহিত করিয়াছিলেন এইরূপ কথা ঠিক নহে। ইউনুস (আ)-এর দোআ, হুঁশিয়ারী ও রাগান্বিত হইয়া নিজের সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া যাওয়া হইতে তাঁহার সম্প্রদায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের উপর শাস্তি আসা অবধারিত। সেইজন্য তাহারা ঈমান আনিয়াছিল ও তওবা করিয়াছিল। তাহাদের উপর শাস্তি নিপতিত হইবার পূর্বে তাহারা ঈমান আনিয়াছিল বলিয়াই তাহাদের উপর হইতে মহান আল্লাহ শাস্তি রহিত করিয়াছিলেন। অন্যদের মত যদি তাহারও শাস্তি পতিত হইতে দেখিয়া ঈমান আনিত তাহা হইলে মহান আল্লাহ্র চিরন্তন নীতি অনুযায়ী তাহাদেরকেও সেই শাস্তি ভোগ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইতে হইত। সুতরাং সাধারণ বান্দাদের উপর হইতে শাস্তি রহিত না হইবার কারণ হইতেছে, তাহারা শাস্তি আসিতেছে স্বচক্ষে দেখিয়াই তাঁহার উপর তওবা বা ঈমানের ঘোষণা দিয়াছে। আর ইউনুস (আ)-এর এই সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি আসিবার পূর্বেই ঈমান আনিবার কারণে তাহাদের সহিত স্বতন্ত্র আচরণ করিয়া তাহাদের উপর হইতে শাস্তি রহিত করা হইয়াছে। এই উভয় শ্রেণীর অবস্থা ছিল ভিন্নতর; বরং আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ অন্য কোন সম্প্রদায় ইউনুস (আ)-এর সম্প্রাদায়ের মত শাস্তি পতিত হইবার পূর্বেই ঈমান ও তওবা-এর ঘোষণা দিলে তাহাদেরকেও শাস্তি হইতে বাঁচাইবার পরোক্ষ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁহার নিজস্ব নিয়ম লংঘন করিয়া ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের সহিত বৈষম্য আচরণ করিয়াছেন, এ সন্দেহ একেবারেই অবান্তর। অপর আয়াত হইতেছে ঃ

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"(আর আমি ধন্য করিয়াছি) মৎস ওয়ালাকেও, যখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, আমি তাহার পথ সংকীর্ণ করিব না। অতঃপর সে অন্ধকারের মধ্যে হইতে আমাকে এই বলিয়া ডাকিল যে, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আপনি পূত পবিত্র, আর আমি অবশ্যই যালিমদের (অপরাধীদের) অন্তর্ভুক্ত। তখন আমি তাহার দোআ কবুল করিলাম, তাহাকে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিলাম। আমি এইভাবেই মুমিনদের মুক্তি দান করিয়া থাকি" (২১ ঃ ৮৭-৮৮)।

আলোচ্য আয়াত দুইটির দৃষ্টিতে কোন কোন গবেষক ইউনুস (আ)-এর উপর কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। সত্যের মাপকাঠিতে এইগুলির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কাহারো মতে "তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন"-এর অর্থ হইতেছে তিনি মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। একজন নবী হইয়া মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হওয়া বা রাগান্বিত হওয়া নবীদের মর্যাদার পরিপন্থী।"

আসলে সন্দেহের উপর ভিত্তি করিয়াই ইউনুস (আ)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। একজন নবী হইয়া তিনি তাঁহার রবের উপর ক্রুদ্ধ হইতেই পারেন না। মূলত তিনি কয়েকটি কারণে তাঁহার সম্প্রদায়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে ঃ

(ক) পূর্ব হইতে তাঁহার সম্প্রদায়ের সাড়ে নয়টি গোত্র বন্দী হইয়াছিল। রাজা হিযকিয় শুধু তাঁহাকেই ঐ সকল অবরুদ্ধদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় ইসরাঈল বংশে আরো পাঁচজন নবী বিদ্যমান ছিলেন। অন্যদেরকে বাদ রাখিয়া শুধু তাঁহার উপর সমগ্র মিশনের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায় তিনি রাগান্বিত হইয়াছিলেন।

(খ) এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁহাকে এত বেশী তাকীদ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি জুতাটি পর্যন্ত পরিধান ও বাহনের পশুর পৃষ্ঠে আরোহণেরও সময় পান নাই। এইজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

(গ) তাঁহার দেওয়া দাওয়াত বিশ্বাস করিয়া নিনাওয়াবাসী ঈমান না আনিয়া তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

যাই হউক, তাঁহার এই ক্রুদ্ধ হওয়া মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে ছিল না, তাঁহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই ছিল। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ সঠিক নয়।

কোন কোন গবেষক এখানের فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ-এর অর্থ করিয়াছেন-"তিনি এই ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে পাকড়াও করিবার ক্ষমতা রাখেন না"। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, সকল ক্ষমতার আধার সার্বভৌমত্বের মালিক মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে একজন নবীর পক্ষ হইতে এইরূপ ধারণা পোষণ করা আপত্তিকর নয় কি? আসলে এই আয়াতের সঠিক অর্থ হইতেছে- "তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁহার পথকে সংকীর্ণ করিবেন না"। অর্থাৎ তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের উপর ক্ষুব্ধ হইয়া মহান আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত হিজরত করিবার কারণে তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁহার পথকে সংকীর্ণ করিবেন না, বরং তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। সুতরাং তিনি মহান আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপকতা সম্পর্কে সন্দেহ করিয়াছিলেন এ অভিযোগ ঠিক নহে। তবে মহান আল্লাহর নির্দেশের বা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া হিজরত করিবার মত পদস্খলন হইয়াছিল উহা আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতসমূহ হইতেছে ঃ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ـ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ـ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ـ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ـ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ـ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ـ وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ـ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ـ

"আর ইউনুস অবশ্যই প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে অন্যতম। যখন সে বোঝাই করা একটি নৌকার দিকে পালাইয়া যাইতে লাগিল ও পরে লটারীতে অংশগ্রহণ করিয়া দোষী সাব্যস্ত হইল। শেষ পর্যন্ত মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। সে ছিল তিরস্কৃত। তখন যদি সে তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত, তাহা হইলে তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকিতে হইত। অবশেষে আমি তাহাকে বিজন ভূখণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম। সে তখন রুগ্ন ছিল। আমি তাহার উপর লতাবিশিষ্ট গাছ উদগত করিলাম। তাহাকে এক লক্ষ কিম্বা তাহার চাইতে বেশী লোকের কাছে প্রেরণ করিলাম। তাহারা ঈমান আনিল, তাহাদেরকে আমি একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করিবার সুযোগ দিলাম" (৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৮)।

এখানে ইউনুস (আ)-এর তিরস্কৃত হওয়ার কারণ উল্লেখ করিতে যাইয়া কোন কোন গবেষক বলিয়াছেন যে, ইহার কারণ হইতেছে রিসালাতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন। অর্থাৎ রিসালাতের দায়িত্ব পালনে তিনি শিথিলতা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে সংগত কারণেই প্রশ্ন জাগে যে, তাহা হইলে কি ইউনুস (আ) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শিথিলতা দেখাইবার মত বড় পাপ করিয়াছিলেন?

আসলে নবীদের মূল দায়িত্বই হইতেছে রিসালাতের দায়িত্ব পালন। এই দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রদর্শনের অর্থই হইতেছে, যে দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন উহা পালনে তিনি অবহেলা করিয়াছেন। নবীদের রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শিথিলতা কঠিন অপরাধ। আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ঘটনা অনুধাবন করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যায় যে, তিনি তাঁহার সম্প্রাদায়ের প্রতি সুষ্ঠুভাবে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। তবে মহান আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীতই নিজের সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া যাওয়ার মত পদস্খলন তাঁহার পক্ষ হইতে সংঘটিত হওয়ার কারণেই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। কেননা নবীদের হিজরত মহান আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। এই তিরস্কার ছিল এইজন্যেই, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য নহে। মূলত সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া হিজরত করার সংগত কারণ ছিল বলিয়াই তিনি মহান আল্লাহ্র নির্দেশে অপেক্ষা না করিয়া হিজরত করিয়াছিলেন। কারণ হইতেছে ইউনুস (আ) মহান আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁহার দাওয়াত উপেক্ষাকারী সম্প্রদায়কে কয়েক দিনের ভিতরে কঠিন শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস হইবার সংবাদ শুনাইলেন। ইহার পর তিনি তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করিয়া তাহারা তওবা ও ঈমানের ঘোষণা দান করিলে মহান আল্লাহ তাহাদের উপরের অনিবার্য শাস্তিকে রহিত করিলেন। ইউনুস (আ) ভাবিলেন, তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেলে তাঁহাদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মিথ্যা আচরণের শাস্তি হিসাবে তাঁহাকে তাহারা হত্যা করিবে। সুতরাং এই স্থান ত্যাগ করিয়া হিজরত করা ব্যতীত তাঁহার কোন গত্যন্তর ছিল না। এহেন সঙ্কটময় মুহূর্তেও যে হিজরত করিবার জন্য মহান আল্লাহ্র নির্দেশ বা অনুমতি একজন নবীর জন্য অত্যাবশ্যক, উহা না বুঝিয়াই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার তিরস্কৃত হইবার কারণ হইতেছে, তাঁহার পক্ষ হইতে এইরূপ পদস্খলন সংঘটিত হওয়া। রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিবার মত বড়

কোন অপরাধের জন্য তিনি তিরস্কৃত হন নাই। মাছের পেটে বন্দী হইবার মত সাজা তিনি সেই কারণে লাভ করেন নাই। অতএব রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য তিনি তিরস্কৃত হইয়াছেন ও সাজা পাইয়াছেন, এই অভিযোগ সঠিক নহে। মূলত এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র নিয়ম হইতেছে, নবী (আ)-গণ নিজেদের ধারণায় যে কাজকে ভাল মনে করেন, মহান আল্লাহ যদি উহা ভাল মনে না করেন তাহা হইলে পৃথিবীতেই তাহার প্রাপ্য সাজা দান করিয়া থাকেন। কেননা এইটি সাধারণের জন্য শাস্তিযোগ্য না হইলেও একজন নবীর ক্ষেত্রে ইহা শাস্তিযোগ্য। এই জন্যই পরে বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া ইউনুস (আ) নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ·

"আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আপনি পূত্র-পবিত্র, আর আমি অবশ্যই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত"।

পরবর্তী আয়াতসমূহ হইতেছে ঃ

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ · لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ · فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ·

"... অতঃপর তুমি ঐ মৎস ওয়ালার মত হইও না, যখন সে দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় (তাহার প্রভুকে) ডাকিতেছিল। যদি তাহার রবের অনুগ্রহ তাহার উপরে বর্ষিত না হইত, তাহা হইলে সে নিন্দিত অবস্থায় বিজন প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত। অবশেষে তাহার রব তাহাকে মনোনীত করিয়া তাহাকে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল" (৬৮ ঃ ৪৮-৫০)।

এখানে মুহাম্মাদ (স)-কে ইউনুস (আ)-এর মত ধৈর্যহারা না হইবার আহবান করা হইয়াছে। মূলত ইউনুস (আ)-কে ইহা দ্বারা খাটো করা নহে, বরং ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের মত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতগণ যদি মুহাম্মাদ (স)-কে কষ্ট দেয় তাহা হইলে তিনি যেন ধৈর্যহারা না হন, ইহা দ্বারা সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ইউনুস (আ)-এর সময়কাল ও নবুওয়াতপ্রাপ্তি

ইউনুস (আ) ইসরাঈল বংশের নবী ছিলেন। তিনি নবীবর হিযকীল (আ)-এর সময়ই প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ইরাকের মাওসিল অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহর নিনাওয়া (Ninivich) এলাকায় পাঠান হইয়াছিল। ইহা অ্যাসিরীয়দের (Assyrian) বিখ্যাত শহর ছিল। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, এই শহরটি খৃস্টপূর্ব ৬১২ সালে ব্যাবলনীয়দের হাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আহলে কিতাবদের বর্ণনা অনুযায়ী ইউনুস (আ)-এর তিরোধানের কয়েক যুগ পর নিনাওয়াবাসিগণ খৃস্টপূর্ব ৬৯০ সালে পুনরায় শিরক-এ নিমজ্জিত হয়। তখন নাহূম (আ) নামক এক ইসরাঈলী নবীকে তাহাদের নিকট পাঠান হইয়াছিল। তিনি তাহাদেরকে একত্ববাদের দিকে আহবান জানাইলেন। কিন্তু

হযরত ইউনুস (আ)-এর বাসস্থান ও দাওয়াতী এলাকা।

তাহারা এই দাওয়াত গ্রহণ না করিয়া চরম বিরোধিতা করিল। তিনি তাহাদেরকে ধ্বংস হইয়া যাইবার ভয় প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর পর উক্ত শহরটি ধ্বংস হইয়া গেল। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস (আ)-এর সময়কাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ৬৯০ সালেরও অনেক আগে। ইমাম বুখারী (র) তাঁহাকে মূসা (আ), শু'আয়ব (আ) ও দাউদ (আ)-এর মধ্যবর্তী স্থানে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

বাইলের বর্ণনা অনুযায়ী ইউনুস (আ) ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের ৮০০ বৎসর পূর্বের নবী ছিলেন। তিনি যখন নবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ২৮ বৎসর।

ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের পরিচয় ও তাহাদের গোমরাহী

নিনিওয়া অঞ্চলে তদানিন্তন কালে বসবাসরত লোকেরাই ছিল ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই সম্প্রদায়কে হিদায়াতের পথে ডাকিবার জন্য ইউনুস (আ)-কে সেখানে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কোন কোন বিদ্বানদের অভিমত হইতেছে যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ছিল দুইটি। এই উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল। মাছের ঘটনা সংঘটিত হইবার পূর্বে নিনিওয়ার অধিবাসীদের নিকট তাঁহাকে পাঠান হইল। আর মাছের ঘটনার পরে তাঁহাকে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। সূরা আস-সাফফাতের আয়াতসমূহের উপরে ভিত্তি করিয়াই এই মতামত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۔ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۔ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۔ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۔

"আর ইউনুস অবশ্যই প্রেরিত পুরুষদের অন্যতম। যখন সে বোঝাই করা একটি নৌকার দিকে পালাইয়া যাইতে লাগিল ও পরে লটারীতে অংশগ্রহণ করিয়া দোষী সাব্যস্ত হইল। শেষ পর্যন্ত মাছ তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। সে ছিল তিরস্কৃত। তখন যদি সে তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত, তাহা হইলে তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকিতে হইত। অবশেষে আমি তাহাকে বিজন ভূখণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম, তখন সে রুগ্ন ছিল। আমি তাহার উপর লতাবিশিষ্ট গাছ উদগত করিলাম" (৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৬)।

সেখানে ইউনুস (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রথমে মাছের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পরে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۔ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۔

"আমি তাহাকে এক লক্ষ কিম্বা উহা অপেক্ষা বেশী লোকদের নিকট প্রেরণ করিলাম । অতঃপর তাহারা ঈমান আনিল। তাহাদেরকে আমি একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করিবার সুযোগ দিলাম" (৩৭ ঃ ১৪৭-১৪৮)।

সুতরাং ইহাতে ধরিয়া লওয়া যায় যে, মাছের ঘটনা সংঘটিত হইবার পরে তাঁহাকে অন্য একটি সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান হইয়াছিল। ইহার পূর্বে অন্য একটি সম্প্রদায়ের মাঝে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিতে যাইয়া মহান আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত হিজরত করিবার কারণে তাঁহাকে মাছের পেটে বন্দী থাকিতে হয়। ইহা দ্বারা প্রামণিত হয় যে, মাছের ঘটনার পূর্বে তাঁহাকে একটি সম্প্রদায়ের নিকট আর এই ঘটনার পরে তাঁহাকে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। অতএব সেখানে এইভাবে বর্ণিত হইবার কারণে আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহাকে মাছের ঘটনার পূর্বে নিনিওয়াবাসীর কাছে পাঠান হইয়াছিল। আর যেহেতু তাঁহাকে এই ঘটনার পরে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে সেহেতু তিনি নাম না জানা আর কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা যায়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঘটনার ধারাবহিকতার দিক লক্ষ করিয়া ইউনুস (আ)-কে পৃথক পৃথক দু'টি সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান হইয়াছিল, এই ধারণার অবকাশ থাকিলেও মুফাসসিরগণ ইহাতে একমত যে, তাঁহাকে শুধু নিনিওয়ায় বসবাসরত সম্প্রদায়ের নিকটই প্রেরণ করা হইয়াছিল, অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করা হয় নাই। কোন ঘটনার পূর্বাংশ পরে ও পরের অংশ পূর্বে উল্লেখ করা সাহিত্য অলংকারের অন্যতম নিয়ম, ইহা দ্বারা ঘটনার আসল ধারাবাহিকতা পরিবর্তন হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। আল-কুরআনে সেই নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

অপরপক্ষে কোন কোন গবেষক বলিয়াছেন যে, ইউনুস (আ)-কে মাছের ঘটনার পরে নিনিভায় বসবাসরত সম্প্রদায়ের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছিল, আর এই ঘটনার পূর্বে অন্য কোন নাম জানা যায়নি এমন সম্প্রদায়ের নিকটেও প্রেরণ করা হইয়াছিল।

মুফাস্সির, ঐতিহাসিক বা অন্য কাহারো নিকট হইতে নিনিওয়ার অধিবাসীরা ব্যতীত ইউনুস (আ)-এর যে অন্য কোন সম্প্রদায় ছিল, ইহার নাম, তাহাদের বসবাসের স্থান বা অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই বরং তাহাকে একই সম্প্রদায়ের নিকট মাছের ঘটনার পূর্বে একবার ও পরে আর একবার, এই দুইবারই পাঠাইবার পক্ষে অনেক সমর্থন পাওয়া যায় বিধায় আমাদের অভিমত এই যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ছিল শুধু নিনিওয়াবাসী। অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকট হিদায়াত পেশের দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। তবে ইউনুস (আ)-এর নিনিওয়াবাসী এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কত ছিল ইহা সম্পর্কে সূরা আস-সাফ্ফাত-এর বর্ণনায় এক লক্ষ অথবা উহা অপেক্ষা বেশী বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও বেশী বলিতে কত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম মাকহূলের মতে এই বেশীর অর্থ হইতেছে দশ হাজার। তিরমিযী (র) আবুল আলীয়া উবায় ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বেশীর অর্থ হইতেছে বিশ হাজার। হাদীছটির বর্ণনাকারী যদি

অপরিচিত না হইত তাহা হইলে আমরা এই সংখ্যাকে চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতাম। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতেছে—এই বেশীর অর্থ ত্রিশ হাজার, ত্রিশ হাজার ও চল্লিশ হাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি সংখ্যা, চল্লিশ ও পঞ্চাশ হাজারের মধ্যকার কোন সংখ্যা। সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলিয়াছেন, এই বেশীর অর্থ হইতেছে—সত্তর হাজার। তবে মহান আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর পক্ষ হইতে এ বিষয়ে সহীহ্ কোন বর্ণনা না পাওয়ার কারণে এই সংখ্যা কত ছিল উহা নির্দিষ্ট করিয়া না বলাই উত্তম।

সংখ্যা যাহাই হউক না কেন তাহারা শিরক-এ নিমজ্জিত ছিল। কুফরী ও শির্ক তাহাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোন প্রকার সত্য তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল না। তাহারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল।

ইউনুস (আ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ

তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া মহান আল্লাহর পথে আসিবার আহবান জানাইলেন, শিরক-এর ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করিলেন, মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনিলে ইহকাল ও পরকালে যেসব কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে তাহার সুসংবাদ দিলেন, আর ঈমান না আনিলে, শিরক ও কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকিলে যেই কঠিন পরিণতি তাহাদের জন্য অবধারিত, উহার ভয় তাহাদেরকে দেখাইলেন। ফলে দীর্ঘ এই তেত্রিশ বৎসরে মাত্র দুইজন লোক ঈমান আনিল। তিনি নিরাশ হইলেন, তাহাদের জন্য বদদো'আ করিলেন। এত তাড়াতাড়ি নিরাশ হইয়া তাঁহাকে বদদো'আ না করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। তাহাদের মাঝে আরো চল্লিশ দিন দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার জন্য তাঁহাকে বলা হইল। সাঁইত্রিশ দিন অতিবাহিত হইল। কেহই তাঁহার আহবানে সাড়া দিল না।

ঐকান্তিক আস্থার সহিত তিনি তাহাদেরকে দাওয়াত দিতে থাকিলেন। তাহারা কুফরীর উপর অটল রহিল, ইউনুস (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল। তখন তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সম্প্রদায়কে অল্প দিনের মধ্যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইবার ভয় দেখাইয়া তিনি তাহাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র রওনা হইলেন।

ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি আগত শাস্তি ও ইহা রহিত হইবার কারণ

নিজের সম্প্রদায়কে পরিত্যাগের পূর্বে কুফরীর উপর অবিচল এই সম্প্রদায়কে তিনি তিন দিনের মধ্যে অনিবার্য কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হইবার ভীতি প্রদর্শন করিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) মুজাহিদ, কাতাদা, সাঈদ ইবন্ যুবায়র (র) প্রমুখ মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিলে তাহারা মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের উপর কঠিন শাস্তি পতিত হইবার ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করিল। ইউনুস (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শাস্তির পূর্বাভাসস্বরূপ তাহাদের গায়ের রং তাহারা পরিবর্তিত হইতে দেখিল। কৃষ্ণ রঙের মেঘ ধোঁয়া ছড়াইতে ছড়াইতে তাহাদেরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা তাহাদের অনিবার্য ধ্বংস উপলব্ধি

করিল। সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ তাহাদের অন্তকরণে তাহাদের কৃত পাপরাশি হইতে তওবা করিবার অনুভূতি জাগ্রত করিয়া দিলেন। তাহারা তাহাদের নিকট প্রেরিত নবীর সাথে অনাকাংখিত কঠোর আচরণ করিয়া যে তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল সেইজন্য তাহারা মনেপ্রাণে অনুতপ্ত হইল। ইহার পর তাহারা পশমের তৈরী পোশাক পরিধান করিল। তাহারা তাহাদের মালিকানাভুক্ত সকল চতুষ্পদ প্রাণীকে তাহাদের বাচ্চাসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। তাহারা একাগ্র চিত্তে ঈমান আনয়ন করিল, মহান আল্লাহকে স্মরণ করিল। তাহারা নিরুপায় হইয়া চিৎকার ছাড়িয়া মহান আল্লাহকে ডাকিতে লাগিল। কাকুতি-মিনতি করিয়া, অশ্রুসিক্ত হইয়া তাঁহার শাহী দরবারে কান্নাকাটি করিতে লাগিল, নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলে। যুলুম করিয়া তাহারা পরস্পরে একে অপরের যাহা কিছু ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহা ইহার প্রকৃত মালিকের নিকটে ফিরাইয়া দিল। সকল পুরুষ-নারী, পুত্র-কন্যা মিলিয়া গগনবিদারী শব্দ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের গৃহপালিত ও বন্য সকল পশুরা আকাশ ফাটা চিৎকার করিল। উট ও উট শাবকরা আর্তনাদ করিল। গরু-বাঁছুর প্রকম্পিত ডাক ছাড়িল। ছাগল ও ছাগশিশুরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া করুণ শব্দ করা শুরু করিল। গোটা পরিবেশ ধ্বংসোম্মুখ ও অত্যন্ত বিপদশংকুল রূপ পরিগ্রহ করিল। অন্তরের গভীরতা হইতে উচ্ছ্বসিত মহান আল্লাহর শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত বান্দাদের এই ক্ষমা প্রার্থনা মহান আল্লাহ্র অপার অনুকম্পার দরজায় করাঘাত করিল। তিনি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ ও সীমাহীন রহমতের দ্বারা তাহাদের পাপরাশি ক্ষমা করিলেন। তাহাদের উপর অনিবার্য শাস্তি আন্তরিক তওবা ও ঐকান্তিক ঈমান আনয়নের জন্য তিনি রহিত করিলেন। এই দিনটি ছিল আশূরার দিন বুধবার, মতান্তরে মধ্য শাওয়ালের বুধবার। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ·

"শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোন জনপদের লোকেরা (শাস্তি অনিবার্য উপলব্ধি করিয়া) ইউনুসের সম্প্রদায়ের মত কেন ঈমান গ্রহণ করিল না, যাহাদের ঈমান গ্রহণ তাহাদের জন্য লাভবান প্রমাণিত হইয়াছিল? অতঃপর (ইউনুসের সম্প্রদায়ের) যাহারা ঈমান আনিয়াছিল আমি তাহাদের পার্থিব জীবন হইতে লাঞ্ছনার শাস্তি দূর করিয়া তাহাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগের সুযোগ দিয়াছিলাম" (১০ ঃ ৯৮)।

মাছের পেটে ইউনুস (আ)-এর অবস্থান

ইউনুস (আ)-এর পক্ষ হইতে মহান আল্লাহ্র দিকে আহবানকে তাঁহার সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি তাহাদের উপর রাগান্বিত হইলেন। তিনি তাহাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র হিজরত করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। পথিমধ্যে একটি সমুদ্রগামী জাহাজকে তিনি বাহন হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন। নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে বোঝাই বেশী হওয়ার কারণে জাহাজটি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রচণ্ড বেগে পানিতে জাহাজটি প্রকম্পিত

হইয়া উথাল-পাথাল করিতে লাগিল। নিজেদের প্রাণ রক্ষার তাকীদে জাহাজের যাত্রিগণ লটারীর মাধ্যমে জাহাজটির মাত্রাতিরিক্ত বোঝাই হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। লটারীর মাধ্যমে যাহার বা যাহাদের নাম নির্ধারিত হইবে তাহাকে বা তাহাদেরকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া তাহারা একমত হইল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা লটারী করিলে মহান আল্লাহ্র নবী ইউনুস (আ)-এর নাম নির্বাচিত হইল। তিনি সকলের মধ্যে সৎ পরিচিত হওয়ার কারণে তাহারা লটারীর এই ফলাফলকে অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় লটারীর ব্যবস্থা করিল। এবারও ইউনুস (আ)-এর নাম উঠিল। তখন তিনি তাঁহার শরীরের কাপড় খুলিয়া সমুদ্র বক্ষে লাফাইয়া পড়িবার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করিলেন। এইবারও তাহার সহযাত্রিগণ তাঁহাকে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতে দিল না। পুনরায় লটারীর ব্যবস্থা করিল। দুর্ভাগ্যবশত এইবারও ইউনুস (আ)-এর নাম উঠিল। মূলত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক সুনিপুণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবার উদ্দেশই প্রতিবারই লটারীতে তাঁহার নাম উঠিতে ছিল।

তিনি সাগর বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মহাবিজ্ঞানী মহান আল্লাহ তদানিন্তনকালে সবুজ সাগর নামে পরিচিত এক সাগর হইতে একটি বৃহদাকার মৎস প্রেরণ করেন। মাছটি তাঁহাকে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে গিলিয়া ফেলিল। সে যেন ইউনুস (আ)-এর মাংস ভক্ষণ না করে এবং তাঁহার হাড়ও ভাঙ্গিয়া না ফেলে, মহান আল্লাহ তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। এই কথাও বলিয়া দিলেন যে, সে যেন ইউনুস (আ)-কে সংরক্ষণ করে, তাহাকে নিজের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ না করে। মাছটি তাঁহাকে পেটে ধারণ করিয়া সমগ্র সাগর ভ্রমণ করিতে লাগিল। মুফাস্সিরগণ বলেন, যখন তিনি মাছের পেটে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া নিজে ধারণা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের শরীর নাড়াইতে চেষ্টা করিলে শরীরের নড়াচড়া উপলব্ধি করিলেন। এমতাবস্থায় তিনি যে জীবিত রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি তখন সিজদায় অবনত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আমার প্রভু! আমি এমন একটি জায়গাকে আপনার উদ্দেশে সিজদার জায়গা হিসাবে গ্রহণ করিলাম, যেই স্থানকে অন্য কেহ কক্ষনো সিজদার জায়গা হিসাবে গ্রহণ করে নাই"। ইউনুস (আ) সাগর বক্ষে সুচিবিদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন মাছের পেটে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় তিনি সাগরের জলরাশির তর্জন-গর্জনের শব্দের মধ্যেও মাছ ও পাথরপুঞ্জরাও যে মহান আল্লাহর গুণকীর্তন ও তাস্বীহ করিতেছে সেই শব্দ শুনিলেন। এতদশ্রবণে তিনিও মহান আল্লাহ তাসবীহ পাঠ শুরু করিলেন। তাঁহার তাসবীহ ছিল ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ·

" আপনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র আর আমি অপরাধীদের একজন (২১ ঃ ৮৭)।" যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ·

"অতঃপর সে অন্ধকারের মধ্য হইতে এই বলিয়া ডাকিল যে, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আপনি পূত-পবিত্র; আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত" (২১ ঃ ৮৭)।

এই দু'আটি পরবর্তীতে 'দু'আ ইউনুস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তখন মহান আল্লাহ তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি মাছটিকে ইউনুস (আ)-কে উদগীরণ করিতে নির্দেশ দান করিলেন। তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। ইউনুস (আ)-এর এই ঘটনার অংশটুকুর বর্ণনা সূরা আস-সাফ্ফাতের ১৩৯ হইতে ১৪২, সূরা আল-আম্বিয়া -এর ৮৭ ও ৮৮ ও আল-কালামের ৪৮ হইতে ৫০ নম্বর আয়াতসমূহে সংক্ষিপ্তভাবে আসিয়াছে, যাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে উল্লিখিত অন্ধকার বলিতে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস, আমর ইবন মায়মূন, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব, হাসান, কাতাদা, আদ-দাহহাক (র) মাছের পেট ও সাগরের তলদেশের অন্ধকারকে বুঝাইয়াছেন। সালিম ইব্ন আবূ যায়িদ বলেন, যে মাছ ইউনুস (আ)-কে ভক্ষণ করিয়াছিল সেই মাছকে অন্য আর একটি মাছে ভক্ষণ করিয়াছিল। সুতরাং এখানে যে অন্ধকারের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে দুই মাছের পেটের ও সাগরের সম্মিলিত অন্ধকার।

তাসবীহ পাঠের পর মহান আল্লাহ তাঁহাকে মুক্তি দান করিলেন। এ সম্পর্কে ইব্ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এবং বাজজার তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন রাফি' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, ফেরেশতারা ইউনুসের তাসবীহ শুনিতে পাইলেন। কোন জায়গা হইতে এই তাসবীহ-এর শব্দ আসিতেছে তাহা তাহারা বুঝিতে না পারিয়া মহান আল্লাহকে বলিলেন, "হে আমাদের রব! আমরা একটি অপরিচিত স্থান হইতে তাসবীহ-এর শব্দ শুনিতে পাইতেছি"। মহান আল্লাহ বলিলেন, "এই তাসবীহ পাঠকারী হইতেছে আমার বান্দা ইউনুস। সে গুনাহ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে মাছের পেটে বন্দী করিয়াছি"। তাহারা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি ঐ ইউনুস, যিনি প্রত্যহ আপনার উদ্দেশেই অসংখ্য সৎকাজ সম্পাদন করিতেন"? মহান আল্লাহ বলিলেন, হাঁ। অতঃপর ফেরেশতারা তাঁহার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিলেন। মহান আল্লাহ সুপারিশ গ্রহণ করিলেন। তখন মাছটি তাঁহাকে একটি বৃক্ষহীন সমুদ্র সৈকতে রোগাক্রান্ত পালকহীন পক্ষী ছানার মত রোগগ্রস্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করিল। কাতাদা (র)-এর মতে তিনি তিন দিন মাছের পেটে অবস্থান করিয়াছিলেন। জাফর আস-সাদিক বলেন, তিনি সেখানে সাত দিন, আর সাঈদ ইব্ন আবিল হাসান ও আবু মালিক (র) বলেন, তিনি ৪০ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ ইহার পর মহান আল্লাহ তাঁহাকে ছায়াদানের জন্য সেখানে একটি লাউয়ের গাছ উদগত করিলেন। এই লাউ গাছ সম্পর্কে জাহিলী যুগের আরব কবি উমায়্যা ইবনুস সাল্ত কত সুন্দরই না বলিয়াছেন!

"আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের দ্বারা খুলিল নিরবধি

নচেৎ তিনি শেষ হইতেন লাউ গাছ না হইত যদি।"

ইহার পর আল্লাহ তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য একটি পাহাড়ী বন্য দুম্বার ব্যবস্থা করিলেন। ছা'লাবী (র) বলেন, এইটি ছিল একটি শিংবিহীন হরিণী। কিসা'ঈ (র) বলেন, এইটি ছিল একটি

শিংধারিণী হরিণী। আর ইবনুল আছীরের মতে এইটি ছিল একটি ছাগল। যাহাই হউক এই পশুটি সকাল-সন্ধ্যায় ইউনুস (আ)-কে দুগ্ধ পান করাইত। ঘটনার এই অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۔ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۔ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۔ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيْنٍ ۔

"আর ইউনুস অবশ্যই প্রেরিত পুরুষদের অন্যতম। যখন সে বোঝাই করা একটি নৌকার দিকে পালাইয়া যাইতে লাগিল ও পরে লটারীতে অংশগ্রহণ করিয়া দোষী সাব্যস্থ হইল। শেষ পর্যন্ত মাছ তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। সে ছিল তিরস্কৃত। তখন যদি সে তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত, তাহা হইলে তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকিতে হইত। অবশেষে আমি তাহাকে বিজন ভূখণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম। সে তখন রুগ্ন ছিল। আমি তাহার উপর লতাবিশিষ্ট গাছ উদগত করিলাম" (৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৬)।

ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের নিকটে পুনরায় আগমন ও দীন প্রচার

তিনি রোগগ্রস্ত অবস্থায় মাছের পেট হইতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাকে ছায়াদানকারী লাউ গাছটি হঠাৎ মরিয়া গেল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। মহান আল্লাহ বলিলেন, তুমি একটি গাছের বিয়োগ ব্যথায় কাঁদিতেছ, পক্ষান্তরে এক লক্ষ মানবের জন্য সামান্য দুঃখও পাইতেছ না? মহান আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে এক রাখালের সাক্ষাত পাইলেন। রাখালের কাছে ইউনুস (আ) আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া নিজের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। রাখাল বলিল, হাঁ, তাঁহারা তাহাদের নিকট প্রেরিত নবী ইউনুস (আ)-এর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তখন তিনি নিজেই যে তাহাদের সেই প্রতিক্ষিত নবী ইউনুস, তাহার পরিচয় দান করিলেন। তাহার সহিত যে তাহাদের নবী ইউনুস (আ)-এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এই খবরটি তাহাদেরকে জানাইবার জন্যও তিনি রাখালকে বলিয়া দিলেন। সে বলিল, আমি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত এই ঘটনা তাহাদেরকে বলিতে ভয় পাইতেছি। তখন তাহারই চারিত ছাগলগুলি হইতে একটি ছাগল, সেখানকার চারণভূমি ও সেখানে অবস্থিত একটি গাছ, তিনিই যে নবী ইউনুস (আ) সেই মর্মে সাক্ষ্য দান করিল।

রাখাল তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল। তাহার সহিত যে তাহাদের নবী ইউনুস (আ)-এর সাক্ষাত হইয়াছিল সেই সংবাদও তাহাদেরকে জানাইল। তাহারা তাহাদের আকাংখিত নবী ইউনুস (আ)-এর সাক্ষাত লাভের জন্য রাখালের সহিত রওয়ানা হইল। তাহারা পূর্বের সেই নির্ধারিত স্থানে আসিয়া পৌঁছাইল, যেখানে ইউনুস (আ)-এর সহিত ঐ রাখালের সাক্ষাত হইয়াছিল। ইউনুস

(আ) সেখানে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ইউনুস (আ)-কে শনাক্ত করিয়া সাক্ষ্যদাতা সেই ছাগলটি, তিনি কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন, সে সম্পর্কে অবহিত করিল। তাহারা সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা তাহাদের বহু প্রতিক্ষীত সেই নবীকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইল, তাঁহার হাত-পা চুম্বন করিল। খুশীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া আড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়া তাহাদের নবীকে লোকালয়ে ফিরাইয়া আনিল। তিনি দীর্ঘ দিন পর নিজের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি চল্লিশটি দিন তাঁহার নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতির মধ্যে অবস্থান করিলেন। ইহার পর জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাদের পুনরায় ইসলামের শাশ্বত সত্যের দিকে আহ্বান জানাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদেরকে ইসলামের দীক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত একাগ্র চিত্তে দীন প্রচারে নিমগ্ন রহিলেন।

ইন্তিকাল

তিনি কখন ইন্তিকাল করেন তাহার সঠিক কোন তথ্য কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। যে সকল গবেষক ও মনিষী নবী (আ)-দের নামের তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাদের তালিকাতে নবীদের নামের ধারাবাহিকতা ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য তিনি কোন্ নবীর পরে এবং কোন নবীর পূর্বে, তাহা নির্ধারণ করা বেশ দুরুহ। ইহার পরেও তিনি যে পূর্বোল্লিখিত নিনিওয়া শহরে প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই শহর ধ্বংসের ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ও বাইবেলের বর্ণনাকে সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলে ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের সাত শত হইতে আট শত বৎসর পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন তাহা প্রমাণিত হয়।

শাহ্ আবদুল কাদির (র)-এর মতে তিনি নিনিওয়াতেই ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল। আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, ফিলিস্তীনের প্রসিদ্ধ শহর 'আল-খলীল'-এর নিকটে হুলহুল (Halhul) নামক জায়গায় পাশাপাশি দুইটি কবর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার একটি হইতেছে ইউনুস (আ)-এর এবং অপরটি হইতেছে তাঁহার পিতা-মাতার কবর।

আমাদের মতে, তিনি যেহেতু নিনিওয়াতে দাওয়াতি কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেহেতু তিনি সেখানেই ইনতিকাল করেন এবং এই শহর ধ্বংস হওয়ার সাথেই তাঁহার কবরের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি ফিলিস্তীনের আল-খলীল এলাকায় অবস্থান করিবার অথবা সেখানে যাওয়ার কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা প্রমণ আমাদের কাছে না থাকায় পূর্বোল্লিখিত কবর যে ইউনুস (আ)-এর কবর তাহার সঠিক কোন ভিত্তি নাই। সম্ভবত কে বা কাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই অপরিচিত কবরকে তাঁহার কবর বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

ইউনুস (আ)-এর সন্তান-সন্তুতি

তিনি যে মৃত্যুর সময় সন্তান-সন্ততি রাখিয়া যান কোন কোন বর্ণনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁহার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ও নাম জানা যায় নাই।

ইউনুস (আ)-এর ফযীলত বা মর্যাদা

নবীগণের (আ) মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য থাকিলেও সকল নবীই ছিলেন সকল যুগের সেরা মানুষ। সেই হিসাবে তিনি যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছে তাঁহার বিশেষ মর্যাদার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন "কেহ যেন কখনো এই কথা না বলে যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ।" এই একই হাদীছ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আহমাদ, মুসলিম ও আবূ দাউদ শরীফেও বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইতে কোন মর্যাদাবান ব্যক্তিকেও তাঁহার চাহিতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে নিষেধাজ্ঞা মূলত তাঁহার বিশেষ মর্যাদার স্পষ্ট স্বীকৃতি।

ইউনুস (আ)-এর ইবাদত-বন্দেগী

ইউনুস (আ)-এর ইবাদতের ধরন, প্রকৃতি, নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হইয়াছে, أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ "তিনি ছিলেন তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৭ ঃ ১৪৩)। এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, তাসবীহ পাঠ করাই ছিল তাঁহার অন্যতম ইবাদত। এখানে তাসবীহ-এর অর্থ কি সে বিষয়ে বিভিন্ন মত উক্ত হইয়াছে। আরবীতে মূলত 'সুবহানাল্লাহ' বলা বা পড়াকে তাসবীহ বলা হইয়া থাকে। সেই জন্য হযরত ইব্ন জুবায়র (র)-এর মতে এখানে তাসবীহ-এর অর্থ হইতেছে শুধুমাত্র 'সুবহানাল্লাহ' পড়া (আবু হায়্যান, তাফসীর, ৭খ, ৩৫৯)। পরবর্তীতে তাসবীহ শব্দটির অর্থ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। শুধু সুবহানাল্লাহ নহে, বরং সকল প্রকার যিকির-আযকারও তাসবীহ-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেজন্য অনেকের মতে এখানে তাসবীহ-এর অর্থ হইতেছে ব্যাপকভাবে আল্লাহর যিকির-আযকার করা, মহত্ত্ব বর্ণনা করা, গুণগান করা, স্তুতি করা (আল-আলূসী; ২৩ খ., ৪৪)। কাহারও কাহারও মতে এখানে তাসবীহ বলিতে যিকির ও অন্যান্য ইবাদত উভয়টিকে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) (আল-আলূসী ২৩ খ., ১৪৪) ও আর-রাযীর মতে (আর-রাযী, ২৬ খ., ১৫৬) এখানে তাসবীহ-এর অর্থ হইতেছে সালাত আদায় করা। কেহ কেহ ইহা দ্বারা নফল সালাত আদায় করা বুঝিয়াছেন, (আবূ হ্যায়ান, ৭খ, ৩৫৯)। এখানে তাসবীহ হইল, মাছের পেটে অবস্থানের সময় তিনি যে সালাত আদায় করিয়াছিলেন তাহা (আবূ হ্যায়ান, ৭খ, ৩৫৯)। যাহাই হউক বিভিন্ন নবীদের সময় ইবাদতের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। হইতে পারে ইউনুস (আ)-এর শরীআতে তাসবীহ করাই ছিল আমাদের সালাত আদায় করার মতই গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত, এমনকি যে সকল নবী ও রাসূল (আ)-এর সময় সালাত আদায়ের প্রচলন ছিল; ইহার প্রকৃতি, নিয়ম-পদ্ধতিও এক এক নবী রাসূল (আ)-এর সময় অন্য নবী-রাসূল (আ) হইতে ভিন্ন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। সেজন্য এখানে তাসবীহ-এর অর্থ সালাত হইলেও সেই সালাত হয়তবা উম্মতে মুহাম্মাদীর সালাত থেকে ভিন্ন পদ্ধতির ছিল। তাসবীহ-এর প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, সন্দেহাতীভাবে বলা যায় যে, সেটিই ছিল ইউনুস (আ)-এর ইবাদত।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে তাঁহার এই তাসবীহ ছিল, মাছের পেটে অবস্থানের পূর্বে তিনি যে তাসবীহ পাঠ করিতেন সেই তাসবীহ। কেহ কেহ বলেন, না, মাছের পেটে অবস্থানের সময় তিনি যে তাসবীহ পাঠ করিয়াছিলেন এখানে সেই সময়ের তাসবীহকে বুঝান হইয়াছে। হযরত কাতাদা (র) বলিয়াছেন, "এইটি ছিল তাঁহার সুসময়ের আমলবিশেষ"। ইবন আবী হাতিম, বায়হাকী, আল-হাকেম হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "তিনি সুসময়ে প্রচুর পরিমাণে সালাত আদায় করিতেন। যখন তিনি মাছের পেটে প্রবেশ করিলেন তখন এই অবস্থাকে মৃত্যুর অবস্থা ধারণা করিলেন। তারপর তিনি তাঁহার দুইটি পা নাড়াইলেন। সে সময় পাদু'টিকে তিনি নড়াতে দেখিয়া সিজদাতে অবনত হইলেন এবং বলিলেন, "হে রাব্ব! আমি এমন একটি জায়গাকে আপনার উদ্দেশে সিজদার জায়গা হিসাবে গ্রহণ করিলাম যেই স্থানকে অন্য কেহ কখনো সিজদার জায়গা হিসাবে গ্রহণ করে নাই" (আল-আলূসী, ২৩ খ, ১৪৪)। এই বর্ণনা অনুযায়ী স্পষ্টত বুঝা যাইতেছে যে, তিনি মাছের পেটে অবস্থানের পূর্বে ও অবস্থানরত উভয় অবস্থাতেই ইবাদতকারী ছিলেন। অপর একটি হাদীছে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ফেরেশতারা ইউনুস (আ)-কে মাছের পেটে বন্দী হওয়ার খবর শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হয়রত আবূ হুরায়রা (রা) যেমন বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি ঐ ইউনুস (আ) যিনি প্রত্যহ আপনার উদ্দেশে অসংখ্য ভাল কাজ সম্পাদন করিতেন? মহান আল্লাহ বলিলেন, হাঁ" (ইব্ন হাজার, ৬খ., ৫২১; ইবন কাছীর, কাসাসুল আমবিয়া, ২৯১)। সুতরাং এই হাদীছে ইউনুস (আ) যে পূর্ব হইতেই অসংখ্য ভাল কাজ করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এ কথা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে, ইউনুস (আ) তাসবীহ, তাঁহার শরীআতে প্রচলিত সালাত ও বিভিন্ন প্রকার ভাল কাজকে ইবাদত হিসাবে পালন করিতেন। এই সবগুলিই ছিল তাঁহার ইবাদত হিসাবে গণ্য।

দু'আ ইউনুসের ফযীলত

ইউনুস (আ) মাছের পেটে অবস্থান করিবার সময় যে দু'আটি বারবার পাঠ করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আপনি পবিত্র আর আমি অপরাধীদের একজন।"

এই দু'আ'টির নামই দু'আ ইউনুস। এই দু'আটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান। ইহার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীছও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وعن محمد بن سعد عن ابيه عند سعد بن ابى وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذى النون إذا دعا وهو فى بطن الحوت لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ فَاِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ ـ

সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ **"ইউনুস মাছের পেটে অবস্থানকালে যে দু'আ'টি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে ঃ**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ٠

যখনই কোন মুসলিম ইহা পাঠ করিয়া দু'আ করিবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাহা অবশ্যই কবুল করিবেন" (তিরিমিযী, ৫খ., ৫২)।

অন্য বর্ণনায় আরো রহিয়াছে যে, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলিয়াছেন, "অমি এক সময় মাসজিদ নববী তে গেলাম। তখন সেখানে হযরত 'উছমান (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমার দিকে তাকাইলেন, তবে সালামের কোন উত্তর দিলেন না। আমি এ বিষয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রা)-এর নিকট অভিযোগ করিলাম। তিনি হযরত উছমান (রা)-কে ডাকিলেন এবং একজন মুসলমান ভাইয়ের সালামের উত্তর না দেওয়ার কারণ সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "সা'দ আমার নিকট আসেন নাই। তিনি আমাকে সালামও জানান নাই। তাই আমি তাহার উত্তরও দেই নাই।" ইহার পর আমি যে তাহাকে সালাম করিয়াছিলাম সে বিষয়ে আল্লাহর শপথ করিলাম। তিনিও তাঁহার বক্তব্যের পক্ষে শপথ করিলেন। এই সময় হঠাৎ তিনি একটি চিন্তা করিয়া তওবা পড়িলেন ও বলিলেন, হাঁ, (হে সা'দ) আপনি এমন সময় বাহির হইয়াছিলেন যখন আমি আমার আত্মার সাথে ঐ বিষয়ে কথোপথন করিতেছিলাম যে সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (স.) হইতে শুনিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! যখন এই বিষয়টি আমার মনে উদয় হয় তখন শুধু আমার চক্ষুর উপর নহে, বরং আমার আত্মার উপরও পর্দা পড়িয়া যায়।" হযরত সা'দ বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে প্রথম একটি দু'আর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহার পর একজন বেদুঈন আগন্তুকের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হইয়া পড়িবার কারণে পরবর্তীতে তিনি এই বিষয়টি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমি এই বিষয়েই আপনাকে কিছু বলিতে চাই। অনেক সময় অতিবাহিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ (স.) সেই স্থান হইতে উঠিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা করিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। এক পর্যায়ে আমি আশংকা করিতে লাগিলাম যে, তিনি আমাকে রাখিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিবেন। আমি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য মাটিতে জোরে জোরে পা ফেলিয়া শব্দ করিতে করিতে হাঁটিতে লাগিলাম। তিনি আমার জুতার শব্দ শুনিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। ইহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, আবু ইসহাক নাকি? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাঁ। তিনি আমার কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি প্রথমত একটি দু'আর কথা বলিয়াছিলেন, তারপর বেদুঈন লোকটি আসিবার কারণে আপনি তাহার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ, উক্ত দু'আটি ছিল মৎস্যওয়ালার দু'আ, যাহা তিনি মাছের পেটে থাকিয়া পাঠ করিয়াছিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ٠

শুনিয়া রাখ, যখন কোন মুসলমান যে বিষয়ে তাহার রবের নিকটে ইহার মাধ্যমে দু'আ করিবে আল্লাহ অবশ্যই তাহা কবুল করিবেন" (ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৩খ,

১৮৩-১৮৪)। এখানে দু'আ ইউনুস (আ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তাহা কবুল হইবার সুস্পষ্ট ঘোষণা মূলত এই দু'আটির ফযীলত ও মর্যাদাকে সমুন্নত করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হইয়াছে, হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন, "অমি হযরত সা'দ ইবন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলিতে শুনিয়াছি, "দু'আটি যাহার মাধ্যমে দু'আ করিলে কবুল হয়, যাহার মাধ্যমে কিছু চাহিলে তাহা দেওয়া হয়, তাহা হইতেছে ইউনুস ইবন মাত্তা (আ)-এর দু'আ। সা'দ ইবন মালিক (রা) বলিলেন, "আমি বলিলাম, "ইহা কি শুধুমাত্র হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্যই নির্দিষ্ট না সকল মুসলমানদের জন্য?" তিনি (স) বলিলেন, "ইহা ইউনুস (আ)-এর জন্য নির্ধারিত হইলেও যখন অন্যান্য মুমিনও ইহার মাধ্যমে দু'আ করে তখন সাধারণভাবে তাহাদেরও দু'আ কবুল হয়। তুমি কি মহান আল্লাহর বাণীটি শ্রবণ কর নাই?

فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"অতঃপর সে অন্ধকারের মধ্য হইতে আমাকে এই বলিয়া ডাকিল, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আপনি পূত পবিত্র, আর আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। তখন আমি তাহার দু'আ কবুল করিলাম, তাহাকে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিলাম। আমি এইভাবেই মুমিনদের মুক্তিদান করিয়া থাকি" (২১ : ৮৭-৮৮)। ইহার মাধ্যমেই দু'আ করাটাকে আল্লাহ শর্ত করিয়াছেন" (আত-তাবারী, ৯খ., ৭৮)। অর্থাৎ এইখানে দু'আ কবুলের জন্য অন্য কোন শর্ত করা হয় নাই। যে কেহ যে কোন সময় যে কোন বিষয়ে ইহার মাধ্যমে দু'আ করিলেই তাহা কবুলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। শর্তহীন এই প্রতিশ্রুতি মূলত এই দু'আটির বিরাট মর্যাদারই সাক্ষ্য বহন করে।

হযরত হাসান বসরী (র)-কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, আল্লাহকে কোন নামে ডাকিলে তিনি দু'আ কুবল করিয়া থাকেন। তিনি সূরা আল-আম্বিয়া'-এর এই ৮৭তম ও ৮৮তম আয়াত দুইটি তিলাওয়াত করিলেন ও বলিলেন, "ইহাই হইতেছে আল্লাহর ঐ শ্রেষ্ঠ নাম (ইসমে আজম) যাহা দ্বারা দু'আ করিলে দু'আ কবুল হইয়া থাকে" (ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৩খ., ১৮৪)। এখানে দু'আ ইউনুসকে বুঝান হইয়াছে।

আসলে দু'আ ইউনুস হইতেছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি দু'আ। এখানে এই সকল বর্ণনা দু'আটির বিশেষ ফযীলত ও গুরুত্ব তুলিয়া ধরিয়াছেন। এখানে সকল বর্ণনার বক্তব্য প্রায় একই, আর তাহা হইতেছে এই সম্মানিত দু'আ'টির মাধ্যমে কোন কিছু আল্লাহর নিকটে চাহিলে তিনি অবশ্যই তাহা কবুল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন কাছীর , আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ২৩২-২৩৬; (২) আল-কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, বৈরূত, তা.বি., ৮খ, ২৪৫; (৩) আল-আলূসী,রূহুল

মা'আনী, বৈরূত, তা বি., ১১খ., ১৯২-১৯৩; (৪) মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, করাচি তা,বি., ৪খ, ৫৭৫-৫৭৭; (৫) আত-তাহিরী, আল-ফাছলু ফিল মিলাল আল-আহওয়াল ওয়ান্- নিহাল, বৈরূত দারুল মা'রিফা, তা.বি., ৪খ, ১১৭-১৮; (৬) মাওলানা মুহাম্মাদ হিফযুর রাহমান সীউহারুভী, কাসাসুল কুরআন, তা.বি., ২খ, ১৯৭-২২৫; (৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ; (৮) শাব্বীর হুসায়ন চিশতী নিজামী, আজায়িবুল কাসাস; দিল্লী, ১ম সংস্করণ, তা.বি ২৭১-২৭৪; (৯) ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, দারুল বায়ান লিত-তুরাছ, কায়রো, ১৪০৯ হি., ৬খ, ৫১৯-৫২২; (১০) ইবন সা'দ, আত-তবাকাতুল কুবরা, বৈরূত, দারুস সাদির, তা. বি., ১খ, ৫৫; (১১) বাংলা ইঞ্জিল, হংকং, ১৯৮০, ৭২; (১২) তাফসীর মাজহারী, কোয়েটা, তা. বি., ৫খ, ৫৬-৫৭; (১৩) আস-সাবূনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ৯৮; (১৪) আশ-শাওকানী ,ফাতহুল কাদীর ,দারুল ফিকর, তা. বি., ২খ, ৪৭৫-৪৭৬; (১৫) ইসলামী কুতুবখানাহ, কাসাসুল আম্বিয়া, লাহোর তা. বি., ১৬২-১৬৯; (১৬) পাাব বিশ্ববিদ্যালয়, দাই'রাহ মা'আরিফ ইসলামীয়া, উর্দু, ১ম সংস্করণ, লাহোর, ১৯৮৯,২৩খ, ৩৪৯-৩৫২; (১৭) 'আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাবরারা, মাআল আম্বিয়া ফিল-কুরআন আল-কারীম, বৈরূত ১৯৮৯, পৃ. ৩০৬-৩০৯; (১৮) আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, কায়রো ১৩২৫, পৃ. ২৫৭-২৬০; (১৯) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা. বি., ১খ, ২০৮-২১১; (২০) আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তা'বিলিল কুরআন, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, বৈরূত ১৪১২ হি., ১ম প্রকাশ, ৯খ. পৃ. ৭৮; (২১) ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, দারুল মফীদ, লেবানন ১৪০৩ হি., ৩খ, পৃ. ১৮৩-১৮৪; (২২) আবূ হায়্যান, আল-বাহরুল মুহীত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরূত, প্রথম প্রকাশ ১৪১৩, ৭খ, ৩৫৯-৩৬০।

ডঃ আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম

১৬

হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ)

حضرت ذا الكفل عليه السلام

হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ)

যে সকল মহান নবী-রাসূলের নাম আল-কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে যুল-কিফ্‌ল (আ) তাঁহাদের অন্যতম। আল-কুরআনের সূরাঃ আল-আম্বিয়া আয়াত ৮৫ ও সূরাঃ সাদ আয়াত ৪৮-এ অতি সংক্ষেপে তাঁহার উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থাবলীতেও তাঁহার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। আল-কুরআনের যে দুইটি স্থানে তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে তাঁহাকে যুল-কিফ্‌ল বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়, প্রকৃত নাম উল্লেখ করা হয় নাই। যুল-কিফ্‌ল (আ) কে, পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, যেই জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা কাহারা এবং তিনি কোন্ কালের নবী ছিলেন? এই সকল ব্যাপারে আল-কুরআনের ভাষ্যকারগণ ও হাদীছ বিশারদগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রহিয়াছে।

নামকরণ

যুল-কিফল (আ)-এর পরিচয় ও তাঁহার নাম সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য পাওয়া গেলেও আল-কুআনের অধিকাংশ ভাষ্যকারের অভিমত হইল, আর যাহাই হউক যুল-কিফল তাঁহার মূল নাম ছিল না। ইহা তাঁহার ছদ্মনাম বা উপাধি। এই উপাধির কারণ নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তিনি অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া এই বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরবী কিফল শব্দের অনেক আভিধানিক অর্থও রহিয়াছে। মতপার্থক্য সৃষ্টির ইহাও অন্যতম কারণ।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণবিদ আয- যাজ্জাজ বলেন, কিফল শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল যেই কাপড়খণ্ড উটের নিতম্বে বাঁধা হয় (আত-তাফসীরুল-কাবীর, ২২খ, ২১০)। সায়্যিদ আলূসী বলেন, এই শব্দটির অর্থ হইল অংশ, দ্বিগুণ (রূহুল মাআনী, ১৭খ, ৮২)। সাধারণভাবে তাহার অর্থ কাহারও যামানত গ্রহণ করা বা যামিন হওয়া। অন্য রেফারেন্সে অংশ অর্থ লওয়া হইলে যুল-কিফল যৌগিক শব্দের অর্থ হয় অংশের অধিকারী, যেহেতু যুল-কিফল নামে অভিহিত করা হইত (রূহুল মাআনী, ১৭খ, ৮২)। কিফল শব্দের দ্বিগুণ অর্থ অনুসারে কেহ বলিয়াছেন, যেহেতু তিনি সমকালীন নবীগণ হইতে দ্বিগুণ আমল করিতেন এবং তাঁহার কৃত আমলের ছওয়াবও ছিল দ্বিগুণ, এই কারণে তাঁহাকে যুল-কিফল বলা হইত (রূহুল মাআনী, ঐ)।

কেহ বলিয়াছেন, তিনি বনী ইসরাঈলের জনৈক নবীর দৈনিক এক শত রাক'আত সালাত আদায় করিবার যামিন হইয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী তাহা আদায়ও করিয়াছিলেন। ইহার দরুন তাঁহাকে যুল-কিফল বলা হইত (লিসানুল আরাব, ৫খ, ৩৯০৭; দাইরাতুল মাআরিফ, আরবী, ৮খ, ৪১৩)।

কেহ বলিয়াছেন, যুল-কিফল (আ) স্বীয় যুগের কোন নবীর কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার নাম পড়িয়াছিল যুল-কিফল। (আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, ৩খ, ৪২৩)। এইরূপ একটি অভিমতও পাওয়া যায় যে, যুল-কিফল (আ) তাঁহার সমসাময়িক কিনআন বাদশাহকে ঈমানের দাওয়াত দিয়াছিলেন। তাহার আবেদনে তিনি তাহার জন্য জান্নাতের যামিন হইয়াছিলেন, তথায় প্রবেশ করিবার নিমিত্তে তিনি তাহাকে একখানা পত্রও লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁহার নাম যুল-কিফল হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল (দাইরাতুল মাআরিফ, উরদু, ১০খ, ৪২)।

কিফল শব্দের এক অর্থ হইল 'উল' বা পশম। ইহা হইতে কেহ কেহ বলিয়াছেন, কিফল অর্থাৎ পশম সদৃশ একটি কাপড় যাহা যুল-কিফল (আ) পরিধান করিতেন। ইহার কারণে তাঁহাকে যুল-কিফল বা পশমওয়ালা ডাকা হইত (লিসানুল আরাব, বৈরূত ৫খ, ৩৯০৭। সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হইল, আল্লাহর নবী আল-য়াসা' (আ) বয়োবৃদ্ধ হইয়া যাইবার পর তাঁহার সকল উম্মতকে আহবান করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার পক্ষ হইতে যেই ব্যক্তি দিনে সিয়াম পালনের, সারা রাত্রি সালাত আদায় করিবার এবং বিচারকার্য সম্পাদনের সময় রাগান্বিত না হইবার, এই তিনটি দায়িত্ব পালনের ওয়াদাবদ্ধ হইবে তাহাকে আমি খলীফা নিযুক্ত করিয়া যাইব।

তাঁহার আহবানে একমাত্র যুল-কিফল (আ) সাড়া দিয়াছিলেন, দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রতিশ্রুতি মত যথাযথভাবে তাহা পালনও করিয়াছিলেন। ইহার দরুণ তাঁহাকে যুল-কিফল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল (আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত, ২২খ,২১০)।

জন্ম ও বংশপরিচয়

আল-কুরআনের উপরিউক্ত যে দুইটি স্থানে যুল-কিফল (আ)-এর কথা আলোচনা করা হইয়াছে সেখানে অতি সংক্ষেপে তাঁহার কথা আসিয়াছে। এই স্থানদ্বয়ে তাঁহার নাম এবং তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনার অবতারণা করা হয় নাই। প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থগুলিতেও তাঁহার সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান নাই। ইহার ফলে তত্ত্বজ্ঞানী ও তাফসীরকারগণ তাঁহার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্পর্কে যত কিছু আলোচনা করা হইয়াছে তাহা সবই অনুমানভিত্তিক মনে হয়। যুল-কিফল (আ) কোন মহামানব ছিলেন তাহা সর্বাগ্রে স্থির করা প্রয়োজন। একদল তত্ত্বজ্ঞানীর অভিমত হইল যুল-কিফল প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর বিশিষ্ট নবী যাকারিয়্যা (আ)-এর উপনাম বা উপাধি ছিল। মহীয়সী রমণী 'ঈসা (আ)-এর মাতা মারয়াম (আ)-এর তত্ত্বাবধান তাঁহার হাতে ন্যস্ত ছিল বলিয়া তাঁহাকে যুল-কিফল বলা হইত (আত-তাফসীরুল কুরতুবী, ১১খ, ৩২৭)।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহর নবী ইউশা' ইবন নূন (আ)-এর ছদ্মনাম ছিল যুল-কিফল (রূহুল মাআনী, ১৮খ, ৮২)। কেহ বলিয়াছেন, ইলয়াস (আ)-এর অপর নাম যুল-কিফল (আত-তাফসীরুল কুরতুবী, ঐ)। কেহ বলিয়াছেন, আল-য়াসা' ইবন আখতুব (রা)-এর এক নাম ছিল যুল-কিফল। তবে পরবর্তী কালের বহু তাফসীরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত বলিয়া মনে হয় যে, যুল-কিফ্‌ল (আ) ছিলেন আল-য়াসা' (আ)-এর খলীফা (তাফহীমুল কুরআন, উরদু, ৩খ, ১৮)। কেহ কেহ বলিয়াছেন যুল-কিফ্‌ল (আ) হইলেন আইয়্যুব (আ)-এর পুত্র। তাঁহার নাম ছিল বিশর। স্বীয় পিতার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই তাঁহার নাম যুল-কিফ্‌ল রাখিয়াছিলেন।

মানুষের মধ্যে নবী হিসাবে প্রেরণ করিবার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন 'শাম' (সিরিয়ার) অধিবাসী। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র সন্তান ছিল, তাহার নাম আবদান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহাকে অনেক কিছু ওসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইহা আল-হাকীম কর্তৃক ওয়াহ্‌ব সূত্রে বর্ণিত (রূহুল-মাআনী, বৈরূত ১৭খ, ৮২)।

বহু তত্ত্বজ্ঞানীর অভিমত হইল, তিনি নবী ছিলেন না (তাফসীরুল কাবীর, ২২খ, ২১০)। সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ রূহুল মাআনীতে বলা হইয়াছে, ইয়াহূদীগণ মনে করে, যুল-কিফ্‌ল (আ) হইলেন বনী ইসরাঈলের নবী হিযকীল (আ) (ঐ, ১৭খ, ৮২)।

কেহ কেহ এই অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং তুলনমূলক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। আল-কুরআনের আধুনিক ভাষ্যকারগণের বিরাট একটি অংশকে এই অভিমত পোষণের প্রতি অতি আগ্রহী বলিয়া মনে হয় (তাফহীমুল কুরআন, ৩খ., ১৮১)। হিযকীল শব্দের আরবী হইল যুল-কিফ্‌ল। তাঁহার সময়কাল ছিল ঈসা (আ)-এর পূর্বে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।

যুল-কিফ্‌ল (আ)-এর জন্ম খৃ. পূ. অনুমানিক ৬২২ সালে বলিয়া ধারণা করা হয় (দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়া, উরদু, ১০খ, ৬২)। তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ খৃ. পূ. ৪৯৭ সালে হিযকীল (আ) নবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত দুইটি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি নাম উল্লেখ করা হইলেও বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝায় যায় যে, দাইরা মা'আরিফে ইসলামিয়ায় যুল-কিফ্‌ল বলিতে হিযকীল (আ)-কেই বুঝাইয়াছেন। খৃ. পূ. ৬২২ সালে তাঁহার জন্ম হইলে কি করিয়া তিনি খৃ. পূ. ৫৯৭ সালে নবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন? ইহার কারণেই দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়ায় বলা হইয়াছে, সম্ভবত ইহার পূর্বেই তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে। "তাঁহার পিতার নাম বুযী বলিয়া উল্লেখ আছে। বায়তুল মাকদিসের "হায়কালে মাকদিসের" বংশোদ্ভূত লোক ছিলেন। অথবা ইসরাঈলী পরিভাষায় যাহাদেরকে জ্যোতিষবিদ বলা হইত, তাহাদের বংশভুক্ত লোক ছিলেন। কোন কোন ইসরাঈলী বর্ণনায় রহিয়াছে যে, বুযী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নবী য়ারমিয়া (আ)-এর অপর নাম। এই সূত্রটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হইলে হিযকীল (আ) কেবল নবীই নন, বরং নবীপুত্রও বটে (দাইরা মাআরিফ

ইসলামিয়া, উরদু, ১০খ, ৫২)। কাসাসুল কুরআনে বলা হইয়াছে, আধুনিক কালের অনেকে মনে করেন যে, যুল-কিফ্ল হইল হিযকীল (আ)-এর উপাধি (কাসাসুল কুরআন, উরদু, ২খ, ২২৬)—এইটুকু বলিয়া কাসাসুল কুরআনের গ্রন্থকার নীরব থাকেন, এই মতের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন অভিমতই প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে তিনি হিযকীল (আ) সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনায়, তিনি কখনও বলেন নাই যে, হিযকীল ও যুল-কিফ্ল (আ) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। হিযকীল (আ) সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেনঃ হিযকীল বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী ছিলেন। হিযকীল শব্দের বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে যে, এই শব্দটি ইবরানী যৌগিক শব্দ। হিযকী ও ঈল এই দুইটি পদবাচ্যে তাহা গঠিত। হিব্রু (ইবরানী) ভাষায় হিযকী শব্দের অর্থ ক্ষমতা, শক্তি, আর ঈল হইল আল্লাহ্র নাম। আরবী ভাষায় তাহার অনুবাদ করা হয় 'আল্লাহ্র শক্তি'রূপে। হিযকীল (আ)-এর শৈশবেই তাঁহার পিতা ইন্তিকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার নবুওয়াত লাভের সময় তাঁহার জননী অতিবার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার কারণে ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের নিকট তিনি ইবনুল 'আজুয (বৃদ্ধার পুত্র) উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন (কাসাসুল কুরআন, উর্দু, ২খ, ২০)।

আল-কুরআনুল কারীমে যুল-কিফ্ল (আ)

সৃষ্টির আদিকাল হইতে পৃথিবীতে মহান আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে হাতে গোনা কয়েকজন নবী-রাসূলের কথা আল-কুরআনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, যুল-কিফ্ল (আ) হইলেন সেই সকল মহান নবীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার কথা আল-কুরআনে দুই স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ٠ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ٠

"এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফ্ল-এর কথা, তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। তাহাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম; তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ" (২১ ঃ ৮৫-৮৬)।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ٠

"স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-য়াসা ও যুল-কিফ্লের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন" (৩৮ ঃ ৪৮)।

আল-কুরআনে এই দুইটি আয়াতে তাঁহার আলোচনা অন্যান্য নবীগণের সহিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন, সৎকর্মপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান। আল-কুরআনে দুইটি স্থানেই তাঁহাকে যুল-কিফ্ল নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

যুল-কিফল (আ) নবী ছিলেন কি?

এই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি নবী ছিলেন, না শুধুমাত্র সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ছিলেন—এই ব্যাপারে আল-কুরআনের ভাষ্যকারগণ দুই ভাগে বিভক্ত। হাদীছ বিশারদগণও এই সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত।

মুফাসসির ও মুহাদ্দিছগণের একদলের অভিমত হইল, যুল-কিফল (আ) কেবল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ছিলেন, নবী ছিলেন না। সাহাবা ও তাবিঈগণের মধ্যেও এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) ও বিশিষ্ট তাবিঈ মুজাহিদ (র) বলেন, যুল-কিফল (আ) নবী ছিলেন না, আল্লাহ্র একজন ওয়ালী ছিলেন (যাদুল-মাসীর, ৫খ, ৩৭৯)। আল-কুরতুবী বলেন, অধিকাংশ তাঁহার নবী না হওয়ার অভিমত পোষণ করেন (তাফসীরে কুরতুবী, ১১খ, ৩২৭)।

অপর একদল মুফাসসির ও মুহাদ্দিছের অভিমত হইল, যুল-কিফল (আ) আল্লাহ্র নবী ছিলেন। হাসান বসরী (র)-এর মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের অভিমত হইল, যুল-কিফল নবী ছিলেন (তাফসীরুল কাবীর, ২২খ, ২১০)। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ যেমন সায়্যিদ আল-আলূসীযাদা, ফখরুদ্দীন আর-রাযী ও আত-তাবরিযী প্রমুখ তাঁহার নবী হওয়ার পক্ষে স্ব স্ব তাফসীর গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সায়্যিদ কুতব ফী জিলালিল-কুরআনে বলিয়াছেন ঃ "সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হইল, যুল-কিফল (আ) বনী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি" (৪খ, ২৩৯৩)।

যাহারা যুল-কিফল (আ)-কে আল্লাহ্র নবী মনে করেন তাঁহারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা যুল কিফল (আ)-এর কথা আল-কুরআনের দুইটি স্থানেই এমন সকল মনিষীর সহিত করিয়াছেন যাঁহারা সকলেই নবী ছিলেন। যুল-কিফল (আ) যদি নবী না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার কথা নবী ইসমাঈল, ইদরীস ও আল-য়াসা' (আ)-এর সহিত উল্লেখ করিতেন না। তাঁহার প্রসঙ্গটি প্রথমেই আসিয়াছে সূরা আল-আম্বিয়ায়। তিনি নবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই তো নবীগণের আলোচনা-সম্বলিত সূরায় তাঁহার প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। তাফসীরবিদ আল্লামা তাবরিজী বলেন, কিতাবুন- নুবুওয়া গ্রন্থে সূত্রসহ বর্ণিত আছে, আবদুল আজীম ইব্ন আবদিল্লাহ আল-হাসানী বলেন, যুল-কিফ্ল (আ) কাঁহার নাম ও তিনি কি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই সম্পর্কে অবহিত হইবার উদ্দেশে আমি আবু জাফরের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন, আল্লাহ তা'আলা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে হইতে তিন শত তের জন হইলেন রাসূল। যুল-কিফল (আ) রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সুলায়মান ইবন দাউদ (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি দাউদ (আ)-এর ন্যায় মানুষের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তেই কাহারও উপর রাগ করিতেন। কোন সময়ই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ব্যতীত কাহারও উপর রাগ করিতেন না। তাঁহার নাম ছিল আদাবিয়্যা ইবন আদাবীন (মাজমা'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৭/ ৮খ, ৯৫)।

আবদুল-হক দেহলাবী তাঁহার তাফসীর হাক্কানীতে লিখিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও মতে যুল-কিফ্ল (আ) একজন বাদশাহ ছিলেন। নবী আল-য়াসা' (আ)-এর আদেশে তিনি বাদশাহী লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিমা পূজা উৎখাতের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁহাকে যুল-কিফল বলা হইত (তাফসীর হাক্কানী, উরদু, ১৭খ, ২৩)।

যুল-কিফল (আ)-এর সময়কাল ও নবুওয়াত

তাফহীমুল কুরআনে বলা হইয়াছে, বর্তমান কালের তাফসীরবিদগণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, যুল-কিফল (আ) হইলেন ইয়াহূদীগণের নবী হিযকীল (আ)। তবে এই ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নাই। বাইবেলের সহীফা হিযকীল পর্যবেক্ষণে অনুমিত হয় যে, হিযকীল (আ) ছিলেন সেই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যাহা আল- কুরআনের যুল-কিফ্ল (আ) সম্পর্কে ব্যক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ (তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, ১৮১)।

যুল-কিফল (আ) ছিলেন সেইসব শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি যাহাদেরকে জেরুসালেমের সর্বশেষ ধ্বংসের পূর্বে বুখত নাস্‌র ফিলিসতীন আক্রমণ করিয়া গ্রেফতার করিয়াছিল। বুখত নাস্‌র এই ইসরাঈলী বন্দীগণকে ইরাকস্থিত খাবূর সাগরের উপকূলবর্তী নব প্রতিষ্ঠিত একটি জনপদে আবাসন দিয়াছিল। এই জনপদটির নাম ছিল তেলআবীব (তাফহীমুল কুরআন)। এই স্থলে যেই খাবূর সাগরের কথা বলা হইয়াছে ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত দাইরাতুল মাআরিফে কিবার নদী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। ইহার অস্তিত্ব বর্তমান ইরাকের মানচিত্রে পাওয়া যায় না (দাইরাতুল মাআরিফ, উরদূ, ১০খ, ৬২)। ইরাকের তেল আবীব নামীয় জনপদে খৃ. পূ. ৫৯৪ সালে হিযকীল (আ) ত্রিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবুওয়াত লাভ করিয়া হিযকীল (আ) সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্যন্ত দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গ্রেফতার করিয়া আনীত ইসরাঈলী সম্প্রদায়, জেরুসালেমের অন্যান্য পথহারা মানুষ ও তাহাদের নেতৃবর্গকে হিযকীল (আ) আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দাওয়াত দানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাওয়াতদানের এই মহান কাজে তিনি যে কী পরিমাণ নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তাহা অনুমান করা যায় তাঁহার এই ঘটনা হইতেঃ নবুওয়াত লাভের নবম বৎসরে তাঁহার অতি প্রিয় স্ত্রী ইন্তিকাল করিলে জনসাধারণ শোক প্রকাশের জন্য তাঁহার বাড়িতে সমবেত হইল। কিন্তু তিনি দাওয়াত দানের আগ্রহে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুর শোক ভুলিয়া গিয়া উপস্থিত জনতাকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি আহবান করিতেছিলেন (তাফহীমুল কুরআন, উরদূ, ২খ, ১৮)। হিযকীল (আ)-এর নবূওয়াত লাভের উল্লিখিত সনটি (৫৯৫ খৃ. পূ.) সংশয়মুক্ত নয়। কারণ দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়া নামক ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে যে, বুখ্‌ত নাস্‌র খৃ. পূ. ৫৯৭ সালে ফিলিস্তীন আক্রমণ করিয়াছিলেন। তবে তাফহীম ও দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়ার মধ্যে এই কিঞ্চিত পার্থক্যে পরিলক্ষিত হয় যে, হিযকীল (আ) খৃ. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ঐ লেখক)।

আল-য়াসা' (আ) কর্তৃক খলীফা নিযুক্তির ঘটনা

মুজাহিদ (র) যুল-কিফল (আ) সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত ঘটনা সদৃশ ইব্‌ন আবী হাতিম (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ মূসা আল- আশআরী (রা)-এর বরাতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনাটি এইরূপ ঃ আল্লাহর নবী আল-য়াসা' (আ) বার্ধক্যে উপনীত হইলে এমন এক ব্যক্তিকে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলেন, যিনি

তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার পক্ষ হইতে দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে তিনি তাঁহার সকল অনুসারীকে আহবান করিয়া বলিলেন, আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। যাহার মধ্যে এই তিনটি শর্ত পাওয়া যাইবে তাহাকেই আমার খলীফা নিযুক্ত করিব ঃ (১) সদা-সর্বদা রোযা রাখা; (২) ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং (৩) কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া।

আল-য়াসা' (আ)-এর এই ঘটনা শুনিয়া সমাবেশ হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। লোকটি নিতান্তই অখ্যাত ছিল। তাহাকে সকলেই অতি সাধারণ জ্ঞান করিত। সে বলিল, আমি এই কাজের জন্য প্রস্তুত আছি। আল-য়াসা' (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সদা-সর্বদা রোযা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় রাগান্বিত হও না? লোকটি উত্তর দিল, নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। আল-য়াসা' (আ) সম্ভবত তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাই সেই দিন তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় দিন তিনি আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে উপস্থিত সকলেই নিরুত্তর রহিল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হইল। আল-য়াসা' (আ) তাঁহাকে তখন খলীফা নিযুক্ত করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। যুল-কিফল (আ) এই পদ লাভে সফল হইয়াছেন দেখিয়া শয়তান তাহার অনুচরগণকে ডাকিয়া বলিল, যাও, তোমরা কোনরূপে এই ব্যক্তির দ্বারা এমন কাজ করাইয়া লও, যাহার ফলে তাহার এই পদটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গরা তাহাদের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিল, এই ব্যক্তিটি আমাদের বশে আসিবার পাত্র নয়। ইবলীস বলিল, তাহা হইলে এই দায়িত্ব আমার হাতে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহাকে দেখিয়া লইব। যুল-কিফল (আ) স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারাদিন রোযা রাখিতেন এবং সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিতেন। শুধুমাত্র দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতেন। ইবলীস ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হইল এবং দরজার কড়া নাড়িতে লগিল। তিনি জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? ইবলীস উত্তর দিল, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। যুল-কিফ্ল (আ) দরজা খুলিয়া দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে দীর্ঘ কাহিনী বলিতে শুরু করিল, আমার সহিত আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ রহিয়াছে। তাহারা আমার উপর এই জুলুম করিয়াছে, সেই জুলুম করিয়াছে। এইভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। যুল-কিফল (আ) সব শুনিয়া বলিলেন, আমি যখন বাহিরে যাইব, তখন আসিবে। আমি তোমার বিচার করিয়া দিব। যুল-কিফল (আ) বাহিরে আসিলেন এবং আদালত কক্ষে বসিয়া লোকটির জন্য অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু সে আসিল না। পরদিন দুপুরে যখন তিনি নিদ্রার জন্য শয়ন কক্ষে গেলেন, তখন লোকটি আসিয়া দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর হইল, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, মজলিসে বসিবার সময় আসিও। তুমি গতকালও আসিলে না, আজ সকাল হইতে তোমার দেখা নাই। সে বলিল, হুযূর! আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখিলে তাহারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করিবে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। আবার আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করিবেন তখন অস্বীকার করিয়া বসিবে। এই কথোপকথনের মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়াইয়া গেল এবং তাঁহার

নিদ্রা হইল না। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহার দেখা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হইলে তিনি নিদ্রায় যাইবার সময় পরিবারের কোন এক লোককে বলিলেন, কেহ যেন দরজার কড়া না দেয়। বৃদ্ধ লোকটি এই দিনও আগমন করিল এবং দরজার কড়া নাড়া দিতে চাহিল। পাহারাদার তাহাকে নিষেধ করিল। অনন্যোপায় হইয়া সে গৃহের ঘুঘলি দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া ভিতর দিক হইতে দরজায় ধাককা দিতে লাগিল। যুল-কিফ্‌ল (আ) জাগ্রত হইয়া বৃদ্ধ লোকটিকে ঘরের অভ্যন্তরে দেখিতে পাইয়া যেই লোককে পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না। লোকটি বলিল, এই বৃদ্ধ লোকটি দরজা দিয়া প্রবেশ করে নাই। যুল-কিফ্‌ল (আ) দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া যথারীতি দরজা বন্ধ দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধ লোকটি যুল-কিফল (আ)-কে বলিল, মজলুম ব্যক্তি আপনার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিবে আর আপনি গৃহে ঘুমাইয়া পড়িবেন? এই সময় যুল-কিফল (আ) তাহার পরিচয় পাইয়া গেলেন যে, সে আসলে ইবলীস এবং সেও তাহা স্বীকার করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অপকর্মের প্রতি কেন অগ্রসর হইলে? সে বলিল, আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, কিছুতেই আমার ফাঁদে পা দিলেন না। তখন আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, যাহাতে আল- য়াসা' (আ)-এর সহিত কৃত আপনার ওয়াদা ভঙ্গ হইয়া যায়। এই উদ্দেশেই আমি এইসব অপকর্মে উদ্যত হইয়াছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁহাকে যুল-কিফ্‌ল খেতাব দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

যুল-কিফ্‌ল শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুল-কিফল (আ) তাঁহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছিলেন তাই তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করা হয় (মাআরিফুল কুরআন, ৬খ, ২২৭, ২২৮; তাফসীরে কুরতুবী, ১১খ, ৩২৭-৩২৮; নূরুল কুরআন, ১৭ খ, ১৩৫-১৩৬)। ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে ইবনে আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, বানী ইসরাঈলের জনৈক কাযীর মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, কে আছ গোস্বা করিবে না, এই শর্তে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে? তখন যুল-কিফ্‌ল নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন ঃ আমি রাজী আছি। ইবন হাজীরাতুল আকবার বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, বনী ইসরাঈলের জনৈক বাদশাহর মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে বানী ইসরাঈলের সরদারগণ আসিয়া তাহাকে বলিল, আমাদের জন্য একজন খলীফা নিযুক্ত করিয়া দিন। আমরা বিভিন্ন সমস্যা লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইব। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমার পক্ষ হইতে যেই ব্যক্তি তিনটি দায়িত্ব পালন করিবে তাহাকে আমি রাজত্ব প্রদান করিব। তাহার গোত্রের এক যুবক দাঁড়াইয়া বলিল, আমি দায়িত্ব পালন করিতে প্রস্তুত। বাদশাহ তাহাকে বসাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিনও এইরূপ ঘোষণা করিলেন। এই সময় একমাত্র এই যুবকই দাঁড়াইল। বাদশাহ বলিলেন, তুমি আমার পক্ষ হইতে তিনটি জিনিসের দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিলে আমি তোমাকে বাদশাহী দিব (শর্ত তিনটি ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে)।

যুবকটি বলিল, আমি এইগুলি সম্পাদন করিতে পারিব। বাদশাহ ঘোষণা করিলেন ঃ আমি তোমাকে বাদশাহী প্রদান করিলাম (রূহুল মাআনী, ১৭খ, ৮২)।

সমালোচনা

আল্লামা হিফজুর রাহমান সিউহারবী উপরোল্লিখিত ঘটনাটির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আবূ মূসা আল- আশআরী (রা)-এর নিকট হইতে যেই সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, সেইগুলি হইল মুনকাতি' (সনদ সূত্র কর্তিত) অর্থাৎ এই দুই বিশিষ্ট সাহাবী (রা) হইতে বর্ণনাকারী ব্যক্তি সরাসরি তাঁহাদের নিকট হইতে বর্ণনা করেন নাই বরং ঐ হাদীছ বর্ণনাকারী ও সাহাবীদ্বয়ের মধ্যে অনেক বর্ণনাকারী বাদ পড়িয়াছেন যাহাদের কথা সনদে উল্লেখ নাই। সঙ্গত কারণেই হাদীছগুলি দুর্বল।

বিশিষ্ট তাবিঈ মুজাহিদ (রা)-এর বর্ণনাটিও সন্দেহমুক্ত নয়। বিবেকের দিক দিয়াও যুল-কিফল (আ)-এর জীবনী ও অবস্থাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় নাই, তদুপরি তাঁহাকে নবী ও রাসূলগণের সূচীতে গণ্য করা হইয়াছে। ইহার ফলে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহাবী এবং মুজাহিদ (র) এর মত তাবিঈ হইতে এই জাতীয় বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, তাঁহারা যুল-কিফল (আ) সম্পর্কে এইরূপ বলিবেন যে, তিনি নবী ছিলেন না, বরং একজন সৎলোক ছিলেন (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২২৬)।

যুল-কিফল ও আল-কিফ্ল একই ব্যক্তি কি ?

মুসনাদ আহমাদ ও তিরমিযী শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে একটি হাদীছ একবার-দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশী শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন : বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফ্ল। এমন কোন গোনাহ নাই যাহা সে করে নাই। একদা জনৈকা মহিলা তাহার নিকট আসিলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাহাকে ব্যভিচারে সম্মত করিয়া লইল। লোকটি যখন কুকর্ম করিতে উদ্যত হইল, তখন মহিলাটি কাঁপিতে লাগিল এবং কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি কি তোমার উপর কোন জোরযবরদস্তি করিয়াছি? মহিলাটি বলিল, না, কোন যবরদস্তি কর নাই। কিন্তু আমি এই পাপ গত জীবনে কোন দিন করি নাই। এখন অভাব-অনটন আমাকে তাহা করিতে বাধ্য করিয়াছে। ফলে আমি সম্মত হইয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া কিফল তদবস্থাতেই মহিলার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায় এবং বলে, যাও! এই , দীনারও তোমার জন্য। এই সময় কিফল ওয়াদা করিল, ভবিষ্যত জীবনে সে আর কোন পাপকার্যে লিপ্ত হইবে না। ঘটনাক্রমে কিফ্ল সেই দিন রাত্রেই ইন্তিকাল করেন। লোকজন সকালে তাহার দরজায় এই বাক্য লেখা দেখিতে পাইল, কেহ যেন অদৃশ্য হইতে তাহা লিখিয়াছে : "আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করিয়াছেন" (তিরমিযী, বৈরূত, ৪খ, ৬৫৭, দিল্লী ২খ, ৭৩; তাফসীরে কুরতুবী, ১১খ, ৩২৭, ৩২৮)।

এই হাদীছটি ইব্ন উমার (রা) হইতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত পাওয়া যায়। কোন কোন সূত্রে এবং কোন কোন গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করিবার সময় আল-কিফলের স্থলে যুল-কিফল উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-কুরতুবীও হাদীছটি বর্ণনা করিবার সময় যুল-কিফল উল্লেখ করিয়াছেন (তাফসীরে

কুরতুবী, ১১খ, ৩২৭)। এইজন্য অনেকের ধারণা হইল, আল-কুরআনে উল্লিখিত যুল-কিফ্ল ও হাদীছে বর্ণিত এই লোকটি একই ব্যক্তি।

কিন্তু তাত্ত্বিক মুফাসসিরগণ এই ধারণাকে অত্যন্ত ভ্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন কাছীর এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেহ হইবে, আয়াতে উল্লিখিত যুল-কিফল নন।

এই হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী ও আল-হাকিম হাসান বলিয়া অভিহিত করিলেও ইব্ন কাছীর বলেন, এই রিওয়ায়াত সিহাহ সিত্তাতে বর্ণিত নাই। এই সনদ অপরিচিত। ইহাকে প্রামাণ্য ধরিয়া লওয়া হইলেও ইহাতে কিফলের কথা বলা হইয়াছে, যুল-কিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি (মাআরিফুল কুরআন, ৬খ, ২২৭, ২২৮)। ইবনুল জাওযী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থ যাদুল-মাসীরে বলিয়াছেন, হাদীছে বর্ণিত লোকটি হইল আল-কিফল এবং আল- কুরআনে উল্লিখিত ব্যক্তি হইল যুল-কিফল (আ)। হিফজুর রহমানও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন (কাসাস, ২খ, ২২৬)।

যুল-কিফল ও আল-কিফ্ল যে দুই ভিন্ন ব্যক্তি তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, আল-কিফল নামক লোকটি যেই রাত্রিতে তাওবা করিয়াছিল সেই রাত্রেই সে মারা গিয়াছিল। সে এইরূপ সময় পায় নাই, যেই সময়ের মধ্যে ইবলীসের সহিত যুল-কিফ্ল (আ)-এর সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়া ছিল।

তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি আমরা যুল-কিফল (আ)-কে নবী হিসাবে মানিয়া লই, তাহা হইলে কিফলের গোনাহে লিপ্ত হইবার যেই ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নবুওয়াত লাভের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ নবীগণ সব সময়ই মা'সূম (নিষ্পাপ) থাকেন (যাদুল-মাসীর, ৫খ, ৩৭৯, ৩৮০)।

যুল-কিফলের কওমের পরিচয় এবং তাহাদের আবাসভূমি

আল্লামা কুরতুবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কা'ব বলেন, বনী ইসরাঈলে একজন কাফির বাদশাহ ছিল। তাহার রাজত্বে একদা একজন নেককার মানুষ আগমন করিলেন। তিনি বাদশাহকে বলিলেন, আপনি এই দেশ ত্যাগ করিলে আমি এই দেশে ইসলাম প্রচার করিতাম। বাদশাহ বলিল, ইহার বিনিময়ে আমি কি লাভ করিব? তিনি বলিলেন, জান্নাত। অতঃপর তিনি তাহার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তির বর্ণনা দিলেন। বাদশাহ বলিল, আমার জন্য এই জান্নাতের জামিন কে হইবে? নেককার ব্যক্তি বলিলেন ঃ আমি। এই কথা শুনিয়া বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাজত্বের পরিচালনার দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ইবাদতে মাশগুল হইলেন। আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। তাহাকে দাফন করা হইল। পরদিন লোকজন ভোরে ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া তাহার একটি হাত কবরের বাহিরে দেখিতে পাইল। হাতের মধ্যে সবুজ বর্ণের একখানা কাগজ ছিল উহাতে নূরের লেখা ছিল ঃ "আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়াছেন এবং অমুক জামানত পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন"।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লোকজন ঈমান আনিবার জন্য ঐ নেককার লোকটির নিকট গমন করিল এবং বাদশাহকে যেভাবে তিনি জান্নাতের জামানত দিয়াছিলেন তাহাদেরকেও সেভাবে জামানত দানের জন্য অনুরোধ করিল। তিনি তাহাদেরকে অনুরূপ জামানত দান করিলেন। ইহাতে তাহারা সকলে মুসলমান হইয়া গেল। এই নেককার লোকটিই ছিলেন হযরত যুল-কিফল (আ) এবং এই লোকগুলিই ছিল তাঁহার কওম বা উম্মত (তাফসীরে কুরতুবী, ১১খ,৩২৭, ৩২৮)। এই লোকগুলি বনী ইসরাঈল গোত্রভুক্ত ছিল, এই কথার উল্লেখ থাকিলেও তাহারা বনী ইসরঈলের কোন বংশের ছিল উহার কোন বিবরণ নাই। তাহাদের আবাসভূমি কোথায় ছিল তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

জিহাদের আদেশ অমান্য করিবার পরিণাম

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বুতরুস আল-বুসতানী তাঁহার দাইরাতুল মাআরিফে বলেন, একদল লোকের অভিমত হইল, যুল-কিফ্ল (আ) হইলেন আইয়ূব (আ)-এর পুত্র বিশর (আ)। এই যুল-কিফ্ল (আ)-কে তাঁহার পিতা আইয়ূব (আ)-এর পর রূম ভূখণ্ডে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নবুওয়াত লাভের পর তথাকার লোকজন তাঁহার উপর ঈমান আনিল, তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে শুরু করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উম্মতকে জিহাদ করিবার আদেশ দিলে তাহারা আল্লাহ্র এই আদেশ অমান্য করিয়া বলিল, "হে বিশর! আমরা হইলাম সেই জাতি যাহারা জীবনকে অত্যধিক ভালবাসে, মৃত্যুকে ঘৃণা করে। ইহা সত্ত্বেও আমরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। তাঁহাদের অবাধ্য হওয়াকে অপসন্দ করি। যদি আপনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেন যে, তিনি আমাদের যেন হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দেন, আমাদের ইচ্ছামত আমাদের মৃত্যু দেন যাহাতে আমরা তাঁহার ইবাদত করিতে ও তাঁহার শত্রুদের সহিত জিহাদ করিতে পারি। তাহাদের এই আবেদনের জবাবে বিশর ইবন আইয়ূব (আ) বলিলেন, তোমরা আমার নিকট এক মহাবস্তুর আবেদন করিয়াছ এবং এক অসম্ভব জিনিসের জন্য আমাকে বাধ্য করিয়াছ। অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিয়া আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন ঃ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিবার আদেশ করিয়াছিলেন। আমি উহা পৌঁছাইয়া দিয়াছি। আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার আদেশ করিয়াছেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি একমাত্র আমার আত্মার উপরই ক্ষমতাবান। জিহাদের আদেশ শুনিয়া আমার কওম আমার নিকট যেই জিনিসের আবেদন করিয়াছে উহা আপনি আমার চেয়ে বেশী অবগত আছেন। সুতরাং অন্যদের অবাধ্যতার দরুণ আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না। আপনার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আমি আপনার ক্রোধ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আপনার ক্ষমা লাভের মাধ্যমে আপনার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ চাহিতেছি"।

এই সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিকট ওয়াহ্য়ি পাঠাইলেন যে, আমি তোমার কওমের উক্তি শুনিয়াছি। তাহারা যেই জিনিসের আবদার করিয়াছে তাহা আমি তাহাদেরকে দান করিলাম। তুমি

তাহাদের জন্য জামিন হইয়া যাও। বিশর (আ) রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিলেন, আল্লাহ্র ওয়াহ্য়ি সম্পর্কে তাহাদেরকে অবগত করিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি তাহাদের জামিন হইয়া গেলেন। ইহা হইতেই তিনি যুল-কিফ্ল নামে অভিহিত হন। অতঃপর তাহাদের বংশবৃদ্ধি পাইতে থাকিল। জনংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বদেশে তাহাদের আবাসন সংকুলানে সংকট দেখা দিল। তাহাদের জীবনোপকরণ সংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়িল। এই সংকটের সম্মুখীন হইয়া তাহারা আল্লাহর নিকট দু'আ করিতে বাধ্য হইল আল্লাহ যেন তাহাদেরকে পূর্ব নির্ধারিত আয়ু ফিরাইয়া দেন।

আল্লাহ তা'আলা যখন যুল-কিফ্ল (আ)-এর নিকট ওয়াহয়ি পাঠাইলেন, তোমার কওম কি জানিত না যে, তাহাদের ইচ্ছা হইতে আমার ইচ্ছাই উর্ধ্বে। অতঃপর তাহাদেরকে তাহাদের পূর্বের বয়সে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা নির্ধারিত আয়ু অনুযায়ী ইনতিকাল করিল (বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল-মাআরিফ, ৮খ, ৪১৩)।

যুল-কিফল (আ) যদি বনী ইসরাঈলের নবী হিযকীল (আ) হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার অনুসারীদের সম্পর্কে এইরূপ ঘটনা পাওয়া যায় যে, যুল-কিফল (আ) নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তিনি বনী ইসরাঈলকে কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের আদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা প্রাণের ভয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। এই অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর গযবস্বরূপ তাহারা মহামারিতে আক্রান্ত হইল। ফলে তাহারা সেখান হইতে পালাইয়া প্রায় দুই শত মাইল দূরে একটি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আল্লাহ্র কুদরতে অদৃশ্য হইতে আগত একটি বিকট শব্দে তাহারা সকলেই একই সাথে প্রাণ ত্যাগ করিল। কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঐ ভীষণ গর্জনের ফলে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল তাহাদের সংখ্যা ছিল চারি হাজার। হাসান বসরী (র)-এর মতে মৃতের সংখ্যা ছিল আট হাজার, কাহারও মতে আশি হাজার। সেই স্তুপাকার মৃত লাশগুলিকে দাফন করিবার মত কোন লোক ছিল না। ঐ এলাকার শহরের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়া সেই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিল। যুল-কিফল (আ) এই সংবাদ পাইয়া তথায় গমন করিলেন। তথায় তিনি মৃত লাশগুলিকে দেখিতে পাইলেন যে, চামড়া ও মাংশ বিগলিত হইয়া পানিতে পরিণত হইয়াছে। কেবল কংকালগুলিকে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন ঃ দয়াময় মা'বুদ! আমার কওমকে তুমি কিভাবে ধ্বংস করিয়া দিলে? ইহা বড় লজ্জাকর বিষয়। আমার কওমকে এইভাবে ধ্বংস করিলে দুনিয়াবাসীর নিকট আমার ইজ্জত থাকিবে না। তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আমার কওমের লোকদেরকে তুমি জীবিত করিয়া দাও। তাঁহার এই প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, "হে যুল-কিফল! তোমার কওম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া আমার আদেশ অমান্য করিয়াছে, ফলে শাস্তিস্বরূপ আমি তাহাদের মধ্যে মহামারী ছড়াইয়া দিয়াছি। তাঁহারা মনে করিয়াছে যে, আমি যেই স্থানে মহামারী পাঠাইয়াছি সে স্থান হইতে সরিয়া গেলে তাহারা প্রাণে বাঁচিয়া যাইবে। তাহাদের এই মনোভাব ভুল প্রমাণিত করিবার জন্য আমি তাহাদেরকে একটি বিকট আওয়াজ দ্বারা

ধ্বংস করিয়া দিলাম। জগতের প্রত্যেক প্রাণীর জীবন-মরণ আমারই নিয়ন্ত্রণাধীন। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই। রোগ-ব্যাধি ও নানা দুর্ঘটনার দ্বারা যেইসব মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, ঐসব উপলক্ষ মাত্র। আমি যদি কোন লোককে জীবিত রাখিতে চাই তবে কোন রোগ-ব্যাধিতেও তাহার মৃত্যু হইবে না। আর আমি যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইতে চাই তবে সে কোন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হউক বা না হউক তাহার মৃত্যু হইবেই। কোন শক্তিই তাহার মৃত্যু ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

"তুমি যখন তোমার কওমের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিতেছ, তাই কেবল তোমারই সম্মানে আমি তাহাদেরকে পুনর্জীবিত করিয়া দিতেছি।" ফলে আল্লাহর নির্দেশে যু'ল-কিফল (আ)-এর কওমের লোক আবার জীবিত হইয়া গেল। আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া যুল-কিফল (আ) আল্লাহ্‌র অসংখ্য শোকর আদায় করিলেন।

পুনর্জীবিত লোকসকল তাহাদের বাসস্থানে ফিরিয়া গেল। তাহারা যে মৃত্যুর পরে জীবিত হইয়াছিল, আল্লাহ পাক তাহাদের মধ্যে ইহার একটি নিদর্শন রাখিয়া দিলেন। এই সকল লোকের সন্তান-সন্ততিদের শরীর হইতে নির্গত ঘাম হইতে মৃত লাশের গন্ধের মত একটি দুর্গন্ধ ছড়াইত। হযরত যুল-কিফল (আ) পুনরায় তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করিলেন। প্রথমদিকে তাহারা তাঁহাকে মানিয়া চলিলেও কিছু দিন পরে আবার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং আল্লাহর ইবাদত ছাড়িয়া মূর্তিপূজা আরম্ভ করে। শত চেষ্টা করিয়াও যুল-কিফল (আ) তাহাদেরকে সৎপথে আনিতে সক্ষম হইলেন না। মনের দুঃখে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন (কাসাসুল কুরআন, উরদূ, ২খ, ২০।

ইনতিকাল

উর্দূ বিশ্বকোষে যুল-কিফল (আ) ও হিযকীল যে একই ব্যক্তি এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়া বলা হইয়াছে যে, কোন কোন ইসরাঈলী বর্ণনামতে যুল-কিফল (আ)-কে তাঁহার শত্রুগণ শহীদ করিয়া দিয়াছিল। এই ইসরাঈলী সূত্র অনুযায়ী তাঁহার সমাধি বাগদাদের নামরূদ কূপের পার্শ্বস্থিত কিফল শহরে অবস্থিত। শত শত বৎসর যাবৎ কবরটি জনসাধারণের যিয়ারত স্থল হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাজুল আরূস গ্রন্থে আছ-ছা'লাবীর বরাতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার মাযার সিরিয়ার (শাম) নাবলুস এলাকাধীন কিফল শহরে অবস্থিত (দা'ইরা মাআরিফে ইসলামিয়া, ১০খ, ৬২)। রূহুল মাআনীর বর্ণনা অনুযায়ী যুল-কিফল (আ) যদি বিশর ইবন আইয়ূব হইয়া থাকেন তবে তিনি সিরিয়ায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ইনতিকাল করে (রূহুল মাআনী, ১৭খ, ৮২)।

সন্তান-সন্ততি

যুল-কিফল (আ)-এর নিজের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল বলিয়া কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হিযকীল (আ) যাঁহাকে সম্ভাব্য যু'ল-কিফল বলিয়া অভিমত রহিয়াছে তাঁহারও কোন সন্তানাদি ছিল বলিয়া তথ্য নাই। তবে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নবুওয়াত লাভের নবম বৎসরে তাঁহার স্ত্রী

ইন্তিকাল করিয়াছিলেন বলিয়া তথ্য পাওয়া যায় (তাফহীমু'ল কুরআন, ৩খ, ১৮১)। তবে বিশর ইব্ন আইয়ুব (আ) যাহার সম্পর্কে কতিপয় তাফসীরকারের অভিমত হইল যে, তিনিই হইলেন যুল-কিফ্ল (আ)। তাঁহার একজন পুত্র সন্তান ছিল বলিয়া রূহুল-মাআনীতে উল্লেখ আছে, যাহার নাম ছিল 'আবদান'। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র আবদানকে অনেক ওসিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে (রূহুল মাআনী, ১৭খ, ৮২)।

যুল-কিফল ও গৌতম বুদ্ধ

ইদানিং কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধের সহিত যুল-কিফল (আ)-এর সম্পৃক্ততার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিতেছেন। এই সম্পর্কে মাওলানা হিফযুর রহমান বলেন, আধুনিক কালের কাহারো কাহারো বিস্ময়কর অভিমত হইল যে, যুল-কিফ্ল গৌতম বুদ্ধের উপাধি। ইহার কারণ হইল, গৌতম বুদ্ধের সদর দফতরের নাম "কপিল"। কপিলের আরবী কিফ্ল। আরবীতে যুল-কিফল শব্দটি মালিক ও অধিকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সম্পদ ও বিত্তশালী ব্যক্তিকে যূ'মাল বলা হয়। শহর বা রাজ্যের অধিকারী ব্যক্তিকে যূ-বালাদ-এর খুবই প্রচলন রহিয়াছে। তাহারা বলেন, এই স্থলে যুল-কিফল বলিতে কপিলের অধিকারী বা তাহার শাসক বুঝানো হইয়াছে। এই অভিমত যাহারা পোষণ করেন তাহাদের যুক্তি হইল, গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূল শিক্ষা ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদ, যাহা ইসলামী দাওয়াতের অনুরূপ ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধরা উহাতে বিকৃতি ঘটায়। বর্তমান বৌদ্ধ ধর্ম অতীতের ধর্মসমূহের মতই বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপ, যাহার ফলে মূল ইসলামী শিক্ষার সহিত উহা পরস্পরবিরোধী মনে হয়। সুতরাং ব্যক্তি, নাম ও তাহার প্রচারিত ধর্মের মৌল শিক্ষার দিকে তাকাইলে মনে হয় তিনিই যুল-কিফ্ল (আ)। এই অভিমত নিছক অনুমান ছাড়া আর কিছুই নহে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া গেলে তবেই উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে যাহা অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নাই। কিন্তু কেবল অনুমানের ভিত্তিতে এবং সঠিক ইতিহাস ব্যতীত কোন নবীকে কোন ধর্মপ্রচারকের সহিত সম্পৃক্ত করা আদৌ ঠিক নয়। কারণ কোন নবীকে নবী হিসাবে মান্য না করা যেমন কুফরী, অনুরূপ কোন অনবীকে নবী বলিয়া সাব্যস্ত করা বাতিল আকীদার শামিল। যুল-কিফ্ল (আ)-কে গৌতম বুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্থ করা অনুমান মাত্র। ইহার স্বপক্ষে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন, ২১ ঃ ৮৫ ঃ ৩৮ ঃ ৪৮ ঃ (২) দানিশগাহ, দাইরা মাআরিফি ইসলামিয়া, লাহোর, ১৩৯৩ হি, ১৯৭৩ খৃ, ১০খ, ৬২, ৬৩; (৩) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ, বৈরূত; তা, বি, ৮খ, ৪২৩, (৪) আল-আলূসী আল-বাগদাদী, রূহুল-মাআনী, বৈরূত, তা, বি, ১৭খ, ৮২; (৫) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত; ৩য় সংস্করণ, ২২খ, ২১০, ২১১; (৬) হিফযুর রাহমান সিউহারূবী, কাসাসুল করআন, দিল্লী ১৪০০ হি., ১৯৮০খৃ, ২খ, ২২৬-২৩৫; (৬) ইসমাঈল হাককী আল-বারুসাবী, রূহুল বায়ান, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ, ৫খ, ৫২৫; (৮) মাহমূদ আন-নাসাফী, মাদারিকুত তান্যীল ওয়া হাকাইকুত তাবীল, বৈরূত, তা, বি., ৩খ, ২৭৩; (৯) ছানা'উল্লাহ্ পানীপথী, আত-তাফসীরুল-মাযহারী, দিল্লী তা, বি, ৬খ, ২৩০, ২৩১;

(১০) আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দিল্লী ১৯৮৩ খৃ, ৩খ, ১৮১, ১৮২; (১১) মুফতী শাফী', বাংলা অনু. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডশেন বাংলাদেশ ১৯৯২ খৃ, ২২৭-২২৯, (১২) মাওলানা তাহির, আল-কুরআন তরজমা ও তাফসীর, কলিকাতা ১৯৭১খৃ, ৩খ, ৩৫৩; (১৩) সায়্যিদ কুতব, ফী জিলালিল-কুরআন, বৈরূত ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ খৃ, ৪থ, ২২৯৩; (১৪) আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন, আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৯৩ খৃ, ১৭খ, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭; (১৫) মুসতাফা আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, বৈরূত ১৯৭৪খৃ. / ১৩৯৪ হি, ৬খ, ৬১, ৬২; (১৬) জালালুদ্দীন সুয়ুতী, আদ-দুররু'ল-মানছুর ফিত-তাফসীর বি'ল-মাছুর, তেহরান তা, বি, ৪খ, ৩৩১, ৩৩২; (১৭) আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত তা, বি, ২খ, ৫৮১; (১৮) আবু জাফর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত, ১৩৯৮হি, / ১৯৭৮খৃ, ৯খ, ৪৮; (১৯) আত-তাবরিসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত ১৪০৮হি, / ১৯৮৮খৃঃ ৭ ও ৮ খণ্ড, ৯৪, ৯৫; (২০) আল-বায়দাবী, আন-নাসাফী, আল-খাযিন, ইব্‌ন আব্বাস, মাজমূআতুম-মিনাত-তাফাসীর, বৈরূত ১৩১৯হি, ৪খ, ২৭৩; (২১) আবদুল হাক্ক দিহলাবী, তাফসীর হাককানী, দেওবন্দ, ইউপি, তা, বি, ১৭খ, ২৩ম (২২) আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, বৈরূত, তা, বি, ৩খ, ৪২৩, ৪২৪; (২৩) ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, বৈরূত ৯ম সংস্করণ, ৫খ, ৩৭৯, ৩৮০; (২৪) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, বৈরূত ১৪০০হি, ২খ, ৫১৮; (২৫) আল-কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, বৈরূত ১৯৬৫, ১৯৬৬খৃ, ১১খ, ৩২৭, ৩২৮; (২৬) ইব্‌ন মানজূর, লিসানুল আরাব, বৈরূত, তা, বি., ৫খ, ৩৯০৭; (২৭) আশরাফ আলী থানবী, তাফসীর আশরাফী (বঙ্গানুবাদ বায়ানুল কুরআন), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৮১খৃ, ৪খ, ৩৫; (২৮) ইব্‌ন কাছীর,আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৪০৮হি, ১৯৮৮খৃ, ১খ, ২১০, ২১১ ও ২খ, ৫; (২৯) আমীন আহসান ইসলাহী, তাদাববুরি কুরআন, তাজ কোং, দিল্লী ১৯৮৯খৃ, ৫খ, ১৮০; (৩০) মাহমূদ আন-নাসাফী, তাফসীরুন-নাসাফী আল-মুসাম্মা বিমাদারিকিত-তানযীল, করাচী, তা, বি, ২খ, ১০৫৪; (৩১) ইমাম তিরমিযী, সুনানু তিরমিযী, বৈরূত তা, বি, ৪খ, ৬৫৭,ঐ দিল্লী তা, বি, ২খ, ৭২, ৭৩; (৩২) আবদুর রাহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, বৈরুত ১৪১০হি, ১৯৯০খৃ, ৭খ, ১৬৭, ১৬৮; (৩৩) মুহাম্মাদ হুসায়ন আত-তাবাতাবাঈ, আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, তেহরান, ১৩৪২ হি, ১৭খ, ২২৮; (৩৪) ইমদাদুল্লাহ্, কাছাছুল আম্বিয়া, বাংলাদেশ তাজ কোং, ১৩৯৮ বা, ২খ, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, (৩৫) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তরজুমানুল কুরআন।

ফয়সল আহমদ জালালী

১৭

হযরত ইল্‌য়াস (আ)

حضرت الياس عليه السلام

হযরত ইল্য়াস (আ)

সূচনা

হযরত ইল্য়াস (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। তিনি হযরত হিযকীল (আ)-এর পরে নবী হন। কুরআন মজীদে তাঁহাকে 'ইলয়াস' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু বাইবেলে তাঁহাকে এলিয়, ইলিয়াহ ও এলিজা বলা হইয়াছে (যোহন লিখিত সুসমাচার, ১ ঃ ২১, পৃ. ১৫৮)। কুরআন মজীদে তাঁহার নাম দুই স্থানে তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে। সূরা আন'আম-এর ৮৫ নং আয়াতে পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁহার নাম রহিয়াছে, কিন্তু কোন ঘটনা উল্লেখ করা হয় নাই। সূরা আস-সাফ্ফাত-এর ১২৩ হইতে ১৩২ পর্যন্ত আয়াতে তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তি ও নিজ সম্প্রদায়কে হেদায়াত করা সংক্রান্ত অবস্থাদি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ . وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ .

"আমি তাহাদের প্রত্যেককে হেদায়াত দান করিয়াছি। নূহকে হেদায়াত দান করিয়াছি ইহার পূর্বে, তাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে দাঊদ, সুলায়মান, আয়্যুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূনকেও। এইরূপেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়া থাকি। যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইল্য়াসকেও। ইহারা সকলেই ছিল সজ্জনদের অন্তর্গত। ইসমাঈল, আল-য়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও। সবাইকেই আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৫)।

ইহা মূলত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান ও তাঁহাদের বংশধরদের মধ্যকার নবী-রাসূলগণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। এইখানে বনী ইসরাঈল বংশীয় নবীগণকে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিছু সংখ্যক নবী-রাসূল এমন ছিলেন যাঁহারা রাজ্য ক্ষমতা কিংবা মন্ত্রিত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। যেমন হযরত দাঊদ, সুলায়মান, আয়্যুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূন (আ)। প্রথম দুইজন বিশাল রাজ্যের, তৃতীয়জন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের, চতুর্থজন মন্ত্রিত্বের এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠজন নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছেন সেই সকল নবী-রাসূল, যাঁহারা পার্থিব জীবনের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। সারা দিন তাঁহারা সত্যের প্রচারে মশগুল থাকিতেন। হযরত যাকারিয়্যা, ইয়াহ্ইয়া, 'ঈসা ও ইলয়াস আলায়হিমুস সালাম এই

শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়ভাগে সেইসব পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যাঁহারা রাজত্ব কিংবা কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না, বরং তাঁহারা মধ্যম প্রকারের জীবন যাপন করিয়া সত্য প্রচারে জীবন কাটাইয়াছেন। যেমন হযরত ইসমাঈল, আল-য়াসা, ইউনুস ও লূত আলায়হিমুস সালাম। সূরা আস-সাফফাতে ইল্‌য়াস (আ)-এর রিসালাত এবং তাঁহার নিজ সম্প্রদায়কে সত্যের পথে আহবান সংক্রান্ত অবস্থাদি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۔ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۔ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۔ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۔ سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ ۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۔ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"নিঃসন্দেহে ইলয়াস রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বলিলেন, তোমরা কি সাবধান হইবে না? তোমরা বা'লকে ডাকিতেছ অথচ সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিহার করিতেছ? আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদের প্রভু, তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল। সুতরাং তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে। তবে আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দাগণকে নহে। আমি পরবর্তী কালের লোকদের মধ্যে তাহার আলোচনা স্থায়ী রাখিয়াছি। ইলয়াসীনের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদিগকে এইরূপ প্রতিদান দিয়া থাকি। নিশ্চয় সে আমার মুমিন বান্দাদিগের অন্তর্গত" (৩৭ ঃ ১২৩-১৩২)।

এই স্থলে কুরআন মজীদে উল্লিখিত اِلْيَاسِيْنَ শব্দ সম্পর্কে মাওলানা 'আবদুর রশীদ নু'মানী (করাচী) বলেন, ইল্‌য়াস শব্দটির ভিন্ন উচ্চারণ ইলয়াসীন। কারণ ইলয়াস একটি অনারব বিশেষ্য। অনারব বিশেষ্যসমূহের উচ্চারণে আরবরা অনেক সময় ভিন্নতা করিয়া থাকে। যেমন ইসমাঈলের স্থলে ইসমাঈন, মীকাঈলের স্থলে মীকাল বা মীকাঈন, ইবরাহীম-এর স্থলে ইবরাম বা ইবরাহাম, ইসরাঈল-এর পরিবর্তে ইসরাঈন, তূর সীনা-এর পরিবর্তে তূর-সীনীন ইত্যাদি। আরবদের নিয়ম রহিয়াছে, তাহারা অনেক সময় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নামে গোটা সম্প্রদায়কে আখ্যায়িত করিয়া থাকে। এই হিসাবে ইলয়াসীন বলিতে হযরত ইলয়াস (আ)-এর অনুসারিগণকে বুঝানো হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঠিক নহে। কারণ পূর্বাপর বর্ণনা ইহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না। তেমনি এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম-এর নিছক দ্যোতনা রক্ষা ও ছান্দিকতা বজায় রাখার জন্য ইলয়াস শব্দটিকে ইলয়াসীন-এ রূপান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া মি. উইনসিংক যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কেননা আরবী ভাষায় উভয় শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং রূপান্তরের দাবি করা সঙ্গত হইতে পারে না (আবদুর রশীদ নু'মানী, লুগাতুল-কুরআন, ১খ., ২৩)। বস্তুত কুরআন মজীদে হযরত ইল্‌য়াস (আ)-এর জীবনালেখ্য ও দাওয়াতী কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। নির্ভরযোগ্য হাদীছেও উহা পাওয়া যায় না। তাই তাঁহার সম্পর্কে তাফসীরের গ্রন্থাদিতে যেইসব উক্তি ও বিবরণ পাওয়া যায়, উহার অধিকাংশই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উহার গ্রহণযোগ্যতা লইয়া প্রশ্ন উত্থাপনের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

বংশ পরিচয়

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুফাসসির এই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত ইলয়াস (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী এবং তিনি হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর। তাঁহার পিতৃপরম্পরা হইল ঃ ইল্‌য়াস ইবন য়াসীন ইবন ফিলহাস ইব্‌ন 'আয়যার ইব্‌ন 'ইমরান ইব্‌ন হারূন (আ)। অথবা ইলয়াস ইব্‌ন 'আযির ইবন 'আয়যার ইব্‌ন হারূন। কিন্তু 'আবদ ইব্‌ন হুমায়দ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর, ইবনুল মুনযির, ইব্‌ন আবী হাতিম, ইব্‌ন 'আসাকির প্রমুখ মুহাদ্দিছ হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইদরীস (আ)-ই হইলেন ইল্‌য়াস (আ)। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর উক্তির একটি অর্থ এই হইতে পারে যে, দুই নামের একটি তাঁহার প্রকৃত নাম, অপরটি উপনাম। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, ইল্‌য়াস বলিতে প্রসিদ্ধ পয়গাম্বর হযরত ইদরীস (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে, তবে তাহা হইবে অধিকাংশ গবেষক ও মনীষীর অভিমতের পরিপন্থী। কেননা কুরআন মজীদে দুইজনের আলোচনা আলাদাভাবে করা হইয়াছে। তাহা হইতে দুইজন যে পৃথক পৃথক ব্যক্তি তাহাই প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া সূরা আন্‌আমের যে আয়াতে আম্বিয়ায়ে কিরামের নামের তালিকায় তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে, উহা হইতেও এই অভিমতের বিশুদ্ধতা সাব্যস্তা করা যায় না। সেখানে উল্লিখিত وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ-এর সর্বনাম দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ) উদ্দেশ্য হইবেন অথবা নূহ (আ) হইবেন। ইহাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কেননা নূহ (আ)-এর নামই নিকটবর্তী। দ্বিতীয়ত, আয়াতে উল্লিখিত ইউনুস (আ) ও লূত (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর নহেন।

মোট কথা, কুরআন মজীদে হযরত ইল্‌য়াস (আ)-কে হযরত ইবরাহীম (আ) অথবা হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অথচ অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরের বর্ণনা মুতাবিক হযরত ইদরীস (আ)-এর সময়কাল ছিল হযরত নূহ্ (আ)-এর অনেক পূর্বে। হাকেম (র) তাঁহার মুস্‌তাদরাক-এ আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নূহ (আ) ও হযরত ইদরীস (আ)-এর সময়কালের মধ্যে এক হাজার বৎসরের ব্যবধান ছিল। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) তাঁহার আল-জামি'উ'স-সাহীহ-এ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর একটি উক্তি সনদ ব্যতীত উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর উক্তিরই অনুরূপ। 'আবদুর রশীদ নু'মানীর মতে, ইমাম বুখারী (র) সনদ উল্লেখ না করিলেও হাকিম তাঁহার মুস্‌তাদরাক-এ সনদ উল্লেখ করিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইদরীস (আ)-এর সময়কাল হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে; বরং হযরত নূহ (আ)-এর নাম প্রথমে উল্লেখ করায় উহা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে যে, হযরত নূহ (আ)-এরই সময়কাল ছিল হযরত ইদরীস (আ)-এর পূর্বে। অনুরূপভাবে হাফিজ আবু বাক্‌র ইবনুল 'আরাবী (র) বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ও হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর উক্তিকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করিয়া মন্তব্য করেন যে, হযরত ইদরীস (আ) প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বপুরুষ ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈল-এর আম্বিয়ায়ে কিরামের

অন্যতম। কেননা হযরত ইল্য়াস (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ছিলেন ইসরাঈলী নবী। এই প্রসঙ্গে তিনি মহানবী (স)-এর মি'রাজ রজনী সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীছ উপস্থাপন করেন। উহাতে রহিয়াছে, হযরত ইদরীস (আ) তখন মহানবী (স)-কে অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন مرحبا بالنبى الصا لح والاخ الصالح অর্থাৎ মহানবী (স) কে তিনি ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন। হযরত ইদরীস (আ) যদি প্রকৃতই হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বের যুগের হইতেন, তাহা হইলে তিনি মহানবী (স)-কে সম্বোধনে الابن الصالح (সুযোগ্য পুত্র) শব্দ ব্যবহার করিতেন, যেমন করিয়াছিলেন হযরত আদম (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)। কিন্তু হাফিজ ইব্‌ন কাছীর (র) তাঁহার 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সম্ভবত হাদীছের বর্ণনাকারী মহানবী (স)-এর উচ্চারিত শব্দসমূহ ভালভাবে স্মরণ রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা হযরত ইদরীস (আ) বিনয়ের কারণে নিজের পিতৃসম্পর্ক উল্লেখ করেন নাই। তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হযরত ইদরীস (আ) ও হযরত ইলয়াস (আ)-এর ব্যক্তিত্ব পৃথক পৃথক হওয়ার পক্ষে ইহা ব্যতীত আর কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভবপর নহে যে, কুরআন মজীদে তাঁহাদের দুইজনকে পৃথক পৃথক নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত এই যুক্তি এমন অকাট্য নহে, যাহার ভিত্তিতে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের এই সংক্রান্ত বিবরণী ইসরাঈলী সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। সুতরাং উহার বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত নয়। যাঁহারা হযরত ইদরীস (আ) ও হযরত ইলয়াস (আ) বলিতে একই ব্যক্তিত্ব উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে অভিমত পোষণ করেন, তাঁহাদের যুক্তির সারসংক্ষেপ ইহাই।

মহানবী (সা)-এর একটি হাদীছে এই মর্মেও বর্ণনা রহিয়াছে যে, হযরত খিযির (আ) ও হযরত ইলয়াস (আ) অভিন্ন ব্যক্তি। ইব্‌ন মারদাবিয়্যা সূরা আন'আম-এর তাফসীরে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) তাঁহার আল-ইসাবা গ্রন্থে এই বর্ণনার বিস্তারিত সনদ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কোন রাবীর যদিও সমালোচনা করেন নাই, তবুও বলিয়াছেন যে, সনদটি একেবারেই গরীব বা অপ্রসিদ্ধ। গবেষক ও সত্য সন্ধানী মনীষিগণ এই অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং হযরত ইলয়াস (আ) একজন স্বতন্ত্র পয়গাম্বর। তিনি হযরত ইদরীস (আ)-ও নহেন, হযরত খিযির (আ)-ও নহেন। তিনি একজন ইসরাঈলী নবী এবং হযরত মূসা (আ)-এর তিরোধানের অনেক পরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ)-এর পরে প্রথমদিকে যাঁহারা তাঁহাদের স্থলবর্তী হইয়াছিলেন, কুরআন মজীদে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। হযরত যূশা' (আ)-এর বিষয় দুই স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এক স্থানে فَتًى অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর যুবক সঙ্গী (কাহ্ফ ঃ ৬০) বলা হইয়াছে। অন্য এক স্থানে অর্থাৎ সূরা মাইদায় (আয়াত ২৩) رَجُلاَنِ বলিয়া হযরত যূশা' (আ) ও হযরত কালিব ইব্‌ন যূকান্না (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। হযরত হিযকীল (আ)-এর আলোচনা অধিকাংশ তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী শুধুমাত্র ঘটনার মাধ্যমেই করা হইয়াছে, কোন আয়াতে কোন বিশেষণের মাধ্যমেও তাঁহার উল্লেখ করা হয় নাই।

হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ)-এর পরে সর্বপ্রথম যেই পয়গম্বরের বিষয় কুরআন মজীদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি হইলেন হযরত ইল্য়াস (আ)। আল্লামা তাবারী (র)-এর বর্ণনামতে, তিনি ছিলেন হযরত আল্-য়াসা' (আ)-এর চাচাত ভাই (কাসাসুল কুরআন, ২খ., ২৪৩-২৪৬)।

নবুওয়াত লাভের স্থান ও সময়কাল

হযরত ইলয়াস (আ) কখন কোথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, কুরআন ও হাদীছে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কুরআন মজীদে অতীত যুগের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য হইল উম্মতে মুহাম্মদীকে পূর্বযুগের লোকদের ঘটনা স্মরণ করাইয়া উহা হইতে উপদেশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। তাই কুরআন মজীদে পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের শুধুমাত্র ততটুকু অংশই উল্লেখ করা হইয়াছে, যতটুকু শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে মানব জীবনের প্রয়োজন এবং মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের পথে উহা হইতে নির্দেশনা লাভ করা যায়। ঘটনার সকল অংশ পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করা কিংবা ইতিহাস রচনা করা কুরআন মজীদের আলোচ্য বিষয় নহে। হযরত ইলয়াস (আ)-এর আলোচনায় কুরআন মজীদে তাঁহার জীবনের শুধুমাত্র এই দিকটিকে প্রোজ্জ্বল করা হইয়াছে, যাহা মানবজাতির জন্য পথনির্দেশনা হইতে পারে। সূরা আন'আম-এ ইলয়াস (আ)-সহ আম্বিয়ায়ে কিরামের এক দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করিয়া শুধু বলা হইয়াছে, ই'হারা সকলেই আল্লাহ্র মনোনীত ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে হেদায়াত ও সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। সূরা আস-সাফফাত-এ বলা হইয়াছে, তিনি ছিলেন একজন রাসূল। তিনি নিজ সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পথে আহবান জানাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বা'ল মূর্তির পূজা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্র কতিপয় নিষ্ঠাবান বান্দা ব্যতীত সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট সকল লোক তাঁহার আহবান প্রত্যাখ্যান করিল। মহানবী (স)-ও আম্বিয়ায়ে কিরামের আলোচনার সময় কুরআন মজীদেরই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। সেই কারণে এই বিষয়ে কুরআন মজীদে যাহা বলা হইয়াছে, কোন বিশুদ্ধ হাদীছে ইহার অতিরিক্ত কিছু উল্লেখ নাই। সেইজন্য হযরত ইল্য়াস (আ) সম্পর্কে ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা হয়ত ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ হইতে গৃহীত, যাহার শুদ্ধাশুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলিবার উপায় নাই, বরং অনেক অংশই এমন যে, উহা দৃশ্যত অসত্য গণ্য করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে অথবা এইসব কাহিনী রচনা করিয়াছেন এক শ্রেণীর বাগ্মী ও ঐতিহাসিক, যাহারা অভিনব কাহিনী বর্ণনা করিয়া প্রশংসা অর্জন করিতে ভালবাসেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্ণনা এই বিষয়ে প্রায় একমত যে, হযরত ইলয়াস (আ) বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন হযরত হিযকীল (আ)-এর পরে এবং হযরত আল-য়াসা' (আ)-এর পূর্বে। এই সময়ে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক অংশকে ইয়াহূদা অথবা ইয়াহূদিয়্যা বলা হইত। ইহার রাজধানী ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত। অপর অংশের নাম ছিল ইসরাঈল। ইহার রাজধানী তৎকালীন সামিরাহ, বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলয়াস (আ) জর্দানে "জিলীআদ" নামক স্থানে জন্মগ্রহণ

করেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে "আখিয়াব" এবং আরবী ইতিহাসে "আজিব" অথবা "উজব" অথবা "আখিব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী ঈযাবিল ছিল দুষ্কর্মপরায়ণা।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুফাসসির এই ব্যাপারেও ঐকমত পোষণ করিয়াছে যে, হযরত ইলয়াস (আ) সিরিয়ার অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ "বা'লবাক্ক" শহর তাঁহার দাওয়াতের কেন্দ্রভূমি ছিল। হযরত ইলয়াস (আ)-এর সম্প্রদায় 'বা'লের' পূজারী ছিল এবং আল্লাহ্র তাওহীদ হইতে বিমুখ হইয়া কুফর ও শিরকে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বা'ল মূর্তিটি প্রাচ্যে বসবাসকারী সেমিটিক (সামী) জাতিসমূহের নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও পূজনীয় দেবতা ছিল। এই মূর্তিটি ছিল পুরুষ। ইহাকে শনি ও বৃহস্পতি নামক নারী নক্ষত্র দেবীদ্বয়ের স্বামী বলিয়া মনে করা হইত। ফিনিশীয়, কিনআনী, মুআবী ও মাদয়ানী লোকেরা বিশেষভাবে ইহার পূজা করিত। বস্তুত বা'লের পূজা অনেক প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। মুআবী ও মাদয়ানীরা হযরত মূসা (আ)-এর সময় হইতে ইহার পূজা করিত। সিরিয়ার বিখ্যাত শহর বা'লবাক্কও এই দেবতার নামের সহিত সম্পর্কিত। হযরত শু'আয়ব (আ) মাদয়ানে এই বা'লের পূজারীদেরই হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হিজাযের দেবতা হুবালও এই বা'লের আর এক নাম।

বা'ল দেবতার মাহাত্ম্য ও দানের কথা কল্পনা করিয়া লোকেরা ইহাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করিত। কেননা সেমিটিক জাতিগুলির বা'ল পূজার উল্লেখ করিয়া তাওরাতে বা'লকে বা'ল বারীস ও বা'ল ফাগুর নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আকরোসীদের নিকট ইহার নাম ছিল বা'ল্ যাবুর। কালদানীরা বলিত বি'ল। তাহারা ইহাকে বি'লুস কিংবা বা'লুসও বলিত (মাআরিফুল কুরআন, ৩খ. ৯৯-১০৫)।

সেমিটিক ও হিব্রু ভাষায় বা'ল শব্দের অর্থ মালিক, সর্দার, শাসক ও প্রতিপালক। এই কারণে আরববা স্বামীকেও বা'ল বলিয়া থাকে। কিন্তু বা'ল শব্দের সাথে যখন আলিফ-লাম যুক্ত হয় কিংবা ইহাকে অন্য কোন শব্দের সহিত সম্বন্ধ করা হয়, তখন ইহা দ্বারা শুধু দেবতা বা উপাস্যই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। ইয়াহূদী বা প্রাচ্যের ইসরাঈলীদের অঞ্চলে বা'লের পূজার জন্য বিভিন্ন মৌসুমে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইত। ইহার জন্য বড় উপাসনালয় ও কুরবানীর জন্য বেদীমূল নির্মাণ করা হইত। শীর্ষস্থানীয় ইয়াহূদী জ্যোতিষ পণ্ডিতগণ ইহার উপর সুগন্ধ দ্রব্যাদির ধোঁয়া দিত এবং সুগন্ধি ছিটাইত। কোন কোন সময়ে ইহার সম্মুখে নর বলি দেওয়া হইত। বা'ল মূর্তিটি ছিল স্বর্ণনির্মিত, বিশ হাত লম্বা। ইহার চারিটি মুখ ছিল। উহার সেবার জন্য চারি শত সেবক নিযুক্ত ছিল। হযরত ইলয়াস (আ)-এর সময়ে য়ামান ও সিরিয়ায় এই মূর্তিটি প্রিয় দেবতা ছিল। হযরত ইলয়াস (আ)-এর সম্প্রদায় অন্যান্য মূর্তির সহিত এই মূর্তিটির বিশেষভাবে পূজা করিত। হযরত ইলয়াস (আ) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এই ভূখণ্ডে তাওহীদ প্রচার করিবার ও বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজা হইতে নিবৃত্ত করিবার নির্দেশ লাভ করেন।

স্বীয় সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষ

অন্যান্য পয়গাম্বরের ন্যায় হযরত ইলয়াস (আ)-কেও স্বীয় সম্প্রদায়ের কঠিন বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনিও নির্বিঘ্নে তাওহীদের প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। কতিপয় সজ্জন ব্যতীত কেহই তাঁহার আহবানে সাড়া দেয় নাই; বরং তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল ও তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আযাব নামিয়া আসে। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, ওয়াহ্ব ইবন মুনাব্বিহ, কা'ব আল-আহবার প্রমুখের বরাত দিয়া তাফসীরের গ্রন্থসমূহে স্বীয় সম্প্রদায়ের সহিত হযরত ইলয়াস (আ)-এর সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তবে এই সংক্রান্ত যত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই বাইবেল ও ইসরাঈলী উৎস হইতে সংগৃহীত। তাফসীর গ্রন্থসমূহের বিবরণ হইতে জানা যায়, হযরত ইলয়াস (আ) ইসরাঈলী শাসনকর্তা আখিয়াব বা উজব ও তাহার প্রজাবৃন্দকে বা'ল দেবমূর্তির পূজা করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাহাদিগকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দুই-একজন সত্যপন্থী ব্যতীত কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; বরং তাহারা নানাভাবে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। এমনকি রাজা উজব ও রানী এযাবীল তাঁহাকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিল। ফলে তিনি দূরবর্তী এক গুহায় আশ্রয় লইলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি দোআ করিলেন যেন ইসরাঈলের লোকেরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তিনি দোআ করিয়া যখন সকলকে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিবেন, তখন লোকেরা তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া হয়ত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। এই দোআর ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অতঃপর হযরত ইলয়াস (আ) রাজা উজবের সহিত সাক্ষাত করিলেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশমত তাহাকে জানাইলেন যে, আল্লাহ্র নাফরমানীই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। তোমরা এখনও আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে বিরত থাকিলে এই আযাব দূর হইতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও ইহা একটি সুযোগ। তুমি বলিয়া থাক ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের বা'ল দেবতার সাড়ে চারি শত ভাববাদী আছে। তুমি একদিন তাহাদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। তাহারা বা'ল দেবতার নামে কুরবানী পেশ করুক, আর আমি আল্লাহ্ তা'আলার নামে কুরবানী পেশ করিব। যাহার কুরবানী আকাশ হইতে অগ্নিবিদ্যুৎ আসিয়া ভষ্ম করিয়া দিবে তাহার ধর্মই সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সবাই এই প্রস্তাব সানন্দে মানিয়া লইল।

সেইমতে কোহে করমশ নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হইল। বা'ল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাহাদের কুরবানী পেশ করিল। সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত বা'লের উদ্দেশে তাহারা অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলয়াস (আ) তাঁহার কুরবানী পেশ করিলেন। অবিলম্বে আকাশ হইতে অগ্নিবিদ্যুৎ আসিয়া তাহা ভষ্ম করিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই সিজদায় পড়িয়া গেল। তাহাদের সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হইল। কিন্তু বা'ল দেবতার মিথ্যা ভাববাদীরা ইহার পরেও সত্য গ্রহণ করিল না। ফলে হযরত ইলয়াস (আ) তাহাদিগকে কায়শুন উপত্যকায় লইয়া গিয়া মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হইল এবং সমস্ত ভূখণ্ড ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইয়া গেল। কিন্তু রাজা উজবের পত্নী এযাবীলের ইহাতেও চক্ষু খুলিল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে হযরত ইলয়াস (আ)-এর প্রতি আরো শত্রুভাবাপন্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুতি লইতে লাগিল। হযরত ইলয়াস (আ) সংবাদ পাইয়া পুনরায় সামিরাহ হইতে আত্মগোপন করিলেন এবং কিছুদিন পর বনী ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহূদিয়ায় পৌঁছেন এবং তাওহীদের প্রচার আরম্ভ করিলেন। কারণ সেখানেও বা'ল দেবতার পূজা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেখানকার সম্রাট য়াহুরামও হযরত ইলয়াস (আ)-এর কথা শুনিল না। অবশেষে হযরত ইলয়াস (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কয়েক বৎসর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরিয়া আসিলেন এবং উজব ও তাহার পুত্র আখ্‌যিয়াকে সত্যপথে আনিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহারা পূর্বের ন্যায় কুকর্মেই লিপ্ত রহিল। অবশেষে তাহাদিগকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার হইতে হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পয়গাম্বরকে উঠাইয়া লইলেন" (তাফসীরে নূরুল কুরআন, ২৩ খ, ১৪৬-১১৮)।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) তাঁহার তাফসীরে মাযহারীতে (১০ খ., ৫২-৬৪) আল্লামা বাগাবীর বরাতে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা মুহাম্মাদ ইব্‌নু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত হিযকীল (আ)-এর মৃত্যুর পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে নানা বিপর্যয় ও অনাচার দেখা দিলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে কুফর, শির্‌ক ও বিদআত ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহারা মূর্তি নির্মাণ ও উহার পূজা করিতে থাকে। তাই তাহাদিগের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইলয়াস (আ)-কে নবী মনোনীত করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রেরণ করিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর পরে বনী ইসরাঈলের নিকট নবীগণ প্রেরিত হইতেন তাওরাতের যেসব বিধান বনী ইসরাঈলগণ ভুলিয়া যাইত অথবা বিনষ্ট করিয়া ফেলিত তাহা তাহাদিগকে নূতন করিয়া জানাইয়া দিবার এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইত তাহাদিগকে সঠিক পথে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে। বনী ইসরাঈল তখন সমগ্র সিরিয়াতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, হযরত যূশা' ইব্‌নু নূন (আ) সিরিয়া বিজয় করিবার পর বনী ইসরাঈলের জন্য সিরিয়াতে বসতি স্থাপন করেন। তাহাদেরই গোত্র বা'লবাক্ক শহরের আধিবাসী ছিল। হযরত ইলয়াস (আ) তাহাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হইলেন। তখন তাহাদের যে রাজা ছিল তাহার নাম ছিল উজব। সে ছিল মূর্তিপূজক। বনী ইসরাঈলকেও সে মূর্তিপূজায় লিপ্ত করিয়াছিল। তাহার একটি মূর্তির নাম ছিল বা'ল। চারি মুখবিশিষ্ট এই মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ছিল ত্রিশ হাত। রাজা-প্রজা সকলেই উক্ত মূর্তির পূজায় লিপ্ত থাকিত।

হযরত ইলয়াস (আ)-ই একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে তাওহীদের প্রতি আহবান জানাইতেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার আহবানে সাড়া দিত না। যেহেতু রাজা মূর্তিপূজক ছিল, তাই লোকেরাও রাজার অনুসরণে মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকিত। হযরত ইলয়াস (আ) রাজাকে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য আহবান জানাইতেন এবং তাহাকে আত্মসংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেন। এযাবীল নাম্নী রাজার একজন স্ত্রী ছিল। যুদ্ধ ইত্যাদির প্রয়োজনবশত রাজা

কখনো রাজধানীর বাহিরে গেলে রাণী এযাবীলকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়া যাইত। সে তখন রাজার স্থলে শাসনকার্য চালাইত। এযাবীল ছিল নবী-রাসূলগণের শত্রু। অনেকের মতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কেও এই এযাবীলই হত্যা করিয়াছিল। তাহার একজন জ্ঞানী কর্মকর্তা ছিলেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার থাকিলেও নিজের ঈমানের কথা গোপন রাখিতেন। এযাবীল আরো অনেক নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই ঈমানদার ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাহা বানচাল হইয়া যায়। সাতজন বনী ইসরাঈলী রাজার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল এবং প্রত্যেককেই সে প্রতারণা করিয়া হত্যা করে। তাহার সত্তরজন সন্তান হয়। সে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিল। রাজা উজবের একজন প্রতিবেশী ছিলেন। বনী ইসরাঈলীয় এই ব্যক্তির নাম ছিল মুযদাকী। তিনি খুব নেককার ছিলেন। তাহার একটি ছোট বাগিচা ছিল। সেই বাগিচার আয় হইতে তাহার জীবিকা নির্বাহ হইত এবং তিনি উক্ত বাগিচা দেখাশুনা করিতেন। রাজমহলের পাশেই ছিল বাগিচাটি।

রাজা ও রাণী মাঝেমাঝে সেখানে বেড়াইতে যাইত, সেখানকার ফলমূল আহার করিত এবং পানি পান করিত। রাজা তাহার প্রতিবেশীর সহিত উত্তম আচরণ করিত। কিন্তু রাণী এযাবীল তাহাকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখিত এবং লোকজনের মুখে বাগানটির সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া উহা দখল করিয়া লইবার কৌশল অনুসন্ধান করিত। লোকেরা বলাবলি করিত, এই প্রাসাদের মালিকেরই বাগানটি হওয়া উচিত ছিল। রাজা রাণী ইহা দখল করিতেছে না দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইত। তাই লোকটিকে কিভাবে হত্যা করিয়া তাহার বাগানাটি দখল করা যায়, রাণী এই চিন্তায় মগ্ন থাকিত। কিন্তু রাজা তাহাকে নিষেধ করিত। সে কারণে মহিলা ইহার কোন সুযোগ পাইত না। ঘটনাক্রমে রাজা একবার এক দীর্ঘ সফরে গমন করিল। তাহার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিকে এযাবীল এক মহাসুযোগ মনে করিল। সে এই সুযোগে নেককার ব্যক্তি মুযদাকীকে কৌশলে হত্যা করিয়া তাহার বাগানটি হস্তগত করিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে চাহিল। নেককার ব্যক্তি ইহার কিছুই জানিতেন না। তিনি তো নিজ প্রভুর ইবাদতে ও নিজ জীবিকার সন্ধানে লিপ্ত থাকিতেন। এযাবীল একদল লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগকে এই মর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের আদেশ করিল যে, মুযদাকী তাহাদের রাজা উজবকে গালি দিয়াছেন। তাহারা তাহার কথায় মুযদাকীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সম্মত হইল। তখনকার দিনে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি রাজাকে গালি দিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। মুযদাকীকে হাজির করা হইল। এযাবীল বলিল, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি রাজাকে গালি দিয়াছ ও তাহার নিন্দা করিয়াছ। মুযদাকী ইহা অস্বীকার করিলেন। এযাবীল তখন সাক্ষী উপস্থিত করিল। সাক্ষীরা সকলের সম্মুখে এই মর্মে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। এযাবীল মুযদাকীকে হত্যার নির্দেশ দিল। তাঁহাকে হত্যা করা হইল এবং এযাবীল তাঁহার বাগিচাটি দখল করিয়া লইল।

একজন নেককার বান্দাকে এইভাবে হত্যা করার দরুন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন। রাজা সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে এযাবীল সকল ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। রাজা বলিল, তুমি সঠিক কাজ কর নাই, বরং অন্যায় করিয়াছ। তাঁহাকে হত্যা করিয়া আমরা

সাফল্য লাভ করিব বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বাগিচাটির প্রয়োজন আমাদের ছিল না। আমরা সেখানে যাইয়া বেড়াইতে পারিতাম। তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল আমাদের সহিত বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রতিবেশী জানিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিতাম না। কেননা আমাদের নিকট তাঁহার অধিকার ছিল। কিন্তু তুমি আমাদের প্রতিবেশীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে। তোমার নিবুর্দ্ধিতা, অশুদ্ধ চিন্তা ও অপরিণামদর্শিতাই তোমাকে এইরূপ দুঃসাহস করিতে উৎসাহ যোগাইয়াছে। সে বলিল, আমি তোমারই কারণে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমার আইন অনুযায়ীই তাঁহার বিচার করিয়াছি। রাজা বলিল, তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলে না এবং একজন মানুষকে ক্ষমা করিয়া প্রতিবেশীর অধিকার সমুন্নত রাখিলে না। এযাবীল বলিল, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইলয়াস (আ)-এর নিকট রাজা উজব ও তাহার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ওহী প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে বলিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার একজন ওলীকে সকলের সামনে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে তিনি তাহাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছেন, যদি রাজা উজব ও তার স্ত্রী তাহাদের কৃত অপরাধ হইতে তওবা না করে এবং মুযদাকীর উত্তরাধিকারিগণের নিকট তাহার বাগানটি ফেরত না দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। তাহাদের উভয়ের লাশ উক্ত বাগানের মধ্যেই নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহাদের হাড় হইতে গোশ্ত পৃথক করা হইবে। হযরত ইলয়াস (আ) রাজার নিকট আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পৌঁছাইয়া দিলেন। রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইল এবং হযরত ইলয়াস (আ)-কে বলিল, আপনি আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাইতেছেন, তাহা সঠিক নহে। এই পৃথিবীতে আরও অনেক মূর্তিপূজক রাজা রহিয়াছে। তাহারা আমাদেরই ন্যায় মূর্তিপূজা করে। এতদসত্ত্বেও তাহারা অনেক আনন্দ ফূর্তিতে রাজত্ব করিতেছে। যেই কাজকে আপনি অন্যায় ও অসার বলিতেছেন, তাহা করিবার পরও তাহাদের কোন ক্ষতি হইতেছে না। ইহার পর রাজা হযরত ইলয়াস (আ)-কে কষ্ট দেওয়ার ও তাঁহাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিলেন। হযরত ইলয়াস (আ) যখন উপলব্ধি করিলেন যে, রাজা তাঁহার প্রাণের শত্রু হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি তাহাকে ছাড়িয়া গেলেন এবং পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজা তখন বা'ল মূর্তিপূজা করিতে লাগিল। রাজার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য হযরত ইলয়াস (আ)-কে একাধারে সাত বৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়। উজবের লোকজন তাঁহাকে অনুসন্ধান করিত কিন্তু তাঁহার সাক্ষাত পাইত না। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইভাবে সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। অতঃপর আল্লাহপাক তাঁহাকে বাহির হইয়া আসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই সময় রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জীবন সম্পর্কে উজব প্রায় নিরাশ হইয়া গিয়াছিল। রাজা তাহার উপাস্য দেবতা বা'লে নিকট অনেক কান্নাকাটি করে, কিন্তু তাহার সকল ক্রন্দন নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। অথচ উজব ও তাহার সকল

প্রজা উক্ত মূর্তিটিরই পূজা করিত। মূর্তিটির সেবায় চার শত খাদেম নিযুক্ত ছিল। উহার অভ্যন্তরে শয়তান প্রবেশ করিয়া কথা বলিত। তাহা শুনিয়া সেবকেরা রাজাকে অবহিত করিত।

এদিকে রাজপুত্রের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা তাঁহার পুত্রের রোগমুক্তির জন্য সেবায়েতদের শরণাপন্ন হইতে থাকে কিন্তু কোন ফল হইত না। পূর্বে ইবলীস মূর্তিটির পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেবায়েতদের সহিত কথা বলিত। পরবর্তী কালে আল্লাহর হুকুমে মূর্তির অভ্যন্তরে শয়তানের প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইল। সেবায়েতগণ রাজাকে বলিল, দেবতা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট, তাহা না হইলে অবশ্যই জবাব দিত। উজব জিজ্ঞাসা করিল, আমি তো দেবতার পূজা করিতেছি, তবুও দেবতা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? সেবায়েতরা বলিল, আপনি এখনও ইলয়াসকে হত্যা করেন নাই ইহাই দেবতার অসন্তুষ্টির কারণ। সেবায়েতরা ইহাও বলিল যে, আরো যেসব দেবতা রহিয়াছে তাহাদের নিকটেও আরাধনা করা উচিত। সেইমতে রাজা কিছু সেবায়েতকে সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিল। যে পাহাড়ে হযরত ইলয়াস (আ) আত্মগোপন করিয়াছিলেন সেবায়েতরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে পৌছাইলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইলয়াস (আ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আপনি নিচে অবতরণ করুন এবং তাহাদের সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা বলুন। আমি তাহাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করিয়া দিব। তাহাদের অন্তরে আপনার ভয় সৃষ্টি করিব।

আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক হযরত ইলয়াস (আ) অবতরণ করিলেন এবং তাহদিগকে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের নিকট এবং তোমরা যাহাদের নিকট হইতে আসিয়াছ তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা একটি বাণী প্রেরণ কয়িাছেন। তোমরা তাহা শ্রবণ কর এবং তোমাদের রাজাকে উহা শুনাইয়া দিও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন, "হে উজব! তুমি কি জান না যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আমিই বনি ইসরাঈলের স্রষ্টা। আমিই সকলকে রিযিক দিয়া থাকি। জীবন ও মৃত্যু আমারই হাতে। তুমি কোন্ কারণে আমার সহিত শির্ক কর এবং আমাকে ব্যতীত অন্যের নিকট তোমার পুত্রের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা কর? আমার ইচ্ছা না হইলে কেহই কিছু করিতে পারে না। আমি আমার পবিত্র নামের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার পুত্রের প্রতি গজব আপতিত হইবে। তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, আমি ব্যতীত কেহই কোন কিছু করিতে পারে না।

হযরত ইলয়াস (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বাণী শ্রবণ করিয়া রাজা উজবের প্রেরিত সেবায়েতরা ভীত হইয়া পড়িল এবং রাজার নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। তাহারা ইহাও বলিল, আমরা যখন ইলয়াস (আ)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম, তখন ভয়ে আমাদের বাকশক্তি রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। রাজা উজব এই সংবাদ পাইয়া উপলব্ধি করিল যে, হযরত ইলয়াস (আ) জীবিত থাকিলে তাহার জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িবে। তাই একটি ষড়যন্ত্র করিল এবং তাহার সম্প্রদায়ের পঞ্চাশজন শক্তিশালী লোককে নির্বাচন করিয়া এই আদেশ দিল যে, যে কোন ভাবেই

প্রতারণা করিয়া হযরত ইলয়াস (আ)-কে হত্যা করিবে। তোমরা যাইয়া তাঁহাকে বলিবে, আমরা সকলেই আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবেন এবং প্রতারিত হইবেন। তখন তোমরা তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। রাজার নির্দেশে তাহারা রওয়ানা হইল। তিনি যে পাহাড়ে ছিলেন তাহারা সেই পাহাড়ে পৌঁছিয়া ছড়াইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিল, "হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। রাজা-প্রজা তথা সমগ্র জাতি আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। আমরা আপনার কথা মানিয়া চলিব। আপনি যে আদেশ দিবেন, তাহাই পালন করিব। আমরা আপনার অনুগত হইয়াছি। অতএব আমাদের হইতে আপনার পৃথক থাকার কোন যুক্তি নাই।

তিনি এইভাবে দোআ করিলেন, হে আল্লাহ! যদি ইহারা তাহাদের কথায় সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে আমাকে তাহাদের নিকট বাহির হইবার অনুমতি দান করুন। আর যদি তাহারা মিথ্যাবাদী হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে আমাকে বিরত রাখুন এবং তাহাদের প্রতি এমন অগ্নি বর্ষণ করুন, যাহাতে দগ্ধ হইয়া তাহারা শেষ হইয়া যায়। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আসমান হইতে অগ্নি বর্ষিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়।

উজব যখন তাহার প্রেরিত লোকদের ধ্বংসের খবর পাইল তখনও ভ্রান্ত পথ হইতে বিরত হয় নাই এবং প্রতারণার উদ্দেশ্যে আরো একটি দল তৈরী করে যাহা পূর্ববর্তী দলের অপেক্ষাও বেশী শক্তিশালী ছিল। তাহারা পুনরায় ঐ পাহাড়ে আরোহণ করিল এবং হযরত ইলয়াস (আ)-কে ডাক দিয়া বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমরা আল্লাহ্‌র গজব হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থী; ইতোপূর্বে যাহারা আসিয়াছিল. তাহারা মোনাফেক ছিল। তাহারা আমাদের পরামর্শ ব্যতীতই আপনাকে প্রতারণার জন্য হাজির হইয়াছিল। যদি তাহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে জানিতাম, তাহা হইলে তাহাদের সকলকে হত্যা করিতাম এবং আপনাকে কষ্ট করিতে হইত না। হযরত ইল্‌য়াস তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোআ করিলেন। তখন আল্লাহ্ পাক আসমান হইতে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন, পরিণামে তাহারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দলের ধ্বংসের খবর পাইয়া রাজার ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পাইল। সে নিজেই হযরত ইলয়াস (আ)-এর অনুসন্ধানে বাহির হইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার পুত্রের রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব হইল না।

উজব পারিষদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মুমিন ছিলেন। রাজা তাহার বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার জন্য তাহাকেই প্রেরণ করা পছন্দ করিল এবং তাহার নিকট এই মনোভাব ব্যক্ত করিল যে, আমি হযরত ইল্‌য়াস (আ)-এর প্রতি কোন প্রকার জুলুম করিতে চাহি না। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে রাজা তাহার নিজস্ব দলও প্রেরণ করে এবং তাহাদেরকে গোপনে আদেশ দেন, যদি ইল্‌য়াস (আ) তোমাদের সঙ্গে আসিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিবে। অন্যদিকে ঐ মুমিন ব্যক্তিকে বলিল, আমি পূর্বেকৃত অন্যায় হইতে তওবা করিয়াছি। আমার পুত্র অসুস্থ, আমার লোকজন

আসমানী অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে। এইসবই ইলয়াস (আ)-এর বদদোআর কারণে হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাঁহাকে আমরা চাই। তিনি আমার নিকট থাকিলে, তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিব। রাজা উজবের প্রেরিত ব্যক্তি হযরত ইলয়াস (আ)-এর নিকট হাজির হইলে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে এই মর্মে ওহী নাযিল হইল যে, এই নেককার ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত কর। হযরত ইল্‌য়াস (আ) তাহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। তিনি বলিলেন, এই জালেম রাজা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। ইহার পর তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, যদি আপনি আমার সঙ্গে না যান, আর আমি একা যাই তবে ভয় হয় রাজা আমাকে হত্যা করিবে। এখন আপনি যাহা হুকুম দিবেন আমি তাহাই করিব। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আমি রাজা হইতে পৃথক হইয়া যাই এবং আপনার কাছেই থাকিয়া তাহার মুকাবিলা করি, তাহাতেও আমি প্রস্তুত। কিংবা যদি আপনি আমার মাধ্যমে তাহার নিকট কোন বাণী প্রেরণ করিতে চাহেন তবে তাহাও আমি পৌঁছাইয়া দিব। আর আপনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোআ করুন যেন তিনি এই সমস্যার সমাধান করিয়া দেন।

আল্লাহ্ পাক হযরত ইল্‌য়াস (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, হে ইলয়াস! তুমি এই মুমিনের সঙ্গে চলিয়া যাও। আমি তোমাদের উভয়ের হেফাযত করিব। এই আদেশ পাইয়া হযরত ইল্‌য়াস (আ) তাহার সঙ্গে রওয়ানা হইয়া রাজা উজুবের নিকট পৌঁছিলেন। তখন আল্লাহ্ পাকের হুকুমে রাজপুত্রের রোগ বৃদ্ধি পাইল, অবশেষে তাহার মৃত্যু হইল। পুত্র শোকে কাতর রাজা হযরত ইল্‌য়াস (আ)-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পাইল না। হযরত ইল্‌য়াস (আ) নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পর যখন মুমিন ব্যক্তিকে হযরত ইল্‌য়াস (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলিলেন, আমি তাঁহার সম্পর্কে কিছুই জানি না। কেননা রাজপুত্রের মৃত্যুর কারণে শোকে এতই মুহ্যমান ছিলাম যে, কাহারো খবর নেওয়ার অবকাশ পাই নাই (মাজহারী, ৮খ, ১৪৯)।

হযরত ইলয়াস (আ) পাহাড়ে সুদীর্ঘ কাল একাকী জীবন যাপন করিয়া যাইতেছিলেন। অতঃপর তিনি পাহাড় হইতে অবতরণ করেন এবং একজন ইসরাঈলী স্ত্রীলোকের বাড়িতে অবস্থান করেন। স্ত্রীলোকটি ছিলেন হযরত ইউনুস (আ)-এর মাতা। সেইখানে তিনি ছয়মাস আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। তখন ইউনুস (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। হযরত ইউনুস (আ)-এর মাতা হযরত ইল্‌য়াস (আ)-এর খেদমত নিজেই করিতেন এবং তাঁহাকে অর্থ-সম্পদ দ্বারাও সাহায্য করিতেন। কিন্তু হযরত ইলয়াস (আ) যেহেতু পাহাড়ের উন্মুক্ত স্থানে জীবন যাপনে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশে ছয় মাসেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং পাহাড়ে চলিয়া যাওয়াই পছন্দ করেন। এদিকে কিছুদিন পর শিশু ইউনুস (আ)-এর ইন্তিকাল হয়, তখন তাঁহার মাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া হযরত ইলয়াস (আ)-এর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহাকে পাইয়া বলেন, আপনি চলিয়া আসার পর আমার একমাত্র সন্তান ইউনুস-এর ইন্তিকাল হইয়াছে। আমার উপর এক মহাবিপদ আপতিত হইয়াছে। আপনি আমার দোয়া করুন যেন আমার পুত্র জীবিত হইয়া যায়।

আমি তাঁহাকে দাফন করি নাই, শুধু কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছি। হযরত ইল্‌য়াস (আ) বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে এ ব্যাপারে কোন আদেশ প্রদান করেন নাই অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করার জন্য দোআ করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। আর আমি তো একজন বান্দা মাত্র, আমি তাহাই করি যাহার হুকুম আমাকে দেওয়া হয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া ইউনুস (আ)-এর মাতা আরো বেশী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন আল্লাহ পাক ইলয়াস (আ)-কে স্ত্রীলোকটির প্রতি সহানুভূতিশীল করিয়া দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পুত্র কবে ইন্তিকাল করিয়াছে? স্ত্রীলোকটি বলিলেন, সাত দিন। হযরত ইল্‌য়াস (আ) তখন তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলেন। সাত দিন একাধারে চলিবার পর স্ত্রীলোকটির গৃহে পৌঁছিলেন, যেইখানে চৌদ্দ দিন পূর্বে তাঁহার পুত্র ইন্তিকাল করিয়া ছিল। হযরত ইল্‌য়াস (আ) উযু করিয়া নামায আদায় করিয়া মৃত শিশুটির জন্য দোআ করিলেন, আল্লাহ পাক ইউনুস (আ)-কে জীবিত করিয়া দিলেন। যখন হযরত ইউনুস (আ) জীবিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন হযরত ইল্‌য়াস (আ) সঙ্গে সঙ্গে সেইখান হইতে বিদায় লইলেন এবং স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইদিকে হযরত ইল্‌য়াস (আ)-এর সম্প্রদায়ের নাফরমানী বাড়িয়া গেলে তিনি তাহাদের উপর অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হইলেন। আল্লাহ পাক সাত বৎসর পর তাঁহার নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, ওহী নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আল্লাহ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইল্‌য়াস! তোমার অন্তরে যে ব্যথা-বেদনা রহিয়াছে এবং তুমি যে চিন্তাগ্রস্ত রহিয়াছ, জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আমার ওহীর আমানতদার নও? আর পৃথিবীতে তুমি কি আমার দলীল নও? সারা পৃথিবীতে তুমি কি আমার মনোনীত ব্যক্তি নও? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা আমার নিকট চাও আমি তোমাকে দান করিব। আমার রহমত অসীম। হযরত ইল্‌য়াস (আ) আরয করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু দিন, আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে একত্র হইবার সুযোগ দান করুন। আমি বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার মন তাহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

তখন আল্লাহ পাক হযরত ইল্‌য়াস (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, ইহা সেই দিন নয়, যখন আমি পৃথিবীকে তোমার নিকট হইতে খালি করিয়া দিব। পৃথিবীতে তোমার অবস্থান অনেক লোকের জন্যই কল্যাণকর ও বরকতময় হইবে, যদিও তাহাদের সংখ্যা হইবে অতি নগণ্য। অতএব ইহা ছাড়া অন্য কিছু চাও। হযরত ইল্‌য়াস (আ) আরয করিলেন, যদি আমার মৃত্যু না হয় তাহা হইলে আমাকে বনী ইসরাঈল হইতে প্রতিশোধ নেওয়ার শক্তি দান করুন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন, তুমি কি চাও? হযরত ইল্‌য়াস (আ) আরয করিলেন, সাত বছর যাবত বৃষ্টির ভাণ্ডারটি আমার নিকট দিয়া দিন, আমার দোআ ব্যতীত যেন আকাশে মেঘমালা দেখা না যায় এবং আমার দোআ ব্যতীত যেন এক ফোঁটা পানিও পৃথিবীতে না পড়ে। এতদ্ব্যতীত এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলো অনুগত হইবে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন হে ইল্‌য়াস। আমি আমার সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। যদিও অহারা জুলুম করে কিন্তু আমি তাহাদের প্রতি দয়া করি। তখন হযরত ইল্‌য়াস (আ) আরয করিলেন, তাহা হইলে অন্তত ছয় বৎসরের জন্য তাহাদের

প্রতি বারিপাত বন্ধ করিয়া দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন, হে ইলয়াস! আমি আমার সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। তখন হযরত ইলয়াস (আ) আরয করিলেন, তাহা হইলে অন্তত পাঁচ বৎসরের জন্য বারিপাত বন্ধ করিয়া দিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন, এই সময়টিও আমার রহমতের দাবির পরিপন্থী। তবে তিন বৎসরের জন্য বারিপাত বন্ধ করিয়া তাহাদের শাস্তি বিধান করা যাইতে পারে।

তখন হযরত ইলয়াস (আ) আরয করিলেন, তবে এই সময় আমি কিভাবে জীবিত থাকিব? আল্লাহ পাক ইরশাদ করিলেন, আমি পাখিদের একদল তোমার সেবায় নিয়োজিত করিব, তাহারা তোমার খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া তোমাকে সরবরাহ করিবে। ইহার পর আল্লাহ পাক বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে অনেক জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ মরিয়া যায়, বৃক্ষগুলো শুকাইয়া যায়। মানুষ মহা বিপদের সম্মখীন হয়। হযরত ইলয়াস (আ) আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তবে তিনি যেখানেই থাকিতেন তাহার রিযিক পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। যে গৃহ হইতে খাদ্য দ্রব্যের সুগন্ধ পাওয়া যাই, লোকেরা বুঝিত, হয়ত সেইখানে হযরত ইলয়াস (আ) ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে খোঁজ করিত, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। একবার তিনি এক বৃদ্ধার বাড়ি অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি ঐ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য আছে কি? সে বলিল, হাঁ, সামান্য আটা এবং যয়তুনের তেল আছে। হযরত ইলয়াস (আ) ঐ দু'টি বস্তুর উপর হাত বুলাইয়া দোআ করিলেন। তখন তাহার পাত্র দুইটি আটা এবং তৈল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, এইসব খাদ্যদ্রব্য কোথা হইতে পাইলে? তখন সে ঘটনা বর্ণনা করিল।

একবার তিনি একজন স্ত্রীলোকের বাড়িতে অবস্থান করিলেন। তাহার পুত্র আল-য়াসা' ছিল অসুস্থ, তাঁহার দোআয় সে সুস্থ হইল। সে হযরত ইলয়াস (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিল এবং তাঁহার সহিত থাকিতে লাগিল। আল্লাহ পাক হযরত ইলয়াস (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন, হে ইলয়াস! তোমার বদদোআর কারণে অনেক জীবজন্তু এবং মানুষ ধ্বংস হইয়া গিয়েছে। হযরত ইলয়াস (আ) আরয করিলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি যেন তাহাদের পক্ষে দোআ করিতে পারি এবং তাহারা যে বিপদে আছে সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আল্লাহ পাক তাঁহাকে ইহার অনুমতি দান করিলেন। তখন হযরত ইলয়াস (আ) বনী ইসরাঈলের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, তোমরা মূর্তি পূজার পাপে লিপ্ত, তোমাদের শির্ক ও অন্যান্য পাপাচারের শাস্তিই তোমরা ভোগ করিয়াছ। তোমরা শির্কসহ সকল পাপাচার পরিহার কর। তাহা হইলে আল্লাহ পাক তোমাদের বিপদ দূর করিয়া দিবেন। তখন তাঁহার সম্প্রদায় বলিল, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন। তাহারা তাহাদের মূর্তিগুলি নিজ নিজ ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। হযরত ইলয়াস (আ) তাহাদের পক্ষে দোআ করিলেন, ফলে ক্ষণিকের মধ্যেই আকাশে মেঘমালা দেখা গেল, বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, মৃত শুষ্ক ধরণী জীবন্ত হইয়া উঠিল। বনী ইসরাঈলের বিপদ দূরীভূত হইল, আল্লাহ পাক তাহাদের সকল কষ্ট দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা কুফর ও শিরক বর্জন করিল না, বরং পৌত্তলিকতা, কুফরী ও নাফরমানীর মধ্যেই লিপ্ত রহিল।

হযরত ইলয়াস (আ) যখন এই অবস্থা দেখিলেন, তখন বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে দোআ করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ইহাদের হইতে নাজাত দিন। আল্লাহ্র তরফ হইতে ওহী আসিল, অমুক তারিখের অপেক্ষা কর, ঐ নির্দিষ্ট দিনে অমুক স্থানে চলিয়া যাও। সেইখানে যেই বাহন পাও তাহাতে আরোহণ কর। নির্দেশ মুতাবিক হযরত ইলয়াস (আ) আল-য়াসা' (আ)-কে সঙ্গে লইয়া নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি নূরাণী অশ্ব আসিয়া দণ্ডায়মান। হযরত ইলয়াস (আ) তাহাতে আরোহণ করিলেন। অশ্বটি তাঁহাকে লইয়া রওয়ানা হইল। আল-য়াসা' (আ) চিৎকার করিয়া বলিলেন- হযরত! আমার সম্পর্কে কি আদেশ? হযরত ইলয়াস (আ) একটি লিখিত বাণী প্রেরণ করিলেন, যাহাতে প্রমাণ হয় যে, আল-য়াসা' (আ) কে বনী ইসরাঈলের জন্য তিনি খলীফা নিযুক্ত করিয়াছেন। হযরত ইলয়াস (আ)-এর সহিত এইটিই ছিল আল-য়াসা' (আ)-র শেষ সাক্ষাত। আল্লাহ হযরত ইলয়াস (আ)-কে বনী ইসরাঈলীদের হইতে বাহির করিয়া মহাশূন্যে উত্তোলন করিলেন, তাঁহাকে পানাহারের প্রয়োজন হইতে মুক্ত করিলেন এবং ফেরেশতাদের ন্যায় ডানা দান করিলেন। তিনি দুনিয়াতে মানুষ হিসাবেই জীবন-যাপন করিয়াছেন কিন্তু তাহাকে ফেরেশতাদের ন্যায় মহাশূন্যের অধিবাসী করিলেন।

এইদিকে রাজা উজব এবং তাহার জাতির উপর আল্লাহ পাক এক তাগুতী শক্তিকে হামলা করার ক্ষমতা দিলেন। হামলাকারী বাহিনী রাজা উজব এবং তাহার স্ত্রীকে মরহুম মুজাদকারীর বাগানে হত্যা করিল এবং তাহাদের লাশ ঐ বাগানেই খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত আল-য়াসা' (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে এই সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে রাসূল মনোনীত করিয়া বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করিলেন। বনী ইসরাঈল হযরত আল-য়াসা' (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিল এবং তাঁহাকে সম্মান করিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাঁহারপ্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় ছিল।

হযরত ইলয়াস (আ) জীবিত আছেন কিনা

ঐতিহাসিক ও তাফসীরবিদগণের নিকট হযরত ইলয়াস (আ)-এর জীবিত থাকিবার বিষয় বহুল আলোচিত। তিনি কি জীবিত রহিয়াছেন না ইনতিকাল করিয়াছেন তাহা লইয়া আলোচনার অন্ত নাই। তাফসীরে মাযহারীতে উল্লিখিত বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইলয়াস (আ)-কে অগ্নি অশ্বে আরোহণ করাইয়া আকাশে তুলিয়া লওয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর মতই জীবিত রহিয়াছেন। এইরূপ আরো কতিপয় বর্ণনা তাঁহার জীবিত থাকিবার প্রমাণ বহন করে। সিররী ইবন ইয়াহ্ইয়া 'আবদুল আযীয ইবন আবূ দারদার সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইলয়াস (আ) এবং হযরত খিযির (আ) উভয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে রমযানের রোযা রাখেন। হজ্জের সময় প্রতি বছর একত্র হন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইলয়াস (আ) পৃথিবীর স্থলভাগে এবং হযরত খিযির (আ) সামুদ্রিক ভাগে কর্তব্যরত রহিয়াছেন। পাহাড়-পর্বত, অরণ্য বা মরুভূমিতে যাহারা পথ হারাইয়া ফেলে, তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন হযরত ইলয়াস (আ), আর খিযির (আ) সমুদ্র পথের মুসফিরদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

ইবনে আসাকির কা'ব (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, চারজন নবী বর্তমানে জীবিত রহিয়াছেন ঃ দুইজন দুনিয়াতে, দুইজন আসমানে। দুনিয়াতে হইলেন হযরত ইলয়াস (আ) ও হযরত খিযির (আ) এবং আসমানে রহিয়াছেন হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইদরীস (আ)। ইবন আসাকির আরো লিখিয়াছেন, হযরত খিযির (আ) ও হযরত ইলয়াস (আ) প্রত্যেক বৎসর হজ্জের সময় একত্র হন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহিত সফরে ছিলাম। এক স্থানে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। সেইখানে মরুভূমিতে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, তিনি বলিতেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার অন্তর্ভুক্ত কর। আমি লক্ষ্য কারিলাম যে, লোকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন শত হাত, এবং ইহার চাইতেও বেশী। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের খাদেম আনাস। লোকটি বলিলেন, তিনি কোথায়? হযরত আনাস (রা) বলিলেন, তিনি নিকটেই রহিয়াছেন, আপনার কথা শ্রবণ করিতেছেন। লোকটি বলিলেন, তাঁহাকে আমার সালাম পৌছাইয়া দাও এবং বল, আপনার ভাই ইলয়াস (আ) আপনাকে সালাম দিয়োছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া এই সংবাদ দিলে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে বসিয়া কথা বলিলেন। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বৎসরে একদিন আহার করি। ইহা আমার স্বাভাবিক ব্যাপার, অদ্য আপনি ও আমি একসঙ্গে আহার করিব। ইহার পর আসমান হইতে খাবার নাযিল হইল। তাহাতে ছিল রুটি, মাছ ও অন্যান্য দ্রব্য। তাঁহারা উভয়ে আহার গ্রহণ করিলেন এবং আমাকেও খাইতে দিলেন, অতঃপর একসঙ্গে আসরের নামায আদায় করিলেন। ইহার পর তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি দেখিলাম তিনি মেঘমালা অতিক্রম করিয়া আকাশ পানে চলিয়া যাইতেছেন।

ইমাম হাকিম (র) তাঁহার মুসতাদরাক-এ ইহা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন, এই হাদীছটির সনদ বিশুদ্ধ হইলেও ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহা সংকলন করেন নাই। কিন্তু হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র) তাঁহার "তালখীসুল মুসতাদরাক"-এ ইহা বর্ণনা করিয়া অতঃপর লিখিয়াছেন, আমি বলি, বরং ইহা বানোয়াট হাদীছ। আল্লাহ ইহার বানোয়াটকারীর অমঙ্গল করুন। আমি ধারণাও করিতাম না এবং সঙ্গত মনে করি না হাকেম এতদূর অজ্ঞতার পরিচয় দিবেন যে, এইরূপ একটি বর্ণনাকে তিনি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করিবেন। ইহার সনদের মধ্য হইতে য়াযীদ বালবী কিংবা ইবনু সায়্যার সম্ভবত ইহা রচনা করিয়াছে (মাজহারী, ১০ খ., ৬৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ মুহাম্মদ হুসায়ন ইব্‌ন মাসঊদ বাগাবী, মা'আলিমুত-তানযীল, মুলতান তাবি, ৪খ, ৩৬-৪২; (২) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মাহমূদ নাসাফী, মাদারিকু'ত-তান্‌যীল, করাচী তা. বি., ৩খ., ১৪৬৮; (৩) মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী, তাফসীরুল-কুরআন, বৈরূত ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ., ১০খ., ৫৮; (৪) ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,

কায়রো ১৪০৮ হি., /১৯৮৮ খৃ., ১খ., ৩১৪; (৫) কাযী ছানাউল্লাহ পানীপথী, তাফসীরে মাজহারী, (মাওলানা 'আরদুদ দায়িম জালানীকৃত উর্দূ সংস্করণ), করাচী ১৯৮০ খৃ., ১০ খ., ৫২-৬৪; (৬) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ., ৩খ, ৯৯-১০৫; (৭) আশরাফ আলী থানবী, বায়ানুল কুরআন, করাচী ১৯৮৯ খৃ., ৮৭৮-৮৭৯; (৮) মাহমূদ আলূসী বাগদাদী, রূহুল মা'আনী, মুলতান তা. বি., ২৩ খ., ১৩৮-১৩৯; (৯) মাওলানা আমীনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কুরআন, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ., ২৩ খ., ১৪৬-১৫৬; (১০) ফাখরুদ্দীন রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত ১৯৯৭ খৃ., ৯খ., ৩৫৩; (১১) মাওলানা হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন (মাওলানা নূরুর রহমান অনূদিত), ঢাকা ১৯৯৭ খৃ., ২খ., ২৪৩-২৪৬; (১২) আবদুর রাশীদ নুমানী, লুগাতুল কুরআন, করাচী ১৯৯২ খৃ., ১খ., ২২৮-২৩৪; (১৩) বাদরুদ্দীন আয়নী, উমদাতুল কারী, কোয়েটা ১৪০৬ হি., ১৫খ., ২২২-২২৩; (১৪) ইবন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ., ৬খ., ২৮৮; (১৫) আছ ছা'লাবী, আরাইসুল মাজালিস (কাসাকুল আম্বিয়া), আল-মাকতাবা আল-কাসতুলিয়া, ১২৮২ হি., ২৭১-২৭৯।

লিয়াকত আলী

১৮

হযরত আল-য়াসা‘ (আ)

حضرت اليسع عليه السلام

হযরত আল-য়াসা' (আ)

আল-কুরআনে যেই সকল মহিমান্বিত নবী-রাসূলের কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হইয়াছে আল-য়াসা' (আ) হইলেন সেই পর্যায়ের একজন নবী। আল-কুরআনে তাঁহার আলোচনা দুইটি সূরায় দুইবার আসিয়াছে। সূরা দুইটি হইল যথাক্রমে সূরা আল-আন'আম ও সূরা সাদ। তবে এই দুইটি সূরায় তাঁহার সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হইয়াছে। নবী করীম (স) হইতেও তাঁহার সম্পর্কে কোন আলোচনা আছে বলিয়া হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখ নাই। সঙ্গত কারণেই তাঁহার সম্পর্কে তাফসীরকার, ইতিহাসবিদ ও নবী-রাসূলের জীবনীকারগণ খুবই অল্প লিখিয়াছেন।

আল-য়াসা' (আ)-এর নামের উচ্চারণ কিভাবে হইবে সেই সম্পর্কে বিতর্ক রহিয়াছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, আল-হারামাইনবাসী আবূ আমর ও আসিমের মতে اَلْيَسَعْ লাম বর্ণে সাকিন যোগে উচ্চারণ হইবে। আসিম ব্যতীত অন্যান্য কূফাবাসী اَللَّيْسَعَ হিসাবে পাঠ করিয়াছেন। আল-কিসাঈও কূফাবাসীর ন্যায় পাঠ করিয়া, যাহারা লাম বর্ণে সাকিন দিয়া اَلْيَسَع পাঠ করেন তাহাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, আল-য়াহয়া (اَلْيَحْى)-এর ন্যায় আল-য়াফ'আলু (اَلْيَفْعَلُ) পাঠ করা বৈধ হয় না। এই সম্পর্কে আন-নাহহাস বলিয়াছেন, এই প্রত্যাখ্যান যথার্থ নয়। কারণ আরবীভাষীরা বলিয়া থাকে, আল-য়া'মালু (اَلْيَعْمَلُ) এবং আল-য়াহমাদু (اَلْيَحْمَدُ)। অনুরূপ য়াহ্য়া শব্দটিকে অনির্দিষ্ট হিসাবে বিবেচনা করিলে আল-য়াহয়া বলা যাইবে। যাহারা আল-য়াসা'-কে আল-লায়সা' পাঠ করেন তাহাদের এইরূপ পাঠ করাকে আবূ হাতিম নাকচ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আরবী ভাষায় লায়সা' (لَيْسَعَ) উচ্চারণ করা যায় না। তাহার এই নাকচ করাকে আন-নাহহাস অযৌক্তিক মনে করেন। তিনি বলিয়াছেন, আরবী ভাষায় হায়দার (حيدر) ও যায়নাব (زينب) শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, যাহা (لَيْسَعَ)-এর ওজনে আসিয়াছে। আসল কথা হইল এই শব্দটি অনারব (اعجمى)। অনারব শব্দ যখন আরবী ভাষায় আগত হয় তখন ইহাতে ব্যাপক হারে পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং (اَلْيَسَعَ) আল-য়াসা' (اَللَّيْسَعَ) আল-লায়সা' উভয়ভাবে উচ্চারণ করাতে কোন দোষ নাই। তাফসীরবিদ আল্লামা মক্কী বলেন, যাহারা দুইটি লাম বর্ণের সহিত আল-লায়সা' উচ্চারণ করেন তাহাদের মতে মূল নামটি হইল লায়সা', ইহার পর তাহার সহিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আলিফ ও লাম যুক্ত করা হইয়াছে। যদি মূল নামটি য়াসা' বলিয়া ধারণা করা হয় তাহা হইলে তাহার সহিত আলিফ ও লামকে যুক্ত করা সঙ্গত হইবে না। কারণ য়াযীদ ও য়াশকুর যাহা দুইজন ব্যক্তির নাম তাহার সহিত আলিফ ও লাম-কে যুক্ত করা যায় না। কেননা দুইটিই নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম। অপর দিকে লায়সা' হইল অনির্দিষ্ট নাম, সুতরাং তাহার সহিত আলিফ ও লাম যুক্ত হইতে পারিবে। অতঃপর আল্লামা মাক্কী বলেন, একটি লাম সহকারে আলয়াসা' পাঠ করা আমার মতে উত্তম। কারণ

ইহা হইল বেশীর ভাগ কিরাআত বিশেষজ্ঞদের পঠনরীতি। আল-মাহ্দাবিয়্যি বলেন, যাহারা একটি লাম-সহকারে আল-য়াসা' পাঠ করেন, তাহাদের মতে মূল নাম হইল য়াসা'। তবে আল-খামসাতা আশারা "الخمسة عشر" শব্দে যেইভাবে আলিফ ও লাম অতিরিক্ত হিসাবে যুক্ত হইয়াছে সেইভাবে য়াসা' শব্দেও 'আল' যুক্ত হইয়াছে। য়াসা' শব্দের সহিত আলিফ-লাম যুক্ত করা বিরল কিছু নয়। তাহার সমপর্যায়ের শব্দ য়াযীদের মধ্যেও আলিফ ও লাম যুক্ত করার নজীর পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ইব্ন মায়দার নিম্নোক্ত কবিতায় দেখা যাইতে পারে ঃ

وَجَدْنَا الْيَزِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدَ مُبَارَكًا + شَدِيْدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهْلِه ٠

আরবী ভাষাভাষীরা মূল মুদারি' (مضارع) ক্রিয়াতেই 'আল' যুক্ত করিয়াছেন বলিয়া উদাহরণ রহিয়াছে। যেমন-

فَيَسْتَخْرِجُ الْيَرْبُوْعَ مِنْ نَافِقَائِهِ + وَمِنْ بَيْتِهِ بِالشَّيْخَةِ الْيَتَعَصَّعُ ٠

আল্লামা আল-কুশায়রী বলেন, আল-য়াসা' ও আল-লায়সা' উভয়ভাবেই পাঠ করার বিধান রহিয়াছে। যেভাবেই উচ্চারণ করা হউক, ইহা হইল একজন সুপরিচিত নবীর নাম। যেভাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈল একেকজন নবীর নাম। তবে ইহার সহিত 'আল' যুক্ত হইবার কারণে অনারব বিশেষ্যাবলীর সাধারণ যেই নিয়ম তাহা হইতে য়াসা' স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন (আল-কুরতুবী, আল-জামি'লি, আহকামিল কুরআন, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ৭খ., ৩২-৩৩)।

সায়্যিদ আল-আলূসী আল-বাগদাদী বলেন, আল-য়াসা' শব্দের সহিত যেই আলটি রহিয়াছে তাহা অতিরিক্ত হইলেও ইহা এই শব্দের জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ শব্দ গঠনের সময় ইহা তাহার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। এই শব্দটি অনারব হইলেও ইহাতে কোন বিপত্তি নাই। কারণ অনেক অনারব নামো সহিত আল-এর সংযুক্তি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। যেমন আল-ইসকানদারে বিশেষ্য। অতঃপর সয়্যিদ আলূসী তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া বলেন, আমার মতে সর্বোত্তম কথা হইল, ইহাকে যখন অনারব শব্দ মনে করা হইবে, আর শব্দ গঠনের সময়ই তাহার সহিত আল-এর সম্পৃক্ততা রহিয়াছে, সুতরাং এই 'আল'-কে অতিরিক্ত বলা যথাযথ হইবে না। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী তাঁহার আল-ইতকান গ্রন্থে বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, আল-য়াসা' একটি আরবী নাম। য়াস'উ (اَلْيَسَعُ) মুদারি' ক্রিয়া হইতে ইহাকে নামান্তর করা হইয়াছে (সায়্যিদ আল-আলূসী আল-বাগদাদী, রূহুল মা'আনী,২৩খ, ২১১)।

বংশপরিচয়

আল্লামা ইব্ন কাছীর তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলিয়াছেন, আল-য়াসা' (আ) হইলেন আখতূবের পুত্র। অতঃপর ইব্ন কাছীর বলেন, হাফিজ আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির তাঁহার আরবী বর্ণমালা অনুসারে বিন্যাসিত ইতিহাস গ্রন্থের (الياس) বর্ণমালার অধীনে আল-য়াসা' (আ)-এর বংশতালিকা এইরূপ দিয়াছেন ঃ আল-য়াসা' হইলেন আল-ইসবাত ইব্ন আদী ইব্ন শাওতালম ইব্ন আফরাছীম ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন

ইবরাহীম খলীল (আ)। বলা হয়, আল-য়াসা' (আ) ছিলেন ইলয়াস (আ)-এর চাচাত ভাই (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ খৃ., ২খ., ৫)। ডঃ সায়্যিদ তানতাবী বলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল শাফাত (আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, মিসর ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ খৃ., ৫খ., ১৬৫)।

আল্লামা কুরতবী বলেন, একদল লোকের ধারণা হইল আল-য়াসা' (আ)-ই হইলেন ইলয়াস (আ)। এই অভিমত যথার্থ নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের কথা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা সায়্যিদ আলূসী আল-বাগদাদী বলেন, ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন, আল-য়াসা' (আ) হইলেন আখতূবের পুত্র আর আখতুব হইলেন আল-আজূযের পুত্র। আল্লামা হিফযুর রহমান সিউহারূবী বলেন, আল-য়াসা' (আ) যে আখতূবের পুত্র এই কথাটি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বর্ণিত ইসরাঈলী সূত্র হইতে গৃহীত। হিফযুর রাহমান সিউহারূবী আরও বলেন, যদি তাওরাত গ্রন্থে বর্ণিত য়াস'ইয়া (يسعياه) নবী এবং হযরত আল-য়াসা' (আ) একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাওরাত গ্রন্থে তাঁহাকে আমূসের পুত্র বলা হইয়াছে (হিফযুর রাহমান সিউহারূবী, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৪০০ হি. / ১৯৮০ খৃ., ২খ., ৩৫)। আল্লামা কুরতুবী আরও বলেন, কতক লোক মনে করেন, ইলয়াস এবং আল-খিদর (আ) একই ব্যক্ত ছিলেন। তবে অপর কতক লোক এই অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন, আল-য়াসা' (আ)-ই হইলেন আল-খিদর (আল-কুরতুবী, আল-জমি'লি আহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত)। মাওলানা আবুল আলা মাওদূদী বলেন, আল-য়াসা' (আ) বনী ইসরাঈলের শীর্ষস্থানীয় নবীগণের একজন ছিলেন। তিনি জর্দান নদীর উপকূলস্থিত আবীল মেহূলা (ABEL MEHOLAG) নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহূদী ও খৃস্টান জগৎ তাহাকে ইলীশা (ELISHA) নামে উল্লেখ করিয়া থাকে (তাফহীমুল কুরআন, সপ্তম সংস্করণ দিল্লী, ১৯৮২ খৃ., ৪খ., ৩৪৪)। ইব্‌ন কাছীর আরও বলেন, বলা হয় আল-য়াসা' (আ) ছিলেন সেই ব্যক্তি যাহাকে যুল-কিফল (আ) এইরূপ নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি তওবা করিয়া আল্লাহর পথে ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করিবেন— এই কিফালত বা নিশ্চয়তা দানের জন্যই তাঁহাকে যুল-কিফল (নিশ্চয়তা দানের অধিকারী) বলিয়া ডাকা হইত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

নবুওয়ত লাভ ঃ আল-য়াসা' (আ)-এর সঠিক পরিচয় উদঘাটনে যতই মতানৈক্য থাকেনা কেন এই ব্যাপারে অবশ্য সকল ইতিহাসবিদ ও আল-কুরআনের ভাষ্যকার প্রায় ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, তিনি হযরত ইলয়াস (আ)-এর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার উর্ধ্বারোহণের পরবর্তী সময়ে তিনি নবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর বলেন ঃ কথিত আছে, হযরত ইলয়াস (আ) যখন কাসিয়ূন (দিমাশক নগরীর পার্শ্বস্থিত একটি পাহাড়, ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত তা. বি., ৪ খ., ২৯৫) পাহাড়ে সঙ্গোপণে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আল-য়াসা' (আ) তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তখন ছিল বা'লাবাক্ক নামক বাদশাহের রাজত্বকাল। অতঃপর হযরত ইলয়াস (আ)-কে উর্ধ্বলোকে তুলিয়া লওয়া হইল। তিনি হযরত আল-য়াসা'

(আ)-কে তাঁহার উম্মতের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করেন। ইহার পর মহান আল্লাহ তাঁহাকে নবুওয়ত প্রদান করেন। এই তথ্য প্রদান করিয়াছেন আবদুল মুনইম তাঁহার পিতা ইদরীস সূত্রে তিনি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ সূত্রে (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর ১৯৮৮ খৃ., ২খ., ৫)। ইবনুল আছীর আল-জাযারী বলেন, হযরত ইলয়াস (আ) যখন প্রত্যক্ষ করিলেন, বনী ইসরাঈল জাতি কুফরী ও জুলুম পরিহার করিতেছে না, তখন তিনি তাহাদের উদ্দেশে বদদু'আ করিলেন। ইহার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে তিন বৎসর পর্যন্ত অনাবৃষ্টির ক্লেশে আবদ্ধ রাখিলেন। ইহাতে তাহাদের গৃহপালিত প্রাণী, পশু-পক্ষী, তরুলতা ও গাছপালা ধ্বংস হইতে লাগিল। লোকজন অবর্ণনীয় দুর্ভোগে পতিত হইল। দুঃখ-কষ্টে মুহ্যমান বনী ইসরাঈলের সম্ভাব্য নির্যাতনের আশংকায় হযরত ইলয়াস (আ) নির্জনে চলিয়া গেলেন। এই নির্জন বাসস্থানে তাঁহার নিকট তাঁহার খাবার আসিত। অতঃপর একদা রাত্রে তিনি বনী ইসরাঈলের জনৈক মহিলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহার ছিল একটি পুত্র সন্তান, যাহাকে আল-য়াসা' ইব্‌ন আখতূব বলিয়া অভিহিত করা হইত। সে ছিল কঠিন রোগে আক্রান্ত। ইলয়াস (আ) তাহার জন্য দু'আ করিলেন। ফলে সে আরোগ্য লাভ করিল। পরিণামে সে ইলয়াস (আ)-এর অনুসারী হইয়া গেল এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল (আল-কামিল ফিত-তারীখ, প্রথম সংস্করণ বৈরূত ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ খৃ., ১খ. ১৬২)।

মাওলানা আবুল আলা মাওদূদী বলেন, হযরত ইলয়াস (আ) যেই যুগে সীনাই উপদ্বীপে অবস্থানরত ছিলেন তখন তাঁহাকে কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের নিমিত্ত সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে প্রত্যাগমনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর মধ্যে একটি ছিল হযরত আল-য়াসা' (আ)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্তির জন্য প্রস্তুত করা। নির্দেশানুযায়ী ইলয়াস (আ) তথায় উপনীত হইয়া আল-য়াসা' (আ)-কে হালচাষ করিতে দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে ছিল বার জোড়া বলদ এবং তিনি নিজেই দ্বাদশতম জোড়ার হালগুলোকে হাঁকাইতেছিলেন। হযরত ইলয়াস (আ) তাঁহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার উপর স্বীয় চাদর ফেলিয়া দিলেন। ফলে আল-য়াসা' (আ) কৃষিকাজ ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গী হইয়া গেলেন। আনুমানিক দশ কিংবা বার বৎসর তিনি ইলয়াস (আ)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে উর্ধ্বজগতে তুলিয়া লইলে আল-য়াসা' (আ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হইলেন (তাফহীমুল কুরআন, দিল্লী ১৯৮২ খৃ. ৪খ., ৩৪৪)। খৃস্টান বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-মুআল্লিম বুতরুস আল-বুসতানী আল-য়াসা' (আ)-কে ইলীশা (ELISHA) বলিয়া দাইরাতুল মাআরিফে উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইলীশা একজন ইবরানী নবী ছিলেন। নবী ইলয়াস (আ)-এর আলয়াসা'-এর সহিত সাক্ষাত করিবার ঘটনাটি ইতোপূর্বে তাফহীমুল কুরআনের উদ্ধৃতিতে যেইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ বিবরণ বুতরুস আল-বুসতানীও বিবৃত করিয়াছেন। তবে আল-বুসতানীর বিবরণে রহিয়াছে, ইলিয়্যা (ইলয়াস আ)-কে ইয়াহূদী ও খৃস্টান জগৎ এই নামে উল্লেখ করে) তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে নবুওয়তের দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানাইতেছিলেন। অতঃপর ইলিয়্যা-কে ভূমণ্ডল হইতে উঠাইয়া লওয়া হইলে ইলীশা তাহার চাদরটি গ্রহণ করেন। অতঃপর নবীগণের যেই

সকল পুত্র আরীহার অধিবাসী ছিল তাহারা ইলীশা-কে ইলিয়্যার মত চেহারার অধিকারী দেখিতে পাইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, ইলিয়্যার আত্মা ইলীশা'র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিত এবং তাঁহার সম্মানার্থে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত (দাইরাতুল মাআরিফ, বৈরূত, তা. বি., ৪খ., ৩৩৫)।

আল-কুরআনে আল-য়াসা' (আ) প্রসঙ্গ

আল-কুরআনে আল-য়াসা' (আ)-এর প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে কিভাবে কখন কাহাদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল ইত্যাদির মোটেই আলোচনা নাই। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কথা অন্যান্য নবীগণের (আ) সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ ـ

"আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-য়াসা', ইউনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে" (৬ ঃ ৮৬)।

وَاذْكُرْ اِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ـ

"স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-য়াসা' ও যুল-কিফলের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন" (৩৮ ঃ ৪৮)। প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সায়্যিদ আলূসী বলেন,

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ ـ

ইহার অর্থ হইল প্রত্যেককে নবুওয়ত দানের মাধ্যমে সমকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম। ইহাতে এই কথার দলীল রহিয়াছে যে, নবীগণের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে। (রূহুল মাআনী, ৭খ., ২১৪)।

দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী বলেন, প্রত্যেককে নবুওয়তের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে (আল-জামি'লি-আহকামিল কুরআন, ৭খ., ৩২)। অপরদিকে সায়্যিদ আলূসী বলেন, كُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ এই বাক্যাংশের অর্থ হইল المشهورين بالخيرية। "ইহারা সজ্জন ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল" (রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত, ২৩খ., ২১১)।

সৎসঙ্গের প্রভাব

আনওয়ারে আম্বিয়া গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, হযরত আল-য়াসা' (আ)-এর নবুওয়ত লাভের ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, পুণ্যবানদের সংস্পর্শ যে কোন মানুষের উন্নতি ও কৃতকার্যতার মহান সোপান। হযরত ইলয়াস (আ) কৃষি খামার দিয়া যাত্রা করিতেছিলেন। খামারের স্বত্বাধিকারী হাল চাষ করিতেছিল। ইলয়াস (আ)-কে দেখিয়া সে দৌড়াইয়া তাঁহার সহিত চলিতেছিল। তিনি অবাক বিস্ময়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এইভাবে কেন আসিতেছ? কৃষিকর্মের মালিক ইত্যবসরে স্বীয় কর্মের গরুটি লইয়া আসিল এবং উহাকে যবেহ করিয়া গরুটি রান্না করিল এবং আল্লাহুর নামে

সকলকে ভক্ষণ করাইল। ইলয়াস (আ) তাহার খোদাভক্তি দেখিয়া তাহার উপর অত্যন্ত খুশী হইলেন। লোকটি হযরত ইলয়াস (আ)-এর খাদেম হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে বরণ করিয়া লইলেন। এই মহৎপ্রাণ ব্যক্তিটিই ছিলেন আল-য়াসা' (আ)।

হযরত ইলয়াস (আ)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি আল-য়াসা'-কে বিদায় করিয়া দিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনিতো কোনভাবেই ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না। ইলয়াস (আ) তাহাকে বলিলেন, কোন মনোবাঞ্ছা থাকিলে বল। তিনি বলিলেন, আমার বাসনা হইল আপনার উপর যেই পবিত্র বরকত অবতীর্ণ হয় তাহা যেন আমার উপরও অবতীর্ণ হয়। ইহার ফলে ইলয়াস (আ) তাহাকে স্বীয় খলীফা নিযুক্ত করিয়া লইলেন। মাওলানা রুমী কতইনা সুন্দর কথা বলিয়াছেনঃ

یك زمانه صحبت با اولیاء + بهتراز صد سال طاعت بےریا ۰

একটি মুহূর্ত ওলীগণের সংস্পর্শে থাকা শত বর্ষের প্রদর্শনীমুক্ত ইবাদত হইতে উত্তম" (আনওয়ারে আম্বিয়া, ৩০৪ পৃ.)।

আল-য়াসা' (আ)-কে সঙ্গে লইয়া ইলয়াস (আ)-এর দু'আ

আল্লাহ্ তা'আলা ইলয়াস (আ)-এর প্রতি এই মর্মে ওয়াহয়ি পাঠাইলেন যে, তোমার অবাধ্যতা একমাত্র বনী ইসরাঈলরা করিতেছে। ইহাদের অবাধ্যতার কারণে তুমি বৃষ্টি আটকাইয়া দিয়াছ। ইহার ফলে পশু-পাখি,কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতাপাতা ধরনের জগতের অসংখ্য সৃষ্টি ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে। আল্লাহ এই কথা শুনিয়া ইলয়াস (আ) অত্যন্ত বিনম্র হইয়া গেলেন। কথিত আছে যে, ইলয়াস (আ) তাৎক্ষণিকভাবে বলিয়া উঠিলেন, হে আমার রব! আমাকে অনুমতি দিন, আমিই তাহাদের জন্য দু'আপ্রার্থী হইব। তাহারা অনাবৃষ্টির ফলে যেই দুর্ভোগ পোহাইতেছে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবে, অতঃপর আশা করা যায় তাহারা তুমি ছাড়া অন্য যাহাদের উপাসনা করিতেছে তাহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে। তিনি অনুমতি লাভ করিবার পর বনী ইসরাঈলের নিকট চলিয়া গিয়া বলিলেন, আহা কি যে সর্বনাশী খেলায় তোমরা মতিয়া উঠিয়াছ! ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় ধুকিয়া ধুকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছ। হায়! তোমাদের কৃতকর্মের ফলে পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, লতা-পাতা অনাবৃষ্টির ফলে ধ্বংস হইতেছে। তোমরা তাহা হইলে আমার সঙ্গে এই প্রতিমাগুলিকে লইয়া মাঠে অবতরণ কর। যদি তাহাদের দু'আ কবুল হয় তাহা হইলে তো তাহাদের সত্যতা সম্পর্কে কোন কথাই নাই। আর যদি ইহারা তোমাদের কথামত কিছুই দিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে ইহাদেরকে বাতিল বলিয়া জ্ঞান করিবে। ইহার পর আমি তোমাদের জন্য দু'আ করিব। আমার দু'আর ফলে তোমাদের সংকট মোচন হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী। তাহারা বলিল, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিমাগুলি লইয়া বাহির হইল। উহাদের লইয়া দু'আ করিল কিন্তু তাহাদের দু'আ কবূল হইল না, অনাবৃষ্টি জনিত সংকট হইতে মুক্তি পাইল না। তাহারা ইলয়াস (আ)-কে অনুরোধ করিয়া বলিল, হে ইলয়াস! আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জন্য দু'আ করুন। ইলয়াস (আ) তাহাতে সাড়া দিয়া আল-য়াসা' (আ)-কে সঙ্গে

লইয়া আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন। অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভোগ লাঘব করিবার জন্য ঢাল সদৃশ এক খণ্ড মেঘ সমুদ্রের উপর ছায়াপাত করিল। তাহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিল। মেঘখণ্ডটি তাহাদের দিকে ধাবিত হইয়া তাহাদের উপর বর্ষিত হইল। ইহাতে তাহাদের সমগ্র আবাস ভূমিসিঞ্চিত হইল। তাহাদের উপর এই পরিমাণ বারিপাত হইয়াছিল যে, ইহার ফলে অনেক দালান ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্র নবী ইলয়াস (আ)-এর নিকট দালানকোঠা ধ্বসিয়া পড়ার এবং বীজ না থাকার অভিযোগ পেশ করিল। বলিল, আমাদের নিকট চাষাবাদ করিবার উপযোগী কোন শস্যদানা নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা ইলয়াস (আ)-এর নিকট ওয়াহয়ি পাঠাইলেন যে, তাহারা যেন জমিতে লবণ ছিটাইয়া দেয়। তাহারা ওয়াহয়ির আদেশ মুতাবিক তাহা করিল। ইহার ফলে তাহাদের জন্য বুট উৎপন্ন হইল। বালি ছিটাইয়া দিবার আদেশ করা হইলে তাহারা তাহা করিল। ইহার ফলে তাহাদের জন্য চারাগাছ উৎপন্ন হইল। এইভাবে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের সংকট মোচন করিয়া দিবার পর তাহারা ওয়াদা ভঙ্গ করিল। কুফরী হইতে ফিরিল না, বরং পূর্ব হইতে আরও অধিক মাত্রায় গোমরাহিতে লিপ্ত হইল। ইলয়াস (আ) ইহা দেখিয়া আল্লাহ্র দরবারে এখান হইতে চলিয়া যাইবার দু'আ করিলেন। তাঁহার নিকট ওয়াহয়ি আসিল, তুমি অমুক অমুক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আর অমুক দিবসে অমুক স্থানে বাহির হইয়া পড়িও। যখন তোমার নিকট কোন জিনিস আসিতে দেখিবে তখন তুমি উহার উপর সওয়ার হইয়া যাইবে। ইহাতে ভীত হইবে না। কথামত ইলয়াস (আ) বাহির হইলেন। তাঁহার সহিত আল-য়াসা' ইব্ন আখতুব (আ)-ও বাহির হইলেন। নির্দেশিত স্থানে যখন তাঁহারা উপনীত হইলেন তখন আগুনের একটি অশ্বকে তাহাদের দিকে ধাবিত হইতে দেখিলেন। অশ্বটি ইলয়াস (আ)-এর সামনে অবস্থান করিল। তিনি দ্রুত উহার উপর সওয়ার হইলেন। তাঁহাকে লইয়া অশ্বটি যাত্রারম্ভ করিলে আল-য়াসা' (আ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে ইলয়াস! আমাকে কী নির্দেশ দিয়া যাত্রা করিতেছেন? এই সময় আল-য়াসা' (আ)-এর উপর খোলা আকাশ হইতে ইলয়াস (আ)-এর চাদরটি নিক্ষিপ্ত হইল। ইহাই ছিল ইলয়াস (আ)-এর অন্তিম যাত্রা। তাঁহাকে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। পানাহার গ্রহণের চাহিদা তাঁহার হইতে দূর করা হইয়াছিল। তাঁহাকে পালকযুক্ত কাপড় পরানো হইয়াছিল। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মানব ফেরেশতারূপে গণ্য হইয়া গেলেন। ইলয়াস (আ)-কে তুলিয়া লইবার পর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা আল-য়াসা' (আ)-কে নবুওয়ত দান করিলেন। বনী ইসরাঈলের নবী ও রাসূল হিসাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার নিকট ওয়াহয়ি আসিতে লাগিল। মহান আল্লাহ তাঁহার বান্দা ইলয়াস (আ)-কে যেইভাবে স্থানে স্থানে সব সময় সাহায্য করিয়াছিলেন সেইভাবে তাঁহাকেও সাহায্য করিতেন। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। তাঁহার উপর ঈমান আনিল। তাহারা তাঁহাকে খুবই ভক্তি করিত। তাঁহার আদেশ-নিষেধকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। বনী ইসরাঈল হইতে আল-য়াসা' (আ)-এর পৃথক হইবার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্র আদেশ তাহাদের মধ্যে অটুট ছিল (ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, ২৭৮ পৃ.)।

আল-য়াসা' (আ)-এর উপর তাঁহার উম্মতের ঈমান আনয়ন

শীআ তাফসীরকার মুহাম্মাদ হুসায়ন তাবাতাবাঈ বলেন, আল-য়াসা' (আ)-এর উম্মত ছিল বনী ইসরাঈল। নবী ও রাসূলরূপে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আল্লাহ তাঁহার প্রতি ওয়াহয়ি প্রেরণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ যেইভাবে তাঁহার বিশেষ বান্দা ইলয়াস (আ)-কে স্থানে স্থানে সহায়তা করিয়াছিলেন সেইভাবে আল-য়াসা' (আ)-কেও সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার উপর বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় ঈমান আনিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার আদেশ-নিষেধকে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া মান্য করিত। আল-য়াসা' (আ) যতদিন জীবিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান যথাযথভাবে বহাল ছিল।

আল-হাসান ইবন মুহাম্মদ আন-নাওফিলী আর-রিদা (ارضا) (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الْيَسَعَ قَدْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَشَى عَلَى الْمَاءِ وَاَحْيَا الْمَوْتَى وَاَبْرَاَ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ فَلَمْ يَتَّخِذْهُ اُمَّتُهُ رَبًّا .

"ঈসা (আ) যেই সকল কাজ করিয়াছিলেন অনুরূপ আল-য়াসা' (আ)-ও তাহা করিয়াছেন। যেমন পানির উপর দিয়া হাঁটা, মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করা এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান। তবুও তাঁহার (আল-য়াসা') অনুসারী তথা উম্মতগণ তাঁহাকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে নাই" (আস-সায়্যিদ মুহাম্মদ হুসায়ন আত-তাবাতাবাঈ, আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৭৯-২৭৫ পৃ.)।

আল-য়াসা' (আ)-এর নবুওয়াত লাভকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

তাওরাত গ্রন্থের আলোকে তাঁহার নবুওয়ত লাভের সময় ইসরাঈলের অধিপতি ছিলেন যূরাম (يورام), শাসনকাল অনুমানিক খৃস্টপূর্ব ৮৪৫ হইতে ৮৩৪। ইয়াহূদার রাজা ছিলেন আকযিয়াহ (اخزياه), শাসনকাল আনুমানিক ৮৩৮ হইতে ৮৩৪ খৃস্টপূর্ব। তাঁহার ইন্তিকালের সময় য়াহূদার অধিপতিগণের মধ্যে যুওয়াসের রাজত্বকাল ছিল। শাসনকাল অনুমানিক ৮২৯ হইতে ৭৯০ খৃস্টপূর্ব। তাওরাতের বিবরণসমূহ হইতে অনুমেয়, আরামীদের সংগে যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত কঠিন ও বিপদ-সংকুল দিনগুলোতে বনী ইসরাঈলকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাহাদেরকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ঘটনার কেবল গুটিকতক ঘটনা ইতিহাস সমর্থিত। তাওরাতের অধ্যয়নে যেইভাবে ইলয়াস (আ)-এর ধর্মের সুস্পষ্ট কোন চিত্র আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় না সেইরূপ অবস্থা আল-য়াসা' (আ)-র ধর্মের। 'হিব্রু ইলীশা' শব্দের অর্থ হইল "আল্লাহ্র অনুগ্রহে মুক্তিপ্রাপ্ত" (উরদূ দাইরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া, লাহোর ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খৃ., ২১৪-২১৫ পৃ.)।

আল-য়াসা' (আ)-এর জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

আল-য়াসা' (আ) জর্দান নদীর পানি রাশিতে ইলয়াস (আ)-এর চাদর দ্বারা আঘাত হানিলে পানি রাশি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল (বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ, ৪খ, ৩৩৫)।

এই ঘটনা সম্পর্কে বাইবেলে বলা হইয়াছে, "পরে তিনি এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত সেই শালখানি লইয়া জলে আঘাত করিয়া কহিলেন, এলিয়ের সদাপ্রভু কোথায়? আর তিনিও জলে আঘাত করিলে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল এবং ইলীশয় পার হইয়া গেলেন (বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটী, ঢাকা ৫৭৪ পৃ.)।

আরীহার পানি ছিল ব্যবহারের অনুপযোগী। আল-য়াসা' (আ) সেই পানিতে লবণ নিক্ষেপ করিলে পানি নির্মল ও সুপেয় হইয়া গিয়াছিল (বুতরুস আল-বুসতানী, প্রাগুক্ত)। এই সম্পর্কে বাইবেলে বলা হইয়াছে, "নগরের লোকেরা ইলীশয়কে কহিল, বিনয় করি, দেখুন, এই নগরের স্থান রম্য বটে, ইহাত প্রভু দেখিতেছেন, কিন্তু জল মন্দ ও ভূমি ফলনাশক। তিনি কহিলেন আমার কাছে নূতন একটা ভাড় আনিয়া তাহাতে লবণ রাখ। পরে তাঁহার কাছে তাহা আনীত হইল। তিনি বাহির হইয়া জলের উনুইর নিকট গিয়া তাহাতে লবণ ফেলিলেন এবং কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি এ জল ভাল করিলাম, অদ্যাবধি ইহা আর মৃত্যুজনক কি ফলনাশক হইবে না। ইলীশয়ের উক্ত সেই বাক্যানুসারে সেই জল অদ্য পর্যন্ত ভাল হইয়া আছে (পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৫)

আল-য়াসা' (আ)-এর গৃহের কয়েকজন বালককে শাপ দিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার সহিত উহারা বিদ্রুপ করিয়াছিল। এই শাপের ফলে বন হইতে দুইটি ভল্লুকী আত্মপ্রকাশ করিয়া এই বালকদের বিয়াল্লিশজনকে ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল (বুতরুস আল-বুসতানী, প্রাগুক্ত)। এই সম্পর্কে বাইবেলে বলা হইয়াছে, ইলীশয় (আ) বৈথেলে যাইতেছিলেন। এমন সময় নগর হইতে কতকগুলি বালক আসিয়া তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া কহিল, রে টাক্ পড়া! উঠিয়া আয়। রে টাক পড়া! উঠিয়া আয়। তখন তিনি পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে দেখিলেন এবং সদাপ্রভুর নামে তাহাদিগকে শাপ দিলেন, আর বন হইতে দুইটা ভল্লুকী আসিয়া তাহাদের মধ্যে বিয়াল্লিশজন বালককে ছিড়িয়া ফেলিল (বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, প্রাগুক্ত)।

আল-য়াসা' (আ) এমন একজন স্ত্রীলোককে স্বচ্ছলতা দান করিয়াছিলেন যাহাকে পাওনাদাররা ঋণ পরিশোধের জন্য বাধ্য করিয়াছিল। এই স্বচ্ছলতার পরিধি এমন ব্যাপকতর ছিল যে, ইহার দ্বারা স্ত্রীলোকটি তাহার দুইজন সন্তানসহ জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইত (বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ)। এই প্রসঙ্গে বাংলা বাইবেলে বলা হইয়াছে, "একদা শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে একজনের স্ত্রী ইলীশয়ের কাছে কাঁদিয়া কহিল, আপনার দাস আমার স্বামী মরিয়াছেন, আপনি জানেন, আপনার দাস সদাপ্রভুকে ভয় করিতেন। এখন মহাজন আমার দুইটি সন্তানকে দাস করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে। ইলীশয় তাহাকে বলিলেন, আমি তোমার নিমিত্ত কি করিতে পারি? বল দেখি, ঘরে তোমার কি আছে? সে কহিল, এক বাটী তৈল ব্যতিরেকে আপনার দাসীর আর কিছু নাই। তখন তিনি কহিলেন, যাও, বাহির হইতে তোমার সমস্ত প্রতিবেশীর নিকট হইতে শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না। পরে ভিতরে গিয়া তুমি ও তোমার পুত্রেরা ঘরে থাকিয়া দাররুদ্ধ কর এবং সেই সকল পাত্রে তৈল ঢাল, এক এক পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা এক দিকে রাখ। পরে সে স্ত্রীলোক

তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল, আর সে ও তাহার পুত্রেরা ঘরে থাকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহারা পুনঃপুনঃ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল এবং সে তৈল ঢালিল। সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন পুত্রকে কহিল, আর পাত্র আন। পুত্র কহিল, আর পাত্র নাই। তখন তৈলের স্রোত বন্ধ হইল। পরে সে গিয়া সদাপ্রভুর লোককে সংবাদ দিল। তিনি কহিলেন, যাও, সেই তৈল বিক্রয় করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তদ্দ্বারা তুমি ও তোমার পুত্রেরা দিনপাত কর" (পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮)।

আল- য়াসা' (আ) শূনেমে বসবাসকারী একজন স্ত্রীলোকের একটি পুত্র মৃত্যুবরণ করিবার পর আবার তাহাকে জীবন দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটি স্বীয় গৃহে তাহাকে অতিথি হিসাবে বরণ করিয়াছিল (বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ)। এই সম্পর্কে বাইবেলে বলা হইয়াছে, "একদিন ইলীশয় শূনেমে যান। তথায় এক ধনবতী মহিলা ছিলেন, তিনি আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে যতবার তিনি ঐ পথ দিয়া যাইতেন ততবার আহার করণার্থে সেই স্থানে যাইতেন। আর সেই মহিলা আপন স্বামীকে কহিলেন, দেখ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে ব্যক্তি আমাদের নিকট দিয়া যখন তখন যাতায়াত করেন, ইনি সদাপ্রভুর একজন পবিত্রাত্মা। বিনয় করি, আইস, আমরা প্রাচীরের উপরে একটা ক্ষুদ্র কুঠরী নির্মাণ করি এবং তাঁহার মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত একখানি খাট, একখানি মেজ, একখানি আসন ও একটি পিলসুজ রাখি। তিনি আমাদের এখানে আসিলে সেই স্থানে থাকিবেন। একদিন ইলীশয় সেখানে আসিলেন আর সেই কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। পরে তিনি আপন চাকর গেহসিকে কহিলেন, তুমি ঐ শূনেমীয়াকে ডাক। তাহাতে সে তাহাকে ডাকিলে সেই স্ত্রীলোকটি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন ইলীশয় গেহসিকে কহিলেন, উহাকে বল, দেখুন আমাদের নিমিত্ত আপনি এই সকল চিন্তা করিলেন, এখন আপনার নিমিত্ত কি করিতে হইবে? রাজার কিম্বা সেনাপতির নিকটে আপনার কি কোন নিবেদন আছে? তিনি উত্তর করিলেন, আমি আপন লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি। পরে ইলীশয় কহিলেন, তবে উহার জন্য কি করিতে হইবে? গেহসি কহিল, নিশ্চয়ই উহার পুত্র নাই, স্বামীও বৃদ্ধ। ইলীশয় কহিলেন, উহাকে ডাক। পরে তাহাকে ডাকিলে তিনি দ্বারে দাঁড়াইলেন, তখন ইলীশয় কহিলেন। এই ঋতুতে এই সময় পুনরায় উপস্থিত হইলে আপনি পুত্র ক্রোড়ে করিবেন। কিন্তু তিনি কহিলেন, না; হে প্রভু! হে সদাপ্রভুর লোক! আপনার দাসীকে মিথ্যা কথা কহিবেন না। পরে ইলীশয়ের বাক্যানুসারে সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া সেই সময় পুনরায় উপস্থিত হইলে পুত্র প্রসব করিলেন। বালকটি বড় হইলে পরে সে একদিন ছেদকদের কাছে আপন পিতার নিকটে গেল। পরে সে পিতাকে কহিল, আমার মাতা! আমার মাতা! তখন পিতা চাকরকে কহিলেন, তুমি ইহাকে তুলিয়া ইহার মাতার কাছে লইয়া যাও। পরে সে তাহাকে তুলিয়া মাতার কাছে আনিলে বালকটি মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত তাহার ক্রোড়ে বসিয়া থাকিল, পরে সে মরিয়া গেল। তখন মাতা উপরে গিয়া সদাপ্রভুর লোকের খাটে তাহাকে শয়ন করাইলেন। পরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন, আর আপন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, বিনয় করি, তুমি চাকরদের একজনকে ও একটি গর্দ্দভী আমার কাছে পাঠাইয়া দেও। আমি সদাপ্রভুর লোকের কাছে তাড়াতাড়ি গিয়া ফিরিয়া আসিব। তিনি কহিলেন, অদ্য তাঁহার নিকটে কেন

যাইবে? অদ্য অমাবস্যাও নয়, বিশ্রাম বারও নয়। নারী কহিলেন, মঙ্গল হইবে। আর তিনি গর্দ্দভী সাজাইয়া তখন চাকরকে কহিলেন, গর্দ্দভী চালাইয়া চল, আজ্ঞা না পাইলে আমার গতি শিথিল করিও না। পরে তিনি কর্মিল পর্বতে সদাপ্রভুর লোকের নিকট বলিলেন। তখন সদাপ্রভুর লোক তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া আপন চাকর গেহসিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সেই শূনেমিয়া! একবার দৌড়িয়া গিয়া উহার সহিত সাক্ষাৎ কর, আর জিজ্ঞাসা কর আপনার মঙ্গল? আপনার স্বামীর মঙ্গল? বালকটার মঙ্গল? তিনি উত্তর করিলেন, মঙ্গল। পরে পর্বতে সদাপ্রভুর লোকের কাছে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার চরণ ধরিলেন। তাহাতে গেহসি তাহাকে ঠেলিয়া দিবার জন্য নিকটে আসিল। কিন্তু সদাপ্রভুর লোক কহিলেন, উহাকে থাকিতে দেও, উহার প্রাণ শোকাকুল হইয়াছে, আর সদাপ্রভু আমা হইতে তাহা গোপন করিয়াছেন, আমাকে জানান নাই। তখন স্ত্রীলোকটি কহিলেন, আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্র চাহিয়াছিলাম? আমাকে প্রতারণা করিবেন না, একথা কি বলি নাই?

তখন ইলীশয় গেহসিকে কহিলেন, কটি বন্ধন কর, আমার এই যষ্টি হস্তে লইয়া প্রস্থান কর, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে মঙ্গলবাদ করিও না এবং কেহ মঙ্গলবাদ করিলে তাহাকে উত্তর দিও না। পরে বালকটির মুখের উপরে আমার এই যষ্টি রাখিও। তখন বালকের মাতা কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য! আমি আপনাকে ছাড়িব না। তখন ইলীশয় উঠিয়া তাহার পশ্চাত পশ্চাতে চলিলেন। ইতোমধ্যে গেহসি তাহাদের অগ্রে গিয়া বালকটির মুখে ঐ যষ্টি রাখিল, তথাপি কোন শব্দ হইল না, অবধানের কোন লক্ষণ ও পাওয়া গেল না। অতএব গেহসি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে কহিল, বালকটি জাগে নাই। পরে ইলীশয় সেই গৃহে আসিলেন, আর দেখ, বালকটি মৃত ও তাহার শয্যায় শায়িত। তখন তিনি প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের দুইজনকে বাহিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন। আর (খাটে) উঠিয়া বালকটির উপরে শয়ন করিলেন; তিনি তাঁহার মুখের উপরে আপন মুখ, চক্ষুর উপরে চক্ষু ও করতলের উপরে করতল দিয়া তাহার উপরে আপনি লম্বমান হইলেন। তাহাতে বালকটির গাত্র উত্তাপ যুক্ত হইতে লাগিল। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে একবার এদিক একবার ওদিক করিলেন, আবার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান হইলেন, তাহাতে বালকটি সাতবার হাঁচিল ও বালকটি চক্ষু মেলিল।

তখন তিনি গেহসিকে ডাকিয়া কহিলেন, ঐ শূনেমিয়াকে ডাক। সে তাহাকে ডাকিলে স্ত্রীলোকটি তাঁহার নিকটে আসিলেন। ইলীশয় কহিলেন, আপনার পুত্রকে তুলিয়া লউন। তখন সে স্ত্রীলোক নিকটে গিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন এবং আপন পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন (বাইবেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮ ৫৭৯)।

নামান কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। বাইবেলে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ অরাম রাজ্যের সেনাপতি নামান আপন প্রভুর সাক্ষাতে মহান ও সম্মানিত লোক ছিলেন। কেননা তাঁহার দ্বারা সদাপ্রভু অরামকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। আর তিনি বলবান বীর, কিন্তু কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। এক সময়ে অরামীয়েরা দলে দলে গমন করিয়াছিল, তাহারা ইস্রায়েল দেশ হইতে

একটী ছোট বালিকাকে বন্দী করিয়া আনিলে সেই নামানের পত্নীর পরিচারিকা হইয়াছিল। সে আপন স্ত্রীকে কহিল, আহর! শমরিয়ায় যে ভাববাদী আছেন, তাঁহার সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে তিনি তাহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিতেন। পরে নামান গিয়া আপন প্রভুকে কহিলেন, ইস্রায়েল দেশ হইতে আনীতা সেই বালিকা এই কথা কহিতেছে। অরাম রাজ কহিলেন, তুমি যাও, সেখানে যাও, আমি ইসরাঈলের রাজার কাছে পত্র পাঠাই। তখন তিনি আপনার সঙ্গে দশ তালন্ত রৌপ্য, ছয় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও দশজোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। আর তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্র লইয়া গেলেন। পত্রে এই কথা লিখিত ছিল, এই পত্র যখন আপনার নিকটে পৌছিবে, তখন দেখুন, আমি আপনার দাস নামানকে আপনার কাছে প্রেরণ করিলাম, আপনি তাহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিবেন। এই পত্র পাঠ করিয়া ইস্রায়েলের রাজা বস্ত্র ছিড়িয়া কহিলেন, মারিবার ও বাঁচাইবার ঈশ্বর কি আমি যে, এই ব্যক্তি একজন মনুষ্যকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করণার্থে আমার কাছে পাঠাইতেছে? বিনয় করি, তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ। কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে সূত্র অন্বেষণ করিতেছে। পরে ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র ছিড়িয়াছেন, ইহা শুনিয়া সদাপ্রভুর লোক ইলীশয় রাজার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি কেন বস্ত্র ছিড়িলেন? সে ব্যক্তি আমার কাছে আইসুক, তাহাতে জানিতে পারিবে যে, ইস্রায়েলের মধ্যে একজন ভাববাদী আছে। অতএব নামান আপন অশ্বগণের ও রথসমূহের সহিত আসিয়া ইলীশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন ইলীশয় তাঁহার কাছে একজন দূত পাঠাইয়া কহিলেন, আপনি গিয়া সাতবার যর্দ্দানে স্নান করুন, আপনার নূতন মাংস হইবে ও আপনি শুচি হইবেন। তখন নামান ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন, আর কহিলেন, দেখ, আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি অবশ্য বাহির হইয়া আমার নিকটে আসিবেন এবং দাঁড়াইয়া আপন সদাপ্রভুর নামে ডাকিবেন, আর কুষ্ঠ স্থানের উপর হাত দোলাইয়া কুষ্ঠীকে উদ্ধার করিবেন। ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয় হইতে দম্মেশকের আবানা ও পর্পর নদী কি উত্তম নয়? আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া শুচি হইতে পরি না? আর তিনি মুখ ফিরাইয়া ক্রোধের আবেগে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাহার দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, পিতা! ঐ ভাববাদী যদি কোন মহৎকর্ম করিবার আজ্ঞা আপনাকে দিতেন, আপনি কি তাহা করিতেন না? তবে স্নান করিয়া শুচি হউন, তাঁহার এই আজ্ঞাটি কি মানিবেন না? তখন তিনি সদাপ্রভুর লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া গিয়া সাত বার যর্দ্দনে ডুব দিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাহার নূতন মাংস হইল ও তিনি শুচি হইলেন (বাইবেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮০ – ৫৮১)।

বাইবেলের বর্ণনামতে ইলয়াসা (আ)-এর ঊর্ধ্বকাশে চলিয়া যাইবার পূর্বমুহূর্তে আল-য়াসা' (আ)-এর সঙ্গে কথোপকথন করেন। পরে যখন সদা প্রভু এলিয়কে ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, তখন এলিয় ও ইলীশয় গিলগল হইতে যাত্রা করিলেন। আর এলিয় ইলীশয়কে কহিলেন, বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা সদাপ্রভু আমাকে বৈথেল পর্যন্ত পাঠাইলেন। ইলীশয় কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য! আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাঁহারা বৈথেলে নামিয়া গেলেন।

তখন বৈথেলের শিষ্য ভাববাদিগণ বাহিরে ইলীশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, অদ্য সদাপ্রভু আপনার শীর্ষ হইতে আপনার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি আপনি জানেন? তিনি কহিলেন, হাঁ, আমি তাহা জানি; তোমরা নীরব হও। পরে এলিয় তাহাকে কহিলেন, হে ইলীশয়, বিনয় করি তুমি এই স্থানে থাক; কেননা সদাপ্রভু আমাকে যিরীহোতে পাঠাইলেন। তিনি কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য! আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাঁহারা যিরীহোতে আসিলেন। তখন যিরীহোর শিষ্য ভাববাদিগণ ইলীশয়ের নিকটে আসিয়া কহিল, অদ্য সদাপ্রভু আপনার শীর্ষ হইতে আপনার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ! আমি তাহা জানি, তোমরা নীরব হও। পরে এলিয় তাহাকে কহিলেন, বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা সদাপ্রভু আমাকে যর্দ্দনে পাঠাইলেন। তিনি কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য! আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাঁহারা দুইজন চলিলেন। তখন শিষ্য-ভাববাদিগণের মধ্যে পঞ্চাশজন লোক গিয়া তাহাদের সম্মুখে দূরে দাঁড়াইল, আর যর্দ্দনের ধারে ঐ দুইজন দাঁড়াইলেন। পরে এলিয় আপন শাল ধরিয়া গুটাইয়া লইয়া জলে আঘাত করিলেন, তাহাতে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল এবং তাঁহারা দুইজন শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইলেন। পার হইলে পর এলিয় ইলীশয়কে কহিলেন, তোমার নিমিত্ত আমি কি করিব? তাহা তোমার নিকট হইতে আমার নীত হইবার পূর্বে যাচ্ঞা কর। ইলীশয় কহিলেন, বিনয় করি, আপনার আত্মার দুই অংশ আমাতে বর্ত্তুক। তিনি কহিলেন, কঠিন বর যাচ্ঞা করিলে; যদি তোমার নিকট হইতে নীত হইবার সময়ে আমাকে দেখিতে পাও, তবে তোমার প্রতি তাহা বর্ত্তিবে, কিনতু না দেখিলে বর্ত্তিবে না। পরে এইরূপ ঘটিল, তাঁহারা যাইতে যাইতে কথা কহিতেছেন ইতিমধ্যে দেখ, অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল এবং এলিয় ঘূর্ণাবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন" (বাইবেল রাজাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড, ২ঃ ১-১১, পৃ. ৫৭৩-৫৭৪)।

ইলীশয়ের কৃত আরও নানাবিধ কার্য

বাইবেলের ২ রাজাবলীতে আছে, একদা শিষ্য ভাববাদিগণ ইলীশয়কে কহিল, দেখুন আমরা আপনার সাক্ষাতে যে স্থানে বাস করিতেছি, ইহা আমাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ। অনুমতি করুন আমরা যর্দ্দনে গিয়া প্রত্যেক জন তথা হইতে এক একখানি কড়ি কাষ্ঠ লইয়া আমাদের জন্য সেখানে বাসস্থান প্রস্তুত করি। তিনি কহিলেন, যাও। আর একজন কহিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার দাসদের সহিত চলুন। তিনি কহিলেন, যাইব । অতএব তিনি তাহাদের সহিত গেলেন, পরে যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে লাগিল। কিন্তু একজন কড়িকাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, এমন সময়ে কুড়ালির ফলা জলে পড়িয়া গেল। তাহাতে সে কাঁদিয়া কহিল, হায় হায়! প্রভু! আমিত উহা ধার করিয়া আনিয়াছিলাম। তখন সদাপ্রভুর লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কোথায় পড়িয়াছে? সে তাহাকে সেই স্থান দেখাইল। তখন ইলীশয় একখানি কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া লৌহখানি ভাসাইয়া উঠাইলেন আর তিনি কহিলেন, উহা তুলিয়া লও। তাহাতে সে হাত বাড়াইয়া তাহা লইল (বাইবেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮২-৫৮৩)।

বার জোড়া বলদের বলিদান

বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম, রাজাবলী ১৯ ঃ ২০-এ বলা হইয়াছে, ইলয়াস (আ) যখন স্বীয় শাল আল-য়াসা' (আ)-এর গায়ে ফেলিয়া দিয়াছিলেন তখন তিনি বলদ সকল ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয় গিয়া তাহাকে কহিলেন, বিনয় করি, অনুমতি দিউন, আমি আপন মাতা-পিতাকে চুম্বন করিয়া আসি, পরে আপনার পশ্চাদগামী হইব। তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও। বল দেখি, আমি তোমার কি করিলাম? পরে তিনি তাঁহার পশ্চাদগমন হইতে ফিরিয়া গেলেন এবং সেই বলদজোড়া লইয়া বলিদান করিলেন এবং তাহাদের যোয়ালিকাষ্ঠের দ্বারা তাহাদের মাংস পাক করিলেন, পরে লোকদিগকে দিলে তাহারা ভোজন করিল। তখন তিনি উঠিয়া এলিয়ের পশ্চাদগামী হইলেন ও তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন (বাইবেল, পৃ. ৫৬৩)।

আল-য়াসা' (আ)-এর ইন্তিকাল

ডঃ মুহাম্মদ সায়্যিদ আত-তানতাবী বলেন, আল-য়াসা' (আ) খৃ.পূ. ৮৪০ সনে ইন্তিকাল করেন (আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ খৃ. ৫খ., ১৬৫)। বুতরুস আল-বুসতানী এই ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দাবি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, রুমানীয়া গির্জা উহার পুত ও পবিত্রতা প্রমাণ করে। জুন মাসের ১৪ তারিখ তাঁহার স্মরণার্থে উৎসব পালিত হয়। হউরোনিমূসের (ايرو نموس) শাসনকালে আস-সামিরা-তে তাঁহার কবর চিহ্নিত করা হয়। অপরদিকে যুলয়ানুসের (يوليانوس) শাসনকালে কবর হইতে তাঁহার হাড়সমূহকে গোপনে উঠাইয়া আগুন দ্বারা দাহ করা হয় (বুতরুস আল- বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ, পৃ. ৩৩৫)।

হযরত আল-য়াসা' (আ) বনী ইসরাঈলের একজন শীর্ষস্থানীয় নবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সম্পর্কে আল-কুরআনে দুইবার আলোচনা করা হইলেও বিস্তারিত কোন বিবরণ দেওয়া হয় নাই। ইতিহাসবিদ ও তাফসীরকারগণ তাঁহার সম্পর্কে খুবই কম লিখিয়াছেন। যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাও অনেকটা বাইবেলের অনুকরণেই। তাঁহার সম্পর্কে বাইবেলে দীর্ঘ আলোচনা রহিয়াছে। উরদূ দাইরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়ায় এই সকল বিবরণকে অগ্রহণযোগ্য ইসরাঈলী বর্ণনা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে (উরদূ দাইরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া, লাহোর ১৯০০ খৃ., ৩খ., ২১৪)। তবে যেহেতু ইসলাম এই সকল বিবরণের সত্যাসত্য সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করিয়াছে তাই উহা গ্রহণ বা বর্জন কোন দিককেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল- কুরআন ঃ ৬ঃ ৮৬, ৩৮ ঃ ৪৮; (২) আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, বৈরূত, দারু ইহয়াতুতুরাছ ১৯৬৫ খৃ., ৭খ ৩২-৩৩, ১৫খ., ২১৯; (৩) আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আমবিয়া, আল-কাসতালিয়্যার প্রকাশনা, ১২৮২ হি., পৃ. ২৭৮; (৪) সায়্যিদ আলূসী আল-বাগদাদী, রূহুল মাআনী, বৈরূত, তা. বি., ৭খ., ২১৪ ২৩খ., ২১১; (৫) হিফযুর রহমান সিউহারুবী, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৪০০ হি. / ১৯৮০ খৃ., ২খ., ৩৫; (৬) আল-মুআল্লিম বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ, বৈরুত তা. বি., ৪খ., ৩৩৫; (৭) দানিশগাহ, উরদূ দাইরা মাআরিফে ইসলামিয়া, লাহোর ১৩৮৮ হি. / ১৯৬৮ খৃ., ৩খ., ২১৪, ২১৫; (৮)

সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খৃ. ২২খ., ৭৫; (৯) কাযী যায়নুল আবিদীন মিরাঠী, কাসাসুল কুরআন, দেওবন্দ ১৯৯৪ খৃ., ৩৪৯; (১০) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রথম সংস্করণ, মিসর, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ খৃ. ২খ., ৪-৫; (১১) ডঃ মুহাম্মদ সায়্যিদ আত-তানতাবী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪০৩ হি, ১৯৮৩ খৃ., ৫খ., ১৬৫; (১২) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত, তৃতীয় সংস্করণ তা. বি., ১৩ খ., ৬৫-৬৬; (১৩) আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত ১৩৯৮ হি, ১৯৭৮ খৃ, তৃতীয় সংস্করণ, ৭খ, ১৭৩; (১৪) আবদুল হক আল- হাক্কানী আদ-দিহলাবী, তাফসীরে হক্কানী, দিল্লী, ইতিকাদ পাবলিশিং তা. বি., ২খ ৩৪৪ (১৫) আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দিল্লী, অষ্টম সংস্করণ ১৯৮২ খৃ, ২খ., ৫৯৭, ৪খ, ৩০২ , ৩৪৪; (১৬) ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত, প্রথম সংস্করণ ১৪০৭ হি, ১৯৮৭ খৃ. ১খ., ১৬২; (১৭) জারুল্লাহ আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৩৭৮; (১৮) আত-তাবারসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মারিফা, বৈরূত ১৪০৮ হি, ১৯৮৮ খৃ., ৩-৪ খ., ৫০৭; (১৯) আল-ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, বৈরূত তা, বি, ৪খ, ২৯৫; (২০) মুহাম্মাদ হুসায়ন আত- তাবাতাবাঈ, আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, তেহরান ১৩৬২ হি, ৭খ., ২৭৫; (২১) বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা তা, বি, ৫৬২-৫৭২; (২২) ইদারায়ে তাসনীফও তালীফ, আনওয়ারে আমবিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১৮৭।

ফয়সল আহ্মাদ জালালী

১৯

হযরত হিযকীল (আ)

حضرت حزقيل عليه السلام

হযরত হিযকীল (আ)

প্রামাণ্য ও প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী এবং বাইবেলের প্রাপ্ত তথ্যে প্রমাণিত যে, হযরত মূসা এবং হারূন আলায়হিমা'স সালাম-এর পরে হযরত য়ূশা' ইব্ন নূন নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর অন্তরঙ্গ সঙ্গী হযরত কালিব ইব্ন য়ূহান্না হযরত য়ূশা' (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন যিনি হযরত মূসা (আ)-এর সহোদর বোন "মারয়াম বিনতে ইমরান"-এর স্বামী ছিলেন, কিন্তু নবী ছিলেন না। তাবারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালিব ইব্ন য়ূহান্না-এর পরে যিনি বনী ইসরাঈলকে রূহানী বা আত্মিক উন্নয়নের পথে এবং পার্থিব কাজে যথাযোগ্য নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন, তিনিই হইলেন হযরত হিযকীল 'আলায়হি'স-সালাম (হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী,কাসাসুল-কুরআন, ২খ, পৃ. ২০, ২১)।

হিযকীল (আ)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত হিযকীল (আ)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট কোন মতামত পাওয়া যায় না। তবে হিযকীল (আ) সম্পর্কীয় যাবতীয় বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসরাঈল বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা প্রসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, শৈশব কালেই হযরত হিযকীল (আ)-এর পিতা ইন্তিকাল করেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির নিকটবর্তী সময় তাঁহার মাতা বয়োবৃদ্ধা ও অস্বাভাবিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন (হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, ১৩৮৯/১৯৬৯,২খ., পৃ. ২)।

হিযকীল (আ)–এর নাম ও নামের অর্থ

হিযকীল, হিযকিয়াল, হিযকীঈল (حزقيل ، حزقيال ، حزقي إيل); HIZKIL, E.ZE.KIEL, IZI:KI:JL) ইব্ন বূরী। 'হা' এবং 'কাফ্'-এর নীচে যের এবং 'যা'- এর উপরে সাকিন যোগে পাঠ করা হয় (আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সাবী, হাশিয়াতু'স সাবী আলা তাফ্সীরি'ল-জালালায়ন, ১খ, পৃ. ১০৬)। ইবন জারীর তাবারী (র) তাঁহার তারিখে হিযকীল ইব্ন বূরী (حزقيل بن بوري) -এর পরিবর্তে হিযকীল ইব্ন বূযী (حزقيل بن بوزى) উল্লেখ করিয়াছেন (আত-তাবারী, তারীখ আল-উমামি ওয়াল মুলূক, ১খ, পৃ.৩২২)। ইব্নুল-আছীর তাঁহার তারীখে হিযকীল ইব্ন বূরী-এর পরিবর্তে হিযকীল ইব্ন নূরী (حزقيل بن نوري) উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ২১০)। তবে "ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম"-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, বূযী শব্দটির বিকৃত রূপ হইল বূরী" (ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, LEIDEN, VOL. III, P. 5. 35)।

হিব্রু” ভাষাতে হিযকী (حزقى) শব্দের অর্থ হইল কুদরত, শক্তি, ক্ষমতা ইত্যাদি। আর 'ঈল' (إيل) শব্দের অর্থ হইল আল্লাহ। অতএব হিযকীঈল শব্দের অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর শক্তি বা আল্লাহর ক্ষমতা (বুত্রুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৭খ., ২২; হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২১) ইবনুল-'আজূয' (ابن العجوز) অর্থাৎ “বৃদ্ধার ছেলে” তাঁহার উপাধি ছিল। কেননা হিযকীল (আ)-এর মাতা ছিলেন একজন বয়স্কা এবং বন্ধ্যা মহিলা। তিনি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্র কাছে সন্তান কামনা করিয়াছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁহাকে সন্তান দান করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে “ইবনুল-'আজূয” বা বৃদ্ধার ছেলে বলা হয় (ইবন জারীর তাবারী, জামি'উল-বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ২খ, ৩৩৭; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ ৩৩৭; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৩২২)। উর্দূ দাইরা মা'আরিফি ইসলামিয়্যাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল-কুরআনুল কারীমের ২১ ঃ ৮৫-এ যুল-কিফ্ল-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যুল-কিফ্ল কে ছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন মুফাস্সির লিখিয়াছেন যে, ইয়াহূদীদের মতে যুল-কিফ্ল হইলেন হযরত হিযকীল (আ) (উর্দূ দাইরা মা'আরিফি ইসলামিয়্যা, ৮খ, ১৭০)। হযরত হিযকীল (আ)-কে যুল-কিফ্ল' উপাধিতে ভূষিত করিবার কারণ প্রসঙ্গে তাবারসী (র) তাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইয়াহূদীরা বনী ইসরাঈলের সত্তরজন নবীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে হযরত হিযকীল (আ) তাহাদেরকে য়াহূদীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নবীদেরকে বলিয়াছিলেন, আপনারা দ্রুত অন্যত্র চলিয়া যান। কেননা আপনারা সকলেই একসাথে ইয়াহূদী কর্তৃক নিহত হওয়া হইতে আমি একা নিজে নিহত হওয়া অনেক ভাল। ইত্যবসরে ইয়াহূদীরা ঐ সমস্ত নবীদেরকে খুঁজিতে আসিল। তখন তিনি ইয়াহূদীদেরকে জানাইয়া দিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন এবং কোথায় আছেন আমি জানি না (আত-তাবারসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১খ., ৬০৪)। আল-বাগাবী (র) তাঁহার তাফসীরে হযরত হাসান (র) এবং মুকাতিল (র) হইতে এই প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, “তিনিই (হিযকীল) যুল-কিফল। হিযকীল (আ)-কে যুল-কিফল উপাধিতে এইজন্য ভূষিত করা হয় যে, তিনি সত্তরজন নবীকে হত্যা করা হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন” (আল-বাগাবী, তাফসীর মাআলিমুত্-তানযীল, ১খ., ২২৪)। হযরত হিযকীল (আ)-কে যুল-কিফ্ল উপাধিতে ভূষিত করিবার কারণ প্রসঙ্গে আস-সাব্বী তাঁহার তাফসীরেও অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন (আস-সাব্বী, হাশিয়াতুস সাব্বী আলা তাফসীরিল জালালায়ন, ১খ, ১০৬)।

হিযকীল (আ)-এর সমসাময়িক যুগ

হিযকীল ইব্ন বূযী (আ) ইয়াহূদী নবীদের তৃতীয়তম ছিলেন। তিনি আরমিয়া দানিয়াল (আ) উভয়ের সমসাময়িক নবী ছিলেন এবং খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন (আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ, ৭খ., ২২)।

হযরত হিযকীল (আ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী

এই প্রসঙ্গে দাইরাতুল-মা'আরিফিল-ইসলামিয়্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত হিযকীল (আ) ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অনুরূপভাবে তিনি ছিলেন উচ্চ অভিজাত বংশীয় ও সত্যের উপরে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে নিষ্ঠাবান (আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ৭খ., ২২)।

হিযকীল (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইবনুল আছীর তাঁহার তারীখে হযরত মূসা (আ)-এর পরে ইসরাঈল বংশীয় নবীদের নবুওয়াত প্রাপ্তির সাধারণ নিয়ম প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর পরবর্তীকালীন সময়ে ইসরাঈল বংশীয় লোকজন তাওরাতের বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি যাহা কিছু ভুলিয়া যাইত উহা 'তাজদীদ' বা পুনঃসংস্কার করিবার জন্য ইসরাঈল বংশীয় নবীদেরকে নবুওয়াত প্রদান করিয়া ইসরাঈলীদের কাছে পাঠান হইত (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ২১২)। এই প্রসঙ্গে অনুরূপ বর্ণনা ঐতিহাসিক তাবারী (র) তাঁহার তারীখে উল্লেখ করিয়াছেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৩২৫)। আল-বাগাবী (র) এবং আস-সাবী (র) উভয়ে তাঁহাদের তাফসীরে এই শব্দের উচ্চারণে কিছু কাছাকাছি পার্থক্যসহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর পরে বনী ইসরাঈলের মাঝে হযরত হিযকীল (আ) তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কালিব-এর স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের সময় তিনি তাঁহার সঙ্গী হযরত য়ূশা' ইব্‌নু নূন (আ)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত য়ূশা' ইব্‌ন নূন (আ) তাঁহার ইন্তিকালের সময় হযরত মূসা (আ)-এর অপর সঙ্গী কালিবকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে কালিব-এর ইন্তিকালের সময় তিনি হযরত হিযকীল (আ)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন (আস-সাবী, হাশিয়াতুস-সাবী আলা তাফসীরিল- জালালায়ন, ১খ., ১০৬; আল-বাগাবী, তাফসীর মাআলিমুত্ তানযীল, ১খ, ২২৪)। ইব্‌ন কাছীর তাঁহার তারীখে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-এর সনদে ওয়াহ্‌ব ইবন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত য়ূশা' (আ)-এর পরে যখন আল্লাহ তা'আলা কালিব ইব্‌ন য়ূহান্নাকে তাঁহার কাছে উঠাইয়া নিয়াছিলেন তখন তিনি হিযকীল ইবন বূযীকে বনী ইসরাঈলের খলীফা বানাইয়াছিলেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৩; তু. ইব্‌নুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ২১০)। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় তাঁহার নবুওয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, হিযকীল (আ) ইসরাঈল বংশীয় একজন নবী ছিলেন যাঁহার নাম ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত হইয়াছে (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 7 VOL. 126, EZIKIEL)।

অল্প শাব্দিক পার্থক্যসহ আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, হিযকীল (আ) ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন নবী ছিলেন। তিনি জুদাহ নামক এলাকাতে ব্যবিলনীয় সম্রাট-এর রাজত্বকালে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে তাঁহার নবুওয়াতের প্রসঙ্গটি

অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (The Encyclopedia of Religion, 1987, Vol. 5, Ezekiel দ্র.; The New lexicon, Webster's dictionary of the english publications, New York 1987, P. 336)।

হিযকীল (আ)-এর নবুওয়াত প্রসঙ্গটি ওল্ড টেষ্টামেন্টে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, "ত্রিংশ বৎসরের চতুর্থ মাসের পঞ্চম দিবসে যখন আমি কেবার (Kebar) নদীতীরে নির্বাসিত লোকদের মধ্যে ছিলাম, তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর আমি সদাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইলাম (আল্লাহ্র নিদর্শন দেখিতে পাইলাম)। রাজা যিহোয়াখীনের পঞ্চম বৎসরে ঐ মাসের পঞ্চম দিনে কলবীয়দের দেশে কেবার নদীর তীরে বূযী-এর পুত্র হিযকীল (আ)-এর নিকটে প্রভুর বাক্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই স্থানে প্রভু তাঁহার উপর হস্তার্পণ করিলেন" (EZEKIEL CHAPTER, 1:1-4, THE BIBLE, CONTAINING THE OLD AND NEW TESTAMENTS, REVISED STANDARD VERSION, AMERICAN BIBLE SOCITY, NEW YORK, THE TESTAMENT COPY RIGHT 1952, THE NEW TESTAMENT - SECOND EDITION, 1971, P. 713)। এই প্রসঙ্গে বাইবেলে আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্য সন্তান! আমি ইসরাঈল সন্তানদের কাছে, বিদ্রোহী জাতিগণের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি; তাহারা আমার বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা ও তাহাদের পূর্বপুরুষেরা আমার বিরুদ্ধে অসদাচরণ করিয়া আসিতেছে, অদ্যকার দিন পর্যন্ত করিতেছে। তাহারা অত্যন্ত রুক্ষ চেহারা ও কঠিন চিত্তের অধিকারী। আমি তাহাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। তুমি তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, প্রভু এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন আর তাহারা শুনুক বা না শুনুক তাহারা তো বিদ্রোহী, তবুও জানিতে পাইবে যে, তাহাদের মধ্যে একজন ভাববাদী বা নবী উপস্থিত হইল (The Bible, 2:3-5, p. 714)। হিযকীল (আ)-এর ধর্মযাজকতা, রাজত্ব ও রাজত্বকাল প্রসঙ্গে ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হিযকীল (আ) ছিলেন ইসরাঈলীদের একজন প্রাচীন ধর্মযাজক। ওল্ড টেষ্টামেন্টেই তাঁহার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর যাবৎ জেরুসালেম এবং ব্যাবিলন ব্যাপিয়া তাঁহার রাজত্ব পরিচালিত হইত (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, VOL. 7, P. 126)।

হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী তাঁহার "কাসাসুল কুরআন"-এ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "কালিব-এর পরে যিনি বনী ইসরাঈলে যাবতীয় ধর্মীয় নির্দেশনা করিয়াছিলেন এবং পার্থিব কাজের যথাযোগ্য নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তিনিই হইলেন হিযকীল (আ) (হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল কুরআন, ২খ., ২৩)।

হিযকীল (আ) সম্প্রদায়ের পরিচিতি

কওমে হিযকীলের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কোথাও আলোচনা করা হয় নাই। তাফসীর, ধর্মীয় গ্রন্থ ও ইতিহাসে ওই সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। মাওলানা হিফজুর রহমান তাঁহার কাসাসুল কুরআন-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "অধিকাংশ আলেমের বর্ণনা অনুসারে হিযকীল

(আ)-এর আলোচনা শুধু ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হইয়া আসিয়াছে। আল-কুরআনের কোন আয়াতে সরাসরি তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই (হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল কুরআন, করাচী, ২খ, ২৮)। উর্দূ দাইরা-ই মা'আরিফ ইসলামিয়্যা আল-কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতে হিযকীল (আ) এবং তাঁহার কওমের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-কুরআনুল কারীমে হিযকীল (আ)-এর নাম প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয় নাই।

কিন্তু সূরা আল-বাকারার ২৪৩ নং আয়াত ঃ "(হে নবী!) তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা মৃত্যুর ভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল? তারপর আল্লাহ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হউক। পুনরায় আল্লাহ তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; অথচ অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না" (২ ঃ ২৪৩)-এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাচীন তাফসীরকারদের ভাষ্যে সুস্পষ্ট যে, ইহা দ্বারা হিযকীল (আ) এবং তাঁহার কওমের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে (উর্দূ দাইরা-ই মাআরিফ ইসলামিয়্যা, ৮খ, ১৭০, হিযকীল শিরো.)।

হিযকীল (আ)-এর জনপদ পরিচিতি

আল-মাওয়ারদী (র) এবং ইমাম শাওকানী (র) উভয়ে তাঁহাদের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তাঁহারা দাওয়ারদান নামে এক জনপদের অধিবাসী ছিলেন। উক্ত জনপদ হইতে তাঁহা. পলায়ন করিয়া অন্য জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন" (আল-মাওয়ারদী, তাফসীরুল মাওয়ারদী, ১খ., ২৬১; তু. শাওকানী, ফাতহুল-কাদীর, দারুল-ফিকর লিত্-তাবাআতি-ওয়ান্ নাশ্‌রি, ১৪০৩/১৯৮৩, ১খ., ২৬২)। মুজামুল-বুলদান'-এর দাওয়ারদান-এর পরিচিতি প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে দাওয়ারদান (داوردان) শব্দটির ওয়াও (واو) যার যোগে, রা (راء) সাকিন যোগে এবং শেষে নূন (نون) পঠিত হয়, যাহা ওয়াসিত [(واسط)-এর কাছাকাছি একটি জনপদ। উভয়ের মাঝে দূরত্ব হইল এক ফারসাখ্ বা তিন মাইল (মু'জামুল বুলদান, ২খ., ৪৩৪)। ইবন কাছীর তাঁহার তাফসীরে জনপদটির নাম দাওয়ারদান (داوردان)-এর পরিবর্তে যাওয়ারদান] (زاوردان) উল্লেখ করিয়াছেন (ইবন কাছীর, তাফসীর, ১খ., ২৯৮)। ইবনুল আছীর তাঁহার তারীখে জনপদটির নাম 'রোওয়ারদারা' উল্লেখ করিয়াছেন (আল-কামিল, ১খ, ২১০)। কোন কোন মুফাসসির উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা 'আযরাআত" (اذرو عات) নামক জনপদের অধিবাসী ছিলেন। ইহার সমর্থনে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) ইবন আবী হাতিম-এর সনদে সাঈদ ইবন আবদিল আযীয (র) হইতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন (আদ্-দুররুল মানছূর, ১খ, ৩১০)।

হিযকীল সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা

ইবনুল জাওযী (র) তাঁহার তাফসীরে হিযকীল (আ)-এর সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা সম্পর্কে সাতটি মত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

১. ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশ হাজার।

২. ইবন আব্বাস (রা) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা সংখ্যায় ছিল চার হাজার।

৩. আবূ সালিহ (র) বলিয়াছেন, তাহারা ছিল সাত হাজার।

৪. আতা' (র) বলিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার।

৫. আবূ মালিক (র) বলিয়াছেন, কওমু হিযকীল (আ)-এর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার।

৬. সুদ্দী (র) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারের বেশী।

৭. মুকাতিল (র) বলিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল আট হাজার (জাওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত্-তাফসীর, ১খ., ২৮৮)।

ইবন কাছীর (র) তাঁহার তাফসীরে সংখ্যাটি আট হাজার বলিয়া ইবন আব্বাসের আরো একটি মত উল্লেখ করিয়াছেন এবং আবূ সালিহ (র)-এর বর্ণনাতে কওমে হিযকীলের সংখ্যা সাত হাজারের পরিবর্তে নয় হাজার উল্লেখ করিয়াছেন (ইবন কাছীর, তাফসীর, ১খ., ২৯৮)। বনী ইসরাঈলের পলায়নকারী কওমে হিযকীল-এর জনসংখ্যা সম্পর্কে একাধিক মতামত উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গ্রহণযোগ্য ও উত্তম ব্যাখ্যা হইল, তাহাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশী। তিন, চার সাত, আট ও নয় হাজারের যে মতগুলি রহিয়াছে উহা গ্রহণযোগ্য নয়। ইহার সমর্থনে যুক্তি হইল, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে "উলূফ" (الوف) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আর "উলূফ" (الوف) দ্বারা সাধারণত দশ হাজারের অধিক সংখ্যা বুঝানো হইয়া থাকে। সুতরাং দশ হাজারের কম সংখ্যা বুঝাইবার জন্য "উলূফ" (الوف) শব্দের ব্যবহার ঠিক হইবে না (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, ৩৩৮)।

হিযকীল সম্প্রদায়ের অবাধ্যতা

বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং তাফসীর গ্রন্থে কওমে হিযকীল-এর অবাধ্যতার স্বরূপ উদঘাটনে দুই ধরনের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, "কওমে হিযকীলের প্রতি জিহাদের নির্দেশ এবং উহার ভয়ে কওমের পলায়ন সম্পর্কিত আলোচনা। দ্বিতীয়ত, অবাধ্যতার কারণ হিসাবে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে কওমে হিযকীলের পলায়ন সম্পর্কিত আলোচনা। উভয় আলোচনার মধ্যে ইবনুল আরাবী তাঁহার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে দ্বিতীয়টিকেই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন জারীরও তাঁহার তাফসীরে প্লেগে সংক্রান্ত মতটিকে প্রাধ্যান্য দিয়াছেন।

প্রথমোক্ত মতের পক্ষে আছ-ছা'আলিবী বলেন ঃ তাহারা বনী ইসরাঈলের একটি গোত্র; তাহাদিগকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা যুদ্ধের ময়দানে নিহত হইবার ভয়ে বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। আল্লাহ তাহাদিগকে মৃত্যু দান করিয়াছিলেন যেন তাহারা সকলেই ভালভাবে বুঝিয়া নিতে পারে যে, কোন কৌশলই মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের আদেশ দিয়াছিলেন। (আবদুর রহমান

ইবনে মাখলূফ আছ-ছা'আলিবী, তাফসীর, ১খ., ১৮৮)। আবদুল হক হাককানী তাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইসরাঈল বংশীয় কোন একজন নবীর সময়ে তাঁহার উম্মতগণ জিহাদের আদেশ উপেক্ষা করিয়া শত্রুর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্থ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পালাইয়া যায়। ফলে শত্রুদের কঠোর আক্রমণে সকলেই নিহত হয়। পরবর্তী কালে নবীর দু'আতে তাহারা সকলেই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল (মুকাদ্দিমা তাফসীরে হাককানী, ১খ, ৬৫)। আল-বাগাবী, আল-কাসিমী ও আন-নাসাফী সকলেই তাঁহাদের তাফসীরে শব্দের কিঞ্চিত পার্থক্য উল্লেখ পূর্বক জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন (আল-বাগাবী, তাফসীর মা'আলিমুত-তানযীল, ১খ, ২২৩; মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, তাফসীরুল কাসিমী, ৩খ, ৬৩৬; আবদুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মাহমূদ আন নাসাফী, তাফসীরুন-নাসাফী, ১খ., ১৬৯)।

প্রাচীন মুফাস্‌সির দাহ্‌হাক ও মুকাতিল (র) উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন যে, কওমে হিযকীল-ই জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিয়াছিল যাহার অকাট্য প্রমাণ আমরা পরবর্তী আয়াতের প্রারম্ভেই পাই। وقاتلوا فى سبيل الله অর্থাৎ "তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ কর" (ইবনুল হাসান আত্‌-তাবারসী, মাজমাউল-বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১খ, ৬০৪)।

ইবন জারীর (র) তাঁহার তাফসীর তারীখে কওমে হিযকীল যে সেই সময়ের কঠিনতম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন এবং উহা হইতে মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে "ওয়াহ্‌ব ইবন মুনাব্বিহ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা সেই যুগের কঠিনতম বিপদে পতিত হইয়াছিল। এই চরম মুসীবতে তাহারা অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল, আমাদের বিপদ হইতে মুক্তি দান কর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত হিযকীল (আ)-এর উপর ওহী পাঠাইয়াছিলেন যে, তোমার কওম বিপদগ্রস্ত হইয়া অসহায়ভাবে কান্নাকাটি করিতেছে এবং এই ধারণা করিতেছে যে, তাহারা মরিলেই শান্তি পাইবে। তাহারা কি ভাবিতেছে মৃত্যুর পরে আমি তাহাদিগকে পুনরুত্থান করিতে পারিব না (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, ৩৬৫; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩২২; তু. আস্‌-সুয়ূতী, দুররুল-মান্‌ছূর, ১খ, ৩১১)?

কওমে হিযকীল-এর প্লেগে আক্রান্ত হওয়া, মৃত্যুভয়ে গ্রাম হইতে পলায়ন করা এবং ফেরেশতার ভয়ংকর আওয়াজে ধ্বংস হওয়া প্রসঙ্গে ইবন জারীর (র) তাঁহার তাফসীর ও তারীখে এবং বাগাবী (র) তাঁহার তাফসীরে সুদ্দী (র)-এর সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ সুদ্দী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"হে নবী ! আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই, যাহারা হাজারে হাজারে নিজ নিজ আবাসভূমি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল? তারপর আল্লাহ বলিলেন, তোমাদের মৃত্যু হউক, অতঃপর মহান আল্লাহ তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন" (২ ঃ ২৪৩) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ওয়াসিত (واسط)-এর নিকট দাওয়ারদান (داور دان) গ্রামে মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে অধিকাংশ গ্রামবাসী পলাইয়া যায়। নিকটবর্তী এক এলাকায় তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহারা গ্রামে ছিল, সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং অন্যরা নিরাপদে ছিল। ফলে, অধিকাংশ গ্রামবাসী মৃত্যু হইতে

বাঁচিয়া গিয়াছিল। মহামারী চলিয়া যাওয়ার পরে তাহারা নিরাপদে বাড়িতে ফিরিয়া আসে এবং আশেপাশে যাহারা জীবিত ছিল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, আমাদের সাথীরা আমাদের পন্থা অবলম্বন করিলে মুত্যু হইতে রেহাই পাইয়া যাইত। দ্বিতীয়বার মহামারী দেখা দিলে আমরা সকলকে লইয়া বাহির হইয়া যাইব। কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রামবাসীরা প্লেগে আক্রান্ত হয়। তাহাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারের অধিক। তাহারা সকলেই 'আফীহ' (أفيح) নামক উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। মহান আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতাগণ উপত্যকার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ হইতে এই বলিয়া ভয়ংকর আওয়াজ দেন, "তোমাদের সকলের মৃত্যু হউক", ফলে সকলেই মারা যায় (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, ৩৬৬; তু. বাগাবী, মা'আলিমুত্-তানযীল, ১খ, ২২৩)। কওমে হিযকীল-এর ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণী জনপদ পরিত্যাগ ও গরীব শ্রেণীর তথায় অবস্থান সম্পর্কে ইবন জারীর (র)-এর সনদে একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, ৩৩৮)। ইবনুল জাওযী (র) তাঁহার তাফসীরেও প্রায় একই ধরনের বর্ণনা দিয়াছেন (ইব্নুল জাওযী, ১খ, ২২৮)।

হিযকীল (আ)-এর দু'আ

বাগাবী (র) হযরত মুকাতিল (র) এবং কালবী (র) উভয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ফেরেশতার ভয়ংকর গর্জনে কওমে হিযকীলের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া হিযকীল (আ) তাহাদের তালাশে বাহির হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাহাদিগকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি খুবই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দু'আ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি, যাহারা আপনারই প্রশংসা করে, তাসবীহ পাঠ করে, পবিত্রতা বর্ণনা করে, আপনারই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে এবং সর্বদা আপনারই জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করে। আজ আমি একাকী, জাতিকে হারাইয়া আমি জাতিহারা, স্বজনহারা। তারপর আল্লাহ দু'আ কবুল করিলেন এবং ওহী পাঠাইলেন, আমি তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিবার দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করিলাম" (বাগাবী, মা'আলিমুত্-তানযীল, ১খ, ২২৪)। ইবনুল আছীর (র) তাঁহার তা'রীখে প্রায় অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন (আল-কামিল ফি'ত-তারীখ, ১খ, ২১১)। ইবন জারীর (র) তাঁহার তারীখে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-সহ কতক সাহাবা হইতে বর্ণিত সনদে কওমে হিযকীল-এর পূর্ণ জীবন লাভ প্রসঙ্গে দীর্ঘ একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, হে হিযকীল! আমি তাহাদিগকে কিভাবে জীবিত করিব তাহা কি তুমি দেখিতে চাও? হিযকীল (আ) আরয করিলেন, হাঁ। তারপর তাঁহাকে আদেশ করা হইল, তুমি উচ্চকণ্ঠে বল, "হে পুরাতন হাড়সমূহ! মহান আল্লাহ তোমাদিগকে নিজ নিজ স্থানে একত্র হইতে আদেশ করিতেছেন। অতঃপর হাড়সমূহ উড়িয়া যথাস্থানে মিশিয়া গেল এবং উহা দ্বারা দেহ গঠিত হইল। তারপর আবারও ওহী প্রেরণ করিলেন, তুমি হাড়সমূহকে আদেশ কর, হে হাড়সমূহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিতেছেন, তোমরা মাংস ধারণ কর।" হাড়সমূহ মাংস ধারণ করিল, রদা-চামড়ায় সুসজ্জিত হইয়া গেল এবং মৃত্যুকালীন পরিধেয় বস্ত্রাদিতে দেহ আবৃত হইল। পুনরায় তাহাকে আদেশ করা হইল, তুমি দেহগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বল, মহান আল্লাহ তোমাদিগকে

দাঁড়াইবার আদেশ করিয়াছেন। ইহা উচ্চারিত হইতেই সকলে দাঁড়াইয়া গেল (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩২৩)। ইবন কাছীর (র) তাঁহার তাফসীরে আলোচ্য ঘটনটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং হাদীছের শেষভাগে আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, " তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল ঃ سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ "হে আল্লাহ! আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই।" পরিশেষে ইবন কাছীর কিছু শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, মৃতগুলির জীবন্ত করণের এই ঘটনার মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষণীয় বিষয় এবং ইহা অকাট্য দলীলও বটে যে, আল্লাহ এইভাবেই কিয়ামতের দিন নির্জীব বিক্ষিপ্ত লাশগুলিকে পুনর্জীবিত করিবেন" (ইবনে কাছীর, তাফসীরুল-কুরআনিল-আজীম, ১খ, ২৯৮)। "হিযকীলের প্লেগে আক্রান্ত হইবার পর উহা হইতে পলায়ন করাটা ছিল আল্লাহর একান্ত অপছন্দীয় কাজ" এই প্রসঙ্গে আস-সুয়ূতী (র) হাকেম-এর সনদে ইবন আব্বাস (রা) হইতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন যে, "নিঃসন্দেহে তাহারা প্লেগ হইতে বাঁচিবার জন্যই বাড়িঘর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদের এই পলায়ন করাটা আল্লাহর নিকটে খুবই অপছন্দীয় কাজ ছিল" (আস-সুয়ূতী, আল-ইক্‌লীল ফী ইস্‌তিন্‌বাতীত্‌-তানযীল, পৃ. ৪৪)। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ রহিয়াছে যে, পলায়ন সম্পর্কিত ঘটনাটি ইহাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্লেগ হইতে এই পলায়নকে অপছন্দ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ ۔

"আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর তবে নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ যে, পলায়ন তোমাদের কখনও উপকার করিতে পারিবে না" (জা'ফর আহমাদ আল-উছমানী, মা আফাদাহু আলায-যান আহ্‌কামুল-কুরআন, ১খ, ৬৩৪)।

নবজীবন লাভের পর কওমে হিযকীলের স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন

ইবনুল আছীর তাঁহার তারীখে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাহারা সকলেই জীবিত অবস্থায় স্বজাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করিল। সকলেই ভালভাবে জানিল যে, তাহারা মৃত অবস্থায় ছিল। তাহাদের মুখমণ্ডলে মৃত্যুর বিশেষ চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তাহারা যখনই কোন কাপড় পরিধান করিত তখনই উক্ত পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ কাফনের কাপড়ে পরিণত হইয়া যাইত (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ২১১)। ইবনে কাছীর (র) তাহাদের জীবন যাপনের পর নিজ নিজ নির্ধারিত মৃত্যু দিবসে মৃত হওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তাহারা সকলেই জীবিত অবস্থায় তাহাদের জাতির নিকটে প্রত্যাবর্তন করিল। সকলেই জানিল যে, তাহারা সকলে মৃত ছিল, মুখমণ্ডলে মৃত্যুর চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, এমনকি তাহারা সকলেই তাহাদের নিজ নিজ মৃত্যু দিবসে ইন্তিকাল করিয়াছিল (ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪)। "স্বাভাবিক জীবন যাপনে তাহাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িতেই লাগিল" এই প্রসঙ্গে ইবন জারীর (র) তাঁহার তাফসীরের (৩৬৮ পৃ.) আমর ইবন দীনারের সনদে একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তাহারা সকলে তাহাদের আবাসভূমিতে ফিরিয়া আসিল এবং দিনে দিনে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। এমনকি একদল

অপর দলকে বলাবলি করিতে লাগিল, তোমরা কাহারা? তোমরা কাহারা? (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, ২৬৮)। তাহাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হইয়াছে যে,"অতঃপর তাহারা স্বীয় আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং বংশ-পরম্পরায় তাহাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল (মুজাহিদ ইবনে জাবর আত্-তাবিঈ, তাফসীরে মুজাহিদ, ১খ, ১১৩)। কওমে হিযকীলের পরবর্তী জীবন যাপন ও বিবাহ-শাদী প্রসঙ্গে আত-তাবারী (র) তাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের আবাসভূমিতে ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা বাড়িঘরে বসবাস, খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ শাদী করিয়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে লাগিল। তারপর নির্ধারিত সময়ে তাহাদের মৃত্যু হইল (আশ-শায়খ আবূ আলী, আত্-তাবারসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১খ, ৬০৬)।

"ব্যবহারিক পোশাক পরিচ্ছদ এবং তাহাদের চেহারা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া গিয়াছিল", এই প্রসঙ্গে আস-সাবী তাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "অতঃপর তাহাদের সকলের চেহারা মৃত্যুর প্রভাবে হারিদ্রা বর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা যখন কোন পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত তৎক্ষণাত উহা কাফনের কাপড়ে পরিবর্তিত হইয়া যাইত এবং এই অবস্থা তাহাদের বংশ-পরম্পরায় বিদ্যমান ছিল (আস-সাবী, হাশিয়াতুস-সাবী আলা তাফসীরিল জালালায়ন, ১খ, ১০৭)।

হযরত হিযকীল (আ)-এর ইন্তিকাল এবং তৎপরবর্তী নবীর আবির্ভাব

ইবন জারীর (র), ইবন কাছীর এবং ইবনুল আছীর (র) সকলেই তাঁহাদের তারীখের কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত হিযকীল (আ) কত বৎসর জীবিত ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পরে বনী ইসরাঈল তাহাদের প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহ ক্রমশ ভুলিয়া যাইতে থাকে। অবশেষে সকলেই 'বা'ল' নামীয় মূর্তির পূজা আরম্ভ করিয়াছিল। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইলয়াস ইবন য়াসীন (আ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন (আত-তাবারী, তা'রীখ, ১খ, ৩২৪, ৩২৫; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ, ৪; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ২১১,২১২)।

আছ-ছা'লাবী তাঁহার 'কাসাসুল আম্বিয়া'-য় হযরত হিযকীল (আ)-এর ইন্তিকাল প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন ঃ "তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ও ঈমানদার ব্যক্তি। যাদুকরদের উপর হযরত মূসা (আ)-এর বিজয়ী হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঈমান গোপন করিয়াছিলেন। যখন ঈমান প্রকাশ করিলেন তখন তাহাকে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সাথে শূলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি এই আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاۤءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

"ফিরআওন গোত্রের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে তাহার ঈমান গোপন রাখিত, সে বলিল, তোমরা কি একজনকে এইজন্যই হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহার মিথ্যা তাহার উপরই চাপিবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলিয়াছে, তাহার কিছু না কিছু তোমাদের উপরে পড়িবেই" (৪০ ঃ ২৮; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২০১)।

হিযকীল (আ)-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি

হিযকীল (আ)-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে প্রামাণ্য ও প্রাচীন ঐতিহাকি এবং তাফসীর গ্রন্থে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটনিকা-তে তাহার স্ত্রীর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একত্রে অবস্থান সম্পর্কীয় সামান্য বর্ণনা পাওয়া যায়,"জেরুসালেমের প্রথম আত্মসমর্পণের পূর্বে হিযকীল (আ) ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালন করিতেন এবং "জেরুসালেম গির্জার" অন্যতম কর্মচারী ছিলেন। খৃ. পূ. ৫৯৭ সালে ব্যবিলনে যাহাদিগকে নির্বাসিত করা হইয়াছিল তিনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তিনি তেলআবিব এলাকার নিপ্‌পুর-এর কাছাকাছি কেবার (KEBAR) নদীতীরের একজন বসবাসকারী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাহার সাথে নিজ বাড়িতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার অনুসারী একজাইল (EXILES), যিনি খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন না, তাহার দাবি অনুসারে হিযকীল (আ) পেশার দিক হইতে ছিলেন নবী ও ধর্মপ্রচারক (PROPHET-PRIEST) [ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, MACROPEDIA KNOWLEDGE IN DEPTH, 15 TH EDITION, 1768, VOLL 7, EZEKIEL CHAPTER, P. 127]।

আছ-ছা'লাবী (র) তাঁহার "কাসাসুল আম্বিয়া" গ্রন্থের ১১তম অধ্যায়ের "ফী কিস্‌সাতি হিযকীল মু'মিন আলু ফিরআওনা ওয়া ইমরআতিহী...." শিরোনামে তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের ফিরআওন কর্তৃক হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'হিযকীল পরিবার ফিরআওন কন্যাদের সেবিকা ও চুলের পরিপাটিকারিনী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সাঈদ ইবন জুবায়র (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি যখন সৌরভ ও সুগন্ধময় স্থান দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম তখন জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিসের সুগন্ধ? উত্তরে বলিলেন, ইহা ফিরআওন পরিবারের মহিলাদের কেশ বিন্যাসকারিনী ও তাহার সন্তানদের সৌরভ। একদিন ফিরআওন কন্যার চুল বিন্যাসের সময় হঠাৎ করিয়া ঐ মহিলার হাত হইতে চিরুনী পড়িয়া যায়। উহা উঠানোর সময় তিনি বিস্‌মিল্লাহ উচ্চারণ করা মাত্রই ফিরআওন কন্যা বলিয়া উঠিল, আমার পিতার নাম উচ্চারণ কর। তখন হিযকীল (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, "না, বরং যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমার পিতার প্রতিপালক তাহার নামে"। ফিরআওন কন্যা বলিল, তোমার এই ব্যাপারটি আমি আমার পিতাকে অবশ্যই অবহিত করিব। ফিরআওন উক্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া হিযকীলের স্ত্রী ও তাহার

সন্তানদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের প্রতিপালক কে? উত্তরে হিযকীল (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক এবং আপনারও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ"। তখন ফিরআওন পিতলের চুল্লিতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করিতে আদেশ করিল। আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হইল এবং ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে সন্তানাদিসহ তাঁহাকে আগুনে নিক্ষেপ করার আদেশ করা হইল। অতঃপর তিনি ফিরআওনকে বলিলেন, "তোমার কাছে আমাদের একটি দাবি আছে।" সে বলিল, সেটা কি? উত্তরে বলিলেন, "আমাদের অস্থিসমূহ দাফন করিয়া দিবে। ফিরআওন বলিল, তোমাদের জন্য ইহা করা আমার কর্তব্য। তারপর ফিরআওন-এর নির্দেশে একজন একজন করিয়া হিযকীল (আ)-এর সন্তানদিগকে প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হইল। অবশেষে সবচেয়ে ছোট দুধের শিশুটি বলিয়া উঠিল ঃ

اصبری یا أماه فأنك على الحق.

"হে আম্মাজান! আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত"। তারপর এই ছোট্ট দুধের শিশুটিসহ তাহাকে চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হইল। রাবী বলেন, যাহারা মায়ের কোলে কথা বলিয়াছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে ইবন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ইবন আব্বাস (রা) উত্তর করিলেন, "মায়ের কোলে থাকাকালীন চারজন শিশু কথা বলিয়াছিল, ঈসা ইবন মারয়াম, ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী শিশুটি, জুরায়জ-এর সঙ্গী শিশুটি এবং এই শিশুটি। (আছ-ছালাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া..., পৃ. ২০১)।

উপসংহার

হযরত হিযকীল (আ) নবী ছিলেন কিনা? এই ব্যাপারে আল-কুরআনুল কারীমে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। অধিকাংশ আলিমের বর্ণনা অনুসারে হযরত হিযকীল (আ) ইসরাঈল বংশের একজন নবী ছিলেন দ্র. সূরাতুল বাকারা ২৪৩ নং আয়াত; আল-বাগাবী, তাফসীর, ১খ, ২২৪; আস-সাবী, তাফসীর, ১খ, ১০৬; আস-সুয়ূতী, আদ্-দুররুল, মানছূর" ১খ, ৩১৩; আবদুল-হাক্ হাক্কানী, তাফসীর, ২খ., ৬৫; আশ্-শাওকানী, ফাতহুল-কাদীর, ১খ, ২৬২; ইবন জারীর তাবারী, তাফসীর, ২খ, ৩৬৬)। তাঁহার উপর নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছিল এবং উহা তিনি যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা প্রামাণ্য ও প্রাচীন বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে আসিয়াছে। ইবন জারীর, তারীখ, ২খ, ৩২২; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৩; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ২১০; হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল কুরআন ২খ, ২১-সহ বিভিন্ন মুসলিম-অমুসলিমদের রচিত ইনসাইক্লোপেডিয়াসমূহে হিযকীল (আ) প্রসঙ্গে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় সেইগুলি প্রমাণ করে যে, তিনি খৃ. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীর মেসোপটোমিয়া [MESOPOTAMIA]-তে NEBUCHADREZZAR (৬০৫-৫৬২ খৃ. পূ.)-এর রাজত্বকালে নবী ছিলেন এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক নবীগণ হইলেন দানিয়াল (আ) ও আরমিয়া আ)। বাইবেল হযরত হিযকীল (আ)-এর

পরিচয়, নবুওয়াত লাভ ও তাঁহাকে বনী ইসরাঈলের নবী হিসাবে মনোনয়ন, কওমের কাছে উহার যথাযথ দায়িত্ব পালন, কওমের অবাধ্যতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাইবেলের প্রাপ্ত তথ্যে ইহা সুস্পষ্ট যে, হিযকীল (আ) ইসরাঈল বংশেরই একজন নবী ছিলেন (বুতরুস আল-বুস্তানী, দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা, ৭খ, ২২; ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, LEIDEN 1979, VOL. 3, 535; THE ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, 1987, VOL. 7, 126; CHAMBERS'S BIOGRAPHYCAL DICTIONARY, EDINBURGH-LONDON 1968, 453; THE NEW LEXICON WEBSTER'S DICTIONARY, DELUXE ENCYCLOPEDIA EDITION, NEWYORK, 1987, 336)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল কুরআন, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ৫নং, আরামবাগ, করাচী ১৩৮৯/১৯৬৯, ২খ, ২০, ২১, শিরো. "হাদরাত হিযকীল আলায়হিস সালাম"; (২) আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস-সাবী আলা তাফসীরিল জালালায়ন, জামিলী মহল্লা, মুম্বাই নং ৩, তা. বি. ১খ. ১০৬; (৩) আত-তাবারী, তারীখ আল-মারূফ বিতারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক, মুওয়াস্সাসাতুল-আলামী লিল-মাত্বূ'আত, ৪সং, বৈরূত লেবানন, ১৪০৩/১৯৮৩, ১খ, শিরো. 'যিক্রুল-আহদাছি ফী বানী ইসরাঈল ফী আহদী যাবৃবূ কায়কুবায; (زوو كيقباذ) ওয়া নুবুওয়াতি হিযকীল, যিক্রু ইলয়াস্ আলায়হিস সালাম, পৃ. ২১০-২১২; (ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, LEIDEN, E.J. BRILL., NEW EDITOIN 1979, VOL.-II, CHATER-HIZKIL, P. 535; (৬) আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মারিফা, বৈরূত, লেবানন ১৪০৬/১৯৮৬, ২খ., ৩৬৫-৩৬৯; (৭) উর্দূ দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়্যা, পাঞ্জাব-লাহোর, ১সং ১৩৯৩/১৯৭৩, ৮খ., শিরো. হিযকীল, পৃ. ১৭০; (৮) আল-শায়খ আবী আলা'ল-ফাদ্ল ইবনুল হাসান আত-তাবারসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মারিফা, বৈরূত লেবানন, ২য় সং, ১৪০৮/১৯৮৮, ১খ., ৬০৪; (৯) আল-বাগাবী, তাফসীর মাআলিমুত্ তানযীল, ইদারাহ তালীফাতি আশ্রাফিয়্যা, মাক্তাবাতুল-ইল্ম, মুলতান ১৪০৩/১৯৮৩, ১খ., ২২৩, ২২৪; (১০) বুতরুস আল-বুস্তানী, দাইরাতুল মাআরিফিল ইসিলামিয়্যা, দারুল মা'রিফা, বৈরূত-লেবানন, তা. বি., ৭খ, ২২ শিরো. হিযকীয়্যাল; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-বায়ান লিত-তুরাছ, কায়রো, ১সং ১৪০৮/১৯৮৮, ২খ., ৩, শিরো. 'কিসসাতি হিযকীল; (১২) ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, MACROPEDIA KNOWLEDGE IN DEPTH, 1768, 15TH EDITION, VOL. 7; 126, 127, CHAPTER EZEKIEL; (13) THE NEW LEXICON, WEBSTER'S DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, DELUXE ENCYCLOPEDIA EDITION, LEXICON PUBLICATION'S, NEWYORK, 1987. P. 336. CHAPTER-"E.ZE.KI.EL"; (14) THE BIBLE, CONTAINING THE OLD AND NEW TESTAMENT'S, REVISED STANDARD VERSON, AMERICAN BIBLE SOCIETY, NEWYORK 1971.

EZBKIEL CHAPTER, P. 713; (১৫) আল-মাওয়ারদী আল-বাসরী, তাফসীরুল-মাওয়ারদী, ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াস্- শুউনিল ইসলামিয়্যা, আত-তুরাছিল ইসলামী, ১সং ১৪০৬/১৯৮৬, কুয়েত, ১খ., ২৬১; (১৬) শাওকানী, ফাত্হুল কাদীর, দারুল ফিক্র লিত্-তাবাআতি ওয়ান-নাস্রি, ১৪০৩/১৯৮৩ ১খ., ২৬২; (১৭) ইয়াকূত আল-হামাবী, মুজামুল-বুলদান, দারু ইহ্য়াই'ত্-তুরাছিল-আরাবী, বৈরূত-লেবানন, তা. বি. ২খ,. ৪৩৪, শিরো. দাওয়ারদানি; (১৮) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, মাক্তাবাতু দারুত; তুরাছ, কায়রো তা. বি., ১খ. ২৯৮; (১৯) জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আদ্-দুররুল মানছূর ফী তাফসীরিল মাছূর, আল-মাক্তাবাতুল-ইসলামিয়্যা ওয়াল মাক্তাবাতুল-জাফারী তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ, ৩১০; (২০) আল- ইমাম আবিল ফারাজ জামালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আলী মুহাম্মাদ আল জাওযী, আত-তাফসীর, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ২২৮; (২১) আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলূফ আছ-ছাআলিবী, তাফসীরুছ-ছাআলিবী, আল-মাওসুম বিজাওয়াহিরিল হাসান ফী তাফসীরিল কুরআন, মুওয়াস্সাসাতুল আলাম লিল-মাত্বূআত, বৈরূত-লেবানন, তা.বি., ১খ, ১৮৮; (২২) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল হাক আল হাককানী, মুকাদ্দিমা তাফসীরে হাককানী, দিল্লী ১৩৫৭ হি., ৮ম সং, ১খ., ৬৫; (২৩) মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসিসী, তাফসীরুল-কাসিমী আল-মুসাম্মা মাহাসিনুত-তাবীল, দারু ইহ্য়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, ১৩৭৬/১৯৫৭, ১সং, ৩খ, ৬৩৬; (২৪) আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহমূদ আন্-নাসাফী, তাফসীরুন নাসাফী, কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, তা. বি., ১খ. ১৬৯; (২৫) ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, তাহকীক আনী মুহাম্মাদ আল-বিজাবী, দারুল মারিফা, বৈরূত-লেবানন, ৩সং, ১৩/১৯৭২, ১খ, ২২৯; (২৬) জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আল-ইকলীল ফী ইস্তিনবাতিত-তান্ফীল, দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত-লেবানন, তা. বি., পৃ. ৪৪; (২৭) জাফর আহমদ আল-উছমানী, মা আফাদাহু আলাত্-থানাবী, আহকামুল কুরআন, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইস্লামিয়্যা, করাচী ১৪১৩ হি., ১খ., ৬৩৪; (২৮) মুজাহিদ ইব্ন জাবর আত্-তাবিঈ, তাফসীর মুজাহিদ, আল-মানশূরাতুল- ইস্লামিয়্যা, বৈরূত-লেবানন, মাজমাউল বুহুছিল ইসলামিয়্যা; ইসলামাবাদ, তা. বি., ১খ., ১১৩; (২৯) আছ-ছালাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মাত্বা আল-কাস্তুলিয়্যা, ১২৮২ হি., শিরো. "আল-বাবুল হাদী আশারা ফী কিস্সাতি হিযকীল ওয়া ইস্রাআতিহী"।

হাফিজ মোঃ আমিনুল ইসলাম

২০

হযরত উযায়র (আ)

حضرت عزير عليه السلام

হযরত উযায়র (আ)

হযরত উযায়র (আ)-এর জন্ম ও বংশপরিচয়

যে সব নবীর নাম কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে হযরত উযায়র (عزیر) আলায়হিস্ সালাম অন্যতম। ইহাই প্রসিদ্ধ মত। তাঁহার সময়কাল খৃ. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া ধারণা করা হয়। তাঁহার পিতা ও বংশলতিকার কোন কোন নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, তিনি হযরত হারূন ইব্ন ইমরানের বংশধর। ইব্ন আসাকির তাঁহার পিতার নাম জারওয়াহ (جروه) বলেন। কেহ কেহ শারখিয়া (شرخيا), সূরীক এবং কেহ কেহ সারুখা (سروخا) বলিয়া উল্লেখ করেন। বাইবেলের ইয্রা (EZRA) অধ্যায়ে তাঁহার পিতার নাম সরায় বলিয়া উল্লেখ আছে। ইব্ন কাছীর হযরত উযায়র (আ)-এর বংশতালিকা উল্লেখ করিয়াছেন নিম্নরূপঃ উযায়র ইব্ন জারওয়া (جروه) অথবা সুরুখা (سروخا) অথবা সূরীক (سوريق) ইব্ন আদ্য়া ইব্ন আয়্যুব ইব্ন দারযান ইব্ন উরা ইব্ন তাকী ইব্ন উসবু ইব্ন ফিনহাস ইব্ন আযির ইব্ন হারূন ইব্ন ইমরান (আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ২খ, ৪৩)। মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ বলেন, হযরত উযায়র (আ) হযরত হারূন (আ)-এর ষষ্ঠ অধঃস্তন বংশধর। বাইবেলে তাঁহার বংশতালিকা লিখিত হইয়াছে এইরূপঃ ইয্রা ইব্ন সারায় ইব্ন আসরিয় ইব্ন হিল্কিয় ইব্ন শাল্লুম ইব্ন সাদোক ইব্ন অহীটূব ইব্ন অমরিয় ইব্ন অসরিয় ইব্ন মরায়োত ইব্ন মরহিয় ইব্ন উষি ইব্ন বুক্কি ইব্ন অবীশূয় ইব্ন পীনহস ইব্ন ইলিয়াসার ইব্ন হারূন (পবিত্র বাইবেল, ইয্রা অধ্যায়, ৭ ঃ ১-৫)।

কুরআন ও হাদীছে হযরত উযায়র (আ)

কুরআন কারীমে হযরত উযায়র (আ)-এর নাম শুধু এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতেও শুধু এতটুকুই বলা হইয়াছে যে, ইয়াহূদীরা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

"ইয়াহূদীগণ বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃষ্টানগণ বলে, মাসীহ (ঈসা) আল্লাহ্‌র পুত্র। উহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। আর কোন দিকে উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে" (৯ ঃ ৩০)।

অবশ্য সূরা বাকারায় এক ব্যক্তির একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যিনি গাধায় আরোহণ করিয়া এক বিধ্বস্ত জনপদ অতিক্রম করিতেছিলেন। সেখানে কোনও অধিবাসীও ছিল না এবং কোনও আবাসগৃহও ছিল না। ঐ ব্যক্তি এই অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, এমন ধ্বংসস্তূপ এবং বিধ্বস্ত ও উজাড় জনপদ পুনরায় কেমন করিয়া আবাদ হইবে? আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির জান কবয করিয়া নিলেন এবং পূর্ণ এক শত বৎসরকাল তাঁহাকে এই মৃত অবস্থায়ই রাখিয়া দিলেন। এই দীর্ঘকাল পর তাঁহাকে পুনরায় জীবন দান করিলেন। কুরআন কারীমের বর্ণনায় ঘটনাটি এইরূপ ঃ

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْيِىْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

“অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে এমন এক নগরে উপনীত হইয়াছিল যাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সে বলিল, মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ ইহাকে জীবিত করিবেন? তৎপর আল্লাহ তাহাকে এক শত বৎসর মৃত রাখিলেন, পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ বলিলেন, তুমি কতকাল অবস্থান করিলে? সে বলিল, এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম সময় অবস্থান করিয়াছি। তিনি বলিলেন, না, বরং তুমি এক শত বৎসর অবস্থান করিয়াছ। তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর, কারণ তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিব। আর অস্থিগুলির প্রতিও লক্ষ্য করো, কিভাবে সেইগুলিকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢাকিয়া দেই। যখন ইহা তাহার নিকট স্পষ্ট হইল, তখন সে বলিয়া উঠিল, “আমি জানি যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান” (২ ঃ ২৫৯)।

উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি কে ছিলেন, সে বিষয়ে প্রসিদ্ধ মত এই যে, তিনি ছিলেন হযরত উযায়র (আ)। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকেই আদেশ করিয়াছিলেন, যেরুসালেম যাও, আমি উহাকে পুনরায় আবাদ করিয়া দিব। তিনি যখন তথায় পৌঁছিলেন এবং শহরটিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ভগ্নস্তূপ অবস্থায় দেখিলেন, তখন উযায়র (আ) মানব সুলভ স্বভাবের তাগিদে বলিয়া উঠিলেন, এই বিধ্বস্ত জনপদে পুনরায় কেমন করিয়া প্রাণের সঞ্চার হইবে? তাঁহার এই উক্তিটি অবিশ্বাসজনিত কারণে ছিল না, বরং কিভাবে তিনি উহা বাস্তবে রূপ দিবেন তাহাই জানিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজের মনোনীত বান্দা ও প্রেরিত নবীর এরূপ উক্তিও পসন্দ করিলেন না। কেননা তাঁহার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা এই জনপদটিকে পুনরায় আবাদ করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। ফলে

আল্লাহ মানুষেরই জন্য নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে এক শত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখিলেন। আর যখন তাঁহাকে জীবিত করা হইল, তখন যেরুসালেম নগরী পূর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশোভিতরূপে আবাদ হইয়া গিয়াছিল।

হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) এবং কাতাদা, সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা, সুদ্দী, ইকরিমা, রাবী, দাহ্হাক ও হাসান (র) প্রমুখের মত এই যে, এই ঘটনাটি হযরত উযায়র (আ) সম্বন্ধীয় (রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ২০; ইহ্য়াউ'ত রুরাছুল, 'আরাবী, বৈরূত; ইব্ন কাছীর, ১খ, ৩১৪ পৃ.; তাফসীর-ই মাযহারী, ২খ, পৃ. ৩৯; তাফসীর কাবরি, ৭খ, পৃ. ২৯; তারজুমানুল্-কুরআন, ২খ, পৃ. ২৩৮ উর্দূ, কাশশাফ, যামাখশারী, 'আরবী, পৃ. ১০৭)। আর ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ও ইব্ন জারীরের মতে ঐ ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইরমিয়া ইব্ন হালকিয়া/কালকিয়া (ইয়ারমিয়া) (আ) (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১খ,; পৃ. ৩১৪; তাফসীর তাবারী, ৩খ, পৃ. ১৯)।

মৃত্যুর পর জীবনদান সম্পর্কে হযরত উযায়র (আ)-এর বিস্ময়ের জবাব সামগ্রিক ঘটনার মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে। বিস্ময়ের উপাদান ছিল প্রথমত পুনরায় জীবিত করা, দ্বিতীয়ত দীর্ঘকাল পর জীবিত করা, তৃতীয়ত বিশেষভাবে জীবিত করা, চতুর্থত এই দীর্ঘ অন্তর্বর্তী সময়ে রূহকে জীবিত রাখা, পঞ্চমত জীবিত হওয়ার পর মৃত অবস্থায় (বারযাখে) থাকার সময়কাল অজ্ঞাত থাকা। এসমুদয়ই অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই প্রথমোক্ত বিষয়টি স্বয়ং তাঁহাকে জীবিত করিয়া এবং তাঁহার গাধার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য তাঁহাকে এক শত বৎসর মৃত রাখা হইয়াছে। তৃতীয় বিষয়টির জন্য গাধাটিকে তাঁহার সামনে জীবিত করা হইয়াছে। চতুর্থ বিষয়টি প্রমাণের জন্য পানীয় অবিকৃত রাখা হইয়াছে এবং তাহার দেহকে খাদ্য, পানীয় ও দেহ পচনশীল হওয়া সত্ত্বেও অবিকৃত থাকায় রূহের জীবিত থাকার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট। পঞ্চম বিষয়ের জন্য "আমি একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ মৃত ছিলাম" তাঁহার এই উক্তি সেই বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে, হাশরের দিন মানুষ দীর্ঘ সময়কেও কম মনে করিবে এবং বলিবে, আমরা তো মরার পর অতিদ্রুত জীবিত হইয়া গিয়াছি (বায়ানুল্ কুরআন, ১খ, পৃ, ১৫৫)।

হযরত উযায়র (আ) -এর পরিবার-পরিজনের সহিত সাক্ষাত

মুফাসসিরগণ বলেন, হযরত উযায়র (আ) যখন এক শত বৎসর পর জীবিত হন, তখন শহরটি খুব সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মৃত গাধাটিকে তাঁহার চোখের সামনে অলৌকিকভাবে জীবিত করা হইল। তিনি সওয়ার হইয়া গৃহের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। কেননা মৃত্যুকালে তিনি যুবক ছিলেন এবং তাঁহার পূর্বের সন্তানগণ বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। জনপদের নূতন গঠন-কাঠামো দেখিয়া তিনি নিজেও তাঁহার ঘর-বাড়ি চিনিতে পারিলেন না। কিছু লোককে বলিলেন, আমি 'উযায়র, কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করিল না। একটি ঘরের দরজায় এক অন্ধ

বুড়িকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি 'উযায়রের ঘর? বুড়ি বলিল, হাঁ। তবে তুমি কে? দীর্ঘকাল পর তুমি আমার মনিবের নাম লইতেছ। তিনি বলিলেন, আমি উযায়র। সেবিকা বুড়ি বলিল, আপনি উযায়র? তিনি তো এক শত বৎসর পূর্বে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছেন। তিনি কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হযরত উযায়র (আ) মুস্তাজাবুদ্-দা'ওয়াত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র কাছে যে দু'আই করিতেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হইত। আপনি যদি উযায়র হইয়া থাকেন তবে দু'আ করুন, আমার অন্ধত্ব যেন ঘুচিয়া যায়। আমি যেন চোখে দেখিতে পারি। হযরত 'উযায়র দু'আ করিলেন এবং তাঁহার হাত বুড়ির চোখে বুলাইয়া দিলেন। আল্লাহ তাঁহার দু'আ কবুল করিলেন এবং বুড়ি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। তখন বুড়ি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, নিশ্চয় আপনি উযায়র। আমি সাক্ষ্য দিতেছি এবং আমি এখন আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। এতকাল পরও আপনার আকার-আকৃতি ও চেহারা-সুরতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। অন্ধ বুড়ি পঙ্গুও ছিল। উযায়র (আ) তাঁহার হাত ধরিয়া আল্লাহ্‌র হুকুমে দাঁড়াইতে বলায় বুড়ির পঙ্গুত্ব দূর হইয়া যায় এবং সে দৌড়াইয়া পরিবার-পরিজনকে খবর দেয়। হযরত উযায়রের একজন পুত্র জীবিত ছিলেন। তিনি এক শত আঠার বৎসরের বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। পৌত্রও বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। বনূ ইসরাঈলের অনেক বৃদ্ধ-যুবা জমা হইয়া গেল। বুড়ি বলিল, আমি তাঁহার দু'আয় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছি ও আমার পঙ্গুত্ব দূর হইয়াছে। পুত্র বলিলেন, উযায়রের দুই কাঁধের মাঝখানে একটি কাল তিল ছিল। সেইটি দেখাও। তিনি পিঠ খুলিলেন। পুত্র তিল দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং পিতাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

বনূ ইসরাঈল বলিল, উযায়র ছাড়া আর কাহারও তাওরাত মুখস্থ ছিল না। আপনি উযায়র হইলে আমাদিগকে তাওরাত লিখিয়া দিন। উযায়র (আ) লোকদিগকে লইয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে যান, যেখানে তাঁহার পিতা তাওরাতের একটি কপি মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। কপিটি মাটি খুঁড়িয়া উদ্ধার করা হইল। তিনি তাঁহার স্মৃতি হইতে তাওরাত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যাহা হুবহু মিলিয়া গেল। তখন লোকেরা তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় এত বাড়াবাড়ি করিল যে, তাঁহাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিতে লাগিল। বিষয়টি কুরআনে কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে এইভাবেঃ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللهِ "আর ইয়াহূদীরা বলিত, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র" (বিদায়া, ২খ, ৪৪-৪৫; তারীখ-ই আম্বিয়া, ১খ, তা.বি.)।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে হযরত উযায়র (আ)

কুরআন মজীদ কিংবা বিশুদ্ধ হাদীছে উযায়র (আ) সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না বিধায় এখন এই ব্যাপারে বাইবেলের বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাইবেল ইতিহাস গ্রন্থটি হইতে জানা যায় যে, যখন বনী ইসরাঈলের অবাধ্যাচরণ ও অপকর্ম সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে, আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে তৎকালের পয়গাম্বর ইয়ারমিয়া (যিরমিয়) (আ)-এর উপর ওয়াহী আসিল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও, তাহারা যেন এ সমস্ত অসৎকার্য হইতে বিরত থাকে। অন্যথায় অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহাদেরকে

ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। ইয়ারমিয়া (আ) যখন আল্লাহ্‌র এই পয়গাম বনী ইসরাঈলের নিকট পৌঁছাইলেন, তখন তাহারা ইহার প্রতি কর্ণপাত করিল না, বরং অত্যাচার-অপকর্ম আরও বাড়াইয়া দিল, ইয়ারমিয়ার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এমনকি তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখিল। এই অবস্থায়ও তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, তাহারা ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌র হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সে তাহাদেরকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া যাইবে আর যেরুসালেমকে বিলীন করিয়া ফেলিবে (পবিত্র বাইবেলের যিরমিয়া পুস্তক, কাসাসুল্-কুরআন, ২খ, পৃ. ২৩৯)।

খৃ.পূ. সপ্তম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে নেবুকাদ নাযারের (বুখ্‌ত্ নাসার-এর) আবির্ভাব হইল। সে তাহার প্রবল ক্ষমতাবলে আশেপাশের রাজ্যসমূহকে অধীন করিয়া লইল। স্বল্পকাল মধ্যে সে উপর্যুপরি তিনবার ফিলিস্তীন আক্রমণ করিয়া বনী ইসরাঈলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিল। যেরুসালেম ও ফিলিস্তীনের সমগ্র অঞ্চলটিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। সমস্ত বনী ইসরাঈলকে বন্দী করিয়া ভেড়া ও বকরীর পালের ন্যায় হাঁকাইয়া ব্যাবিলনের দিকে লাইয়া গেল। তাওরাতের সমস্ত কপি পোড়াইয়া ফেলিল। একটি কপিও বনী ইসরাঈলের হাতে অবিশিষ্ট রহিল না। যে সময় বুখ্‌ত নাসার ইসরাঈলী পরিবারগুলিকে বন্দী করিয়া দাসে পরিণত করিতেছিল তখন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, এখানে ইয়ারমিয়া নামের এক ব্যক্তি বন্দীখানায় আবদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি তোমার এই আক্রমণের পূর্বেই সম্যক অবস্থা সম্বন্ধে বনী ইসরাঈলকে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে সতর্ক করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার কওম তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছে। বুখ্‌তনাসার একথা শুনিয়া ইয়ারমিয়া (আ)-কে কারাগার হইতে বাহিরে আনিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিল। ইয়ারমিয়া (আ)-এর জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা শুনিয়া সেও আগ্রহ প্রকাশ করিল যে, তিনিও যেন তাহার সঙ্গে ব্যাবিলনে গমন করেন। সেখানে সে তাঁহাকে সম্মানের সহিত রাখিবে। কিন্তু হযরত ইয়ারমিয়া (আ) এই বলিয়া তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন যখন আমার কওম অপমান ও লাঞ্ছনার সহিত ব্যাবিলনে যাইতেছে, তখন আমি আমার এই সম্মানের তুলনায় আমার বর্তমান অবস্থাকে উত্তম মনে করিতেছি (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৪০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৩৭-৩৮; তারীখ-ই ইব্‌ন খালদূন, এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম)। অতঃপর তিনি যেরুসালেম হইতে দূরে কোন এক জঙ্গলে বসবাস করিতে লাগিলেন। ইয়ারমিয়া নবীর সহীফায় ইহাও আছে যে, তিনি সেখানে থাকিয়াই ব্যাবিলনে ইসরাঈলীদেরকে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, বনী ইসরাঈল সত্তর বৎসর পর্যন্ত ব্যাবিলনে অপমান ও লাঞ্ছনার সহিত থাকিবে। অতঃপর তাহারা আবার নিজেদের দেশে আসিয়া বসবাস করিবে (কাসাসুল্, কুরআন ২খ., ২৪০)।

অতঃপর বুখ্‌ত্‌নাসারের মৃত্যুর পর খৃ. পূ. প্রায় ৫৩৯ সালে পারস্য-রাজ সাইরাস (কায়খসরু) ব্যাবিলনের রাজা বেলশাহারকে পরাস্ত করিয়া পারস্য রাজ্যকে তাহার অত্যাচার হইতে মুক্ত করিলেন। সেই সময়ই তিনি ইসরাঈলকেও মুক্ত করিলেন এবং যেরুসালেম ও সেখানকার উপাসনালয় নির্মাণ করার জন্য তাহাদেরকে অনুমতি প্রদান করিলেন। পারস্য-রাজ কায়খসরু

ব্যাবিলন জয় করার পর আরও প্রায় দশ বৎসর জীবিত ছিলেন। সেই সময় বনী ইসরাঈল মুক্ত হইয়া বায়তুল মাকদিস নির্মাণকার্যে নিয়োজিত হইল। কিন্তু বাইবেলে ইয্রা পুস্তক হইতে বুঝা যায় যে, এই নির্মাণ কার্য কায়খসরূর জীবিতকালে সমাপ্ত হয় নাই। মধ্যস্থলে কোন কোন নেতার হস্তক্ষেপের কারণে দুইবার বনী ইসরাঈলকে বায়তুল-মাকদিসের নির্মাণকার্য কিছু কালের জন্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। অনন্তর কায়খসরূর পরে দারা এবং দারার পরে আর্দেশেরের যুগে তাহারা উহার পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত করিতে সক্ষম হয় (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৪১) এবং যেরুসালেম আরেক বার পূর্বাপেক্ষা অধিক সুশোভিত শহররূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। এসব বিবরণের সারমর্ম এই যে, বুখত নাসার কর্তৃত যেরুসালেম ধ্বংস হওয়ার পর কায়খসরূ হইতে আর্দশেরের যুগ পর্যন্ত ইহা পুনরায় পুরাপুরি আবাদ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ইয়ারমিয়া (প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী উযায়র) (আ)-এর সেই ঘটনাটি ঘটিয়া ছিল যাহা সূরা বাকারায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উযায়র (আ)-এর পবিত্র জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে, উহা হইতে বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈল ব্যাবিলনীয়দের হাতে বন্দী হওয়ার সময় হযরত উযায়র (আ) অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং ইসরাঈলীদের সঙ্গে ব্যাবিলনেই ছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে ব্যাবিলনেই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন আর যেরুসালেমের নির্মাণকার্য বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে দারা ও আর্দেশেরের দরবারের যেই প্রতিনিধিদল অভিযোগ করিয়াছিল, তাহাতেও উযায়র (আ)-ই পুরোভাগে ছিলেন। আর বুখ্ত নাসার কর্তৃক তাওরাত ধ্বংস হওয়ার পর যেরুসালেমে নূতন করিয়া তাওরাতের পুণর্লিখন ও পুনরুদ্ধার তাঁহারই নবুওয়াতের ফলে হইয়াছিল (তাফহীমুল কুরআন উর্দূ, ২খ. ১৮৯)। খৃ.পূ. ৪৫৮ সালে হযরত উযায়র (আ) ইয়াহুদিয়ায় পৌঁছেন। পারস্য-রাজ আর্দশের এক ফরমানবলে তাঁহাকে ক্ষমতা দান করেন। [দ্র. ইয্রা পুস্তক ৭ ঃ ২৫-২৬]। এই ফরমানবলে হযরত উযায়র (আ) মূসা (আ)-এর দীনের পুনরুজ্জীবনে বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকা হইতে ইয়াহূদী জাতির সকল সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোককে একত্র করিয়া একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। ইয়াহূদীদের দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অন্য জাতির প্রভাবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেসব আকীদাগত ও চারিত্রিক অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল শরীআতের আইন জারী করিয়া তিনি সেগুলি দূর করেন। ইয়াহূদীরা যেসব মুশরিক মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করিত, তাহাদেরকে তালাক দিবার ব্যবস্থা করেন। বনী ইসরাঈল-এর নিকট হইতে আবার নূতন করিয়া আল্লাহ্র বন্দেগী করার এবং তাঁহার আইন মানিয়া চলার অঙ্গীকার নেন (তাফহীমুল কুরআন ২খ, ৫৯৯, টীকা, ৮)।

হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলার ভ্রান্ত বিশ্বাস

ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, বুখতনাসার যখন বায়তুল মাকদিসকে বিধ্বস্ত করিয়া ইসরাঈলদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, তাওরাতের সমস্ত কপি পোড়াইয়া ফেলিল, ফলে বনী ইসরাঈলের নিকট একটি কপিও অবশিষ্ট রহিল না। তাহাদের মধ্যে তাওরাত কাহারও মুখস্থ ছিল না। ফলে বন্দী থাকাকালে পূর্ণ সময়টিতে তাহারা তাওরাত হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে যখন

তাহারা ব্যাবিলনের বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং তাহারা পুনরায় বায়তুল মাকদিসে (যেরুসালেমে) আসিয়া বসতি স্থাপন করিল, তখন তাহাদের চিন্তা হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব তাওরাতকে কিভাবে লাভ করা যায়? তখন হযরত উযায়র (আ) বনী ইসরাঈলদিগকে সমবেত করিয়া তাহাদের সম্মুখে তাওরাত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং লিখাইয়া দিলেন।

কোন কোন ইসরাঈলী বর্ণনায় আছে, যখন তিনি ইসরাঈলদিগকে একত্র করিলেন, তখন সকলের সম্মুখে আসমান হইতে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র নামিয়া আসিয়া হযরত উযায়রের বক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন হযরত উযায়র (আ) বনী ইসরাঈলকে তাওরাত পুনরায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ক্রমিক অনুযায়ী সাজাইয়া দিলেন। হযরত উযায়র (আ) যখন এই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতে অবসর লাভ করিলেন, তখন বনী ইসরাঈল অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল এবং তাহাদের অন্তরে হযরত উযায়রের মূল্য ও মর্যাদা শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে এই মহব্বতের আতিশয্য গোমরাহীর রূপ ধারণ করিল। তাহারা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র সাব্যস্ত করিল, যেরূপ নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। আর বনী ইসরাঈলের একটি দল নিজেদের এই আকীদার পক্ষে এই প্রমাণ আনয়ন করিয়াছে যে, মূসা যখন আমাদেরকে তাওরাত আনিয়া দিয়াছিলেন, তখন তাহা তক্তাসমূহে (কাষ্ঠফলকে) লিখিত ছিল। আর উযায়র (আ) তো কোন তক্তা কিংবা কাগজে লিখিত অবস্থায় আনয়নের পরিবর্তে অক্ষরে অক্ষরে নিজের স্মৃতিপট হইতে উহা আমাদের সামনে নকল করিয়া দিলেন। অতএব উযায়র (আ) আল্লাহ্র পুত্র বলিয়াই এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন (নাউযুবিল্লাহ) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪২)। তবে কুরআনের বক্তব্য ইহা নহে যে, সমস্ত ইহূদীই উযায়র (আ)-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' বানাইয়া নিয়াছিল। কুরআনের বক্তব্য হইল যে, আল্লাহ সম্পর্কে ইহূদীদের আকীদা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল বরং এই খারাবি এতদূর তীব্র হইয়া পড়িয়াছিল যে, উযায়রকে আল্লাহ বলার মত লোকও তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল (তাফহীমুল কুরআন, সূরা তাওবা, টীকা ২৯; বায়ানুল কুরআন, ৪খ, ১০৭; আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ২৩৭-৩৮)।

মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ তাঁহার আম্বিয়া-ই কুরআন (৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭-২৩৮) গ্রন্থে বলেন, যেহেতু হযরত উযায়র (আ) নূতনভাবে তাওরাত সংকলন করেন, শারীআতকে পুনরায় সুবিন্যস্ত করেন এবং বন্দী জীবন হইতে মুক্তির পর বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করেন, সুতরাং ইয়াহূদীদের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, এমনকি ইয়াহূদীদের একটি শ্রেণী তাঁহাকে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে শুরু করে। ফিলিস্তীনের আশেপাশে আজও ইয়াহূদীদের একটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা উযায়র (আ)-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলিয়া বিশ্বাস করে এবং রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের ন্যায় তাঁহার প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া উহার পূজা করে।

সূরা তাওবার এ সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়্যিদ সুলায়মান নদভী লিখিয়াছেন, "ইসলাম বিরোধীরা বলে যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত কোন দল বা শ্রেণী নাই। সুতরাং কুরআনের এই দাবিটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবান্তর। এ প্রশ্নের জোরালো জবাব দিয়াছেন ইমাম বায়যাবী (র)। তিনি বলিয়াছেন, মদীনার ইয়াহূদীদের সম্মুখে কুরআন মজীদ এই ঘোষণা দিয়াছিল। তখন ইয়াহূদীগণ উহার কোন প্রতিবাদ করে নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাসী লোক বর্তমান ছিল। ইব্ন জারীর তাবারীও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মদীনায় এইরূপ বিশ্বাস পোষণকারী কিছু লোক বর্তমান ছিল। ইব্ন হায্ম 'মিলাল ওয়ান-নিহাল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইয়ামনের অধিবাসী ইয়াহূদীদের সাদূকী দলটি এই বিশ্বাস পোষণ করিত।"

আমার মতে মূলত ইয়াহূদীদের মধ্যে (আল্লাহ্র) পুত্রত্বের ধারণা অতি প্রাচীন। আদিপুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মনুষ্যদের কন্যাগণকে দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল।

হিব্রু ভাষায় আল্লাহ্র পুত্র বলিতে আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন বুঝানো হয়। আর একারণেই মুসলমানদের মুকাবিলায় আরবের ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের দাবি ছিল ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ

"এমতাবস্থায় আরবের ইয়াহূদীগণ যদি খৃস্টানদের মুকাবিলায় তাহাদের দর্পচূর্ণ করার জন্য হযরত উযায়র (আ)-কে হযরত ঈসা (আ)-এর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে। ..... প্রকৃতপক্ষে সমুদয় মুশরিক ও মূর্তি পূজারিগণই এরূপ মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে কিন্তু বিশেষভাবে খৃস্টানগণ যে জাতি হইতে এই মতবাদ ও বিশ্বাস লাভ করিয়াছে, তাহারা ছিল মিসরের অধিবাসী। আর ইয়াহূদী সম্প্রদায় খৃস্টানদের দেখাদেখি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, ২৩৭-৮)। অতএব পবিত্র কুরআনে সঙ্গত কারণেই তাহাদের এই ভ্রান্ত আকীদাকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

হযরত উযায়র (আ)-এর পবিত্র জীবন

হযরত উযায়র (আ)-এর পবিত্র জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তাওরাতের ইয্রা পুস্তকেও তাঁহার পবিত্র জীবনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয় নাই এবং উহার বেশীর ভাগই বনী ইসরাঈলের ব্যাবিলনের বন্দীদশা এবং সেই সম্বন্ধীয় অন্যান্য আলোচনায় পূর্ণ। অবশ্য তাওরাত, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ এবং কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত বিবরণ হইতে কেবল এতটুকু সন্ধান পাওয়া যায় যে, তিনি বুখত নাসার কর্তৃক বায়তুল মাকদিস আক্রান্ত হওয়ার সময় অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে বনী ইসরাঈলের ফাকীহ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুওয়াত লাভ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪০)।

তিনি বনী ইসরাঈলদের হিদায়াতের কাজ সম্পন্ন করিতেন। আর আর্দশেরের যমানায় বনী ইসরাঈলদের বায়তুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ সম্বন্ধীয় বাধা ও সমস্যার সমাধানের জন্য পারস্যের শাহী দরবারে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা কার্যোদ্ধার করিতেন (ইয্রা পুস্তক; কাসাসুল-কুরআন, ২খ, ২৪৬)।

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী যে সমস্ত বিজ্ঞজন সূরা বাকারায় বর্ণিত ঘটনাটির সম্পর্ক হযরত উযায়র (আ)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়াছেন তাহারা এ সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ও কা'ব আহ্বার প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ২খ., ৪৩)।

যাহারা মনে করেন যে, আল-কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি ছিলেন উযায়র (আ) তাহাদের মতে তিনি নবী ছিলেন না, বরং ছিলেন একজন সৎ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি নবী ছিলেন এবং কুরআন কারীমও যেভাবে তাঁহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র নবী ছিলেন। আর পথভ্রষ্ট ইয়াহূদীগণ তাঁহাকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, যেরূপ পথভ্রষ্ট খৃস্টানগণ হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। তাওরাতও হযরত উযায়র (আ)-কে নবীরূপে উল্লেখ করিয়াছে। যাহারা মনে করেন যে, সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন হযরত উযায়র (আ), অথচ তাঁহাকে তাহারা তাঁহার নবুওয়াত ও নবী হওয়া স্বীকার করেন না তাহাদের জন্য এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য যে, সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন। ইহা তাঁহার নবুওয়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তবে তাঁহার নবী হওয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকিলেও অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি আল্লাহ্র নবী ছিলেন।

হযরত উযায়রর (আ)-এর অগ্নিপরীক্ষা

বুখতনাসার ছিল অত্যাচারী অমুসলিম শাসক। সে স্বর্ণের একটি প্রতিমা বানাইল যাহা দৈর্ঘ্যে ছিল ষাট হাত এবং প্রস্থে ছয় হাত (দানিয়েল, তৃতীয় অধ্যায় ঃ ১)। বুখতনাসার সেটি ব্যাবিলনে (বাবিল) স্থাপন করিল এবং ঘোষণা করিল যে, যখন পূজার বাদ্যযন্ত্রসমূহ বাজানো হইবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঐ প্রতিমাকে সিজদা করিতে হইবে। অমান্যকারীদের জ্বলন্ত আগুনে পোড়াইয়া মারা হইবে। কিন্তু অবেদনগো, শদ্রক ও মৈশক ঐ প্রতিমাকে সিজদা করিতে অস্বীকার করেন। জামীল আহমদ আম্বিয়া-ই কুরআনের ৩খ., ২৩২ পৃষ্ঠায় আবেদনগো উযায়র (আ) ছিলেন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। বুখতনাসার ভীষণ ক্রুদ্ধ হইল এবং ঐদিন তিনজনকে ডাকাইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। তাহার অগ্নিকুণ্ডটি এতই উত্তপ্ত ছিল যে, যাহারা তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল তাহারা আগুনের খরতাপে দগ্ধ হইয়া মারা গেল। কিন্তু আল্লাহ্র অপার কৃপায় হযরত উযায়র (আ) এবং তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গী সম্পূর্ণ অক্ষত রহিলেন। বুখতনাসার দূর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, উযায়র (আ) আগুনের মধ্যে হাঁটাচলা করিতেছেন। বুখতনাসার এই দৃশ্য দেখিয়া বলিল, শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগোর (উযায়রের) খোদা মুবারক হোক। তিনি তাঁহার ফেরেশতা

পাঠাইয়া তাঁহার বান্দাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত-বন্দেগী করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাই আমি এই নির্দেশ জারী করিতেছি যে, যে জাতি শদ্রক, মৈশক ও আবেদনগো-এর খোদাকে গালমন্দ কারিবে, তাহাদিগকে আমি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। তাহাদের গৃহ আবর্জনার স্তূপে পরিণত করা হইবে। কেননা এমন অন্য কোন দেবতা নাই, যে এইভাবে স্বীয় উপাসককে রক্ষা করিতে পারে। অতঃপর বুখতনাসার শদ্রক, মৈশক ও আবেদনগো-কে ব্যাবিলন প্রদেশে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন (দানিয়েল, তৃতীয় অধ্যায় ঃ ২৮-৩০)।

আর্দশেরের রাজত্বের সপ্তম বৎসর হযরত উযায়র (আ) বায়তুল্ মাকদিস আগমন করেন (ইয্রা, সপ্তম অধ্যায় ঃ ৮)। তাওরাতে হযরত উযায়র (আ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের কথা বর্ণিত হয় নাই। সম্ভবত এই সময়কালেই কুরআনের বর্ণনা অনুসারে তিনি এক শত বৎসরের জন্য মৃত অবস্থায় ছিলেন।

ইনতিকাল

ইব্ন কাছীর ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ, কা'ব আহবার ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) হইতে উযায়র (আ) সম্বন্ধে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত উযায়র (আ) ইরাকে অবস্থানকালে দায়েরে হিযকীলে বসিয়া বনী ইসরাঈলদের জন্য তাওরাতের নূতন সংস্করণ লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং এই অঞ্চলেই সায়বাবাদ নামক একটি জনপদে তিনি ইনতিকাল করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪২ এবং অন্যত্র বলেন, কোন কোন সাহাবা কিরাম ও তাবিঈনের বর্ণনায় আছে যে, তাঁহার কবর দামিশকে অবস্থিত (আল্-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৪৩)।

সন্তান-সন্তুতি

ইতোপূর্বে 'পরিবার-পরিজনের সহিত সাক্ষাত' উপ-শিরোনামে বলা হইয়াছে যে, হযরত উযায়র (আ) এক শত বৎসর মৃত থাকার পর পুনর্জীবন লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার জীবিত থাকা এক শত আঠার বৎসর বয়সের এক পুত্র তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যস্থলের তিল দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার একাধিক পুত্র ও পৌত্রাদি ছিল। বিদায়া ওয়ান-নিহায়ায় (পৃ. ৪২) উল্লিখিত হইয়াছে, হযরত উযায়র (আ) তাঁহার বৃদ্ধ পুত্র ও পৌত্রদের সহিত যুবক অবস্থায় বসবাস করিতেন। কেননা তিনি যখন চল্লিশ বৎসর বয়সের ছিলেন, তখন আল্লাহ তাঁহাকে মৃত্যু দান করিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা হিফজুর রহমান সীওয়াহারবী, কাসাসুল, কুরআন; (২) মাওলানা কারী আহমাদ, তারীখ-ই আম্বিয়া, ৩খ, শেখ গোলাম আলী এন্ড সন্স পাবলিশার্স, কাশ্মীরী বাজার, লাহোর; (৪) মুহাম্মদ আহমাদ জাদুল-মাওলা প্রমুখ, কাসাসুল কুরআন (আরবী), আল-মাক্তাবা আত্-তিজারিয়া আল-কুবরা, মিসর ১৩৮৯ হি./১৯৬৯ খৃ. স. ১০.; (৫) আল-কুরআনুল কারীম,

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত; (৬) তাফসীর ইব্ন কাছীর; (৭) আশরাফ 'আলী থানবী, বায়ানুল্ কুরআন; (৮) ইমাম রাযী, তাফসীরুল-কাবীর, দারু ইহইয়াই'ত-তুরাছি'ল-আরবী, বৈরূত তা.বি., ৭খ, ২৯; (৯) আল্লামা যামাখশারী, কাশশাফ, দারুল্ মা'রিফা, বৈরূত, ১খ, ১০৭; (১০) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তারজুমানুল্-কুরআন (উর্দূ), সাতিয়াহ একাডেমী ১৯৮০ খৃ., স. ৩, ২খ ২৩৮; (১১) সায়্যিদ আবুল আ'লা মাওদূদী, তাফহীমুল্ কুরআন (উর্দূ), মারকাযী মাকতাবা-ই ইসলামী, দিল্লী, স. ১৪, জানু. ১৯৮৩ খৃ., ২খ, ১৮৯, টী. ২৯, ৫৯৯ পৃ,. টী. ৮; (১২) মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., ১৪০৭ হি., ৩খ, ৫০; (১৩) ইব্ন জারীর, তাফসীর তাবারী, দারুল্-মারিফা, বৈরূত-লেবানন ১৯৭৮ খৃ., ১৩৯৮ হি, স. ৩, খ ১৯; (১৪) ইব্ন কাছীর, বিদায়া, ওয়ান্-নিহায়া; (১৫) শাব্বীর আহমাদ উছমানী, তাফসীর-ই উছমানী (উর্দূ), সৌদী আরব তা.বি.: (১৬) পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম), বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, 1986-10m-KBS; (১৭) কাযী ছানাউল্লাহ পানীপাথী, তাফসীর-ই মাযহারী, ২খ, ৩৯।

মুহাম্মদ হাসান রহমতী

২১

হযরত মূসা (আ)

حضرت موسى عليه السلام

হযরত মূসা (আ)

হযরত মূসা আলায়হিস সালাম একজন বিশিষ্ট নবী ও রাসূল। তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁহার সহিত সরাসরি কথা বলেন। কুরআন কারীমে উক্ত হইয়াছে (٤ : ١٦٤) وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا "এবং মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করিয়াছিলেন" (৪ ঃ ১৬৪)। এইজন্য তাঁহার উপাধি হয় 'কালীমুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ বাক্যালাপকারী)। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে নবী- রাসূলগণের আনীত সত্য দীনের শিক্ষা প্রদান এবং মিসর অধিপতি অত্যাচারী বাদশাহ ফিরআওনের দাসত্ব হইতে বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করিবার গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য মনোনীত করেন। তিনি মিসরের ন্যায় একটি সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান দেশের চরম উদ্ধত ও অহঙ্কারী বাদশাহকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হন। ইংরাজী বাইবেলে তিনি MOSES এবং হিব্রু বাইবেলে 'মোশী'; একজন মহামান্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আসমানী কিতাবধারী নবী ও রাসূল বলিয়া পরিচিত।

কাল

আধুনিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম হয় খৃ.পূ.২১৬০ সালে। [illegible] শত বৎসর বয়সে ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইসহাক (আ)-এর জন্ম খৃ. পূ. [illegible] সালে। ইসহাক (আ)-এর ৬০ বৎসর বয়সে ইয়াকূব (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইয়াকূব (আ)-এর জন্ম খৃ. পূ. ২০০০ সালে। ইয়াকূব (আ)-এর ৭৩ বৎসর বয়সে ইউসুফ (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আ)-এর জন্ম খৃ. পূ. ১৯২৭ সালে। হযরত ইউসুফ (আ) ১৭ বৎসর বয়সে মিসর আগমন করেন। তাই তাঁহার মিসরে আগমন ঘটে খৃ. পূ. ১৯১০ সালে। ইহার ৪০ বৎসর পর ইয়াকূব (আ) স্ত্রী ও পরিবারবর্গসহ মিসরে হিজরত করেন। তাই মিসরে বানূ ইসরাঈলের আগমন ঘটে খৃ. পূ. ১৮৭০ সালে।

বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে লইয়া যখন মিসর ত্যাগ করেন তখন বনী ইসরাঈলের মিসরে বসবাসের সময়কাল হইয়াছিল ৪৩০ বৎসর (Exodus, 12:40-41)। উক্ত হিসাবমতে তাহারা খৃ. পূ. ১৪৪০ সালে মিসর ত্যাগ করেন। বাইবেলের বর্ণনামতে এই সময় মূসা (আ)-এর বয়স ছিল ৮০ বৎসর (Exodus, 7:7)। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, মূসা (আ) খৃ. পূ. ১৫২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন (Deteronomy, 37:7)।

সুতরাং উক্ত হিসাবমতে বলা যায়, মূসা (আ) খৃ. পূ. ১৪০০ সালে ইনতিকাল করেন (জামীল আহমাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ৯৬-৯৮)। অপর এক বর্ণনামতে মূসা (আ)-এর জন্ম খৃ. পূ. ১৫৭১ সালে এবং মৃত্যু খৃ. পূ. ১৪৫১ সালে (ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, সম্পা. সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, পৃ. ১৩৮৭)।

কিন্তু অপর এক বর্ণনায় এই হিসাবের সহিত প্রায় তিন শত বৎসরের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এক বর্ণনামতে হযরত ইয়াকূব (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৪০০ বৎসরের (কারী যায়নুল আবিদীন, কাসাসুল কুরআন, পৃ. ২৫১) দাইরা-ই মাআরিফ-ই ইসলামিয়া-এর বর্ণনায়ও ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়।

মূসা (আ)-এর আগমনের পূর্বে মিসরে বনী ইসরাঈলের অবস্থা

হযরত ইয়াকূব (আ), যিনি ইসরাঈল উপাধিতে খ্যাত, স্বীয় পুত্র ইউসুফ-এর সহিত সাক্ষাত করিতে মিসরে আগমনের পর হইতে ইনতিকাল পর্যন্ত মিসরেই থাকিয়া যান। ইনতিকালের পর তাঁহাকে তাঁহার ওসিয়াত অনুযায়ী ফিলিস্তীনে আনিয়া দাফন করা হয়। ইউসুফসহ ইয়াকূব (আ)-এর অন্যান্য পুত্রও মিসরে থাকিয়া যান এবং সেখানে বিবাহ-শাদী করেন। অতঃপর তাহাদের বংশধর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহারাই বনূ ইসরাঈল নামে খ্যাত। ইউসুফ (আ)-এর জীবদ্দশায় তাহারা মিসরে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে থাকে। ইউসুফ (আ)-এর কারণে মিসরীয়গণ তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ., ৯৮)। বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ (আ) ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরকে মিসরীয়দের হইতে পৃথকভাবে জুশন বা গুশন (Goshen)অঞ্চলে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করেন। কারণ সভ্য মিসরীয়গণ হিব্রুগণকে রাখাল যাযাবর বলিয়া ঘৃণা করিত। তাহারা ইহাদের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিত না। "ইব্রীয়দের সহিত মিস্রীয়েরা আহার ব্যবহার করে না। কারণ তাহা মিস্রীয়দের ঘৃণিত কর্ম" (আদিপুস্তক, ৪৩ ঃ ৩২)।

"আর ইসরায়েল মিসর দেশে, গোশন অঞ্চলে বাস করিল, তাহারা তথায় অধিকার পাইয়া ফলবন্ত ও অতিবহুবংশ হইয়া উঠিল" (আদিপুস্তক ৪৭ ঃ ২৭)। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা আর্থিক দিক হইতে সচ্ছল ছিল।

হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার শাসনামলে মিসরে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবীর দীনই ছিল ইসলাম। ইউসুফ (আ)-এর ইনতিকালের পর কিছু লোক তাহাদের পূর্বপুরুষ ইউসুফ (আ) ও ইয়াকূব (আ)-এর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অবশিষ্ট মিসরবাসী ধীরে ধীরে দীন ইসলাম ও তাওহীদ পরিত্যাগ করত পুনরায় একাধিক উপাস্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। মূর্তিপূজা, সূর্য দেবতার পূজা প্রভৃতিতে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। বানূ ইসরাঈলের কিছু লোকও তাহাদের অনুসরণ করে। তাহাদের এই পদস্খলন শাসক শ্রেণীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণেই হইয়াছিল। এমনিভাবে ধীরে

ধীরে শাসকদের মধ্যে অত্যাচারী ফিরআওনদের আবির্ভাব ঘটে, যাহারা নিজদিগকে ইলাহ বা ইলাহ -এর সদৃশ মনে করিত (প্রাগুক্ত)।

ফিরআওন-এর পরিচয়

ফিরআওন ছিল মিসরের শাসকবর্গের উপাধি। যেমন পূর্ব তুর্কিস্তানের বাদশাহ্র উপাধি খাকান, য়ামান -এর বাদশাহ্র উপাধি তুব্বা, হাবশার বাদশাহ্র উপাধি নাজাশী, রোম সম্রাটের উপাধি কায়সার এবং পারস্য সম্রাটের উপাধি কিসরা। খৃ. পূ. ৩৫০০ সাল হইতে আলেকজাণ্ডার পর্যন্ত মিসরের শাসকগণকে মতান্তরে ৩১টি খানদানে বিভক্ত করা হইয়াছে (দাইরা -ই মা'আরিফ -ই ইসলামিয়া, ১৫খ, ২৭৩, ২৭৫, ফিরআওন শিরো.)। সর্বশেষ বংশ ছিল পারস্যের বাদশাহদের, যাহা খৃ. পূ. ৩৩২ সালে বাদশাহ আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হয় (হিফজুর রাহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৬১)।

মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ফিরআওনের নাম ও পরিচয়

মূসা (আ)-এর সময়কার ফিরআওন-এর নাম কি ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। আহলে কিতাবদের বর্ণনামতে তাহার নাম ছিল কাবূস। আরবের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুফাসসির-এর বর্ণনামতে সে ছিল 'আমালেকা' গোত্রের। এক বর্ণনামতে তাহার নাম ছিল ওয়ালীদ ইব্ন মুসআব ইব্ন রায়্যান। ইবনুল জাওযী তাহার পূর্ণ নাম ও বংশলতিকা এইভাবে প্রদান করিয়াছেন ঃ ওয়ালীদ ইব্ন মুসআব ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন আবী নুমায়র ইবনিল হালওয়াশ ইব্ন লায়ছ ইব্ন হারান ইব্ন আসর ইব্ন আমলাক (ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৩২২)। কাহারও মতে মুসআব ইবন রায়্যান। অনেকের মতে তাহার নাম রায়্যান অথবা রায়্যান আবা ছিল। ইব্ন কাছীরের বর্ণনামতে তাহার উপনাম ছিল আবূ মুররা। ইহাই প্রাচীন ইতিহাসবিদদের মতামত। কিন্তু আধুনিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস-এর পুত্র মেনেফতাহ, যাহার শাসনকাল খৃ. পূ. ১২৯২ হইতে শুরু করিয়া খৃ. পূ. ১২২৫ সাল-এ সমাপ্ত হয় (কাসাসুল-কুরআন, ১খ, ৩৬১)। এক বর্ণনামতে যেই ফিরআওনের প্রাসাদে মূসা (আ) লালিত-পালিত হন সে ছিল দ্বিতীয় রামেসিস। আর যে ফিরআওন-এর সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়াছিল সে ছিল দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্র মেনেফ্তাহ। এই মেনেফতাহ-এর সময়কালের একটি শিলালিপিতে 'ইসরাঈল' শব্দটি প্রথমবারের মত লিখিত পাওয়া গিয়াছে। সে ১৯তম খানদানের চতুর্থ বাদশাহ এবং পিতার ১৩তম পুত্র ছিল। সে প্রাপ্ত বয়সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। তাহার শাসনকাল ছিল ২৫ বৎসর।

বাইবেলের বর্ণিত বিভিন্ন সময়কাল বিশেষত য়াহূদীদের মিসরে আগমন ও প্রত্যাবর্তন এবং মূসা (আ) ও ফিরআওন সম্পর্কিত সন তারিখ-পরস্পর বিরোধী বলিয়া ড. মরিস বুকাইলী উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার রচিত বইয়ের অনুবাদ গ্রন্থ হইতে এই সম্পর্কিত কিছু বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

বাইবেলে বলা হইয়াছে (রাজাবলি ঃ ১, ৬, ১) ইয়াহূদীদের মিসর ত্যাগের ঘটনা ঘটিয়াছিল হায়কাল-ই সুলায়মান (খৃ. পূ. ৯৭১ সালের দিকে) নির্মাণের ৪৮০ বৎসর পূর্বে। এই হিসাব হইতে

পাওয়া যায়, ইয়াহূদীদের মিসর ত্যাগের ঘটনা ঘটিয়াছিল মোটামুটিভাবে খৃ. পূ. ১৪৫০ অব্দে। হিসাব অনুসারের ইয়াহূদীদের মিসরে বসবাস শুরু করার সময় দাঁড়াইতেছে খৃ. পূ. ১৮৮০ হইতে ১৮৫০ অব্দের দিকে। পক্ষান্তরে ধারণা করিয়া আসা হইতেছে যে, এই সময়ে হযরত ইবরাহীম (আ) জীবিত ছিলেন। বাইবেলের অন্য বর্ণনা হইতে অবশ্য জানা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ) হইতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ের ব্যবধান ছিল ২৫০ বৎসর। এই পরবর্তী হিসাব যদি সত্য হয় তাহা হইলে সময়ানুক্রমের বিচারে বাইবেলেরই রাজাবলী-১ অধ্যায় বর্ণিত হিসাব অগ্রহণযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

আমরা আরো দেখিতে পাইতেছি যে, রাজাবলী-১ এর তথ্য কিভাবে বাইবেলের অন্য স্থানের বর্ণিত তথ্যকে নাকচ করিয়া দিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য বাস্তবে বাধাগ্রস্ত করিতেছে অন্য কিছু নহে, বরং বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের এলোমেলো ও অসঠিক সময় গণনার হিসাব (ড. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান (অনু.) শিরো সমস্বের বিশ্লেষণ ঃ ১, পৃ. ৩০৩-৩০৪)।

জানা যায়, দ্বিতীয় রামেসিস ৬৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (ড্রাইওটন ও ভ্যান্ডিয়ারের ক্রনোলজি অনুসারে খৃ. পূ. ১৩০১-১২৩৫ এবং রাওটনের অভিমত অনুসারে খৃ. পূ. ১২৯০-১২২৪)। তাহার উত্তরাধিকারী মারনেপতাহ কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে মিসর তত্ত্ববিদগণ নির্দিষ্ট কোন হিসাব দিতে পারেন নাই। তবে তাহার রাজত্ব যে কমপক্ষে দশ বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। কেননা, ফাদার ডি. ভক্স তাহার গবেষণায় যে দলীলের উদ্ধৃতি দিয়াছেন সেখানে তাহার রাজত্বের দশম বৎসরের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। মারনেপ্তাহর রাজত্বকাল সম্পর্কে ড্রাইওটন ও ভ্যান্ডিয়ার দুইটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ হয় তাহার রাজত্বকাল ছিল দশ বৎসর (খৃ. পূ. ১২৩৪-১২২৪) নতুবা বিশ বৎসর (খৃ. পূ. ১২২৪-১২০৪)। মারনেপতাহ কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন সে বিষয়েও মিসর তত্ত্ববিদগণ সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলেন নাই। তাহারা শুধুমাত্র জানাইয়াছেন যে, তাহার মৃত্যুর পর গোটা মিসরে অভ্যন্তরীণ তীব্র গোলযোগ দেখা দেয়; এবং তাহা প্রায় ২৫ বৎসরকাল স্থায়ী হয়।

মারনেপতাহর রাজত্বকাল সম্পর্কে দিনপঞ্জির ওই হিসাব কতদূর সঠিক, তাহা বলা মুশকিল। তবে বাইবেলের বর্ণনা মতে প্রাপ্ত এই সময়টিতে অর্থাৎ উক্ত আশি বৎসরের মুদ্দতে (দ্বিতীয় রামেসিস ও মারনেপতাহ ছাড়া) তৃতীয় নূতন কোন রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই হিসাবমতে ইয়াহূদীদের মিসর ত্যাগকালে মূসা (আ)-এর বয়স কত হইয়াছিল তাহা জানিতে হইলে পূর্বেই জানা দরকার দ্বিতীয় রামেসীস ও মারনেপতাহ মোট কত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইসব দলীল প্রমাণ হইতে যাহা বাহির হইয়া আসে তাহা হইল, দ্বিতীয় রামেসীসের রাজত্বের গোড়ার দিকে হযরত মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি চলিয়া যান মাদয়ানে। সেইখানে তাঁহার অবস্থানকালেই মিসরে ৬৭ বৎসর রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় রামেসিস প্রাণত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মারনেপতাহর রাজত্বকালে মূসা (আ) মিসরে ফিরিয়া আসেন এবং

ইয়াহূদীদের মিসর ত্যাগের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ঘটনাটি ঘটা সম্ভব মারনেপতহার রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে, যদি ধরিয়া লওয়া হয় তিনি বিশ অথবা প্রায় বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাওটনের মতে এই অনুমান সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। দ্বিতীয় রামেসিস যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ। বলা হয় এই সময় তাহার বয়স হইয়াছিল নব্বুই হইতে একশত বৎসর। এই থিওরী অনুসারে দ্বিতীয় রামেসিস যখন রাজত্ব শুরু করেন তখন তাহার বয়স ছিল তেইশ কিংবা তেত্রিশ বৎসর। আর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন ৬৭ বৎসর (প্রাগুক্ত, শিরো-দ্বিতীয় রামেসিস ও মারনেপতাহ ঃ ৩, পৃ. ৩১৩-৩১৪)।

রোমেসিস দ্বিতীয় ও মেনেফাতাহ্ উভয় বাদশাহর মমি কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রহিয়াছে, যাহা উকসুর-এ ২য় আমেন হোটেপ-এর সমাধিতে অন্যান্য মমির সহিত পাওয়া গিয়াছে (আবদুল ওয়াহ্হাব নাজজার, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ২০৩); তবে সকলের দর্শনের জন্য উহা উন্মুক্ত নহে। বিশেষ অনুমতিক্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে উহা দেখানো হয়। সরকারের অনুমতিক্রমে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্র ও বিশিষ্ট মেহমানদিগকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় উহা দেখানো হয়। একটি মমিই কেবল দেখানো হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, "ইহা রামেসিস-এর মমি, যে ছিল মূসা (আ)-এর সময়কার ফিরআওন"। অত্র নিবন্ধকারও উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

ইবনুল জাওযী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক সূত্রে একটি উপাখ্যান উল্লেখ করেন যে, মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরআওন ছিল আতর বিক্রেতা। তাহার নিবাস ছিল ইসফাহানে। অতঃপর ব্যবসায়ে লোকসান হওয়াতে এক সময় সে দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং ঋণে জর্জরিত হয়। ফলে ঋণ পরিশোধের জন্য সে বাহির হইয়া পড়ে। এমনিভাবে এই দেশ সেই দেশ ঘুরিয়া সে মিসরে গিয়া উপস্থিত হয়। শহরের দরজায় সে এক ঝুড়ি তরমুজ বা শসা দেখিতে পায় যাহা এক দিরহামে বিক্রয় করা হইবে। অথচ শহরে উহার একটির দাম এক দিরহাম। ফিরআওন মনে মনে বলিল, আমি এমন এক স্থানে আসিয়াছি যে, হয়তোবা আমার ঋণ পরিশোধ করিতে এবং ধনী হইতে পারিব। অতঃপর সে এক দিরহামের বিনিময়ে উক্ত এক ঝুড়ি শসা ক্রয় করিল এবং শহরের দিকে রওয়ানা হইল। কিন্তু লোকজন আসিয়া প্রত্যেকে একটি করিয়া শসা উঠাইয়া নিল। আর একটি মাত্র শসা অবশিষ্ট রহিল। উহাই সে শহরে এক দিরহামে বিক্রয় করিল। ইহার ফলে সে বিরক্ত ও মনক্ষুণ্ন হইল। তাহারা বলিল, ইহাই আমাদের রীতি। সে বলিল, এখানে কি এমন কোন লোক নাই, যে সুবিচার করিবে? এখানে কি কোনও সাহায্যকারী নাই? তাহারা বলিল, "না, এখানে এক বাদশাহ্ আছেন যিনি নিজের আরাম-আয়েশে বিভোর থাকেন। তিনি স্বীয় মন্ত্রীকে লোকজনের বিষয়াদি তদারকি করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। নিজে কোন কিছুই দেখেন না"।

অতঃপর সে কবরের উপর চাদর বিছাইয়া পয়সা আদায় করিতে লাগিল এবং লাশপ্রতি চার দিরহাম লইতে লাগিল। এমনিভাবে তাহার বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর একদিন বাদশাহ্র কন্যা মারা গেল। লোকজন উক্ত লাশ কবর দিতে আসিলে সে চার দিরহাম দাবি করিল। লোকজন বলিল, ইহা বাদশাহ্র কন্যা। তখন সে বলিল, তবে আট দিরহাম দাও। এইভাবে যতই তাহারা বিবাদ করিতে লাগিল ততই সে তাহার দাবিকৃত টাকার অংক দ্বিগুণ করিতে লাগিল। তাহারা

ফিরিয়া গিয়া বাদশাহকে বলিল, মৃতদের দেখাশুনাকারী কর্মচারী আমাদের সহিত এইরূপ আচরণ করিয়াছে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কর্মচারী কে? তাহারা উহার বিবরণ দিল। অতঃপর মন্ত্রীকে ডাকিয়া বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি উহাকে এই কর্মে নিয়োগ করিয়াছ? মন্ত্রী বলিল, না। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কে নিয়োগ করিয়াছে? তখন সে তাহার ঘটনা বর্ণনা করিল এবং তরমুজ বা শসার ব্যাপারটি উল্লেখ করিয়া বলিল, লোকজন তাহাকে বলিয়াছে যে, এখানে ন্যায়বিচার করিবার মত কেহ নাই, ইহা দেখিয়া আমি এইরূপ করিয়াছি, যাহা আপনি দেখিতেছেন, যাহাতে বিষয়টি আপনার নিকট পৌঁছে এবং আপনি আপনার রাষ্ট্রের ব্যাপারে অবহিত হইতে পারেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দিন ধরিয়া তুমি এই অবস্থায় আছ? সে বলিল, অনেক বৎসর। এমনি করিয়া আমি বেশ সম্পদের মালিক হইয়াছি। অতঃপর বাদশাহর নিদের্শে মন্ত্রীকে হত্যা করা হইল এবং তাহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইল। মন্ত্রী হওয়ার পর সে খুব উত্তম আচরণ করিল এবং মিসরবাসীর জন্য পূর্বের তুলনায় অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিল। সে ন্যায়বিচার করিতে লাগিল, যদিও ইহা ছিল তাহার ব্যক্তিস্বার্থের জন্য। অতঃপর বাদশাহ মৃত্যুবরণ করিল? তখন প্রজাবৃন্দ নূতন বাদশাহ নিযুক্ত করিবার জন্য একত্র হইল এবং এই ব্যাপারে তাহারা ঐক্যমতে পৌঁছিল যে, তাহারা এই ব্যক্তিকে ছাড়া আর কাহাকেও বাদশাহ নিযুক্ত করিবে না, যে তাহাদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করিয়াছে। অতঃপর তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে উহাকেই বাদশাহ নিযুক্ত করিল। এমনিভাবে তাহার রাজত্বকাল দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইল, এমনকি শেষে সে ইলাহ দাবি করিয়া বসিল (ইবনুল জাওযী, আল -মুনতাজাম ফী তারীখিল উমাম, ১খ, ৩৩২-৩৩৩)।

বানূ ইসরাঈলের উপর অত্যাচার

তাহার পূর্বেকার সব ফিরআওনই বানূ ইসরাঈলের উপর অত্যাচার করিত, কিন্তু মূসা (আ)-এর সময়কার এই ফিরআওনের অত্যাচারই ছিল সবচাইতে কঠোর ও দীর্ঘমেয়াদী। সে দেখিল যে, বানূ ইসরাঈলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে তাহার আশংকা হয় যে, পাছে তাহারা মিসরের শত্রুদের সাহায্যকারী হইয়া যায়। অতঃপর সে তাহাদিগকে নানাভাবে অত্যাচার করিতে থাকে। তাহাদিগকে দাস-দাসী বানাইয়া রাখে এবং কঠিনতর কার্যে নিয়োগ করে। এক শ্রেণীকে গৃহ নির্মাণ কর্মে, এক শ্রেণীকে কৃষি কর্মে, এক শ্রেণীকে উৎপাদন কর্মে লাগাইয়া রাখে। আর যে তাহার কোন কর্মে নিয়োজিত ছিল না তাহাকে রাজস্ব কর দিতে হইত। সে তাহাদিগকে বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে (আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, মাআল-আম্বিয়া ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ২১৭-২১৮)।

এই ফিরআওন হযরত ইউসুফ (আ)-এর মর্যাদা ও মিসরের প্রতি তাঁহার অবদান সম্পর্কে ছিল অনবহিত। তাই সে বিভিন্নভাবে বানূ ইসরাঈলকে শ্রম দিতে বাধ্য করে। সে তাহাদের দ্বারা রামসিস ও ফায়ছুস নামক দুইটি শহর নির্মাণ করায় এবং তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের দ্বারা উক্ত শহর দুইটির পরিচয় পাওয়া যায়। একটির শিলালিপি হইতে জানা

যায় যে, উহার নাম "বার-তূম" অথবা " ফায়তূম " যাহার অর্থ "তূম দেবতার ঘর"। অপরটির নাম "বার রামসিস" যাহার অর্থ "রামসিস প্রাসাদ " (হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১খ., ৩৬১-৩৬২)।

সে এই অত্যাচার এই জন্য করিত যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রচলিত একটি সুসংবাদ তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাহা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারার সহিত মিসর অধিপতি কুকর্ম করিতে চাহিয়াছিল যাহা আল্লাহ্র রহমতে বাস্তবায়িত হয় নাই (বিস্তারিত দ্র. ইবরাহীম আ. নিবন্ধ)। উহারই প্রতিদানস্বরূপ ইবরাহীম (আ)-এর বংশে অতিসত্বর এমন এক সন্তান জন্মিবে যাহার হাতে মিসরের বাদশাহের পতন হইবে। এই সুসংবাদ বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর কিবতীগণও ইহা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে থাকে, যাহা মন্ত্রীবর্গের মাধ্যমে ফিরআওনের নিকট পৌঁছে। তাই সে এই শিশুর আবির্ভাবের ভয়ে বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৩৭-২৩৮)।

ফিরআওনের স্বপ্ন ও মূসা (আ)-এর জন্ম

সুদ্দী ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, ফিরআওন একদিন স্বপ্ন দেখিল, একটি আগুন বায়তুল মাকদিস-এর দিক হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল। অতঃপর উহা মিসরের সকল ঘরবাড়ি ও কিবতীদিগকে পোড়াইয়া দিল, কিন্তু বনী ইসরাঈলের কোন ক্ষতি করিল না। ঘুম হইতে জাগরিত হইয়া সে ঘাবড়াইয়া গেল এবং উক্ত স্বপ্নে বিচলিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সে জ্যোতিষী, গণক ও যাদুকরদের একত্র করিল এবং তাহাদের নিকট ইহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিল। তাহারা বলিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। সে মিসরবাসীদের ধ্বংসের কারণ হইবে। এইজন্যই ফিরআওন তখন বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত রাখিবার নির্দেশ দিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৩৮; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৮৮; আল-কামিল, ১খ, ১৩১)।

অপর এক বর্ণনামতে, মূসা (আ)-এর আগমনের সময় নিকটবর্তী হইলে ফিরআওনের জ্যোতিষী ও গণকবৃন্দ তাহার নিকট আসিয়া বলিল, আমরা আমাদের গণনায় দেখিতে পাইতেছি যে, আপনার সময়েই বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সে আপনার রাজত্ব ছিনাইয়া লইবে, আপনাকে আপনার দেশ হইবে বিতাড়িত করিবে এবং আপনার দীন পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে। তখন ফিরআওন বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তান হত্যা করিতে নির্দেশ দিল। অতঃপর তাহার দেশের সকল কিবতী মহিলাকে একত্র করিয়া বলিল, তোমাদের সম্মুখে বনী ইসরাঈলের কোন মহিলাকে পুত্র সন্তান প্রসব করিতে দেখিলেই তাহাকে হত্যা করিবে। অতঃপর তাহারা তাহাই করিত, এমনকি গর্ভবতী মহিলাকেও তাহারা শাস্তি দিত। মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত যে, ফিরআওনের নির্দেশে বাঁশ ফাড়া হইত, অতঃপর উহা বড় ছুরির ন্যায় বানাইয়া উহার উপর গর্ভবতী মহিলাদিগকে দাঁড় করানো হইত। ফলে উক্ত মহিলা তাহার দুই পায়ের মধ্যখানে সন্তান প্রসব করিয়া দিত এবং

নিজে বাঁচিবার জন্য সন্তানকে ধারালো বাঁশের উপর ফেলিয়া দিত (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৮৭; আল-কামিল, ১খ, ১৩১)।

এক বর্ণনামতে, সে মিসরের দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত করে যাহাদের একজনের নাম ছিল 'শুফরা' আর অপর জনের নাম 'ফাওআ' এবং তাহাদিগকে নির্দেশ দেয় যে, কোন ইসরাঈলী মহিলা পুত্র সন্তান প্রসব করিলে তাহাকে হত্যা করিবে। আর কন্যা সন্তান প্রসব করিলে তাহা জীবিত রাখিবে। কিন্তু তাহারা এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে পারিল না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিল যে, ইসরাঈলী মহিলাগণ খুবই শক্তিশালী। তাই ধাত্রী আসিবার পূর্বেই তাহারা সন্তান প্রসব করে। বাদশাহ ক্ষিপ্ত হইয়া ইসরাঈলীদিগকে অপদস্থ করিবার নির্দেশ দেয় এবং তাহাদিগকে ইট প্রস্তুত করা, নির্মাণ কর্ম প্রভৃতি কঠোর কাজে ব্যাপৃত রাখিবার নির্দেশ দেয় এবং তাহাদের পিছনে লোকও লাগাইয়া রাখে যাহাতে তাহারা আরাম করিতে না পারে, এই আশা করিয়া যাহাতে তাহাদের বংশবিস্তার হ্রাস পায়। কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হইল না। ইসরাঈলী মহিলাগণ বেশী বেশী সন্তান জন্ম দিত। অতঃপর ফিরআওন তাহার সৈন্যদিগকে তাহাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয় যাহাতে সেখানে উহারা মৃত্যুবরণ করে (আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল -আম্বিয়া, পৃ. ১৫৫-১৫৬)।

এমনিভাবে বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বিনাশ হইতে লাগিল। অতঃপর কিবতী সরদারগণ ফিরআওনের নিকট গিয়া বলিল, আপনি বনি ইসরাঈলের পুত্র সন্তানগণকে হত্যা করিতেছেন এবং বয়ঃবৃদ্ধগণ তো এমনিই মৃত্যু বরণ করিতেছে। এইভাবে এক সময় তাহাদের বংশই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহারা তো আমাদের দাস ও শ্রমিক। তাহারা বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের কাজ কে করিবে? অতঃপর ফিরআওন এক বৎসর পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিতে এবং এক বৎসর হত্যা না করিতে নির্দেশ দিল। অতঃপর যে বৎসর হত্যা না করিবার নির্দেশ ছিল সেই বৎসর হারূন (আ) জন্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী যে বৎসর হত্যা করিবার নির্দেশ ছিল সেই বৎসর মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৮৭-৮৮; আল-কামিল, ১খ, ১৩১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ২৩৮-২৩৯)। ফিরআওন যথাসাধ্য চেষ্টা করিল যাহাতে উক্ত শিশু ভূমিষ্ঠ হইতে না পারে। এমনকি সে কিছু পুরুষ ও মহিলাকে নিযুক্ত করে যাহারা গর্ভবতী মহিলাদের নিকট যাতায়াত করিত এবং তাহাদের সন্তান কোন দিন জন্মগ্রহণ করিবে, খোঁজ-খবর লইয়া তাহা নিরূপণ করিত। তাই কোনও মহিলা পুত্র সন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা উহাকে হত্যা করিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৩৮)।

তবে মূসা (আ) গর্ভে আসার পর কেহই তাহা টের পাইল না একমাত্র তাহার ভগ্নী মরিয়াম ব্যতীত (আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৩৩)। ফলে সকলের অগোচরেই মূসা (আ) ভূমিষ্ঠ হইলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহার মাতা খুবই চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন আল্লাহ তাআলা প্রত্যাদেশ নাযিল করিলেন ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. (٧ : ٢٨)

"মূসার জননীর কাছে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করিলাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশঙ্কা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখ করিও না। আমি ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদের একজন করিব" (২৮ ঃ ৭)।

আল্লাহ তাআলা তাহাকে একটি বাক্স বানাইয়া উহাতে করিয়া শিশু মূসাকে নদীতে ভাসাইয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى. اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهُ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ.

"যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম যাহা ছিল নির্দেশ করিবার, এই মর্মে যে, তুমি তাহাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও উহার শত্রু লইয়া যাইবে" (২০ ঃ ৩০-৪০)। অতঃপর মাতা তাহাকে দুধ পান করাইলেন এবং একজন কাঠমিস্ত্রী ডাকাইয়া একটি বাক্স তৈরি করাইলেন, যাহাতে চাবি ছিল অভ্যন্তরভাগে (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৮৯; আল-কামিল, ১খ, ১৩২)।

তাহাদের বাড়ি ছিল নীল নদের তীরে। তাই তিনি মূসা (আ)-কে দুধ পান করাইতেন আর যখনই ফিরআওনের লোকজন আসিয়া পড়িবার ভয় করিতেন তখন শিশু পুত্রকে উক্ত বাক্সে রাখিয়া যাহাতে পূর্বেই তিনি একটি রশি বাঁধিয়াছিলেন উহা নীল নদে ভাসাইয়া দিতেন এবং রশির অপর প্রান্ত নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতেন। তাহারা চলিয়া গেলে উক্ত রশি টানিয়া আবার তাঁহাকে কাছে লইয়া আসিতেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৩৯)। এক বর্ণনামতে মূসা (আ) জন্মের পর কয়েক মাস এইভাবে মাতৃক্রোড়ে ছিলেন (মাআল-আম্বিয়া ফিল কুরআনিল কারীম, পৃ. ২১৯)।

ফিরআওনের গৃহে মূসা (আ)

এমনিভাবে একদিন তিনি উক্ত রশির প্রান্ত নিজের নিকট বাঁধিয়া রাখিতে ভুলিয়া গেলেন। তখন মূসা (আ)-সহ বাক্স নীল নদে ভাসিয়া গেল (আল- বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৩৯)। এক বর্ণনামতে বাক্সটি যখন তাহার দৃষ্টি সীমার বাহিরে চলিয়া গেল তখন ইবলীস আসিয়া তাহাকে ধোঁকা দিতে লাগিল। অতঃপর তিনি মনে মনে বলিলেন, আহা! আমি নিজ হাতে কি কাজ করিলাম। আমার সম্মুখে যদি তাহাকে হত্যাও করা হইত এবং আমি তাঁহাকে কাফন পরাইয়া কবর দিতাম তাহাই তো ভাল হইত। এখন তো নিজ হাতে সমুদ্রের মাছ ও হাঙ্গর কুমিরের নিকট সোপর্দ করিয়া দিলাম (আল-কামিল, ১খ, ১৩২)। অতঃপর তিনি নিজ কন্যা ও মূসা (আ)-এর ভগ্নি মারয়ামকে উহার অনুসরণে গমন করিবার নির্দেশ দিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ. (١١ : ٢٨)

মূসার ভগ্নীকে সে বলিল, "ইহার পেছনে পেছনে যাও। সে উহাদের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল" (২৮ ঃ ১১)।

অতঃপর সমুদ্রের ঢেউ তাহাকে একবার উপরে তুলিতেছিল, একবার নীচে নামাইতেছিল। এমনি করিয়া মূসা (আ)-কে বহনকারী বাক্সটি ফিরআওনের বাড়ির নিকট গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৩৮৯)।

ফিরআওনের দাসীরা গোসল করিতে গিয়া উহা দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া লইয়া আসিল, কিন্তু উহার বদ্ধ মুখ তাহারা খুলিতে পারিল না। অতঃপর উহা ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া বিন্ত মুযাহিম-এর নিকট লইয়া গেল। তাহারা মনে করিয়াছিল, উহাতে বুঝি ধনরত্ন রহিয়াছে। কুরআন কারীমে তাহার এই ঘটনার কথা এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا (٨ : ٢٨)

"অতঃপর ফিরআওনের লোকজন তাহাকে উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে" (২৮ ঃ ৮)।

অতঃপর বাক্স খুলিয়া দেখা গেল অপরূপ সুন্দর ফুটফুটে চাঁদের মত এক শিশু, প্রকৃতপক্ষে নবুওয়াতের নূরে তাঁহার চেহারা ঝলমল করিতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র আসিয়ার অন্তরে শিশুটির প্রতি গভীর স্নেহ ও মমতার উদ্রেক হইল। অতঃপর ফিরআওন আসিয়া বলিল, ইহা কি? সে শিশুটিকে হত্যার নির্দেশ দিল। কিন্তু আসিয়া শিশুটির পক্ষ হইয়া ইহার বিরোধিতা করিলেন. যাহা কুরআন কারীমে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لاَتَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ. (٢٨:٩)

"ফিরআওনের স্ত্রী বলিল ঃ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদের উপকারে আসিতে পারে, আমরা সন্তান হিসাবেও তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি" (২৮ ঃ ৯)।

ফিরআওন বলিল, আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, ইহা বনী ইসরাঈলের শিশু এবং হয়তো বা ইহার হাতেই আমার ধ্বংশ হইবে (আল-কামিল, ১খ, ১৩২; তাবারী, তারীখ, ১খ., ৩৮৯)। বর্ণিত আছে যে, আসিয়া যখন বলিল, "এই শিশু আমার ও তোমার চোখের মণি হইবে" তখন ফিরআওন বলিয়াছিল, "তোমার ব্যাপারে ঠিক আছে কিন্তু আমার ব্যাপারে নহে" অর্থাৎ তাহাকে দিয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই এবং সে আমার চোখের মণি হইবে না। বলা হইয়া থাকে اَلْبَلاَءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ বিপদাপদ আপন কথার দ্বারাই আসে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যাঁহার নামে কসম করা হয় তাঁহার কসম! ফিরআওন যদি সেই দিন তাঁহাকে চোখের মণি বলিয়া স্বীকার করিত, আসিয়া যেমন করিয়াছিলেন তাহা হইলে আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে হিদায়াত দান করিতেন, যেমন হিদায়াত দান

করিয়াছিলেন আসিয়াকে (আল-কামিল, ১খ., ১৩২)। আসিয়া যে বলিয়াছিলেন, عَسٰى اَنْ يَنْفَعَنَا "হয়ত সে আমাদের উপকারে আসিবে", তিনি যে উপকারের আশা করিয়াছিলেন আল্লাহ তাঁহাকে তাহা দান করিয়াছিলেন। দুনিয়াতে এইভাবে যে, তাঁহার দ্বারা আল্লাহ তাঁহাকে হিদায়াত দান করিয়াছিলেন, আর আখিরাতে এইভাবে যে, তাঁহার কারণেই তাঁহাকে জান্নাত দান করিবেন, (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ২৪০)। তাহাদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাই শিশুটিকে তাহারা পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিল। ইহার প্রতিই কুরআন কারীমে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঃ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا "অথবা আমরা উহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব" (আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত)।

এদিকে মূসা (আ)-এর মাতার মনে শুধু একটিই চিন্তা ছিল যে, তাহার শিশু পুত্রের না জানি কি হইল! আল্লাহ তাহাকে সবরের ক্ষমতা দান করিলেন এবং তাহার পুত্রকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। শিশু পুত্রকে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রী মহিলাদিগকে ডাকা হইল। তাঁহারা তাহাকে দুধ পান করাইতে পারিলে ফিরআওনের প্রাসাদে স্থান পাওয়া এবং মোটা অংকের বখশিশ পাওয়ার আশায় সকলেই আগ্রহভরে আগমন করিল। প্রত্যেকেই তাঁহাকে দুধ পান করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল কিন্তু শিশু পুত্র কাহারও দুধ পান করিল না। কারণ আল্লাহ যে তাঁহাকে স্বীয় মাতৃক্রোড়ে ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাই আল্লাহ অন্য মহিলার দুধ পান করা তাঁহার জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ (١٢ : ٢٨)

"পূর্ব হইতেই আমি ধাত্রী স্তন্য পানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম" (২৮ ঃ ১২) ইহাতে আসিয়া ও অন্যান্য সকলে খুবই বিচলিত হইয়া পড়িল এবং বিভিন্নভাবে তাঁহাকে দুধ পান করাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইল না। শিশু মূসা (আ) অন্য কাহারও দুধ বা কিছুই গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর তাঁহাকে মহিলাদেরসহ বাজারে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ইহা দেখিবার জন্য যে, সেখানে কোনও মহিলার দুধ পান করে কি না। এদিকে তাঁহার ভগ্নী মরিয়াম মায়ের নির্দেশ মত বাক্সটিকে অনুসরণ করিয়া লোকজনের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া নিজের পরিচয় গোপন রাখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ. (١٢ :٢٨)

"তোমাদিগকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যাহারা তোমাদের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে এবং ইহার মঙ্গলকামী হইবে" (২৮ ঃ ১২)?

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি এই কথা বলার পর তাহারা বলিল, 'উহারা তাহার মঙ্গল কামনা করিবে এবং তাহাকে স্নেহ করিবে' এই কথা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিতেছ? তাহারা কি ইহাকে চিনে? তাহারা এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিতেছিল (আল-কামিল, ১খ, ১৩২)। এক বর্ণনামতে তাহারা তাহাকে পাকড়াও করিল এবং উক্ত কথাগুলি বলিল। তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, বাদশাহর সহিত সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার এবং তাহার নিকট হইতে উপকার লাভের আশায় উহারা তাহার মঙ্গলকামী হইবে এবং তাহাকে স্নেহ করিবে। অতঃপর তাহারা মরিয়াম-এর সহিত তাহাদের বাড়িতে গেল। শিশুটিকে তাহার মাতা কোলে লইয়া দুধ দিল। অমনি সে উহা চোষণ করিতে লাগিল এবং দুধপান

করিতে লাগিল। ইহাতে তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হইল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া আসিয়াকে এই সুসংবাদ দিল। অতঃপর আসিয়া তাহাকে রাজ-প্রাসাদে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহার নিকট সেখানে থাকিয়া বাচ্চাকে দুধ পান করাইবার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অপারগতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার স্বামী-সন্তান রহিয়াছে। কাজেই আমি উহা পারিব না। তবে আপনি যদি বাচ্চাকে আমার সহিত পাঠাইয়া দেন তবে বাড়ীতে বসিয়া দুধ পান করানো আমার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। অতঃপর আসিয়া বাচ্চাকে তাহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য ভাতা নির্ধারণ করিলেন, তাহার ভরণ-পোষণ, কাপড়-চোপড়ের ভার লইলেন এবং উপঢৌকনও প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি কোলের বাচ্চা কোলে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪০)। এক বর্ণনামতে মরিয়াম আসিয়া তাহার মাতাকে খবর দিলে তিনি প্রাসাদে পৌঁছিয়া বাচ্চাকে স্তন্য দান করেন। তখন সে দুধ পান করিতে লাগিল এবং দুধ পান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন তাহার মুখ দিয়া প্রায় বাহির হইয়া যাইতেছিল, 'এ আমার পুত্র'। তখন আল্লাহই তাহাকে ইহা বলা হইতে রক্ষা করেন (আল-কামিল, ১খ., ১৩২-১৩৩; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৭৮-৮০)। ইহার প্রতিই কুরআন কারীমে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঃ

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. (١٠ : ٢٨)

"যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত" (২৮ ঃ ১০)। ইহার পর আসিয়া উক্ত প্রস্তাব দেন।

ফিরআওন পত্নীর পরিচয়

ফিরআওন পত্নীর নাম ছিল আসিয়া। তাহার বংশলতিকা হইলঃ আসিয়া বিনত মুযাহিম ইবন উবায়দ ইবনুর রায়্যান ইবনুল-ওয়ালীদ। এই ওয়ালীদ ছিলেন হযতর ইউসুফ (আ)-এর সময়কার ফিরআওন। কাহারও কাহারও মতে আসিয়া ছিলেন বানূ ইসরাঈল বংশীয়া। সুহায়লীর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর ফুফু (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ. ২৩৯)। তবে ইহা যুক্তিসম্মত নহে। কেননা ফিরআওন ছিল চরম বনী ইসরাঈল বিদ্বেষী। অতএব সে তাহাদের কোন মহিলাকে বিবাহ করিতে পারে না।

হযরত মূসা (আ) -এর প্রতি অতিশয় স্নেহবৎসল হওয়ার কারণে আল্লাহ তাহাকে হিদায়াতের নি'মত দান করিয়াছিলেন এবং তাহার দুআ কবূল করিয়া জান্নাতে তাহার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন (এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে)। এক বর্ণনামতে মূসা (আ) যেদিন যাদুকরদের উপর বিজয় লাভ করেন সেই দিন আসিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করেন (ছানাউল্লাহ পানীপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ১খ, ৩৪৭)।

মূসা নামের তাৎপর্য

ইমাম ইবন জারীর তাবারীর বর্ণনামতে কিবতী ভাষায় 'মূ' অর্থ পানি, আর 'শা' অর্থ গাছ। মূসা (আ)-কে তথা তিনি যে বাক্সে ছিলেন তাহা গাছ ও পানির মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার উক্ত নামকরণ করা হইয়াছে (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৯০)।

অপর এক বর্ণনামতে মূসা হিব্রু শব্দ 'মূশা' হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ 'নাজাত দানকারী'। তিনি যেহেতু বনী ইসরাঈলকে চারি শত বৎসরের গোলামী হইতে নাজাত দান করেন সেইজন্য হয়ত-বা তাঁহার উক্ত নামকরণ করা হইয়াছে। Sibenian Bible ও ইঞ্জীলে মূসা শব্দটি এইভাবে আসিয়াছে, যাহার অর্থ "পানি হইতে সংগৃহীত"। যেহেতু ফিরআওন কন্যা অথবা তাহার স্ত্রী উহাকে নীল নদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, এইজন্য তাঁহা উক্ত নামকরণ করা হইয়া থাকিবে (আম্বিয়া-ই -কুরআন, ২খ, ৯৪)।

বংশপরিচয়

হয়রত মূসা (আ) ইবরাহীম (আ)-এর অষ্টম (মতান্তরে সপ্তম) পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ মূসা ইব্ন ইমরান ইবন কাহাছ ইব্ন গাযির (মতান্তরে য়াসহার) ইব্ন লাবী ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইবন ইবরাহীম (আ) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৩৭)। কোন কোন বর্ণনায় কাহাছ ও লাবী-এর মধ্যখানে গাযির-এর নাম উল্লেখ করা হয় নাই বরং বলা হইয়াছে ঃ কাহাছ ইবন লাবী। তাঁহার বংশ ও পূর্বপুরুষের একটি ছক নিম্নরূপ ঃ

(দ্র. আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ., ৯৫)।
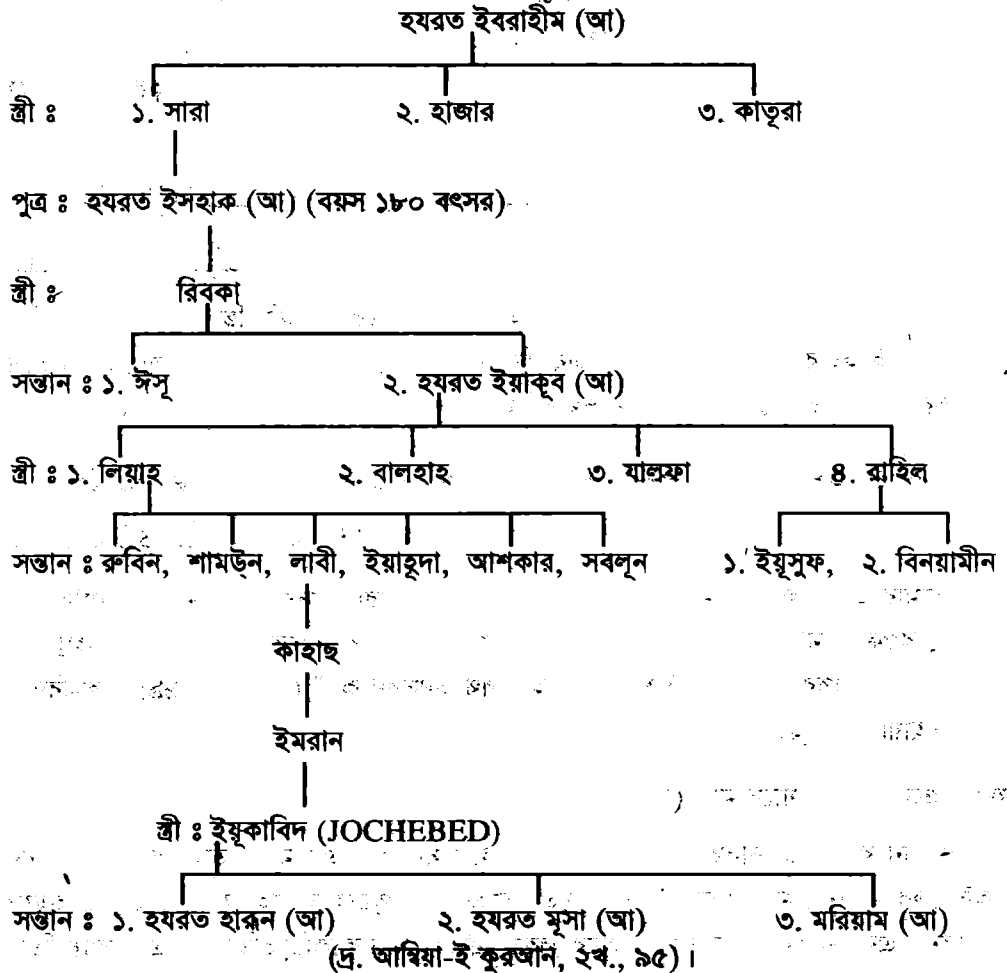
মূসা (আ)-এর পিতার নাম ইমরান। কুরআন কারীমে মূসা (আ)-এর জন্ম প্রসঙ্গে তাঁহার মাতা ও ভগ্নীর উল্লেখ আছে। কিন্তু পিতা সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই। এই জন্য অনেকের ধারণা যে, মূসা (আ)- এর জন্মের সময় তিনি জীবিত ছিলেন না (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ৯৬৭)।

হযরত মূসা (আ)-এর মাতার নাম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সুহায়লীর বর্ণনামতে তাহার নাম আয়ারুখা, মতান্তরে আয়াযাখত; ছা'লাবীর বর্ণনামতে লূখা বিনত হানিদ ইবন লাবী ইবন ইয়াকূব (আ)। কোন কোন তাফসীরে যূজান্‌য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ২৩৯)।

অন্য এক বর্ণনামতে তাহার নাম ইয়ূকাবিদ (JOCHEBED)। এক বর্ণনামতে তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর পিতা ইমরান-এর ফুফু অর্থাৎ লাবীর কন্যা (আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৫৬-১৫৮)।

হযরত মূসা (আ)-এর মাতা ছিলেন একজন সম্মানিত মহিলা এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্রী। আল্লাহ তাঁহার গর্ভে দুইজন খ্যাতিমান নবীর আবির্ভাব ঘটাইয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করেন। তিনি তাঁহার নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াও তাঁহাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবতী করেন। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِىْ وَلاَ تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ
اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . (٢٨ : ٩)

আল্লামা হাফিজ ইব্‌ন কাছীর বলেন, তবে ইহা নবুওয়াতের ওয়াহ্‌য়ি ছিল না, বরং ইহা ছিল ইলহাম। তাই ইহার অর্থ অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মৌমাছির প্রতি ইলহাম প্রেরণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ . ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً (١٦ : ١٨-١٩)

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন, গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে। ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর" (১৬ ঃ ৬৮-৬৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ২৩৯)।

ফিরআওনের রাজপ্রাসাদে মূসা (আ)

দুধ পান করানোর নির্দিষ্ট সময়কাল শেষ হইলে মূসা (আ)-এর মাতা তাঁহাকে ফিরআওনের নিকট ফেরত দেন। মূসা (আ) এখন হইতে রাজপ্রাসাদে পুত্রস্নেহে মহা আদরযত্নে বড় হইতে লাগিলেন। একদিন হযরত আসিয়া তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলেন। এক সময় তিনি

ফিরআওনের কোলে শিশু মূসাকে দিলেন। মূসা (আ) কোলে উঠিয়াই তাহার দাড়ি ধরিয়া টান দিলেন এবং কয়েকটি দাড়ি উপড়াইয়া ফেলিলেন। ফিরআওন বলিল, শীঘ্রই জল্লাদগণকে ডাক, এই সেই শিশু। আসিয়া বলিলেন, এতো অবুঝ শিশু, নিতান্তই শিশুসুলভ আচরণ সে করিয়াছে। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। মিসরে আমার চাইতে মূল্যবান ও অধিক গহনার অধিকারী আর কোন মহিলা নাই। আমি তাহার সম্মুখে ইয়াকূতের গহনা ও আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিব। সে যদি ইয়াকূত ধরে তবে বুঝিব সে জ্ঞানের অধিকারী, তখন তাহাকে হত্যা করিও। আর যদি অঙ্গার ধরে তবে বুঝিতে হইবে, সে নিতান্তই শিশু। অতঃপর আসিয়া তাহার ইয়াকূতের গহনা বাহির করিয়া একটি তশ্‌তরিতে রাখিলেন এবং অপর একটি তশ্‌তরিতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিলেন। অতঃপর মূসা (আ)-কে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। জিবরাঈল (আ) আসিয়া তাঁহার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার উঠাইয়া দিলেন আর শিশু মূসা উহা মুখে পুরিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার জিহ্বা পুড়িয়া গেল। ইহার ফলে পরবর্তী কালে তাঁহার কথায় কিছুটা তোতলামী আসিয়াছিল, যাহা দূর করিবার জন্য তিনি দু'আ করেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ "আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও, যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে" (২০ ঃ ২৭-২৮; আত-তাবারী তারীখ, ১খ, ৩৯০; আল- মুনতাজাম, ১খ, ৩৩৪)।

আল-কুরআনে হযরত মূসা (আ)

কুরআন কারীমের বহু স্থানে হযরত মূসা (আ)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা যায়, যত বেশি স্থানে তাঁহার আলোচনা ও ঘটনার উল্লেখ আসিয়াছে অন্য কোন নবীর আলোচনা তত আসে নাই। তাঁহার উম্মতের অবস্থা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অধিক সামঞ্জস্যশীল। তাঁহার ঘটনাবলীতে স্বাধীন-পরাধীনের সংগ্রাম এবং হক ও বাতিলের মুকাবিলার অপূর্ব দৃষ্টান্ত নিহিত রহিয়াছে। উপরন্তু উহা শিক্ষা ও উপদেশাবলীর এক মহাভাণ্ডার। তাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে প্রয়োজন মাফিক কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথায়ও বিস্তারিত তাঁহার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন আল-কুরআনুল কারীমে। নিম্নে তাঁহার ও বানূ ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনার স্থানসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হইল ঃ

ক্রঃ নং সূরার নাম	আয়াতসমূহ	আয়াত সংখ্যা
১. বাকারা	৪৭-৬১, ৬৩-৭৫, ৮৩-৮৭, ৯২-৯৩,	
	১০৮, ১৩৬, ২৪৬, ২৪৮	৬৫ আয়াত
২. আল ইমরান	৮৪	১
৩. নিসা	১৫৩-১৫৬, ১৬৪	১২
৪. মাইদা	১২, ১৩, ২০-২৬	৩১
৫. আনআম	৮৪-৯০, ১৪৬-১৫৪	২১

৬. আ'রাফ	১০৩-১৫৭, ১৫৯-১৭১	৬৮ ,,
৭. আনফাল	৫৪	১ ,,
৮. ইউনুস	৭৪-৯৩	২০ ,,
৯. হূদ	৯৬-৯৯, ১১০	৫ ,,
১০. ইবরাহীম	৫, ৬, ৮	৩ ,,
১১. নাহ্ল	১২৪	১ ,,
১২. বানূ ইসরাঈল	২-৮, ১০১-১০৪	১১ ,,
১৩. কাহ্ফ	৬০-৮২	২৩ ,,
১৪. মার্য়াম	৫১-৫৩	৩ ,,
১৫. তাহা	৯-৯৮	২ ,,
১৬. আম্বিয়া	৪৮, ৪৯	২ ,,
১৭. মুমিনূন	৪৫-৪৯	৫ ,,
১৮. ফুরকান	৩৫-৩৬	২ ,,
১৯. শু'আরা	১০-৬৬	৫৭ ,,
২০. নামল	৭-১৪	৮ ,,
২১. কাসাস	৩-৪৮	৪৬ ,,
২২. 'আনকাবূত	৩৯-৪০	২ ,,
২৩. আলিফ লাম-মীম সাজদা	২৩-২৪	১২ ,,
২৪. আহ্যাব	৬৯	১ ,,
২৫. আস-সাফফাত	১১৪-১২২	৯ ,,
২৬. মু'মিন	২৩-৪৫, ৫৩-৫৪	২৩ ,,
২৭. যুখরুফ	৪৬-৫৬	১১ ,,
২৮. দুখান	১৭-৩৩	১৭ ,,
২৯. জাছিয়া	১৬-১৭	২ ,,
৩০. আয-যারিয়াত	৩৮-৪০	৩ ,,
৩১. কামার	৪১-৫৫	১৫ ,,
৩২. সাফ্ফ	৫	১ ,,

৩৩. জুমু'আ	৫, ৬	২	,,
৩৪. তাহরীম	১১	১	,,
৩৫. আল-হাক্কা	৯, ১০	২	,,
৩৬. মুয্যাম্মিল	১৫, ১৬	২	,,
৩৭. আন-নাযি'আত	১৫-২৫	১১	,,
৩৮. ফাজ্র	১০-১৩	৪	,,
৩৯. আ'লা	১৯	১	,,
	মোট	৫১৬	,,

আল-কুরআনুল কারীমের কত স্থানে তাঁহার উল্লেখ আসিয়াছে সে সম্পর্কিত একটি ছক নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং সুরার নাম	স্থান সংখ্যা	ক্রমিক নং সুরার নাম	স্থান সংখ্যা
১. বাকারা	১৩ স্থানে	১৫. মু'মিনূন	২ ,,
২. আল-ইমরান	১ ,,	১৬. ফুরকান	১ ,,
৩. নিসা	৩ ,,	১৭. শু'আরা	৮ ,,
৪. মাইদা	৩ ,,	১৮. নামল	৩ ,,
৫. আন'আম	৩ ,,	১৯. কাসাস	১৮ ,,
৬. আ'রাফ	৩ ,,	২০. সাজদা	১ ,,
৭. ইউনুস	৮ ,,	২১. আহযাব	২ ,,
৮. হূদ	৩ ,,	২২. সাফ্ফাত	২ ,,
৯. ইবরাহীম	৩ ,,	২৩. মুমিন	৪ ,,
১০. বানূ ইসরাঈল	৩ ,,	২৪. যুখরুফ	১ ,,
১১. কাহফ	২ ,,	২৫. যারিয়াত	১ ,,
১২. মারয়াম	১ ,,	২৬. সাফ্ফ	১ ,,
১৩. তাহা	১৭ ,,	২৭. আন-নাযিআত	১ ,,
১৪. আম্বিয়া	১ ,,	২৮. আলা	১ ,,
		মোট	১২৯ ,,

(হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১খ, ৩৬৭-৩৭০)।

আল-কুরআনুল কারীমের যে সকল জায়গায় তাঁহার নামের উল্লেখ রহিয়াছে উহার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ
عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۔ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۔ وَاِذْ فَرَقْنَا
بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۔ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۔ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ
فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ
لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۔ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۔ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا
حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۔ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۔ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ ۔ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا
وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ
مَّا سَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۔

"হে বনূ ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম। তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারো কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না। স্মরণ কর, যখন আমি ফির্‌আওনী সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ করিয়া ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিয়া তোমাদিগকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা ছিল; যখন তোমাদের জন্য সাগরকে

দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে। যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম, তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; আর তোমরা তো জালিম। ইহার পরও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হিদায়াত-প্রাপ্ত হও। আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না, তখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে আর তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে পুনঃজীবিত করিলাম যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করিলাম, বলিয়াছিলাম; তোমাদিগকে ভাল যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে আহার কর। তাহারা আমার প্রতি কোনও জুলুম করে নাই, বরং তাহারা তাহাদের প্রতিই জুলুম করিয়াছিল। স্মরণ কর, যখন আমি বলিলাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়া এবং বল, ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করিব। কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম; কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল। স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল। বলিলাম, আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করিব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সবজী, কাঁকড়, গম, মসুর ও পিয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। মূসা বলিল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করিতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যাহা চাও সেখানে তাহা আছে। আর তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল ও তাহারা আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল" (২ ঃ ৪৭-৬১)।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ . قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ

فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ. قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

"স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, আল্লাহ তোমাদিগকে একটি গরু যবাহ্-এর আদেশ দিয়াছেন, তাহারা বলিয়াছিল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ? মূসা বলিল, আল্লাহর শরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তাহারা বলিল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহা কিরূপ? মূসা বলিল, আল্লাহ বলিতেছেন, উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নহে, অল্পবয়স্কও নহে— মধ্য বয়সী। সুতরাং যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।' তাহারা বলিল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহার রং কি? মূসা বলিল, আল্লাহ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গরু, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ় যাহা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়। তাহারা বলিল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা কোন্‌টি, আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইয়াছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাইব। মূসা বলিল, তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, সুস্থ নিখুঁত। তাহারা বলিল, এখন তুমি সত্য আনিয়াছ। যদিও তাহারা যবাহ করিতে উদ্যত ছিল না তবুও তাহারা উহাকে যবাহ্ করিল। স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে। তোমরা যাহা গোপন রাখিতেছিলে আল্লাহ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন। আমি বলিলাম, ইহার কোন অংশ দ্বারা আঘাত কর উহাকে। এইভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাহার নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার। ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। পাথরও কতক এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যাহা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নহেন" (২ঃ ৬৭-৭৪)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ.

"নিশ্চয় মূসাকে আমি কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি: মারয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ, আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ" (২ঃ৮৭)।

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهِ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূরকে তোমাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম। কুফরী হেতু তাহাদের হৃদয়ে গো-বৎস প্রীতি সিঞ্চিত হইয়াছিল। বল, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যাহার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট" (২ঃ৯২-৯৩)!

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ.

"তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাও যেইরূপ পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল? এবং যে কেহ ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায় (২ঃ১০৮)।

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ.

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি, এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী" (২ঃ১৩৬)।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে, তাহার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে; ফেরেশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে তোমাদের জন্য ইহাতে নির্দশন আছে" (২ঃ২৮৪)।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (٣ : ٨٤)

"বল, আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী" (৩ ঃ ৮৪)

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا ـ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا (٤ : ١٥٣-١٥٤)

"কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আসমান হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে। কিন্তু তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবি করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখাও। তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল; অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। আমি ইহাও ক্ষমা করিয়াছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম। তাহাদের অঙ্গীকারের জন্য তূর পর্বতকে আমি তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর। তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, শনিবারে সীমালংঘন করিও না; এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৫৩-১৫৪)।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا (٤: ١٦٤)

"অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই এবং মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন" (৪ ঃ ১৬৪)।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يَا قَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ـ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ ـ قَالُوْا يَامُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دَاخِلُوْنَ ـ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ قَالُوْا يَا مُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ. قَالَ رَبِّ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِيْ وَأَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ

(٥ : ٢٠-٢٦)

"স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী করিয়াছিলেন ও তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না, করিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা বলিল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রহিয়াছে এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না। তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেই আমরা প্রবেশ করিব। যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিল, তোমরা তাহাদের মুকাবিলা করিয়া দ্বারে প্রবেশ কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে এবং তোমরা মুমিন হইলে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর। তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহারা যত দিন সেখানে থাকিবে তত দিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না। সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগীদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও। আল্লাহ্ বলিলেন, তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল, তাহারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না" (৫ ঃ ২০-২৬)।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. (٦: ٨٤)

"আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম, পূর্বে নূহ্কেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি" (৬ ঃ ৮৪)।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسٰى نُوْرًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَعُلِّمْتُمْ مَالَمْ تَعْلَمُوْا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ. (٦ : ٩١)

"তাহারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই যখন তাহারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নাই। বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ

ছিল যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল উহা কে নাযিল করিয়াছিল? বল, আল্লাহ্ই; অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও" (৬ ঃ ৯১)।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ (١٥٤ : ٦)

"অতঃপর আমি মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ— যাহাতে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে" (৬ ঃ ১৫৪)।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۔ وَقَالَ مُوْسٰى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ۔ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۔ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۔ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ ۔ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۔ قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِيْنَ ۔ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ ۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ ۔ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔ قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ۔ قَالَ اَلْقُوْا ۔ فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ۔ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ ۔ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۔ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۔ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۔ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ۔ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۔ قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۔ وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ

وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى
وَمَنْ مَّعَهٗ اَلَا اِنَّمَا طٰئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ. وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا
نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا
وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا
الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ.
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا
يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ بِمَا
صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ. وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى
قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ. اِنَّ هٰؤُلَاءِ
مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. وَاِذْ
اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ. وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ
هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ. وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ
اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"তাহাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই; কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর। মূসা বলিল, হে ফিরআওন! আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট আনিয়াছি, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সহিত যাইতে দাও। ফিরআওন বলিল, যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল। ফিরআওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, এতো একজন সুদক্ষ যাদুকর। এ তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও? তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও, যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে। যাদুকরেরা ফিরআওনের নিকট আসিয়া বলিল, আমারা যদি বিজয়ী

হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো? সে বলিল, হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহারা বলিল, হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমারাই নিক্ষেপ করিব? সে বলিল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল, তাহাদিগকে আতঙ্কিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের যাদু দেখাইল। মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। সহসা উহা তাহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল এবং যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল। তাহারা বলিল, ঈমান আনিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। ফিরআওন বলিল, কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত; তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদিগকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য! আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম জানিবে। আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই; অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিবই। তাহারা বলিল, শুধু আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব। তুমি তো আমাদিগকে শাস্তি দান করিতেছ এইজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করিয়াছি যখন উহা আমাদের নিকট আসিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। ফিরআওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিবেন? সে বলিল, আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল। মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; রাজ্য তো আল্লাহ্‌রই! তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। তাহারা বলিল, আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও। সে বলিল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন। আমি তো ফিরআওনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে। যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত, তাহারা বলিত, 'ইহা তো আমাদের প্রাপ্য;' আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন উহা মূসা ও তাহার সংগীদের উপর দোষ আরোপ করিত। শোন তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না। তাহারা বলিল, আমাদিগকে যাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না। অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল, আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত তাহার যে অংগীকার রহিয়াছে

তদনুযায়ী। যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করিবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব। যখনই আমি তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অংগীকার ভঙ্গ করিত। সুতরাং আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি। কারণ তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল। যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করিলাম এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল। আর ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি। আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও। সে বলিল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও অমূলক। সে আরো বলিল, আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ খুঁজিব অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন? স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ফিরআওনের অনুসারীদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছি যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত; ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা। স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না। মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব। তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে কখনও দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে। যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি। সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদের যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাই। পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব. তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও

উহাতে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল" (৭ : ১০৩-১৪৬)।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلاً اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ. وَلَمَّا سُقِطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ. وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ. وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِّمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ اِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ. وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

(٧:١٤٨-١٥٦).

"মূসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলঙ্কার দ্বারা গড়িল এক গোবৎস, এক অবয়ব, যাহা 'হাম্বা' রব করিত। তাহারা কি দেখিল না যে, উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না এবং তাহাদিগকে পথও দেখায় না? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল জালিম। তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে তখন তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের উপর দয়া না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবই। মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ। তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করিলে? এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না। মূসা

বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার রহমতের মধ্যে আশ্রয় দাও, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবে। আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি। যাহারা অসৎ কার্য করে তাহারা পরে অনুতপ্ত হইলে এবং ঈমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দায়ালু। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত। মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে। আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ, তাহারা যাহা করিয়াছে সেইজন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আল্লাহ বলিলেন, আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া— তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে" (৭ : ১৪৮-১৫৬)।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهٗ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبُهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ. وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْلَكُمْ خَطِيْئَتِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ. (٧ : ١٥٩-١٦٢)

"মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সেই মতেই বিচার করে। তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল এবং মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, ভাল যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে আহার

কর। তাহারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করিতেছিল। স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা এই জনপদে বাস কর ও যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে আরো অধিক দান করিব। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জালিম ছিল তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিলাম; যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল" (৭ ঃ ১৫৯-১৬২)।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ۔ قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ۔ قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ۔ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ۔ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ۔ فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ۔ وَقَالَ مُوْسٰى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ۔ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۔ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ۔ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔ اٰلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيَاتِنَا لَغَافِلُوْنَ۔ وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۔ (١٠ : ٧٥-٩٣).

"পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তখন উহারা বলিল, ইহা তো নিশ্চয় স্পষ্ট যাদু। মূসা

বলিল, সত্য যখন তোমাদের নিকট আসিল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এইরূপ বলিতেছ? ইহা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না। উহারা বলিল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছ এবং যাহাতে দেশে তোমাদের দুইজনের প্রতিপত্তি হয়, এইজন্য? আমরা তোমাদিগে বিশ্বাসী নহি। ফিরআওন বলিল, তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদিগকে লইয়া আইস। অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা বলিল, তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা বলিল, 'তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু; নিশ্চয় আল্লাহ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকায় তাহার সম্পদায়ের একদল ব্যতীত আর কেহ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। দেশে তো ফিরআওন ছিল পরাক্রমশালী এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। মূসা বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করিয়া থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর। অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর। আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহগুলিকে ইবাদাত গৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দাও। মূসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ যদ্দ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না। তিনি বলিলেন, তোমাদের দুইজনের প্রার্থনা গৃহীত হইল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না। আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফিরআওন ও তাহার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষপরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমা লংঘন করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন বলিল, আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাহাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এখন! ইতোপূর্বে তো তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল। আমি তো বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং আমি উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর উহাদের নিকট জ্ঞান আসিলে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল। উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাহাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন" (১০ ঃ ৭৫-৯৩)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ. يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ. (٩٩-٩٦ : ١١)

"আমি তো মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম ফিরআওন ও তাহার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তাহারা ফিরআওনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফিরআওনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না। সে কিয়ামতের দিন তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে প্রবেশ করানো হইবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান। এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপপ্রাপ্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যাহা উহাদিগকে দেওয়া হইবে" (১১ ঃ ৯৬-৯৯)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ.

"নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল" (১১ ঃ ১১০)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ.
(٦-٥ : ١٤)

"মূসাকে আমি তো আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম। তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র দিবসগুলির দ্বারা উপদেশ দাও। ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফিরআওনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ করিত ও তোমাদের নারিগণকে জীবিত রাখিত এবং ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা" (১৪ ঃ ৫-৬)।

وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ. (٨ : ١٤)

মূসা বলিয়াছিল, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ" (১৪ ঃ ৮)।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا ۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۔ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۔ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۗءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۔ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۔

(١٧:٢-٨)

"আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক। আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা আমা ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করিও না। হে তাহাদের বংশধর! যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত আরোহণ করাইয়াছিলাম; সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা। এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে জানাইয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অতিশয় অহঙ্কারে স্ফীত হইবে। অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম আমার বান্দাদিগকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে। অতপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় উহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করিলাম। তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য করিবে এবং মন্দ কর্ম করিলে তাহাও করিবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে আমি আমার বান্দাদিগকে প্রেরণ করিলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিবার জন্য, প্রথমবার তাহারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেইভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করিব। জাহান্নামকে আমি করিয়াছি কাফিরদের জন্য কারাগার" (১৭ ঃ ২-৮)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اِذْ جَاۗءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَاۗءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَاۗىِٕرَ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۔ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۔ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۔ (١٧ : ١٠١-١٠٤)

"তুমি বনী ইসরাঈল জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম। যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল ফিরআওন তাহাকে বলিয়াছিল, হে মূসা! আমি মনে করি তুমি তো যাদুগ্রস্ত। মূসা বলিয়াছিল, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফিরআওন! আমি তো দেখিতেছি তোমার ধ্বংস আসন্ন। অতঃপর ফিরআওন তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল। তখন আমি ফিরআওন ও তাহার সংগিগণ সকলকে নিমজ্জিত করিলাম। ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করিয়া উপস্থিত করিব" (১৭ ঃ ১০১-১০৪)।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لاَ اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ـ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ـ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ـ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ـ قَالَ ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ـ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ـ قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ـ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ـ قَالَ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلاَ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ـ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلاَ تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ـ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ـ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ـ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ـ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصٰحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ـ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ نِ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ـ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ـ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ـ فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ـ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَالَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ـ (١٨ : ٦٠-٨٢)

"স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব। উহারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল। উহা সুড়ংগের মত নিজের পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল। যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সঙ্গীকে বলিল, আমাদের প্রাতরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সে বলিল, আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে। মূসা বলিল, আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অতঃপর উহারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল। অতঃপর উহারা সাক্ষাত পাইল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। মূসা তাহাকে বলিল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি? সে বলিল, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না, যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিবেন কেমন করিয়া? মূসা বলিল, আল্লাহ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না। সে বলিল, আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করিবেনই তবে কোনও বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহা বিদীর্ণ করিয়া দিল। মূসা বলিল, আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন। সে বলিল, আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না? মূসা বলিল, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না। অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে উহাদের সহিত এক বালকের সাক্ষাত হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মূসা বলিল, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন! সে বলিল, আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না? মূসা বলিল, ইহার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখিবেন না; আমার ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে। অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের নিকট খাদ্য চাহিল, কিন্তু তাহারা উহাদের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় উহারা এর পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন। সে বলিল, এইখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি। নৌকাটির ব্যাপার—ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত; আমি ইচ্ছা করিলাম

নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করিতে; কারণ উহাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে নৌকাসকল ছিনাইয়া লইত। আর কিশোরটি— তাহার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন। আমি আশংকা করিলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে। অতঃপর আমি চাহিলাম যে, উহাদের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। আর ঐ প্রাচীরটি— ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছে উহাদের গুপ্ত ধন এবং উহাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে, উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হইয়াছিলেন ইহাই তাহার ব্যাখ্যা" (১৮ ঃ ৬০-৮২)।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا ۔ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ۔

"স্মরণ কর এই কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। তাহাকে আমি আহবান করিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে" (১৯ ঃ ৫১ - ৫৩)।

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْرَاٰ نَا رًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّيْ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۔ فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۔ اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۔ اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۔ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى ۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ۔ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ۔ فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ۔ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۔ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۔ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۔ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۔ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۔ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۔ هٰرُوْنَ اَخِي ۔ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ ۔ وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ ۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۔ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۔ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ۔ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى ۔ اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهُ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ۔ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهُ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

وَلاَ تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ
يّٰمُوْسٰى . وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ . اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلاَ تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ . اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى .
فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَزَكّٰى اَوْ يَخْشٰى . قَالاَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى . قَالَ لاَ تَخَافَا
اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى . فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ
مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى . اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى . قَالَ فَمَنْ
رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى . قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى . قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ
رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّىْ وَلاَ يَنْسَى . الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى . كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى .
مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى . وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى . قَالَ اَجِئْتَنَا
لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى . فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَّ نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلاَ
اَنْتَ مَكَانًا سُوًى . قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى . فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى .
قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى . فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى . قَالُوْا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ
الْمُثْلٰى . فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى . قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ
نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى . قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى . فَاَوْجَسَ فِىْ
نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى . قُلْنَا لاَ تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى . وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ
سٰحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى . فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى . قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ
اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ
النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى . قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا
اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا . اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى . اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيٰى . وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ
الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى . جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ
تَزَكّٰى . وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخٰفُ دَرَكًا وَّلاَ

تَخْشٰى. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى. يٰبَنِىْٓ
اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى. كُلُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى. وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ
لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى. وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى. قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ
اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى. قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ. فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ
اَسِفًا قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ. قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى
السَّامِرِىُّ. فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ. اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ
اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ
فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ. قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى. قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ
رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا. اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ. قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ
بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ. قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ
لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا. اِنَّمَآ
اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا. (২০ : ৯-৯৮)

"মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে কি? সে যখন আগুন দেখিল তখন তাহার পরিবারবর্গকে বলিল, তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখিয়াছি। সম্ভবত আমি উহা হইতে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনিতে পারিব অথবা আমি উহার নিকটে কোন পথনির্দেশ পাইব। অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহবান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যাকায় রহিয়াছ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি। অতএব যাহা ওহী প্রেরণ করা হইতেছে তুমি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহা গোপন রাখিতে চাহি যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি? সে বলিল, উহা আমার লাঠি; আমি ইহাতে ভর দেই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি আমার

মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! তুমি ইহা নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে উহা নিক্ষেপ করিল, সংগে সংগে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না; আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব। এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া অপর এক নিদর্শনস্বরূপ। ইহা এইজন্য যে, আমি তোমাকে দেখাইব আমার মহানিদর্শনগুলির কিছু। ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও। আমার জিহবার জড়তা দূর করিয়া দাও— যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; আমার ভ্রাতা হারূনকে; তাহা দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর এবং তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর, যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বলিলেন, হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল। এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম; যখন আমি তোমার মাতাকে জানাইয়াছিলাম যাহা ছিল জানাইবার এই মর্মে যে, তুমি তাহাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও উহার শত্রু লইয়া যাইবে। আমি আমার নিকট হইতে তোমার উপর ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার ভগ্নী আসিয়া বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব কে এই শিশুর ভার লইবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই, আর আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! ইহার পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইলে। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না। তোমরা উভয়ে ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে। তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদের সহিত বাড়াবাড়ি করিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমা লংঘন করিবে। তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের সহিত বনী ইসরাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন এবং শান্তি তাহাদের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে সৎপথ। আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি তাহার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়। ফিরআওন বলিল, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক? মূসা বলিল, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্য আকৃতি দান কারিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ

করিয়াছেন। ফিরআওন বলিল, তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? মূসা বলিল, ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে আছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। আমি মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি; উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পুনর্বার তোমাদিগকে বাহির করিব। আমি তো তাহাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও অমান্য করিয়াছে। সে বলিল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য? আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থানে, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না। মূসা বলিল, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্ণে জনগণকে সমবেত করা হইবে। অতঃপর ফিরআওন উঠিয়া গেল এবং পরে তাহার কৌশলসমূহ একত্র করিল ও অতঃপর আসিল। মূসা উহাদিগকে বলিল, দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। করিলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে সেই ব্যর্থ হইয়াছে। উহারা নিজদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিল। উহারা বলিল, এই দুইজন অবশ্যই যাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদের যাদু দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে। অতএব তোমরা তোমাদের যাদু ক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হইবে সেই সফল হইবে। উহারা বলিল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলিল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। উহাদের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল উহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে। মূসা তাহার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করিল। আমি বলিলাম, ভয় করিও না, তুমিই প্রবল। তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হইবে না। অতঃপর যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল ও বলিল, আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম। ফিরআওন বলিল, কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে! দেখিতেছি, সেতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিবই এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। তাহারা বলিল, আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে তাহার উপর এবং যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না; সুতরাং তুমি কর যাহা তুমি করিতে চাহ। তুমি তো কেবল এই

পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। আর যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করিয়া, উহাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা, স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং এই পুরস্কার তাহাদেরই যাহারা পবিত্র। আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বহির্গত হও এবং উহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে— এই আশংকা করিও না এবং ভয়ও করিও না। অতঃপর ফিরআওন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, অতঃপর সমুদ্র উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিল। আর ফিরআওন তাহার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল এবং সৎপথ দেখায় নাই। হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদিগকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, আমি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমা লংঘন করিও না, করিলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হইয়া যায়। এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাহার প্রতি যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া তোমাকে ত্বরা করিতে বাধ্য করিল কিসে? সে বলিল, এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এইজন্য। তিনি বলিলেন, আমি তো তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামিরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। অতঃপর মূসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদের প্রতি আপতিত হউক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে? উহারা বলিল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই; তবে আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। অতঃপর সে উহাদের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা হাম্বা রব করিত। উহারা বলিল, ইহা তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে। তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে, উহা তাহাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করিবার ক্ষমতাও রাখে না? হারূন উহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল। উহারা বলিয়াছিল, আমাদের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা

ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না। মূসা বলিল, হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে? হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিও না। আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, তুমি বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই। মূসা বলিল, হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কী? সে বলিল, আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই, অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হইতে এক মুষ্টি লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল এইরূপ করা। মূসা বলিল, দূর হও! তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে, আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যাহার ব্যতিক্রম হইবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে। আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই। তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্ই যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তাঁহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত" (২০ ঃ ৯-৯৮)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ. (٤٩-٤٨ : ٢١)

"আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়াছিলাম 'ফুরকান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য— যাহারা না দেখিয়াও তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত" (২১ ঃ ৪৮-৪৯)।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ. فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ. فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ. (٤٩-٤٥ : ٢٣)

"অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারূনকে পাঠাইলাম, ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট কিন্তু উহারা অহংকার করিল, উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। উহারা বলিল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদেরই মত এবং যাহাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে? অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়" (২৩ ঃ ৪৫-৪৯)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيْرًا. (٣٦-٣٥ : ٢٥)

"আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারূনকে তাহার সাহায্যকারী করিয়াছিলাম। অতএব আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার

নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম" (২৫ ঃ ৩৫-৩৬)।

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلاَ يَتَّقُوْنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ. وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ. قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ. فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَآءِيْلَ. قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ. قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْ اِسْرَآءِيْلَ. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلاَ تَسْتَمِعُوْنَ. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ. قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ. قَالَ فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ. وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ. قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ. يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ. قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ. وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ. فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ. فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ. فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ. قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ. قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ. قَالُوْا لاَ ضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ. اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ. فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ. كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ. فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ. فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ. قَالَ كَلاَّ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ. فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ. وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَجْمَعِيْنَ. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ. (٢٦ : ١٠-٦٦)

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, ফিরআওনের সম্প্রদায়ের নিকট; উহারা কি ভয় করে না? তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে অস্বীকার করিবে এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নাই। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও। আমার বিরুদ্ধে তো উহাদের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে। আল্লাহ বলিলেন, না, কখনও নহে, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, শ্রবণকারী। অতএব তোমরা উভয়ে ফিরআওনের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল, আমাদের সহিত যাইতে দাও বানূ ইসরাঈলকে। ফিরআওন বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নাই? আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটাইয়াছ এবং তুমি তোমার কর্ম যাহা করিবার তাহা করিয়াছ; তুমি অকৃতজ্ঞ। মূসা বলিল, আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন, যখন ছিলাম অনবধান। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হইলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পালাইয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রাসূল করিয়াছেন। আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ, তাহা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দাসে পরিণত করিয়াছ। ফিরআওন বলিল, জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কি? মূসা বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। ফিরআওন তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমরা শুনিতেছ তো! মূসা বলিল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক। ফিরআওন বলিল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয়ই পাগল। মূসা বলিল, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝিতে!' ফিরআউন বলিল; তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব। মূসা বলিল, আমি যদি তোমার নিকট কোন স্পষ্ট নিদর্শন আনয়ন করি, তবুও? ফিরআওন বলিল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাত অজগর হইল। এবং মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল। ফিরআওন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর। এ তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাহার যাদুবলে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা কি করিবে বল? তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদের পাঠাও যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি অভিজ্ঞ যাদুকর উপস্থিত করে। অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা হইল এবং লোকদিগকে বলা হইল, তোমরাও সমবেত হইতেছ কি? যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করিতে পারি যদি উহারা বিজয়ী হয়। অতঃপর যাদুকরেরা আসিয়া ফিরআওনকে বলিল, আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো? ফিরআওন বলিল, হাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের শামিল হইবে। মূসা উহাদিগকে বলিল, তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার তাহা

নিক্ষেপ কর। অতঃপর উহারা উহাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং উহারা বলিল, ফিরআওনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হইব। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, সহসা উহা উহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল। তখন যাদুকরেরা সিজদাবনত হইয়া পড়িল এবং বলিল, আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক। ফিরআওন বলিল, কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমারা উহাতে বিশ্বাস করিলে? সে-ই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও তোমাদের পা বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিবই। উহারা বলিল, কোন ক্ষতি নাই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন। কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী। আমি মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম এই মর্মে ঃ আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনীযোগে বহির্গত হও, তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে। অতঃপর ফিরআওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাইল, এই বলিয়া, ইহারা তো ক্ষুদ্র একটি দল, উহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে; এবং আমরা তো সকলেই, সদা শংকিত। পরিণামে আমি ফিরআওন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করিলাম উহাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হইতে এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হইতে। এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বানূ ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী। উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া পড়িল। অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল তখন মূসার সঙ্গীরা বলিল, আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম। মূসা বলিল, কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করিবেন। অতঃপর মূসার প্রতি ওহী করিলাম, তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে উহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হইয়া গেল; আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে এবং আমি উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সঙ্গী সকলকে। অতঃপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে" (২৬ ঃ ১০-৬৬)।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۔ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۔ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًاۢ بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۟ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۔ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۔ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۔

(٢٧ : ٧-١٤)

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, 'আমি আগুন দেখিয়াছি, সত্বর আমি সেথা হইতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদের জন্য

আনিব জ্বলন্ত অঙ্গার, যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার।' অতপর সে যখন উহার নিকট আসিল তখন ঘোষিত হইল, ধন্য, যাহারা আছে এই আলোর মধ্যে এবং যাহারা আছে ইহার চতুষ্পার্শ্বে; জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত! হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়; তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না। বলা হইল, হে মূসা! ভীত হইও না, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না। তবে যাহারা জুলুম করিবার পরে মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। ইহা ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল, উহারা বলিল, ইহা সুস্পষ্ট যাদু। উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হইয়াছিল" (২৭ : ৭-১৪)।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوْسٰي وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ. وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰي اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِىْ وَلاَ تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خَاطِئِيْنَ. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فَارِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلاَ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُوْنَ. فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهُ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ. فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِىْ

يَسْتَنْصِرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ. فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا

قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ

تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ

فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. وَلَمَّا تَوَجَّهَ

تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ

كَبِيْرٌ. فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ. فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِيْ

عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ

نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ. قَالَ

اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا

اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا

عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ. فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا

قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّيْ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ. فَلَمَّا اَتٰهَا

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰى اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَاَنْ

اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ.

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ. وَاَخِيْ

هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا

بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ. وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ

بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ

لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهُ

مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهُ

فَنَبَذْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُوْنَ. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِىِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. وَلٰكِنَّا اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرَ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَاهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ. وَلَوْلاَ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلاَ اُوْتِىَ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ مُوْسٰى اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُوْنَ. (٢٨ : ٣-٤٨)

"আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরআওনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি, মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ফিরআওন দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল; উহাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারিগণকে সে জীবিত রাখিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করিলাম, সেই দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে, তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিতে ও উত্তরাধিকারী করিতে এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, আর ফিরআওন, হামান ও তাহাদের বাহিনীকে তাহা দেখাইয়া দিতে, যাহা উহাদের নিকট তাহারা আশংকা করিত। মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করিলাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিবে এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি ইহাকে অবশ্যই তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদের একজন করিব। অতঃপর ফিরআওনের লোকজন তাহাকে উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফিরআওন, হামান ও উহাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। ফিরআওনের স্ত্রী বলিল, এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদের উপকারে আসিতে পারে। আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই। মূসা জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত। সে মূসার ভগ্নীকে বলিল, ইহার পিছনে পিছনে যাও। সে উহাদের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল। পূর্ব হইতেই আমি ধাত্রী স্তন্য পানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম। মূসার ভগ্নি বলিল, তোমাদিগকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব, যাহারা তোমাদের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে এবং ইহার মঙ্গলকামী হইবে? অতঃপর আমি তাহাকে

ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না। যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি। সে নগরীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখায় সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল। একজন তাহার নিজ দলের এবং অপরজন তাহার শত্রুদলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল, এইভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, ইহা শয়তানের কাণ্ড, সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তিকারী। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরও বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হইব না। অতঃপর ভীত-সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তাহার প্রভাত হইল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য চাহিয়াছিল, সে তাহার সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরিতে উদ্যত হইল, তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না। নগরীর দূরপ্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল, হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে। সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী। ভীত-সতর্ক অবস্থায় সে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা কর। যখন মূসা মাদ্‌য়ান অভিমুখে যাত্রা করিল তখন বলিল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। যখন সে মাদ্‌য়ানের কূপের নিকট পৌঁছিল, দেখিল, একদল লোক তাহাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে এবং উহাদের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদের পশুগুলিকে আগ্‌লাইতেছে। মূসা বলিল, তোমাদের কী ব্যাপার? উহারা বলিল, আমরা আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। মূসা তখন উহাদের পক্ষে জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইল। তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার কাঙাল। তখন নারীদ্বয়ের একজন শরম জড়িত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, আমাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, ভয় করিও না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। উহাদের একজন বলিল, হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। সে মূসাকে বলিল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে

তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে; যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে। মূসা বলিল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল। এই দুইটি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ তাহার সাক্ষী। মূসা যখন তাহার মেয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজনবর্গকে বলিল, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবত আমি সেথা হইতে তোমাদের জন্য খবর আনিতে পারি অথবা একখানা জ্বলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড আনিতে পারি যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার। যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হইতে তাহাকে আহবান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। আরো বলা হইল, তুমি তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। তাহাকে বলা হইল, হে মূসা! সম্মুখে আইস, ভয় করিও না; তুমি তো নিরাপদ। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হইয়া। ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চাপিয়া ধর। এই দুইটি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো উহাদের একজনকে হত্যা করিয়াছি। ফলে আমি আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে। আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশঙ্কা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আল্লাহ বলিলেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনবলে উহাদের উপর প্রবল হইবে। মূসা যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি লইয়া আসিল, উহারা বলিল, ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ কথা শুনি নাই। মূসা বলিল, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে এবং আখিরাতে কাহার পরিণাম শুভ হইবে। জালিমরা কখনও সফলকাম হইবে না। ফিরআওন বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলিয়া জানি না! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহকে দেখিতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী। ফিরআওন ও তাহার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে, উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না। অতএব আমি তাহাকে ও তাহার বাহিনীকে ধরিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম। দেখ, জালিমদের পরিণাম কি হইয়া থাকে! উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম। উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহবান করিত; কিয়ামতের দিন উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। এই পৃথিবীতে আমি উহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া

দিয়াছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিত। আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিবার পর মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুত অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম; অতঃপর উহাদের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না উহাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। মূসাকে যখন আমি আহবান করিয়াছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। রাসূল না পাঠাইলে উহাদের কৃতকার্যের জন্য উহাদের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করিলে না কেন? করিলে আমরা তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম মু'মিন। অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিতে লাগিল, মূসাকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে সেরূপ দেওয়া হইল না কেন? কিন্তু পূর্বে মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই? উহারা বলিয়াছিল, দুইটিই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে এবং উহারা বলিয়াছিল, আমরা সকলকে প্রত্যাখ্যান করি" (২৮ : ৩-৪৮)।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِيْنَ . فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ . (۲۹ : ۳۹-٤۰)

"এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফিরআওন ও হামানকে। মূসা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আনিয়াছিল। তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। উহাদের প্রত্যেককেই আমি তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম : উহাদের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, উহাদের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছিল" (২৯ : ৩৯-৪০)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ . وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ . (۳۲ : ۲۳-۲٤)

"আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতএব তুমি তাহার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না, আমি ইহাকে বানূ ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম। আর আমি উহাদের মধ্য হইতে নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করিত, যেহেতু উহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল। আর উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী" (৩২ : ২৩-২৪)।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا. (٣٣ : ٦٩)

"হে মুমিনগণ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না। উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান" (৩৩ ঃ ৬৯)।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ. وَاٰتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيْنَ. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ. سَلاَمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ. (١٢٢-١١٤ : ٣٧)

"আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে। আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারাই হইয়াছিল বিজয়ী। আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে। আমি তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। তাহারা উভয়েই ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৭ ঃ-১১৪-১২২)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰي وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَفِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ. وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيْكُمْ اِلاَّ مَا اَرٰى وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ. وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يَا قَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ. مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ. وَيَاقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلاً كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ. اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ـ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ ـ وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ـ يَا قَوْمِ اِنَّ هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ـ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ وَيَا قَوْمِ مَا لِىْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىْ اِلَى النَّارِ ـ تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِىْ بِهِ عِلْمٌ وَاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ـ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ ـ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ـ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ (٤٠ : ٢٣-٤٦)

"আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম ফিরআওন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, এই লোকটা তো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী। অতঃপর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইলে উহারা বলিল, 'মূসার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের পুত্রসন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই। ফিরআওন বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে। মূসা বলিল, যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি। ফিরআওন বংশের এক ব্যক্তি, যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছে? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদিগকে যে শাস্তির কথা বলে তাহার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হইবেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে? ফিরআওন বলিল, আমি যাহা বুঝি আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি। মুমিন ব্যক্তিটি বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি, যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, 'আদ, ছামূদ ও তাহাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ তো বান্দাদের

প্রতি কোন জুলুম করিতে চাহেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের, যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে, আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে তোমাদের নিকট যাহা লইয়া আসিয়াছিল তোমরা তাহাতে বারবার সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, তাহার পরে আল্লাহ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না। এইভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদিগকে— যাহারা নিজদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন। ফিরআওন বলিল-হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই অবলম্বন—অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহ্কে; তবে আমি তো উহ"কে মিথ্যাবাদী মনে করি। এইভাবে ফিরআওনের নিকট শোষ্টনীয় করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্তকরা হইয়াছিল সরল পথ হইতে এবং ফিরআওনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে। মুমিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব। হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস। কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যাহারা মুমিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহবান করিতেছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহবান করিতেছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহবান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহবানযোগ্য নহে। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট এবং সীমালংঘকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তে অর্পণ করিতেছি; আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহ তাহাকে উহাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফিরআওন সম্প্রদায়কে। উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটিবে সেদিন বলা হইবে, ফিরআওন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে" (৪০ ঃ ২৩-৪৬)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْكِتَابَ . هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ . (٤٠ : ٥٣-٥٤)

"আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ এবং বানূ ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম সেই কিতাবের, পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য" (৪০ ঃ ৫৩-৫৪)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاٰيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ . وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَاَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ . وَقَالُوْا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ . فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ . وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ . اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ . فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ . فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ . فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ . فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ . (٥٦-٤٦ : ٤٣)

"মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত। সে উহাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবামাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল। আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে। উহারা বলিয়াছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব। অতঃপর যখন আমি উহাদিগ হইতে শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল। ফিরআওন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নহে? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা ইহা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতেও অক্ষম! মূসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ বলয় অথবা তাহার সঙ্গে কেন আসিল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদের সকলকে। তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত" (৪৩ ঃ ৪৬-৫৬)।

وَفِىْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ . فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ . فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ (٤٠-٣٨ : ٥١)

"এবং নিদর্শন রাখিয়াছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, এই ব্যক্তি হয় এক

যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ। সুতরাং আমি তাহাকে ও তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম। সে তো ছিল তিরস্কারযোগ্য" (৫১ ঃ ৩৮-৪০)।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ. (٥ : ٦١)

"স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর উহারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ উহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না" (৬১ ঃ ৫)।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى. اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى. فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى. وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى. فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى. فَكَذَّبَ وَعَصٰى. ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى. فَحَشَرَ فَنَادٰى. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى. (٢٥-١٥ : ٧٩)

"তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি? যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাহাকে আহবান করিয়া বলিয়াছিলেন, ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও— আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর? অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল। কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল। অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল। সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল আর বলিল, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপর আল্লাহ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন" (৭৯ ঃ ১৫-২৫)।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى. (١٩-١٨ : ٨٧)

"ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে— ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে" (৮৭ ঃ ১৮-১৯)।

হযরত মূসা (আ) ফিরআউন গৃহে ধীরে ধীরে বড় হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে আল্লাহ তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা দান করেন। শারীরিক শক্তির সাথে সাথে আল্লাহ তাঁহাকে জ্ঞান ও হিকমত দান করেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

"যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি" (২৮ ঃ ১৪)।

হাদীসে হযরত মূসা (আ)

হাদীছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মূসা (আ)- এর বর্ণনা আসিয়াছে, যাহার গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

قالت عائشة (رضى الله تعالى عنها) فرجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فاخبره فقال هذا الناموس الذى أنزل الله على موسى وإن أدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا-

"আয়শা (রা) বলেন, নবী (স) (হিরা পর্বতের গুহা হইতে) খাদীজা (রা)- এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অন্তর কাঁপিতেছিল। তখন খাদীজা (রা) তাঁহাকে লইয়া ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফালের নিকট গেলেন। তিনি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তিনি আরবী ভাষায় ইনজীল পাঠ করিতেন। ওয়ারাকা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কী দেখিয়াছেন? নবী (স) তাঁহাকে সব ঘটনা জানাইলেন। ওয়ারাকা বলিলেন, এতো সেই নামূস (ফেরেশতা) যাঁহাকে আল্লাহ মূসা (আ)- এর কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আপনার সেই সময় যদি আমি পাই তবে সর্বশক্তি দিয়া আমি আপনাকে সাহায্য করিব" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীছ নং ৩১৪৬)।

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى بى رأيت موسى وإذاهو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة.

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলিয়াছেন, যে রাত্রে আমার মি'রাজ হইয়াছিল সেই রাত্রে আমি মূসা (আ)-কে দেখিতে পাইয়াছি। তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা দেহবিশিষ্ট তাঁহাকে শানূআ গোত্রের ব্যক্তি মনে হইতেছিল। তিনি যেন শানূআ গোত্রের একজন লোক" (আল-বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, পৃ. ৪৮১, হাদীছ নং ৩১৪৮)।

عن ابن عباس (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغى لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى وذكر النبى صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به فقال موسى ادم طوال كأنه من رجال شنوءة.

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (স) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাহারও এই কথা বলা উচিৎ নহে যে, আমি ইউনুস (আ) ইব্‌ন মাত্তা হইতে উত্তম। আর নবী (স) মি'রাজের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ মূসা (আ) গৌরবর্ণের দীর্ঘদেহী ছিলেন, যেন শানূআ গোত্রের সদস্য" (বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩১৪৯)।

عن ابن عباس (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعنى عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق ال فرعون فصام موسى شكرا لله فقال انا اولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه.

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনাবাসীকে এমন অবস্থায় পাইলেন যে, তাহারা একদিন সাওম পালন করে অর্থাৎ আশূরার দিন। তাহারা বলিল, ইহা একটি মহান দিন। ইহা এমন দিন যেদিন আল্লাহ মূসা (আ)-কে নাজাত দিয়াছিলেন এবং ফিরআওন সম্প্রদায়কে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর মূসা (আ) আল্লাহ্র শুক্রিয়া হিসাবে এই দিন সাওম পালন করিয়াছেন। তখন নবী (স) বলিলেন, তাহাদের তুলনায় আমি মূসা (আ)- এর বেশী ঘনিষ্ঠ। সুতরাং তিনি নিজেও এই দিন সাওম পালন করিয়াছেন এবং এই দিন সাওম পালনের আদেশ দিয়াছেন" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩১৫০; আবু দাঊদ, সুনান, কিতাবুস সাওম, বাব সাওমু ইয়াওমি 'আশূরা, হাদীছ নং ২৪৪৪; ইব্ন মাজা, সুনান, বাব সিয়ামি ইয়াওমি আশূরা, হাদীছ নং ১৭৩৪; আদ-দারিমী, সুনান, বাব ফিস-সিয়াম ইয়াওমি 'আশূরা, হাদীছ নং ১৭৫)।

عن ابى سعيد (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور.

"আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী (স) বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুঁশ হইয়া যাইবে। সর্বপ্রথম আমারই হুঁশ ফিরিয়া আসিবে। তখন হঠাৎ আমি মূসাকে দেখিতে পাইব যে, তিনি আরশের খুঁটিগুলির একটি ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমি জানি না আমার পূর্বেই কি তাঁহার হুঁশ আসিল, নাকি তূর পাহাড়ে বেহুঁশ হওয়ার প্রতিদান তাঁহাকে দেওয়া হইল" (আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩১৫১; মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৯৩৭; আবু দাঊদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ, হাদীছ নং ৪৬৭১)।

عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى اخر فقال كذب ما الله حدثنا أبى من كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم أن موسي قال خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس اعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال له بلى لى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال اي رب ومن لى به وربما قال سفيان أى رب وكيف لي به قال تأخذ حوتا فتجعله فى مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم وربما قال فهو ثمه وأخذ حوتا فجعله فى مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتي أتيا الصخرة وضعا رؤسهما فرقد موسي واضطرب الحوت فخرج فسقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبا قال له موسى ذلك ماكنا نبغى فارتدا على

اثارهما قصصا رجعا يقصان اثارهما حتى انتهيا إلي الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنى بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بنى إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا قال يا موسى إنى على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علميكه الله لا أعلمه قال هل أتبعك قال إنك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله إمرا فانطلقا يمشيان علي ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا فى السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى بالبحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا مثل مانقص هذا العصفور بمنقاره من البحر إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال فلم يفجا موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدم فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا فكانت الاولى من موسى نسيانا فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معى صبرا قلَ أن سألتك عن شيئ بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أومأ بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال النبى صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما قال سفيان قال النبى صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لى سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من انسان فقال ممن أتحفظه ورواه احد عن عمرو غيرى سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه.

"সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম, নাওফাল আল-বাক্কালী ধারণা করে যে, খিযর-এর সঙ্গী মূসা বনী ইসরাঈলের নবী মূসা (আ) নহেন, তিনি অন্য এক মূসা। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা কথা বলিয়াছে। উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) নবী

(স) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, মূসা (আ) বানূ ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি সবচাইতে বেশী জ্ঞানী? তিনি বলিলেন, আমি। মূসা (আ)-এর এই উত্তরে আল্লাহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কেননা জ্ঞানকে তিনি আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করেন নাই। আল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন, বরং দুই নদীর সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তাঁহার নিকট পৌছাইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে? কখনও সুফ্য়ান এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাঁহার সহিত কিভাবে সাক্ষাত করিব? আল্লাহ বলিলেন, তুমি একটি (রান্না করা) মাছ লও এবং তাহা একটি থলির মধ্যে রাখো। যেখানে গিয়া তুমি মাছটি হারাইয়া ফেলিবে সেইখানেই তিনি অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর মূসা (আ) একটি মাছ লইলেন এবং তাহা থলির মধ্যে রাখিলেন। ইহার পর তিনি ও তাঁহার সঙ্গী ইউশা ইব্ন নূন চলিতে লাগিলেন এবং তাহারা উভয়ে নদীর তীরে একটি পাথরের নিকট আসিয়া পৌছিলেন, অতঃপর উহার উপর মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিলেন। এই সময় মূসা (আ) ঘুমাইয়া পড়িলেন আর মাছটি ছটফট করিতে করিতে থলি হইতে বাহির হইয়া নদীতে নামিয়া গেল। অতঃপর উহা নদীতে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করিয়া লইল। আর আল্লাহ মাছটির চলার পথে পানির গতি থামাইয়া দিলেন, ফলে ইহার গমন পথটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হইয়া গেল। এ সময় নবী (স) হাতের ইশারা করিয়া বলিলেন, এইভাবে সুড়ঙ্গের মত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা উভয়ে অবশিষ্ট রাত এবং পূর্ণ দিবস পথ চলিলেন। এমনিভাবে চলিতে চলিতে যখন পরের দিন ভোর হইল তখন মূসা (আ) তাঁহার যুবক সঙ্গীকে বলিলেন, আমাদের ভোরের খাবার আন। আমরা এই সফরে খুব ক্লান্তি অনুভব করিতেছি। বস্তুত মূসা (আ) যে পর্যন্ত আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম করেন নাই সে পর্যন্ত তিনি সফরে কোনও ক্লান্তিই অনুভব করেন নাই। তখন তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন সেই পাথরটির-কাছে বিশ্রাম লইতেছিলাম তখন (মাছটি পানিতে চলিয়া গিয়াছে)। মাছটি চলিয়া যাওয়ার কথা বলিতে আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আপনার নিকট তাহা উল্লেখ করিতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। মাছটি নদীতে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া লইয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গের মত আর তাঁহাদের জন্য ছিল একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, উহাই তো সেই স্থান যাহা আমরা খুঁজিতেছি। অতঃপর উভয়ে নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। এমনিভবে তাঁহারা সেই পাথরটির নিকট আসিয়া পৌছিলেন এবং দেখিলেন, সেখানে একজন লোক কাপড়ে আবৃত অবস্থায় আছেন। মূসা (আ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। তিনি সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, এইখানে সালাম কি করিয়া আসিল? তিনি বলিলেন, আমি মূসা। তিনি বলিলেন, বানূ ইসরাঈলের মূসা? মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ। আমি আপনার নিকট আসিয়াছি এইজন্য যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমার আল্লাহ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে যাহা আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন কিন্তু তাহা আপনি জানেন না। আর অপনারও আল্লাহ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে যাহা

আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু তাহা আমি জানি না। মূসা (আ) বলিলেন, আমি কি আপনার সঙ্গী হইতে পারি? তিনি বলিলেন, আপনি কখনও আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন না। আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্য রাখিবেনই বা কি করিয়া যাহার সংবাদ আপনার জ্ঞানায়ত্তের বাহিরে! মূসা (আ) বলিলেন, ইনশাল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণকারীরূপে পাইবেন, আমি আপনার কোন নির্দেশই অমান্য করিব না। তিনি বলিলেন, আপনি যদি আমার সঙ্গী হইতে চাহেন তবে কোনও বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। অতঃপর তাহারা উভয়ে রওয়ানা হইয়া নদীর তীর দিয়া চলিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। তাঁহারা তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। নৌকার মাঝিগণ খিযরকে চিনিয়া ফেলিল। তাহারা তাঁহাকে বিনা পারিশ্রমিকে উঠাইয়া লইল। তাঁহারা দুইজন যখন নৌকায় আরোহণ করিলেন তখন একটি চড়ুই পাখি আসিয়া নৌকাটির এক পার্শ্বে বসিল এবং একবার কি দুই বার নদীর পানিতে তাহার নৌকা ডুবাইল। খিযর (আ) বলিলেন, হে মূসা! আমার ও আপনার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্র জ্ঞান হইতে ততটুকুও হ্রাস পায় নাই যতটুকু এই পাখিটি তাহার ঠোঁটের সাহায্যে নদীর পানি হ্রাস করিয়াছে। অতঃপর খিযর (আ) হঠাৎ করিয়া একখানি কুঠার লইয়া নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মূসা (আ) বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনি একি করিলেন! উহারা আমাদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে আরোহণ করাইয়াছে, আর আপনি উহাদের নৌকার আরোহীদিগকে ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করিয়া দিলেন! ইহাতো আপনি একটি গুরুতর কাজ করিলেন। খিযর (আ) বলিলেন, আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত কখনো ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। মূসা (আ) বলিলেন, আমি যে বিষয়টি ভুলিয়া গিয়াছি তাহার জন্য আমাকে দোষারোপ করিবেন না। আর আমার এই আচরণে আমার প্রতি কঠোর হইবেন না। মূসা (আ)-এর পক্ষ হইতে ইহা প্রথম ভুল হইয়া গেল। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ে নদী পার হইয়া আসিলেন তখন তাহারা একটি বালকের পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। সে অন্যান্য বালকের সহিত খেলা করিতেছিল। খিযর (আ) তাহার মাথা ধরিলেন এবং নিজ হাতে ছেলেটির ঘাড় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মূসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ ছেলেকে বিনা অপরাধে হত্যা করিলেন! নিশ্চয়ই আপনি একটি অন্যায় কাজ করিলেন। খিযর (আ) বলিলেন, আমি কি অপনাকে বলিনাই যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না? মূসা (আ) বলিলেন, ইহার পর যদি আমি আপনাকে আর কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহা হইলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখিবেন না। আমার ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক লোকালয়ে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহারা গ্রামবাসীদের নিকট খাবার চাহিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাদের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। তারপর তাঁহারা সেইখানেই একটি প্রাচীর দেখিতে পাইলেন, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল। তাহা একদিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছিল। খিযর (আ) তাহা নিজের হাতে সোজা করিয়া দিলেন। বর্ণনাকারী আপন হাতে এইভাবে ইশারা করিলেন। আর সুফ্য়ান (রা) এমনভাবে ইঙ্গিত করিলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিক হইতে মুছিয়া

দিতেছেন। 'মাইলান' অর্থ 'ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে'। কথাটি আমি সুফ্য়ানকে মাত্র একবার বলিতে শুনিয়াছি। মূসা (আ) বলিলেন যে, তাহারা এমন মানুষ যে, আমরা তাহাদের নিকট আসিলাম। তাহারা আমাদিগকে না খাবার পরিবেশন করিল, না আমাদের মেহমানদারী করিল। আর আপনি ইহাদের প্রাচীর সোজা করিতে গেলেন! আপনি ইচ্ছা করিলে ইহার বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করিতে পারিতেন। খিযর (আ) বলিলেন, এইখানেই আপনি ও আমার সাহচর্যের অবসান হইল। তবে এখনই আমি আপনাকে অবহিত করিতেছি ঐ সব কথার গূঢ় রহস্য, যেসব ব্যাপারে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই। নবী (স) বলেন, আফসোস! মূসা (আ) যদি ধৈর্য ধারণ করিতেন তাহা হইলে আমাদের নিকট তাঁহাদের আরো অনেক বেশী খবর বর্ণিত হইত" (আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩১৫৪; মুসলিম, ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৯৪৮)।

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حَيِيًّا سِتِّيْرًا لا يرى من جلده شيئ استحياء منه فأذاه من أذاه من بنى اسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التَّسَتُّرَ الا من عيب بجلده إما برص وأما أدرة وإما افة وإن الله أراد ان يُبَرِّئَهُ مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبى حجر ثوبى حجر حتى انتهى إلى ملأ من بنى اسرائيل فرأوه عريانا احسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثرضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذالك قوله يأيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মূসা (আ) লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সব সময় শরীর আবৃত রাখিতেন। লজ্জাশীলতার কারণে তাঁহার দেহের কোনও অংশ খোলা দেখা যাইত না। বনী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোক তাঁহাকে খুব কষ্ট দিত। তাহারা বলিত, তিনি যে তাঁহার শরীরকে এত বেশী ঢাকিয়া রাখেন তাহার কারণ হইল, তাঁহার শরীরে কোন দোষ আছে। হয়তো শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে। আল্লাহ ইচ্ছা করিলেন, মূসা (আ) সম্পর্কে তাহারা যে অপবাদ রটাইয়াছে তাহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে। অতঃপর একদিন নির্জন স্থানে গিয়া তিনি একাকী হইলেন এবং তাঁহার পরনের কাপড় খুলিয়া একটি পাথরের উপর রাখিলেন, অতঃপর গোসল করিলেন। গোসল সমাপন করিয়া যখনই তিনি কাপড় লওয়ার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার কাপড়সহ পাথরটি ছুটিয়া চলিল। তখন মূসা (আ) তাঁহার লাঠিটি হাতে লইয়া পাথরটির পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, পাথর আমার কাপড়! পাথর আমার কাপড়! এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত পাথরটি বনী ইসরাঈলের একদল লোকের নিকট গিয়া পৌঁছিল। ফলে তাহারা মূসা (আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিল যে, তাঁহার শরীর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে সুন্দর এবং তাহারা তাঁহাকে যে অপবাদ

দিয়াছিল সেইসব দোষ হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। এইবার পাথরটি থামিল। মূসা (আ) তাঁহার কাপড় লইয়া পরিধান করিলেন এবং তাঁহার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরটিকে সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্র কসম! ইহার ফলে পাথরটিতে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়িয়া গেল। আর ইহাই হইল আল্লাহর এই বাণীর সারকথা ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা মূসাকে কষ্ট দিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে তাহাদের দেওয়া অপবাদ হইতে মুক্তি দিলেন। আর তিনি আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন" (বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩, হাদীছ নং ৩১৫৭; মুসলিম, ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৯৩৩)।

عن عبد الله (رض) قال قسم النبى صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل أن هذا لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب فى وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر.

"আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কিছু জিনিস বন্টন করেন। তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইহা এমন ধরনের বন্টন যাহা দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। আমি নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিলাম। ইহাতে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি তাঁহার চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির ভাব দেখিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁহাকে ইহার চাইতে অনেক বেশী কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন" (আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৩১৫৮)।

عن أبى هريرة (رض) قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع أليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أى رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالان قال فسأل الله انا يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر قال ابو هريرة (رض) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره من جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر.

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর ফেরেশ্তাকে মূসা (আ)-এর নিকট পাঠানো হইল। ফেরেশতা তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে একটি চপেটাঘাত করিলেন। ফেরেশতা তাঁহার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠাইয়াছেন, যিনি মৃত্যু চাহেন না। আল্লাহ বলিলেন, তুমি তাহার নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে বল, সে যেন তাহার হাত একটি গরুর পিঠে রাখে। তাহার হাত যতগুলি পশম ঢাকিবে তাহার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাঁহাকে এক বৎসর করিয়া হায়াত দেওয়া হইবে। মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তাহার পর কি হইবে? আল্লাহ বলিলেন, তাহার পর মৃত্যু। মূসা

(আ) বলিলেন, তবে উহা এখনই হউক। তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট আরজ করিলেন, তাহাকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' তথা পবিত্র ভূমি হইতে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে কবর দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আমি যদি সেখানে থাকিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টিলার নিচে তাঁহার কবরটি দেখাইয়া দিতাম (আল-বুখারী, বাব ওয়াফাতু মূসা (আ) ওয়া যিকরুহু বা'দু, ১খ, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ৩১৬০; মুসলিম, ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৯৩৫, ৫৯৩৬)। তবে মুসলিমের বর্ণনায় ففقأ عينه এবং فرد الله عينه বাক্য দুইটি বেশী আছে। যাহার অর্থ হইল, চপেটাঘাতের কারণে ফেরেশতার একটা চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ ফেরেশতার সে চোখ ভাল করিয়া দিলেন।

عن ابى هريرة (رض) قال بينما يهودى يعرض سلعته أعطى بها شيئا كرهه فقال لا والذى اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذى اصطفى موسى على البشر والنبى الله صل عليه وسلم بين اظهر فذهب اليه فقال يا ابا القاسم انا لى ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهى فقال لم لطمت وجهه فذكره . فغضب النبى صلى الله عليه وسام حتى رؤى فى وجهه ثم قال لا تفضلوا بين انبياء الله فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى اخذ بالعرش فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلى ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى .

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহূদী কিছু মাল বিক্রয় করিতেছিল। মূল্য দেওয়া হইলে সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সে বলিল, না, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসা (আ)-কে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। আনসারদের এক লোক ইহা শুনিয়া তাহার মুখে চপেটাঘাত করিলেন এবং বলিলেন, তুমি বলিতেছ সেই সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন! অথচ নবী (স) আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। অতঃপর ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া বলিল, হে আবুল কাসিম! আমি যিম্মী এবং মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মানুষ। অমুক কেন আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করিল? রাসূলুল্লাহ (স) আনসার লোকটিকে বলিলেন, তুমি কেন তাহার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করিলে? অতঃপর তিনি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। ইহাতে নবী (স) খুব রাগান্বিত হইলেন, এমনকি তাঁহার চেহারায় সে রাগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে তারতম্য করিও না। কেননা (কিয়ামতের দিন) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আসমান ও যমীনের সকলেই বেহুঁশ হইয়া পড়িবে, শুধু আল্লাহ যাহাদিগকে চাহিবেন তাহারা ব্যতীত। পরে দ্বিতীয় বার যখন ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন আমিই সর্বপ্রথম উত্থিত হইব। উত্থিত হইয়াই দেখিতে পাইব যে, মূসা (আ) আরশ ধরিয়া আছেন। আমার জানা নাই যে, তূর পাহাড়ে তাঁহার বেহুঁশ হওয়াটাই তাঁহার এখনকার বেহুঁশ না হওয়ার কারণ, না আমার আগেই তাঁহার হুঁশ ফিরিয়াছে? আর আমি একথাও বলি না যে, কেহ (কোন নবী)

ইউনুস ইব্ন মাত্তা হইতে বেশী মর্যাদাবান" (আল-বুখারী, পৃ. ৪৮৫, হাদীছ নং ৩১৬৭; মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৫৯৩৭)।

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى ادم وموسى فقال موسى لأدم أنت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال له ادم أنت الذى اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وانزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب على قبل ان يخلقنى قال نعم فحج ادم موسى.

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল। মূসা (আ) আদম (আ)-কে বলিলেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি, যে মানবজাতিকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছেন এবং তাহাদিগকে জান্নাত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন? আদম (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁহার রিসালাতের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং আপনাকে নিজের জন্য বাঁছাই করিয়া লইয়াছেন, আর আপনার উপর তাওরাত অবতরণ করিয়াছেন? মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আপনি তাহাতে অবশ্যই পাইয়াছেন যে, আমার সৃষ্টির পূর্বেই তাহা আমার জন্য লিখিয়া রাখা হইয়াছে? মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এইভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর যুক্তিতর্কে জয়ী হইলেন" (আল-বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা তাহা, হাদীছ নং ৫২৬৮; তিরমিযী, আল-জামি, ২খ, ৩৫, আবওয়াবুল কাদ্‌র)।

عن ابن عباس (رض) قال خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت على الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى فى قومه.

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার নিকট সকল নবীর উম্মাতকে পেশ করা হইয়াছিল। তখন আমি এক বিরাট দল দেখিতে পাইলাম, যাহা আকাশের দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। তখন বলা হইল, ইনি হইলেন মূসা (আ), যিনি আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন" (আল-বুখারী, কিতাবুল-আম্বিয়া, হাদীছ নং ৩১৬৩)।

عن ابى هريرة (رض) ....يقول إبراهيم نفسى نفسى إذهبوا إلى غيرى إذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون ياموسى أنت رسول الله فضلك لله برسالاته وكلامه على الناس إشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربى قد فضب اليوم فضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى إذ هبوا إلى عيسى.....

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট শাফাআত সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ হইলঃ "আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন....... সেইদিন ইবরাহীম (আ) বলিলেন, নাফসী! নাফসী (আমার নিজেরই তো উপায় দেখিতেছি না)! তোমরা অন্যের নিকট যাও। তোমরা

মূসার নিকট যাও। তখন লোকেরা মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে তাঁহার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা অন্য লোকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখিতেছেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি? তখন মূসা (আ) বলিবেন, আমার প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হইয়াছেন যে, ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত রাগান্বিত হন নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনো এত রাগান্বিত হইবেন না। আমি একজন মানুষ হত্যা করিয়াছিলাম যাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয় নাই। নাফসী, নাফসী, নাফসী! তোমরা অন্যের নিকট যাও। তোমরা ঈসার নিকট যাও...... (তিরমিযী, আল-জামি, ২খ, ৬৬, বাব মা জাআ ফিশ-শাফাআতি)।

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت بذالك حتى اتى على موسى فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك قلت فرض على خمسين صلاة قال فارجع الى ربك فإن أمتك لا تطيق ذالك فراجعت ربى فوضع عنى شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذالك فراجعت ربى فقال هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحييت من ربى.

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। আমি উহা লইয়া ফিরিয়া আসি। মূসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। মূসা (আ) বলিলেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যান, কেননা আপনার উম্মাত ইহা আদায় করিতে সমর্থ হইবে না। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া গেলাম। তিনি আমা হইতে উহার বিরাট একটি অংশ (অর্ধেক) হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া উক্ত সংবাদ জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যান, কেননা আপনার উম্মাত ইহা আদায় করিতে সমর্থ হইবে না। অতপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, এখন পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করিবে। আর উহা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমমর্যাদাসম্পন্ন। আমার কথার কোনও পরিবর্তন হয় না। অতঃপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, আবারও আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যান। আমি বলিলাম, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছি" (ইব্ন মাজা, আস-সুনান, কিতাবু ইকামাতিস-সালাত, হাদীস নং ১৩৯৯)।

عن ابن مسعود (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت.

"ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী (স) বলেন, মূসা (আ) যেদিন তাঁহার প্রতিপালকের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন সেই দিন তাঁহার পরনে ছিল পশমের চাদর, পশমের জুব্বা, পশমের টুপি ও পশমের পায়জামা। আর তাঁহার পাদুকা দুইটি ছিল মৃত গাধার চামড়ার তৈরী" (তিরমিযী, আল-জামি, ১খ, ২০৬-২০৭, আবওয়াবুল-লিবাস)।

عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أى واد هذا قالوا وادى الأزرق قال كأنى أنظر إلى موسى (فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود) واضعا إصبعيه فى أذنيه له جُؤَارٌ إلى الله بالتلبية مَارًّا بهذا الوادى.

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মক্‌কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। অতঃপর আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা কোন্ উপত্যকা? সাহাবীগণ বলিলেন, ইহা 'আযরাক' উপত্যকা। তিনি বলিলেন, আমি যেন মূসা (আ)-কে দেখিতেছি (অতঃপর তিনি তাঁহার লম্বা চুল সম্পর্কে কিছু বলিলেন, যাহা রাবী দাঊদ স্মরণ রাখিতে পারেন নাই)। তিনি তাঁহার দুই অঙ্গুলী তাঁহার উভয় কানের মধ্যে রাখিয়াছেন এবং এই উপত্যকা অতিক্রম করা অবস্থায় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাতর কণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করিতেছেন" (ইব্‌ন মাজা, আস-সুনান, বাবুল হাজ্জ আলার-রাহ্‌ল, হাদীছ নং ২৮৯১)।

عن البراء بن عازب قال مر النبى صلى الله عليه وسلم بيهودى محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون فى كتابكم حد الزانى قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانى قال لا ولولا أنك نشدتنى لم أخبرك نجد حد الزانى فى كتابنا الرجم لكنه كثر فى أشرافنا الرجم فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيئ نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبى صلى الله عليه وسلم أللهم أنى أول من احيا أمرك إذا أماتوه وأمر به فرجم.

"বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণিত। একদা নবী (স) এক ইয়াহূদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহার মুখে কালি লেপন করা হইয়াছিল, যাহাকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। তিনি ইয়াহূদীদিগকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, ব্যভিচারীর শাস্তি তোমাদের কিতাবে কি এইরূপই পাইয়াছ? তাহারা বলিল, হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাদের একজন আলিমকে ডাকিলেন। বলিলেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম দিয়া তোমাকে বলিতেছি, যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল করিয়াছেন! ব্যভিচারীর শাস্তি কি তোমরা এইরূপই পাইয়াছ? সে বলিল, না। আপনি যদি আমাকে কসম দিয়া না বলিতেন তবে আমি আপনাকে ইহা জানাইতাম না। ব্যভিচারীর শাস্তি আমরা আমাদের কিতাবে পাইয়াছি

'রাজম' (প্রস্তরাঘাতে হত্যা)। কিন্তু আমাদের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 'রাজম'-এর অপরাধ বাড়িয়া গেল। তাই আমরা যখন কোন ভদ্র ও অভিজাত লোককে ধরিতাম তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম। আর (উক্ত অপরাধে) যখন দুর্বল লোককে ধরিতাম তখন তাহার উপর শাস্তি প্রয়োগ করিতাম। তখন আমরা বলিলাম, আইস! আমরা এমন একটি ব্যবস্থার উপর একমত হই যাহা আমরা ভদ্র ও নিম্নবর্ণ সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রয়োগ করিতে পারি। অতঃপর আমরা 'রাজম'-এর স্থলে মুখে কালি লেপন ও বেত্রাঘাত-এর উপর একমত হইলাম। অতঃপর নবী (স) বলিলেন, হে আল্লাহ! তোমার বিধান যখন তাহারা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল তখন আমিই সর্বপ্রথম উহা জীবিত করিলাম। তখন নির্দেশমত তাহাকে 'রাজম' করা হইল" (ইব্ন মাজা, কিতাবুল আহ্কাম, হাদীছ নং ২৫৫৮)।

বাইবেলে হযরত মূসা (আ)

বাইবেলের বিরাট একটি অংশে মূসা (আ) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষত ইহার পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর অন্তর্ভুক্ত পঞ্চ পুস্তক যথা আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ। শেষোক্ত চারটির পুরাটাই জুড়িয়া রহিয়াছে মূসা (আ) সম্পর্কিত বিবরণ।

বহু শতাব্দী যাবত ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তো বিশ্বাসই করিয়া আসিতেছিল যে, তাওরাতের লেখক হইতেছেন স্বয়ং হযরত মূসা (আ)। তিনি যে তাওরাতের এই পাঁচটি খণ্ড রচনা করিয়াছিলেন, খৃস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সেই ধারণা সঠিক বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস অব্যাহত ছিল। ফ্লাভিয়াস জোসেফাস ও আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো ছিলেন এই ধারণার সমর্থক। তবে বর্তমান কালে এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাওরাত যে মূসা (আ)-এর রচনা নহে সেই বিষয়ে এখন আর কাহারও দ্বিমত নাই (বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, মূল ড.মরিস বুকাইলি, অনু. আখ্তার-উল্-আলম, পৃ. ২৪)। এখানে পঞ্চ পুস্তকের চারিটি হইতে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইল।

যাত্রাপুস্তক

ইহার শুরুতে তথা প্রথম অধ্যায়ে ইসরাঈলীদের বৃদ্ধি ও দৌরাত্ম্য ভোগের আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে মূসা (আ)-এর বিবরণ শুরু হইয়াছে। প্রথমে মূসা (আ)-এর জন্ম ও তাঁহাকে সংরক্ষণের বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যাহা কুরআন কারীমের বর্ণনার সহিত কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ। বলা হইয়াছে: "আর সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন ও শিশুটিকে সুশ্রী দেখিয়া তিন মাস গোপনে রাখিলেন। পরে আর গোপন করিতে না পারাতে তিনি এক নলের পেটরা লইয়া মেটিয়া তৈল ও আলকাতরা লেপন করিয়া তাহার মধ্যে বালকটিকে রাখিলেন ও নদী তীরস্থ নলবনে তাহা স্থাপন করিলেন। আর তাহার কি দশা ঘটে তাহা দেখিবার জন্য তাহার

ভগ্নি দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ফরৌনের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আসিলেন এবং তাহার সহচরীগণ নদীর তীরে বেড়াইতেছিল। আর তিনি নলবনের মধ্যে ঐ পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে তাহা আনিতে পাঠাইলেন। পরে পেটরা খুলিয়া শিশুটিকে দেখিলেন; তখন ছেলেটি কাঁদিতেছে" (যাত্রাপুস্তক ২ ঃ ২ -৬)।

অতঃপর তাহাকে আনিয়া তাহার নামকরণ করা হইল মোশি অর্থাৎ টানিয়া তোলা। কেননা তিনি কহিলেন, আমি তাহাকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়াছি (প্রাগুক্ত, ২ ঃ ১০)।

অতঃপর তাঁহার মাদ্য়ান উপস্থিতি, সেখানে যিথ্রো নামক মাদয়ানের যাজকের কন্যাকে বিবাহ ও পুত্র সন্তান লাভ, স্বীয় শ্বশুরের মেষপাল চরানো এবং একদিন মেষপালন লইয়া গিয়া হোরেবে ঈশ্বরের পর্বতে উপস্থিতি, সেখানে সদাপ্রভুর দূতের দর্শন দান ও নবূওয়াত প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভ্রাতা হারূন (আ)-কেও তাঁহার সঙ্গী হিসাবে নবূওয়াত প্রদানের ঘোষণা দিয়া বলা হইয়াছে, "আর তোমার ভ্রাতা হারোন তোমার ভাববাদী হইবে" (প্রাগুক্ত, ৭ ঃ ১)। অতঃপর ফিরআওন তাহাদের দাওয়াতে সাড়া না দেওয়ায় একে একে রক্ত, ভেক, পিত্ত, দংশক, পশুর মহামারী, মানুষ ও পশুর শরীরে ক্ষত, ভারী শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, গাঢ় অন্ধকার প্রভৃতি নিদর্শন প্রেরণ এবং বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ-এর সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর মূসা (আ)-কে দশ আজ্ঞা ও নানাবিধ আজ্ঞা প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

লেবীয় পুস্তক

এই পুস্তকে বিভিন্ন ধরনের বলি ও উহার নিয়ম উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন 'হোম বলির নিয়ম' সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "পরে সদাপ্রভু মোশিকে ডাকিয়া সমাগম তাম্বু হইতে এই কথা কহিলেন, তুমি ইসরায়েল সন্তানগণকে কহ, তোমাদের কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উপহার উৎসর্গ করে তবে সে পশুপাল হইতে অর্থাৎ গোরু কিংবা মেষপাল হইতে আপন উপহার লইয়া উৎসর্গ করুক। সে যদি গোপাল হইতে হোমবলির উপহার দেয় তবে নির্দোষ এক পুংপশু আনিবে; সদাপ্রভুর সম্মুখে গ্রাহ্য হইবার জন্য সমাগম তাম্বুর দ্বার সমীপে আনয়ন করিবে। পরে হোমবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। আর তাহা তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার পক্ষে গ্রাহ্য হইবে। পরে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎস হনন করিবে ও হারোনের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত নিকটে আনিবে এবং সমাগম তাম্বুর দ্বার সমীপে স্থিত বেদির উপরে সেই রক্ত চারিদিকে প্রক্ষেপ করিবে (লেবীয় পুস্তক, ১ ঃ ১১-৫)। অতপর ভক্ষ্য নৈবেদ্যের নিয়ম, মঙ্গলার্থক বলিদানের নিয়ম, পাপার্থক ও দোষার্থক বলিদানের নিয়ম, বিবিধ বলি বিষয়ক নিয়ম প্রভৃতি। আর ইহার প্রত্যেকটিই সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ বিভিন্ন বিধি-বিধানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

গণনাপুস্তক

মূসা (আ) মিসর হইতে বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া লোহিত সাগর পার হইয়া সীনাই উপত্যকায় পৌঁছিবার পর আল্লাহ তাঁহাকে দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবসে বনী ইসরাঈলের গোষ্ঠী অনুসারে, পিতৃকুলানুসারে নাম, সংখ্যানুসারে প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেন। এই পুস্তক শুরু হইয়াছে উক্ত নির্দেশের মাধ্যমে। এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, মূসা (আ) কূশীয় এক মহিলাকে বিবাহ করেন (গণনা পুস্তক, ১২ ঃ ১)। আল্লাহ্র নির্দেশে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সংখ্যা দ্বিতীয়বার গণনা করেন তাহাও এই পুস্তকে রহিয়াছে (দ্র. অধ্যায় ২২)। আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, কনান দেশ বনী ইসরাঈলকে দিবেন। মিসর হইতে চলিয়া আসিবার পর আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে কনান দেশ নিরীক্ষণ করিবার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিতে নির্দেশ দেন। তাহাদের স্ব-স্ব পিতৃকুল সম্পর্কীয় এক এক বংশের মধ্যে এক একজন অধ্যক্ষকে প্রেরণ করিতে নির্দেশ দেন। তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি পারণ প্রান্তর হইতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা সকলেই ইসরায়েল সন্তানগণের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহাদের নাম, পিতার নাম ও বংশপরিচয় এই পুস্তকে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. গণনা পুস্তক, ১৩ ঃ ১-১৬)।

দ্বিতীয় বিবরণ

ইহাতে মূসা (আ)-এর চারিটি বক্তৃতা স্থান পাইয়াছে। প্রথম বক্তৃতায় ইসরায়েলীদের মিসর ত্যাগ করত সীনয় উপত্যকায় আগমন, পবিত্র ভূমি অধিকারের নির্দেশ এবং উহা পর্যবেক্ষণ করার জন্য লোক প্রেরণ প্রভৃতির বিবরণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় বক্তৃতায় বনী ইসরায়েল প্রদত্ত দশ আজ্ঞার পুনরুক্তি রহিয়াছে । এখানে মূসা (আ)-কে দুইখানি প্রস্তর ফলক লইয়া পর্বতে যাইতে নির্দেশ দেন। অতঃপর সদাপ্রভু ভাঙ্গিয়া যাওয়া প্রস্তর ফলকদ্বয়ের কথা মূসা (আ) কর্তৃক আনীত প্রস্তর ফলকদ্বয়ে লিখিয়া দেন। অতঃপর মূসা (আ) তাহা কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্মাণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া দেন (দ্বিতীয় বিবরণ, ১০ ঃ ১-৫)। তৃতীয় বক্তৃতায় কনান দেশে ব্যবস্থা ঘোষণা করিবার আদেশ, ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ ও অভিশাপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের আদেশ যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে ঈশ্বরের সকল আশীর্বাদ তাহার উপর বর্তিবে। তিনি নগরে আশীর্বাদ যুক্ত হইবেন, ক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদ যুক্ত হইবেন, তাঁহার শরীরের ফল ভূমির ফল পশুর ফল গোরুদের বৎস ও মেষীদের শাবক আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে (২৮ ঃ ১-৫)। কিন্তু ঈশ্বরের বরে কর্ণপাত না করিলে তাঁহার প্রতি প্রদত্ত আজ্ঞা ও বিধি আদেশ যত্নপূর্ব্বক পালন না করিলে এই সকল অভিশাপ তাহার প্রতি বর্তিবে ও তাহাকে আশ্রয় করিবে। তিনি নগরে শাপগ্রস্ত হইবেন ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবেন। তাহার শরীরের ফল, ভূমির ফল এবং তাহার গোরুর বৎস ও মেষীদের শাবক শাপগ্রস্ত হইবে (২৮ ঃ ১৫-১৮)। আর চতুর্থ বক্তৃতায় ইস্রায়েলীদের ঈশ্বরীয় নিয়ম গ্রহণ, মূসা (আ)-এর গীত ইস্রায়েলীদের প্রতি মূসা (আ)-এর আশীর্ব্বাদ বর্ণিত ইহয়াছে এবং সবশেষে মূসা (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কিত বিবরণ উক্ত হইয়াছে (২য় বিবরণ, ২৯-৩৪)।

কিবতী হত্যা

মূসা (আ) ফিরআওনের রাজপ্রাসাদে অতি আদরের সহিত বড় হন। তিনি ফিরআওনের বাহনে চড়িতেন তাহার মত পোশাক পরিধান করিতেন। তাই তাহাকে মূসা ইব্ন ফিরআওন (ফিরআওনের পুত্র মূসা) বলা হইত। একদিন ফিরআওন তাহার বাহনে চড়িয়া বাহিরে গেল। মূসা (আ) তখন তাহার নিকট ছিলেন না। অতঃপর মূসা (আ) আসিলে তাঁহাকে বলা হইল, ফিরআওন একটু পূর্বে সওয়ার হইয়া বাহির হইয়াছেন। তখন মূসাও তাহার অনুসরণে সওয়ার হইয়া বাহির হইলেন। অতঃপর "মান্ফ" নামক এক স্থানে পৌঁছিলেন। ইহা পুরাতন মিসরের একটি জায়গা যেখানে নবী ইউসুফ (আ)-এর বসবাস ছিল। 'ফুসতাত' হইতে উহার দূরত্ব ৬ ফারসাখ (আল-কামিল, ১খ, ১৩৩, টীকা দ্র.)। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি কিছুটা বিবাদ শুনিতে পাইলেন। অতঃপর মধ্যাহ্নের সময় তিনি সেখানে প্রবেশ করিলেন। তখন বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, রাস্তায় লোকজন ছিল না। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক মারামারি করিতেছে। একজন তাহার দলের তথা বানূ ইসরাঈলের— এক বর্ণনামতে সে ছিল সামিরী। আর অপরজন কিবতী বা মিসরী (কামিল, ১খ, ১৩৩)। কোন কোন মুফাসসির-এর বর্ণনামতে এই কিবতী ছিল ফিরআওনের বাবুর্চি। সে ইসরাঈলী লোকটিকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজে খাটাইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতেছিল (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ১২২)। তখন বানূ ইসরাঈলের লোকটি মূসার নিকট শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহার নিকট এইজন্য সাহায্য চাহিয়াছিল যে, সে ফিরআওনের পালক পুত্র। তাহারই গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে সমগ্র মিসরে মূসা (আ)-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তদুপরি বানূ ইসরাঈলেরও বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং তাহাদেরও মাথা উঁচু হইয়াছিল এই কারণে যে, তাহারা ফিরআওনের পালক পুত্র মূসাকে দুধ পান করাইয়াছিল। তাই তাহারা ছিল মূসা (আ)-এর দুধ মায়ের বংশধর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪১; আল-কামিল, ১খ, ১৩৩-১৩৪)। অতঃপর মূসা (আ) ক্ষিপ্ত হইয়া কিবতীকে এক ঘুষি মারিলেন (কাতাদার বর্ণনামতে তাঁহার সঙ্গের লাঠি দিয়া আঘাত করিলেন)। কাফির ও মুশরিক কিবতী এক আঘাতেই নিহত হইল। কুরআন কারীমে ইহার বিস্তারিত বিবরণ এইভাবে দেওয়া হইয়াছে ঃ

"সে নগরীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল, একজন তাহার নিজ দলের এবং অপরজন তাহার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল; এইভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, ইহা তো শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী" (২৮ ঃ ১৫)।

প্রকৃতপক্ষে মূসা (আ) তাহাকে হত্যা করিতে চাহেন নাই, বরং তাহাকে ধমক দিতে ও শাসন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহা ছিল আল্লাহ্র মনোনীত ও বিশিষ্ট এক নবীর ঘুষি, তাই সে ইহার চোট সহ্য করিতে না পারিয়া নিহত হয়। হত্যার ইচ্ছা না থাকিলেও লোকটি মারা যাওয়ায় মূসা (আ) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আল্লাহ্ও তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ.

"সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরো বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তাই আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হইব না" (২৮ ঃ ১৬-১৭)।

অতঃপর মূসা (আ) ফিরআওন ও তাহার দলবলের ভয়ে রাত্রি যাপন করিলেন। তাহার ভয় ছিল যে, তাহারা যদি জানিতে পারে যে, বনূ ইসরাঈলের এক লোককে সাহায্য করণার্থে এই নিহত লোকটিকে মূসাই হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের এই ধারণা মজবুত হইবে যে, মূসা (আ) ইসরাঈল বংশীয় লোক। গোত্রীয় ফিতনার আশঙ্কা ছিল। অতঃপর ভীত-সন্ত্রস্তভাবে পরদিন সকাল বেলা তিনি শহরে ঘোরাফিরা করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় গতকল্যকার সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি যাহাকে মূসা (আ) সাহায্য করিয়াছিলেন— চীৎকার করিয়া মূসার নিকট অন্য একজনের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিল, যাহার সহিত সে ঐ দিন মারামারি করিতেছিল। মূসা (আ) তাহার ঝগড়া ও মারামারি করার প্রবণতা দেখিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, انك لغوى مبين "তুমি তো স্পষ্টই এক বিভ্রান্ত ব্যক্তি"। অতঃপর তিনি সেই কিবতী লোকটিকে ধরিতে উদ্যোগ নিলেন, কেননা সে ছিল মূসারও শত্রু এবং সেই বানূ ইসরাঈলী ব্যক্তিটিরও শত্রু এবং তাহার হাত হইতে বনূ ইসরাঈলী ব্যক্তিটিকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই মানসে যখন তিনি কিবতীটির দিকে অগ্রসর হইলেন তখন ইসরাঈলী লোকটি মনে করিল, মূসা বুঝি তাহাকে পাকড়াও করিতে অগ্রসর হইতেছেন। কারণ একটু পূর্বেই তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তাই সে বলিয়া উঠিল ঃ

فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ.

"হে মূসা! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না" (২৮ ঃ ১৯)।

তাহার এই কথার ফলে গতকল্য যে হত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা এবং কে তাহা ঘটাইয়াছে সব কিছুই প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং কিবতী লোকটি ইহা শুনিয়া চলিয়া গেল। সে ফিরআওনের নিকট গিয়া মূসার বিরুদ্ধে নালিশ করিল এবং আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বলিল। এক বর্ণনামতে উক্ত কথাগুলি মূসাকে কিবতী লোকটি বলিয়াছিল। কারণ ইসরাঈলী ব্যক্তিটিকে সাহায্য করার জোরদার ভূমিকা লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া অনুমান ও দূরদৃষ্টি দ্বারা সে উহা বলিয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪২)। অতঃপর ফিরআওন যখন জানিতে পারিল যে, গতকল্যকার নিহত ব্যক্তিটিকে মূসা হত্যা করিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইল। ফিরআওনের

লোকজন মূসার তালাশে সদর রাস্তা দিয়া বাহির হইল। তাহারা এই আশঙ্কাও করে নাই যে, মূসা নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে। মূসা (আ)-এর পক্ষের একজন হিতাকাঙ্খী ও সুহৃদ শহরের প্রান্ত হইতে সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়া ছুটিয়া আসিল। ফিরআওনের লোকজনের পূর্বেই সে মূসা (আ)-এর নিকট পৌছিয়া স্নেহভরে বলিল, পারিষদবর্গ তোমার সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছে তোমাকে হত্যা করিবার জন্য। তাই তুমি এই শহর ছাড়িয়া দূরে কোথায়ও চলিয়া যাও। আমি অবশ্যই তোমার হিতাকাঙ্খী। কাহারও মতে এই কথা হযরত হিযকীল (আ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর দীনের উপর অটল ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিলেন (আল-কামিল, ১খ, ১৩৪)।

মূসা (আ)-এর মিসর ত্যাগ ও মাদয়ান উপস্থিতি

অতঃপর মূসা (আ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মিসর শহর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া পড়িলেন। ফিরআওনের লোকজনের ভয়ে তিনি শুধু এদিক-ওদিক তাঁকাইতেছিলেন। পথ-ঘাট ছিল সম্পূর্ণই অপরিচিত। কোথায় চলিয়াছেন তিনি আর কোথায়ই বা তাঁহার গন্তব্য ইহার কিছুই তিনি জানিতেন না। কারণ ইতোপূর্বে কখনো তিনি মিসর হইতে বাহির হন নাই। এমতাবস্থায় তিনি একমাত্র ভরসাস্থল আল্লাহর নিকট দু'আ করিলেন ঃ

رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হইতে আমাকে রক্ষা কর" (২৮ ঃ ২১)।

অতঃপর মাদ্য়ান-এর দিকে মুখ করিয়া রওয়ানা হইলেন এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া বলিলেন ঃ

عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ.

"আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন" (২৮ ঃ ২২)।

মাদয়ান মিসর হইতে পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহা ছিল লূত সম্প্রদায়ের আবাসস্থলের নিকটেই। লূত সম্প্রদায় বাস করিত মৃত সাগরের কাছেই। আর মাদয়ান ইহার নিকটেই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। খ্যাতনামা ভূগোলবিদ ইয়াকূব আল-হামাবী বলেন, আবূ যায়দের বর্ণনামতে মাদয়ান বাহর-ই কুলযুম তথা লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা তাবূক হইতে সমান্তরালে ২য় মনযিল দূরে অবস্থিত। ইহা তাহা হইতে আয়তনে বড়। এখানেই সেই কূপ রহিয়াছে যাহা হইতে মূসা (আ) পানি উত্তোলন করিয়াছিলেন (য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ৫খ, ৭৭-৮৮; ড. সালাহ আল-খালিদী, আল-কাসাসুল কুরআনী, ২খ, ১১, ৩২৪-৩২৫)। ইহা সেই ভূখণ্ডকে বলা হয় যাহা আকাবা উপসাগর (خليج العقبة)-এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং আরাবা উপত্যকা হইয়া পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে তাবূক পর্যন্ত বিস্তৃত (ড. সালাহ্ আল-খালিদী, প্রাগুক্ত)। এক বর্ণনামতে পথিমধ্যে অশ্বারোহী এক ফেরেশতা আগমন করিলেন যাহার হস্তে ছোট একটি বর্শা ছিল। সেই ফেরেশতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া মাদ্য়ান পৌছাইয়া দিলেন (আল-কামিল, ১খ, ১৩৪)। সাঈদ ইব্ন জুবায়র

(র) সূত্রে বর্ণিত যে, মূসা (আ) মিসর হইতে বাহির হইয়া মাদ্‌য়ান-এর দিকে রওয়ানা হন। উভয় স্থানের মধ্যে দূরত্ব আট রাত্রির পথ। বলা হইয়াছে, ইহার দূরত্ব কূফা হইতে বসরা পর্যন্ত দূরত্বের সমান। এই দীর্ঘপথে গাছের পাতা ছাড়া তাঁহার আর কোন খাবার ছিল না (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৯৭)।

অতঃপর তিনি মাদয়ান-এর একটি পানির কূপের নিকট পৌঁছিয়া পানি উঠাইতে চাহিলেন, যেখানে বহু লোক পানি উঠাইতেছিল। এই মাদয়ান শহরেই শুআয়ব (আ)-এর কওম বাস করিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪২-২৪৩)। সেখানে অন্যান্য লোকের সহিত দুইজন মহিলাকেও দেখিলেন যাহারা নিজদের বকরীগুলিকে অন্যের বকরী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। মূসা (আ) তাহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কী ব্যাপার?" উহারা বলিল, আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদের পশুগুলিকে সরাইয়া না নেয়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।

মুফাসসিরগণ বলেন, লোকজন যখন তাহাদের পানি তোলা সম্পন্ন করিত তখন কূপের মুখে বিশাল এক পাথরের ঢাকনা দিয়া রাখিত। অতঃপর মহিলাদ্বয় আসিয়া তাহাদের বকরীগুলিকে অন্যের বকরী পান করিয়া যে পানি অবশিষ্ট থাকিত তাহাই পান করাইত। মূসা (আ) তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কূপের নিকট গেলেন এবং একাই উক্ত পাথর সরাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর বিরাট এক বালতি পানি তুলিলেন এবং পাথরটিকে পুনরায় কূপের মুখে রাখিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রা) বলেন, কূপের মুখে স্থাপিত উক্ত পাথরের ঢাকনাটি দশ ব্যক্তির কমে উঠাইতে পারিত না (ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৩৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৩)। মহিলাদ্বয় নিজেরা পানি পান করিল এবং বকরীগুলিকেও পান করাইল। অতঃপর মূসা (আ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় আসিলেন। মুফাসসিরগণের বর্ণনামতে উহা ছিল একাসিরা (السمر) বৃক্ষ। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, তিনি উহাকে সবুজ-শ্যামল দেখিতে পাইয়া উহার ছায়ায় আসিলেন। বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়া তিনি বলিলেন ঃ

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার কাঙাল" (২৮ ঃ ২৪)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মূসা (আ) মিসর হইতে মাদয়ান পর্যন্ত গমনকালে কেবল লতা-পাতা ছাড়া আর কোন খাবার তিনি পান নাই। তিনি মিসর ত্যাগের সময় জুতা পরিহিত ছিলেন। কিন্তু অনাহারে কৃশ হইয়া যাওয়ায় উক্ত জুতা খুলিয়া পড়িয়া যায়। গাছের ছায়ায় যখন তিনি উপবেশন করেন তখন তাঁহার পেট পিঠের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল। লতা-পাতার সবুজ আভা যেন তাঁহার পেটের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। তিনি এক টুকরা খেজুরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। অথচ ইতোপূর্বে তিনি রাজপ্রাসাদে অফুরন্ত বিত্ত-বৈভব ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। এইভাবেই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাহার সৃষ্টিকে নিজের জন্য বাঁছাই করিয়া লন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৯৭-৩৯৮)।

ওদিকে মহিলাদ্বয় অন্যান্য দিনের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌছিলে তাহাদের বৃদ্ধ পিতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এক বর্ণনামতে মূসা (আ) গাছের ছায়ায় বসিয়া যখন বলিয়াছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে আমি তাহার কাঙাল, তখন মহিলাদ্বয় উহা শুনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা বাড়িতে ফিরিয়া গিয়া পিতাকে মূসা (আ)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। বৃদ্ধ তাহাদের একজনকে মূসা (আ)-কে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠান। সে লজ্জাবনতভাবে আসিয়া বলিল, আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকিতেছেন। সে সুস্পষ্টভাবে ইহা এইজন্য বলিয়াছিল যাহাতে আগন্তুকের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়। অতঃপর মূসা (আ) তাহার সহিত রওয়ানা হইলেন। মহিলা তাঁহার আগে আগে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। বাতাসে তাহার কাপড় উড়িতেছিল। মূসা (আ) বলিলেন, আমার পিছনে পিছনে চল। আমি ভুল পথে গেলে আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিবে। এক বর্ণনামতে তিনি আরও বলিয়াছিলেন, আমরা এমন পরিবারের লোক যাহারা মহিলাদের পিছনের দিকে তাকায় না (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৯৮; ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৩৫; আল-কামিল, ১খ, ১৩৫)। অতঃপর মূসা (আ) শুআয়ব (আ)-এর নিকট পৌছিলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। মিসর হইতে ফিরআওনের ভয়ে পালাইয়া আসার কারণও বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধ শুআয়ব (আ) বলিলেন, ভয় করিও না! তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ এবং তাহাদের ক্ষমতার বলয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ। ইহা তাহাদের রাজ্য নহে।

মাদয়ান-এর শায়খ-এর পরিচয়

এই বৃদ্ধ লোকটি কে ছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তবে প্রসিদ্ধ মত হইল তিনি আল্লাহ্র নবী হযরত শুআয়ব (আ)। হাসান বসরী, মালিক ইব্ন আনাস প্রমুখ এই মত উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হাদীছেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে, তবে উহার সনদ সন্দেহমুক্ত নহে। অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, শুআয়ব (আ) তাঁহার কওম ধ্বংস হইবার পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং মূসা (আ)-কে পাইয়া তাঁহার এক কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ইব্ন আবী হাতিম প্রমুখ হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ) এইখানে যে ব্যক্তির সাক্ষাত পাইয়াছিলেন তাঁহার নাম শুআয়ব। তিনি ছিলেন পানির মালিক, কিন্তু মাদয়ান-এর নবী ছিলেন না। কাহারও মতে তিনি শুআয়ব (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈমানদার এক ব্যক্তি, আবার কাহারও মতে চাচাতো ভাই ছিলেন। কাহারও মতে তিনি শুআয়ব (আ)-এর কওমের এক মুমিন ব্যক্তি ছিলেন। কাহারও মতে তাঁহার এই ব্যক্তির নাম ছিল ইয়াছরূন (يثرون)। তাওরাতে তাহাকে ইয়াছরূন বলা হইয়াছে, যিনি মাদয়ান-এর যাজক ও প্রধান আলিম ছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ উবায়দা ইব্ন আবদিল্লাহর বর্ণনামতে তাঁহার নাম ছিল ইয়াছরূন। আবূ উবায়দা বলেন, তিনি শুআয়ব (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। আর ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার সহিত আরো একটু যোগ করিয়া বলেন, তিনি মাদয়ান অধিপতি ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৪)।

তাবারীর অভিমত এই যে, উক্ত শায়খের নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। কুরআন কারীমে তাঁহার নামোল্লেখ করা হয় নাই। আর এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে কোন বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণিত

নাই। এই বৃদ্ধ ব্যক্তি শুআয়ব (আ) ছিলেন না বলিয়া যাহারা মত পোষণ করেন, তাহাদের যুক্তি এই যে, শুআয়ব (আ)-এর যুগ আতিবাহিত হইয়াছিল মূসা (আ) হইতে বহু পূর্বে। কুরআন কারীমে হযরত লূত ও শুআয়ব (আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, লূত (আ)-এর সম্প্রদায় ও মাদয়ান সম্প্রদায় স্থান ও কাল উভয় দিক হইতেই নিকটতর ছিল। লূত (আ)-এর সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছিল মাদয়ান সম্প্রদায় ধ্বংস হইবার অব্যবহিত পূর্বে। তাই শুআয়ব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে ইতোপূর্বে সংঘটিত লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, যাহা তাহাদের স্মৃতিতে তখন জাগরিত ছিল। তাঁহার সেই কথা কুরআন কারীমে উক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন ঃ

وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ.

"আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের হইতে দূরে নহে" (১১ ঃ ৮৯)।

আর লূত (আ)-এর সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ে (দ্র. ইবরাহীম ও লূত নিবন্ধদ্বয়)। আর ইবরাহীম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। উহাদের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছেন হযরত ইসহাক, ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ)। আর ইউসূফ (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যকার ব্যবধানও অনেক। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর মধ্যে চার শত বৎসরের ব্যবধান। ইহার অর্থ হইল, হযরত শুআয়ব (আ)-ও মূসা (আ) হইতে প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে ইনতিকাল করেন (হিফজুর রহমান, কাসাস, ৩৮৮-৯)।

আধুনিক তাফসীরকার সায়্যিদ্য কুত্‌বও এই মতকে প্রধান্য দিয়া বলেন, আমি পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি শুআয়ব (আ)। কিন্তু এখন আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী হযরত শুআয়ব (আ) নহেন; বরং তিনি মাদ্‌য়ান-এর অন্য এক বৃদ্ধ (شيخ)। এই প্রাধন্য দেওয়ার একটি যুক্তি এই যে, শুআয়ব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট ছিল না। যদি তিনি আল্লাহ্‌র নবী শুআয়ব (আ) হইতেন এবং তাঁহার সম্প্রদায় সেই মুক্তিপ্রাপ্ত অবশিষ্ট মুমিন ব্যক্তিবর্গ হইত তবে কখনও তাহারা তাহাদের বৃদ্ধ নবীর কন্যাদের পূর্বে নিজেদের পশুগুলিকে পানি পান করাইত না। কারণ ইহা নবী ও তাঁহার কন্যাদের সহিত পূর্বেকার মুমিনদের আচরণ নহে। উপরন্তু কুরআন কারীমে স্বীয় জামাতা মূসা (আ)-এর প্রতি তাঁহার কোনও উপদেশ বাণী দেখা যায় না। অথচ মূসা (আ) দীর্ঘ দশটি বৎসর তাঁহার সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি যদি আল্লাহ্‌র নবী শুআয়ব (আ) হইতেন তবে অবশ্যই নবী সুলভ কোনও নসীহত তাঁহার নিকট হইতে শুনা যাইত (ফী জিলালিল কুরআন, ৫খ, ২৬৮৭; ড. সালাহ্‌ আল-খালিদী, আল-কাসাসুল-কুরআনী, ২খ, ৩৩৭-৩৩৯)।

হিফজুর রাহমান সিউহারবী এই সকল মতামত উল্লেখপূর্ব্বক একটি গ্রহণযোগ্য বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও প্রাধান্যযোগ্য মত হইল তাহাই,যাহা ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন কাছীর-এর ন্যায় খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ও মুফাস্‌সির গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইল, সুনির্দিষ্ট নাম সম্পর্কিত কোন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত আমাদের কাছে পৌছায় নাই। সেই সম্পর্কিত যে

সকল রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা দলীল হইবার যোগ্য নহে। কুরআন কারীমেও এ সম্পর্কে আল্লাহ্র কোন সুনির্দিষ্ট নামের উল্লেখ করা হয় নাই। এ সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। (সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১খ, ৩৮৮)।

বৃদ্ধ লোকটি হযরত মূসা (আ)-এর মেহমানদারী করিলেন এবং তাঁহার যথাযথ মর্যাদা দিলেন। আর মূসা (আ)-ও তাঁহার বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তখন বৃদ্ধ তাঁহাকে সুসংবাদ দিলেন যে, তিনি জালিম সম্প্রদায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তখন সেই দুই মহিলার একজন বলিল,"হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত" (২৮ ঃ ২৬)। মুফাসসিরগণের বর্ণনামতে, যে তাহাকে ডাকিতে গিয়াছিল সেই এই কথা বলিয়াছিল। প্রথমে সে তাঁহার কর্মের বিনিময় দিতে বলে, তারপর তাঁহার প্রশংসা করে যে, তিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। উমার (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), কাযী শুরায়হ, আবূ মালিক, কাতাদা ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক প্রমুখের বর্ণনামতে কন্যাটি এই কথা বলিবার পর তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন, তুমি ইহা কিভাবে জানিলে? সে উত্তর করিল, তিনি পাথর উত্তোলন করিয়াছেন যাহা দশজন লোক ছাড়া উত্তোলন করিতে পারে না। আমার সঙ্গে কথা বলিবার সময় তিনি তাঁহার দৃষ্টি আনত রাখিয়াছিলেন। আর আমি যখন তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলাম তখন আমি তাঁহার সম্মুখে চলিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, আমার পিছনে আস, যখন কয়েকটি পথ সম্মুখে পড়িবে তখন আমাকে ইঙ্গিতে সঠিক পথ দেখাইয়া দিবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৪)। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, তিন ব্যক্তি সবচাইতে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে ঃ (১) ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গী আযীয মিসরী, যখন সে ইউসুফ (আ)-কে সঙ্গে লইয়া গিয়া স্বীয় স্ত্রীকে বলিয়াছিল ঃ

اَكْرِمِىْ مَثْوٰهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ·

"সম্মানজনকভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা কর। সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি" (১২ ঃ ২১)।

(২) মূসা (আ)-এর সঙ্গিনী শুআয়ব কন্যা, যখন সে বলিয়াছিলঃ

يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ·

"হে পিতা! তুমি ইহাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত" (১৮ ঃ ২৬)।

(৩) আবূ বাক্র (রা) যখন উমর (রা)-কে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত)।

অতঃপর শুআয়ব (আ) মূসা (আ)-কে বলিলেন, "আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে। যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না। ইন্শাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে" (২৮ ঃ ২৭)। এই প্রস্তাব শুনিয়া মূসা (আ) নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,

"আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রহিল। এই দুইটি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ তাহার সাক্ষী" (২৮ ঃ ২৮)।

মূসা (আ)-এর বিবাহ

অতঃপর বৃদ্ধ তাঁহার এক কন্যাকে, যে মূসা (আ)-কে ডাকিতে গিয়াছিল, তাঁহার সহিত পূর্বে বর্ণিত শর্তে বিবাহ দিলেন। এক বর্ণনামতে সে ছিল উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ (আল-বিদায়া, ১খ, ২৪৫)। তাহার নাম ছিল সাফূরা, আর অন্যজনের নাম ছিল লায়্যা (আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৩৬)।

বিবাহ হইবার পর বৃদ্ধ স্বীয় জামাতা মূসা (আ)-কে একটি লাঠি আনিয়া দেওয়ার জন্য কন্যাকে নির্দেশ দিলেন। তাহার কন্যা সেই লাঠিটিই লইয়া আসিল, যাহা ফেরেশতা মানুষের বেশে আসিয়া শুআয়ব (আ)-এর নিকট আমানত রাখিয়াছিলেন। লাঠিটি ছিল 'আওসাজ' নামক বৃক্ষের কাঠ দ্বারা তৈরী। উহার অগ্রভাগ তোতা পাখীর ঠোঁটের ন্যায় বাঁকানো ছিল। এক বর্ণনামতে ইহা ছিল জান্নাতের লাঠি। আদম (আ) জান্নাত হইতে বাহির হইবার সময় উহা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য এইসব ব্যাপারে প্রামাণ্য কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না (আল-কামিল ১খ, ১৩১)। এই লাঠি দ্বারাই মূসা (আ) দশ বৎসর শু'আয়ব (আ)-এর বকরী চরান ।

উতবা ইবনুন-নুদ্দার আস-সুলামী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ মূসা (আ) অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করার জন্য মযদুরীর কাজ করেন (আল-বিদায়া, ১খ, ২৪৫)। তিনি বৃদ্ধ লোকটির বকরী চরাইতেন। আট বৎসর কাজ করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তিনি দশ বৎসর কাজ করিয়া মেয়াদ পূর্ণ করেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন, হীরানিবাসী এক ইয়াহূদী কূফায় আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, মূসা (আ) কোন মেয়াদটি পূর্ণ করিয়াছিলেন? আমি বলিলাম, আমি জানি না, তবে আমি আরবের শ্রেষ্ঠ আলিম (ইব্ন আব্বাস)-এর নিকট যাইব এবং এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর হজ্জের জন্য আমি মক্কায় গমন করিলাম এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, মূসা বেশী ও উত্তম মেয়াদটি পূরণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল যখন কোনও কথা বলেন তখন তাহা কার্যে পরিণত করেন। এক বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মূসা (আ) কোন সময় সীমাটি পূর্ণ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, শেষ ও পরিপূর্ণ মেয়াদটি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৫; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৩৯৯)। আবূ যার গিফারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ তোমাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, মূসা (আ) কোন মেয়াদটি পূর্ণ করিয়াছিলেন, তখন বলিও, 'উভয়টির মধ্যে যেটি ভাল, পরিপূর্ণ ও সততাপূর্ণ। আর যখন প্রশ্ন করা হইবে, বৃদ্ধের কন্যাদ্বয়ের মধ্যে কোনটি তিনি বিবাহ করেন? তখন বলিও, কনিষ্ঠটি, যেইটি তাহাকে ডাকিতে গিয়াছিল এবং পিতাকে বলিয়াছিল ঃ হে পিতা! তুমি তাহাকে মজুর নিয়োগ কর। কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালীও বিশ্বস্ত। বৃদ্ধ লোকটি বলিল, তুমি তাহার শক্তির কি দেখিয়াছ? সে বলিল, তিনি কূপের মুখ হইতে একটি ভারী পাথর উচুঁ করিয়া দূরে সরাইয়া

রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বলিল, তুমি তাহার বিশ্বস্ততার কি দেখিয়াছ? সে বলিল, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমার পিছনে চল, সম্মুখে চলিও না (ড. সালাহ্ আল-খালিদী, আল-কাসাসুল কুরআনী, ২খ, ৩৩৫)।

মূসা (আ)-এর মাদয়ান ত্যাগ ও নবূওয়াতের সূচনা

অঙ্গীকার মত হযরত মূসা (আ) মাদয়ানে তাঁহার শ্বশুরের নিকট দশ বৎসর কাটাইয়া স্বীয় স্ত্রীকে লইয়া বিদায় হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি স্ত্রীকে পিতার নিকট তাহার বকরীর পাল হইতে কিছু বকরী চাহিতে বলিলেন, যাহা তাহাদের জীবন ধারণের জন্য সহায়ক হইবে। অতঃপর পিতা তাহাকে সেই বৎসর মা হইতে ভিন্ন রংয়ের যেসব বকরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাই প্রদান করিলেন। সেইগুলি ছিল খুবই উৎকৃষ্ট জাতের বকরী। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা শাম ভ্রমণ করিলে এখনও সেই জাতের বকরী দেখিতে পাইবে। তাহা ছিল সাদা ও কালোর মধ্যবর্তী গৌর বর্ণের (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৫-২৪৬)।

মুফাসসিরগণের বর্ণনামতে এই সময় মূসা (আ) মিসরে স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত দেখা করিবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তাই তিনি গোপনে তাহাদের সহিত দেখা করিবার সংকল্প করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় স্ত্রীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে ছিল তাহাদের দুই পুত্র ও কিছু বকরী; তাঁহার স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। ঘটনাক্রমে উহা ছিল ঘন অন্ধকারময় শীতের রজনী। বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল এবং বজ্রপাতও হইতেছিল (কামিল, ১খ, ১৩১)। তাঁহারা আশ্রয় লইবার মত সুবিধাজনক কোন গুহা পাইলেন না। অপরদিকে তিনি পথও ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহার ইঙ্গিত কুরআন কারীমে পাওয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْٓ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدًی ۔

"সে যখন আগুন দেখিল তখন তাহার পরিবারবর্গকে বলিল, তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখিয়াছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য উহা হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার আনিতে পারিব অথবা আমি উহার নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাইব" (২০ ঃ ১০)।

তাহারা কোন দিকে চলিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। রাত্রটা কোনমতে কাটাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু উহা প্রজ্জ্বলিত হইল না। শীত ও অন্ধকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাঁহার ডান দিকে পশ্চিমে অবস্থিত তূর পর্বতের দিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিতে পাইলেন (আল-বিদায়া, ১খ, ২৪৬)। অতঃপর পরিজনবর্গকে বলিলেন, "তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবত আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য খবর আনিতে পারি অথবা এক খণ্ড কাষ্ঠ আনিতে পারি যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার" (২৮ ঃ ২৯)। এই অগ্নি সম্ভবত তিনি একাই দেখিয়াছিলেন, সঙ্গীরা কেহ দেখিতে পায় নাই। কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহা অগ্নি ছিল না, ইহা ছিল আল্লাহ্‌র নূর যাহা সকলের পক্ষে দেখা সম্ভবপর নহে (আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত)।

অতঃপর মূসা (আ) সেখানে পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন আওসাজ নামক একটি সবুজ গাছের শাখা-প্রশাখা হইতে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি বাহির হইতেছে। অগ্নির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের সবুজ শ্যামলিমাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি একটি অভয় শুনিতে পাইলেন। কিরণচ্ছটা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল (আল-কামিল, ১খ, ১৩৬)। বৃক্ষটি ছিল পশ্চিম দিকের পাহাড়ের পাদদেশে, মূসা (আ)-এর ডাইন দিকে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۔

"মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না" (২৮ ঃ ৪৪)।

মূসা (আ) যে উপত্যকায় ছিলেন তাহার নাম ছিল 'তুওয়া'। তিনি কিবলা তথা বায়তুল মাকদিসমুখী ছিলেন। উক্ত বৃক্ষ ছিল তাঁহার ডাইনে, পশ্চিম দিকে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৭)। আগুনের এই অভিনবত্ব ও বৃক্ষের সবুজ-সতেজতা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাওরাতের বর্ণনামতে, অগ্নির কিরণচ্ছটায় চক্ষু অন্ধ হইয়া যাওয়ার ভয়ে তিনি আপন হস্তদ্বয় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া' হইতে আহবান করিলেন। উক্ত পবিত্র ও মুবারক ভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে প্রথমত তাঁহাকে পায়ের জুতা খুলিতে বলিলেন (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۔ اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔

"অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহবান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক! অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল। কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রহিয়াছ" (২০ ঃ ১১-১২)।

এই ব্যাপারে মুফাসসিরগণ দুইটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন ঃ (১) মূসা (আ) যে আলোকচ্ছটাকে অগ্নি মনে করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে অগ্নি ছিল না, বরং তাহা ছিল আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী। কিন্তু উক্ত আলোকচ্ছটার অন্তরাল হইতে তিনি যে আওয়ায শুনিয়াছিলেন তাহা কি সরাসরি আল্লাহর আহবান ছিল, না ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আহবান শুনিয়াছিলেন? কোন কোন মুফাসসিরের মতে ইহা ছিল ফেরেশতার কণ্ঠ। ইহারই মাধ্যমে মূসা (আ) আল্লাহর সহিত কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করেন। ইহা সরাসরি আল্লাহর আহবান ছিল না। কিন্তু মুহাক্‌কিক ও গবেষক আলিমগণের মতে ইহা ছিল সরাসরি আল্লাহ্‌র আহবান। মূসা (আ) কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি উহা শ্রবণ করেন।

(২) পবিত্র ভূমি 'তুওয়া' উপত্যকায় মূসা (আ)-কে জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম জুতা পায়ে মসজিদের

মধ্যে সালাত আদায় করিতেন। আর উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য এখনও ইসলামী বিধান হইল জুতায় নাপাকী না থাকিলে উহা পায়ে দিয়া মসজিদের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা বৈধ। তাহা হইলে মূসা (আ)-কে এই নির্দেশ কেন দেওয়া হইল যে, ইহা পবিত্র ভূমি, সুতরাং তোমার জুতা খোল? ইহার উত্তর সহীহ হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই ইহার কারণ বিবৃত করিয়াছেন যে, মূসা (আ)-এর জুতাদ্বয় ছিল মৃত গর্দভের চামড়া দ্বারা তৈরী (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ, ১৪৩; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৯৩)। ফলে উক্ত পবিত্র ভূমির সহিত তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবার জন্য উক্ত নির্দেশ দেওয়া হয় (আল-কামিল, ১খ, ১৩৭)।

নবূওয়াত প্রাপ্তি

হযরত মূসা (আ)-কে প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদ নবূওয়াত ও রিসালাত দান করেন। মহান আল্লাহ তাআলা স্বীয় একত্ববাদের ঘোষণা দিয়া তাঁহারই ইবাদতের নির্দেশ দেন এবং কিয়ামত দিবসের কথা অবহিত করেন। তাই তাওহীদ, রিসালাত ও কিয়ামত সম্পর্কে তাঁহাকে ধারণা দান করেন। এই সময়ের কথা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ۔ اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۔ اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰاهُ فَتَرْدٰى ۔

"অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহবান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক! অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল। কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রহিয়াছ। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি। অতএব যাহা ওহী প্রেরণ করা হয় তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহা গোপন রাখিতে চাহি যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে" (২০ ঃ ১১-১৬)।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ يٰمُوْسٰى اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

"অতঃপর সে যখন উহার (অগ্নির) নিকট আসিল তখন ঘোষিত হইল ঃ ধন্য সে ব্যক্তি যে আছে এই অগ্নির মধ্যে এবং যাহারা আছে উহার চতুষ্পার্শ্বে। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত! হে মূসা! আমি তো আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২৭ ঃ ৮-৯)।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

"যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হইতে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইল ঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক" (২৮ ঃ ৩০)।

এক বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা প্রথম যখন অদৃশ্য হইতে বলেন, "আমিই আল্লাহ জগতসমূহের প্রতিপালক", তখন ইহা শ্রবণ করিয়া ভয়ে মূসা (আ)-এর অন্তর কম্পিত হইল, জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল এবং শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মনোবল বৃদ্ধি করিবার জন্য আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হইলে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে পরবর্তী কথা ও অন্যান্য নিদের্শনা বাতলাইয়া দিলেন (আল-কামিল, ১খ, ১৩৭)।

আল্লাহ্র নিদর্শনস্বরূপ মুজিযা প্রদান

অতঃপর আল্লাহ তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি সকল কর্মের বিধায়ক, সকল কিছুর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব। কোন জিনিসকে 'হও' বলিলেই তাহা হইয়া যায়। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখাইয়া দেওয়ার জন্য প্রথম মুজিযা দান করেন। আল্লাহ বলিলেন, "হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি? সে বলিল, উহা আমার লাঠি; আমি ইহাতে ভর দেই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! তুমি ইহা নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে উহা নিক্ষেপ করিল, সংগে সংগে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল। তিনি বলিলেন ঃ তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্ব রূপে ফিরাইয়া দিব" (২০ ঃ ১৭-২১)।

বাইবেলের বর্ণনামতে তিনি আল্লাহর নিকট একটি প্রমাণ চাহিয়াছিলেন যে, মিসরবাসী যদি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে যেন প্রমাণস্বরূপ উহা পেশ করিতে পারেন। তখন আল্লাহ তাহাকে উপরিউক্ত কথা বলিলেন।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ.

"তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না। বলা হইল, হে মূসা! ভীত হইও না। নিশ্চয়ই আমি এমন যে, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না" (২৭ ঃ ১০)।

অর্থাৎ লাঠিটি মাটিতে ফেলিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন বিরাট এক অজগর সাপ ফণা ধরিয়া বিশাল জিহ্বা বাহির করিয়া গর্জন করিতেছে যাহা খুব দ্রুত গতিসম্পন্নও বটে। ইহা দেখিয়া মূসা (আ) ভয় পাইয়া উহার সম্মুখ হইতে দ্রুত পলায়ন করিতেছিলেন, পিছনে ফিরিয়াও তাঁকাইতে ছিলেন না। অতঃপর তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে মূসা! সম্মুখে আস, ভয় করিও না; তুমি তো নিরাপদ (২৮ ঃ ৩১)। তিনি আরো বলিলেন ঃ আমি এমন যে, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না (২৭ ঃ ১০)। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। এইবার আল্লাহ তাঁহাকে হাত দিয়া উহা ধরিবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন, তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না! আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব (২০ ঃ ২১)। কথিত আছে যে, তিনি ভয়ে তাঁহার পরিহিত পশমের জামার আস্তিনের মধ্যে হাত দিয়া উহা দ্বারা সর্পটির মুখের মধ্যভাগ ধরেন। এক বর্ণনামতে, আল্লাহ তাআলা উহা সরাইয়া খালি হাতে ধরিবার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি খালি হাতেই উহার মুখের মধ্যভাগে ধরেন। বাইবেলের বর্ণনামতে তিনি লেজে ধরেন। অতঃপর ইহা তাহার পূর্বেকার সেই দুই শাখাবিশিষ্ট লাঠিতে পরিণত হইল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৮)।

দ্বিতীয় নিদর্শন

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে আরও একটি নিদর্শন প্রদান করিলেন। তাহা হইল, হাত বগলে রাখিলে উহা জ্যোতির্ময় হইয়া বাহির হইত। শ্বেতী বা অন্য কোনরূপ রোগবশত নহে। অতঃপর উহা আবার পূর্বের ন্যায় হইয়া যাইত। এই সম্পর্কে কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বলিলেন ঃ

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ·

"এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া অপর এক নিদর্শনস্বরূপ" (২০ঃ২২)।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ·

"এবং তোমার হাত তোমার বক্ষ পার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র নির্দোষ হইয়া। ইহা ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (২৭ ঃ ১২)।

উপরিউক্ত দুইটি নিদর্শন ছাড়া আরো সাতটিসহ মোট নয়টি নিদর্শন মূসা (আ)-কে প্রদান করা হয়, যাহা উপরিউক্ত আয়াতে فى تسع ايات "নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত"-এ ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য নিদর্শনের কথা সূরা আ'রাফে (দ্র. ১৩০-১৩৩ নং আয়াত) বর্ণিত হইয়াছে। সেইগুলির বিবরণ পরে আসিতেছে। তবে এই নয়টি নিদর্শন আল্লাহ প্রদত্ত দশটি কলেমা হইতে ভিন্ন। কারণ সেই দশটি কলেমা হইল শরঈ বিধান (যথা শিরক না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, অন্যায়ভাবে

নরহত্যা না করা, যাদু বা গণনা না করা, মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া প্রভৃতি)। আর এই নয়টি নিদর্শন হইল আল্লাহ্‌র কুদরতী বিষয়, মু'জিযা। অনেকেই ইহা একাকার করিয়া ফেলে, যাহা মারাত্মক ভ্রম (আরও বিস্তারিত দ্র. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৩খ, ৬৭; সূরা ইসরা-এর ১০১ নং আয়াতের তাফসীর)।

মূসা (আ)-কে নবূওয়াত প্রদানের সময় এবং উভয়ের কথোপকথনের সময় আল্লাহ মূসা (আ)-কে আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন এবং নসীহত করিয়াছিলেন। ইবনুল জাওযী ও ইয়া'কূবী প্রমুখ আলিম তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে বলিলেন, নিকটবর্তী হও। অতঃপর মূসা (আ) নিকটবর্তী হইয়া উক্ত বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত স্বীয় পিঠ ঠেক দিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে তাঁহার ভয় একেবারেই দূরীভূত হইল। হাত লাঠির উপর রাখিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি আজ তোমাকে এমন এক মর্যাদা দান করিলাম যে, তোমার পর আর কোন মানুষ এই মর্যাদায় তোমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে না। আমি তোমাকে নিকটতর করিয়াছি। ফলে তুমি আমার কথা শুনিতে পাইয়াছ। আর তুমি আমার সর্বনিকটতম স্থানে। তাই আমার রিসালাতের জামা পরিধান করাইলাম, ইহা দ্বারা তুমি আমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে শক্তিতে বলীয়ান হইবে। তুমি আমার সেনাবাহিনীর এক মহান সৈন্য। আমি তোমাকে আমার সৃষ্টির মধ্যে এক দুর্বল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করিতেছি, যে আমার নি'মাতসমূহ অস্বীকার করিয়াছে। সে আমার কৌশলকে ভয় পায় না। দুনিয়া তাহাকে ধোঁকা দিয়া আমা হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। এমনি করিয়া সে আমার হক অস্বীকার করিয়াছে, আমার রবূবিয়াত অস্বীকার করিয়াছে, আমি ছাড়া অন্যের উপাসনা করিয়াছে। ন্যায়বিচার ও দলীল-প্রমাণ যদি না হইত, যাহা আমি আমার সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, তবে অবশ্যই আমি তাহাকে প্রবল প্রতাপশালীর শক্ত হাতে পাকড়াও করিতাম। আমার এই ক্রোধের ফলে আসমান-যমীন, পর্বত-সমুদ্র ক্রোধান্বিত হয়। আমি যদি আকাশকে নির্দেশ দেই তবে সে তাহাকে কঙ্কর নিক্ষেপে ধ্বংস করিবে। যদি যমীনকে নির্দেশ দেই তবে সে উহাকে গিলিয়া ফেলিবে। যদি পর্বতকে নির্দেশ দেই তবে সে উহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে, আর যদি সমুদ্রকে নির্দেশ দেই তবে উহা তাহাকে ডুবাইয়া দিবে। কিন্তু আমি তাহার প্রতি অনুগহপূর্ণ আচরণ করিতেছি। সে আমার দৃষ্টি হইতে সরিয়া গিয়াছে। আমি তো অমুখাপেক্ষী; আমি ছাড়া আর কেহ অমুখাপেক্ষী নহে। অতঃপর তাহার নিকট আমার রিসালাত পৌঁছাইয়া দাও। আমার ইবাদাত ও একত্ববাদের প্রতি তাহাকে দাওয়াত দাও। তাহাকে আমার নিদর্শন স্মরণ করাইয়া দাও। তাহাকে আমার প্রতিশোধের ভয় দেখাও। তাহাকে জানাইয়া দাও যে, ক্রোধ ও প্রতিশোধের চাইতে আমি ক্ষমার প্রতি দ্রুত ধাবিত হই। তাহাকে দুনিয়ার যে ক্ষমতার পোশাক পরিধান করানো হইয়াছে তাহা যেন তোমাকে ভীত না করে। কারণ তাহার মাথার অগ্রভাগ আমার হাতের মুঠায়। সে আমার অনুমতি ছাড়া কোথায়ও যাইতে, কিছু বলিতে কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারিবে না। তুমি তাহাকে বল, তোমার

প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও। কারণ তিনি প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী। তিনি তোমাকে চারি শত বৎসর অবকাশ দিয়াছেন আর প্রতি মুহূর্তেই তুমি তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছ; তাহার পথে হইতে তাঁহার বান্দাদিগকে তুমি ফিরাইয়া রাখিয়াছ। তিনি তোমার উপর আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যমীন হইতে ফসল উৎপাদন করেন, তুমি রোগাক্রান্ত হও না, দরিদ্র হও না, পরাস্ত হও না। তিনি চাহিলে ইহার সবগুলিই তোমাকে দিতে পারেন এবং চাহিলে ইহা তোমা হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি বড়ই ধৈর্যশীল।

তাহার সহিত তুমি নিজেও তোমার ভ্রাতাকে লইয়া জিহাদ কর। তোমরা জিহাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কারণ আমি চাহিলে তাহার নিকট এমন সৈন্য প্রেরণ করিতে পারি যাহা প্রতিহত করিবার সাধ্য তাহার নাই। কিন্তু এই দুর্বল বান্দা, যাহাকে আত্মপ্রসাদে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিজের আত্মা তাহার দলবল। সে যেন জানিতে পারে যে, আমার অনুমতিতে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর বিজয় লাভ করিতে পারে। তাহার সাজসজ্জা ও আড়ম্বর যেন তোমাদিগকে অভিভূত না করে। উহার প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত করিবে না। কারণ উহা পার্থিব জগতের চাকচিক্য, যাহা ভোগ-বিলাসীদের সৌন্দর্য। আমি চাহিলে তোমাদিগকে দুনিয়ার এমন জাঁকজমক দিতে পারি যে, ফিরআওন তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদিগকে যে সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেওয়া হইয়াছে, সে তাহা সঞ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু আমি তোমাদের প্রতি উহা প্রদানে আগ্রহী নহি; বরং তোমাদের হইতে আমি উহা ফিরাইয়া রাখিব। পূর্ব হইতেই আমি আমার প্রিয়পাত্র ও নৈকট্য লাভকারীদের সহিত এইরূপই আচরণ করিয়া থাকি। তাহাদিগকে উহা বিলম্বে তথা আখিরাতে প্রদান করিব। কারণ আমি তাহাদিগকে দুনিয়ার ভোগবিলাস ও চাকচিক্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখি, যেমনিভাবে দয়ার্দ্র রাখাল তাহার বকরীদিগকে ধ্বংসের ঘাটি হইতে দূরে সরাইয়া রাখে।

জানিয়া রাখো, মানুষ দুনিয়াতে যুহদ (বিরাগ) অপেক্ষা অন্য কিছু দ্বারা এত সজ্জিত হইতে পারে না। কারণ উহা মুত্তাকীদের সৌন্দর্য। উহাই তাহাদের পোশাক। জানিয়া রাখ, যে আমার প্রিয়পাত্র ও বন্ধুকে অপদস্থ করিল সে আমার সহিত প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং নিজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিল। আমি আমার প্রিয়পাত্র ও বন্ধুদের সাহায্য করিয়া থাকি। যে আমার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল সে কি ধারণা করে যে, সে আমার সম্মুখে টিকিতে পারিবে? যে আমার সহিত শত্রুতা পোষণ করে সে কি ধারণা করে যে, আমাকে অক্ষম করিয়া দিতে পারিবে? দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণকারী (ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজাম ফিত-তারীখ, ১খ, ৩৩৯-৩৪১; তু. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ, ১খ, ৩৪)।

দাওয়াতী কার্যক্রমের নির্দেশ

অতঃপর আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে উক্ত মু'জিযা ও নিদর্শন প্রদান করত ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا ئِه اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ.

"এই দুইটি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের জন্য। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (২৮ ঃ ৩২)।

তখন মূসা (আ) বলিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ. وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ.

"হে আমার প্রতিপালক! আমি তো উহাদের একজনকে হত্যা করিয়াছি। ফলে আমি আশঙ্কা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে। আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশঙ্কা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে" (২৮ ঃ ৩৩-৩৪)।

আল্লাহ্ তাঁহার এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া এবং তাঁহাকে অভয় বাণী দিয়া বলিলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ.

"আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শনবলে উহাদের উপর প্রবল হইবে" (২৮ ঃ ৩৫)।

সূরা তাহায় এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে ফিরআওনের নিকট দাওয়াত পৌঁছাইবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন ঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى.

"তুমি ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে" (২০ ঃ ২৪)।

তখন মূসা (আ) বলিলেন ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ. وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ. يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ. وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ. هٰرُوْنَ اَخِي. اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ. وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا.

"হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও, যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; আমার ভ্রাতা হারূনকে; তাহা দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর। যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা" (২০ ঃ ২৫-৩৫)।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া বলিলেন ঃ

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ.

"হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল" (২০ ঃ ৩৬)।

এক বর্ণনামতে মূসা (আ) শৈশবে যখন ফিরআওনের দাড়ি ধরিয়া জোরে টান মারিয়াছিলেন তখন সে ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ লইয়াছিল। অতঃপর স্ত্রী আসিয়ার পরামর্শে তাঁহার বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য তাঁহার সম্মুখে যখন জ্বলন্ত অঙ্গার ও খেজুর, মতান্তরে স্বর্ণ খণ্ড রাখা হইল তখন শিশু মূসা অঙ্গারটি ধরিয়াই মুখে পুরিয়া দিয়াছিলেন। ফলে জিহ্বা পুড়িয়া যাওয়ায় তিনি কিছুটা তোতলা হইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত তোতলামী ও জড়তা এতটুকু পরিমাণে দূর করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা তাঁহার কথা বুঝিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে দূর করিয় দেওয়ার প্রার্থনা তিনি করেন নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৪৯)। হাসান বসরী (র) বলেন, মূসা (আ) প্রয়োজনমত উহা দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার কারণে তোতলামী কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এইজন্য ফিরআওন তাঁহাকে ইহার কথা বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছিল। কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, সে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূসা (আ)-এর দোষ তুলিয়া ধরিয়া বলিলঃ

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ.

"আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতেও অক্ষম" (৪৩ ঃ ৫২)।

ফিরআওনের এই উক্তি ছিল ইচ্ছাকৃত একটি অপবাদ যাহা দ্বারা সে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল। শত্রুতা ও কুফরী বশত সে এইরূপ বলিয়াছিল। সে মূসা (আ) কে অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে দেখিত। অথচ মূসা (আ) সম্মান ও মাহাত্ম্যে এমন এক পর্যায়ে ছিলেন যে, তাহাকে দেখিলে বুদ্ধিমানদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষে ফির'আওনই ছিল স্বভাবগতভাবে, চরিত্র ও দীন-এর দিক দিয়া অপদস্থ ও হেয়। লোকজন মূসা (আ)-এর কথা ঠিকই বুঝিতে পারিত। কারণ যদিও অঙ্গার পুরিয়া দেওয়ার ফলে জিহবায় কিছুটা জড়তা আসিয়াছিল। কিন্তু মূসা (আ)-এর দু'আর ফলে আল্লাহ্ তাহা দূর করিয়া দেন। হাসান বাসরীর বর্ণনা মতে সামান্য জড়তা থাকিয়া গেলেও যাহা দূর করিবার জন্য তিনি দু'আ করেন নাই তিনি দু'আ করিয়াছিলেন ততটুকু দূর করিতে যাহা দ্বারা দীন প্রচার ও জনগণকে বুঝাইবার কাজ চলে— ইহা হইল সৃষ্টিগত বিষয় যদ্দ্বারা বান্দাকে দোষারোপ করা যায় না। ফির'আওন যদিও বিষয়টি বুঝিত তবুও তাহার প্রজাগণের মধ্যে ইহা ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য এইরূপ বলিয়াছিল। কারণ তাহারা ছিল অশিক্ষিত ও মূর্খ (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র. ৪খ, ১৩০)।

স্বীয় ভ্রাতা হারূনের জন্য আল্লাহ্র নিকট নবূওয়াত প্রার্থনা করা ছিল মূসা (আ)-এর তাঁহার প্রতি সর্বাধিক বড় অনুগ্রহ। উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) একদা হজ্জের সফরে যাওয়ার সময় শুনিতে পাইলেন, এক লোক তাহার সঙ্গিদিগকে বলিতেছে, কোন ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতার প্রতি সর্বাধিক

ইহসান করিয়াছে? তখন লোকজন সকলে চুপ হইয়া গেল, কেহই ইহার উত্তর দিতে পারিল না। আইশা (রা) তাঁহার শিবিকার পার্শ্ববর্তী লোকজনকে বলিলেন, তিনি হইলেন মূসা ইব্ন ইমরান, যিনি স্বীয় ভ্রাতার জন্য সুপারিশ করায় আল্লাহ তাঁহাকেও নবীরূপে ঘোষাণা করেন এবং ওহী প্রেরণ করেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا (১৯ : ২২)

"আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে (মূসা আ কে) দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে" (১৯ ঃ ৫৩)।

বাইবেলে এই ক্ষেত্রে নিজেদের বানানো ও মনগড়া বর্ণনা উপস্থাপন করিয়া মূসা (আ)-এর প্রতি অপবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে দোষারোপ করা হইয়াছে। উহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মূসা (আ) রিসালাতের যিম্মাদারী হইতে বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং নিজের তোতলামীর ওযর পেশ করিয়া বলেন, "হে আমার প্রভু! বিনয় করি, যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, পাঠাও। তখন মোশির প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল ..." (বাইবেল, যাত্রাপুস্তক, ৪ঃ ১৩-১৪, পৃ. ৮৭)। অতঃপর হারূন অন্যকে তাহার সাহায্যকারী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইহা বাইবেলের ভ্রান্ত বর্ণনা। মূসা (আ) রিসালাতের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার আগ্রহ কখনও প্রকাশ করেন নাই। তিনি হারূন (আ)-এর নবুওয়াত ও তাঁহার পরামর্শদাতা বানাইবার জন্য দুআ করেন এবং আল্লাহও তাহা কবুল করেন, যাহার বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিবরণ কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে (আম্বিয়া-কুরআন, ২খ, ১৩৯-১৪০)।

মিসরে প্রবেশ এবং মাতা ও ভ্রাতার সাক্ষাত লাভ

মূসা (আ) আল্লাহ্র নিকট হইতে এই ওহী লইয়া তাঁহার পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, যাহারা উপত্যকার সম্মুখে জঙ্গলের নিকট তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদিগকে লইয়া তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে মিসরের পথে রওয়ানা হইলেন। অতঃপর দূর-দরাজ পথ অতিক্রম করিয়া মিসরে পৌঁছিলেন। তখন রাত্র হইয়া গিয়াছিল। গোপনে তিনি মিসরে প্রবেশ করিলেন এবং মুসাফিরের বেশে স্বীয় মাতার নিকট গেলেন। বনূ ইসরাঈলের এই পরিবারটি মেহমানদারিতে প্রসিদ্ধ ছিল। এক বর্ণনামতে মূসা (আ) তাহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই এবং তাহারাও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহারা সেই রাত্রে 'তাদায়শাল' বা তফশীল নামক এক প্রকার ঝাল জাতীয় তরকারী খাইতেছিলেন। মূসা (আ) দরজার এক প্রান্তে বসিয়াছিলেন। অতঃপর হারূন (আ) সেখানে আগমন করিলেন এবং মেহমান দেখিয়া মাতার নিকট তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি একজন মেহমান। হারূন (আ) তাঁহাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। অতঃপর উভয়ে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। হারূন (আ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি মূসা। অতঃপর উভয়ে দাঁড়াইয়া কোলাকুলি করিলেন। এক বর্ণনামতে হারূন (আ) গৃহে আগমনের পূর্বেই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নবুওয়াত ও রিসালাতের

দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করা হয়। তাই ওহীর মাধ্যমে মূসা (আ)-এর পূর্ণ ঘটনা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি আসিয়া ভ্রাতার সহিত কোলাকুলি করিলেন। অতঃপর তাহার পরিবার-পরিজনকে ঘরে লইয়া গেলেন এবং মাতাকে সকল বিষয় অবহিত করিলেন। সকলে একত্র হইয়া অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করিলেন এবং ভাইয়ে ভাইয়ে পরিচিত হইলেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৩৯৫)। বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, "আর সদাপ্রভু হারোনকে বলিলেন, তুমি মোশির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে! তিনি গিয়া সদাপ্রভুর পর্ব্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন ও তাহাকে চুম্বন করিলেন। তখন মোশি প্রেরণকর্তা সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও তাহাদের আজ্ঞাপিত সমস্ত চিহ্নের বিষয় হারোনকে জ্ঞাত করিলেন" (বাইবেল, যাত্রাপুস্তক, ৪ ঃ ২৭-২৮)।

উভয় ভ্রাতার পরিচয় হওয়ার পর মূসা (আ) হারূন (আ)-কে বলিলেন, হারূন! আমার সহিত ফিরআওনের নিকট চলুন, আল্লাহ আমাদিগকে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। হারূন (আ) বলিলেন, শুনিলাম এবং মানিয়া লইলাম। তাহাদের মাতা দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, তোমাদিগকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি, তোমারা ফিরআওনের নিকট যাইও না; সে তোমাদিগকে হত্যা করিবে। তাঁহারা মাতার এই অনুরোধ মান্য করিতে অস্বীকার করিলেন এবং রাত্রেই ফিরআওনের নিকট গমন করিলেন।

এক বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে তূর পর্বতের নিকট সাতদিন ব্যস্ত রাখেন, অতঃপর তাঁহাকে বলেন, তোমার প্রতিপালক যে বিষয়ে তোমার সহিত আলোচনা করিয়াছেন সেই মত কাজ কর। তখন তিনি বলিলেন ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي
هٰرُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۔

"হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; আমার ভ্রাতা হারূনকে; তাহা দ্বারা আমার শক্তিকে সুদৃঢ় কর ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর। যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা" (২০ ঃ ২৫-৩৫)।

আল্লাহ তাঁহার এই দুআ কবুল করিয়া ফিরআওনের নিকট গমন করার নির্দেশ দেন। এদিকে তাঁহার পরিবারবর্গ তাহাদিগকে যে স্থানে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন সেখানেই অবস্থান করিতেছিল। তাহারা জানিতে পারে নাই যে, মূসা (আ)-এর কি অবস্থা বা তিনি কি করিতেছেন। এমতাবস্থায় মাদয়ানের এক রাখাল তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিল এবং সঙ্গে করিয়া মাদয়ান লইয়া আসিল। অতঃপর তাহারা শুআয়ব-এর নিকটই অবস্থান করিতে থাকেন। এমনিভাবে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। মূসা (আ)-এর সমুদ্র পার হইয়া যাওয়ার

সংবাদ তাহাদের নিকট পৌছিলে তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট চলিয়া যান (আল-কামিল, ১খ, ১৩৮)। তবে এই বর্ণনাটি বিরল এবং গ্রহণযোগ্য নহে।

বাইবেলের বর্ণনামতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মূসা (আ) শ্বশুরের নিকট গিয়া ঘটনা জানাইলেন। শ্বশুর নিরাপদে যাত্রা করিবার জন্য দুআ করিলেন। অতঃপর তিনি পরিজনসহ মিসর রওয়ানা হইলেন (যাত্রা-পুস্তক, ৪ ঃ ১৮)।

অতঃপর উভয় ভ্রাতা ফিরআওনের দরজায় আসিয়া করাঘাত করিলেন। ইহাতে ফিরআওন বলিল, এই অসময়ে কে আমার দরজায় করাঘাত করিতেছে! দ্বাররক্ষী দরজা হইতে তাহাদিগকে দেখিল এবং তাহাদের সহিত আলাপ করিল। মূসা (আ) বলিলেন, "আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত" (৪৩ ঃ ৪৬)। দ্বাররক্ষী ইহাতে ভীত হইয়া ফিরআওনের নিকট আসিয়া তাহাকে সংবাদ জানাইয়া বলিল, দরজায় এক পাগল আসিয়াছে। সে ধারণা করে যে, সে জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত! ফিরআওন বলিল, তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও। মূসা ও হারূন উভয়ে প্রবেশ করিলেন। মূসা (আ) ফিরআওনকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন ঃ

انَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (٤٨-٤٧ : ٢٠)

"আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সহিত বানূ ইসরাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না। আমরা তো তোমার নিকট আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন এবং শান্তি তাহাদের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে সৎপথ। আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি তাহার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়" (২০ ঃ ৪৭-৪৮)।

তিনি আরো বলিলেন, هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى "তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও। আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি যাহাতে তুমি ভয় কর" (৭৯ ঃ ১৮-১৯)?

ফিরআওন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল ঃ

اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْداً وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ . وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَهَا وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ .

"আমরা কি তোমাদের শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নাই? তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটাইয়াছ। তুমি তো তোমার কর্ম যাহা করিবার তাহা করিয়াছ, তুমি অকৃতজ্ঞ" (২৬ ঃ ১৮-১৯)।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ . فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ (٢٢-٢٠ : ٢٦) .

"আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। অতঃপর আমি তোমাদের ভয়ে ভীত হইলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রাসূল করিয়াছেন। আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ তাহা তো এই যে, তুমি বানূ ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ" (২৬ ঃ ২০-২২)।

ফিরআওন সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সে ধারণা ও দাবি করিত যে, সে-ই ইলাহ ও রব। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَحَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى . (٢٤-٢٣ : ٧٩)

"সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল আর বলিল, আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" (৭৯ ঃ ২৩-২৪)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ .

"ফিরআওন বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলিয়া জানি না" (২৮ ঃ ৩৮)।

প্রকৃতপক্ষে সে শত্রুতা ও অহংকারবশে এইরূপ বলিয়াছিল। সে জানিত যে, সে একজন দাস, যাহাকে প্রতিপালন করা হয়। আর আল্লাহ্ই হইলেন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا . فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ . (١٤ : ٢٧)

"উহারা (ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়) অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হইয়াছিল" (২৭ ঃ ১৪)!

এইজন্যই মূসা ও হারূন (আ) যখন তাহাকে দাওয়াত দিয়া বলিয়াছিলেন اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল" তখন সে শত্রুতা ও ঔদ্ধত্যভরে তাহাদের রিসালাতকে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিল ঃ "জগৎসমূহের প্রতিপালক আবার কি" (২৬ ঃ ২৩)? অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, ফিরআওন বলিয়াছিল, فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَامُوْسٰى (٢٣ : ٢٦) "হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক" (২০ ঃ ৪৯)? তখন মূসা (আ) দৃঢ়ভাবে জওয়াব দিলেন ঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ . (٢٤ : ٢٦)

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও" (২৬ ঃ ২৪)।

অর্থাৎ এই জগতসমূহের পালনকর্তা তিনি যিনি এই দৃশ্যমান আসমান ও যমীন এবং উহার মধ্যবর্তী সকল কিছু মেঘ. বৃষ্টি, বায়ু, শস্যাদি, প্রাণীকুল তথা যাবতীয় জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, এই সকল জিনিস আপনা আপনি সৃষ্টি হয় নাই। নিশ্চয় ইহার একজন সৃষ্টিকর্তা রহিয়াছেন। তিনিই হইলেন আল্লাহ্, জগতসমূহের পালনকর্তা; তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য (ইলাহ) নাই। ফিরআওন তখন তাহার পার্শ্বস্থ পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "তোমরা শুনিতেছ তো!" মূসা (আ) বলিলেন, "তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক"। অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের বাপদাদা পূর্বপুরুষদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইলাহ। কারণ প্রত্যেকেই জানে যে, সে নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নাই, তাহার মাতাপিতাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নাই। সকলেরই অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রহিয়াছেন। এত কিছু যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও ফিরআওন তাহার গোমরাহী হইতে বিন্দু পরিমাণও টলিল না; বরং তাহার পারিষদবর্গকে বলিল ঃ

اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ. (٢٧ : ٢٦)

"তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি তো পাগল" (২৬ ঃ ২৭)।

কারণ সে আমাকে ছাড়া অন্য একজনকে তোমাদের ইলাহ বলিয়া দাবি করিতেছে। তখন মূসা (আ) বলিলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝিতে" (২৬ ঃ ২৮)। অর্থাৎ তিনিই এই উজ্জ্বল নক্ষত্র যাহা আকাশে পরিভ্রমণ করে, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই রাত্রিতে উহার অন্ধকারসহ এবং দিবসকে উহার জ্যোতিসহ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই যমীন-আসমান, পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। সকল কিছুই তাঁহার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণাধীন।

ফিরআওন যখন যুক্তি-তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, তাহার সন্দেহ পোষণ করিবার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল তখন নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইল। ইহা ছাড়া তাহার আর কোন পথও ছিল না। তাই সে ক্ষমতার দাপট দেখাইয়া বলিল, لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ. "তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব" (২৬ ঃ ২৯)।

তখন মূসা (আ) বলিলেন اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ "আমি যদি তোমার নিকট কোন স্পষ্ট নিদর্শন আনয়ন করি তবুও"? ফিরআওন বলিল, فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. "তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর।"

অতঃপর মূসা (আ) তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাত অজগর হইল এবং সে (মূসা) তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল" (২৬ ঃ ১৭-৩৩)।

এক বর্ণনামতে অজগরটি এক ভয়ানক রূপ ধারণ করে। উহা এত বিরাট হা করিয়াছিল যে, উহার নিচের চোয়াল ছিল যমীনে, আর উপরেরটি ছিল ফিরআওনের প্রাসাদের উপরে। আর সর্পটি ফিরআওনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ফিরআওন ইহাতে ভীত হইয়া সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িল। লোকজনও ভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কথিত আছে, ভয়ে ফিরআওনের ঐদিন চল্লিশ বার পায়খানা হয়। অথচ ইহার পূর্বে চল্লিশ দিনে তাহার একবার মাত্র পায়খানা হইত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৫১; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪০৬; আল-কামিল, ১খ, ১৩৯)।

ফিরআওনের অনুরোধে মূসা (আ) উহা হাতে ধরিতেই পূর্বের ন্যায় আবার লাঠি হইয়া গেল। অনুরূপভাবে তিনি বগলে হাত রাখিয়া বাহিরে আনিতেই উহা পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় এমনভাবে আলোকিত হইয়া উঠিল যে, উহার কিরণচ্ছটায় চোখ ধাঁধাইয়া গেল। পার্শ্ববর্তী সকল কিছুই আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল। আলোর তীব্রতায় ফিরআওন উহার দিকে তাঁকাইতে পারিল না। মূসা (আ) হাত পুনরায় বগলে রাখিতেই উহা পূর্বের ন্যায় স্বভাবিক হইয়া গেল (প্রাগুক্ত)। এত কিছু দেখার পরও ফিরআওন ইহা দ্বারা সামান্যতম শিক্ষা লাভ করিতে পারিল না বরং পূর্বের তুলনায় তাহার শত্রুতা ও ঔদ্ধত্য আরো বাড়িয়া গেল। সে বলিল, ইহা সবই যাদু। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهُ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ۔ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ۔

"ফিরআওন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, এতো এক সুদক্ষ যাদুকর! এ তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাহার যাদুবলে বহিষ্কৃত করিতে চাহে! এখন তোমরা কি করিতে বল" (২৬ ঃ ৩৪-৩৫)?

এক বর্ণনামতে মূসা ও হারূন (আ) মুজিযা ও নিদর্শন দেখাইবার পর ফিরআওনের দরবার হইতে চলিয়া আসেন। অতঃপর ফিরআওন তাহার রাজ্যে যত যাদুকর আছে সবাইকে একত্র করিবার নির্দেশ দেয়। তখনকার সময়ে মিসরে বহু খ্যাতিমান যাদুকর ছিল। প্রতিটি শহর-নগর হইতে যাদুকর জড়ো করা হইল। ফলে যাদুকরদের বিশাল এক দল জড়ো হইয়া গেল। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব-এর বর্ণনামতে তাহাদের সংখ্যা ছিল আট হাজার, কাসিম ইব্ন আবী বুরদার বর্ণনামতে সত্তর হাজার, সুদ্দীর বর্ণনামতে ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি, আবু উমামার বর্ণনামতে উনিশ হাজার, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে পনের হাজার, কা'ব আল-আহবারের বর্ণনামতে বারো হাজার, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে সত্তরজন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৫৪)।

এইভাবে সকল যাদুকরকে জড়ো করা হইল। তাহারা জড়ো হইলে ফিরআওন তাহাদিগকে বলিল, আমাদের নিকট এক যাদুকর আসিয়াছে। আমরা তাহার মত যাদুকর আর কখনো দেখি নাই। তোমরা যদি তাহাকে পরাস্ত করিতে পার তবে আমি তোমাদিগকে সম্মানিত করিব এবং আমার প্রজাদের মধ্যে তোমাদিগকেই নিকটতর করিব। তাহারা বলিল, আমরা জয়ী হইলে আমাদের জন্য কি কোন পুরস্কার থাকিবে? ফিরআওন বলিল, হাঁ, অবশ্যই। তোমরা আমার নিকটতম জনদের

অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহারা বলিল, তাহা হইলে একটি দিন নির্ধারণ করুন, যেদিন আমরা তাহার সহিত একত্র হইব। উক্ত যাদুকরদের সরদার ছিল চারজন ঃ সাতূর, 'আদূর, হাতহাত ও মুসাফ্ফা (তাবারী, তারীখ, ১খ. ৪০৭-৪০৮)। ফিরআওন মূসা (আ)-এর নিকট লোক পাঠাইল একটি দিন নির্ধারণ করিবার জন্য। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى . قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى . (٥٨-٥٩ : ٢٠)

"(ফিরআওন বলিল,) সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না। মূসা বলিল, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে" (২০ ঃ ৫৮-৫৯)।

উহা ছিল ঈদের দিন, যেদিন ফিরআওন প্রজাদের নিকট বাহির হইত। ফিরআওন বিশাল এক সমাবেশের আয়োজন করিল। সে ও তাহার পারিষদবর্গ এবং সর্বস্তরের জনগণ উক্ত সমাবেশে হাজির হইল। তাহারা এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়াছিল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ . (٤٠ : ٢٦)

"(সমবেত হইতেছি) যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করিতে পারি, যদি উহারা বিজয়ী হয়" (২৬ ঃ ৪০)।

যাদুকরগণ সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল তাহাদের রশি ও লাঠি। অতপর মূসা ও হারূন (আ) সমাবেশ স্থলে হাজির হইলেন। মূসা (আ) যাদুকরদিগকে উপদেশ দিলেন এবং বাতিল ও মিথ্যা যাদুর অনুসরণ করিবার জন্য তাহাদিগকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিলেন। বলিলেন ঃ

وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى (٦١ : ٢٠) .

"দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। করিলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে সেই ধ্বংস হইয়াছে" (২০ ঃ ৬১)।

এক বর্ণনামতে মূসা (আ)-এর এই কথা শুনিয়া তাহারা মতবিরোধ করিতে লাগিল। কেহ বলিতেছিল, ইহা নবীর কথা, যাদুকরের কথা নহে। আবার কেহ বলিতেছিল, সে যাদুকর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৫৫; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪০৮)। অতঃপর তাহারা গোপনে পরামর্শ করিল এবং বলিতে লাগিল, এই দুইজন অবশ্যই যাদুকর। তাহারা তাহাদের যাদু দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার

অস্তিত্ব নাশ করিতে চাহে। অতএব তোমরা তোমাদের যাদুকর্ম সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হইবে সেই সফল হইবে (২০ ঃ ৬২-৬৪)।

যাদুকরগণ যখন সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং মূসা ও ফিরআওন তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন তখন তাহারা মূসা (আ)-কে বলিল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা (আ) বলিলেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। যাদুকরগণ তাহাদের রশি ও লাঠিসমূহ ছাড়িয়া দিল। তাহাদের যাদুর কারণে মনে হইতেছিল যে, উহা চলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা মানুষের চোখে যাদু করিয়াছিল। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا اَتَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَائُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ. (١١٦ : ٧)

"যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল, তাহাদিগকে আতঙ্কিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের যাদু দেখাইল" (৭ ঃ ১১৬)

তাহারা যাদু দেখাইবার পূর্বে বলিয়াছিল ঃ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ. "ফিরআওনের ইয্যতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হইব" (২৬ ঃ ৪৪)।

তাহাদের রশি ও লাঠিসমূহ বিরাটকায় পাহাড়ের মত সর্পরূপে দেখা গেল যাহাতে গোটা উপত্যকা পূর্ণ হইয়াছিল। একটির উপর দিয়া আর একটি যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া মূসা (আ) মনে মনে এই ভাবিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি কিছু দেখাইবার পূর্বেই লোকজন তাহাদের যাদু দেখিয়া ফিতনায় পতিত হইতে পারে। তবে আল্লাহর নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুই করিতে পারেন না। তাই আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠাইলেন ঃ

لاَتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعْلٰى. وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى. (٦٩-٦٨ : ٢٠)

"ভয় করিও না, তুমিই প্রবল, তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর। ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরদের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক সফল হইবে না" (২০ ঃ৬৮-৬৯)।

মূসা (আ) তখন বলিলেন ঃ

مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ. وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ. (٨٢-٨١ : ١٠)

"তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু, নিশ্চয়ই আল্লাহ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধী অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন" (১০ ঃ ৮১-৮২)।

এই বলিয়া তিনি স্বীয় লাঠি ছাড়িয়া দিলেন। তখন উহা বিরাটকায় পাহাড়ের মত হস্তপদ বিশিষ্ট এক সর্পের আকৃতি ধারণ করিল যাহার গর্দান ছিল বিরাট। উহা একটি একটি করিয়া যাদুকরদের সকল সর্প ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল, একটিও আর অবশিষ্ট রহিল না। উহার এই ভয়ংকর রণমূর্তি দেখিয়া লোকজন ভয়ে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিল। সবগুলি গিলিয়া ফেলার পর মূসা (আ) উহাকে হাত দ্বারা ধরিতেই পূর্বের ন্যায় উহা লাঠিতে পরিণত হইল। যাদুকরগণ ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। তাহারা তাহাদের আয়ত্তকৃত জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারিল যে, ইহা কোন যাদুর আওতায় পড়ে না, কোনরূপ ভেল্কীবাজিও নহে, ইহা তাহাদের জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ইহা সত্য, মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রেরিত। কারণ যাদু হইলে তাহারা কখনো পরাস্ত হইত না। তাই তাহারা সেই সর্বশক্তিমানের উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটাইয়া পড়িল এবং ঈমান আনয়ন করিল। তাহারা বলিল ঃ

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

"আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক" (২৬ ঃ ৪৭-৪৮)।

এক বর্ণনামতে যাদুকরগণের সরদার ছিল অন্ধ। তাহার সঙ্গীবৃন্দ তাহাকে বলিল, মূসার লাঠি বিশাল অজগরের আকার ধারণ করিয়াছে এবং আমাদের রশি ও লাঠিসমূহ দ্বারা সৃষ্টি সর্পগুলিকে গিলিয়া ফেলিতেছে। সে তাহাদিগকে বলিল, উক্ত রশি ও লাঠিসমূহের কোন চিহ্নও নাই? উহা কি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে না? তাহারা বলিল, না। সরদার বলিল, তবে ইহা যাদু নহে। ইহা বলিয়া সে সিজদায় লুটাইয়া পড়িল। অন্যান্য সকল যাদুকরও তাহার অনুসরণ করিয়া সিজদায় পড়িয়া গেল এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করিল। (আল-কামিল, ১খ, ১৪০)।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, কাসিম ইব্‌ন আবী বুরদা ও আওযাঈ প্রমুখের বর্ণনামতে যাদুকরগণ যখন সিজদায় লুটাইয়া পড়িল তখন জান্নাতে তাহাদের আবাসস্থল প্রাসাদ ও অট্টালিকাসমূহ দেখিতে পাইল। তাহাদের আগমনের জন্য সেইগুলিকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এইজন্যই তাহারা পরবর্তীতে প্রদত্ত ফিরআওনের হুমকি-ধমকিতে কর্ণপাত করে নাই এবং তাহার শাস্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৫৬)। ফিরআউন যাদুকরগণের এই অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল। কারণ ইহাতে জনগণের মধ্যে মূসা ও হারূন (আ)-এর ইতিবাচক প্রভাব পড়িবে-সন্দেহ নাই। ফলে সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া গেল। তাহার জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল। সে জনগণকে আল্লাহ্‌র রাস্তা হইতে ফিরাইবার জন্য ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে জনগণের সম্মুখে যাদুকরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ

اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى. (٢٠ : ٧١)

"কী, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে? দেখিতেছি, সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্ত-পদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই, আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিবই এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী" (২০ ঃ ৭১)।

অন্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফিরআওন ইহাকে একটি চক্রান্ত হিসাবে অভিহিত করিয়া বলে ঃ

اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

"কি, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত, তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদিগকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম জানিবে" (৭ ঃ ১২৩)।

অতঃপর পূর্বে বর্ণিত আয়াতের ন্যায় শূলবিদ্ধ করার কথা বলে। তাহার এই উক্তি যে কত বড় অপবাদ ও নির্জলা মিথ্যা, সত্যের কত বড় অপলাপ তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো বটেই, শিশুদের নিকটও স্পষ্ট। কারণ উক্ত রাজ্যের সকলেই জানিত যে, যাদুকরগণ মূসা (আ)-কে ইতোপূর্বে কোন দিন দেখেই নাই। তাই কিভাবে তিনি তাহাদের যাদু বিদ্যার শিক্ষাগুরু হইবেন? তিনি তাহাদিগকে একত্র করেন নাই এবং তাহাদের একত্র হওয়ার কথা জানেনও না। ফিরআওন তাহাদিগকে রাজ্যের দূর-দূরান্ত হইতে বিভিন্ন শহর-নগর হইতে খবর দিয়া আনিয়াছে (আল-বিদায়া, ১খ, ২৫৬-২৫৭)। ফিরআওনের মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদানের হুমকি শুনিয়া তাহারা বলিল ঃ

لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ. اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى. (٧٢-٧٣ : ٢٠)

"আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে তাহার উপর এবং যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি কর যাহা করিতে চাহ। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যেই যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী" (২০ ঃ ৭২-৭৩)।

অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিল ঃ

اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ. (١٢٥-١٢٦ : ٧)

"আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। তুমি তো আমাদিগকে শাস্তি দান করিতেছ এইজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করিয়াছি যখন উহা

আমাদের নিকট আসিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও" (৭ ঃ ১২৫-১২৬)।

ফিরআওন এইসবের প্রতি কর্ণপাত করিল না। সে তাহার গোমরাহী ও কুফরীর প্রতি অটল রহিল এবং তাহার বর্ণিত পন্থায় শাস্তি দিয়া উহাদিগকে শহীদ করিয়া দিল। তাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ও উবায়দ ইব্‌ন উমায়র বলেন, তাহারা দিবসের প্রথমভাগে ছিল যাদুকর কাফির এবং শেষভাগে হইল নেক্‌কার ও সৌভাগ্যবান শহীদ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৫৮; আল-কামিল, ১খ, ১৪১)।

পরাজিত হইয়া যাদুকরদের ঈমান আনয়নের পরও ফিরআওন তাহার কুফরীতে অটল রহিল। তাহার পারিষদবর্গও তাহাকে কুপরামর্শ দিতে লাগিল এবং বিপথে চলিবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিল। তাহারা মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়ার পরামর্শ দিতে লাগিল। কুরআন কারীমে তাহার সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ .

"ফিরআওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দেবেন"?

ফিরআওন ইহার উত্তরে বলিল ঃ

سَنُقَتِّلُ اَبْنَائَهُمْ وَنَسْتَحْيِىْ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ . (٧: ١٢٧)

"আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব, আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল" (৭ ঃ ১২৭)।

এই সিদ্ধান্ত ছিল মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের পর যেমনভাবে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল তাঁহার জন্মের পূর্বে। বনূ ইসরাঈলদিগকে অপদস্ত করিবার জন্য এবং তাহারা যাহাতে সংখ্যায় বাড়িয়া গিয়া বিপদের কারণ না হয় এইজন্য নবুওয়াতের পরও এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। ইহাতে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় তাহার নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল,

اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

"আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও" (৭ ঃ ১২৯)।

মূসা (আ) তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়া বলিলেন ঃ

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ . (٧: ١٢٩)

"শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে যমীনে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন" (৭ ঃ ১২৯)।

اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (۷: ۱۲۸)

"তোমরা আল্লাহ্র নিকট সাযাহ্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর; রাজ্য তো আল্লাহ্রই! তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য" (৭ ঃ ১২৮)।

সুতরাং তোমরাও মুত্তাকী হওয়ায় চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমাদেরও পরিমাণ শুভ হইবে এবং তিনি তোমাদিগকে রাষ্ট্রের মালিক বানাইয়া দিবেন। তিনি তাহাদিগকে আরো উপদেশ দিয়া বলিলেন ঃ

يَاقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ. (۸٤ : ۱۰)

"হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করিয়া থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর" (১০ ঃ ৮৪)।

অতঃপর তাহারা বলিল ঃ

عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

"আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর" (১০ঃ ৮৫-৮৬)।

ফিরআওনের ক্রোধ এইবার মূসা (আ)-এর উপর গিয়া পতিত হইল। সে আশঙ্কা করিল যে, মূসা (আ) হয়তো জনগণকে তাহার উপাসনা হইতে উঠাইয়া বিপথে পরিচালিত করিবেন। তাই সে তাহার পারিষদবর্গকে বলিল ঃ

ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ (۲٦ : ٤٠)

"আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে" (৪০ ঃ ২৬)।

মূসা (আ) তাহার ঔদ্ধত্য ও দম্ভোক্তির উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আল্লাহ্র প্রতি অটুট ঈমান ও অগাধ আস্থার পরিচায়ক। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (۲۷ : ٤٠)

"যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি" (৪০ ঃ ২৭)।

ফিরআওন পরিবারের এক মুমিন ব্যক্তির উপদেশ

ফিরআওনের সম্প্রদায় ও তাহার দরবারের এক ব্যক্তি মূসা (আ)-এর উপর তাঁহার দাওয়াত ও তাবলীগে প্রভাবান্বিত হইয়া এবং তাঁহার মুজিযা দেখিয়া ঈমান আনিয়াছিল, কিন্তু ফিরআওনের ভয়ে

তাহা গোপন রাখিয়াছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, ফিরআওন সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল ঃ (১) এই ঈমানদার ব্যক্তি, যাহার কথা একটু পরই আলোচনা করা হইতেছে; (২) আর একজন হইলেন ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া এবং (৩) অপরজন হইলেন সেই ব্যক্তি যে, মূসা (আ) কর্তৃক কিবতী হত্যার পর শহরের প্রান্ত হইতে দ্রুত আসিয়া মূসা (আ) কে জানাইয়াছিলেন যে, ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গ তাঁহাকে হত্যার পরামর্শ করিতেছে। সুতরাং তিনি যেন অতি দ্রুত শহর হইতে বাহির হইয়া যান (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ১৭২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৬০)। ফিরআওন মূসা (আ)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তখন ফিরআওন পরিবারের উক্ত ঈমানদার লোকটি মূসা (আ)-এর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পরামর্শস্বরূপ ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট সত্য কথা তুলিয়া ধরিলেন। এই প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا

.(٤٠ : ٢٨-٢٩)

“ফিরআওন বংশের এক ব্যক্তি, যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, ‘তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্! অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছে। সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে তোমাদিগকে যে শাস্তির কথা বলে তাহার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হইবেই। আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্বে তোমাদের দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে” (৪০ ঃ ২৮-২৯)?

লোকটির সঠিক পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক বর্ণনামতে লোকটি ছিল ফিরআওনের চাচাতো ভাই (আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া, ১খ, ২৬০)। এক বর্ণনাতে তাহার নাম ছিল হিযকীল (আল-কামিল, ১খ, ১৪০)। মতান্তরে হিযরাক (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪০৭)। কাহারও কাহারও ধারণামতে তিনি ইসরাঈল বংশীয় ছিলেন, কিন্তু ইহা অযৌক্তিক এবং কুরআন কারীমের বর্ণনার সহিতও অসংগতিপূর্ণ (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। দারা কুতনীর বর্ণনামতে তাহার নাম ছিল শামআন। তারীখুত তাবারানীতে তাঁহার নাম খায়র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। ফিরআওন নিশ্চিত জানিত যে, মূসা (আ) আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা আনয়ন করিয়াছেন তাহাই সঠিক। কিন্তু শত্রুতা, অবাধ্যতা ও কুফরীবশত সে উহার বিরোধিতা করিত যাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই গোয়ার্তুমি বশত মিথ্যা কথাই সে বলিল ঃ

مَا أُرِيْكُمْ اِلاَّ مَا اَرٰى وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ (٢٩ : ٤٠)

"আমি যাহা বুঝি, আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি" (৪০ ঃ ২৯)।

ইহা ছিল তাহার সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। কারণ সে নিজেই সঠিক পথে ছিল না; বরং সে গোমরাহীতে ডুবিয়াছিল এবং তাহার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। তাই তাহারা তাহার আনুগত্য করিত, তাহার উপাসনা করিত এবং সে যে তাহাদের প্রতিপালক বলিয়া দাবি করিয়াছিল উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। ফিরআওন তাহার সম্প্রদায়কে তাহার প্রতিপালক হওয়ার কথা বিশ্বাস করাইবার জন্য বিভিন্ন অলীক যুক্তি প্রদর্শন করে এবং তাহার সম্প্রদায়ও উহা মানিয়া লইয়া তাহার আনুগত্য করে। ইহাই আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন ঃ

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ. اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلاَ يَكَادُ يُبِيْنُ. فَلَوْلاَ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ. (٥١-٥٤ : ٤٣)

"ফিরআওন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নহে? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা ইহা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে যে হীন এবং স্পষ্টভাবে কথা বলিতেও অক্ষম! মূসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সঙ্গে কেন আসিল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (৪৩ ঃ ৫১-৫৪)।

মুমিন ব্যক্তিটি ফিরআওনের দাবি ও কীর্তিকলাপ দেখিয়া বলিল ঃ

يَا قَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ . مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ . وَيَا قَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ . يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلاً كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ . اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ . (٣٠-٣٥ : ٤٠)

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি, যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, আদ, ছামূদ এবং তাহাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহতো বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করিতে চাহেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের

জন্য আশংকা করি কিয়ামত দিবসের যেদিন তোমরা পশ্চাত ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে, আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ, কিন্তু সে যাহা লইয়া আসিয়াছিল তোমরা তাহাতে বারবার সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, তাহার পরে আল্লাহ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না। এইভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদিগকে। যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন" (৪০ ঃ ৩০-৩৫)।

ফিরআওন বারবার আল্লাহ্র আলোচনা শুনিয়া হিদায়াত কবুল তো করিলই না, বরং একের পর এক বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সে তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হে আমার পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলিয়া জানি না" (২৮ ঃ ৩৮)। অবশ্য মূসা তাহার ইলাহের যে সকল উচ্চ মানের বিশেষণের কথা বলিতেছে উহাতে মনে হয় তিনি আকাশে আছেন। সে মন্ত্রী হামানকে নির্দেশ দিল সুউচ্চ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিতে যাহাতে উহাতে চড়িয়া সে মূসার ইলাহকে দেখিতে পারে, যদি বাস্তবে সে থাকে মূসার দাবি অনুযায়ী। তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী।

ফিরআওন একটু পূর্বে বলিয়াছিল, 'আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি (৪০ ঃ ২৯)। মুমিন ব্যক্তিটি তাহার বক্তব্যে এই দিকে ইঙ্গিত করিলেন যে, سَبِيْلَ الرَّشَادِ অর্থাৎ সৎপথ ও কল্যাণের পথ উহা নহে যাহা ফিরআওন বলিয়াছে, বরং আমি যাহা বলিতেছি তাহাই। সুতরাং তোমরা যদি নাজাত ও কল্যাণের প্রত্যাশী হও তাহা হইলে এই পথ অবলম্বন কর।

ফিরআওনের সম্প্রদায় তাহাদেরই এক সম্মানিত ব্যক্তির মুখে এই জাতীয় কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহারা প্রচেষ্টা চালাইতে লাগিল তাহাকে বাপ-দাদার পথে ফিরাইয়া আনার জন্য। এই কারণেই মুমিন ব্যক্তিটির বক্তব্যে এই দিকেও ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন যে, কী অদ্ভূত কথা! আমি তোমাদের শুভাকাঙ্খী, তোমাদিগকে হিদায়াত ও নাজাতের রাস্তা দেখাইতেছি। আর তোমরা চাহিতেছ আমি ভ্রান্ত পথে চলিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করি (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ১৭৫-১৭৬)।

মুমিন ব্যক্তি আরো বলিলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ . يَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ . مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِحِسَابٍ . وَيَا قَوْمِ مَا لِىْ اَدْعُوكُمْ اِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُوْنَنِىْ اِلَى النَّارِ . تَدْعُوْنَنِىْ لاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَاَنَا اَدْعُوكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ . لاَ جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ

الَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلاَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ .
فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ . (٤٠ : ٣٨-٤٤)

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব। হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস। কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যাহারা মুমিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহবান করিতেছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহবান করিতেছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহবান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহবানযোগ্য নহে। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তে অর্পণ করিতেছি; আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন" (দ্র. ৪০ ঃ ৩৮-৪৪)।

একজন সাচ্চা ঈমানদার হিসাবে তিনি তাহার ঈমানী দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করার চেষ্টা করেন। জুলুম-নিপীড়নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া দীনের দাওয়াত পেশ করেন।

এই মুমিন ব্যক্তিটির কিছু পরিচয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক বর্ণনামতে তিনি হইলেন সেই কাঠমিস্ত্রী যিনি মূসার জন্মের পর নীল নদে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য বাক্স প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মূসা (আ)-কে যাদুকরদের উপর বিজয়ী হইতে দেখিয়া তাহার ঈমানের কথা প্রকাশ করেন। কাহারও মতে তিনি ইহার পূর্বেই তাহার ঈমানের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর ফিরআওন মূসা (আ)-কে হত্যার সংকল্প করিলে তিনি তাহাকে উক্ত নসীহত করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় ঈমানের কথা প্রকাশ করিয়া দিলে ফিরআওন তাহাকে যাদুকরদের সঙ্গেই শূলে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে (আল-কামিল, ১খ, ১৪১)। ফলে তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করিয়া জান্নাতবাসী হন।

এক বর্ণনামতে ফিরআওনও তাহার সম্প্রদায়ের উৎপীড়ন ও নিপীড়ন হইতে আল্লাহ তাহাকে বিশেষ ব্যবস্থায় হিফাযত করেন। অবশেষে মূসা (আ) ও বানূ ইসরাঈলদের সঙ্গে তিনিও নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে মিসর ত্যাগ করেন (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ১৭৭)। তবে এই মতটি দুর্বল। কারণ মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বানূ ইসরাঈলের লোক ব্যতীত অন্য কেহ মিসর ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এক বর্ণনামতে উক্ত মুমিন ব্যক্তিটির স্ত্রীও ঈমান আনয়ন করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী ও ঈমান গোপন রাখিয়াছিল। তিনি ছিলেন ফিরআওন কন্যার কেশ বিন্যাসকারিণী। একদিন চুল আচড়াইবার সময় তাহার হাত হইতে চিরুনী পড়িয়া গেল। তিনি বিসমিল্লাহ বলিয়া উহা তুলিয়া লইলেন। ফিরআওন কন্যা তখন বলিল, আমার পিতার নামে? মহিলাটি বলিলেন না, বরং যিনি আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক এবং তোমার পিতার প্রতিপালক তাহার নামে। কন্যাটি তাহার পিতা ফিরআওনকে এই ঘটনা বলিয়া দিল। ফিরআওন মহিলাটিকে ও তাহার সন্তানদিগকে ডাকাইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার প্রতিপালক কে? তিনি বলিলেন, আমার ও আপনার প্রতিপালক আল্লাহ। তখন ফিরআওন একটি চুল্লিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে দগ্ধীভূত করিবার নির্দেশ দিল। মহিলাটি ফিরআওনকে বলিল, আপনার নিকট আমার একটি আবেদন রহিয়াছে। ফিরআওন বলিল, তাহা কি? মহিলাটি বলিল, আমার ও আমার সন্তানগণের হাড় একত্র করিয়া দাফন করিবেন। ফিরআওন তাহার এ আবেদন মঞ্জুর করিল। প্রথমে ফিরআওন তাহার সন্তানদিগকে তাহার সম্মুখে অগ্নিতে ফেলিবার নির্দেশ দিল। অতঃপর একজন একজন করিয়া তাহাদিগকে চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হইল। তাহার শেষ সন্তানটি ছিল ছোট্ট শিশু। সে বলিয়া উঠিল, মাতা! আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। কারণ আপনি সত্যের উপর আছেন। অতঃপর মহিলাটিকে তাহার শিশু সন্তানসহ আগুনে নিক্ষেপ করা হইল (আল-কামিল, ১খ, ১৪১; আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল উমাম, ১খ, ৩৪৬-৩৪৭)।

ফিরআওন পত্নী আসিয়ার ঈমান আনয়ন ও শাস্তি

ফিরআওনের পত্নী আসিয়াও গোপনে ঈমান আনয়ন করিয়াছিলেন। মহিলাটিকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইল তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ফেরেশতাগণ তাহার রূহ লইয়া আকাশে চলিয়া যাইতেছে। আল্লাহ তাঁহার অন্তর্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন। মহিলাটিকে আযাব দেওয়ার সময় তিনি উহা দেখিতেছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাকে দেখিয়া তাহার ঈমানী শক্তি আরও মজবুত হইল এবং মূসা (আ)-এর সত্যতার প্রতি বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল। এমনি অবস্থায় ফিরআওন তাহার নিকট আসিয়া মহিলাটির সংবাদ দিল। 'আসিয়া' তাহাকে বলিলেন, তোমার ধ্বংস হউক! কেন তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলে? ফিরআওন তাহাকে বলিল, সম্ভবত যে পাগলামী মহিলাটির উপর ভর করিয়াছিল সেই পাগলামী তোমার উপরও ভর করিয়াছে। 'আসিয়া' বলিলেন, আমার উপর কোন পাগলামী ভর করে নাই; বরং আমি আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি, যিনি আমার, তোমার এবং জগতসমূহের প্রতিপালক। অতঃপর ফিরআওন তাহার মাতাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, তাহাকেও কেশ বিন্যাসকারিনী মহিলার মত পাগলামিতে পাইয়া বসিয়াছে। আমি কসম করিয়া বলিতেছি, হয়তো সে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে অথবা মূসার ইলাহকে অস্বীকার করিবে। মাতা তাহাকে লইয়া নির্জনে গেলেন এবং তাহাকে ফিরআওনের অনুগত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আসিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও কুফরী করিব না। অতঃপর ফিরআওনের নির্দেশে তাঁহার দুই হাত প্রসারিত করিয়া উহাতে চারিটি

পেরেক মারা হইল এবং মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তাহাকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হইল। ফিরআউন তাহার লোকজনকে নির্দেশ দিল বিরাট একটি পাথর আনিতে এবং বলিল, সে যদি তাহার কথার উপর অটল থাকে তাহাকে তবে পাথরচাপা দিবে। আর যদি উক্ত কথা হইতে ফিরিয়া আসে তবে সে আমার স্ত্রী থাকিবে। 'আসিয়া' তাহার ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রহিলেন, অতঃপর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আল্লাহ্র নিকট দুআ করিলেন ঃ

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. (١١ : ٦٦)

"হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে" (৬৬ ঃ ১১)।

আল্লাহ তাআলা তাহার এই দুআ কবুল করেন। অতঃপর আল্লাহ তাহার সম্মুখ হইতে পর্দা উঠাইয়া লইলেন। তখন তিনি ফেরেশতাগণকে এবং তাহার সম্মানে জান্নাতে যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন। তখন ফিরআওন বলিল, দেখ, তাহাকে কেমন পাগলে পাইয়াছে। তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে অথচ সে হাসিতেছে। অতঃপর তিনি মারা যান (আল-কামিল, ১খ, ১৪১-১৪২; ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৩খ, ৩৯৩, ৩৯৪; আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৯খ, ৩৪৭; উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.)।

ফিরআওন কর্তৃক উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ

মূসা (আ) যখন আল্লাহ্কে আসমান ও যমীনের রব বলিয়া ফিরআওনের কাছে ব্যক্ত করিলেন তখন সে মনে করিল আকাশে উঠিয়া তাঁহার প্রতিপালককে দেখিবে। অতঃপর তাহার পরামর্শদাতা ও বিশ্বাসী সহচর হামানকে একটি বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিল। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ فَاَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. (٣٨ : ٢٨)

"ফিরআওন বলিল, হে পারিষদবর্গ ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলিয়া জানি না। হে হামান ! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর ; হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহকে দেখিতে পারি। তবে আমি অবশ্যই মনে করি সে মিথ্যাবাদী" (২৮ ঃ ৩৮)।

এই প্রসঙ্গটি সূরা মু'মিন-এ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ. اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا. (٣٧-٣٦ : ٤٠)

"ফিরআওন বলিল, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই অবলম্বন, অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহকে। তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি" (৪০ ঃ ৩৬-৩৭)।

মুফাসসিরগণের বর্ণনামতে ফিরআউনের নির্দেশমত তাহার মন্ত্রী হামান এই সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করিয়াছিল। আহলে কিতাবদের বর্ণনামতে ইট তৈরীর কাজে বানূ ইসরাঈলদেরকেই নিয়োজিত করা হয়। এইজন্য তাহাদিগকে প্রচণ্ড খাটানো হয়। তাহারাই পানি ও মাটি সংগ্রহ করিয়া ইট তৈরি করে। তাহাদিগকে প্রতিদিন একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইত। সেই পরিমাণ কাজ করিতে না পারিলে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৩৬)।

এক বর্ণনামতে বড় বড় কারীগর আনাইয়া সাত বৎসর ধরিয়া উহা নির্মাণ করা হয়। তখনকার যুগে উহার ন্যায় উঁচু আর কোন প্রাসাদ ছিল না। প্রাসাদ তৈরী হইলে মূসা (আ)-এর নিকট বিষয়টি খুবই গুরুতর মনে হইল। আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তাহাকে যাহা ইচ্ছা করিতে দাও, আমি নিমেষেই উহা ধ্বংস করিব। অতঃপর প্রাসাদের নির্মাণ সমাপ্ত হইলে আল্লাহ্র নির্দেশে জিবরীল (আ) উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং যত লোক উহার নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিল সকলকেই ধ্বংস করিয়া দিলেন (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ১৪২)।

উক্ত প্রাসাদ আদৌ তৈরি করা হইয়াছিল কিনা, হইয়া থাকিলে ফিরআওন উহাতে আরোহণ করিয়া কি করিয়াছিল? এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে কথিত আছে, ফিরআওন তীর-ধনুক লইয়া উহাতে আরোহণ করে এবং আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করে। আল্লাহ্র কুদরতে তীরটি রক্তে রঞ্জিত হইয়া ফেরত আসে। ফিরআওন ইহা দেখিয়া গর্ব ও অহঙ্কার ভরে মিসরবাসীকে বলিল, দেখ, আমি মূসার ইলাহকে নিপাত করিয়া দিলাম (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ১৪৮)। ইহার অনুরূপ একটি ঘটনা নমরূদ সম্পর্কেও বর্ণিত আছে [দ্র. ইবরাহীম (আ) নিবন্ধ]।

সালাত ও কুরবানীর নির্দেশ

বানূ ইসরাঈলের প্রতি হুকুম নাযিল করা হইল যে, তাহারা যেন মিসরীয়গণ হইতে পৃথক জায়গায় বসতি স্থাপন করে যাহাতে কোনরূপ শাস্তি আসিলে তাহারা নিরাপদ থাকিতে পারে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا ـ (٨٧ : ١٠)

"আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর" (১০; ৮৭)।

হযরত শাহ আবদুল কাদের মুহাদ্দিছ দিহলাবী তাহার মূদিহুল কুরআন শীর্ষক তাফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ফিরআওনের ধ্বংসের সময় যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন মূসা (আ)-এর প্রতি নির্দেশ হইল যে, তোমার সম্প্রদায়কে ইহাদের সহিত মিলিত অবস্থায় রাখিও না; অন্যত্র তোমাদের বসবাস স্থাপন কর। যাহাতে ইহাদের উপর বিপদাপদ আসিলে তাহা তোমার সম্প্রদায়কে স্পর্শ করিতে না

পারে। বাইবেলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বানূ ইসরাঈল পূর্ব হইতেই গুশন অঞ্চলে বসবাস করিত। সম্ভবত এই সময়ে কিছু লোক এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

ফিরআওন বানূ ইসরাঈলের সকল উপাসনালয় ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাহারা সেখানে আসিয়া আল্লাহ্র ইবাদত করিতে না পারে। এই সময় সালাত তাহাদের স্ব স্ব গৃহেই কায়েম করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। গৃহের কোন একটি অংশ সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইতে বলা হইল, যাহাতে তাহারা সালাত পরিত্যাগ না করে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ১৭৭-১৭৮)। এই ব্যাপারে কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ. (٨٧ : ١٠)

"তোমাদের গৃহগুলিকে ইবাদতগৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দাও" (১০ ঃ ৮৭)। সালাত ও কুরবানী নির্দেশ বানূ ইসরাঈলকে মিসরে থাকা অবস্থায়ই দেয়া হয়। বাইবেলে সালাত সম্পর্কিত এই হুকুমের উল্লেখ নাই। তবে কুরবানীর উল্লেখ আছে, যাহা তাহাদের মিসর ত্যাগের কিছু পূর্বে নাযিল হয়। উহার বিস্তারিত বিবরণ যাত্রাপুস্তক, ১২ ঃ ১-২৭-এ উল্লিখিত হইয়াছে (জামীল আহমাদ, প্রাগুপ্ত)।

আল্লাহর নিদর্শনাবলী

লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া এবং হস্ত জ্যোতির্ময় হওয়ার মত এত বড় মুজিযা দেখিবার পরও ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায় ঈমান তো আনিলই না বরং যাহারা মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে নির্যাতন ও হত্যা করিতে লাগিল। বানূ ইসরাঈলদের উপর শাস্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে কিছু শাস্তি দিতে চাহিলেন, যাহাতে তাহারা সতর্ক হয় এবং আল্লাহ্র পথে ফিরিয়া আসে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাহাদের প্রতি পরপর কিছু নিদর্শন প্রেরণ করেন। সুদ্দীর বর্ণনামতে নিদর্শনগুলি যাদুকরদের সহিত মূসা (আ)-এর মুকাবিলার পূর্বে প্রেরণ করা হইয়াছিল (আত-তাবারী, তারিখ, ১খ, ৪১০; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৪৪)।

কিন্তু পাপাচারী ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায় ইহাতে সতর্ক হইল না; বরং যখনই কোন শাস্তি বা আল্লাহ্র নিদর্শন আসিত তাহারা মূসা (আ)-কে বলিত, তোমার প্রতিপালকের নিকট দুআ কর। এই বিপদ কাটিয়া গেলেই আমরা ঈমান আনয়ন করিব এবং বানূ ইসরাঈলকে মুক্ত করিয়া তোমার সহিত যাইতে দিব। কিন্তু যখনই উক্ত শাস্তি তুলিয়া লওয়া হইত তখনই তাহারা তাহাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত। কুরআন কারীমে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ

وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ اِلاَّ هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَاَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. وَقَالُوْا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ. (٥٠-٤٨ : ٤٣)

"আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে ইহারা প্রত্যাবর্তন করে। উহারা বলিয়াছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব। অতঃপর যখন আমি উহাদের উপর হইতে শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল" (৪৩ ঃ ৪৮-৫০)।

কুরআন কারীমে মূসা (আ)-এর উপর প্রেরিত নিদর্শনের সংখ্যা নয়টি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছেঃ "আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম" (১৭ ঃ ১০১)। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, 'ইকরিমা, শা'বী ও কাতাদার মতে উক্ত নয়টি নিদর্শন হইল ঃ (১) তাঁহার লাঠি; (২) হাত; (৩) দুর্ভিক্ষ; (৪) ফল-ফসলের ক্ষতি; (৫) প্লাবন; (৬) পঙ্গপাল; (৭) উকুন; (৮) বেঙ ও (৯) রক্ত (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর, ৩খ, ৬৬)।

তাহাদের প্রতি প্রেরিত নিদর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি ঃ

কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ. (٧ : ١٣٠)

"আমি তো ফিরআওনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে" (৭ ঃ ১৩০)।

আল্লাহ তাআলা ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায় কিবতীগণকে দুর্ভিক্ষে ফেলিলেন। তাহাদের শস্য উৎপাদিত হইল না। গরু-ছাগলের বাঁটে দুধ পাওয়া গেল না, বৃক্ষে ফল কম হইল। এইগুলি এইজন্য করা হইল যাহাতে তাহারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে। কিন্তু ইহা হইতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিল না, বরং কুফরীতে অটল রহিল। অতঃপর মূসা (আ)-এর দু'আ যখন তাহাদের জমিনে বরকত হইল, বৃক্ষে ফল ফলিল তখন তাহারা বলিল, আমাদের জন্যই ইহা হইয়াছে, ইহাই আমাদের প্রাপ্য। আর যখন অসুবিধা ও অকল্যাণ দেখা দিত তখন তাহারা ইহার দায়ভার মূসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর চাপাইত। বলিত, তাহারা অপয়া, তাহাদের কারণেই আমাদের উপর এই দুর্ভোগ আসিয়াছে। আল্লাহ ইহা খণ্ডন করিয়া বলেন, তাহাদের এই দুর্ভোগ ও অকল্যাণ তো আল্লাহ্রই পক্ষ হইতে। তিনিই তাহাদের কর্মের ফলস্বরূপ এই আযাব প্রেরণ করিয়াছেন, "কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এই ব্যাপারে অজ্ঞ। তাহারা বলিল, আমাদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না" (৭ ঃ ১৩১-১৩২)। কুরআন কারীমে আরো কয়েকটি নিদর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এইভাবে ঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ الْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ. (٧ : ١٣٣)

"অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল, আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়" (৭ঃ ১৩৩)।

৫. তূফান

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে তূফান হইল অতিবৃষ্টি। কাহারও মতে বন্যা হইয়া পানি স্থির হইয়া গেল, যাহার ফলে সব কিছুই ডুবিয়া গেল। তাহারা ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না, কোন কাজই করিতে পারিল না। ফসলাদি ও ফল-ফলাদি সব নষ্ট হইয়া গেল। অনন্যপায় হইয়া তাহারা মূসা (আ) কে বলিল, হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দুআ কর যাহার অঙ্গীকার তিনি তোমাকে দিয়াছেন। যদি তুমি আমাদের উপর হইতে এই বিপদ দূর করিয়া দিতে পার তবে আমরা অবশ্যই তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বানূ ইসরাঈলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব (দ্র. ৭ঃ ১৩৪)। অতঃপর মূসা (আ)-এর দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা উক্ত মুসীবত অপসারণ করিলেন। ফলে তাহাদের ক্ষেতে শস্য উৎপাদিত হইতে লাগিল, বৃক্ষে ফল ধরিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার পূরণ করিল না, ঈমান আনয়ন করিল না (আল-কামিল, ১খ, ১৪২; আত-তাবারী, তারিখ, ১খ, ৪১০; আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৪৪)।

৬. পঙ্গ পাল

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাদের নিকট পঙ্গপাল প্রেরণ করিলেন। উহারা সমুদয় শস্য ও ফল ফলাদি খাইয়া ফেলিল, এমনকি ঘরের দরজার পেরেক পর্যন্ত খাইয়া ফেলিল। ইহাতে তাহাদের বাড়ীঘর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৬৬)। এইবারও তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট পূর্বের ন্যায় আবেদন করিল, মূসা (আ) দুআ করিলেন, তাই আল্লাহ তাআলা উক্ত শাস্তি তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না।

৭. উকুন

অতঃপর আল্লাহ তাআলা উকুন প্রেরণ করিলেন। এক বর্ণনামতে মূসা (আ)-কে একটি ঢিবির নিকট গিয়া লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। তিনি বিশাল একটি ঢিবির নিকট গিয়া উহাতে আঘাত করিলেন। ফলে উহা হইতে উকুন বাহির হইয়া তাহাদের ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ি, বিছানাপত্র সব কিছুতেই ছড়াইয়া পড়িল। শস্য বিনষ্ট করিল, তাহাদের খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিল এবং দিবা রাত্র তাহাদিগকে কামড়াইতে থাকিল। ফলে তাহারা ঘুমাইতে পারিল না, শান্তি ও স্বস্তি উঠিয়া গেল এবং বাধ্য হইয়া তাহারা মূসা (আ)-কে আবারও পূর্বানুরূপ অনুরোধ করিল। অতঃপর মূসা (আ)-এর দুআয় আল্লাহ তাহাদের এই বিপদ তুলিয়া লইলেন। কিন্তু এইবারও তাহারা ঈমান আনিল না (বিদায়া, প্রাগুক্ত)

৮. বেঙ

তখন আল্লাহ তাহাদের নিকট বেঙ প্রেরণ করিলেন। তাহাদের সমস্ত ঘরে বেঙ ভর্তি হইয়া গেল। তাহাদের খাদ্যদ্রব্য, ঘটি-বাটি, ডেগ-ডেকচি, হাঁড়ি-পাতিল সব কিছুর মধ্যেই বেঙ প্রবেশ

করিল। বেঙের এত বেশী উৎপাত হইল যে, কেহ কাপড়ের বাক্স অথবা আহার্য দ্রব্য খুলিলেই দেখিত উহাতে অনেকগুলি বেঙ বসিয়া রহিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৬৬)। তাহাদের কেহ আহার করিবার জন্য অথবা পানি পান করিবার জন্য পাত্রের মুখ খুলিতেই উহার মধ্যে বেঙ দেখিতে পাইত (প্রাগুক্ত, ১খ, ২৬৫)। অতিষ্ট হইয়া তাহারা আবারও মূসা (আ)-এর নিকট এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য দুআ করিবার আবেদন করিল এবং শাস্তি বিদূরিত হইলে ঈমান আনয়নের প্রতিশ্রুতি দিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা উহা উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু এইবারও তাহার ঈমান আনিল না।

৯. রক্ত

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাজা রক্ত দিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিলেন। নদী ও কূপের সমস্ত পানি রক্তে পরিণত হইল। এমনও বর্ণিত আছে যে, একই স্থান হইতে ইসরাঈলী ও কিবতী পানি পান করিতে গেলে ইসরাঈলী ব্যক্তিটি স্বচ্ছ ও নির্মল পানি পাইত কিন্তু কিবতীটি পাইত রক্ত। ইসরাঈলী কোন লোক স্বচ্ছ পানি মুখে লইয়া কিবতীর মুখে কুল্লি করিয়া দিলেও তাহার মুখে গিয়া উহা রক্তে পরিণত হইত। এইভাবে সাত দিন অতিবাহিত হইল (আল-কামিল, ১খ, ১৪৩)। উল্লেখ্য যে, এসবই ছিল মূসা (আ)-এর সুস্পষ্ট মুজিযা। তাই এই সকল অসুবিধা কেবল কিবতীগণেরই দেখা দিত। বানূ ইসরাঈলগণ ইহা হইতে নিরাপদ থাকিত। ইব্ন আবী হাতিমের এক বর্ণনামতে তাহাদের নাক দিয়া রক্ত ঝরিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১খ,২৬৬)। অতঃপর অসহ্য হইয়া তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট আবারো পূর্বের ন্যায় আবেদন করিল। মূসা (আ)-এর দুআয় ইহা হইতেও তাহারা মুক্তি পাইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না। তাহাদের বারংবার এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা কুরআন কারীমে এইভাবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَاهُمْ يَنْكُثُوْنَ (٤٣ : ٥٠)

"অতঃপর যখন আমি উহাদের উপর হইতে শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল" (৪৩ ঃ ৫০)।

এইভাবে আল্লাহ তাআলা একটির পর একটি নিদর্শন প্রেরণ করেন, যাহা পূর্বেরটির তুলনায় আরো বড় ও শক্তিশালী। কিন্তু তাহারা ক্রমান্বয়ে বেশী করিয়া কুফরী ও অবাধ্যাচারণ করিতে থাকে। আর আল্লাহও তাহাদিগকে অবকাশ দিতে থাকেন। অতপর আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারূন (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, আরো নম্র ও বিনীতভাবে ফিরআওন-এর নিকট দাওয়াত পৌছাইতে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى (٢٠ : ٤٤)

" তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে" (২০ ঃ ৪৪)।

নির্দেশ পাইয়া তাঁহারা ফিরআওনের নিকট আগমন করেন। মূসা (আ) ফিরআওনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ফিরআওন ! আমি যদি তোমাকে এই ব্যবস্থা করিয়া দিই যে, তুমি যুবক থাকিবে, বৃদ্ধ হইবেনা; তোমার রাজত্ব তোমার হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইবে না, বিবাহ-শাদী, খানা-পিনা ও ভ্রমণের স্বাদ তুমি পাইতে থাকিবে, আর মৃত্যুর পর তুমি জান্নাত পাইবে; তবে কি আমার উপর ঈমান আনিবে? এইরূপ নরম কথায় ও উক্ত প্রস্তাবে তাহার কিছুটা ভাবান্তর হইল। সে বলিল, হামান আসিলে আমি তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া বলিব। অতপর হামান আসিলে ফিরআওন তাহাকে উক্ত বৃত্তান্ত শুনাইল। ইহা শুনিয়া হামান তাহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, আমি তো আপনার সম্পর্কে ভাল ধারণাই পোষণ করিতাম। এতদিন লোকে আপনার উপাসনা করিয়াছে, আর এখন আপনি নিজেই অন্যের উপাসনাকারী দাস হইয়া যাইবেন! হামানের এহেন শ্লেষপূর্ণ কথায় প্রভাবিত হইয়া সে তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিল ঃ

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (٧٩ : ٢٤)

"আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" (৭৯ ঃ ২৪)।

সুদ্দীর বর্ণনা মতে এই ঘোষণা এবং مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ (٢٨ :٣٨)

"আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলিয়া আমি জানি না" (২৮ ঃ ৩৮)-এর মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান (আত-তাবারী,তারীখ, ১খ, ৪১১-৪০২; আল- মুনতাজাম, ১খ, ৩৪৫)।

মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে যাদুকরদের পরাজয়ের পর-মূসা (আ) আরো ২০ বৎসর ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট অবস্থান করিয়া বিভিন্নভাবে তাহাদিগকে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং একটির পর একটি নিদর্শন দেখাইতে থাকেন (আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৪৫)। কিন্তু কতিপয় লোক গোপনে ঈমান আনয়ন করা ছাড়া প্রথমদিকে প্রকাশ্যে কেহই ঈমান আনিল না। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (٨٣ : ١٠)

"ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকায় তাহার সম্প্রদায়ের একদল ব্যতীত আর কেহ মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। দেশে তো ফিরআওন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (১০ ঃ ৮৩)।

এক বর্ণনামতে উহাদের সংখ্যা ছিল ৩ জন ঃ ফিরআওনের স্ত্রী, ফিরআওন বংশের এক ব্যক্তি, যাহার উপদেশ ও পরামর্শের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; আর শহরের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া যে ব্যক্তি মূসাকে সংবাদ দিয়াছিল যে, পারিষদবর্গ তাঁহাকে হত্যার পরামর্শ করিতেছে, তাই সে যেন শহর হইতে বাহির হইয়া যায়। হইা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মত। অপর এক বর্ণনামতে

কিবতীদের মধ্যে ফিরআওন বংশের একটি দল, সকল যাদুকর এবং বানূ ইসরাঈলের সকল শাখা মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়া (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৬৮)। প্রকৃতপক্ষে প্রথমদিকে মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিল বানূ ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক যুবক। কিছু কাল পরে বানূ ইসরাঈলের অন্য সকলেই তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল এবং সেই সকলকে লইয়া তিনি মিসর ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক বর্ণনামতে তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় লক্ষ (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪১৪)।

মূসা (আ)-এর বদদুআ

ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়, মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, বিনম্র ও হিকমতের সহিত দাওয়াত এবং উপর্যুপরি আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখিবার পরও ঈমান আনিল না; বরং তাহারা একের পর এক অঙ্গীকার করিয়া তাহা ভঙ্গ করিল। ঈমান তো আনিলই না, বরং উত্তরোত্তর তাহাদের অবাধ্যতা ও কুফরী এবং বনূ ইসরাঈলের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাতে মূসা (আ) নিরাশ হইয়া তাহাদের জন্য বদদুআ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা হারূন (আ) উক্ত দুআয় আমীন আমীন বলিলেন। কুরআন কারীমে তাঁহার সেই দুআ এইভাবে আসিয়াছে ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَئَهُ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيَاتِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (٨٨ : ١٠)

"মূসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গকে পাথির্ব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ, যদ্দারা হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনিবে না" (১০ ঃ ৮৮)।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে এই বদদুআ ছিল আল্লাহ ও তাঁহার দীনের স্বার্থে। অতপর আল্লাহ তাঁহাদের এই দুআ কবুল করিলেন এবং দীনের উপর অটল থাকিবার নির্দেশ দিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ. (٨٩ : ١٠)

"তিনি বলিলেন, তোমাদের দুইজনের দু'আ কবূল হইল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনো অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না" (১০ ঃ ৮৯)।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাদের ক্ষেতের ফসলাদি, এক বর্ণনামতে সকল মুদ্রা তথা দিরহাম, দীনার সবকিছু পাথরে রূপান্তরিত করিলেন (আত-তাবারী, ১খ, ৪১৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৬৯-৭০; আল-কামিল, ১খ, ১৪৩)।

ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের পানিতে ডুবিয়া মৃত্যু

ফিরআওনের অবাধ্যতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিবার ফলে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির সময় ঘনাইয়া আসিল। আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে বানূ ইসরাঈলসহ নির্দেশ দিলেন। এক বর্ণনামতে বানূ ইসরাঈল তাহাদের উৎসবে যোগদানের জন্য ফিরআওনের নিকট অনুমতি চাহিল। ফিরআওন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিল। কারণ তখন তাহারা দেশত্যাগের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। বাইবেলের বর্ণনামতে আল্লাহ তাহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন কিবতীগণের নিকট হইতে অলঙ্কার ধার লইতে। অতঃপর উৎসব উপলক্ষে কিবতীগণ বহু অলংকার বানূ ইসরাঈলকে ধারস্বরূপ দিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৭০; আল-কামিল, ১খ, ১৪৩; আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৪৭)। অতঃপর মূসা (আ) বানূ ইসরাঈলকে লইয়া রাত্রি বেলায় গোপনে শাম দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। বানূ ইসরাঈলের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। মতান্তরে ছয় লক্ষ বিশ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক যোদ্ধা, বিশ বৎসর বয়সের নীচের বালক এবং ষাট বৎসর বয়সোর্ধ বৃদ্ধ এই সংখ্যা বহির্ভূত (আত তাবারী, ১খ, ৪১৪; ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত)।

এক বর্ণনামতে আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর তাবূত (সিন্দুক) লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন পবিত্র ভূমিতে (বায়তুল মুকাদ্দাসে) তাঁহার পূর্বপুরুষের নিকট দাফন করিবার জন্য (আল-কামিল, ১খ, ১৪৩)। বানূ ইসরাঈলকে লইয়া মূসা (আ)-কে রাত্রিবেলা বাহির হইবার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন এবং ফিরআওন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে এবং তাহার দলবলসহ পানিতে ডুবিয়া মারা যাইবে, এই সংবাদও আল্লাহ তাঁহাকে জানাইয়া দেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ. (٢٦ : ٥٢)

"আমি মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম এই মর্মেঃ আমার বান্দাদিগকে লইয়া তুমি রজনী যোগে বহির্গত হও, তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে" (২৬ ঃ ৫২)।

فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلاً اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ. (٢٤-٢٣ : ٤٤)

"তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে। সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে" (৪৪ ঃ ২৩-২৪)।

রাজধানী রামসীস ও বনূ ইসরাঈলের আবাসভূমি জূশন হইতে ফিলিস্তীন যাওয়ার স্থলপথে সোজা ও নিকটবর্তী রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা দিয়া তখনকার যুগে যাতায়াতও ছিল। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার ইঙ্গিতে স্থলপথের এই সোজা রাস্তা দিয়া গমন করেন নাই, বরং তাহারা রামসীসের জূশন অঞ্চল হইতে সুক্কোত পর্যন্ত পদব্রজে গমন করেন (যাত্রাপুস্তক, ১২ ঃ ৩৭)। অতঃপর সেখান হইতে রওয়ানা করিয়া এথমে শিবির স্থাপন করেন (যাত্রাপুস্তক, ১৩ ঃ ২০)। অতঃপর সেখান হইতে তাহারা মিজদাল ও সমুদ্রের

মধ্যস্থলে পী-হহীরোতের সম্মুখে বালসফোভনের সম্মুখে শিবির স্থাপন করেন। তাহাদের সম্মুখে ছিল লোহিত সাগর (যাত্রাপুস্তক, ১৪ ঃ ১-২)।

মিসর ত্যাগের সময় বানূ ইসরাঈলদের মিসরে বসবাসের সময়কাল হইয়াছিল প্রায় চারি শত ত্রিশ বৎসর (যাত্রাপুস্তক, ১২ ঃ ৪০)। তখন বানূ ইসরাঈলের হিসাবমতে আবীর মাস চলিতেছিল (যাত্রাপুস্তক, ১৩ ঃ ৪)। অতঃপর ফিরআওন তাহাদের গমন সংবাদ জানিয়া ফেলিল এবং ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া সৈন্য সামন্ত ও দলবল জড়ো করিবার নির্দেশ দিল। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَائِنِ حَاشِرِيْنَ. اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حَاذِرُوْنَ. (٥٣-٥٦ : ٢٦)

"অতঃপর ফিরআওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাইল এই বলিয়া, ইহারা তো ক্ষুদ্র একটি দল, উহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে; এবং আমরা তো সকলেই সদা শংকিত" (২৬ ঃ ৫৩-৫৬)।

তাফসীরবিদগণের বর্ণনামতে ফিরআওন বিশাল বাহিনী সমভিব্যাহারে বানূ ইসরাঈলের লোকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া রওয়ানা হইল। তাহার দলে অসংখ্য উত্তম ও শক্তিশালী ঘোড়া ছিল। মোট ঘোড়ার সংখ্যা ছিল সতের লক্ষ (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪১৪)। তম্মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের কালো ঘোড়া ছিল এক লক্ষ। আর তাহার সৈন্যসংখ্যা ছিল ষোল লক্ষাধিক (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৭০)। এক বর্ণনামতে এই সময়ে মূসা (আ)-এর বয়স ছিল ৮০ বৎসর। বানূ ইসরাঈল যেদিন তাহাদের পূর্বপুরুষ ইসরাঈলসহ মিসরে আগমন করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে মূসা (আ)-এর সঙ্গে বাহির হইয়া যাওয়ার সময় পর্যন্ত মোট ৪২৬ সৌর বৎসরের ব্যবধান ছিল (আল-বিদায়া, ১খ, ২৭০)। ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম হইতে এই পর্যন্ত ৫০৫ (পাঁচ শত পাঁচ) বৎসরের ব্যবধান। আর আদম (আ)-এর পৃথিবীতে আগমনের সময় হইতে এই সময় পর্যন্ত মোট ৩৮৪০ (তিন হাজার আট শত চল্লিশ) বৎসর (আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৪৮)।

বনূ ইসরাঈলের অগ্রভাগে ছিলেন হারূন (আ), আর মূসা (আ) ছিলেন তাহাদের বাহুতে। অপরদিকে ফিরআওন বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল হামান। তাহারা সূর্যোদয়ের সময় বানূ ইসরাঈলের নিকটে পৌঁছিয়া গেল (দ্র. ২৬ ঃ ৬০)। উভয় দল উভয় দলকে দেখিতে পাইল। তখন মূসা (আ)-এর সঙ্গীবৃন্দ ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিতে লাগিল, আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম (দ্র. ২৬ ঃ ৬১)। এই সময় তাহারা আরো বলিতে লাগিল, তুমি আগমনের পূর্বেও আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত, আমাদের কন্যা সন্তানগণকে বাঁচাইয়া রাখিয়া পুত্র সন্তানগণকে হত্যা করা হইত; আর তুমি আগমনের পর এখনো। কারণ আমাদের সম্মুখে সমুদ্র আর পিছনে ফিরআওন বাহিনী। সুতরাং উহারা এখনই আমাদিগকে ধরিয়া হত্যা করিবে (আল-কামিল, ১খ, ১৪৩; আত-তাবারী,তারীখ, ১খ, ৪১৫)। কিন্তু মূসা (আ)-এর আল্লাহ্র প্রতি ছিল অগাধ আস্থা ও অটুট বিশ্বাস। তাই দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন ঃ

(سفارت مملکت مصر کراچی کے شکریہ کے ساتھ)

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার
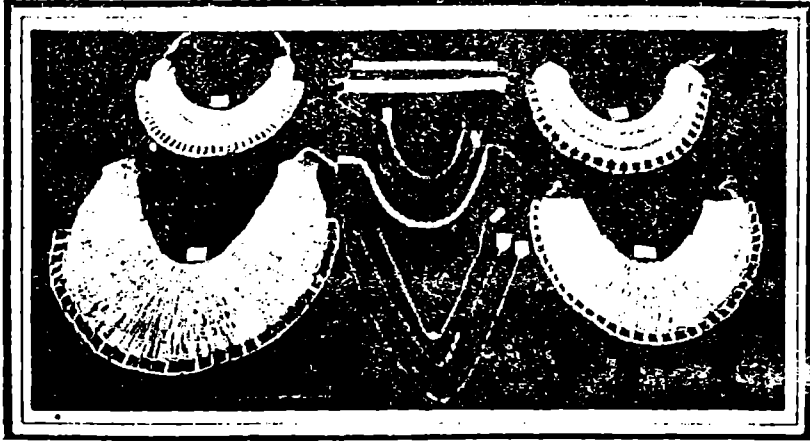
(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে প্রাপ্ত কয়েকটি স্বর্ণালংকার
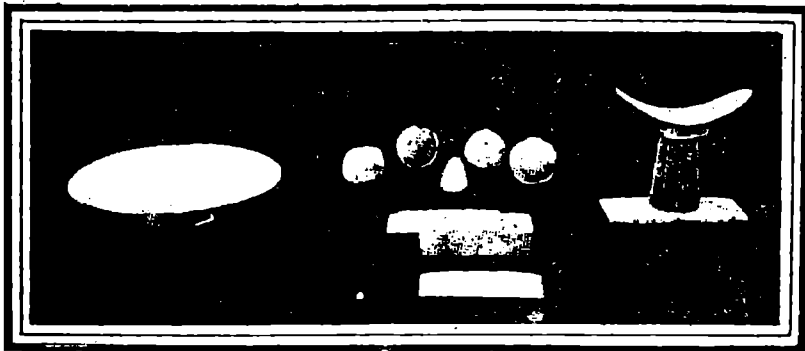
(খ) টেবিল, কৌটা ইত্যাদি

বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথ

ব্যাখ্যা ঃ 'জুশন, মিসরের সেই এলাকার নাম যেখানে হযরত ইউসুফ (আ) বনী ইসরাঈলীদের বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। মিমফেস, হযরত মূসা (আ)-এর যুগে মিসরের রাজধানী ছিল।

* বুহাইরাতে মুররা লবণাক্ত পানির সেই স্রোতধারা যাহা বর্তমানে সুয়েজ উপসাগরের কিছু দূরত্বে অবস্থিত। কিন্তু প্রাচীন কালে সমুদ্রের পানি আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইত।

* হযরত মূসা (আ) রেমিসিসের নিকট হইতে বনী ইসরাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং পথিমধ্যে সবদিক হইতে বনী ইসরাঈলগণ গুটাইয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সামনে অগ্রসর হইতে থাকিল। খুব সম্ভব মূসা (আ) মরুভূমির পরিষ্কার রাস্তা দিয়া সিনাই উপদ্বীপের দিকে যাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু একদিকে মিসরীয় সেনা ছাউনি থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা এবং অপর দিকে ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন তাহাদিগকে বা'লে দাফুনের নিকট পৌছাইয়া দিল। খুব সম্ভব ইহার কোন এক স্থান দিয়া তাহারা বুহাইরাতে মুররা অতিক্রম করেন এবং এইখানে ফিরাউন ডুবিয়া ধ্বংস হয়।

* হযরত মূসা (আ) এবং বনী ইসরাঈল মুররাহ, ইলাম, আল-মারখাহ এবং ফারানে রফিদীমের রাস্তা হইয়া সেই স্থান পর্যন্ত পৌছিয়া যান, যাহাকে বর্তমানে জাবাল মূসা বলা হয় এবং যাহার প্রাচীন নাম সাইনা। ইহার আরেকটি নাম হইতছে 'তূর' এবং ইহার উপত্যকাকে 'ওয়াদীল মুকাদ্দাসে তুয়া' বলা হইয়াছে।

* 'হাম্মামে ফিরাউন' হইতেছে সেই জায়গা যাহার সম্পর্কে বর্তমান কাল পর্যন্ত সিনাই উপদ্বীপের লোকদের মধ্যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই স্থানে ফিরাউনের লাশ পানিতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

* সিনাই উপদ্বীপে বর্তমান কালে তূর নামে যে বন্দর রহিয়াছে তাহা তূর পাহাড় নয়, বরং তূরের বন্দরভূমি।

* আল-মারখাহ সেই এলাকার সীমান্তে অবস্থিত বাইবেলে যাহার নাম 'সীনের অরণ্য' লেখা রহিয়াছে। এখান থেকেই মান্না-সালওয়া নাযিল হওয়া শুরু হয়।

* রফীদীমের নিকটে জাওরিবের সেই বিখ্যাত কংকরময় ভূমি অবস্থিত যাহার উপর হযরত মূসা (আ) লাঠির আঘাত করিয়াছিলেন এবং বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইয়াছিল।

* তীহ সেই ময়দানের নাম যেখানে বনী ইসরাঈলগণ চল্লিশ বছর যাবত উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিতে থাকে। তীহ শব্দের অর্থ পথভ্রষ্ট হওয়া। এই শব্দটি কুরআনের সূরা মাইদার ২৬ নম্বর আয়াত হইতে গৃহীত।

* আকাবা অথবা আইলা, যাহার প্রাচীন নাম ছিল হাসিউন জাবির। সাধারণভাবে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী আসহাবুস সাবত-এর বিখ্যাত ঘটনা এইখানে সংঘটিত।

বনূ ইসরাঈলের মিসর ত্যাগের রাস্তা

كَلاَّ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ. (٢٦ : ٦٢)
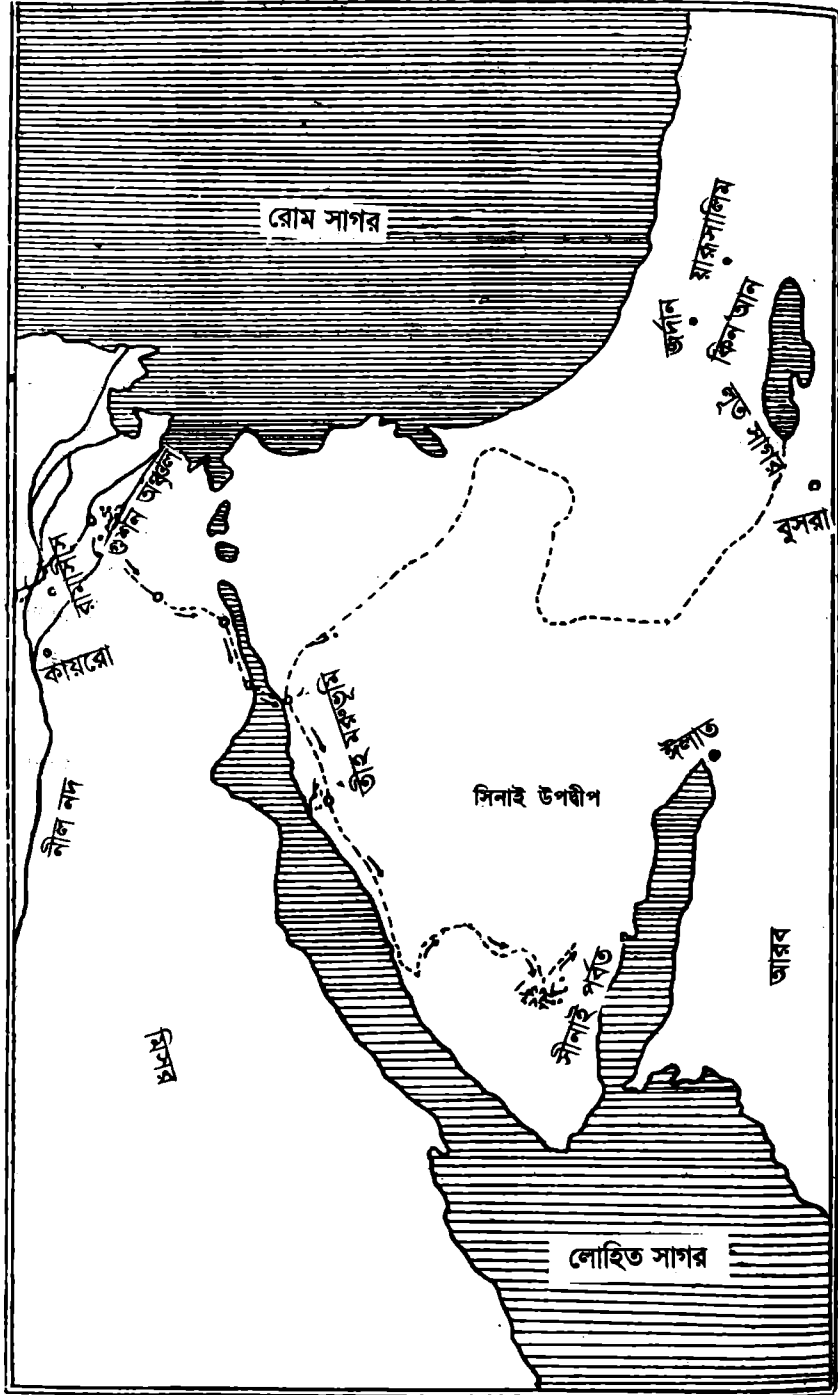
"কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথ দেখাইবেন" (২৬ ঃ ৬২)।

তিনি আরো বলিলেন ঃ

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ. (٧ : ١٢٩)

"শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন" (৭ ঃ ১২৯)।

অতঃপর তিনি অগ্রভাগে গেলেন এবং সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা গর্জন করিতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, এইখানে আসার জন্যই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে ছিল তদীয় ভ্রাতা হারূন (আ), বনূ ইসরাঈলের অন্যতম সরদার ও আলিম ইউশা' ইব্ন নূন। তাহাদের সহিত ফিরআওন বংশের মুমিন ব্যক্তিটিও ছিলেন। তাহারা সমুদ্রের কিনারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এক বর্ণনামতে উক্ত মুমিন ব্যক্তিটি তাহার ঘোড়া লইয়া সমুদ্রে চলার কয়েক বার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। তিনি মূসা (আ)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি কি এইখানে আগমন করিতে নির্দেশিত হইয়াছেন? মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ।

ফিরআওন বাহিনী যখন নিকটতর হইল এবং বানূ ইসরাঈল একেবারে নিরূপায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিল তখন মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে মূসা (আ)-এর প্রতি নির্দেশ আসিল, "তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর"। তখন মূসা (আ) স্বীয় লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্র নির্দেশে পথ হইয়া যাও। তখন উহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হইয়া গেল (দ্র. ২৬ ঃ ৬৩-৬৪)। মুফাসসিরগণের বর্ণনামতে তখন সমুদ্রে ১২টি পথ হইয়া গেল। প্রত্যেক উপগোত্রের জন্য একটি করিয়া রাস্তা হইল। পশ্চিমা বায়ুকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল। ফলে পথগুলি শুকাইয়া গেল। তাহারা উহা ধরিয়া চলিতে শুরু করিল। এক বর্ণনামতে প্রত্যেক উপগোত্র বলিতে লাগিল, আমাদের সঙ্গীরা মারা গিয়াছে। তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র নিকট দুআ করিলেন। অতঃপর এক পথ হইতে অন্য পথের মধ্যে জানালা হইয়া গেল যাহাতে এক গোত্র অন্য গোত্রকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের মনে কোনরূপ সংশয় না থাকে। হাফিজ ইব্ন কাছীর এই বর্ণনাকে সংশয়পূর্ণ ও সমালোচনাযোগ্য (فيه نظر) বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (আল-বিদায়া, ১খ, ২৭১)।

মূসা (আ) ও তাঁহার অনুসারিগণ উৎফুল্লচিত্তে দ্রুত সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি যখন পার হইয়া কিনারে উঠিয়া গেল তখন ফিরআওন তাহার দলবল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তখন মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দ্বারা পুনরায় সমুদ্রে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন যাহাতে উহা পূর্বের ন্যায় হইয়া যায় এবং ফিরআওন ও তাহার দলবল সমুদ্র পার হইতে না পারে।

তখন আল্লাহ তাআলা তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন এবং সমুদ্রকে উক্ত অবস্থায় রাখিতে বলিলেন। কারণ তিনি যে উহাতে ফিরআওন ও তাহার দলবলকে ডুবাইয়া মারিবেন। এই ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়া কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ. اَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. وَاَنْ لاَّ تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ. وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ. فَدَعَا رَبَّهُ اَنَّ هٰؤُلاَءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ. فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلاً اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ. كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ. وَزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ. كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ. مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ. وَاٰتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْاٰيَاتِ مَا فِيْهِ بَلاَءٌ مُّبِيْنٌ. (٤٤ : ١٧-٣٣)

"ইহাদের পূর্বে আমি তো ফিরআওন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদের নিকটও আসিয়াছিল এক সম্মানিত রাসূল। সে বলিল, আল্লাহ্র বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। এবং তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যাহাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক। অতপর মূসা তাহার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়! আমি বলিয়াছিলাম, তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে। সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে। উহারা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, উহাতে তাহারা আনন্দ পাইত। এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ ও পৃথিবী কেহই উহাদের জন্য অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই। আমি তো উদ্ধার করিয়াছলাম বনূ ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে, ফিরআওনের ; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে। আমি জানিয়া-শুনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম নিদর্শনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা" (৪৪ ঃ ১৭-৩৩)।

ফিরআওন সেখানে পৌঁছিয়া যখন এই অবস্থা দেখিল তখন সে মনে মনে ঘাবড়াইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল যে, ইহা সম্মানিত আরশের অধিপতি মহা ক্ষমতাধর প্রতিপালকেরই কাজ। সে থমকিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে আর অগ্রসর হইল না; বরং মনে মনে ইহাদের পশ্চাদ্ধাবনে বাহির হওয়ার

জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল। তাহার এই লজ্জা ও অনুতাপ কোন কাজে আসিল না। সে ইহা গোপন রাখিয়া তাহার সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গকে বলিল, দেখ! সমুদ্র আমার জন্য কিভাবে রাস্তা করিয়া দিয়াছে, যাহাতে আমার শত্রুদিগকে পাকড়াও করিতে পারি, যাহারা আমার আনুগত্য ও আমার দেশ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ্যে এই দম্ভোক্তি করিলেও সে মনে মনে বলিতেছিল, যদি তাহাদের পিছনে পিছনে পার হওয়া যায়। তাই সে একবার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল, আবার উহা হইতে বিরত থাকিতেছিল এবং পিছাইয়া আসিতেছিল।

এক বর্ণনামতে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া জিবরাঈল (আ) একটি মাদী ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ফিরআওনের পুরুষ ঘোড়াটির সম্মুখ দিয়া দ্রুত ছুটিয়া গেলেন এবং সমুদ্রের পথে ধাবিত হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ফিরআওনের পুরুষ ঘোড়াটি দ্রুত উহার পিছু পিছু ছুটিল। ফিরআওন নিরূপায় হইয়া উহার উপর নির্বিকার চিত্তে বসিয়া রহিল। তাহার কিছুই করার ছিল না। নিজের ভাল মন্দ-তাহার হাতে ছিল না। ফিরআওনের সৈন্য-সামন্ত ইহা দেখিয়া তাহারাও তাহার পিছু অনুসরণ করিয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। অতঃপর একে একে শেষ ব্যক্তিটিও যখন সমুদ্রে নামিল এবং তাহাদের প্রথম ব্যক্তি অপর তীরের কাছাকাছি আসিয়া গেল তখন আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে তাঁহার লাঠি দ্বারা পুনরায় সমুদ্রে আঘাত করিবার নির্দেশ দিলেন। মূসা (আ) লাঠি দ্বারা আঘাত করিতেই রাস্তাবিলীন হইয়া গেল এবং পূর্বের ন্যায় পানিতে একাকার হইয়া গেল। তাহাদের একটি লোকও আর নিস্তার পাইল না, সকলেই পানিতে নিমজ্জিত হইল। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِيْنَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأٰخَرِيْنَ. (٦٦-٦٥ : ٢٦)

"আমি উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সঙ্গী সকলকে, তৎপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে" (২৬ ঃ ৬৫-৬৬)।

ফিরআওন যখন ডুবিতেছিল তখন ভয় ও আতঙ্কে বলিয়া উঠিল ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (٩٠ : ١٠)

"আমি বিশ্বাস করিলাম বানূ ইসরাঈল যাহাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত " (১০ ঃ ৯০)।

তখন জিবরাঈল (আ) সমুদ্রের তলদেশ হইতে কালো কাদা তুলিয়া ফিরআওনের মুখে পুরিয়া দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ যখন ফিরআওনকে ডুবাইয়া মারিতেছিলেন তখন সে বলিয়াছিল اٰمَنْتُ بِالَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. জিবরাঈল (আ) বলেন, হে মুহাম্মাদ তখন যদি আপনি আমাকে দেখিতেন। আমি তো সমুদ্রের তলদেশ হইতে কাদা লইয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিতেছিলাম এই ভয়ে যে, না জানি আল্লাহ্র রহমত তাহাকে পাইয়া বসে (তিরমিযী, আস-সুনান আস-সাহীহ, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা ইউনূস)।

এক বর্ণনামতে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ যখন ফিরআওনকে ডুবাইয়া মারিতেছিলেন তখন সে অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিল এবং জোরে জোরে বলিয়া উঠিল ঃ

اٰمَنْتُ بِالَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ ـ

তখন জিবরাঈল (আ) আশঙ্কা করিলেন যে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহর রহমত তাহার গযবকে অতিক্রম করিয়া যায় কিনা, তাই তিনি উভয় ডানা দ্বারা সমুদ্রের তলদেশ হইতে কাদা উঠাইয়া আনিয়া উহা তাহার মুখমণ্ডলে লেপন করিয়া দিতেছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৭৩)। কোন কোন বর্ণনামতে ফিরআওন যখন أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى (٧٩ : ٢٤) "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" (৭৯ ঃ ২৪) বলিয়াছিল, তখন আমি তাহার উপর এত রাগান্বিত হইয়াছিলাম যেরূপ রাগান্বিত আর কখনো কাহারও উপর হই নাই (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। ইমাম তাবারীর বর্ণনামতে জীবরাঈল (আ) বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি দুই ব্যক্তির উপর যেমন রাগান্বিত হইয়াছিলাম আর কোনও সৃষ্টির উপর সেরূপ রাগান্বিত হই নাইঃ একজন হইল জিন্নদের মধ্যে ইবলীস, যখন সে আদম (আ)-কে সিজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল; আর অপরজন হইল ফিরআওন যখন সে বলিয়াছিল ঃ أنا رَبُّكُمُ الأَعْلَى হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি দেখিতেন, আমি সমুদ্রের তলদেশ হইতে মাটি তুলিয়া আনিয়া ফিরআওনের মুখে পুরিয়া দিতেছিলাম এই আশঙ্কায় যে, তাহার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া না যায় যাহার ফলে আল্লাহ তাহার উপর রহম করেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪১৬)। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তখন ঘোষণা আসিল ঃ

اٰلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ (١٠ : ٩١)

"এখন! ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে" (১০ ঃ ৯১)।

তাবারীর বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা মীকাঈল (আ)-কে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি আল্লাহ্র এই ঘোষণা শুনাইয়া ফিরআওনকে লজ্জা দিতেছিলেন (আত-তাবারী, প্রাগুক্ত)। এই ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ্ তাহার ঈমান আনয়ন প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, এখন তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেই সে পূর্বের ন্যায় কুফরীতে লিপ্ত হইবে, ইহার প্রমাণ সে পূর্বেই কয়েকবার দিয়াছে। যখনই আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন শাস্তি আসিয়াছে তাহা বিদূরিত হইলে সে ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার করিয়াছে। কিন্তু উহা দূর হইয়া গেলেই সে তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া পূর্বের ন্যায় কুফরীতে অটল রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের অবস্থাই এইরূপ। যেমন আল্লাহ তাআলা কাফিরদের কথা জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাহারা যখন জাহান্নাম দেখিবে তখন বলিবে ঃ

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لاَ نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ـ (٦ : ٢٧-٢٨)

"হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা

এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী" (৬ ঃ ২৭-২৮)।

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে বিভিন্ন ধরনের মুজিযা তথা অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাতে তাহারা উক্ত অলৌকিক কাজকর্ম ও ঘটনাবলী দেখিয়া এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, ইহার সংঘটন কোন মানুষের সাধ্য নহে, বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষ হইতেই সংঘটিত। সুতরাং তাঁহারই উপর ঈমান আনয়ন করা এবং একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা সকল মানুষের কর্তব্য।

কিন্তু কোন কোন বিদ্বান মুজিযায় বিশ্বাসী নহে। তাহারা মুজিযা সংঘটিত ঘটনাবলিকে জড় জগৎ ও জড় পদার্থের নিয়ম মুতাবিক কষ্ট কল্পিত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই ক্ষেত্রেও উক্ত চেষ্টার ব্যত্যয় ঘটে নাই। মূসা (আ) ও বনূ ইসরাঈলের সমুদ্রপার হওয়ার এবং ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের লোকজন একই রাস্তা পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মারা যাওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রদত্ত মূসা (আ)-এর একটি মুজিযা। তাঁহার লাঠির আঘাতেই আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে সমুদ্রের মধ্য দিয়া রাস্তা তৈরি করিয়া দেন। কিন্তু উপমহাদেশের স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ বিদ্বান ইহাকে মুজিযা হিসাবে গ্রহণ করেন না, বরং তাঁহারা ইহার ব্যাখ্যা এইরূপে পেশ করিয়াছেন যে, মূসা (আ) ও বনূ ইসরাঈল যখন সমুদ্র পার হন তখন ভাটা চলিতেছিল, আবার ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায় যখন সমুদ্র পার হইতেছিল তখন জোয়ার আসে। ফলে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার তাহারা ডুবিয়া মারা যায়।

বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, মোশি সমুদ্রের উপর আপন হস্ত বিস্তার করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন ও তাহা শুষ্ক ভূমি করিলেন" (যাত্রাপুস্তক, ১৪ ঃ ২১)। অন্যত্র রহিয়াছে "এবং তাহাদের (ইসরাঈলীদের) দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল" (যাত্রাপুস্তক, ১৪ ঃ ২২)।

স্যার সায়্যিদ আহমদ খান ও মাওলানা আকরম খাঁ সম্ভবত বাইবেলের উক্ত বর্ণনাকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন (আম্বিয়া -ই কুরআন, ২খ, ১৮৯)।

ফিরআওনের লাশ

ফিরআওন পানিতে ডুবিয়া মারা যাওয়ার বিষয়টি সমুদ্র পার হইয়া যাওয়া বানূ ইসরাঈলও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, ফিরআওন মারা গিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ বলিতেছিল, সে এখনই আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে এবং হত্যা করিবে। তাই কেহ কেহ বারবার পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়াও দেখিতেছিল যে, ফিরআওন সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসে কিনা। তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র নিকট দুআ করিলেন, আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন তাহার লাশ উঠাইয়া দিতে। অতঃপর সমুদ্র উহার কিনারায় এক উচু জায়গায় ঢেউয়ে তাহার লাশ ভাসাইয়া তুলিল। ফলে সকলেই উহা প্রত্যক্ষ করিয়া

নিশ্চিত হইল। এক বর্ণনামতে পানির উপরেই তাহার লাশ ভাসিয়া উঠিল। তাহার পরনে তখনও তাহার বর্মটি ছিল যাহা বানূ ইসরাঈল চিনিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৭৩)। এইভাবেই আল্লাহ তাআলা বানূ ইসরাঈলকে তাঁহার কুদরত প্রদর্শন করাইলেন এবং তাহারাও তাহাদের চরম শত্রুর মৃত্যু বিষয়ে নিশ্চিত হইল ও স্বস্তি লাভ করিল।

ফিরআওন ডুবিয়া যাইবার সময় যে ঈমানের ঘোষণা দিয়াছিল আল্লাহ তাহা প্রত্যাখ্যান করত তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার দেহটি রক্ষা করিবেন যাহাতে তাহা পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হইয়া থাকে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيَاتِنَا لَغَافِلُوْنَ. (٩٢ : ١٠)

"আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল" (১০ ঃ ৯২)।

আল্লাহ তাঁহার এই ঘোষণা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহার দেহ রক্ষা করিয়াছেন। মিসরবাসী যখন ফিরআওনের লাশ দেখিল তখন তাহাদের এই অপমানজনক পরাজয় গোপন করিবার জন্য খুব দ্রুত তাহারা উহা উঠাইয়া লইয়া যায় এবং মমি করত দাফন করিয়া রাখে। হাজার হাজার বৎসর অজানা থাকিবার পর উনবিংশ শতকের শেষদিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণায় এই লাশ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর উহা কয়েকবার যাদুঘরে দর্শনার্থীদের জন্য রাখা হইয়াছে। উহা আজ পর্যন্ত অবিকল রহিয়াছে। এক বর্ণনামতে ডুবিয়া যাওয়ার সময় কোন এক পাথরের সাথে আঘাত লাগিয়া তাহার বিচুকের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, সেই ভাঙ্গা এখনো রহিয়াছে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ১৯২-১৯৩)। এক বর্ণনায় তাহার নাকের কিছুটা মাছে বা হাঙ্গরে খাইয়া ফেলে যাহা আজও পরিদৃষ্ট হয় (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৪৫৯)।

এই ব্যাপারে ড. মরিস বুকাইলি প্রচুর গবেষণা করেন এবং ফিরআওনের সেই মমির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন। তিনি বলেন, "মিসর রাজ দ্বিতীয় রামেসীসের সন্তান মারনেপ্তাহ-ই ছিল সেই ফিরআওন, যে হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে ইয়াহূদীদের মিসর ত্যাগের ঘটনার সহিত জড়িত ছিল এবং সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যায়। এই ফিরআওন মারনেপ্তাহর মমিকৃত দেহটি আবিষ্কার করেন মিঃ লরেট-১৮৯৮ খৃস্টাব্দে থেবেসের রাজকীয় উপত্যকা হইতে। সেখান হইতে মমিটিকে কায়রো আনা হয়। ১৯০৭ সালের ৮ই জুলাই এলিয়ট স্মীথ এই মমিটির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি তাহার 'রয়্যাল মামিজ' পুস্তকে (১৯১২) এই আবরণ উন্মোচন এবং মমিটির দেহ পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় কয়েকটি জায়গায় কিছু কিছু বিকৃতি ঘটিলেও মোটামুটিভাবে লাশটি সন্তোষজনকভাবে সংরক্ষিত ছিল। সেই সময় হইতে কায়রোর যাদুঘরে পর্যটকদের দর্শনের জন্য মমিটিকে রাখা হইয়াছে। মাথা ও ঘাড়টি খোলা, বাদবাকী দেহটি কাপড়ে ঢাকা। প্রদর্শনের এই ব্যবস্থা খোলা, বাদবাকী দেহটি কাপড়ে ঢাকা। প্রদর্শনের এই ব্যবস্থা

সত্ত্বেও মমিটিকে এমন কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হইতেছে যে, কাহাকেও ওই মমির ফটো পর্যন্ত তুলিতে দেওয়া হয় না। সেই ১৯১২ সালে স্মীথের তোলা ফটোগুলি ছাড়া আর কোন ফটো যাদুঘর কর্তৃপক্ষের নিকটেও নাই।

"১৯৭৫ সালের জুন মাসে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ মেহেরবানী করিয়া আমাকে (মরিস বুকাইলিকে) মমিটির শরীরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখার অনুমতি দান করেন। এতদিন যাবত মমিটির দেহের এইসব অংশ কাপড়েই ঢাকা পড়িয়াছিল। কর্তৃপক্ষ আমাকে মমিটির শরীরের বিভিন্ন অংশের ফটো তোলারও অনুমতি দিয়াছিলেন।

"আমার পরামর্শক্রমে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে মমিটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য একটি বিশেষ টীম গঠন করা হয়। ড. এল. মেলিগাই ও ড. র‍্যামসিয়ীস-এর দ্বারা মমিটির উপর চমৎকারভাবে রেডিওগ্রাফিক স্টাডি পরিচালিত হয়। ড. মুস্তাফা মানিয়ালাভী মমিটির বুকের একটা ফাঁকা জায়গা দিয়া বুকের ভিতরটাও ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইহা ছাড়া মমিটির পেটেও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চালানো হয়। কোন মমির উদরের অভ্যন্তরে এই ধরনের পরীক্ষা ও তদন্ত পরিচালনা ইহাই প্রথম।

"এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা মমিটির অভ্যন্তর ভাগের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তারিতভাবে জানিবার এবং সেই সবের ফটো তুলিবার সুযোগ পাই। অধ্যাপক সেসালডির দ্বারা মমিটির উপর পরিচালিত হইয়াছিল মেডিকো-লিগ্যাল স্টাডি। মমিটির দেহ হইতে খসিয়া পড়া একটা টুকরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। এই চূড়ান্ত পরীক্ষা ও গবেষণা পরিচালিত হয় অধ্যাপক মিগনট ও ড. ডুরিগণের দ্বারা। দুঃখের বিষয়, এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্তের সুনির্দিষ্ট ফলাফল এই মুহূর্তে পাঠকদিগকে জানানো সম্ভব হইতেছে না- কেননা মুদ্রণের জন্য এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠাইতে হইতেছে (১ম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৭৫)।

"তবুও এইসব পরীক্ষা ও তদন্তের ফলে উপস্থিত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। দেখা গিয়াছে মমিটির হাড়ে একাধিক ক্ষত বিদ্যমান। সেইগুলিতে বড় বড় ফাঁকও রহিয়াছে। উহার কোন কোনটি হয়তোবা ক্ষয় হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। তবে সেইগুলি ফিরআওনের মৃত্যুর আগে হইয়াছে না পরে এখন তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইতেছে না। মমিটি পরীক্ষা করিয়া আরো যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, এই ফির'আওনের মৃত্যু হইয়াছে- ধর্মগ্রন্থ তথা কুরআন কারীমে যেমনটি বলা হইয়াছে, পানিতে ডুবিয়া যাওয়ার কারণে কিংবা পানিতে ডুবিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে নিদারুণ কোনও 'শক'-এর দরুন। আবার একই সঙ্গে সংঘটিত এই দুইটি কারণেও তাহার মৃত্যু ঘটা বিচিত্র নহে" (বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, মূলঃ ড. মরিস বুকাইলি, অনু. আখতার-উল-আলম, পৃ. ৩২১-৩২৩)।

ফিরআওনের মৃত্যু ও বনূ ইসরাঈলের মুক্তি লাভ হইয়াছিল মুহাররাম মাসের দশ তারিখ (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, বাব সওমু য়াওমি 'আশূরা)।

মিসরের ফিরআওন মেনেফ্‌তাহ-এর লাশ যাহা ১৮৯৮-৯৯ সালে খননকার্যের সময় আবিষ্কৃত হয়। মেনেফ্‌তাহ খোদায়ী দাবি করে, মূসা (আ)-এর সত্য দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া লোহিত সাগরে ডুবিয়া মারা যায়।

ছবিটি একটি বাক্সের যাহার উপর সেই সময়কার প্রথানুযায়ী অপূর্ব চিত্রকলার মাধ্যমে ফিরআওনের যিন্দেগীর হুবহু নকশা ও আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। ডান দিকের ছবিতে বাক্সের ঢাকনা আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ফিরআওনের লাশ দেখা যাইতেছে। মিসরবাসী এমন এক ভেষজ উপকরণ তৈরি করিতে জানিত যাহার প্রলেপ দিলে লাশ নষ্ট হইত না। লাশের পেটের ভিতরের অংশ পরিস্কার করার কোন বিশেষ পদ্ধতি ছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে মিসরে এক প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে দ্বিতীয় রা'মসীস-এর মমিকৃত লাশ আবিষ্কৃত হয় এবং ১৮৮৬ সালে উহা খোলা হয়। এ সেই ফিরআওন যাহার সময়কালে হযরত মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং সে জ্যোতিষীদের নিকট হইতে তাঁহার জন্মের সংবাদ পাইয়া বনূ ইসরাঈলের সকল পুত্র সন্তান হত্যা করার নির্দেশ দেয়।

মিসরের ফির'আওন দ্বিতীয় রা'মসীস-এর লাশ।

মিসরীয় নারীদের অবস্থা

মিসরের রাজা-উযীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তথা সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীই ফিরআওনের সহিত বানূ ইসরাঈলের পাকড়াও অভিযানে বাহির হয় এবং সকলেই পানিতে ডুবিয়া মারা যায়। অবশিষ্ট ছিল শুধু শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, নিম্ন পর্যায়ের চাকুরীজীবি ও দাসগণ। তখন উচ্চপদস্থ লোকদের বিধবা স্ত্রীরা বাধ্য হইয়া তাহাদের নিম্ন পদস্থ চাকুরীজীবি পুরুষ ও চাকর-বাকরদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইজন্য তাহারা নূতন স্বামীদের উপর পূর্বের ন্যায়ই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে থাকে, যাহা আজ পর্যন্ত (লেখকের সময়কাল) মিসরীয় সংস্কৃতির অংশরূপে চালু রহিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৭৪)।

ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের শাস্তি

দুনিয়াতে ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের কিছু শাস্তি ও তাহাদের অপমানজনক পরিণতির কথা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; বারযাখ জগতে (মৃত্যুর পর হইতে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) তাহাদের শাস্তির কথা কুরআন কারীমে এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءَ الْعَذَابِ ۰ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا (٤٦-٤٥ : ٤٠)

“এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফিরআওন সম্প্রদায়কে। সকাল-সন্ধ্যায় উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে” (৪০ ঃ ৪৫-৪৬)।

এই অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। দুনিয়াতে ও আখিরাতে তাহার উপর অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন সে তাহার সম্প্রদায়সহ চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۰ وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ (٩٨-٩٩ : ١١)

“সে (ফিরআওন) কিয়ামতের দিন তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান! এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যাহা উহাদিগকে দেওয়া হইবে” (১১ ঃ ৯৮-৯৯)।

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُوْنَ ۰ وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۰ (٤٢-٤١ : ٢٨)

“উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম। উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহবান করিত। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। এই পৃথিবীতে আমি উহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন উহারা হইবে ঘৃণিত” (২৮ ঃ ৪১-৪২)।

বনূ ইসরাঈল সীনাই অঞ্চলে

বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, বানূ ইসরাঈল সহীহ-সালামতে লোহিত সাগর পার হইয়া গেল এবং স্বচক্ষে ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের লোকজনকে ডুবিয়া মরিতে এবং ফিরআওনের লাশ ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়া স্বাভাবিকভাবেই তাহারা খুবই আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করিল। এই আনন্দ প্রকাশের পর মূসা (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকজন একত্র করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে মহাবিপদ ও নির্যাতন হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার শোকর আদায় কর এবং তাঁহারই ইবাদত কর। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইয়া শূর প্রান্তর হইয়া সীন বা সীনাইয়ের পথ ধরিলেন (দ্র. যাত্রাপুস্তক, ১৫ ঃ ২২; ১৬ ঃ ১)। উহাকে 'তীহ্' উপত্যকাও বলা হয়। পূর্ববর্তী কালে এই অঞ্চল আরব ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহা 'তূর' পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা ছিল পানিবিহীন শুষ্ক ভূমি। এখানে প্রচণ্ড গরম পড়িত এবং গাছপালা না থাকার ফলে ছায়ার ব্যবস্থা ছিল না। এইজন্যই মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় এখানে পৌঁছিয়া ছায়া, খাদ্যদ্রব্য ও শাক-সব্জির আবেদন করিয়াছিল, যাহার বিবরণ পরে আসিতেছে। সীনাইয়ের পথে মন্দিরসমূহে তাহারা পূজারীদেরকে মূর্তিপূজা করিতে দেখিল এবং মূসা (আ)-কে তাহাদের দেবতাদের মত দেবতা বানাইয়া দিতে বলিল। ইহাতে মূসা (আ) দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। ইহার বিবরণ কুরআন কারীমে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوْا يَامُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ . قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ . اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ . (٧ : ١٣٨-١٤٠)

"আমি বানূ ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও। সে বলিল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও অমূলক। সে আরও বলিল, আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ খুঁজিব? অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন" (৭ ঃ ১৩৮-১৪০)।

তাহাদের এই প্রস্তাব ছিল চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং দাসসুলভ। কারণ মহান আল্লাহ্র এত নিদর্শন, যাদুকরদের ঘটনা, প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ, রক্ত প্রভৃতি নয়টি চাক্ষুষ নিদর্শন এবং দলবলসহ ফিরআওনের মৃত্যু ও তাহার কবল হইতে মুক্তির পরও তাহারা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে বানূ ইসরাঈল যদিও নবীদের বংশধর ছিল এবং তখন পর্যন্ত তাহাদের ভেতরে পিতৃপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামী ভাবধারা ও প্রভাব কিছুটা হইলেও অবশিষ্ট ছিল,

এতদসত্ত্বেও প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর মিসরীয় মূর্তিপূজকদের সান্নিধ্যে বসবাস এবং তাহাদের অধীনে গোলাম হিসাবে থাকার কারণে তাহাদের মধ্যে মূর্তিপূজার মানসিকতা সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে মূর্তি-পূজকদিগকে দেখিয়া তাহাদের সুপ্ত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। তাই মূসা (আ)-এর নিকট তাহারা এবং অন্যরা এই জঘন্য আবদার করিয়া বসে। আর শুধু এই ক্ষেত্রেই নহে তাহাদের এই দাসসুলভ মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার কারণে তাহারা শক্তি-সাহস হারাইয়া ফেলে এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে ভয় পায়।

বানূ ইসরাঈলের জন্য খাদ্য, পানীয় ও ছায়ার ব্যবস্থা

ইসরাঈলীগণ লোহিত সাগর পার হইয়া উহার পূর্ব দিকে অবস্থিত মিনাহ (শূর, সীন বা সায়ন) উপত্যকায় উপনীত হইল, যাহা পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃক্ষলতা ও খাদ্য-পানীয়বিহীন এই মরুভূমিতে পৌঁছিয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আল্লাহ্র নবী মূসা (আ)-এর প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট আবেদন করিলে তাহা মঞ্জুর হইবে। তাই তাহারা তাঁহাকে বলিল, আমরা এখন পানি কোথায় পাই? তৃষ্ণায় তো ছটফট করিয়া মারা যাইব। এইখানে তো এক ফোটা পানিও পাওয়া যাইবে না। তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র নিকট পানির আবেদন করিলেন। আল্লাহ তাআলা তাহাকে লাঠি দ্বারা যমীনে আঘাত করিতে নির্দেশ দিলেন। মূসা (আ) এই নির্দেশমত যমীনে বা পাথরে আঘাত করিতেই বারোটি ঝর্ণাধারার সৃষ্টি হইয়া উহা হইতে অত্যন্ত সুমিষ্ট পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। বানূ ইসরাঈলের বারোটি উপগোত্র উহা হইতে পানি পান করিতে লাগিল। তাহাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইল (দ্র. ২ ঃ ৬০; ৭ ঃ ১৬০ নং আয়াত)। তবে বাইবেলে এই সংখ্যার উল্লেখ নাই (দ্র. যাত্রাপুস্তক, ১৭ : ৩-৭)।

এখন তাহারা বলিতে লাগিল, পানির তো ব্যবস্থা হইল কিন্তু জীবন ধারণের মূল উপকরণ আহার্য কোথায় পাইব? তখন মূসা (আ)-এর দু'আয় আল্লাহ তাআলা তাহাদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার 'মান্না' ও 'সালওয়া'-এর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন (দ্র. ২ ঃ ৫৭, ৭ ঃ ১৬০; ২০ ঃ ৮০-৮১)। 'মান্না' হইল কাহারও মতে ময়দার পাতলা রুটি, কাহারও মতে মধু, কাহারও মতে আঠা জাতীয় পদার্থ যাহার স্বাদ মধুর ন্যায়, কাহারও মতে কমলালেবু (আল-কামিল, ১খ., ১৪৯)। কাহারও মতে সাদা বরফ খণ্ডের ন্যায় শিশিরের আকৃতিসম্পন্ন এক ধরনের পদার্থ যাহা রাত্রিবেলা আকাশ হইতে যমীনে ও বৃক্ষপত্রে পতিত হইত যাহা অত্যন্ত সুস্বাদু মিষ্টির ন্যায় ছিল (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৭৮)। আর 'সালওয়া' হইল এক প্রকার পাখী সদৃশ যাহা প্রবল দক্ষিণা বায়ুপ্রবাহের ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া মাটিতে বসিত, আর বনূ ইসরাঈলগণ সহজেই উহা ধরিয়া ভুনা করিয়া খাইত। ইকরিমার বর্ণনামতে উহা ছিল চড়ুই হইতে একটু বড় পাখি, যাহা জান্নাতের খাবার হইবে। ওয়াহ্ব ইবন মুনাব্বিহ-এর বর্ণনামতে উহা কবুতরের ন্যায় মাংশল এক ধরনের পাখি (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ১খ, ৯৬-৯৭)। 'মাননা' আসিত ভোরবেলায় আর 'সালওয়া' আসিত বিকাল বেলায় (আল- বিদায়া, ১খ, ২৮২)। তাহাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, প্রত্যেকের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই

গ্রহণ করিবে, তাহার অধিক নহে। অধিক গ্রহণ করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইত (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, প্রাগুক্ত)। প্রতিদিন বিনা পরিশ্রমে তাহাদিগকে এইরূপ খাবার প্রদান করা হইত।

পানাহারের ব্যবস্থা হইয়া গেলে তাহারা বলিল, এই প্রচণ্ড রৌদ্র ও গরমে আমরা কিভাবে বাস করিব? কোন ছায়াবান বৃক্ষ এখানে নাই! তখন মূসা (আ) তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন। ফলে অসংখ্য মেঘখণ্ড আসিয়া তাহাদিগকে ছায়া দিতে লাগিল (দ্র. ২ ঃ ৫৭)। তাহারা যেখানেই যাইত, ছায়াও তাহাদের মাথার উপর থাকিয়া সেখানেই গমন করিত। বাইবেলের বর্ণনামতে বানূ ইসরাঈলের আবাসের উপর হইতে মেঘ নীত হইলে তাহারা সফরে বাহির হইত, আর ঊর্ধ্বে নীত না হইলে তাহারা সফরে বাহির হইত না। কেননা দিবসে উহা মেঘ এবং রাত্রিতে অগ্নি আবাসের উপর অবস্থিতি করিত (যাত্রাপুস্তক, ৪০ ঃ ৩৬-৩৮)।

আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজজার উল্লেখ করিয়াছেন যে, বানূ ইসরাঈলের ঘটনায় পানির যে প্রস্রবণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা লোহিত সাগরের পূর্ব দিকে মরুভূমিতে সুয়েয হইতে খুব বেশি দূরে নহে। এখনও তাহা 'উয়ুন মূসা' (মূসার প্রস্রবণ) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। উক্ত প্রস্রবণের পানি এখন বহুলাংশে শুকাইয়া গিয়াছে। কোন কোনটির চিহ্নও প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর উক্ত প্রস্রবণের উপর কোথাও কোথাও এখন খেজুরের বাগান পরিদৃষ্ট হয় (আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ২১১)।

কুরআন কারীমে বর্ণিত ঘটনায় বুঝা যায় যে, লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া পানি বাহির করিবার ঘটনা একবারই মাত্র সংঘটিত হয় নাই; বরং 'তীহ' ময়দানের বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার সংঘটিত হইয়াছিল (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৪৮)।

মোটকথা হযরত মূসা (আ)-এর বদৌলতে বানূ ইসরাঈলের উপর আল্লাহ্র অশেষ রহমতস্বরূপ বিভিন্ন নিয়ামত প্রদান করা হইতেছিল এই আশায় যে, শত শত বৎসরের গোলামী ও নির্যাতনের ফলে তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট কাপুরুষতা ও হতাশার অবসান হইবে এবং নব প্রাণচাঞ্চল্যে ও নব উদ্দীপনায় তাহারা আল্লাহ্র শোকর-গুযারী করিবে। কিন্তু অদ্ভুত স্বভাবের এই সম্প্রদায়ের উপর ইহার কোনই প্রভাব পড়িল না। এত সুস্বাদু খাবার পাইয়াও তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। একদিন তাহারা সকলে জড়ো হইয়া মূসা (আ)-কে বলিল, আমরা প্রতিদিন একই রকম খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর, তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য, শাকসব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদিত করেন যাহাতে আমরা বেশ করিয়া খাইতে পারি (দ্র. ২ ঃ ৬১)। হযরত মূসা (আ) তাহাদের এই ধরনের আবেদনে অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, তোমরা কেমন বোকা! তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করিতে চাহ? আর এইভাবে তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর-গুযারীর পরিবর্তে নাশোকরী করিতে চাহ? বাস্তবেই যদি তোমরা তাহা চাহ তবে কোন নগরে অবতরণ কর, তোমরা যাহা চাহ তাহা সেখানে আছে। এইভাবে তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল এবং তাহারা আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হইল (প্রাগুক্ত)।

কিতাব আনয়নের জন্য মূসা (আ)-এর তূর পর্বতে গমন

ফিরআওনের ধ্বংস এবং তাহার কবল হইতে বানূ ইসরাঈলের পরিত্রাণ পাওয়ার পর তাহারা সব ধরনের নির্যাতন হইতে মুক্তি লাভ করিল। আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল যে, মিসরীয় শাসনের গোলামী হইতে মুক্তি লাভের পর আল্লাহ তাহাদিগকে শারীআত ও কিতাব প্রদান করিবেন। তাই বানূ ইসরাঈল এখন মূসা (আ)-কে বলিল, হে মূসা! আমাদের জন্য সেই কিতাব লইয়া আস, ইতোপূর্বে তুমি যাহার অঙ্গীকার করিয়াছিলে। তাহাদের কিতাবের আবেদন করার আরো একটি কারণ ইহাও হইতে পারে যে, সিনাই উপত্যকায় পদার্পণ করিয়াই তাহারা এক সম্প্রদায়কে মূর্তি পূজায় রত দেখিয়া তাহাদের জন্যও অনুরূপ উপাস্য আনিয়া দেওয়ার আবেদন করিয়া মূসা (আ)-এর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা শুনিয়াছিল। ফলে ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার সঠিক পথে চলিতে পারে, কোনরূপ শিরক ও গোমরাহীতে নিপতিত না হয় তজ্জন্য শরীআত ও কিতাবের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল এবং সেমতে মূসা (আ)-এর নিকট আবেদন করিয়াছিল। তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র নিকট এই ব্যাপারে প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে স্বীয় শরীর ও পোশাক পবিত্র করিয়া তূর পর্বতে গমনের নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে ত্রিশ দিন রোযা রাখিয়া ই'তিকাফের নির্দেশ দিয়া বলিলেন, সেইখানেই তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিবেন এবং কিতাব প্রদান করিবেন।

অতঃপর মূসা (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট ত্রিশ দিনের কথা জানাইয়া বলিলেন যে, আল্লাহ তাআলা উক্ত সময়ের মধ্যে কিতাব প্রদান করিবেন এবং তাহা লইয়া তিনি তাহাদের নিকট আগমন করিবেন। এই সময়ের জন্য তিনি হারূন (আ)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বানাইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাকে সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার, তাহাদিগকে সংশোধন করিবার এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ না করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন (দ্র. ৭ঃ ১৪২)। ইব্ন আব্বাস (র), মাসরূক (র) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখের বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) কে যে ত্রিশ দিনের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, উক্ত দিনসমূহে মূসা (আ) রোযা রাখিলেন। যীকা'দার প্রথম তারিখ হইতে তিনি রোযা রাখা শুরু করেন। ত্রিশ দিন পূর্ণ হইলে মূসা (আ) আল্লাহ্র সহিত কথোপকথনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা আরো দশ দিন বর্ধিত করিয়া চল্লিশ দিন পূর্ণ করিবার নির্দেশ দেন (দ্র. ৭ঃ ১৪২)। কুরআন কারীমে শুধুমাত্র এতটুকুই উল্লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত মেয়াদ প্রথমত ত্রিশ দিন ছিল, পরে আরো দশ দিন বর্ধিত করিয়া চল্লিশ দিন পূর্ণ করা হয়। কিন্তু ইহার কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। এক বর্ণনামতে আল্লাহ্র মর্জিতে প্রথম হইতে চল্লিশ দিন নির্ধারিত ছিল। যেমন সূরা বাকারায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (٢ : ٥١)

"(স্মরণ কর) যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম" (২ঃ ৫১)।

فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (٧ : ١٤٢)

"এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়" (৭ ঃ ১৪২)। আয়াতে উহার প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে। তবে এইভাবে এইজন্য বলা হইয়াছে যে, ই'তিকাফের এই মেয়াদ

পূর্ণ করার জন্য ত্রিশ দিনের পূর্ণ একটি মাস অতিবাহিত করিতে হইবে, অতঃপর পরবর্তী মাসের আরো দশ দিন পূর্ণ করিতে হইবে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ., ২০১)। বাইবেলেও এই মেয়াদ চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. যাত্রাপুস্তক, ২৪ ঃ ১৮)।

দায়লামী হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মূসা (আ)-এর এক মাস পূর্ণ হইবার পর তিনি আল্লাহ তাআলার সহিত কথোপকথনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘ একটি মাস রোযা রাখার কারণে মুখে সৃষ্ট দুর্গন্ধ লইয়া তিনি মাহবুবের সহিত কথোপকথন করা ভাল মনে করিলেন না। তাই তিনি 'খারনূব' নামক কাষ্ঠ দ্বারা, মতান্তরে উক্ত গাছের ছাল দ্বারা মিসওয়াক করিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা ওহী প্রেরণ করিয়া বলেন যে, তুমি এইরূপ কেন করিলে? তুমি কি জান না যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার নিকট মিশকের চাইতেও বেশি পছন্দনীয় (আল-কামিল, ১খ., ১৪৫; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৪৮২)। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে আরও দশ দিন পূর্ণ করিবার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তিনি আরো দশ দিন সাওম পালন ও ইতিকাফ করিলেন। তবে দায়লামীর এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়া ইবনুল আছীর, আল-আলূসী ও ইব্ন কাছীর মন্তব্য বরিয়াছেন (দ্র. আলা-কামিল, পূর্বোক্ত; রূহুল মা'আনী, ৯খ, পৃ. ৩৮; বিদায়া, ১খ, পৃ. ২৮৩)।

মূসা (আ) কর্তৃক আল্লাহ্র দীদার লাভের আবেদন

তূর পর্বতে হযরত মূসা (আ) যখন রোযা, ই'তিকাফ ও আল্লাহ্র ইবাদতে চল্লিশ দিন পূর্ণ করিলেন তখন ১০ যিলহজ্জ ঈদুল আযহার রাত্রিতে আড়াল হইতে আল্লাহ তাআলা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন। মূসা (আ) খুব নিকট হইতেই তাহা শুনিতে পাইতেছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশটি দিন অনবরত তিনি যাঁহার ধ্যান করিয়াছেন, এক্ষণে অন্তরাল হইতে যাঁহার কথা শুনিতেছেন সেই প্রিয়তম ও মহিমাময় সত্তাকে স্বচক্ষে দেখার দুর্বার আগ্রহ ও আকর্ষণ তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইল। তিনি আগ্রহ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। মনের কথাটি আল্লাহ তাআলাকে বলিয়া ফেলিলেন, "ওগো আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব।" কিন্তু ইহা যে অসম্ভব, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় এই চর্মচক্ষু দিয়া সেই জ্যোতির্ময় সত্তাকে দেখা যায় না। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, "(দুনিয়াতে) তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না"। কারণ আমার তাজাল্লীর ঝলক তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। প্রকৃতপক্ষে সে সামর্থ্য মূসা (আ)-এর ছিল না। কারণ মানুষের তুলনায় অত্যধিক শক্ত ও বৃহৎ স্থির পর্বত পর্যন্ত আল্লাহ্র তাজাল্লী সহ্য করার সামর্থ রাখে না, উহা স্থির ও ঠিক থাকিতে পারে না। পাছে মূসা (আ) মনক্ষুণ্ন হইবেন তাই আল্লাহ তাঁহাকে একটু বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের ইচ্ছা করিলেন। বলিলেন, "তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে" (৭ ঃ ১৪৩)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা উক্ত তূর পাহাড়ে স্বীয় তাজাল্লীর সামান্যতম পরিমাণ প্রকাশ করিলেন।

আর মূসা (আ) উক্ত দৃশ্যের ঝলক সহ্য করিতে না পারিয়া বেহুঁশ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। পরে হুঁশ ফিরিয়া আসিতেই সর্বপ্রথম তিনি অনুতপ্ত হইলেন এই ভাবিয়া যে, কেন আমি

আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট এমন জিনিসের যাঞ্চা করিয়াছি, যাহা মোটেই সমীচীন নহে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি পূর্ব হইতেই মু'মিন বলিয়া ঘোষণা করিলেন ঃ

سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম" (৭ ঃ ১৪৩)।

তাওরাত অবতরণ

এই তূর পর্বতে মূসা (আ)-এর ৪০ দিনের রোযা ও ই'তিকাফ পূর্ণ হইবার পর আল্লাহ তাআলা তাঁহার উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেন, যাহা ৪ (চার) খানি আসমানী কিতাবের অন্যতম। এই কিতাব অবতরণ করিয়া আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে উহা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবার নির্দেশ দেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিতে বলেন, তাহারাও যেন দৃঢ়ভাবে উহা ধারণ করে। তাহাদের উভয় জগতের সফলতা ও কল্যাণের বিস্তারিত বিবরণ ইহাতে রহিয়াছে। ইহাতে হালাল-হারাম, ভাল-মন্দ তথা সকল আদেশ-নিষেধ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই তাহাদের শারীআত। কুরআন কারীমে এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ يَامُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِىْ وَبِكَلاَمِىْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْئٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ. (١٤٤-١٤٥ : ٧)

"তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি, সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি। সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদের যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাইব" (৭ ঃ ১৪৪-১৪৫)।

এখানে দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য ঃ (১) বিজ্ঞ আলিমগণের মতে তূর পাহাড়ের এই ঘটনায় যে সকল হুকুম অবতীর্ণ হয় উহাই তাওরাত। আধুনিক খৃস্টান পণ্ডিতগণ বলেন, এই সময় সেই দশটি হুকুম অবতীর্ণ হয় যাহা মূসা (আ)-এর "শরীআত বা আকাঙ্খাসমূহ" (اَحْكَامِ عَهْدَ) নামে প্রসিদ্ধ। আর তাহা হইল ঃ (১) আমার সাক্ষাতে তোমার জন্য দেবতা না থাকুক; (২) তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; উপস্থিত স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জল মধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের মূর্তি নির্ম্মাণ করিও না; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদের প্রতি বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে তাহাদের তৃতীয়

চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্ত্তাই; কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে আমি তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়া করি।

(৩) তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না। কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দোষ করিবেন না।

(৪) তুমি বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও, ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রাম দিন; সেদিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য করিও না। কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এইজন্য সদাপ্রভু বিশ্রাম দিনকে আশীর্বাদ করিলেন ও পবিত্র করিলেন।

(৫) তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।

(৬) নরহত্যা করিও না।

(৭) ব্যভিচার করিও না।

(৮) চুরি করিও না।

(৯) তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

(১০) তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে কিম্বা তাহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না, (যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ৩-১৭)।

আধুনিক কালের কোন কোন মুফাসসিরেরও মত এই যে, এই সময় "আজ্ঞাসমূহ" অবতীর্ণ হয়। কিন্তু শেষোক্ত উভয় মতই কুরআন কারীম ও বাইবেলের বর্ণনামতে ভ্রান্ত; প্রথম মতটিই নির্ভুল ও সঠিক। কারণ কুরআন কারীম সূরা বাকারায় মূসা (আ)-এর চল্লিশ দিন ই'তিকাফের বর্ণনা দিয়া যখন হুকুম অবতীর্ণ করার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তখন উহাকে 'কিতাব' ও 'ফুরআন' বলা হইয়াছে। এই উভয় বিশেষণই কুরআন কারীমে তাওরাত-এর জন্য বলা হইয়াছে, "আজ্ঞাসমূহ"-এর জন্য নহে (দ্র. ২ ঃ ৫১)। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. (٢ : ٥٣)

"যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও" (২ ঃ ৫৩)।

ইহাতে বুঝা যায় যে, তূর পর্বতে চল্লিশ দিন ই'তিকাফ সম্পন্ন করার পর মূসা (আ)-কে যে বিধান সম্বলিত ফলকসমূহ দেওয়া হইয়াছিল তাহাই ছিল "তাওরাত", কেবল "আজ্ঞাসমূহ" সম্বলিত

ফলক তাওরাত নহে (দ্র. ২ ঃ ৫১)। বাইবেলের ইংরেজী কপির অনুবাদ এ এবং আরবী ও উরদূ কপিতে "শারীআত" শব্দকে সঠিক বলিয়া মানিয়া লইলেও এই শব্দ ব্যাপক অর্থে তাওরাতকেই বুঝায়। আর তাওরাত, শারীআত ও বিধান বলিতে একই বস্তুকে বুঝানো হইয়াছে। আর প্রাচীন খৃষ্ট জগতে এই অর্থই গ্রহণ করা হইত। আজ্ঞাসমূহ উহারই একটি অংশ মাত্র (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৪৮৫-৮৬)।

(২) দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাওরাত প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে সত্যত্যাগীদের বাসস্থান দেখাইব"। এই বাসস্থান বলিতে কোন্ স্থান বুঝানো হইয়াছে, সে সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ঃ (ক) ইহা দ্বারা আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসস্তূপ বুঝানো হইয়াছে; (খ) মিসরকে বুঝানো হইয়াছে অর্থাৎ বনূ ইসরাঈল পুনরায় মিসরে প্রবেশ করিবে; (গ) কাতাদা (র) বলেন, ইহা দ্বারা সিরিয়া-এর পবিত্রভূমি বুঝানো হইয়াছে, যেখানে তখন আমালেকার স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী বাদশাহদের রাজত্ব ছিল, আর সেখানেই বনূ ইসরাঈলগণের প্রবেশ করা আল্লাহ্র মঞ্জুরী ছিল। আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার ও হিফজুর রাহমান সিউহারবী এই মতকেই প্রধান্য দিয়াছেন, (দ্র. কাসাসুল কুরআন, ১খ. ৪৮৬)।

এক বর্ণনামতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে এই সময় তাওরাত-এর সহিত দশখানি সাহীফাও প্রদান করেন, যাহার উল্লেখ কুরআন কারীমের সূরা আ'লা-এর ১৯ নং আয়াতে রহিয়াছে ঃ "(ইহা তো আছে) ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে" (৮৭ ঃ ১৯)।

তাওরাত নাযিল হয় প্রস্তর ফলকে লিখিত আকারে। এক বর্ণনায় উহা সবুজ বর্ণের ফলকে লিখিত ছিল। উহা সাতটি ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মূসা (আ) যখন উহা মাটিতে সজোরে রাখিয়াছিলেন (এই সম্পর্কিত ঘটনা পরে আসিতেছে) তখন উহার ৭/৬ অংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং ৭/১ অংশ অক্ষত থাকে (আল-কামিল, ১খ, ১৪৬; তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪২৭)। তবে উহা ইসরাঈলী বর্ণনা যাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

বাইবেলে ২টি ফলকের কথা বলা হইয়াছে। উহাতে উক্ত কিতাবের বিবরণ এইভাবে দেওয়া হইয়াছে ঃ "পরে মোশি মুখ ফিরাইলেন, সাক্ষ্যের সেই দুই প্রস্তর ফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বত হইতে নামিলেন; সে প্রস্তর ফলকের এ পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠে, দুই পৃষ্ঠেই লেখা ছিল। সেই প্রস্তর ফলক ঈশ্বরের নির্মিত এবং সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে খোদিত" (যাত্রাপুস্তক, ৩২ ঃ ১৫-১৬)।

যাত্রাপুস্তকের ৩১ ঃ ১৮-এও ফলকের সংখ্যা দুইটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, "পরে তিনি সীনয় পর্ব্বতে মোশির সহিত কথা সাঙ্গ করিয়া সাক্ষ্যের দুই ফলক, ঈশ্বরের অঙ্গুলী দ্বারা লিখিত দুই প্রস্তর ফলক তাহাকে দিলেন" (যাত্রাপুস্তক, ৩১ ঃ ১৮)। উক্ত পুস্তকের ৩৪ ঃ ২৯-এও দুইটি ফলকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অবশ্য ৩১ ঃ ১৮ হইতে ইহাও জানা যায়, ফলকদ্বয় প্রস্তর নির্মিত ছিল। বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, মূল ফলক মূসা (আ) বনূ ইসরাঈলের গোবৎস পূজার ফলে রাগান্বিত হইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অতঃপর তাহার দুআর ফলে তাহাকে অন্য সাদা ফলক প্রদান করা হয়, যাহার উপর আল্লাহ্র নির্দেশে মূসা (আ) নিজ হস্তে লিখিয়া লন। বর্ণিত হইয়াছে, "আর

সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই সকল বাক্য লিপিবদ্ধ কর, কেননা আমি এই সকল বাক্যানুসারে তোমার ও ইস্রায়েলের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, সেই সময়ে মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেখানে সদাপ্রভুর সহিত অবস্থিতি করিলেন, অন্ন, ভোজন ও জল পান করিলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মের বাক্যগুলি লিখিলেন" (যাত্রাপুস্তক, ৩৪ : ২৭-২৮)।

আল্লাহ তাআলা বানূ ইসরাঈলের প্রতি দিনে দুই ওয়াক্ত সালাত এবং হজ্জ ফরয করেন (আল-মুনতাজাম, ১খ, ৩৫২)।

বানূ ইসরাঈলের গোবৎস পূজা

মূসা (আ) তূর পাহাড়ে গমনের সময় স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, ত্রিশ দিনের পর তিনি তাহাদের জন্য কিতাব ও শরীআত লইয়া আগমন করিবেন। তাই উক্ত ত্রিশ দিন পার হইবার পরও যখন মূসা (আ) কিতাব লইয়া আগমন করিলেন না তখন বানূ ইসরাঈল অধৈর্য হইয়া পড়িল এবং ফিতনায় নিপতিত হইল।

এদিকে আল্লাহ্র নবী হারূন (আ) বানূ ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন যে, কিবতীগণ হইতে যে স্বর্ণালংকারসমূহ তোমরা ধারস্বরূপ লইয়া আসিয়াছিলে তাহা এখন গনীমতের মাল। আর গনীমতের মাল তোমাদের জন্য বৈধ নহে। তাই যাহার যাহার নিকট সেইগুলি আছে সে যেন তাহা একটি গর্তে জমা করিয়া মাটিচাপা দিয়া রাখে। অতঃপর মূসা আসিয়া যদি গনীমতের মাল তোমাদের জন্য হালাল করেন তবে তোমরা উহা লইয়া যাইও নতুবা এইভাবেই উহা থাকিবে। অতঃপর তাহারা স্বর্ণালংকার গর্তে জমা করিল।

তাহাদের মধ্যে সামিরী নামে এক লোক ছিল। এক বর্ণনামতে সে বানূ ইসরাঈলের প্রতিবেশী এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তাহার সম্প্রদায় গাভীর পূজা করিত। সে মূসা ও বানূ ইসরাঈলের সঙ্গে আসিয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৩০৫)। অপর এক বর্ণনামতে, সে জাযীরা অঞ্চলের রিক্কা নামক স্থানের নিকটবর্তী বালীখ-এর একটি গ্রাম 'বাজারমা-এর অধিবাসী। মতান্তরে সে ছিল বানূ ইসরাঈল বংশীয় লোক (আল-কামিল, ১খ, ১৪৫)। ইমাম তাবারীর বর্ণনামতে তাহার নাম ছিল মূসা ইব্ন জা'ফার (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪২৫)। জিবরীল (আ) যখন ঘোড়ায় চড়িয়া মূসা (আ)-এর নিকট তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন তখন সামিরী তাহা দেখিয়াছিল। উহা তাহার নিকট আশ্চর্য ও বিস্ময়কর মনে হইয়াছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২)। এক বর্ণনামতে সে দেখিতেছিল, ঘোড়াটি যেখানেই পা রাখিতেছে উহার ক্ষুরের নীচ হইতে সবুজ ঘাস উৎপাদিত হইতেছে (আল-বিদায়া, ১খ, ২৮৮)। তখন সে মনে মনে ভাবিল, ইহার একটি ভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাই সে ঘোড়ার ক্ষুরের নিচ হইতে একটু মাটি উঠাইয়া রাখিয়াছিল। এক বর্ণনামতে এই মাটি সে ফিরআওনের পানিতে ডুবিয়া মরার পূর্ব মুহূর্তে জিবরীল (আ)-এর ঘোড়ার ক্ষুরের নীচ হইতে উঠাইয়া রাখিয়াছিল।

বানূ ইসরাঈল উক্ত স্বর্ণালংকার জমা করার পর সামিরী উহার মধ্যে এই মাটি নিক্ষেপ করিল। এক বর্ণনামতে স্বর্ণালংকারসমূহ অগ্নিতে গলানো হয়। ভিন্নমতে সামিরী তিন দিন ধরিয়া উহা দ্বারা

একটি গোবৎস তৈরি করে (আল-কামিল, ১খ, ১৪৬)। অতঃপর সামিরী উহাতে উক্ত মাটি নিক্ষেপ করিলে উহা 'হাম্বা' 'হাম্বা' রব করিতে আরম্ভ করে। কাতাদার বর্ণনামতে মাটি নিক্ষেপের পর তাহার শরীর রক্ত-মাংসের দেহে পরিণত হইয়া গিয়াছিল (১খ, ২৮৭)। গোবৎসটি ডাকিতেছিল আর চলাফেরা করিতেছিল। এক বর্ণনামতে একবারই মাত্র উহা ডাকিয়াছিল। অপর এক বর্ণনামতে বাতাস যখন উহার পিছন দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল তখন উহা গোবৎস ডাকার ন্যায় শব্দ করিতেছিল। তখন বানূ ইসরাঈল উহার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য ও আনন্দ করিতে লাগিল (প্রাগুক্ত)। ইহা দেখিয়া সামিরী বানূ ইসরাঈলকে বলিল, এই হইল তোমাদের ও মূসার ইলাহ। অথচ সে ভুলিয়া গিয়াছে (দ্র. ২০ঃ ৮৮)। তাই ইহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে ইলাহের সন্ধানে।

অতঃপর বানূ ইসরাঈল উহার পূজা শুরু করিয়া দিল। হযরত হারূন (আ) তাহাদিগকে উহা হইতে বারণ করিলেন এবং বলিলেন যে, ইহা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তাহাদের আসল প্রতিপালক হইলেন দয়াময় আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিতে হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমারই নির্দেশ মানিয়া চল (দ্র. ২০ঃ ৯০)। অতঃপর কিছু লোক তাঁহার কথা মান্য করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিল আর অধিকাংশ লোক অমান্য করিয়া সেই গোবৎসের পূজা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, মূসা আমাদের মধ্যে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহারই পূজা করিতে থাকিব (দ্র. ২০ঃ ৯১)। অতঃপর হারূন (আ) তাহাদের সহিত বিবাদ বা যুদ্ধ না করিয়া নিজে ও-তাঁহার অনুসারিগণসহ সত্যের উপর অনড় রহিলেন (আল-কামিল, ১খ, ১৪৬)। আল্লাহ তাআলা তাহাদের এই অপরিণামদর্শী ও অযৌক্তিক কাজের অসারতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

اَفَلاَ يَرَوْنَ اَلاَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلاَنَفْعًا (٢٠ : ٨٩)

"তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে, উহা তাহাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতাও রাখে না" (২০ঃ ৮৯)?

হযরত মূসা (আ) তূর পর্বতে আগমন করিয়া আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করিলেন। এক বর্ণনামতে মূসা (আ) তাওরাত আনিতে তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে কয়েকজন গোত্রীয় প্রধানকে লইয়া যান। তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে কথোপকথনের আগ্রহে তাহাদের পূর্বেই তথায় পৌছিয়া গিয়াছিলেন (দ্র. ইফা প্রণীত আল-কুরআনুল করীম-এর ৪৬৬ নং টীকা, ২০ঃ ৮৩ আয়াত)।

আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে ত্বরা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মূসা (আ) জানাইলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা পিছনে আসিতেছে (দ্র. ২০ঃ ৮৩-৮৪)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে তাঁহার রাখিয়া আসা সম্প্রদায়ের গোমরাহীর খবর জানাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি। তুমি চলিয়া আসার পর সামিরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে (দ্র. ২০ঃ ৮৫)। কুফরীর কারণে তাহাদের অন্তরে গোবৎস প্রীতি সিঞ্চিত হইয়াছিল (দ্র. ২ঃ ৯৩)।

একদিকে নির্ভেজাল তাওহীদের বিধান প্রদান, অপরদিকে যাহাদের জন্য এই বিধান তাহারাই প্রকাশ্য শিরকে নিমজ্জিত হইয়াছে! ফলে একজন পয়গাম্বরের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের এইরূপ গোমরাহী ও শিরকের সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার কম্পিত হাত হইতে তাওরাতের ফলক পড়িয়া গেল। তিনি স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ)-এর দাড়ি ও চুল ধরিয়া টান দিলেন। বলিলেন, হারূন! তুমি যখন তাহাদিগকে গোমরাহ হইতে দেখিলে তখন আমার আনুগত্যের কথা কেন বল নাই? তুমি কি আমার নির্দেশ অমান্য করিয়াছ? আসলে মূসা (আ) একেতো সম্প্রদায়ের সরাসরি কুফরীতে নিমজ্জিত দেখিয়া চরমভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার মনে করিয়াছিলেন হারূন (আ) বুঝি তাঁহার রিসালাতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন নাই। সেইজন্য আল্লাহ্‌র হুকুমকে প্রাধান্য দিয়া স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ) বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার দাড়ি ও চুল ধরিয়া টান দিয়াছিলেন। ইহা ছিল তাঁহার ঈমানী জযবা ও আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা ও আল্লাহ্‌র জন্যই ক্রোধ-এর বহিঃপ্রকাশ, কাহাকেও অপমান করার উদ্দেশ্য ও প্রয়াস নহে। হারূন (আ) তখন প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, ভ্রাত! আমার দাড়ি বা চুল ধরিও না, আমি তো তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছি, তবে তাহাদের সহিত বিবাদে লিপ্ত হই নাই, এইজন্য যে, তুমি ফিরিয়া আসিয়া বলিবে, তুমি বানূ ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছ; আমার কথার প্রতি দৃষ্টিপাত কর নাই (দ্র. ২০ ঃ ৯২-৯৪)। তিনি আরও বলিলেন, হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যাই করিয়া ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন আচরণ করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়। আর আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্তও মনে করিও না (দ্র. ৭ ঃ ১৫০)। মূসা (আ) তখন হারূন (আ)-এর নির্দোষিতা বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইল। তখন আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করিলেনঃ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلأَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. (٧ : ١٥١)

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু" (৭ ঃ ৫১)।

অতঃপর তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে, তিনি তোমাদের সঠিক পথে চলার বিধান দান করিবেন? তোমরা কেন তার আগেই এরূপ গর্হিত কাজ করিলে? তবে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ মনে হইয়াছিল, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ আপতিত হউক? তাহারা মূসা (আ)-এর ঈমানী তেজ ও রণমূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল এবং সবিনয়ে বলিল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই; আমাদের উপর লোকের অলংকারের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে (দ্র. ২০ ঃ ৮৬-৮৭)। অতঃপর তিনি সামিরীর কাছে গেলেন, বলিলেন, সামিরী! তোমার বক্তব্য কি? সে বলিল, আমি এমন জিনিস দেখিয়াছিলাম

যাহা উহারা দেখে নাই। অতঃপর আমি সেই দূত জিবরাঈল (আ)-এর পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি মাটি লইয়াছিলাম, আমার প্রবৃত্তি আমাকে এই কাজে প্ররোচিত করিয়াছিল।

এইভাবে সামিরী স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলে মূসা (আ) ইহার শাস্তি ঘোষণা করিলেন। সামিরীকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দূর হও! তোমার সারাটি জীবন অপদস্থ হইয়া তুমি বলিতে থাকিবে, 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যাহার ব্যতিক্রম হইবে না। অর্থাৎ পরকালে তুমি ভয়ানক শাস্তিতে দগ্ধীভূত হইবে যাহার অন্যথা হইবে না। আর যে গো-বৎসের পূজায় তুমি রত ছিলে উহার প্রতি লক্ষ্য কর। আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই (দ্র. ২০ ঃ ২৭)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দীর (র) বর্ণনামতে উহাকে যবেহ করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। কাতাদার বর্ণনামতে উহাকে আগুনে পোড়ানো হয়, অতঃপর উহার ছাইভস্ম সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ, ১৬৪, ২০ ঃ ৯৭ আয়াতের তাফসীর)।

বাইবেলে এই স্থলে হারূন (আ)-এর উপর মারাত্মক দোষারোপ করা হইয়াছে। বাইবেলের বর্ণনামতে হারূন (আ) পূজার জন্য গো-বৎস নির্মাণ করেন। বলা হইয়াছে ঃ পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব দেখিয়া লোকেরা হারূনের নিকটে একত্র হইয়া তাহাকে কহিল, উঠুন, আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন। কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। তখন হারূন তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল সকল খুলিয়া হারূনের নিকট আনিল। তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন এবং একটি ঢালা গো-বৎস নির্মাণ করিলেন। তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইসরাঈল! এই তোমার দেবতা যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর হারূন তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্মাণ করিলেন এবং হারূন ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব হইবে। আর লোকেরা পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া হোম বলী উৎসর্গ করিল এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল; আর লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল (যাত্রাপুস্তক, ৩২ ঃ ১-৬)।

আল্লাহ্‌র মনোনীত একজন সম্মানিত নবীর প্রতি শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার এই অভিযোগ নিঃসন্দেহে বিদ্বেষপ্রসূত এক ঘৃণ্য অপবাদ। কারণ আল্লাহ যাঁহাকে নবী বা রাসূলরূপে মনোনীত করেন তাহাদিগকে বাল্যকাল হইতেই যাবতীয় গুনাহ ও অপরাধমূলক কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখেন। তাহা না হইলে তাহার নবূওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্বে সংশয় দেখা দেয়। কুরআন কারীমে হারূন (আ) যে তাঁহার সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিলেন এবং উক্ত গর্হিত কর্ম হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. ২০ ঃ ৯০)।

বানূ ইসরাঈলের তওবা

বানূ ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার পর মূসা (আ)-এর সতর্কবাণীর ফলে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারে এবং মূসা (আ)-এর নিকট এই পাপ হইতে তওবা করার উপায় জানিতে চাহে। অতঃপর তাহাদের অনুতাপের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য তওবার বিধান দেওয়া হইল যে, তাহারা একে অপরকে যাহাকেই সম্মুখে পাইবে হত্যা করিবে (দ্র. ২ ঃ ৫৪)।

এমনিভাবে পারস্পরিক হত্যা ব্যাপক আকার ধারণ করিল। এমনকি নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় সত্তর হাজারে। বাইবেলে এই সংখ্যা তিন হাজার বলা হইয়াছে (যাত্রাপুস্তক, ৩২ ঃ ২৭-২৮)। তখন মূসা (আ) ও হারূন (আ) আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! বানূ ইসরাঈল তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে আমাদের প্রতিপালক! অবশিষ্টদিগকে বাঁচান। তখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে হাতিয়ার রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এইভাবে তাহাদের তওবা কবুল করা হইল। এক বর্ণনামতে যাহারা গো-বৎসের পূজা করে নাই তাহারা তরবারি হাতে যাহারা পূজা করিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা করে (দ্র. তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪২৪; বিদায়া, ১ খৃ., ২৮৮)।

এক বর্ণনামতে এই সময় মূসা (আ) সামিরীকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আল্লাহ তাঁহাকে নিষেধ করেন। কারণ পরবর্তীতে সে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিয়া স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিবে (আল-কামিল, ১খ, ১৪৭)।

মূসা (আ)-এর সহিত বানূ ইসরাঈলের ৭০ নেতার তূর পাহাড়ে গমন

আল্লাহ্র বিধান আনিবার জন্য হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বানূ ইসরাঈলের ৭০জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পাহাড়ে গমন করেন। তাহারা কি গোবৎস পূজা হইতে তওবা করার পূর্বে তূর পাহাড়ে গিয়াছিলেন না পরে সে সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ সুদ্দী, ইব্ন আব্বাস প্রমুখের বর্ণনামতে এই সত্তরজন ছিল বানূ ইসরাঈলের আলিম। ইহাদের সহিত ছিলেন মূসা (আ), হারূন (আ), য়ূশা, হাদাব ও আবীহূ। তাহারা মূসা (আ)-এর সহিত তূর পাহাড়ে গমন করেন বানূ ইসরাঈলের গোবৎস পূজা হইতে তওবার পূর্বে 'আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার এবং তওবার বিধান আনয়নের জন্য (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৮৯)।

অপর বর্ণনামতে বানূ ইসরাঈলের গোবৎস পূজার অপরাধ যখন ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল তখন মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমার নিকট এই ফলকে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা আল্লাহ্র কিতাব। আল্লাহ তাআলা তোমাদের হিদায়াত ও উভয় জগতের কল্যাণের জন্য আমার উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা তাওরাত। ইহার উপর ঈমান আনয়ন করা এবং ইহার হুকুম-আহকাম পালন করা তোমাদের জন্য ফরয। বানূ ইসরাঈল বলিতে লাগিল, আমরা শুধুমাত্র তোমার কথায় কিভাবে বিশ্বাস করিতে পারি যে, ইহা আল্লাহ্র কিতাব? আমরা ইহার উপর তখনই ঈমান আনিব যখন আমরা চাক্ষুষ আল্লাহ্কে দেখিব এবং তিনি আমাদিগকে বলিবেন, 'এই তাওরাত আমার কিতাব, তোমরা ইহার উপর ঈমান আনয়ন কর'। মূসা (আ) তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে,

ইহা নির্বুদ্ধিতার কথা, এই চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা সম্ভব নহে। কিন্তু বানূ ইসরাঈলের পীড়াপীড়িতে সম্মত হইয়া তিনি বলিলেন, এত লোক তো আমার সহিত তূর পর্বতে যাওয়া যাইবে না, বরং তোমাদের মধ্য হইতে নেতৃস্থানীয় কিছু লোক বাছাই করিয়া লইয়া যাই, তাহারা আসিয়া যদি উহার সত্যতা স্বীকার করে তবে তোমরাও উহা মানিয়া লইবে। আর যেহেতু তোমরা কিছু কাল পূর্বে গো-বৎস পূজা করিয়া এক মারাত্মক অপরাধ করিয়াছ, এইজন্য নিজেদের অনুতাপ প্রকাশ করা এবং আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা নেক কাজ করার অঙ্গীকার করার ইহাই সমীচীন ক্ষেত্র। বানূ ইসরাঈল ইহাতে সম্মত হইল। অতঃপর মূসা (আ) বানূ ইসরাঈলের বিভিন্ন উপগোত্র হইতে ৭০জন আলিম ব্যক্তিকে বাছাই করিলেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৫০৪-৫০৫)। সকলকেই তিনি স্ব স্ব কাপড় ও শরীর পবিত্র করিবার এবং সাওম পালন করিবার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট হইতে একটি নির্দিষ্ট সময় লইয়া তূর পাহাড়ে রওয়ানা হইলেন।

মূসা (আ) তূর পর্বতের নিকটবর্তী হইলে তাঁহার উপর সাদা মেঘের আবরণ ও নূরের স্তম্ভ আসিয়া পড়িল। মূসা (আ) আল্লাহ্‌কে বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি বানূ ইসরাঈল সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। তাই তোমার এই নূরের আবরণ হইতে তোমার ও আমার কথোপকথন যদি তাহারাও শুনিতে পাইত তবে কতইনা ভাল হইত! আল্লাহ তাঁহার এই আবদার মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর সাদা মেঘের সেই আবরণ সম্পূর্ণ পর্বতকে ঢাকিয়া ফেলিল। মূসা (আ) উহাতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকজনকে বলিলেন, তোমরা আরো নিকবর্তী হও। তাহারাও উক্ত মেঘমালার আবরণের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মূসা (আ) যখন আল্লাহ্‌র সহিত কথা বলিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে এমন এক দ্যুতিময় নূর আসিয়া পড়িত যে, কোনও মানুষ তাঁহার দিকে তাঁকাইতে পারিত না। তাই মূসা (আ) ও তাহাদের মধ্যে একটি পর্দার আবরণ দেওয়া হইল। অতঃপর তাহারা সকলেই সিজদায় পতিত হইল। সিজদা অবস্থায় তাহারা শুনিতে পাইল যে, মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তাআলা কথা বলিতেছেন। তাঁহাকে কিছু করিবার নির্দেশ দিতেছেন এবং কিছু বিষয় করিতে নিষেধ করিতেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র ঘোষণা ও নির্দেশ শেষ হইলে উক্ত মেঘমালার আবরণ তুলিয়া লওয়া হইল। তখন মূসা (আ) তাহাদের নিকট আসিলেন। এই সময় তাহারা তাহাদের পূর্বের দাবিতেই অটল থাকিয়া বলিল, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখিব ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনিব না (দ্র. ২ঃ ৫৫)। তাহাদের এই অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা ও অসম্ভব বস্তু দর্শনের জন্য জিদ ও পীড়াপীড়ির কারণে আল্লাহ তাহাদিগকে মৃত্যু দিলেন। বিদ্যুতের এক ভয়ঙ্কর চমক, বজ্র কঠোর আওয়ায ও ভূমিকম্প আসিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। সকলেই মৃত অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া রহিল। এইভাবে তাহারা এক দিন এক রাত্রি পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মারা যায় নাই; বরং এই ভয়ানক অবস্থায় তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে (আবুস-সুউদ, তাফসীর, ১খ, ১৭৭)। তবে এই মত কুরআন করীমের আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নহে (২ঃ ৫৬)।

এই দৃশ্য দেখিয়া মূসা (আ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অত্যন্ত কাকুতি-মিনতিভরে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে তো পূর্বেই ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে। আমাদের মধ্যে নির্বোধগণের কর্মফলে আমাদিগকে কি ধ্বংস করিয়া দিবে (দ্র. ৭ ঃ ১৫৫)! আমি তাহাদের মধ্যে বাঁছাই করিয়া সত্তরজন উত্তম লোককে লইয়া আসিয়াছি। আমি ফিরিয়া গিয়া বানূ ইসরাঈলকে এখন কী বলিব! ইহাদিগকে ছাড়া আমি ফিরিয়া গেলে তো বানূ ইসরাঈলের লোকজন আমাকে বিশ্বাস করিবে না। "ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা যদ্দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি" (দ্র. ৭ ঃ ১৫৫-১৫৬)। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর এই দু'আ কবূল করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন ঃ

عَذَابِىْ أُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ. وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ. (٧ : ١٥٦)

"আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি, আর আমার দয়া—তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতেই ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া আবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে" (৭ ঃ ১৫৬)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিলেন। তাহারা এক একজন করিয়া জীবিত হইতেছিল এবং দাঁড়াইয়া একে অপরের প্রতি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁকাইতেছিল (তারীখ তাবারী, ১খ, ৪২৯; আল-কামিল, ১খ, ১৪৭)।

বানূ ইসরাঈলের উপর তূর পর্বত উত্তোলন

বানূ ইসরাঈলের উক্ত সত্তর ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করিল এবং সাক্ষ্য দিল যে, মূসা (আ) যাহা আনয়ন করিয়াছেন উহা আল্লাহ্‌রই কিতাব তাওরাত এবং আমাদের জন্য পালনীয় বিধান। কিন্তু তাহারা ইহাকে সত্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও তাওরাতের বিধান পালন করা কষ্টসাধ্য মনে করিল এবং উহার উপর আমল করিতে অস্বীকার করিল। তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিবরাঈল (আ) বানূ ইসরাঈলের সমুদয় লোককে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে, তূর পর্বতের এমন বিশাল একটি অংশ তাহাদের উপর তুলিয়া ধরিলেন। উহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছিল এক ফারসাখ। এক বর্ণনামতে জিবরাঈল (আ) উহা ফিলিস্তীন হইতে আনিয়া তাহাদের মাথা হইতে একজন মানুষের সমান উঁচুতে ধরিলেন। তাহাদের সম্মুখে অগ্নি ও পিছনে সমুদ্র হাজির করা হইল এবং আল্লাহ বলিলেন, আমি যাহা দিলাম দৃঢ়তার সহিত তাহা গ্রহণ কর এবং তাহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার (২ ঃ ৬৩; তু. ৭ ঃ ১৭১)। অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ বলিলেন, আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর (২ ঃ

৯৩)। তোমরা যদি ইহা কবুল কর এবং তোমাদের যাহা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা পালন কর তো ভাল, নতুবা এই পর্বত দ্বারা তোমাদিগকে পিষ্ট করা হইবে, এই সমুদ্রে তোমাদিগকে ডুবাইয়া মারা হইবে এবং এই অগ্নি দ্বারা তোমাদিগকে দগ্ধীভূত করা হইবে।

তাহারা যখন দেখিল যে, পলায়নের আর কোন পথ নাই তখন তাহারা উহা গ্রহণ করিল। এক বর্ণনামতে তাহারা মুখে বলিল, আমরা শ্রবণ করিলাম কিন্তু মনে মনে বলিল, 'অমান্য করিলাম' (ইফাবা প্রণীত আল-কুরআনুল করীম-এর ৬৯ নং টীকা, ২ ঃ ৯৩ আয়াত দ্র)। অতঃপর তাহারা মুখমণ্ডলের এক দিক দিয়া সিজদা করিল। সিজদারত অবস্থায়ই তাহারা মুখমণ্ডলের অপর দিক দিয়া পর্বতের দিকে তাঁকাইয়া দেখিতে লাগিল পাছে উহা আবার তাহাদিগকে পিষ্ট করিয়া ফেলে কিনা। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে (৭ ঃ ১৭১)। অতঃপর ইহাই বানূ ইসরাঈলদের সিজদার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহারা মুখমণ্ডলের এক পার্শ্ব দিয়া সিজদা করে (আল-কামিল, ১খ, ১৪৭-১৪৮)। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই তাহাদের মজ্জাগত স্বভাববশে এই অঙ্গীকারও তাহারা ভঙ্গ করিল (দ্র. ২ ঃ ৬৪)।

বাইবেলে পর্বত উত্তোলনের কথা উল্লেখ নাই, বরং বলা হইয়াছে যে, উহা কাঁপিতেছিলঃ "তাহা (পর্বত) হইতে ধূম উঠিতে লাগিল এবং পর্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল" (যাত্রাপুস্তক, ১৯ ঃ ১৮)।

কোনও কোনও তাফসীরকার পর্বত উত্তোলনের বিষয়টি এড়াইয়া গিয়া উহার কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদও তাঁহার তাফসীর গ্রন্থ তারজুমানুল কুরআন-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, পর্বত উত্তোলন করা হয় নাই, বরং ভুমিকম্পের ফলে উহা এমন প্রবলভাবে কম্পিত হইতেছিল যে, মনে হইতে লাগিল উহা তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৩১)। কিন্তু কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের ব্যাখ্যা উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে।

পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীনে প্রবেশ ও জিহাদের নির্দেশ

সীনাইর যে ময়দানে বানূ ইসরাঈল অবস্থান করিতেছিল তাহা ছিল ফিলিস্তীনের নিকটবর্তী। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার বাপ-দাদার দেশ বাবিল হইতে হিজরত করিয়া ফিলিস্তীন আগমন করিয়াছিলেন। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, এই রাজত্ব তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরকে দান করিবেন। অতঃপর হযরত ইসহাক (আ) ও হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর সহিতও উক্ত অঙ্গীকার করা হয়। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় হইতেই বানূ ইসরাঈল মিসরে বসবাস শুরু করে। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী তাহারা ৪৩০ বৎসর সেখানে বসবাস করিবার পর মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে মিসর ত্যাগ করত লোহিত সাগর পার হইয়া সীনাই ময়দানে উপনীত হয়। এখন আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সময় আসিয়া গেল। সেই সময় বৃহত্তর শামে আমালিকাদের রাজত্ব ছিল। তাই উক্ত শামেরই একটি অংশ ফিলিস্তীন তখন হায়ছানী, ফাযারী ও কিনআনী প্রভৃতি উপগোত্রের স্বৈরাচারী ও অহঙ্কারী লোকজনের অধিকারে ছিল। তাহারা ছিল খুবই শক্তিশালী। আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-এর মাধ্যমে বানূ ইসরাঈলকে হুকুম দিলেন তোমরা

জিহাদ করিয়া সেখানকার স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী সম্প্রদায়কে বিতাড়ন করত সেখানে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং সেখানে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন জীবন যাপন কর। উক্ত ভূমির মালিক তোমরা। আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার করেন যে, বিজয় তোমাদেরই হইবে আর স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শত্রুগণ পরাজিত হইবে।

হযরত মূসা (আ) বানূ ইসরাঈলকে উক্ত পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার পূর্বেই নেতৃস্থানীয় ১২ ব্যক্তিকে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা ফিলিস্তীনের নিকটবর্তী শহর 'আরীহায়' প্রবেশ করেন এবং সেখানকার সকল অবস্থা খুব তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা মূসা (আ)-কে বলিলেন, তাহারা বিরাট বিরাট দেহধারী এবং খুবই শক্তিশালী। মূসা (আ) বলিলেন, আমার সহিত যেরূপ বলিয়াছ সম্প্রদায়ের আর কাহারও সহিত সেরূপ বলিও না। কারণ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর গোলামীর ফলে তাহাদের শক্তি-সাহস রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কাপুরুষতা স্থান করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহারাও তো ছিল বনূ ইসরাঈলেরই লোক। দুইজন ব্যতীত ইহাদের কেহ মূসা (আ)-এর কথা মান্য করিল না; বরং চুপি চুপি আরও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া শত্রুদের বীরত্ব ও শক্তিমত্তার কথা স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট প্রকাশ করিল। যে দুইজন লোক মূসা (আ)-এর নির্দেশ মান্য করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন ইউশা ইব্ন নূন ও কালিব ইব্ন ইউফান্না। তাঁহারা এমন কোন কথা বলিলেন না যাহাতে সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার হয়।

অতঃপর বানূ ইসরাঈল উক্ত বিবরণ শুনিয়া আল্লাহ প্রদত্ত জিহাদের নির্দেশ অমান্য করিল এবং চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলিল, সেখানে অত্যাচারী শক্তিশালী সম্প্রদায় রহিয়াছে। সুতরাং যাবত তাহারা সেখানে হইতে বাহির না হইবে আমরা সেখানে প্রবেশ করিব না। তাহারা নিজেরা বাহির হইলেই আমরা তথায় প্রবেশ করিব (৫ ঃ ২২)। ইউশা ইব্ন নূন ও কালিব ইব্ন ইউফান্না বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সেথায় প্রবেশ কর। এইভাবে যখন সেথায় প্রবেশ করিবে তখন আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ফলে তোমরা বিজয়ী হইবে। কিন্তু তাহারা ধৃষ্টতার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া বলিল, যাবত তাহারা সেখানে থাকিবে আমরা প্রবেশ করিবই না। কাজেই হে মূসা! তুমি ও তোমার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ কর, আমরা এইখানে এই বসিয়া রহিলাম (৫ ঃ ২৩-২৪)। অতঃপর নিরুপায় হইয়া মূসা (আ) ক্ষোভে ও দুঃখে তাহাদের বিপক্ষে দু'আ করিলেন এবং নিজের অক্ষমতার কথা জানাইয়া কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ الاَّ نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ. (٢٥ : ٥)

"হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও" (৫ ঃ ২৬)।

তখন আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, তুমি দুঃখিত হইও না। আমি ইহাদের নাফরমানীর কারণে তোমাকে কোনরূপ পাকড়াও করিব না। আমি এখন উহাদের এই শাস্তি

বনী ইসরাঈলদের মরু পরিক্রমা
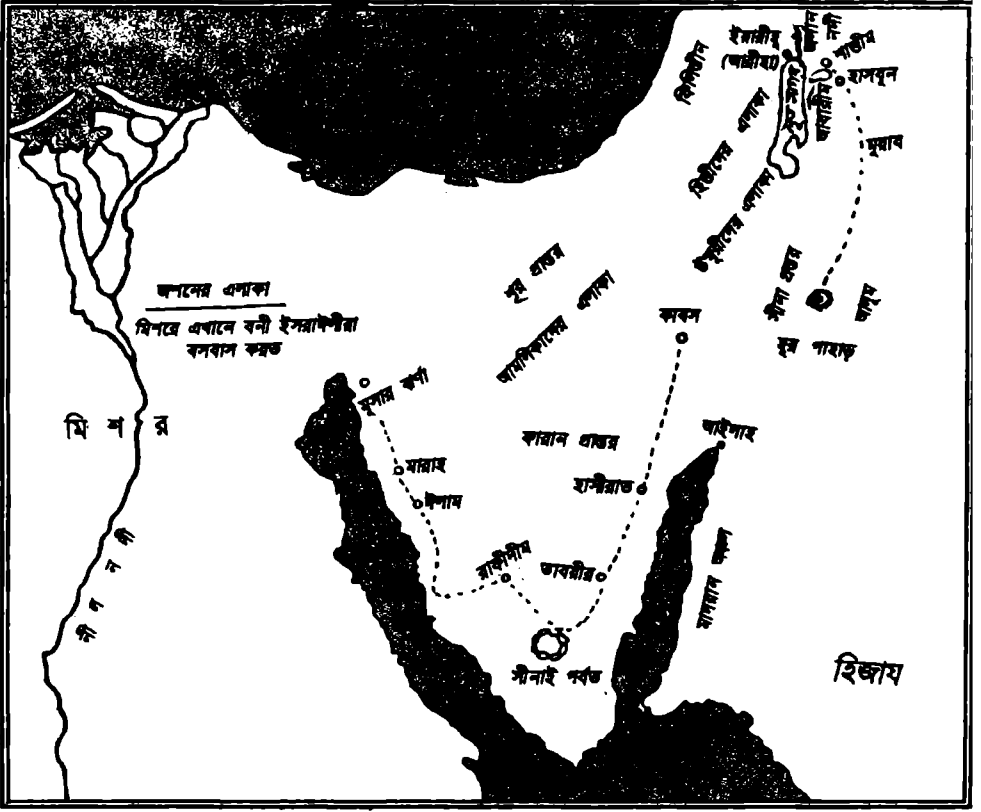
ব্যাখ্যা ঃ হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের মিসর হতে বের করে সীনা প্রান্তরের মারাহ, ঈলাম ও রফীদাম–এর পথে সীন পর্বতের দিকে আসেন এবং এক বছরের কিছু বেশী কাল পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। তাওরাতের বেশীর ভাগ বিধান এখানেই নাযিল হয়। অতপর তাকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে যাওয়ার এবং উহা জয় করার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, ইহা তোমাদেরকে মীরাস হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের সাথ নিয়ে তাবয়ীর ও হাচীরাত–এর পথে 'ফারান' প্রান্তরে উপস্থিত হন। এখান হতে তিনি ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। ফিদিস নামক জায়গায় এ প্রতিনিধিদল ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করে। হযরত ইউশা' ও কালিব ছাড়া প্রতিনিধি দলের অন্যান্যের রিপোর্ট ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বনী ইসরাঈলরা তা শুনে চীৎকার করে উঠে এবং তারা ফিলিস্তিন অভিযানে যেতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন যে; এখন হতে চল্লিশ বছর কাল এরা এ অঞ্চলে ঘুরে ফিরবে এবং ইউশা' ও কালিব ছাড়া বর্তমান লোকদের আর কেহ ফিলিস্তিনের চেহারা দেখতে পাবে না। এর পর বনী ইসরাঈলরা ফারান প্রান্তর, শূর প্রান্তর, চীন প্রান্তর–এর মাঝে ইতস্তত দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে এবং আমালিকা, উমূরিয়া, আদূমীয়, মাদিয়ানী এবং মুয়াব–এর লোকদের সাথে লড়াই করতে থাকে। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবার উপক্রম হলে আদুম–এর সীমান্তের নিকট 'হুর' পর্বতে হযরত হারুন (আ) ইন্তেকাল করেন। পরে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মুয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করেন ও এ পূর্ণ অঞ্চলটিকে দখল করে নিলেন। এভাবে হাসবুন ও শিত্তীম পর্যন্ত পৌছেন এবং আবারীম পর্বতে হযরত মূসা (আ) প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পর তাঁর প্রথম খলীফা ইউশা' পূর্বদিক হতে উর্দূন নদী পার হয়ে ইয়ারুহ (আরীহা) শহর জয় করেন। ইহা ছিল ফিলিস্তিনের প্রথম শহর, যা বনী ইসরাঈলদের দখলে আসে। এরপর অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ফিলিস্তিন তারা দখল করে।

এ মানচিত্রে উদ্ধৃত 'আয়লা' (প্রাচীন নাম ঈলাত আর বর্তমান নাম আকাবা) সেই ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে সম্ভবত শনিবার ওয়ালাদের সূরা আল বাকারা (৮ রুকূ') ও সূরা আল আরাফ–এর (২১ রুকূ') উল্লেখিত সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

নির্ধারণ করিতেছি যে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উক্ত পবিত্র ভূমির মালিকানা তাহাদের জন্য হারাম। এই চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উহারা এই ময়দানে শুধুই উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে, ইহা হইতে নিষ্কৃতির কোন পথই তাহারা পাইবে না (৫ ঃ ২৬)।

এক বর্ণনামতে বানূ ইসরাঈল যখন জিহাদ করিতে অস্বীকার করিয়া মূসা (আ)-কে সাফ জওয়াব দিয়া দিল তখন মূসা ও হারূন (আ) বুঝিতে পারিলেন যে, এখন অবশ্যই আল্লাহ্র কোনও গযব নাযিল হইবে। তাই সকলের সম্মুখে উভয়ে সিজদায় লুটাইয়া পড়িলেন। ওদিকে হযরত ইউশা ও কালিব নিজেদের কাপড় ছিঁড়িয়া সম্প্রদায়ের সম্মুখে হাজির হইয়া তাহাদিগকে নাফরমানী হইতে বিরত থাকিয়া জিহাদ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন এবং শামদেশের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোনও কাজ হইল না; বরং তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী তাহারা উহাদের দুইজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে চাহিল (গণনাপুস্তক ১৮, ১৪ ঃ ১০)।

এক বর্ণনামতে আল্লাহ্র শাস্তি ঘোষিত হইবার পর মূসা (আ) সম্প্রদায়ের নিকট আসিলে যাহারা তাঁহার আনুগত্য করিত তাহারা বলিল, মূসা! ইহা আপনি কী করিলেন? মূসা (আ) অনুতপ্ত হইলেন। তখন আল্লাহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেনঃ

فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ (٢٦ : ٥)

"তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না" (৫ ঃ ২৬)।

বাইবেলে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত না হইলেও বানূ ইসরাঈলের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে অস্বীকৃতি, ইহাতে মূসা (আ)-এর অসন্তুষ্টি, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ তাহাদের জন্য হারাম হওয়ার কথা বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তাআলা বলিলেন, এই সময়সীমার মধ্যে বানূ ইসরাঈলের সেই সকল লোক মারা যাইবে যাহারা আল্লাহর হুকুমে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং উহাদের পর নূতন প্রজন্মের জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে যাহারা ইউশা ও কালিব-এর নেতৃত্বে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিবে। আর তাহার পূর্বেই মূসা ও হারূন (আ) ও ইনতিকাল করিবেন (সিউহারবী, ১খ, ৫১৬; বাইবেল, গণনা পুস্তক, ১৪ ঃ ২৬)।

বাইবেলে আরো বর্ণিত আছে যে, বানূ ইসরাঈলের সেই সকল নেতা যাহারা ফিলিস্তীনকে নিরীক্ষা করিতে গোয়েন্দা হিসাবে গিয়াছিল এবং ফিরিয়া আসিয়া আমালেকাদের শক্তির কথা শুনাইয়া বানূ ইসরাঈল-এর মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল তাহারা সকলেই মহামারীতে ধ্বংস হয়। কেবল ইউশা ইব্ন নূন ও কালিব ইব্ন ইউফান্না জীবিত ছিলেন (গণনাপুস্তক, ১৪ ঃ ৩৭-৩৮)।

গাভী যবাহ-এর ঘটনা

ইব্ন আব্বাস (রা), উবায়দা আস-সালমানী, আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, সুদ্দী প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, বানূ ইসরাঈলের মধ্যে এক ধনাঢ্য বৃদ্ধ লোক ছিল, যাহার নাম ছিল আমীল। তিনি ছিলেন

নিঃসন্তান। তাহার কয়েকজন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহারা বৃদ্ধের মৃত্যু কামনা করিত যাহাতে মৃত্যুর পর তাহারা তাহার সম্পদের মালিক হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের একজন রাত্রে বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া রাস্তার সংযোগস্থলে, মতান্তরে অন্য এক লোকের ঘরের দরজায় ফেলিয়া রাখে। সকাল বেলা লোকজন তাহাকে লইয়া বিতর্ক করিতে থাকে। ইতোমধ্যে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আগমন করে। সে চীৎকার করিয়া উক্ত জুলুমের প্রতিকার দাবি করিতে থাকে। তাহারা বলিল, তোমরা আল্লাহ্র নবীর নিকট গমন কর না কেন!

অতঃপর মৃতের ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাহ্র নবী মূসা (আ)-এর নিকট গমন করত স্বীয় চাচার হত্যার অভিযোগ দায়ের করিল। মূসা (আ) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে কাহারও এই মৃতের ব্যাপারটি জানা থাকিলে আমাকে জানাও। সবাই চুপ রহিল, কাহারও বিষয়টি জানা ছিল না। তাহারা এই বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করিবার আবেদন জানাইল। অতঃপর মূসা (আ) এই বিষয়ে আল্লাহর নিকট জানিতে চহিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে একটি গাভী যবাহ-এর নির্দেশ দিলেন। মূসা (আ) তাহাদিগকে এই কথা জানাইলে তাহারা বলিল, আপনি কি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতেছেন? আমরা মৃতের অবস্থা জানিতে চাহিতেছি, আর আপনি গাভী যবাহ-এর কথা বলিতেছেন! মূসা (আ) উত্তর দিলেন, আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইব এই ব্যাপারে আমি আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিতেছি। কারণ বিদ্রূপ করা তো মূর্খদের কাজ।

ইব্ন আব্বাস (রা), উবায়দা, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইকরিমা, সুদ্দী প্রমুখের বর্ণনামতে বানূ ইসরাঈল যদি বারংবার জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া প্রথমবারই যে কোনও গাভী যবাহ করিত তবে তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট হইত। কিন্তু তাহারা একে একে জিজ্ঞাসা করিয়া বিষয়টি নিজেদের জন্য জটিল করিয়া ফেলে। প্রথমত তাহারা ইহার বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহা কেমন? তাহাদিগকে বলা হয়, উহা খুব বয়স্কও নহে আবার একবারে অল্পবয়স্কও নহে, এতদুভয়ের মধ্যম ধরনের। অতঃপর তাহারা উহার রং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কি রং-এর গাভী? উত্তরে বলা হয় যে, উহা হলুদ বর্ণের গরু, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ় যাহা দেখিবামাত্র দর্শকদের চক্ষু জুড়াইয়া যায়। অতঃপর তাহারা বিষয়টি আরো জটিল বানাইয়া ফেলে। আবারও জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, তাহা কী ধরনের? কারণ একই রকমের গাভী অনেক আছে। তখন নির্দেশ দেওয়া হইল, উহা কোনও চাষাবাদ বা পানি সেচে ব্যবহার করা হয় নাই, যাহাতে কোনও খুঁত নাই। তাহারা বলিল, এইবার তুমি সঠিক বিবরণ আনিয়াছ।

এক বর্ণনামতে তাহারা এতগুলি শর্তে আবদ্ধ গাভী কোথাও পাইল না, কেবল এক ব্যক্তির নিকট পাওয়া গেল, যে তাহার পিতার মতান্তরে মাতার খুবই খেদমত করিত। তাহারা তাহার নিকট উক্ত গাভীটি চাহিল। লোকটি উহা দিতে অস্বীকার করিল। সুদ্দীর বর্ণনামতে তাহারা উহার সমপরিমাণ স্বর্ণ দিতে চাহিল; কিন্তু ইহাতেও সে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা উহার দশগুণ স্বর্ণ দিল। অতঃপর লোকটি উক্ত মূল্যে গাভীটি তাহাদের নিকট বিক্রয় করিল। অপর এক বর্ণনামতে উহার চামড়ায় যে পরিমাণ স্বর্ণ ধরে তাহার বিনিময়ে।

মূসা (আ) গাভীটি যবাহ করার নির্দেশ দিলেন। তাহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ে ভুগিতেছিল। অবশেষে সমস্ত সংশয় কাটাইয়া তাহারা উহা যবাহ করিল। আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে মূসা (আ) তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন যে, গাভীটির একটি অংশ মৃত ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ কর। এক বর্ণনামতে রানের গোশত, অপর বর্ণনামতে গলনালীর সহিত মিলিত হাড্ডির গোশত, ভিন্নমতে উভয় কাঁধের মধ্যখানের অংশ। নির্দেশ মত তাহারা যখন উহা মৃত ব্যক্তির শরীরে নিক্ষেপ করিল তখন আল্লাহ তাআলা লোকটিকে জীবিত করিয়া দিলেন। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। মূসা (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে? সে জওয়াব দিল ঃ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে হত্যা করিয়াছে। ইহা বলিয়াই আবার সে পূর্বের ন্যায় মৃত হইয়া গেল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৯৩-২৯৫; আল-কুরআনুল কারীম, ২ ঃ ৬৭-৭৩ নং আয়াত দ্র.)।

হযরত মূসা (আ) ও কারূন

কারূনের ঘটনা কুরআন মজীদ ও বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলে তাহার নাম 'কারাহ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে উভয় গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার ধরন কিছুটা ভিন্ন। অবশ্য তাহার শাস্তি বর্ণনায় উভয় গ্রন্থের বক্তব্য এক। কারূন ছিল বানূ ইসরাঈলের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইব্ন আব্বাস (রা), ইবরাহীম নাখঈ, আবদুল্লাহ ইবনুল-হারিছ ইব্ন নাওফাল, সিমাক ইব্ন হারব, কাতাদা, মালিক ইব্ন দীনার, ইব্ন জুরায়জ প্রমুখের মতে সে ছিল মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই। ইব্ন ইসহাক তাহাকে মূসা (আ)-এর চাচা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে। আলিমগণ ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহার বংশলতিকা এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ কারূন ইব্ন ইয়াস্হার ইব্ন কাহাছ ইব্ন লাবী ইব্ন ইয়াকূব (আ)। উল্লেখ্য, কারূন-এর দাদা কাহাছ ছিলেন মূসা (আ)-এরও দাদা।

কারূনের বংশের একটি ছক নিম্নরূপঃ
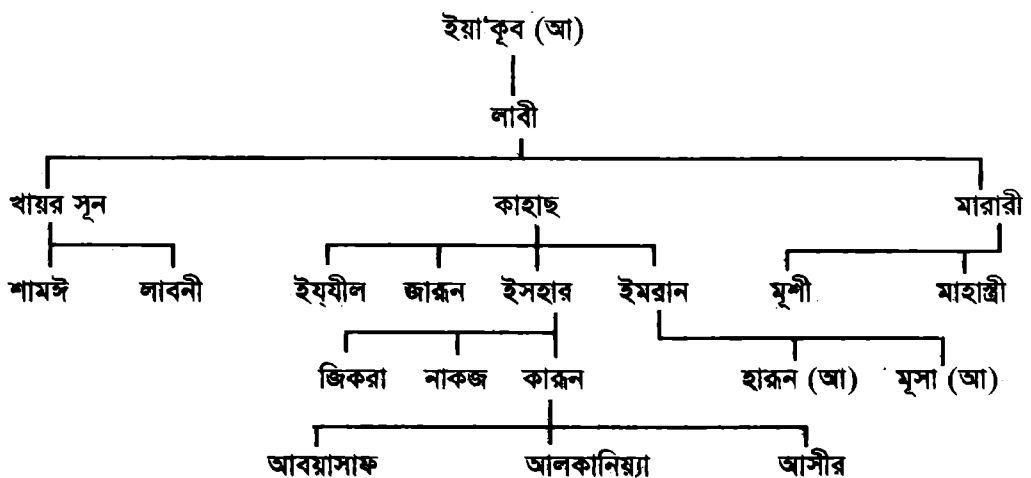
(দ্র. আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ. ২৫২-৩)।

বাইবেলের বর্ণনামতে হারূন (আ) ছিলেন কারূন-এর ভগ্নীপতি। মুফাসসিরগণের বর্ণনামতে কারূন ছিল মূসা ও হারূন (আ)-এর পরে তাওরাতের বড় বিশেষজ্ঞ। সে ছিল সুদর্শন ও সুকণ্ঠের অধিকারী। ফিরআওনের সহচর ও অন্যতম পারিষদ। অত্যাচারী বাদশাহগণ যেমন কিছু তোষামোদকারী ও বশংবদ-এর সহায়তায় সাধারণ জনগণের উপর শাসন ও শোষণের স্টীমরোলার চালায়, কারূন ছিল ফিরআওনের তেমন একজন তোষামোদকারী বশংবদ। ফিরআওনের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সে গড়িয়া তুলিয়াছিল বিশাল ধনভাণ্ডার। কুরআন কারীমে তাহার ধনরত্ন ও বিত্ত-বৈভবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ (٢٨ : ٧٦)

"আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল" (২৮ ঃ ৭৬)।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, তাহার চাবিগুলি ছিল চামড়ার, ৬০ (ষাট)-টি খচ্চর উহা বহন করিত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৩০৯)।

তবে সে ছিল বড়ই কৃপণ। এই ধন-সম্পদ তাহাকে উদ্ধত ও অহংকারী করিয়াছিল। ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের মোহে সে এতই বিভোর ছিল যে, স্বীয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকেও নীচ ও হেয় জ্ঞান করিত।

ফিরআওন-এর সলিল সমাধি হওয়ার পর তাহার আয়-রোযগারের পথ কিছুটা বন্ধ হইয়া যায়।। সম্মান-প্রতিপত্তিও কমিয়া যায়। এই কারণে সে বাহ্যিকভাবে ঈমান আনিলেও অন্তরে মূসা (আ)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করিত। সামিরীর ন্যায় সেও ছিল মুনাফিক। তাহার মনঃপীড়ার আরো একটি কারণ এই ছিল যে, তাহারই চাচাতো ভাই মূসা ও হারূন (আ) আল্লাহ্র নবী এবং গোটা সম্প্রদায়ের নেতা। আর সে কোনও বিশেষ সম্মানের অধিকারী তো নয়ই, গণনার মধ্যেও তাহাকে আনা হয় না, অথচ সে এত এত বিত্তশালী (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৫৩-৫৪)।

মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় একদা তাহাকে নসীহত করিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে অঢেল সম্পদ ও সম্মান-প্রতিপত্তি দান করিয়াছেন। ইহার শোকর আদায় কর এবং সম্পদের হক যাকাত-সাদাকা দিয়া গরীব-মিসকীনদিগকে সাহায্য কর। আল্লাহ্কে ভুলিয়া যাওয়া এবং তাঁহার হুকুমের বিরোধিতা করা চরম অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা। তাঁহার প্রদত্ত ঐশ্বর্যের দাবি ইহা নহে যে, তুমি দরিদ্র ও দুর্বলদিগকে নীচ জ্ঞান করিবে।

আত্মম্ভরিতায় বিভোর কারূনের নিকট মূসা (আ)-এর এই নসীহত ভাল লাগিল না। সে অহঙ্কারবশে বলিল, মূসা! আমার এই ধন-সম্পদ তোমার আল্লাহ্র দেওয়া নহে, ইহা তো আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করিয়াছি। আমি তোমার উপদেশ মান্য করিয়া স্বীয় সম্পদকে এইভাবে ধ্বংস করিতে পারি না। কিন্তু মূসা (আ) বরাবর তাহাকে দাওয়াত দিতেই থাকিলেন। কারূন যখন দেখিল মূসা (আ) কিছুতেই তাহার পিছু ছাড়িতেছেন না তখন সে মূসা

(আ)-কে বিরক্ত করা ও তাক লাগাইয়া দেওয়ার জন্য এবং নিজের সম্পদের গৌরব দেখাইবার জন্য বড়ই জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সহিত বাহির হইল। মূসা (আ) তখন বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী শুনাইতেছিলেন। কারূন বিশেষ একটি দল সমভিব্যাহারে জাঁকজমক ও সাজসজ্জা সহকারে উক্ত সমাবেশের পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, মূসা তাঁহার দাওয়াত ও তাবলীগের এই ধারা যদি চালু রাখেন তবে আমারও বিরাট একটি দল রহিয়াছে, ধনভাণ্ডার রহিয়াছে; উহা দ্বারা মূসাকে পরাস্ত করিব।

বনী ইসরাঈল যখন কারূনের এই দুনিয়াবী শান-শওকত ও বিত্ত-বৈভব দেখিল, তখন কিছু লোকের অন্তরে উহার প্রভাব পড়িল। তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, হায়! কারূনকে যে বিত্ত-বৈভব ও শান-শওকত দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকেও যদি তাহা দেওয়া হইত! কিন্তু তাহাদের মধ্যে আলিম ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণ বলিলেন, সাবধান! এই দুনিয়াবী শান-শওকতের প্রতি আকৃষ্ট হইও না এবং উহার লালসা করিও না। অতি সত্বর তোমরা দেখিতে পাইবে এই ধন সম্পদের পরিণতি কি হয়। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের কাছে ইহার কোনই গুরুত্ব নাই; বরং আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। অবশেষে কারূন যখন বেশী বেশী দম্ভ ও অহংকার করিতে লাগিল এবং মূসা ও বনী ইসরাঈলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল তখন আল্লাহ তাহার প্রতিশোধ লইলেন এবং কারূন, তাহার প্রাসাদ ও তাহার সকল সম্পদ মাটিতে ধ্বসাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া পূর্ব দিন যাহারা তাহার মত সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী হইবার কামনা করিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল, দেখিলে তো! আল্লাহ তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকেও তিনি ভূগর্ভে ধ্বসাইয়া দিতেন (দ্র. ২৮ ঃ ৭৬-৮২; কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৫২৮-৫৩০)।

কারূন-এর সম্পদ ও প্রাসাদসহ ভূগর্ভে ধ্বসিয়া যাওয়া সম্পর্কে আরো দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়: ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী হইতে বর্ণিত যে, কারূন এক দুশ্চরিত্রা নারীকে অর্থকড়ি দিয়াছিল এইজন্য যে, মূসা (আ) যখন সমাবেশে ওয়াজ-নসীহত করিবেন তখন সে তাহার সহিত ব্যভিচারের অপবাদ দিবে। ষড়যন্ত্র মত সেই নারী মূসা (আ)-এর সমাবেশে গিয়া বলিল, তুমি আমার সহিত এইরূপ এইরূপ করিয়াছ। তখন মূসা (আ) হতচকিত হইয়া গেলেন। তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর সেই নারীকে কসম করিতে বলিলেন এবং সে কেন এইরূপ বলিতেছিল তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। মূসা (আ)-এর ঈমানী জযবায় সে সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিল। বলিল, কারূনই তাহাকে এই কথা বলিতে প্ররোচিত করিয়াছে এবং অর্থকড়ি দিয়াছে। অতঃপর মূসা (আ)-এর ঈমানী আভায় প্রভাবিত ও আলোকিত হইয়া গেল তাহার হৃদয়; সে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তওবা করিল। তখন মূসা (আ) সিজদায় পড়িয়া গেলেন এবং আল্লাহ্র নিকট কারূনের জন্য বদদু'আ করিলেন। আল্লাহ তাঁহার নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আমি যমীনকে তোমার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়াছি। অতঃপর কারূনকে তাহার প্রাসাদসহ ধ্বসাইয়া ফেলিতে মূসা (আ) নির্দেশ দিলেন । যমীন তখন তাহাকে ও তাহার প্রাসাদকে গ্রাস করিয়া ফেলিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৩১০; আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৭খ, ১৮৪-১৮৫)।

এক বর্ণনামতে কারূন যখন সাজসজ্জা ও জাঁকজমক সহকারে মূসা (আ)-এর মজলিসের নিকট দিয়া যাইতেছিল তখন অনেকেরই মনোযোগ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহারা তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাঁকাইতেছিল। মূসা (আ) তাহাঁকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কেন এইরূপ করিয়াছ? সে বলিল, মূসা! তুমি নবূওয়াতের দিক দিয়া আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, আর আমি সম্পদের দিক দিয়া তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ । তুমি ইচ্ছা করিলে বাহিরে আসিয়া আমার উপর বদদু'আ করিতে পার, আর আমিও তোমার উপর বদদু'আ করিব। অতঃপর মূসা (আ) বাহিরে আসিলেন; কারূনও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট গেল। মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি আগে দু'আ করিবে, না আমি? কারূন বলিল, আমি আগে বদদু'আ করিব। অতঃপর কারূন দু'আ করিল কিন্তু মূসা (আ)-এর ক্ষেত্রে তাহা কবূল হইল না। মূসা (আ) বলিলেন, এখন কি আমি দু'আ করিব? সে বলিল, হাঁ । অতঃপর মূসা (আ) দু'আ করিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার দু'আর ফলে মাটিকে তাঁহার অনুগত বানাইয়া দিলেন। মূসা (আ) যমীনকে নির্দেশ দিলেন, হে যমীন! তুমি ইহাদিগকে পাকড়াও কর। তখন সঙ্গে সঙ্গেই যমীন তাহাদের পা পর্যন্ত গ্রাস করিল। তিনি আবার বলিলেন, ইহাদিগকে পাকড়াও কর। অতঃপর যমিন তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করিল, অতঃপর কাঁধ পর্যন্ত। তখন মূসা (আ) বলিলেন, উহাদের ধনভাণ্ডার ও সম্পদ গ্রাস কর। যমীন তাহা গ্রাস করিল। তাহারা অসহায়ের মত উহার দিকে তাকাইয়া থাকিল। অতঃপর মূসা (আ) স্বীয় হস্ত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, লাবী বংশধরদিগকে পাকড়াও কর। অতঃপর যমীন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল (আল-বিদায়া, ১খ, ৩১০-৩১১)।

এক বর্ণনামতে মূসা (আ) ঘোষণা দিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ আমাকে ফিরআওনের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনি কারূনের প্রতিও প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং যে তাহার সহিত থাকিবে সে ঐখানেই অবস্থান করুক, আর যে আমার সহিত থাকিবে সে আলাদা হইয়া চলিয়া আসুক। অতঃপর দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই মূসা (আ)-এর দলে চলিয়া আসিল। উক্ত দুইজনসহ কারূন ভূগর্ভে ধ্বসিয়া যায় (আত-তাফসীরুল -মাজহারী, ৭খ, ১৮৫)।

কাতাদা (র) বলেন, যমীন উহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিন একজন মানুষেয় দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ ধ্বসাইতে থাকিবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যমীন তাহার সপ্তম স্তর পর্যন্ত তাহাদিগকে ধ্বসাইবে (প্রাগুক্ত, পৃ.৩১১)। কুরআন কারীমের আরো দুই স্থানে কারূনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَاكَانُوْا سَابِقِيْنَ. فَكُلاًّ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ. (٢٩ : ٣٩-٤٠)

“এবং আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম কারূন, ফিরআওন ও হামানকে। মূসা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। উহাদের প্রত্যেককেই তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম; উহাদের কাহারও প্রতি প্রেরণ

করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, উহাদের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছিল"(২৯ ঃ ৩৯-৪০)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ.

(٤٠ : ٢٣-٢٤)

"আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম ফিরআওন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, এতো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী" (৪০ ঃ ২৩-২৪)।

হাদীসে কারূন সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইমাম আহমাদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে সালাতের পাবন্দী করে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূর, প্রমাণ (বুরহান) ও নাজাতের কারণ হইবে। আর যে সালাতের পাবন্দী করিবে না উহা তাহার জন্য নূর, বুরহান ও নাজাতের কারণ কিছুই হইবে না। সে কিয়ামতের দিন কারূন, ফিরআওন, হামান ও উবায় ইব্ন খালাফ-এর সহিত থাকিবে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৩১২)।

কারূনের এই ঘটনা কখন সংঘটিত হইয়াছিল, ফিরআওনের ডুবিয়া মৃত্যু হওয়ার পূর্বে মিসরে, না তাহার মৃত্যুর পর 'তীহ' ময়দানে, এই বিষয়ে মুফাস্সিরগণের দুইটি মত রহিয়াছে। ইব্ন কাছীর বলেন, ইহা যদি ফিরআওন-এর ডুবিয়া মরিবার পূর্বের ঘটনা ধরা হয় তবে আয়াতে دار (প্রাসাদ)-এর অর্থ তাহার প্রকৃত বাড়ি ও প্রাসাদ। আর যদি পরের ঘটনা ধরা হয় তবে دار অর্থ তীহ ময়দানে অবস্থিত তাহার তাঁবু (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৫৩০-৫৩১)।

মাওলানা হিফজুর রাহমান সিউহারবী এই ঘটনাকে তীহ-এর ময়দানের ঘটনা সম্বলিত বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুরআন কারীমে কারূনের ভূমিতে প্রোথিত হওয়ার এই ঘটনাকে ফিরআওনের ডুবিয়া মৃত্যুর ঘটনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১)।

মূসা (আ)-এর প্রতি ইসরাঈলের অপবাদ

কুরআন কারীমের দুইটি স্থলে বনী ইসরাঈল কর্তৃক মূসা (আ)-কে কষ্ট দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا.

"হে মুমিনগণ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান" (৩৩ ঃ ৬৯)।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ. (٦١ : ٥)

"স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর উহারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ উহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না"(৬১ ঃ ৫)।

ইহা কি ধরনের ক্লেশ ছিল সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহারও মতে ইহা বিশেষ কোনও ধরনের ক্লেশ নহে; বরং বানূ ইসরাঈলের মূর্তিপূজার আবেদন, গো-বৎস পূজা, তাওরাত গ্রহণে অস্বীকৃতি, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে অস্বীকৃতি, মান্‌না-সালওয়ার নাশোকরী প্রভৃতি আল্লাহদ্রোহী কর্মকাণ্ডে তিনি ব্যথিত হইতেন। তাহারই কথা এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এইখানে বিশেষ এক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ মূসা (আ) ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির। তাই তিনি শরীরের কোনও অংশের প্রতি যেন কাহারও দৃষ্টি না পড়ে সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকিতেন এবং নির্জনে একাকী গোসল করিতেন। অপর দিকে বনী ইসরাঈল ছিল ইহার বিপরীত স্বভাবের। তাহারা জনসমক্ষে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত। তাহারা বরং মূসা (আ)-কে লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিত এবং বলিত যে, তাহার একশিরা বা অন্য কোনও রোগ রহিয়াছে। তাহারা আবার কখনও বলিত, তাহার লজ্জাস্থানে শ্বেতী রোগ রহিয়াছে যাহার দরুন তিনি একাকী নির্জনে গোসল করেন। মূসা (আ) ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এই অপবাদ দূর করিয়া দেন। প্রতিদিনকার ন্যায় মূসা (আ) একদিন জনগণ হইতে দূরে নির্জনে গোসল করিতেছিলেন এবং স্বীয় কাপড় একটি পাথরের উপর রাখেন। অতঃপর পাথরটি তাঁহার কাপড় লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন মূসা (আ) উহার পিছনে ছুটিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, পাথর, আমার কাপড়! পাথর, আমার কাপড়! এইভাবে পাথরটি বনী ইসরাঈল যেখানে সকলে গোসল করিতেছিল সেখানে গিয়া থামিল। অনন্যোপায় হইয়া মূসা (আ)-ও পাথরের পিছনে পিছনে সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। তখন বনী ইসরাঈলের লোকেরা দেখিল যে, তাহারা মূসা (আ)-কে যেসব অপবাদ দিত উহার সবগুলি হইতে তিনি মুক্ত । মূসা (আ) রাগান্বিত হইয়া লাঠি দ্বারা পাথরের উপর ৬/৭টি আঘাত করিলেন, ফলে পাথরের উপর উহার চিহ্ন পড়িয়া যায়।

মিসরীয় আলিম ও গবেষক আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার এই ব্যাপারে ভিন্নতর মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, নবীর এইরূপ সতর খুলিয়া জনসমক্ষে হাজির করানো শোভনীয় নহে। তাহা ছাড়া মূসা (আ) যে তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ যখন তোমরা জান যে, আমি আল্লাহর রাসূল? শারীরিক দোষের সহিত রিসালাতের কী সম্পর্ক আছে যে, মূসা (আ) ঐরূপ বলিবেন? উপরিউক্ত যে হাদীছে পাথরের উক্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, উহার সনদে 'আওফ' নামক এক রাবী রহিয়াছেন যাহার সম্পর্কে হাফিজ ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী তাঁহার 'তাহযীবুত-তাহযীব' গ্রন্থে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন শী'আ রাফেযী শয়তান। সুতরাং উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে (আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৯১)।

তবে আন-নাজ্জারের এই বক্তব্য এই কারণে গ্রহণযোগ্য নহে যে, বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত উল্লিখিত হাদীসে আওফ নামের কোন রাবী নাই। উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইব্ন আবী হাতিম (র) আলী (রা) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, তীহ ময়দানে একবার মূসা ও হারূন (আ) 'হাওর' পর্বতে যান। হারূন (আ) সেখানেই ইনতিকাল করেন। তাঁহার দাফন শেষে মূসা (আ) সম্প্রদায়ের নিকট একাকী ফেরত আসেন । ইহা দেখিয়া বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-এর উপর অপবাদ দিল যে, তিনি হারূন (আ)-কে হত্যা করিয়াছেন। ইহাতে মূসা (আ) দারুনভাবে ব্যথিত হন। একদিকে আপন সহোদরের মৃত্যুশোক, আর অপরদিকে অর্বাচীন বনী ইসরাঈলের পক্ষ হইতে এই জঘন্য অপবাদ। তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে হারূন (আ)-এর লাশ বনী ইসরাঈলের সম্মুখে উপস্থাপনের নির্দেশ দেন। ফেরেশতাগণ বানূ ইসরাঈলের সমাবেশস্থল সোজা শূন্যে হারূন (আ)-এর লাশ হাজির করেন। তখন তাহারা ইহা দেখিয়া শান্ত হয় যে, বাস্তবিকই হারূন (আ)-এর স্বাভবিক মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহারা শরীরের হত্যার কোনও চিহ্ন নাই (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৫৩৫)।

অপর একটি রিওয়ায়াত ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী হইতে বর্ণিত, যাহা তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের বর্ণনামতে মূসা (আ) যখন কারূনকে যাকাত ও সাদাকা দিতে বলিলেন তখন সম্পদ দেওয়ার ভয়ে সে মূসা (আ)-কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল। এক মহিলাকে সে অর্থ দিয়া রাযী করাইল যে, সে বলিবে, মূসা (আ) তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। পরবর্তী দিন সে মূসা (আ)-কে বলিল, শরীআতে কি এই হুকুম নাই যে, ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে হইবে? মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ। কারূন বলিল, আপনি অমুক মহিলার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। তাই উক্ত শাস্তির জন্য নিজকে পেশ করুন। অতঃপর সাক্ষীস্বরূপ উক্ত মহিলাকে যখন হাজির করা হইল তখন সে আসল ঘটনা জানাইয়া দিল যে, কারূন তাহাকে মূসা(আ) সম্পর্কে এই কথা বলিতে শিখাইয়াছে, আসলে তিনি ইহা হইতে পবিত্র। কুরআন কারীমের আয়াত ঃ

فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا . (٣٣ : ٦٩)

"তাহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান" (৩৩ ঃ ৬৯)-ও এই ঘটনার সহিত অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তাফসীরকার বায়দাবী ও আলূসী এবং ইতিহাসবিদ ইবনুল-আছীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 'আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জারও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (দ্র. আন-নাজ্জার, কাসাসুল'-আম্বিয়া, পৃ. ২৯০-২৯১)।

এই ব্যাপারে মাওলানা হিফজুর রাহমান সিউহারবী মন্তব্য করিয়াছেন যে, কুরআন কারীমে যেহেতু মূসা (আ)-এর ক্লেশ সম্পর্কিত ঘটনাটি সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোন বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয় নাই, তাই আমাদের জন্যও সমীচীন হইবে উহার বিশদ বিবরণ না দিয়া এবং কোনও বিশেষ ঘটনার সহিত ইহাকে সম্পর্কিত ও সুনির্দিষ্ট না করিয়া ঘটনার প্রতি বিশ্বাস রাখা। যে হিকমতের কারণে আল্লাহ উহাকে সাধারণভাবে অব্যক্ত রাখিয়াছেন, আমরাও উহাতে সন্তুষ্ট থাকিব এবং তদ্রূপ বিশ্বাস করিব (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৫৬৩)।

খিয্র (আ)-এর সহিত সাক্ষাত

হযরত খিয্র (আ)-এর সহিত সাক্ষাত মূসা (আ)-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কুরআন কারীমে সূরা কাহ্ফ-এ (৬০-৮৩ নং আয়াত) এবং সাহীহ বুখারীর হাদীছে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য কুরআন কারীমে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। বলা হইয়াছে, "এক বান্দা যাহাকে আল্লাহ্র নিকট হইতে অনুগ্রহ এবং এক বিশেষ জ্ঞান দান করা হইয়াছিল (১৭ ঃ ৬৫)। আর সহীহ বুখারীতে সুস্পষ্টভাবে তাঁহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন কারীমে যাহা বর্ণিত হইয়াছে বুখারীর হাদীছ উহারই ব্যাখ্যা। উহাতে ইয়ালা ইব্ন মুসলিম ও আমর ইব্ন দীনার উভয় রাবীর রিওয়ায়াত স্থান পাইয়াছে, যাহা সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া মূল ঘটনা একই।

উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম, নাওফ আল-বীক্কালী বলিয়াছেন, খিয্র (আ)-এর সহিত যে মূসার সাক্ষাত হইয়াছিল তিনি বনী ইসরাঈলের মূসা নহেন; বরং অন্য এক মূসা। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, 'আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে। আমার নিকট উবায় ইব্ন কা'ব (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, একদিন মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সম্মুখে ওয়াজ করিতেছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ

মানুষের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, আমি। ইয়ালার বর্ণনামতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া যখন শ্রোতাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং অন্তর বিগলিত হইল তখন মূসা (আ) (বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া) ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই পৃথিবীতে আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেহ আছে কি? তিনি বলিলেন, না। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। কেননা এই জ্ঞানের কথাটি তিনি আল্লাহ্র উপর হাওয়ালা করেন নাই। ইয়ালার বর্ণনা মতে তাঁহাকে বলা হইল, নিশ্চয়ই আছে। (তাঁহার উচিৎ ছিল ইহা আল্লাহর জ্ঞানের উপর সোপর্দ করিয়া এই কথা বলা যে, 'আল্লাহই ভাল জানেন)। আল্লাহ তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন, আমার এক বান্দা, যে সমুদ্রের সংগমস্থলে আছে, সে তোমা হইতে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিরূপে তাঁহার সাক্ষাত পাইব? আল্লাহ বলিলেন, থলির মধ্যে একটি মাছ লও, যেখানে মাছটি হারাইয়া যাইবে সেইখানেই তুমি তাহাকে পাইবে। ইয়ালার বর্ণনামতে, আল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন, একটি মৃত মাছ লও, যেখানে মাছটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইবে সেইখানেই তাহাকে পাইবে। নির্দেশমত মূসা (আ) থলির মধ্যে একটি মাছ লইলেন এবং তাঁহার খাদেম ইউশা ইব্ন নূন-এর সহিত উক্ত বান্দার সন্ধানে চলিলেন। ইয়ালার বর্ণনামতে তিনি খাদেমকে বলিলেন, আমি তোমাকে শুধু এই দায়িত্ব দিতেছি যে, মাছটি যে স্থানে তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে, সেই স্থানটির কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। খাদেম বলিল, ইহা বড় কোনও দায়িত্ব নহে! অতঃপর তাঁহারা উভয়ে পাথরের নিকট পৌঁছিয়া পাথরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে মাছটি জীবন্ত হইয়া থলি

হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং সমুদ্রে চলিয়া গেল। রাবী সুফ্য়ান বলেন, 'আমর ইব্ন দীনার ছাড়া সকল বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, পাথরটির তলদেশে একটি ঝর্ণা ছিল; তাহাকে 'হায়াত' বলা হইত। কেননা যে মৃতের উপর উহার পানি পড়িত অমনি উহা জীবিত হইয়া উঠিত। সে মাছটির উপরও ঐ ঝর্ণার পানি পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা লাফাইয়া উঠে। অতঃপর মাছটি থলি হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়। মাছটি পানির যে স্থান দিয়া গিয়াছিল আল্লাহ সেই স্থানে পানির প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন। সেখানে সুড়ংগের ন্যায় একটি পথ হইয়া গেল (এই ঘটনা ইউশা দেখিয়াছিলেন)। কিন্তু মূসা (আ) জাগ্রত হইলে তিনি তাঁহাকে ইহা অবহিত করিতে ভুলিয়া যান। অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিলেন এবং দিনের অবশিষ্ট অংশ এবং রাতভর তাহারা চলিলেন। পরবর্তী দিন মূসা (আ) তাঁহার খাদেমকে বলিলেন, আমাদের খাবার আন, আমরা এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মূসা (আ) ক্লান্তি তখন অনুভব করেন যখন নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করিয়া যান। নির্ধারিত স্থান অতিক্রমের পূর্বে তাঁহার কোনরূপ ক্লান্তি অনুভূত হয় নাই।

খাদেম বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম সেখানেই মাছের এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছে। উহা থলি হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে এবং সমুদ্রে উহার চলার পথে রাস্তা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি মাছের কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আর শয়তানই আমাকে উহার কথা বলিতে ভুলাইয়া দিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সমুদ্রের উক্ত সুড়ংগ তো মাছের জন্য হইয়াছিল রাস্তা, আর মূসা ও ইউশা-এর জন্য হইয়াছিল আশ্চর্যের কারণ । মূসা (আ) বলিলেন, আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করিতেছি।

অতঃপর তাঁহারা নিজদের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহারা উভয়ে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সেই পাথরটির কাছে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে কাপড়ে আবৃত অবস্থায় পাইলেন। ইব্ন জুরায়জ-এর বর্ণনামতে মূসা (আ) খিযিরকে পাইলেন সমুদ্রের বুকে সবুজ বিছানার উপর। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, তিনি চাদর মুড়ি দিয়াছিলেন। চাদরের এক পার্শ্ব ছিল তাঁহার দুই পায়ের নিচে এবং অন্য পার্শ্ব ছিল তাহার মাথার উপর। মূসা (আ) তাঁহাকে সালাম করিলেন। খিযির (আ) বলিলেন, তোমাদের এইখানে সালাম-এর প্রচলন কোথায়? মূসা (আ) বলিলেন, আমি মূসা! তিনি বলিলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি আপনার নিকট এইজন্য আগমন করিয়াছি যে, সত্যের যেই জ্ঞান আপনাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাকে শিক্ষা দিবেন।

ইয়া'লার বর্ণনামতে খিযির (আ) তখন মূসা (আ)-কে বলিলেন, আপনার নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে তাহা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে? আপনার কাছে তো ওহী আসে। হে মূসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তাহা আপনার জন্য সমীচীন নহে, আর আপনার কাছে যে জ্ঞান আছে তাহা আমার জন্য সমীচীন নহে।

আমর ইব্ন দীনারের বর্ণনায়, আল্লাহর জ্ঞান হইতে আমাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করা হইয়াছে যাহা আপনি জানেন না, আর আপনাকে আল্লাহ তাঁহার জ্ঞান হইতে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা

আমি জানি না। সুতরাং আপনি কখনও আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না । যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিবেন কেমন করিয়া? মূসা (আ) বলিলেন, আল্লাহ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোনও আদেশ আমি অমান্য করিব না। তখন খিযির (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ আমি আপনাকে সেই সম্পর্কে অবহিত করি।

তারপর তাঁহারা সমুদ্রের তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তখন একটি নৌকা যাইতেছিল। তাঁহারা তাহাদের নৌকায় উঠিবার জন্য চালকদের সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহারা খিযির (আ)-কে চিনিয়া ফেলিল। তাই বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া লইল। এক বর্ণনামতে তাঁহারা একটি ছোট খেয়া নৌকা পাইলেন, যাহা লোকদিগকে পারাপার করিত। নৌকার লোকেরা খিযির (আ)-কে চিনিতে পারিল। তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র নেক বান্দা। ইয়ালা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কি খিযির সম্পর্কে এই মন্তব্য করিয়াছিল? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর যখন তাঁহারা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিলেন তখন খিযির (আ) কুড়াল দিয়া নৌকার একটি তক্তা বিদীর্ণ করিলেন। ইহা দেখিয়া মূসা (আ) চমকিয়া উঠিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এই লোকেরা তো বিনা পারিশ্রমিকে আমাদিগকে বহন করিতেছে অথচ আপনি ইহাদের নৌকাটি বিনষ্ট করিলেন! আপনি নৌকাটি বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন যাহাতে আরোহীরা ডুবিয়া যায়। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন! খিযির (আ) বলিলেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না! মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মূসা (আ)-এর প্রথম বারের এই প্রতিবাদ ভুলবশত হইয়াছিল। অতঃপর একটি চড়ুই পাখি আসিয়া নৌকার পার্শ্বে বসিল এবং ঠোঁট দিয়া সমুদ্র হইতে একবার অথবা দুইবার পানি উঠাইল। খিযর (আ) মূসা (আ)-কে বলিলেন, এই সমুদ্র হইতে চড়ুই পাখিটি যতটুকু পানি ঠোঁটে লইল আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় তেমনই নিতান্তই অল্প। ইয়ালার বর্ণনায় চড়ুই পাখির এই ঘটনাটি তাহাদের নৌকায় আরোহণের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল।

অতঃপর তাঁহারা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সমুদ্রের তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। এমন সময় খিযির (আ) একটি বালককে অন্য বালকদের সহিত খেলিতে দেখিলেন। তিনি ছেলেটির মাথা হাত দিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ইয়ালার বর্ণনায় আছে যে, সাঈদ বলিয়াছেন, খিযির (আ) একদল বালককে খেলাধুলা করিতে দেখিলেন। তিনি একটি বুদ্ধিমান চটপটে কাফির বালককে ধরিলেন। অতঃপর উহাকে পার্শ্বদেশে শোয়াইয়া ছুরি দ্বারা যবাহ করিলেন। মূসা (আ) বলিলেন, আপনি কি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন। খিযির (আ) বলিলেন, আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবেন না? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এবারের প্রতিবাদ ছিল প্রথমটির চাইতেও গুরুতর। মূসা (আ) বলিলেন, ইহার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি

তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না। আপনার নিকট আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক জনপদে পৌঁছিয়া উহার অধিবাসীদের নিকট খাদ্য চাহিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাদের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। তাঁহারা তথায় এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন। খিয্র (আ) দাঁড়াইলেন এবং নিজ হাতে তাহা সোজা করিয়া দিলেন। ইয়ালার বর্ণনায় আছে যে, সাঈদ তাহার হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, এইরূপ এবং তিনি তাহার হাত উঠাইয়া সোজা করিলেন। ইয়ালা বলেন, আমার মনে হয়—সাঈদ বলিয়াছিলেন, খিয্র প্রাচীরের উপর তাঁহার দুই হাতে স্পর্শ করিলে উহা সোজা হইয়া গেল। মূসা (আ) বলিলেন, এই লোকদের নিকট আমরা আগমন করিলাম অথচ তাহারা আমাদিগকে খাবারও দিল না এবং মেহমানদারীও করিল না। আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি বলিলেন, এইখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

নৌকাটির ব্যাপারে ঃ ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত; আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে। কারণ উহাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সকল (ভাল) নৌকা ছিনাইয়া লইত। সাঈদ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারী সেই রাজার নাম বলিয়াছেন 'হুদাদ ইব্ন বুদাদ'। আর হত্যাকৃত বালকটির নাম 'জায়সূর'। খিয্র (আ)-এর নৌকা বিদীর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল, উক্ত অত্যাচারী রাজা ত্রুটিযুক্ত নৌকা দেখিলে তাহা ছিনাইয়া নিবে না। অতঃপর তাহরা সেই রাজার রাজ্য যখন অতিক্রম করিয়া গেল, তখন তাহাদের নৌকা মেরামত করিয়া লইল এবং উহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিল। কেহ বলেন, তাহারা নৌকার ছিদ্রটি মেরামত করিয়াছিল সীসা গলাইয়া, আর কেহ বলেন, আলকাতরা মিলাইয়া।

দ্বিতীয় আচরণের ব্যাখ্যা দিয়া খিয্র (আ) বলেন ঃ আর কিশোরটি, তাহার পিতা-মাতা ছিল মুমিন আর সে বালকটি ছিল কাফির। আমি আশংকা করিলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে। অর্থাৎ তাহার স্নেহ-ভালবাসা তাহাদিগকে তাহার ধর্মের অনুসারী করিয়া ফেলিবে। ইহার পর আমি চাহিলাম যে, উহাদের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর এবং ভক্তি ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। খিয্র (আ) যে বালকটিকে হত্যা করিয়াছিলেন সেই বালকটির চেয়ে পরবর্তী বালকটির প্রতি তাহার পিতা-মাতা অধিক স্নেহশীল ও দয়াশীল হইবেন। সাঈদ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারী বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল সেই বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ তাহাদের একটি কন্যা সন্তান দান করেন।

তৃতীয় আচরণের ব্যাখ্যা দিয়া খিয্র (আ) বলেন ঃ আর ঐ প্রাচীরটি, উহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, উহার নিম্নদেশে ইহাদের গুপ্তধন রহিয়াছে। ইহাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে, ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছুই করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ

হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাখ্যা। রাসূলুল্লাহ (স) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ আমার মনোবাঞ্ছা হইতেছে যে, মূসা (আ) যদি আর একটু ধৈর্য ধারণ করিতেন তবে আল্লাহ তাহাদের আরও ঘটনা আমাদিগকে জানাইতেন" (দ্র. ১৮ ঃ ৬০-৮৩ নং আয়াত; আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা কাহ্ফ, ২খ, পৃ. ৬৮৮, ৬৮৯, ১খ, পৃ. ৪৮২, ৪৮৩, হাদীছ নং ৫২৫৭, ৫২৫৮, ৫২৫৯)।

কুরআন কারীমে এই ঘটনার শুরুতে খিয্র (আ)-এর এই জ্ঞান সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (١٨: ٦٥)

"আমার নিকট হইতে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান" (১৮ ঃ ৬৫)।

আর ঘটনার শেষে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ (١٨: ٨٣)

"আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই" (১৮ ঃ ৮৩)।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা খিয্র (আ)-কে কোনও কোনও বিষয়ের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে এমন জ্ঞান দান করিয়াছিলেন যাহা অতীন্দ্রিয় জগতের সহিত সম্পৃক্ত (সিউহারবী, কাসাস, ১খ, ৫৪৩)।

সূরা কাহ্ফ-এর আয়াতগুলি তিলাওয়াত করিলে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মূসা (আ) যেহেতু একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ও রাসূল ছিলেন এবং শরীআতের জ্ঞান ও হুকুম-আহকামের প্রচার করা তাঁহার দায়িত্ব ছিল সেহেতু তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য প্রকাশকে সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তাই সবর করার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও শরীআতের খেলাফ কোন কাজ দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না; বরং খিয্র (আ)-কে বারবার তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করিয়া যাইতেছিলেন। এমনি করিয়া এক সময় উভয়ে পৃথক হইয়া গেলেন (প্রাগুক্ত)।

খিয্র (আ)-এর পরিচয়

কুরআন কারীমে তাঁহার নামের উল্লেখ করা হয় নাই, বুখারী শরীফে তাঁহাকে খিয্র (সঠিক উচ্চারণ 'খাদির') বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। খিয্র শব্দটি তাঁহার নাম না উপাধি—এই ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে খিয্র তাঁহার উপাধি। তাঁহার প্রকৃত নাম সম্পর্কেও কয়েক ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়; যেমন বাল্য়া ইব্ন মালকান, ঈলিয়া ইব্ন মাল্কান, খাদ্রূন, মা'মার, ইল্য়াস, আল-য়াসা ইত্যাদি (কাসাসুল করআন, ১খ, ৫৪৪)।

খিয্র শব্দের অর্থ সবুজ। তাঁহাকে খিয্র কেন বলা হইয়াছে এই সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী আবূ হুরায়রা (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তাঁহাকে খিয্র এইজন্য বলা হইত যে, একদা তিনি ঘাস-পাতাবিহীন শুষ্ক সাদা

জায়গায় বসিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি উঠিয়া যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ হইয়া গেল (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব হাদীছিল খাদির মা'আ মূসা (আ), হাদীছ নং ৩১৫৫)।

এক বর্ণনামতে তিনি যেখানেই উপবেশন করিতেন সেই স্থানই সবুজ-শ্যামল হইয়া উঠিত। অপর এক বর্ণনামতে তিনি যখন সালাত আদায় করিতেন তখন সেই স্থান এবং উহার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ সবুজের সমরোহে ভরিয়া উঠিত (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০খ, ৯৩)।

খিয্র (আ) কি নবী ছিলেন, না রাসূল, না নেক বান্দা আল্লাহ্র ওয়ালী— এই ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। কাহারও মতে তিনি রাসূল ছিলেন; আর কাহারও মতে তিনি নেক বান্দা ওয়ালী ছিলেন। তবে জামহুর-এর মতে তিনি নবী ছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৯৯)। তাফসীরকারদের অধিকাংশই তাঁহার নবী হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনায় তিনি নবী ছিলেন, কিন্তু নূতন কিতাবের অধিকারী ছিলেন না (ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ১খ, ৪৩০)।

খিয্র (আ) এখনও জীবিত আছেন না ইনতিকাল করিয়াছেন, এই ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়। একদল আলিমের মতে অদ্যাবধি তিনি জীবিত আছেন। আর বিজ্ঞ আলিমদের মতে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীছের কোথাও তাঁহার এখনও বাঁচিয়া থাকার প্রমাণ নাই। সুতরাং তিনিও অন্যান্য লোকের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৫৪৪)। কারণ কুরআন কারীমে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (٢١ : ٣٤)

"আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নাই" (২১ ঃ ৩৪)।

এতদ্ব্যতীত বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) একবার ইশার সালাত আদায় করার পর বলিলেন, অদ্য রাত্রে যাহারাই পৃথিবীর বুকে বর্তমান আছে এক শতাব্দী পর তাহাদের একজনও এই পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকিবে না (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ফাদাইল; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৫৪৬-৫৪৭)।

হাফিজ ইব্ন কায়্যিম দাবি করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম কাহারও নিকট হইতে এই ব্যাপারে একটিও সহীহ হাদীছ বর্ণিত নাই। তাই শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়া, ইব্ন কায়্যিম, ইব্ন কাছীর, ইব্ন জাওযী, ইমাম বুখারী, কাদী আবূ ইয়ালা হাম্বালী, আবূ তাহির ইবনুল গুযারী, আলী ইব্ন মূসা আর-রিদা, আবুল ফাদল মুরায়সী, আবূ তাহির ইবনুল-ইবাদী, আবুল ফাদল ইব্ন নাসির, কাযী আবূ বাকর ইবনুল-আরাবী, আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান প্রমুখ মুহাদ্দিছ ও মুফাসসির তাহার মৃত্যুর পক্ষেই মত প্রকাশ করিয়াছেন, (কাসাসুল-কুরআন, ১খ, ৫৪৭)।
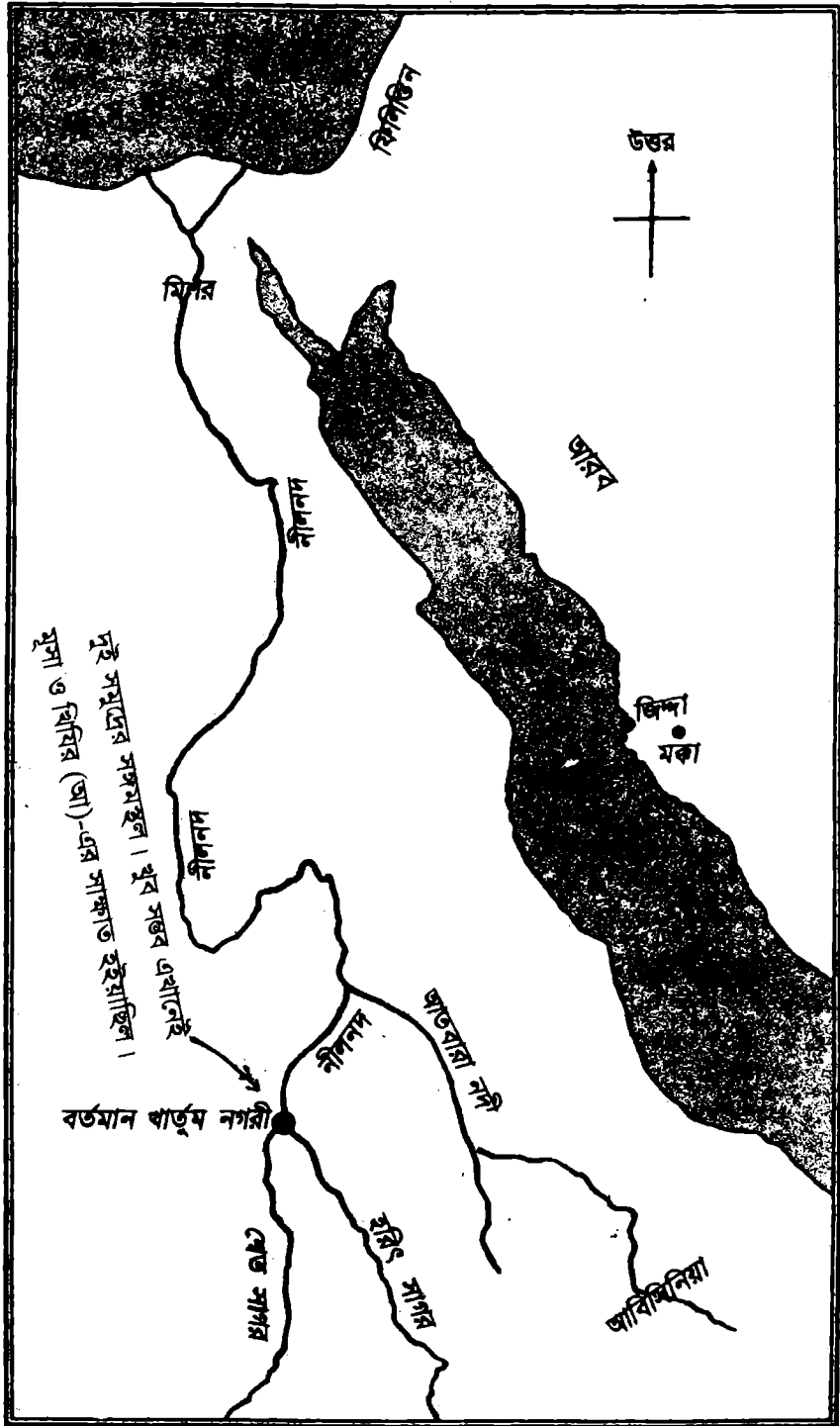
হযরত মূসা (আ) ও খিজিরের (আ) কিসসা সংক্রান্ত মানচিত্র

সাক্ষাতের স্থান

কুরআন কারীমে মূসা (আ) ও খিয্র-এর সাক্ষাতের স্থান বলা হইয়াছে 'মাজমাউল বাহ্রায়ন' (দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল)। কিন্তু ইহা দ্বারা কোন্ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল বুঝানো হইয়াছে সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে আফ্রিকার দুইটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থল (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৬৮; ইফা. আল-কুরআনুল কারীম, টীকা নং ৯৭১)।

আধুনিক কালের অধিকাংশ আলিমের মতে ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের সঙ্গমস্থল। সম্ভবত যখন এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তখন এই উভয় সমুদ্রের মধ্যে সংযোগ বিদ্যমান ছিল যেখানে মূসা (আ) ও খিয্র (আ)-এর সাক্ষাত হয়। এই মতটিকেই মাওলানা হিফজুর রাহমান সিউহারবী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ মিসর হইতে বাহির হওয়া এবং তীহ ময়দানে অবস্থানকালে এই সমুদ্রদ্বয়ের সহিতই উক্ত ঘটনা সম্পৃক্ত হইতে পারে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী বলেন, ইহা সেই স্থান যাহা বর্তমানে 'আকাবা নামে প্রসিদ্ধ (প্রাগুক্ত; কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৫৪৮)।

শেষ নবীর উম্মাত হওয়ার জন্য মূসা (আ)-এর আকাঙ্খা

কাতাদা হইতে বর্ণিত যে, মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সহিত কথোপকথনের সময় একবার বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাত সূত্রে জানিলাম যে, মানুষের কল্যাণের জন্য একটি উম্মাত আবির্ভূত হইবে। তাহারা সৎকাজের আদেশ করিবে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিবে। হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগকে আমার উম্মাত বানাও। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, উহারা তো আহমাদ-এর উম্মাত।

মূসা (আ) পুনরায় বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতে দেখিতে পাইতেছি যে, এমন একটি উম্মাত আছে যাহাদের আবির্ভাব সকলের শেষে হইবে অথচ তাহারা সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ওগো আমার প্রতিপালক! তাহাদিগকে আমার উম্মাত বানাও। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহারা তো আহমাদ-এর উম্মাত।

তিনি পুনরায় আরয করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতে এমন একটি উম্মাতের কথা পাইতেছি যাহাদের কিতাব তাহাদের সীনায় থাকিবে। তাহারা উহা (মুখস্থ) পাঠ করিবে। কাতাদা (র) বলেন, ইহার পূর্বের উম্মাতগণ তাহাদের কিতাব দেখিয়া দেখিয়া পড়িত। এমনকি যখন উহা উঠাইয়া লওয়া হইত তখন তাহারা উহার কিছুই স্মরণ করিতে পারিত না এবং উহার কোনও অংশই আর চিনিতে ও বুঝিতে পারিত না। হে উম্মাত (মুহাম্মাদী)! আল্লাহ তোমাদিগকে এমন মুখস্থ শক্তি দান করিয়াছেন যাহার কিয়দাংশও পূর্ববর্তী কোনও উম্মাতকে দেওয়া হয় নাই। মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! উহাদিগকে আমার উম্মাত বানাও। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহারা তো আহমাদ-এর উম্মাত।

তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মাতের কথা দেখিতে পাইতেছি, যাহারা পূর্বের কিতাবের উপরও ঈমান আনিবে, পরের কিতাবের উপরও। বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট গোমরাহীর বিরুদ্ধে তাহারা জিহাদ করিবে, এমনকি তাহারা মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল-এর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিবে। তাহাদিগকে আমার উম্মাত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন, উহারা তো আহমাদ-এর উম্মাত।

মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মাতের কথা পাইতেছি, যাহাদের সাদাকা তাহারা আহার করিবে অথচ ইহার জন্য তাহাদিগকে বিনিময় ও ছাওয়াব দেওয়া হইবে! কাতাদা (র) বলেন, ইহার পূর্বে কোনও ব্যক্তি সাদাকা করিলে তাহা যদি কবূল হইত তবে আল্লাহ্ উহার জন্য অগ্নি প্রেরণ করিতেন, সেই অগ্নি আসিয়া উহা পোড়াইয়া ফেলিত। আর কবূল না হইলে উহা অমনি পড়িয়া থাকিত। জীবজন্তু ও পশু-পক্ষী উহা খাইয়া ফেলিত। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধনীদের নিকট হইতে সাদাকা লইয়া আহারের জন্য দরিদ্রদিগকে দেন। মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগকে আমার উম্মাত বানাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, উহারা আহমাদ-এর উম্মাত।

মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মাতের কথা দেখিতেছি যে, তাহাদের কেহ কোনও নেক কাজের সংকল্প করিয়া উহা করিতে না পারিলেও ইহাতে তাহার একটি নেকী লেখা হইবে। আর যদি সে উহা করে তবে তাহার জন্য দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত নেকী লেখা হইবে। হে আমার প্রতিপালক! উহাদিগকে আমার উম্মাত কর। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তাহারা আহ্মাদ-এর উম্মাত।

মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাওরাতে দেখিতেছি যে, এমন এক উম্মাত হইবে যাহারা নিজেরও সুপারিশকারী হইবে, আবার তাহাদের জন্য সুপারিশ করা হইবে। হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগকে আমার উম্মাত বানাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, উহারা তো আহমাদ-এর উম্মাত। কাতাদা (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, অতঃপর মূসা (আ) তাওরাত রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে আহমাদ-এর উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত কর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ২৯০)।

মূসা (আ)-এর হজ্জ

কয়েকটি বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মূসা (আ) বায়তুল্লায় হজ্জ পালন করিয়াছিলেন এবং তালবিয়াও পাঠ করিয়াছিলেন। তবে কিভাবে তিনি মক্কায় গমন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে সম্ভবত ইবরাহীম (আ) যেরূপ ফিলিস্তীন হইতে আসিয়া মক্কায় স্বীয় পরিবার-পরিজনকে দেখিয়া যাইতেন এবং কা'বা শরীফ নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন তদ্রূপ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোনও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মূসা হজ্জ পালন করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমাদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার আযরাক উপত্যকা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি সাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন উপত্যকা? তাহারা বলিলেন, 'আযরাক' উপত্যকা। তিনি বলিলেন, আমি যেন দেখিতেছি মূসা (আ)

গিরিপথ হইতে কাতরকণ্ঠে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে নামিতেছেন। হারশা টিলায় আসিয়া তিনি বলিলেন, ইহা কোন্ টিলা? তাহারা বলিলেন, ইহা হারশা টিলা। তিনি বলিলেন, আমি যেন ইঊনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ)-কে একটি লাল উটের উপর দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার পরনে একটি পশমের জুব্বা রহিয়াছে। তাঁহার উষ্ট্রীর নাকের রশি খেজুরের ছাল দিয়া তৈরী। তিনিও তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন। ইমাম মুসলিম এই হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম তাবারানী ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি মারফূ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মূসা (আ) একটি লাল ষাঁড়ের উপর আরোহণ করিয়া হজ্জ করিয়াছেন। ইব্‌ন কাছীর এই বর্ণনা অত্যন্ত গারীব পর্যায়ের বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৩১৬)।

ইমাম আহমাদ মুজাহিদ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন..... আর মূসা (আ), তিনি তো গৌরবর্ণের কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী। তিনি একটি লাল উটের উপর আরোহী ছিলেন, যাহার নাকের রশি ছিল খেজুর গাছের ছাল দিয়া তৈরী। আমি যেন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি তিনি তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে উপত্যকা হইতে নামিতেছেন (প্রাগুক্ত)।

মূসা (আ)-এর মর্যাদা

হযরত মূসা (আ) খুবই উচুঁ পর্যায়ের একজন নবী ও রাসূল ছিলেন। হিফজুর রাহমান সিউহারবী শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরই তাঁহার স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুরআন কারীমের বহু আয়াতে এবং সহীহ হাদীছে বিভিন্নভাবে তাঁহার মর্যাদার কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করিতে গিয়া ফিরআওন, ফিরআওন সম্প্রদায় ও বনী ইসরাঈলের পক্ষ হইতে তিনি যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, বিভিন্ন দুঃখ-ক্লেশ ও বিপদাপদের মুকাবিলা করিয়াছেন উপরিউক্ত নবীদ্বয় ছাড়া তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। তাই উম্মাতে মুহাম্মাদীর শিক্ষা গ্রহণের জন্য কুরআন কারীমে বারবার তাঁহার ও তাঁহার সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ ও ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। মূসা (আ)-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا (٤ : ١٦٤)

"এবং মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন" (৪ ঃ ১৬৪)।

قَالَ يٰمُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ (٧: ١٤٤)

"তিনি (আল্লাহ) বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি" (৭ ঃ ১৪৪)।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا (١٩ : ٥١)

"স্মরণ কর এই কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষ মনোনীত এবং সে ছিল রাসূল নবী" (১৯ ঃ ৫১)।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا (٦٩ : ٣٤)

"এবং সে (মূসা) আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান" (৩৪ ঃ ৬৯)।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ. وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ. وَاٰتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيْنَ. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ. سَلاَمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ. (١٢٢-١١٤ : ٣٧)

"আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে। আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারাই হইয়াছিল বিজয়ী। আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে। আমি তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। তাহারা উভয়ই ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৭ ঃ ১১৪-১২২)।

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ

"আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি"(২০ ঃ ৪১)।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ. (١٧ : ٤٤)

"ইহাদের পূর্বে আমি তো ফিরআওন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদের নিকটও আসিয়াছিল এক সম্মানিত রাসূল" (৪৪ ঃ ১৭)।

তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপযোগিতা ও প্রশংসা করিয়া সূরা আন'আমে বলা হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْئٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ. (١٥٤ : ٦)

"অতঃপর আমি মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ, যাহাতে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে" (৬ ঃ ১৫৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত সাহীহ হাদীসসমূহেও হযরত মূসা (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার উল্লেখ রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমার মূসা (আ)-এর উপর আমাকে প্রাধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন লোকজন যখন বেহুঁশ হইয়া পড়িবে তখন সর্বপ্রথম আমারই হুঁশ ফিরিবে। হুঁশ ফিরিবার পর আমি দেখিতে পাইব যে, মূসা (আ) আরশের স্তম্ভ ধরিয়া আছেন। আমি জানি না, তিনি আমার পূর্বেই হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, নাকি তূর পাহাড়ের সেই বেহুঁশ হওয়ার ফলে আজ তাহাকে বেহুঁশী হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল-আম্বিয়া, ২খ, পৃ. ৪৮৯, হাদীছ নং ৩১৫১)।

ইব্ন কাছীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বাণী নিছক বিনয় প্রকাশের জন্যই। নতুবা তিনি খাতিমুল আম্বিয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সকল আদম সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৩১২)। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই ইরশাদ করেন انا سيد ولد آدم ولا فخر "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা হইব। ইহাতে গর্বের কিছু নাই।" বুখারী ও মুসলিম-এর আরও একটি রিওয়ায়াত রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার (হুনায়নের যুদ্ধের দিন) কিছু সম্পদ বণ্টন করিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, এই বণ্টন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয় নাই। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে গিয়া এই সংবাদ দিলাম। ইহাতে তিনি রাগান্বিত হইলেন। এমনকি আমি তাঁহার চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন, তাঁহাকে ইহা হইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, আর তিনি সবর করিয়াছেন (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল-আম্বিয়া, হাদীছ নং ৩১৫৮)।

তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কে বাইবেলে উক্ত হইয়াছে ঃ মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইসরাঈলের মধ্যে আর জন্মগ্রহণ করে নাই; সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখাসম্মুখি হইয়া আলাপ করিতেন (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৪ ঃ ১০)।

মূসা (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে মালিক ইব্ন সা'সাআ (রা) সূত্রে মি'রাজ সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) মি'রাজ রজনীতে ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাত করেন। জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দেন যে, ইনি মূসা (আ)! তাঁহাকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি উহার উত্তর দিয়া বলিলেন, স্বাগতম নেককার ভ্রাতা ও নেক্কার নবী। অতঃপর আমি যখন উক্ত স্থান অতিক্রম করিলাম তখন তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিয়াছি যে, এক অল্প-বয়স্ক যুবককে আমার পর নবূওয়াত প্রদান করা হইয়াছে। আমার উম্মাতের তুলনায় তাঁহার উম্মাতের অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

উক্ত হাদীছেই পরের অংশে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তাঁহার ও তাঁহার উম্মাতের জন্য রাত-দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। উহা লইয়া তিনি প্রত্যাবর্তনের সময় আবার মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আমাকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মূসা (আ) বলিলেন, আপনার উম্মাত প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার পূর্বে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং বানূ ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যান এবং আপনার উম্মাতের জন্য আরো কমাইয়া দেওয়ার আবেদন করুন। আমি ফিরিয়া গেলাম। অতঃপর

আল্লাহ দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি পূর্বের ন্যায় বলিলেন। আমি আবার আল্লাহর নিকট ফিরিয়া গেলাম। তিনি আরও দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি আবারও পূর্বের ন্যায় বলিলেন। আমি আবার ফিরিয়া গেলাম। অতঃপর আমাকে প্রতি দিন দশ ওয়াক্ত-এর নির্দেশ দেওয়া হইল। আমি ফিরিয়া আসিলে তিনি এইবারও পূর্বের ন্যায় বলিলেন। অতঃপর আমি ফিরিয়া গেলাম। তখন আমাকে প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্তের নির্দেশ দেওয়া হইল। আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, আপনাকে কি আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করিতেও সমর্থ হইবে না। আপনার পূর্বে লোকদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। বনূ ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যান এবং আপনার উম্মাতের জন্য আরো হ্রাস করিবার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট অনেকবার আবেদন করিয়াছি। এখন আমি লজ্জাবোধ করিতেছি আর আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং মানিয়া লইয়াছি (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবুল মি'রাজ, ১খ, পৃ. ৫৪৯-৫০, হাদীছ নং ৩৮৮৭)।

মূসা (আ)-এর জীবনের শেষ দিনগুলি

জীবনের শেষভাগে আসিয়া মূসা (আ) কি করিয়াছিলেন বা তাঁহার উম্মাতকে কি বলিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, মূসা (আ) জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া তাঁহার প্রতি অঙ্গীকারকৃত শামদেশ দেখিবার জন্য আল্লাহ্র নিকট আকাঙ্খা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁহার এই মনস্কামনা পূরণ না করিয়া বরং পর্বত শৃঙ্গে উঠিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিবার নির্দেশ দেন। বাইবেলে বলা হইয়াছে ঃ

"বিনয় করি আমাকে ওপারে গিয়া যর্দ্দন পারস্থ সেই উত্তম দেশ, সেই রমণীয় গিরিপ্রদেশ ও লিবানোন দেখিতে দাও। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের জন্য আমার প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হওয়াতে আমার কথা শুনিলেন না, সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট, এ বিষয়ে কথা আমাকে আর বলিও না। পিস্‌গার শৃঙ্গে উঠ এবং পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত কর, আপন চক্ষে নিরীক্ষণ কর; কেননা তুমি এই যর্দ্দন পার হইতে পাইবে না" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩ ঃ ২৫-২৭)। বাইবেলের বর্ণনামতে মূসা (আ)-এর বয়স ছিল তখন এক শত বিশ বৎসর (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩১ ঃ ২)। মূসা (আ)-কে এই কথাও তখন জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, "যে দেশ আমি ইসরায়েল-সন্তানগণকে দিয়াছি তাহা দেখ, দেখিলে পর তোমার ভ্রাতা হারানের ন্যায় তুমিও আপনা পিতৃগণের নিকট সংগৃহীত হইবে" (গণনাপুস্তক, ২৭ঃ ১২-১৩)। বাইবেলের বর্ণনামতে মূসা (আ)-কে বানূ ইসরাঈল সম্পর্কে এই নির্দেশও সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা উক্ত দেশে প্রবেশ করিয়া ব্যভিচার ও অপকর্ম করিবে এবং আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত হইবে।

শেষ দিনগুলির এক ভাষণে তিনি বানূ ইসরাঈলকে বিভিন্ন হিদায়াত প্রদান করত ভবিষ্যতে আগমনকারী একজন মহান নবীর কথা অবগত করান, যাহার কথা বাইবেলে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাইত করিয়াছিলে। যথা আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই। পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ ঃ ১৫-১৯)। উল্লেখ্য যে, এখানে 'ভ্রাতা' দ্বারা রাসুলুল্লাহ (স)-কে বুঝানো হইয়াছে। তাঁহারই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহারই আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হইয়াছে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৭০-২৭১)।

অতঃপর মৃত্যুর কিছু পূর্বে মূসা (আ) বানূ ইসরাঈলকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শেষ বক্তৃতা দিলেন, যাহাতে বানূ ইসরাঈলের বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে হিদায়াত ও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। উক্ত বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন ঃ

সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন,

সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন;

ফারান পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন,

অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন;

তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৩ ঃ ২)।

মূর ইংরেজী বাইবেলে উক্ত হইয়াছে ঃ He shined for the from mount Paran and he Came with ten thousands of saints (The Holy Bible, P. 277, 33 : 2). যাহার অর্থ হইল তিনি ফারান পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন এবং দশ হাজার পূন্যাত্মা সহকারে আগমন করিলেন। বস্তুত পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের সময় যে দশ হাজার পূন্যাত্মা সাহাবী সহকারে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে উহার অনুবাদ করা হইয়াছে "অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন"।

উল্লেখ্য যে, সীনয় অর্থ তূর পাহাড়, যেখানে মূসা (আ) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, যেখানে আল্লাহর তাজাল্লী দর্শনে বেহুঁশ হইয়া পড়েন এবং যেখানে তাঁহাকে তাওরাত প্রদান করা হয়। সেয়ীর সেই পর্ব্বতকে বলা হয় যাহার পার্শ্বে 'বায়ত লাহম' অবস্থিত, যেখানে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়। ফারান মক্কার পাহাড়ের নাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম। অগ্নিময় ব্যবস্থা অর্থ জিহাদের হুকুম। মূসা

(আ)-এর পর রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত আর কোনও নবীকে নূতনভাবে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৭৩-২৭৪)।

ইনতিকাল

হযরত মূসা (আ) বনূ ইসরাঈলের বিভিন্ন নির্যাতন ও অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত মোকাবিলা করিয়া তাহাদের দাওয়াত ও হিদায়াতের কাজে নিরন্তর চেষ্টা করিয়া যান। অতঃপর তাঁহার মৃত্যুর সময় আসিয়া যায়। বাইবেলের বর্ণনামতে তাঁহার বয়স যখন এক শত বিশ বৎসর তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে মোয়াবের মরুদানে নবো পর্ব্বতের যিরী হো (আরীহা)-এর সম্মুখস্থ পিস্গা শৃঙ্গে উঠিতে নির্দেশ দিলেন। সেখান হইতে সিরিয়ার যে সকল দেশ আল্লাহ তাহাদিগকে দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা দেখাইলেন এবং সেখানেই তিনি ইনতিকাল করিলেন (দ্র. বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৪ ঃ ১-৭)। হারূন (আ)-এর তিন বৎসর পর তিনি ইনতিকাল করেন (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ২৬)।

সুদ্দীর সূত্রে অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, একবার মূসা (আ) ও তাঁহার খাদেম ইউশা ইব্ন নূন কোথায়ও যাইতেছিলেন। হঠাৎ কালো এক ধরনের বায়ু প্রবাহিত হইল। ইউশা ইহা দেখিয়া মনে করিলেন যে, কিয়ামত বুঝি শুরু হইয়া গিয়াছে। তিনি মূসা (আ)-কে জাপটাইয়া ধরিলেন এবং (মনে মনে) বলিলেন, কিয়ামত হইয়া যাইবে আর আমি আল্লাহ্র নবী মূসা (আ)-কে জাপ্টাইয়া থাকিব। মূসা (আ) জামার নিচ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন আর জামাটি ইউশা-এর হাতে পড়িয়া রহিল। ইউশা যখন জামাটি লইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিলেন তখন বনূ ইসরাঈল তাহাকে জেরা শুরু করিয়া দিল এবং বলিল, তুমি আল্লাহ্র নবীকে হত্যা করিয়াছ। ইউশা বলিলেন, না, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁহাকে হত্যা করি নাই, বরং তিনি আমার নিকট হইতে আস্তে বাহির হইয়া গিয়াছেন। ইহা তাহারা বিশ্বাস করিল না বরং তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিল। ইউশা বলিলেন, তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর তবে আমাকে তিন দিন সময় দাও। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। অতঃপর তাঁহার প্রহরায় যাহারা নিযুক্ত ছিল তাহাদের সকলকেই স্বপ্ন দেখানো হইল যে, ইউশা মূসাকে হত্যা করে নাই, বরং আমরা তাহাকে আমাদের নিকট উঠাইয়া লইয়াছি। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। আর মূসা (আ)-এর সহিত দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের গ্রামে প্রবেশ করিতে যাহারাই অস্বীকার করিয়াছিল সকলেই ইনতিকাল করিল। পরবর্তী কালে উক্ত দেশ বিজয়ে তাহারা অংশগ্রহণ করিতে পারে নাই। হাফিজ ইব্ন কাছীর এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহার কিছু কিছু অংশ মুনকার ও গারীব পর্যায়ের (দ্র. প্রাগুক্ত, ১খ, ৩১৮)।

ইব্ন কাছীর (র) ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে মূসা (আ)-এর ইনতিকাল সম্পর্কে একটি সূত্রবিহীন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, মূসা (আ) একবার একদল ফেরেশতার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহারা একটি কবর খুঁড়িতেছিলেন। তিনি উহা হইতে সুন্দর, উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় কবর আর দেখেন নাই। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ! তোমরা কাহার জন্য এই কবর খুঁড়িতেছ? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে একজন সম্মানিত বান্দার জন্য। আপনি যদি সেই বান্দা হইতে চাহেন তবে এই কবরে প্রবেশ করুন, উহাতে লম্বা হইয়া শুইয়া

পড়ুন। আর আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং সহজভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। মূসা (আ) তাহাই করিলেন, অতঃপর তিনি ইনতিকাল করিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁহার জানাযা পড়িলেন এবং তাঁহাকে দাফন করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ, ৩১৮-৩১৯)।

সাহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূসা (আ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, أجب ربك "আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে মৃত্যুর পয়গামে সাড়া দিন"। মূসা (আ) তাহাকে একটি ঘুষি মারিলেন। ইহার ফলে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। তিনি আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠাইয়াছেন যিনি মরিতে চাহেন না। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ তাহাকে নির্দেশ দিলেন যে, পুনরায় তাহার নিকট গমন কর এবং তাহাকে বল, সে যেন তাহার হাত একটি বলদের পিঠের উপর রাখে। ইহাতে যতগুলি পশম তাহার হাতের নীচে পড়িবে, প্রতিটি পশমের বদলে তাহাকে এক বৎসরের হায়াত দেওয়া হইবে। ফেরেশতা পুনরায় আসিয়া এই সংবাদ শুনাইলে মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তাহার পর কি হইবে? আল্লাহ বলিলেন, তাহার পর মৃত্যু। মূসা (আ) বলিলেন, তাহা হইলে এখনই মৃত্যু হউক। তিনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন, তাহাকে যেন বায়তুল মাকদিস হইতে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে কবর দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি যদি সেইখানে থাকিতাম তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টীলার নিচে তাঁহার কবরটি দেখাইয়া দিতাম (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ওয়াফাতু মূসা, ১খ., পৃ. ৪৮৪, হাদীস নং ৩৪০৭; মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল ফাদাইল, বাব মিন ফাদাইলি মূসা, হাদীছ নং ৫৯৩৫, ৫৯৩৬)।

মুহাদ্দিছগণ এই হাদীছের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় মানুষের জীবন-মৃত্যুর বিষয়টি এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া যায় যে, মানুষ নবী-রাসূলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইলেও মানবিক প্রকৃতির কারণে সে মৃত্যুকে অপছন্দনীয় মনে করে। কিন্তু আল্লাহ যখন তাঁহার নিকট মৃত্যুর হাকীকত খুলিয়া দেন তখন তাঁহার প্রিয়তম বান্দাগণের নিকট তাহা সবচাইতে প্রিয় জিনিস হইয়া যায়। এই ঘটনা দ্বারা ইহাতে পরিষ্কার হইয়া যায় যে, মৃত্যু কাহারও নিকট পছন্দনীয় কিংবা অপছন্দনীয় হউক উহা রদ হইবার নহে। কোনও অবস্থাতেই উহা এড়ানো যাইবে না (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৫৪৯-৫৫০)।

হাদীছের ব্যাখ্যা হইল, হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যখন মৃত্যুর ফেরেশতা আগমন করিয়াছিলেন তখন সেই ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে ছিল। মূসা (আ) তাহাকে তখন এই অবস্থায় মালাকুল মাওত বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। যেমনিভাবে ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ)-এর নিকট আযাবের ফেরেশতা আগমন করিলে প্রথমত তাহারা তাহাদেরকে চিনিতে পারেন নাই। একজন অপরিচিত ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে ঢুকিয়া পড়িবে ইহা মূসা (আ) মানিয়া লইতে পারেন নাই। এইজন্য মূসা (আ) তাঁহাকে চপেটাঘাত করেন। ফেরেশতা যেহেতু মানুষের আকৃতিতে ছিলেন তাই

নাবো (আবারীম) পর্বত, যেখানে মূসা (আ) ইনতিকাল করেন। (…رت مملکتِ اردن، کراچی کے شکریہ کے ساتھ)

বনী ইসরাঈলের ভ্রমণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং মূসা ও হারূন (আ)-এর ওফাতের স্থান
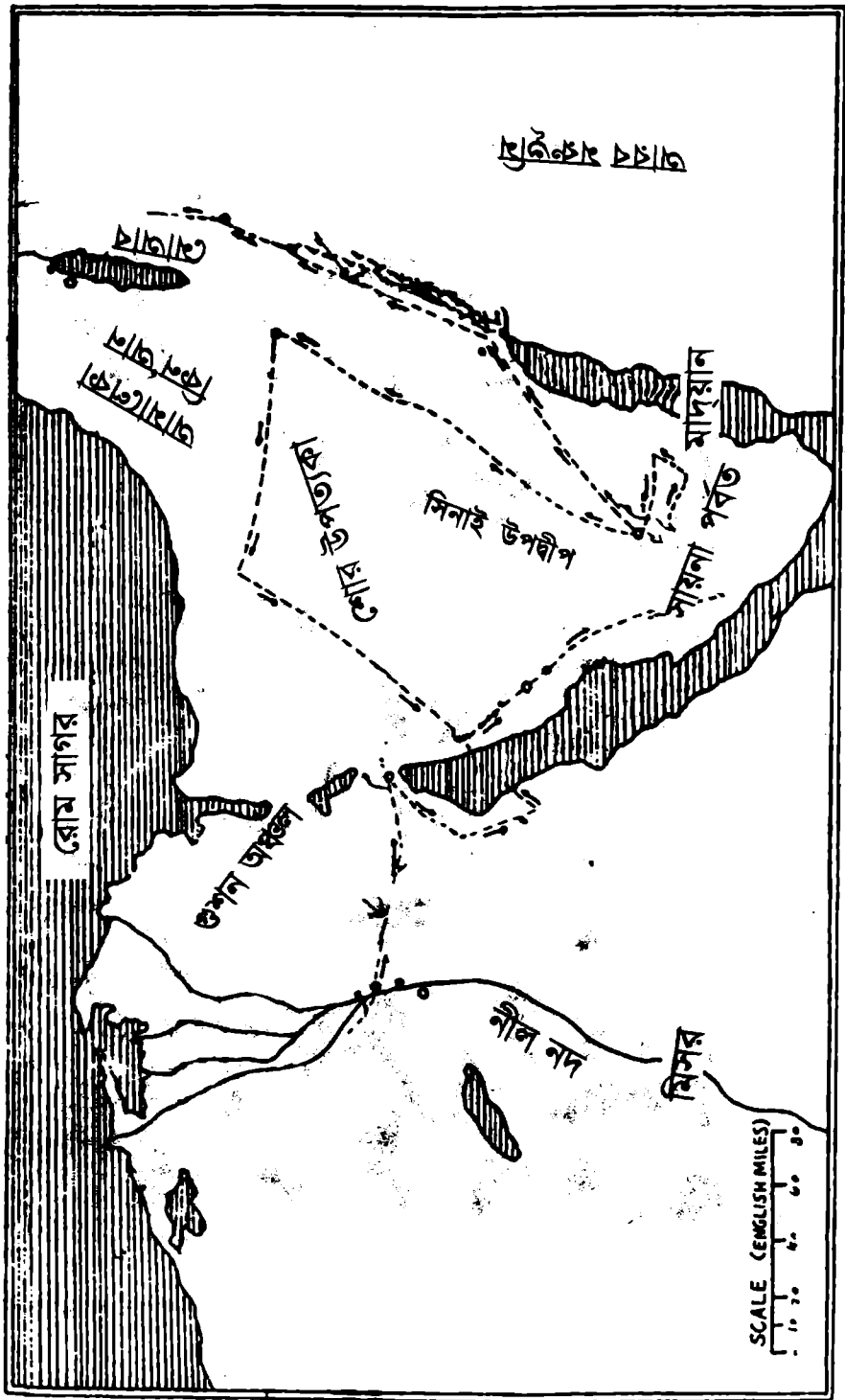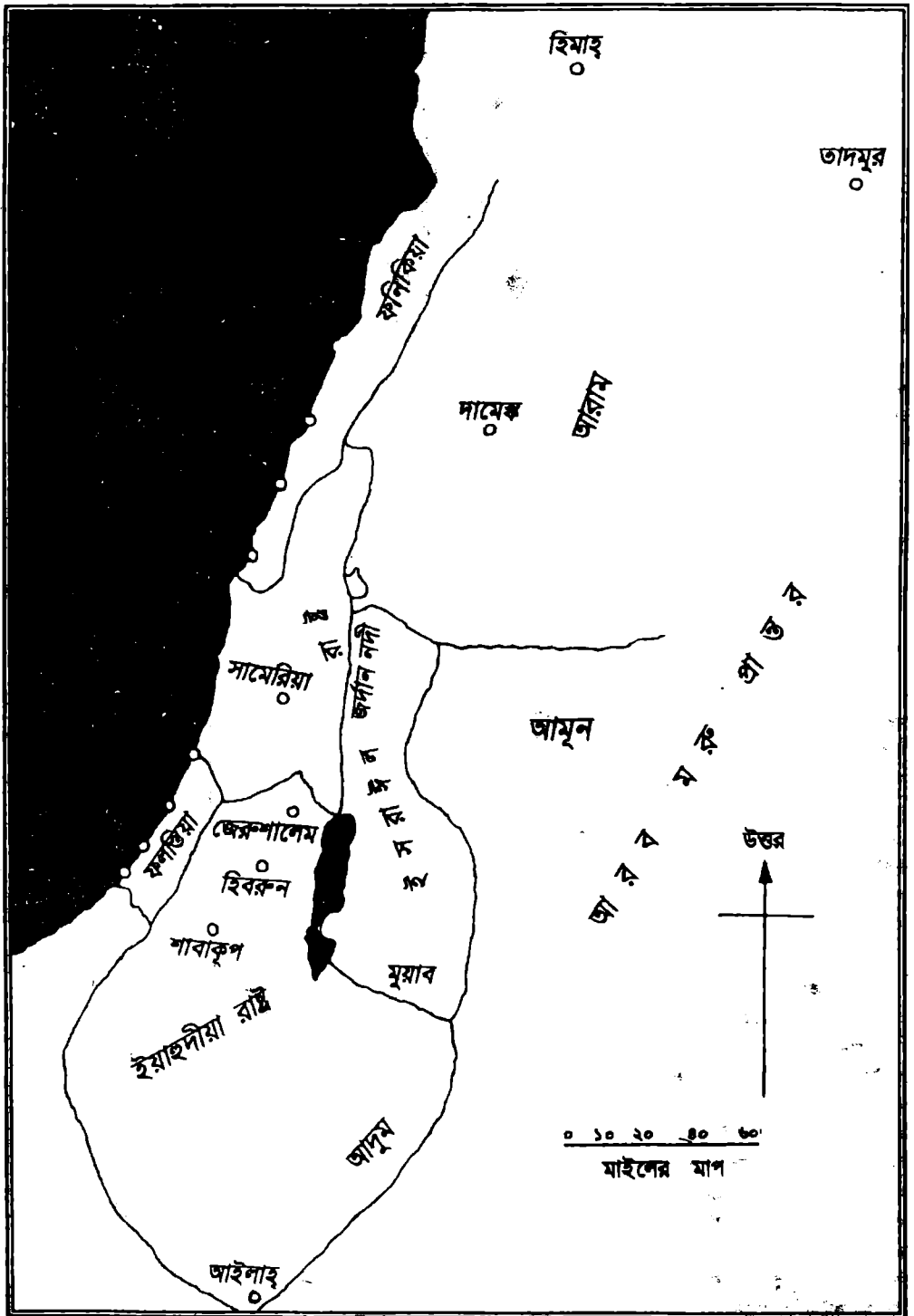
বনী ইসরাঈলদের দুই রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাইল (খৃষ্টপূর্ব ৮৬০)

হযরত মূসার (আ) পর বনী-ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়া লয় বটে; কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া নিজেদের কোন একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা এই গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বনী ইস্রাঈল গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করিয়া লয়। ফলে তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। অত্র চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনীইস্রাঈলের বনু ইয়াহুদাহ, বনু শামঊন, বনু দান, বনু বিন্ইয়ামিন, বনু আফরায়াম, বনু রুবেন, বনু জাদ্দ, বনু মুনাস্সা, বনু আশকার, বনু জুবুলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের—এ গোত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া থাকিল। ফলে তাহারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকিয়া গেল। আর সেই লক্ষ ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার।

ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের বহু কতকগুলি নগর-রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তালূত-এর শাসন আমল পর্যন্ত সাইদা, সূর, দুয়ার ও মুজেদ্দু, বাইতেশান, জজর, জেরুশালেম প্রভৃতি শহরগুলি প্রখ্যাত মুশরিক জাতিগুলির দখলে থাকিয়া গিয়াছিল। আর বনী ইসরাঈলদের উপর এসব শহরে অবস্থিত মুশরিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলস্তিয়া, আরামক, মুয়াবী ও আমূনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাইয়া ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়িয়েছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহুদীদেরকে কান ধরিয়া ও গলা ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করা হইত—যদি যথা সময়ে আল্লাহ তায়ালা তালূত-এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া না দিতেন।

হযরত মূসার (আ) পরবর্তী ফিলিস্তিন
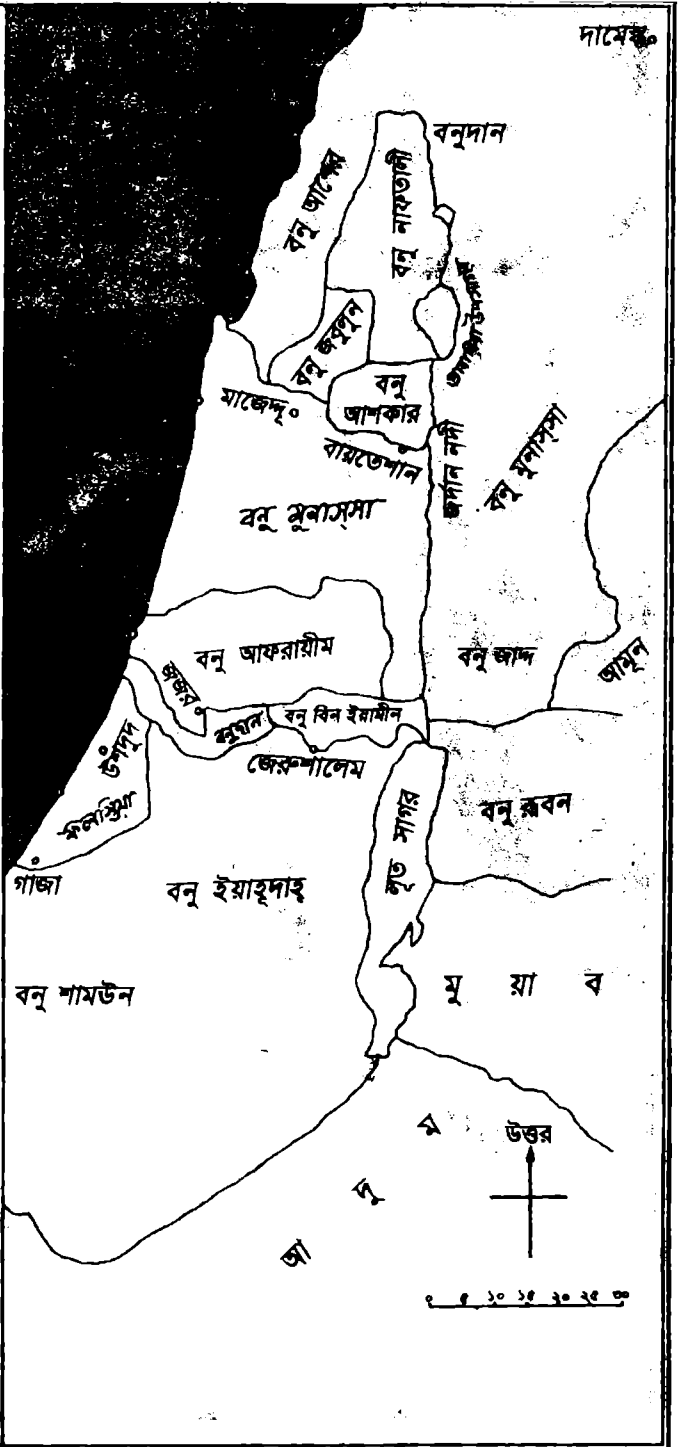
তাঁহার উপর মানবীয় প্রভাব পতিত হয় এবং চক্ষু আহত হয়। আযাবের ফেরেশতা যেমন ধীরে ধীরে ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ)-কে নিজেদের আসল পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত মূসা (আ)-কে তদ্রূপ অবহিত করেন নাই; বরং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরিয়া যান। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে পুনরায় প্রেরণ করেন। মৃত্যুর ফেরেশতা মূসা (আ)-এর আচরণে নিজেই ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া গিয়াছেন এবং তিনি মৃত্যু চাহেন না। তাই আল্লাহ্‌র দরবারে গিয়া বলেন যে, আপনার বান্দা মৃত্যু চাহে না। এই ধারণা আল্লাহ তাআলা নিরসনের জন্য এবং পুনরায় ফেরেশতাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। ফেরেশতা দ্বিতীয়বার আসিয়া যখন মূসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পয়গাম শুনাইলেন। তখন তিনি মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিলেন (সিউহারবী, প্রাগুক্ত, ১খ, ৫৫০-৫৫১)।

মূসা (আ) ও হারূন (আ) উভয়েই তীহ ময়দানে ইনতিকাল করেন। অনুরূপভাবে তাঁহাদের সহিত যাহারা উক্ত ময়দানে ছিল দুইজন ব্যতীত তাহারাও কেহ সেখান হইতে বাহির হইতে পারে নাই। উক্ত দুইজন হইলেন ইউশা ইবন নূন ও মূসা (আ)-এর ভগ্নি মারইয়াম-এর স্বামী কালিব ইব্‌ন ইউফান্‌না (প্রাগুক্ত)। বনূ ইসরাঈল যখন পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল তখন এই দুইজন তাহাদিগকে উহাতে প্রবেশে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের প্রতি আল্লাহর রহম করিয়াছিলেন। তাই নূতন প্রজন্মসহ তাহারা উক্ত ভূমি জয় করিয়া উহাতে প্রবেশ করেন।

মূসা (আ)-এর কবর

মূসা (আ)-এর কবর কোথায় বাইবেলে তাহা কেহ জানে না বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাইবেলে উল্লিখিত হইয়াছে, "তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের Beth peor সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন, কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না" (বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৪ ঃ ৫-৬)। তবে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কবরের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত রিওয়াতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, 'আমি যদি সেইখানে থাকিতাম তবে অবশ্যই তোমাদিগকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টীলার নিচে তাঁহার কবরটি দেখাইয়া দিতাম' (আল-বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩৪০৭; মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীছ নং ৫৯৩৫)।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মিরাজের রাত্রে আমাকে যখন লইয়া যাওয়া হয় তখন আমি মূসা (আ)-এর পার্শ্ব দিয়া গেলাম। তিনি লাল টীলার কাছে অবস্থিত তাঁহার কবরে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৩১৮)। ভূগোলবিদ মাক্‌দিসী বলেন, আরীহা (যিরীহো)-এর নিকট একটি কবর আছে, যাহাকে মূসা (আ)-এর কবর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। তাহার এই বর্ণনা হাদীছ ও বাইবেলের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যশীল (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৭৬)।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা হইতে মূসা (আ)-এর এক স্ত্রীর কথা জানা যায়। একাধিক স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির কোনও সুস্পষ্ট বিবরণ উহাতে নাই। বাইবেলে মূসা (আ)-এর কয়েকজন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির বিবরণ পাওয়া যায়। যথা ঃ (১) তাহার সর্বপ্রথম বিবাহ হয় সাফুরা zipparah-এর সহিত, যিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে শুআয়ব (আ)-এর কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে ঃ (i) জীরসোম Gershom ও (ii) এলিআযর বা আলইয়াসারয Eleasar ইহারা উভয়েই মাদ্য়ান -এ জন্মগ্রহণ করেন, যখন তিনি মিসর হইতে মাদ্য়ান চলিয়া আসেন এবং বিবাহের পর শুআয়ব (আ)-এর নিকট নির্ধারিত সময় অতিবাহিত করেন (যাত্রাপুস্তক, ২ ঃ ২১-২২; ৪ ঃ ২০; আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৭৯)।

(২) তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হয় এক কূশীয় মহিলার সহিত (গণনাপুস্তক, ১২ ঃ ১), যাহার নাম উল্লেখ নাই। ইংরাজীতে তাহাকে Ethiopian অর্থাৎ হাবশী বংশোদ্ভূতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) আরও একজন মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন যাহার নাম অজ্ঞাত। তবে তাহার পিতার নাম 'কায়নী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৪) আরও একজন স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারও নাম উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য তাঁহার পিতার নাম রূইয়াঈল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে যাহার নাম ছিল 'হূবাব' Hobab (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৭৯-২৮০)।

দৈহিক অবয়ব

সহীহ হাদীসসমূহে হযরত মূসা (আ)-এর দৈহিক অবয়ব সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণের দীর্ঘ দেহধারী এক সুপুরুষ। তাঁহার চুল ছিল কোঁকড়ানো (দ্র. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল-আম্বিয়া, হাদীছ নং ৩১৪৯; ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ২৬)। তাঁহার নাকের বাঁশিতে একটি এবং জিহবার অগ্রভাগে একটি তিলক ছিল (ইব্ন কুতায়বা, প্রাগুক্ত)। তাঁহার জিহবায় কিছুটা জড়তা ছিল যাহার ফলে কথা বলিবার সময় একটু তোতলামি ভাব পরিলক্ষিত হইত। কোনও কোনও মুফাস্সির ও সীরাতবিদ ইহাকে শৈশবে ফিরআওন কর্তৃক পরীক্ষা করার সময় তিনি যে অঙ্গার মুখে দিয়াছিলেন উহারই প্রভাব মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, স্থা; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, দারুস সালাম, আর-রিয়াদ, ১ম সং. ১৪১৭/১৯৯৭, স্থা, কুতুব খানা-ই রাহীমিয়্যা দেওবান্দ ইউ.পি.তা.বি., ১খ, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫; (৩) মুসলিম, আস-সাহীহ, দারুল আফাক আল, জাদীদা, বৈরূত তা.,বি.স্থা.; (৪) আত-তিরমিযী, আল-জামি', ১ম সং মিসর ১৩৮৫/১৯৯৫, স্থা., কুতুবখানা-ই রাহীমিয়্যা, দেওবান্দ, ইউ.পি.তা.বি., ১খ, ২০৬-২০৭, ২খ, ৩৫, ৬৬, ১৪১; (৫) আন-নাসাঈ, আস-সুনান, দারুল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ১ম সং. ১৪১১/১৯৯১, স্থা.; (৬) ইব্ন মাজা,

আস-সুনান, দার ইহ্ইয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী ১৩৯৫/১৯৭৫, স্থা.; (৭) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আল-মুসনাদ, দারুল মা'আরিফ, মিসর ১৩৭৭/১৯৫৭, স্থা.; (৮) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন তা.বি., ২খ., কিতাবুত তাফসীর; (৯) আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, দার ইহইয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, ৪র্থ সং. ১৪০৫/১৯৮৫, দ্র., সূরা হূদ, আল-নামল, আশ-শু'আরা ও সূরা আল-কাসাস; (১০) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লে-আহকামিল কুরআন, মাতবাতুর-রিয়াদ আল-হাদীছ, তা.বি., পূর্বোক্ত সূরাসমূহের তাফসীর; (১১) আত-তাবারী, জামিউল-বায়ান, দারুল-মাআরিফ, তা.বি.; (১২) ইব্ন কাছীর, তাফসীর, মাকতাবা দারুত-তুরাছ কায়রো তা.বি., স্থা.; (১৩) আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, মাকতাবা মুসতাফা আল-হালাবী, মিসর ২য় সং., ১৩৮৩/১৯৬৪, স্থা.; (১৪) কারী ছানাউল্লাহ পানীপতী, আত-তাফসীরুল-মাজহারী, মাকতাব রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, ত.বি., ৯খ, ৩৪৭, আরো বহু স্থা; (১৫) আত-তাবারী, তারীখ, দারুল-মাআরিফ, মিসর ১৯৬০ খৃ., ১খ, ৩৬৫-৩৭৬, ৩৮৫-৪৩৪; (১৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিক্র আল-আরাবী, জীযা, মিসর, তা.বি., ১খ, ২৩৭-৩৯৯; (১৭) ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ১ম সং, ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, ১৩০-১৫২; (১৮) ইব্ন খালদূন, তারীখ, মাআস্সাসাতু জাম্মাল, বৈরূত, লেবানন ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ৮১-৮৮; (১৯) ইব্নুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল-উমাম, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ২য় সং ১৪১৫/১৯৯৫, ১খ, ৩৩১-৩৭৬; (২০) আল-মাসউদী, মুরূজুয-যাহাব, মিসর, ৪র্থ সং, ১৩৮৪/১৯৬৪, ১খ, ৪৮-৫০; (২১) ইব্ন কুতায়বা, আল-মাআরিফ, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত লেবানন, ১ম সং ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ., ২৫-২৬; (২২) ইব্ন হাবীব আল-বাগদাদী, কিতাবুল মুহাব্বার, আল-মাকতাবাতুত-তুজ্জারী, বৈরূত, তা. বি. পৃ., ১, ৪-৫; (২৩) আত-তাবারী, কাসাসুল- আম্বিয়া, দারুল ফিকর, বৈরূত, ১৪০৯/১৯৮৯; (২৪) ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, মুআস্সাসাতুল-মা'আরিফ, বৈরূত, লেবানন, ১ম সং, ১৪১৬/১৯৯৬, পৃ. ২৬৪-৩৭৭; (২৫) আল-কিসাঈ, কাসাসুল-আম্বিয়া, লাইডেন ১৯২২ খৃ., স্থা; (২৬) আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, তুরস্ক ১২২৬ হি., পৃ. ১৭৭-৩২২; (২৭) আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, দারুল ফিকর, বৈরূত তা. বি., পৃ. ১৫৫-৩০২; ২৮ মুহাম্মাদ আল-ফাকী কাসাসুল-আম্বিয়া, মাতাবি আশ-শা'রানী আল-হাদীছ, আর-রিয়াদ ১ম সং. ১৩৯৯/১৯৭৯, পৃ. ২০৮-৩৪৩; (২৯) আবদুল-কাদির শায়বা আল-হাম্দ, কাসাসুল-আম্বিয়া, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছা, ১ম সং. ১৪০৯/১৯৮৯, ১খ, ১৭৫-২৩২; (৩০) আহমাদ বাহজাত, আম্বিয়াউল্লাহ ফিল কুরআনিল কারীম, মাকতাবাতুর-রিয়াদ আল-হাদীছা, তা. বি., পৃ. ১৮৩-২৫৮; (৩১) 'আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, মা'আল-আম্বিয়া ফিল কুরআন, দারুল 'ইলম লিল-মালাঈন, বৈরূত, ১৬শ সং. ১৯৮৭খৃ., পৃ. ২১৭০; (৩২) ড. সালাহ আল-খালিদী, আল-কাসাসুল-কুরআনী, দারুল কালাম, দিমাশক ১ম সং. ১৪১০/১৯৯০, ২খ, ২৫৯-৫১১, ৩খ, ৫-৩৫৭; (৩৩) মাহমূদ যাহরান, কাসাসুল-কুরআন, দারুল কিতাব আল-আরাবী, মিসর ১ম সং. ১৩৭৫/১৯৫৬, স্থা.; (৩৪) মুহাম্মাদ আহমাদ জাদুল মাওলা ও অন্যান্য, কাসাসুল কুরআন, দারুল, জীল, বৈরূত তা. বি., পৃ. ১১৩-১৫১; (৩৫) 'উমার আহমাদ উমার, উলুল-'আযমি মিনার রুসুল, দার হাস্সান, দিমাশসক ১ম সং. ১৪০৯/১৯৮৮, ১খ, ১৯৯-৩০৩; (৩৬) মুহাম্মাদ

আলী আস-সাবূনী, আন-নুবওওয়া ওয়াল-আম্বিয়া, দারুল ইরশাদ, বৈরূত ১ম সং. ১৩৯০/১০৭০. পৃ. ১৭৫-১৯৫; (৩৭) হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, মুশতাক বুক কর্ণার, লাহোর তা. বি., ১খ, ৩৫৭-৫৭২; (৩৮) মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, শায়খ, গুলাম আলী এন্ড সন্স, কাশমীরী বাযার লাহোর, তা. বি., ২খ, ৯৩-২৮৩; (৩৯) ইব্ন সা'দ, আত, তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৫; (৪০) আল-বাকরী আল-আনদালুসী, মু'জামু মাসদা' জামা, 'আলামুল-কুতুব, বৈরূত ৩য় সং. ১৪০৩/১৯৮৩, ৪খ, ১২০১; (৪১) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল-বুলদান, দার সাদির বৈরূত১৩৭৬/১৯৫৭, স্থা.; (৪২) আল-য়া'কূবী, তারীখ, বৈরুত লেবানন তা. বি., ১খ, ৩৪; (৪৩) আস-সুহায়লী,আর রাওদুল-উনুফ, দার ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত লেবানন, ১ম সং. ১৪১২/১৯৯২, ১খ, ১০৬; (৪৪) কাযী যায়নুল-আবিদীন, কাসাসুল-কুরআন, মারকাযুল মা'আরিফ, দেওবান্দ, ১ম সং. ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ২৫১-৩১৬; (৪৫) সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী, আরদুল-কুরআন, কুতুবখানা-ই রাশীদিয়া, চকবাজার, ঢাকা, তা. বি, ১খ, ১৫১; (৪৬) পারভেজ, বারক-ই তূর, ইদারা তুলূ'-ই ইসলাম কারাচী তা.বি., পৃ. ১৮-২৬৪; (৪৭) পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, তা. বি., যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ, আরো বহু স্থা.; (৪৮) Encyclopaedia of Islam, E. J. Brill, Leiden 2nd edition 1993, Vol. VII, 638-40; (৪৯) The Encyclopedia of Religion, Macmillan Publising Company, New York 1993, vol, 9, 115-121; (৫০) Encyclopaedia Britannica, William Benton Publisher, Toronto 1967, vol. 15, 880-82; (৫১) Encyclopedia Americana, American Corporation, New York 1972, vol.19, 499-500; (৫২) Collier's Encyclopedia, Crowell Collier and Macmillan, INC, 1966, vol. 16, 578-579; (৫৩) Chamber's Encycllopaedia, New edition, George Newnes Limited, London 1962 vol.9, 574; (৫৪) Everyman's Encyclopaedia, London Melbourne, Toronto, 6th edition 1978, vol .8, 437-438; (৫৫) The Nâtional Encyclopedia, Washington, D.C. 1963, vol B.P., 166; (৫৬) The New Caxton Encyclopedia, The Caxton Publishing Company Limited, London 1977, vol .13, 4176; (৫৭) The Macmillan, Family Encyclopedia, Macmillan London 1980, vol. 13, 599-600; (৫৮) New Standard Encyclopedia, Standard Educational Corporation, Chicago 1996, vol .11, 546-548; (৫৯) The New Columbia Encyclopedia, Columbia University Press, New York and London 1975, P.1841; (৬০) The New Book of Knowledge, Grolier International Inc .U.S.A.1979, vol. 12, 468; (৬১) Compton's Encyclopedia, F.E, Compton Company, Chicago 1978, vol .16, 495.

আবদুল জলীল

২২

হযরত হারূন (আ)

حضرت هارون عليه السلام

হযরত হারূন (আ)

ভূমিকা

হযরত হারূন (আ) হযরত ইবরাহীম (আ))-এর ৭ম অধস্তন পুরুষ। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম হইয়াছিল খৃ. পূ. ২১৬০ অব্দে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স যখন ১০০ বৎসর তখন হযরত ইসহাকের জন্ম হয় (বাইবেলের আদিপুস্তক, ২১ ঃ ৫)। ফলে হযরত ইসহাকের জন্ম সন খৃ. পূ. ২০৬০ অব্দ। হযরত ইসহাকের বয়স যখন ৬০ বৎসর তখন হযরত ইয়াকূবের জন্ম হয় (ঐ, ২৫ ঃ ২৬)। এই হিসাব মতে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জন্ম তারিখ ২০০০ খৃ. পূর্বাব্দ। হযরত ইয়াকূবের বয়স যখন ৭৩ বৎসর, তখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর জন্ম হয়, ফলে হযরত ইউসুফের জন্মসন ১৯২৭ খৃ. পূর্বাব্দ। হযরত ইউসুফ (আ) ১৭ বৎসর বয়সে মিসরে নীত হন (ঐ, ৩৭ ঃ ২)। সুতরাং তাঁহার মিসর পদার্পণের তারিখ ১৯১০ খৃ. পূর্বাব্দ। এই ঘটনার ৪০ বৎসর পর হযরত ইয়াকূব (আ) বনূ ইসরাঈলকে লইয়া মিসর গমন করেন। বাইবেলে আছে যে, হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়া পুনরায় মিসর হইতে বাহির হইয়া আসেন, তখন বনূ ইসরাঈলের মিসরে অবস্থানের ৪৩০ বৎসর অতিবাহিত হয় (যাত্রাপুস্তক, ১৪ ঃ ২০)। এই অনুযায়ী উক্ত ঘটনা ১৪৪০ খৃ. পূর্বাব্দে সংঘটিত হয় (মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ৯৬-৯৭)। বাইবেল সূত্রে জানা যায় যে, তখন হযরত মূসা (আ) ৮০ বৎসর ও হযরত হারূন (আ) ৮৩ বৎসর বয়সের ছিলেন (ঐ, ৭ ঃ ৭)। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত হারূন (আ) ১৫২৩ খৃ. পূ. সনে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃ. পূ. চর্তুদশ শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একজন নবী ছিলেন। তিনি আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত আল্লাহ্র রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর অগ্রজ ছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সহকারী ও প্রতিনিধি হিসাবে দীনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন।

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত হারূন (আ)-এর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের একটি বর্ণনা হইতে তাঁহার জন্মকাল সম্পর্কে আভাষ পাওয়া যায় ঃ "এবং হযরত মূসা (আ) ৮০ বৎসর এবং হযরত হারূন (আ) ৮৩ বৎসর বয়সের ছিলেন, যখন তাঁহারা ফিরআওনের সঙ্গে

কথোপকথন করেন" (আদিপুস্তক, ২০ ঃ ২২-২৯)। এই বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ) হইতে ৩ বৎসরের বড় ছিলেন।

হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর পারিবারিক রেকর্ড

বাইবেলের বংশাবলী অনুসারে লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন, কহাৎ ও মরারি। লেবির বয়স এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। আর আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে গের্শোনের সন্তান লিবনি ও শিমিয়ি। কহাতের সন্তান অম্রম, যিষহর, হিব্রোণ ও উষীয়েল। কহাতের এক শত তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। মরারির সন্তান মহলি ও মূশি; ইহারা বংশাবলী অনুসারে লেবির গোষ্ঠী। আর অম্রম আপন পিসী যোকেবদকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য হারূনকে ও মোশিকে প্রসব করিলেন। অম্রমের বয়স এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল (যাত্রাপুস্তকঃ ৬ ঃ ১৬-২১)।

হযরত হারূন (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর মাতা ইউকাবাদও (Jochebed) অত্যন্ত উচ্চ বংশীয়া মহিলা ছিলেন। বংশগত দিক দিয়া তিনি বনী লাবী (Levi)-এর অর্থাৎ বনী ইসরাঈল বংশের ছিলেন। তিনি অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

পবিত্র কুরআনে হযরত হারূন (আ)

পবিত্র কুরআনের ১৪টি সূরার ৭৬টি আয়াতে হযরত হারূন (আ) সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। তিনি তাঁহার সহোদর ছোট ভাই ও আল্লাহ্র রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে যৌথভাবে নবূওয়াতের দায়িত্ব পালন করার ফলে প্রত্যক্ষভাবে মূসা (আ)-এর বর্ণনা অধিক স্থানে করা হইয়াছে। তবে যে সব আয়াতে হযরত হারূন (আ)-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে অথবা তাঁহার সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে, কেবল সেইসব আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করা হইল ঃ

সূরার ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত নম্বর	আয়াত সংখ্যা
২	সূরা আল্-বাকারা	২৪৮	০১
৪	আন্-নিসা	১৬৩	০১
৫	আল্-মাইদা	২৫	০১
৬	আন'আম	৮৪-৮৭	০৪
৭	আ'রাফ	১১১-১১২, ১২১-১২২, ১৪২,	০৭
১০	ইউনুস	৭৫, ৮৭-৮৯	০৪
১৯	মারয়াম	৫১-৫৩	০৩
২০	তা-হা	২৯-৩৬, ৪২-৪৮,৬৩,৭০, ৯০-৯২,২১-৯৪	
২১	আম্বিয়া	৪৮-৫০	০৩
২৩	মু'মিনূন	৪৫-৪৮	০৪
২৫	ফুরকান	৩৫-৩৬	০২

২৬	আশ্-শু'আরা	১০-১৭,৩৪-৩৭,৪৭-৪৮	১৪
২৮	কাসাস	৩৫-৩৬	০২
৩৭	আস-সাফ্ফাত	১১৪-১২২	০৯

সর্বমোট ৭৬টি

১. সূরা আল-বাকারায় বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল ঃ তাঁহার রাজত্বের নির্দশন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে; ফিরিশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্যই হাতে নিদর্শন আছে" (২ ঃ ২৪৮)।

২. সূরা আন্-নিসায় বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا.

"তোমার নিকট 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৬৩)।

৩. সূরা আল-মায়িদায় বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ.

"সে (মূসা) বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও" (৫ ঃ ২৫)।

৪. সূরা আন'আমে বলা হইয়াছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

"এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, ও ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান,

আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি" (৬ ঃ ৮৪)।

৫. সূরা আ'রাফ-এ বলা হইয়াছে ঃ

قَالُوٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ.

"তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতা (মূসা ও হারূন)-কে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও, যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে" (৭ ঃ ১১১-১১২)।

قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

"তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক" (৭ ঃ ১২১-১২২)।

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَّقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ.

"স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয় এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পথ অনুসরণ করিবে না" (৭ ঃ ১৪২)।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْ بَعْدِىْ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

"মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করিলে? এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না। মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার আশ্রয় দাও আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু" (৭ ঃ ১৫০-১৫১)।

৬. সূরা ইউনুস-এ বলা হইয়াছে ঃ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ

"পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়" (১০ ঃ ৭৫)।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

"আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, 'মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহগুলিকে ইবাদতগৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং মুমিনদিগকে সুসংবাদ দাও'। মূসা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ যদ্দ্বারা, হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনিবে না'। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের দুইজনের দোআ কবুল হইল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখন ও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না" (১০ ঃ ৮৭-৮৯)।

৭. সূরা মারয়াম-এ বলা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ـ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ـ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ـ

"স্মরণ কর এই কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষ মনোনীত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। তাহাকে আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি অন্তরংগ আলাপে তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে" (১৯ ঃ ৫১-৫৩)।

৮. মূসা তা-হা'য় বলা হইয়াছে ঃ

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هٰرُوْنَ اَخِي اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ـ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ـ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ـ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ـ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ـ

"আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; আমার ভ্রাতা হারূনকে; তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর। যাহাতে আমরা

তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদিগের সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বলিলেন, হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল" (২০ : ২৯-৩৬)।

اذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلاَ تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ. اذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى. قَالاَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى. قَالَ لاَ تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى. فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى. اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى.

"তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ গমন কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না। তোমরা দুইজন ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে। তাহারা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদিগকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হইবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে। তিনি বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল : আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদিগের সহিত বনী ইসরাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নির্দশন এবং শান্তি তাহাদিগের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে সৎপথ। আমাদিগের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি তাহার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়" (২০ : ৪২-৪৮)।

قَالُوا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى.

"উহারা বলিল, এই দুইজন (মূসা ও হারূন) অবশ্যই যাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদিগের যাদু দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে এবং তোমাদিগের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করিতে" (২০ : ৬৩)।

فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى.

"অতঃপর যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল ও বলিল : আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম" (২০ : ৭০)।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِيْ. قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى. قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا اَلاَّ تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ. قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلاَ بِرَاْسِيْ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ.

"হারূন উহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়। ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদিগের প্রতিপালক দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল। উহারা বলিয়াছিল, আমাদিগের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না। মূসা বলিল, হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে? হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিয়া আর্কষণ করিও না। আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই" (২০ ঃ ৯০-৯৪)।

৯. সূরা আম্বিয়ায় বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ. الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ. وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنٰهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ.

"আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়াছিলাম 'ফুরকান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য–যাহারা না দেখিয়াও তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। ইহা কল্যাণময় উপদেশ; আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর" (২১ ঃ ৪৮-৫০)?

১০. সূরা মু'মিনূন-এ বলা হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاۡئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ. فَقَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ. فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ.

"অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারূনকে পাঠাইলাম, ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু উহারা অহংকার করিল; উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। উহারা বলিল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদিগেরই মত এবং যাহাদিগের সম্প্রদায় আমাদিগের দাসত্ব করে? অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল" (২৩ ঃ ৪৫-৪৮)।

১১. সূরা ফুরকানে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا.

"আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারূনকে তাহার সাহায্যকারী করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম" (২৫ ঃ ৩৫-৩৬)।

১২. সূরা আশ-শু'আরায় বলা হইয়াছেঃ

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ. وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ. فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَاۤءِيْلَ.

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, ফির'আওন সম্প্রদায়ের নিকট, উহারা কি ভয় করে না? তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে অস্বীকার করিবে এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নাই। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও। আমার বিরুদ্ধে তো উহাদিগের এক অভিযোগ আছে; আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে। আল্লাহ বলিলেন, 'না, কখনও নহে, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদিগের সংগে আছি, শ্রবণকারী। অতএব তোমরা উভয়ে ফির'আওনের নিকট যাও এবং বল ঃ আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আর আমাদিগের সহিত যাইতে দাও বনী ইসরাঈলকে" (২৬ ঃ ১০-১৭)।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ. يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ. قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ.

"ফিরআওন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর! এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে তাহার যাদুবলে বহিষ্কৃত করিতে চাহে! এখন তোমরা কি করিতে বল? উহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে" (২৬ ঃ ৩৪-৩৭)।

قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

"এবং তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক" (২৬ ঃ ৪৭-৪৮)।

১৩. সূরা কাসাসে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْۤ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ.

"আমার ভ্রাতা হারূন আমার অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আল্লাহ বলিলেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিব এবং তোমাদিগের উভয়কে

প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদিগের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তোমরা এবং তোমাদিগের অনুসারীরা আমার নিদর্শনবলে উহাদিগের উপর প্রবল হইবে" (২৮ : ৩৪-৩৫)।

১৪. সূরা আস-সাফফাতে বলা হইয়াছে :

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ. وَنَجَّيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِبِينَ. وَاتَيْنَهُمَا الْكِتَبَ الْمُسْتَبِينَ. وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. سَلْمٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

"আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি এবং তাহাদিগের ও তাহাদিগের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে। আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারা হইয়াছিল বিজয়ী। আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে। আমি তাহাদিগের উভয়কে পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি। মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি" (৩৭ : ১১৪-১২২)।

হাদীছ শরীফে আছে যে, শব-ই মি'রাজে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে হযরত হারূন (আ)-এর সাক্ষাত ঘটে। সহীহ বুখারীতে হযরত মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, যখন রাসূল আকরাম (স) ৫ম আসমানে পৌঁছেন, তখন হযরত হারূন (আ)-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। এই হাদীছে আছে, "আমি উপরে পৌঁছিলাম, ঐখানে হযরত হারূন (আ)-কে দেখিলাম। জিবরাঈল (আ) বলেন, ইনি হযরত হারূন (আ); তাঁহাকে সালাম করুন। অতএব আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিলেন এবং বলিলেন, উত্তম ভাই, উত্তম নবী! খোশ আমদেদ (খাতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ : বাবু ফিল মি'রাজ, ৩খ, পৃ. ১৬৩৬; মুহাম্মদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ৩০৩)।

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ. قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي.

"হযরত মুস'আব ইব্‌ন সা'দ তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (স) তাবুকের যুদ্ধে গমনের সময় হযরত আলী (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। হযরত আলী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, হে আলী! তুমি আমার নিকট ঐ মর্যাদায় উপনীত হইতে পছন্দ কর না, যেমন হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ)-এর খলীফা মনোনীত হইয়াছিলেন; তবে আমার পর আর কোন নবী আসিবে না" (বুখারী, ২খ, পৃ. ৬৩৩)।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا خَرَجَتْ فِيمَا كَانَتْ تَعْتَمِرُ فَنَزَلَتْ بِبَعْضِ الأَعْرَابِ فَسَمِعَتْ رَجُلًا يَقُولُ اَىُّ اَخٍ كَانَ فِى الدُّنْيَا اَنْفَعُ لِاَخِيْهِ ؟ قَالُوْا لاَنَدْرِىْ قَالَ اَنَا وَاللهِ اَدْرِىْ قَالَتْ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ فِىْ حِلْفِهِ لاَ يَسْتَثْنِىْ اِنَّهُ لَيَعْلَمُ اَيُّ اَخٍ كَانَ فِى الدُّنْيَا اَنْفَعُ لِاَخِيْهِ قَالَ (مُوْسٰى) حِيْنَ سَاَلَ لِاَخِيْهِ النُّبُوَّةَ فَقُلْتُ صَدَقَ وَاللهِ.

"হযরত আইশা (রা) উমরার জন্য যাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় কোন আরব বেদুঈনের নিকট অবস্থানকালে তিনি শুনিতে পান, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, দুনিয়াতে কোন ভাই তাঁহার ভাই-এর অধিক উপকার করিয়াছে? এই প্রশ্নের পর সকলেই চুপ হইয়া যায় এবং বলে, আমরা এই প্রশ্নের উত্তর জানিনা। ঐ ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমি জানি। হযরত আয়শা (রা) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, দেখ, ঐ ব্যক্তি কত বাড়াবাড়ি করিয়াছে! সে اِنْشَاءَ اللهُ বলা ছাড়া কসম খাইয়াছে। মানুষ তাহাকে বলিল, তুমিই বল। সে উত্তর দিল, 'হযরত মূসা (আ) তাঁহার ভাইকে নিজ দু'আ দ্বারা নবুওয়াত পাওয়াইয়া দেন। আমি ইহা শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, সে সত্য কথাই বলিয়াছে" (ইব্ন কাছীর, ২খ, পৃ. ৪৭৪)।

হযরত মূসা (আ) দু'আ করেন, আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সাহায্যের জন্য হযরত হারূনকে আমার উযীর বানাইয়া দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ সময়ই হারূন (আ)-কে হযরত মূসা'র সঙ্গে নবুওয়াত দান করা হয় (ইব্ন কাছীর, ২খ, পৃ. ৪৭৪)।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে হযরত হারূন (আ)

বাইবেলে নবী হিসাবে হযরত হারূন (আ)-এর উল্লেখ নাই, বরং তাঁহাকে "যাজক" হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। ইয়াহূদীদের মধ্যে "যাজক"-এর অবস্থান ও মযার্দা মুসলমানদের "ইমাম"-এর অনুরূপ ছিল (মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৮৪-২৮৫)।

বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত হেইনরিখ বোল (Heinnrich Buald) বলেন, " ইয়াহূদীদের মধ্যে যেমন কাহিন শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে তেমনি "ইমাম" শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়" (তারীখ বনী ইসরাঈল, ইং অনু, ১খ, পৃ. ২৫, পার্শ্বটীকা)।

তাওরাতের বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ)-এর দায়িত্বে ইবাদাতখানার ব্যবস্থাপনা এবং শারী'আত ও কুরবানী ইত্যাদির রীতি-নীতি সম্পাদন করার কাজ নির্দ্ধারিত ছিল এবং বনী ইসরাঈলের জামা'আতের ইমামও তিনিই ছিলেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৮৫)।

বাইবেলে আরও আছে যে, হযরত মূসা (আ) যখন তূর পাহাড়ে ই'তিকাফে যান এবং তাঁহাকে শরী'আতের নির্দেশসম্বলিত ফলক দেওয়া হয় তখন ঐ সকল নির্দেশের মধ্যে হযরত হারূন (আ)-কে যে কাহিন পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়, সেই নির্দেশও ছিল (বাইবেল, যাত্রাপুস্তক, ২৮ঃ১)।

হযরত হারূন (আ) ও তাঁহার পুত্রদের দায়িত্বে ছিল ইবাদাতখানা। বাইবেলে এই সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত নির্দেশ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ "আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লেবি বংশকে আনিয়া

হারোণ যাজকের সম্মুখে উপস্থিত কর; তাহারা তাহার পরিচর্যা করিবে; আর আবাসের সেবাকর্ম করিবার জন্য সমাগম তাম্বুর সম্মুখে তাহার ও সমস্ত মণ্ডলীর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। আর তুমি লেবীয়দিগকে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান করিবে; তাহারা দত্ত, ইস্রায়েল সন্তানগণের পক্ষে তাহাকে দত্ত। আর তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে নিযুক্ত করিবে এবং তাহারা আপনাদের যাজকত্ব পদ রক্ষণ করিবে। অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে কেহ নিকটবর্তী হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (গণনাপুস্তক, ৩ ঃ ৫-১০)।

হযরত হারূন (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি

হযরত মূসা (আ)-কে রিসালাত দান করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত হারূন (আ)-কে লইয়া ফিরআওনকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে মিসর যাওয়ার নির্দেশ দান করেন। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নিকট আরয করিলেন ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هٰرُوْنَ اَخِي اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ـ

"মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও, যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; আমার ভ্রাতা হারূনকে; তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর। যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদিগের সম্যক দ্রষ্টা" (২০-২৫ ঃ ৩৫)।

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জিহ্বার জড়তার কারণে এবং ইতোপূর্বে এক কিব্‌তীকে হত্যা করিয়া হযরত মূসা (আ) ফিরআওনের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে সাচ্ছন্দ্যবোধ করিতেছিলেন না। পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ)-র কথা নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ـ

"এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নাই। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও" (২৬ ঃ ১৩)।

হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ)-এর তুলনায় অধিক বাকপটু, বাগ্মী, শুদ্ধভাষী ও বক্তব্য উপস্থাপনে পারদর্শী ছিলেন। তাই হযরত মূসা (আ) হযরত হারূনের মত যোগ্যতার অধিকারী এই ভাইকে তাঁহার পক্ষে কথা বলার জন্যও তাঁহাকে সহায়তা করার জন্য চাহিয়াছিলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ـ

"আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে" (২৮ ঃ ৩৪)।

উপরিউক্ত আয়াতে হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ) তাঁহার চাইতে শুদ্ধভাষী ও বাগ্মী ছিলেন বলিয়া যে বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন সেই সম্পর্কে তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত দিয়াছেন। হযরত হারূন (আ) মিসরী ও হিব্রু উভয় ভাষায়ই খুব পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। মিসরী ভাষা তাঁহার দেশীয় ভাষা আর হিব্রু তাঁহার মাতৃভাষা ছিল (হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ৬১)।

মোটকথা, হযরত মূসা (আ)-এর আবেদন ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, সর্বোপরি আল্লাহর একান্ত রহমত ও অনুগ্রহে হযরত হারূন (আ) নবুওয়াত লাভ করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ۔

"আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে (মূসাকে) দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে" (১৯ ঃ ৫৩)।

হারূন (আ)-কে নবী করার ব্যাপারে মূসা (আ)-এর দোআ কবুল করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۔

"তিনি বলিলেন, হে মূসা! তুমি যাহা চহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল" (২০ ঃ ৩৬)।

হযরত মূসা (আ)-এর জীবদ্দশায় হযরত হারূন (আ)-এর দায়িত্ব পালন

হযরত হারূন (আ)-কে নবুওয়াত দান করিয়া আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন হযরত হারূনকে সঙ্গে নিয়া ফিরআওনের নিকট গমন করেন এবং তাহাকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়। আল্লাহ বলেন, " তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ গমন কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না, তোমরা দুইজন ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। তোমরা তাহার সহিত নম্র কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে। তাহারা বলিল, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদিগকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হইবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদিগের সংগে আছি, শুনি ও দেখি।' সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল ঃ আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সহিত বনী ইসরাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন; এবং শান্তি তাহাদের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে সৎপথ" (২০ ঃ ৪২-৪৭)।

আল্লাহ্র উপরিউক্ত নির্দেশমতে হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে মিলিত হইলেন। দুই ভ্রাতা মিলিত হওয়ার ঘটনা কাসাসুল কুরআনে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনের জন্য মূসা মিসর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। যখন তিনি মিসরে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। চুপি চুপি মিসরে প্রবেশপূর্বক নিজের বাড়িতে গিয়া পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার মা ও বড় ভাই হারূন (আ) রাতের আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত আহার করিলেন। অতঃপর হারূন (আ) কে বলিলেন, "আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাকে ফিরআওনের নিকট গিয়া আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করার দাওয়াত দিতে আদেশ দিয়াছেন। তুমি আমার সঙ্গে চল। তখন উভয়েই ফিরআওনের প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, প্রাসাদের কপাট বন্ধ। মূসা (আ) দ্বাররক্ষী ও সচিবদের (হাজিব) বলিলেন, 'তোমরা ফিরআওনকে গিয়া বল যে, আল্লাহর রাসূল দরজায় অপেক্ষা করিতেছেন। তাহারা তখন তাঁহার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ফিরআওনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মূসা (আ)-কে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। মতান্তরে তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা দরজায় আঘাত করিলে ফিরআওন দুই ভাইকে ডকিয়া পাঠায়। "আর সদাপ্রভু হারোণকে বলিলেন, তুমি মোশির সহিত সাক্ষাত করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে তিনি গিয়া ঈশ্বরের পর্বতে তাঁহার দেখা পাইলেন ও তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। তখন মোশি প্রেরণকর্তা সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও তাঁহার আজ্ঞাপিত সমস্ত চিহ্নের বিষয় হারোণকে জ্ঞাত করিলেন। পরে মোশি ও হারোণ গিয়া ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত প্রাচীনকে একত্র করিলেন। আর হারোণ মোশির প্রতি সদাপ্রভুর কথিত সমস্ত বাক্য তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন এবং তিনি লোকদের দৃষ্টিতে সেই সকল চিহ্ন-কার্য করিলেন। তাহাতে লোকেরা বিশ্বাস করিল; এবং সদাপ্রভু ইস্রাঈল সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন ও তাহাদের দুঃখ দেখিয়াছেন, ইহা শুনিয়া তাহারা মস্তক নমন পূর্বক প্রণিপাত করিল" (পবিত্র বাইবেল, যাত্রাপুস্তক ৪ঃ ২৭-৩১)।

হযরত হারূন (আ) ও হযরত মূসা (আ) উভয়ের সাক্ষাতের পর তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা সমাপ্ত করিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের উদ্দেশে ফিরআওনের নিকট যাওয়া এবং তাহাকে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়া উচিত। কোন কোন তাফসীরকার লিখিয়াছেন, যখন উভয় ভ্রাতা ফিরআওনের দরবারে গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহাদের মাতা স্নেহাতিশয্যের দরুন তাঁহাদিগকে বারণ করিতে চাহিলেন। "তোমরা এমন ব্যক্তির নিকট যাইতে চাহিতেছ, যে যুগপৎ রাজমুকুট এবং রাজসিংহাসনের মালিক, যালিম এবং অহংকারী। সেখানে যাইও না, সেখানে যাওয়া বিফল হইবে। কিন্তু উভয়ে মাতাকে বুঝাইলেন, আল্লাহ তা'আলার আদেশ লংঘন করা যায় না। তিনি ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমরা সফলকাম হইব। যাহা হউক, উভয় ভ্রাতা ফিরআওনের দরবারে পৌঁছিলেন এবং নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ফিরআওনের সিংহাসনের নিকট পৌঁছিয়া হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) নিজেদের আগমনের কারণ বর্ণনা করিলেন। যখন কথোপকথন আরম্ভ হইল, তাঁহারা বলিলেন, ফিরআওন! আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে রাসূল নিযুক্ত করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা তোমার নিকট দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চাহিতেছি। একটি এই যে, আল্লাহ তা'আলাকে একক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস এবং কাহাকেও তাঁহার শরীক সাব্যস্ত করিবে না। দ্বিতীয়টি হইল, যুলম ও

অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হও এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দাও। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, দৃঢ় বিশ্বাস কর যে, আমরা বানোয়াট এবং কৃত্রিম বলিতেছি না। আমাদের এমন দুঃসাহসও নাই যে, আমরা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিব। আমাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য যেমন আমাদের এই শিক্ষা স্বয়ং সাক্ষী রহিয়াছে তদ্রূপ আল্লাহ আমাদিগকে দুইটি মু'জিযাও দান করিয়াছেন। অতএব তোমার জন্য ইহাই সঙ্গত হইবে যে, সত্যকে ও আল্লাহ পাকের এই পয়গামকে কবূল করিয়া নাও এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দাও (হিফজুর রহমান সিওহারাবী, কাসাসূল কুরআন, বংগানুবাদ নূরুর রহমান, ২খ, পৃ. ৭৬-৭৭)।

হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ)-এর এই আহবানে ফিরআওন সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, উপরন্তু ফিরআওন তাহার মন্ত্রী হামানকে একটি উচ্চ ইমারত নির্মাণ করিতে আদেশ দিল যাহাতে সে মূসা ও হারূনের খোদার অবস্থা জানিতে পারে এবং খোদা ও তাহাদের উভয়ের মুকাবিলা করিতে পারে। তাঁহারা উভয়ে ফিরআওনকে সর্বতোভাবে বুঝাইলেন, কিন্তু সে ও তাহার সভাসদগণ ক্ষিপ্ত হইয়া মুকাবিলার চ্যালেঞ্জ জানাইল, এমনকি তাঁহাদের জেলখানায় বন্দী করার হুমকি দিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসার মাধ্যমে কতিপয় মু'জিযার প্রকাশ ঘটান। তন্মধ্যে একটি হইল ফিরআওনের দরবারে হযরত মূসার লাঠি ফেলিয়া দেওয়া এবং সেই লাঠি এক বিরাটকায় অজগরের আকৃতি ধারণ করা। তবে পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় এই মুজিযা হযরত মূসার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় দেখা যায় যে, লাঠি অজগর হইয়া যাওয়ার মুজিযাটি পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ও বাইবেলের বর্ণনা পরস্পরবিরোধী। তবে কুরআনের বর্ণনাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। তবে বিষয়টির এইভাবে সমন্বয় করা যাইতে পারে যে, যেহেতু হযরত হারূন (আ) প্রায় সর্বক্ষেত্রেই হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গী, সহকারী, সাহায্যকারী ও সহসংঘটক ছিলেন, সেইহেতু এই ক্ষেত্রেও হযরত হারূন হযরত মূসার দ্বারা সংঘটিত এই মুজিযার সহসংঘটক ছিলেন ও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

হযরত মূসা ও হারূন (আ) অতঃপর বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে লইয়া তূর ময়দান হইতে সীন বা সীনাই-এর পথ ধরিলেন। সীনার দেব মন্দিরসমূহে তখন মূর্তিপূজকরা মূর্তিপূজায় রত ছিল। বনী ইসরাঈল এই দৃশ্য দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমাদেরকেও এইরূপ মাবূদ বানাইয়া দাও। তাহা হইলে আমরা ইহাদের মত উহাদের পূজা করিব। হযরত মূসা বনী ইসরাঈলের এ অকৃতজ্ঞতা ও শিরক্-এর ধ্যান-ধারণার জন্য শাসাইলেন। কিন্তু তাহারা সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হইলেও পরে সামেরীর প্ররোচনায় বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়া পড়ে।

হযরত মূসা (আ) যখন তূর পাহাড়ে ৪০ দিনের ই'তিকাফের জন্য গমন করেন তখন হযরত হারূন (আ)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান এবং মানুষকে হিদায়াত করা, আহকামে শারী'আতের প্রচলন ও প্রয়োগ এবং নেতৃত্বের যে অধিকার কেবল মূসার জন্য খাস ছিল, তিনি তাহার সব কিছুই হযরত হারূনকে অর্পণ করিয়া যান এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের দায়িত্ব তাঁহাকে দিয়া যান। এই সম্পর্কে তিনি হারূন (আ)-কে পরামর্শ দেন যে, বনী ইসরাঈল অস্থির

স্বভাবের লোক। যদি আমার অনুপস্থিতিতে ইহারা গোমরাহীর পথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ইহাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিবে এবং আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। উপরন্তু ইহাও লক্ষ্য রাখিবে যেন আমার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯০)। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না' (দ্র. সূরা আ'রাফ ঃ ১৪২)।

কিন্তু হযরত মূসা (আ) তূর পাহাড়ে চলিয়া যাওয়ার পর কতিপয় এমন ঘটনা সংঘটিত হয় যাহাতে তাঁহার আশংকাই সত্য হইয়া দেখা দেয় এবং যেভাবে তিনি হযরত হারূনকে বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তাহারা মিসর হইতে চলিয়া আসার সময় যেসব স্বর্ণালংকার তাহাদের সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল, হযরত মূসা (আ) তূর পাহাড়ে যাওয়ার পর সামেরী স্বর্ণালংকারসমূহ গলাইয়া সেই স্বর্ণের দ্বারা একটি বাছুর বানায়। সে একটি কল তৈরি করিয়া বাছুরের ভিতরে স্থাপন করিয়া দেয়। ফলে ইহার ভিতর হইতে এক ধরনের আওয়াজ বাহির হইতেছিল। সামেরী বনী ইসরাঈলকে বলে যে, মূসা কোথায় আছে জানি না এবং সে কোন খোদাকে তালাশ করিতে গিয়াছে? তোমাদের খোদা তো ইহাই। তখন বনী ইসরাঈল এই বাছুরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং ইহাকেই পূজা করিতে শুরু করিয়া দিল (মুহাম্মদ জামীল আহমদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯০-২৯১)।

সামেরী যখন বনী ইসরাঈলকে উৎসাহ প্রদান করিল যে, তাহারা যেন তাহার স্বহস্তে নির্মিত গো-বাছুরকে নিজেদের মা'বূদ মনে করে এবং উহার পূজা করে, তখন তাহারা সহজে উহা কবুল করিয়া লইল। হযরত হারূন (আ) ইহা দেখিয়া বনী ইসরাঈলকে খুব বুঝাইলেন যে, এরূপ করিও না। ইহা তো গোমরাহীর পথ। কিন্তু তাহারা হারূন (আ)-এর কথা মান্য করিতে অস্বীকার করিল এবং বলিল, আমরা যাহা অবলম্বন করিয়াছি মূসা (আ) ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত উহা হইতে নিবৃত্ত হইব না (হিফজুর রহমান সিওহারাবী, কাসাসুল কুরআন, বংগানুবাদ ২খ, পৃ. ২০০-২০১)।

হযরত হারূন (আ) বনী ইসরাঈলের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিলেন। তিনি হযরত মূসা (আ)-র উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিস্থিতি মুকাবিলা করার চেষ্টা করেন ও তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

"হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল" (দ্র. সূরা তা-হা ঃ ৯০)।

কিন্তু বনী ইসরাঈল তাহাদের গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকিল এবং অত্যন্ত অসৌজন্য ভাষায় উত্তর দিল। উহারা বলিয়াছিল ঃ আমাদের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না (সূরা তা-হা ঃ ৯১)।

কেবল ইহাই নহে, যখন হযরত হারূন বনী ইসরাঈলকে ঐ শির্ক হইতে বিরত রাখার জন্য এবং তাহাদের সংশোধন ও হিদায়াতের জন্য আরও তৎপর হইলেন, তখন তাহারা আরও বিগড়াইয়া যায় এবং হযরত হারূন (আ)-কে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। পবিত্র কুরআনে হযরত হারূনের বক্তব্য নিম্নোক্তভাবে বিধৃত হইয়াছে ঃ "হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল" (দ্র. সূরা আ'রাফ ঃ ১৫০)।

উপরিউক্ত বর্ণনায় ইহা স্পষ্ট যে, হারূন (আ) আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়,এই আশংকায় তিনি হযরত মূসা(আ)-র প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন (মুহাম্মাদ জামীল আহ্‌মাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯১)।

হযরত মূসা (আ)-র প্রত্যাবর্তন ও হযরত হারূন (আ)-র সাথে বিতর্ক

তূর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলের গোমরাহীর কথা অবহিত করেন। ফলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও রাগান্বিত অবস্থায় দ্রুত কওমের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তাওরাতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, যখন তিনি বনী ইসরাঈলের অবস্থানস্থলের সন্নিকটে পৌছেন, তখন তিনি বনী ইসরাঈলের আওয়ায শুনিতে পান। এ আওয়ায ঐ বাছুর পূজার গানের আওয়ায ছিল। ঐ সময় হযরত মূসার সঙ্গে তাঁহার খাস খাদেম হযরত ইউশা ইব্‌ন নূনও ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, সম্ভবত ইহা যুদ্ধের আওয়ায (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯২)।

বাইবেলে আছে ঃ "পরে যিহোশূয় কোলাহলকারী লোকদের রব শুনিয়া মোশিকে কহিলেন, শিবিরে যুদ্ধের শব্দ হইতেছে। তিনি কহিলেন, উহা ত জয়ধ্বনির শব্দ নয়, পরাজয় ধ্বনিরও শব্দ নয়; আমি গানের শব্দ শুনিতে পাইতেছি। পরে তিনি শিবিরের নিকটবর্তী হইলে ঐ গোবৎস এবং নৃত্য দেখিলেন" (বাইবেলের যাত্রাপুস্তক, ৩২ ঃ ১৭-১৯)।

এই ঘটনায় হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি সম্ভবত এইজন্য বেশী রাগান্বিত হন যে, হযরত হারূন (আ)-এর উপস্থিতিতে ইহাদের পথভ্রষ্টতা কিভাবে সীমা অতিক্রম করিল। কওমের লোকদের নিকট পৌছিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের একী অবস্থা? তোমরা কি শুরু করিয়াছ? কওমের লোকেরা তাঁহার ক্ষোভ ও ঈমানী জযবা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, আমরা নির্দোষ, এই ভুল আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় করি নাই। সামেরী আমাদের অলংকারগুলি গলাইয়া বাছুর বানায় এবং বলে, মূসা (আ) আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের মা'বূদ তো এখানেই রহিয়াছে। ফলে আমরা ইহার পূজা করিতে শুরু করিলাম।" কওমের লোকদের এই জওয়াব শুনার পরও হযরত মূসা এই তথ্য পান নাই যে, হযরত হারূন এই প্রেক্ষিতে কওমকে বাছুর পূজা হইতে বিরত রাখার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়াছিলেন এবং তাহাদের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য কি ধরনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচণ্ড রাগে ও ক্ষোভে ফাটিয়া পড়েন এবং তাঁহার হাত হইতে তাওরাতের ফলকগুলি ফেলিয়া দিয়া হযরত হারূনের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার মাথা ও দাড়ি ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিলেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯২-২৯৩)।

হযরত হারূন (আ) রিসালাত ও নবুওয়াতের ব্যাপারে হযরত মূসার সাহায্যকারী এবং ঐ মুহূর্তে তাঁহার প্রতিনিধি। এইজন্য তিনি হযরত হারূনকে কৈফিয়তের সুরে বলেন, "হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে" (দ্র. ২০ ঃ ৯২-৯৩)?

হযরত হারূনের প্রতিনিধিত্বের সময় যে ফিত্না সংঘটিত হয় এবং যিনি হযরত মূসা'র ক্রোধ দেখিয়া প্রথম দিকে নিশ্চুপ ছিলেন, তিনি এইবার কৈফিয়ত দানের ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "হারূন বলিল ঃ হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিও না; আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই" (দ্র. ২০ঃ ৯৪)।

উপরন্তু হযরত হারূন (আ) বলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেইজন্য আমি কঠোর কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আগে তোমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করিলাম (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯৫)।

এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন এবং তাঁহার ভাই হযরত হারূনও আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ছিলেন। তাহা ছাড়া হযরত হারূন মূসা'র বড় ভাই ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ) কিভাবে তাঁহার বড় ভাই হারূন (আ)-এর সহিত রূঢ় আচরণ করিলেন? ইহা কি নবী-রাসূলের শান-এর পরিপন্থী নহে ? ইহার উত্তরে মাওলানা শিব্বীর আহমদ উছমানী (র) বলেন ঃ

"হযরত মূসা (আ) বনী ইসারঈলের ঐ মুশরেকী কর্মকাণ্ড দেখিয়া এবং হযরত হারূন (আ)-এর নম্রতা ও দুর্বলতার কথা অনুমান করিয়া এত উত্তেজিত হইয়া পড়েন যে, হারূন (আ)-এর প্রতি রাগে ও ক্ষোভে এবং ঈমানী তেজে তেজোদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার দাড়ি ও মাথার চুল টানিয়া ধরেন। তিনি হারূনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই কাজ করেন নাই।

"হযরত হারূন সম্পর্কে তাঁহার তখন এই ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি সম্ভবত ঐ অবস্থার সংশোধনের যথাযথ চেষ্টা করেন নাই, অথচ তাঁহাকে এই ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্যই হারূন তাঁহার বড় ভাই ও নবী ছিলেন, কিন্তু পদমর্যাদায় তিনি (মূসা) বড় ছিলেন এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য সার্বিক ব্যবস্থাপনার দিক হইতে হযরত হারূনকে তাঁহার উযীর ও অনুসারী বানানো হইয়াছিল। এই ঘটনায় মূসা (আ)- এর নেতৃত্বের ও শাসন ক্ষমতার মর্যাদার প্রকাশ ঘটে, যেন তাঁহার পক্ষ হইতে উত্তেজনা প্রকাশ ও কঠোর বিচার-বিশ্লেষণ হযরত হারূনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার উপর এক ধরনের ভর্ৎসনা ছিল। ইহা দ্বারা কওমকেও এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, পয়গাম্বরের অন্তর তাওহীদের প্রেমে কতখানি বিভোর এবং শির্ক ও কুফ্রের প্রতি কতখানি বিতৃষ্ণ হইতে পারে, যাহার ফলে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র অলসতা অথবা নীরবতা সহ্য করিতে পারেন না। এমনকি কোন নবী'র ব্যাপারে যদি এমন ধারণা হয় যে, তিনি শির্ক-এর মুকাবিলায় উচ্চকণ্ঠ হওয়ায়

ন্যূনতম ত্রুটি করিয়াছেন তাহা হইলে তিনি আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার অধিকারী হইলেও এইরূপ জবাবদিহিতা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন না। এই অবস্থায় শারী'আতের দৃষ্টিতে মূসা (আ)-এর কোন ত্রুটি ছিল না" (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯৩-২৯৪)।

হযরত মূসা (আ)-এর রাগ, ক্ষোভ ও হযরত হারূনের সহিত রূঢ় আচরণ যে কোন ব্যক্তিগত বা মর্যাদাগত কারণে ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। হযরত মূসা (আ) যখন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইলেন, তখন তাঁহার রাগ ও ক্ষোভ নির্বাপিত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার নিজের জন্য ও হযরত হারূনের ক্ষমার জন্য দু'আ করেন ঃ "মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার দয়ার আশ্রয় দাও আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু" (দ্র. ৭ ঃ ১৫১)।

বাইবেলে স্বর্ণের বাছুর তৈরী সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, হযরত হারূন-ই ঐ বাছুর তৈরি করিয়াছিলেন (দ্র. যাত্রাপুস্তক, ২ ঃ ১-৬)।

অনুরূপ আরও কিছু তথ্য হযরত হারূন (আ) সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা হযরত হারূনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অপবাদ।

কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন এক মু'জিযা যে, এই কুরআন প্রত্যেক পয়গাম্বরকে নিষ্পাপ প্রমাণ করে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অমূলক অভিযোগ ও অপবাদ হইতে তাহাদিগকে পবিত্র ও নির্দোষ ঘোষণা করিয়া পয়গাম্বরদের পবিত্রতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। হযরত হারূনের ব্যাপারেও কুরআন মিথ্যা ও অসত্যের প্রাসাদকে আসল অপরাধীর নাম উল্লেখ করিয়া কেবল একটি শব্দ "সামেরী" দ্বারা সর্বকালের জন্য ধুলিস্যাৎ করিয়া দেয় (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ২৯৭)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ·

"তিনি বলিলেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামেরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে" (২০ ঃ ৮৫)।

অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর অনুসন্ধানের পর খোদ বনী ইসরাঈলের যবানীতে কুরআন নিম্নোক্ত সাক্ষ্য দেয় ঃ

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ·

"উহারা বলিল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অংগীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করি নাই। তবে আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকাণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে" (২০ ঃ ৮৭)।

হযরত হারূন (আ)-এর বিরুদ্ধে বাইবেলের অপবাদের উত্তরে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হযরত হারূনের নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা দেন ঃ

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ.

"হারূন উহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল" (২০ ঃ ৯০)।

হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ)-এর কথাবার্তার পর হযরত মূসা (আ) সামিরীকে যে প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে হারূনের নির্দোষিতা ও সামেরীর অপরাধ প্রমাণিত হইয়া যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ.

"মূসা বলিল, হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী? সে বলিল, আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই। অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি মাটি লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল এইরূপ করা" (২০ ঃ ৯৫-৯৬)।

সামেরী'র স্বীকারোক্তিমূলক এই আয়াতের তাফসীরে হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলবী (র) বলেন, যখন বনী ইসরাঈল দ্বিধাবিভক্ত সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল, জিবরাঈল (আ) মধ্যস্থলে পড়িলেন, যাহাতে ফিরআওন বনী ইসরাঈল পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারে। সামেরী চিনিতে পারিল যে, ইনি জিবরাঈল (আ)। তাঁহার পদচিহ্ন হইতে সে কিছু মাটি উঠাইয়া লইল। সেই মাটিই সে স্বর্ণ-নির্মিত গো-বাছুরের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বর্ণগুলি ছিল কাফিরের সম্পদ যাহা ধোঁকার মাধ্যমে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এখন উহাতে বরকতময় মাটি পতিত হইল। হক ও বাতিল মিশ্রিত হইয়া এক চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইল, ফলে উহার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ও আওয়ায উৎপন্ন হইল। এমন বস্তু হইতে দূরে থাকা উচিত। ইহা হইতেই মূর্তিপূজা প্রসার লাভ করে (হিফজুর রহামান সিওহারাবী, কাসাসুল কুরআন, বংগানুবাদ, ২খ, পৃ. ২১২)।

সুতরাং ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হইয়া গেল যে, হযরত মূসা (আ) যখন হযরত হারূন (আ)-কে বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে রাখিয়া তূর পাহাড়ে যান, তখন হযরত হারূন (আ) সঠিকভাবেই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। অস্থিরমতি, অসহিষ্ণু ও পথভ্রষ্ট বনী ইসরাঈল সামেরীর প্ররোচনায় পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হয়। হযরত হারূন তাহাদিগকে শত চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। প্রথমে হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও পরে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন এবং সামেরীকে ভর্ৎসনা করেন। সামেরী চিরকালের জন্য ধিকৃত হইবে তাহা জানাইয়া দেন, যাহা পবিত্র কুরআনের ভাষায় নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لاَ مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ـ

"মূসা বলিল, দূর হও! তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে, আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যাহার ব্যতিক্রম হইবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে। আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই" (২০ ঃ ৯৭)।

হযরত হারূন (আ)-এর শেষ জীবন

শেষ জীবন পর্যন্ত হযরত হারূন (আ) তীহ্ প্রান্তরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। সিনাই উপত্যকা হইতে তিনি বনী ইসরাঈলের সঙ্গে রাফীদীন-এ পৌঁছেন, ঐ স্থানে হযরত মূসা (আ) পাথরে তাঁহার লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশে পানি'র ১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত করিয়েছিলেন। তথা হইতে হযরত হারূন কাবেস-এ পৌঁছেন, যেখানে মান্না ও সালওয়া নাযিল হইয়াছিল। এই স্থানে বনী ইসরাঈলকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহারা সিরিয়ায় প্রবেশ করিতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাথে বেআদবি শুরু করে, তখন হারূনও মূসা'র সঙ্গে আল্লাহ্র ভয়ে সিজদায় পতিত হন। হযরত মূসা'র অনুসরণে তাঁহার তৎপরতা এবং তাঁহার উপর হযরত মূসা'র আস্থা—ঐ সময়ে মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে যে আরয করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই বুঝা যায় ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ـ

"সে (মূসা) বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও" (৫ ঃ ২৫)।

বনী ইসরাঈলকে এই অপতৎপরতার কারণে (সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও জর্দানের অংশ) আল্লাহ্র নির্দেশে ৪০ বৎসরের জন্য শামদেশে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং বলিয়া দেওয়া হয় যে, বর্তমান প্রজন্মের ইউশা' (আ) ও কালিব ছাড়া আর কেউ-ই শামদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে হযরত হারূন (আ) বনী ইসরাঈলের সঙ্গে দীর্ঘ কাল কাবেস-এ অবস্থান করেন। অতঃপর বনী ইসরাঈল যখন কাবেস হইতে প্রস্থান করে তখন তিনিও তাহাদের সহযাত্রী হইয়া আদূম রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কূহ্ শা'ঈর-এর পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করেন। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের শেষ সফর (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ৩০০-৩০১)।

হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ)-কেও ঐ ময়দানে থাকিতে হইয়াছিল এবং তাঁহারা উভয়ে "পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এই কারণে যে, যখন বনী ইসরাঈলের সম্পূর্ণ

কাফেলাকে "পবিত্র ভূমিতে" প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, তখন তাহাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্র পয়াগম্বরের তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী ছিল, যাহাতে তাহাদের বয়স্ক ব্যক্তিগণ সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নূতন প্রজন্মের মধ্যেও সক্ষমতা সৃষ্টি হয়, যাহার মাধ্যমে তাহারা "পবিত্র ভূমিতে" প্রবেশ করার পর আল্লাহ্র হুকুম পালন করিতে পারে (কাসাসুল কুরআন, ১খ, পৃ. ৫১৭)।

হযরত হারূন (আ)-এর ইন্তিকাল

বাইবেলের গণনা পুস্তকে হযরত হারূন (আ)-এর ইন্তিকালের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্র ইলীয়াসকে হোর পর্বতের উপরে লইয়া যাও। আর হারোণকে তাহার বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাহার পুত্র ইলীয়াসকে তাহা পরিধান করাও। হারোণ সে স্থানে (আপন লোকদের কাছে) সংগৃহীত হইবে, সেখানে মরিবে। তখন মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ী কর্ম করিলেন; তাঁহারা সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে হোর পর্বতে উঠিলেন। পরে মোশি হারোণকে তাঁহার বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাঁহার পুত্র ইলীয়াসকে তাহা পরিধান করাইলেন; এবং হারোণ সে স্থানে পর্বত শৃঙ্গে মরিলেন; পরে মোশি ও ইলীয়াস পর্বত হইতে নামিয়া আসিলেন। আর যখন সমস্ত মণ্ডলী দেখিল যে, হারোণ মরিয়া গিয়াছেন, তখন সমস্ত ইসরাঈল -কুল হারোণের জন্য ত্রিশ দিন পর্যন্ত শোক করিল (গণনা পুস্তক, ২০ ঃ ২৫-২৯)।

বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণে বলা হইয়াছে ঃ "ইসরাঈল সন্তানগণ বেরোৎ-বেনেয়াকন হইতে মোষেরোতে যাত্রা করিলে হারোণ সে স্থানে মরিলেন এবং সেই স্থানে তাঁহার কবর হইল; এবং তাঁহার পুত্র ইলীয়াস তাঁহার পরিবর্তে যাজক হইলেন" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১০ ঃ ৬)।

হযরত হারূন (আ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কে ইব্ন কাছীর বলেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা'র নিকট ওহী নাযিল করেন যে, আমি হারূনকে মৃত্যু দিতে চাই। অতএব তাহাকে নিয়া অমুক পাহাড়ে যাও। অতঃপর মূসা ও হারূন সেই পাহাড়ে গেলেন। তাহারা সেইখানে একটি বৃক্ষ দেখেন যেমন বৃক্ষ ইতোপূর্বে কেহ দেখে নাই। তাঁহারা সেইখানে নির্মিত একটি গৃহ দেখেন, সেই গৃহে একটি খাট ছিল এবং পবিত্র বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। হযরত হারূন যখন ঐ পাহাড়, গৃহ ও ঐ গৃহের মধ্যে যাহা ছিল সবকিছু দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তখন তিনি মূসাকে বলিলেন, হে মূসা.....আমি এই খাটের বিছানায় ঘুমাইতে চাই। মূসা তাহাকে বলিলেন, আপনি এই বিছানায় ঘুমান। হারূন বলিলেনঃ আমি ভয় পাইতেছি যে, এইখানে ঘুমাইলে এই গৃহের মালিক আসিয়া দেখিতে পাইলে হয়তো আমার উপর রাগান্বিত হইবেন। মূসা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি ভয় পাইবেন না, আমি এই গৃহের মালিককে বুঝাইয়া বলিব। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান। হারূন (আ) বলিলেন, তুমিও আমার সহিত ঘুমাও। বাড়ির মালিক আসিলে উভয়ের উপরই রাগ করিবে। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে যখন ঘুমাইলেন তখন হযরত হারূনের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। তিনি মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিলেন, হে মূসা! তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়াছ। অতঃপর যখন তাঁহার মৃত্যু হইল তখন ঐ গৃহ ও বৃক্ষ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং খাটটি তাঁহাকে নিয়া আকাশে উঠিয়া গেল।

অতঃপর হযরত মূসা যখন একা তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, বনী ইসরাঈলের নিকট হারূন অধিক প্রিয় হওয়ায় হিংসার কারণে মূসা হারূনকে

হত্যা করিয়াছেন এবং হারূন তাহাদের নিকট মূসা'র তুলনায় নমনীয় ছিলেন। মূসা (আ)-এর মধ্যে কিছুটা কঠোরতা ছিল। মূসা (আ) এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলেন, আফসোস! আমার ভাইকে আমি হত্যা করিয়াছি? তাহারা যখন এই ব্যাপারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি শুরু করিল তখন হযরত মূসা (আ) দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন। ফলে খাটটি (হারূনকে লইয়া) নিচের দিকে নামিয়া আসে। বনী ইসরাঈলের লেকজন আসমান ও যমীনের মধ্যে তাহা দেখিতে পায় (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া; অবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার এই প্রসঙ্গে অনুরূপ একটি বর্ণনায় বলেন যে, হারূনের দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৯৮)।

এই সম্পর্কে Encyclopaedia of Islam-এ হারূন নিবন্ধের প্রবন্ধকার বলেন, একদিন মূসা ও হারূন একটি গর্ত দেখিতে পাইলেন, যেখানে একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। তাঁহারা উভয়ে সেই গর্তে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে একটি স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসন পাইলেন। ঐ সিংহাসনে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ লিখিত ছিলঃ এই সিংহাসন তাহার জন্য, যিনি ইহার উপযুক্ত। সিংহাসনটি হযরত মূসা'র জন্য খুবই ছোট ছিল। হযরত হারূন ইহাতে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন মৃত্যুর ফেরেশ্তা আসিয়া হযরত হারূনের জান কবজ করেন। হযরত হারূন, হযরত মূসা'র তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর মূসা (আ) ইসরাঈলীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাহারা মূসাকে তাঁহার ভাই হারূন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তাহারা হারূনের মৃত্যুর কথা শুনিয়া মূসাকে দায়ী করে যে, তিনিই হযরত হারূনকে হত্যা করিয়াছেন। ফেরেশতা তখন হারূনের কফিন নিয়া উপস্থিত হন এবং বলেন, মূসাকে এই অপরাধের জন্য সন্দেহ করিও না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত মূসা ইসরাঈলীদের হযরত হারূনের কবরের নিকট নিয়া যান এবং হযরত হারূন পুনরায় জীবিত হইয়া তাঁহার ভাই মূসাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন (The Encyclopaedia of Islam, vol. iii, p, 231-32)।

সন্তান-সন্তুতি

বাইবেলে হযরত হারূনের এক স্ত্রী ও চারজন পুত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল আল-য়াসা যিনি আম্মীনাদাব (Amminadab) -এর কন্যা এবং নাহ্সূন-এর বোন ছিলেন। এই বিবাহ তাঁহার মিসরে অবস্থানকালে সংঘটিত হয়। আল-য়াসা-এর গর্ভে তাঁহার চার সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সন্তানদের নাম ঃ নাদাব (Nadab), আবীহূ (Abihu) ও আল-য়া'যার (Eleasar), ইথমর (Ithamar)।

হযরত মূসা (আ) তাঁহাদের উভয়ের লাশ উঠাইয়া তাঁবুর বাহিরে পাঠাইয়া দেন এবং হযরত হারূন (আ) ও তাঁহার পুত্রদিগকে ও মাতম না করিতে পরামর্শ দান করেন। সম্ভবত ঐ সময় পর্যন্ত হযরত হারূনের ঐ দুই পুত্র নওজোয়ান ও অবিবাহিত ছিলেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, পৃ. ৩০০)। এই সম্পর্কে বাইবেল বলা হইয়াছেঃ এবং নাদাব ও আবীহূ সীনাই প্রান্তরে যখন আগুন প্রজ্জ্বলিত করেন, তখন তাঁহারা উভয়ে আল্লাহ্র হুকুমে মারা যান এবং তাঁহারা নিঃসন্তানও ছিলেন।

আল-য়া'যার (Elasar) ও ইথামর (Ithamar) তাঁহাদের পিতা হারূনের (আ) উপস্থিতিতে যাজকের দায়িত্ব পালন করিতেন (গণনাপুস্তক, ৩ ঃ ৪)।

হযরত হারূনের ইন্তিকালের পর আল-য়া'যার (Eleasar) পদে রীতিসিদ্ধভাবে অধিষ্ঠিত হন। হযরত হারূনের মোট যাজক চার পুত্রের সকলেই মিসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আল-য়া'যার-এর বিবাহ হইয়াছিল ফুতাঈল-এর কন্যার সঙ্গে এবং তাঁহাদের সন্তানের নাম ছিল ফায়খাস (যাত্রাপুস্তক, ৭ ঃ ১৪-২৭; গণনাপুস্তক ৩ ঃ ১-৪ এবং ১৭-২০; গণনাপুস্তক ২৬ ঃ ৬০-৬১ ইত্যাদি)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ জামীল আহ্মাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, লাহোর; (২) মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারাবী, কাসাসুল কুরআন, অনুবাদ মাওলানা নূরুর রহমান, ২খ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (৩) আল্-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯২ খৃ.; (৪) ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, বৈরূত, লেবানন তাবি.; (৫) Encyclopaedia of Islam, vol. iii, New Edition E. j Brill, Leiden, Hollana, 1479; (৬) মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; (7) Good news Bible Today's English verson : United Bible Societies, Third print, London 1477; (৮) আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (৯) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, লাহোর।

সিরাজ উদ্দিন আহ্মাদ

২৩

হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ)

حضرت يوشع ابن نون عليه السلام

হযরত ইউশা ইব্ন নূন (আ)

বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত একজন নবী। তিনি প্রথম পর্যায়ে হযরত মূসা (আ)-এর বিশিষ্ট সহচর ছিলেন এবং হারূন ও মূসা (আ)-এর ইনতিকালের পর নবী হন। পরবর্তীতে ইসরাঈলের প্রধান সেনাপতি, যাঁহার নেতৃত্বে ইসরাঈলীরা চল্লিশ বৎসর সিনাই মরুভূমিতে অবস্থানের পর পবিত্র ভূমি বায়তুল মাকদিসে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে তাঁহার নাম 'যিহোশূয়' বলিয়া উল্লেখ আছে (দ্র. বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, যাত্রাপুস্তক, ১৭ ঃ ৯, অনু. দি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা ৯৩/৯৭, আরো দ্র. যিহোশুয়ের পুস্তক)। স্বয়ং হযরত মূসা (আ) নূন-এর পুত্র 'হোশেয়' (Hoshea)-এর নাম যিহোসোয় রাখিয়াছিলেন (দ্র. প্রাগুক্ত, গণনাপুস্তক, ১৩ ঃ ১৬; দ্বিতীয় বিবরণ, ৩২ ঃ ৪৪)। তবে আরবীতে তিনি ইয়ূশা, হিব্রু বাইবেলে 'যিহোশূয়' এবং ইংরেজীতে 'যশোয়া' (Joshua) নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত ইউশা' (আ)-এর পিতার নাম ছিল নূন (نون)। তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর বংশধর। পিতার মিসরে অবস্থানকালে ইউশা' (আ) সেইখানেই জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার বংশ নির্ধারণে কিছু মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইব্ন হাজার আস্কালানী ইবনুল আরাবীর বরাতে উল্লেখ করেন, তিনি হযরত মূসা (আ)-এর ভাগিনা (দ্র. ইব্নুল আরাবী, আহ্কামুল কুরআন, বৈরূত, তা.বি., ৩খ, পৃ. ১২৪৪; ইব্ন হাজার আস্কালানী, ফাত্হুল বারী, বৈরূত, তা.বি., ৮খ, পৃ. ৪১৫)।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারী, ইবনুল আছীর, বিশিষ্ট মুফাস্সির ইবনুল আরাবী প্রমুখের মতে হযরত ইউশা' (আ)-এর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ ইব্ন নূন ইব্ন আফ্রাইম ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আ) (দ্র. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, বৈরূত, ১৪০৩/ ১৯৮৩, ১খ, পৃ. ৩০৬, ইব্নুল আছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৫৩, ইবনুল 'আরাবী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১২৪৪)।

অপরদিকে 'আল্লামা বদরুদ্দীন আল্-'আয়নী স্বীয় গ্রন্থে ইউশা' (আ)-এর এক বিস্তারিত নসবনামা পেশ করেন এইভাবে ঃ

ইউশা' ইব্ন নূন ইব্নুর য়াশামি' ইব্ন আম্মীহুযা ইব্ন বারিস ইব্ন বা'দান ইব্ন নাখার ইব্ন তালিখ ইব্ন রাশিফ ইব্ন রাকিখ ইব্ন বারীআ ইব্ন আফ্রাঈম ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়া'কূব

আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্-সালাম (দ্র. বদ্রুদ্দীন আল-'আয়নী, 'উমাদাতুল কারী শার্হু সাহীহিল্ বুখারী, পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, আল-মাক্তাবাতুর-রাশীদিয়া, ১৪০৬ হি., ২খ., পৃ. ৬৩)।

যাহাই হউক তাঁহার নসবনামা সম্পর্কে উপরিউক্ত বর্ণনাগুলি ইসরাঈলী উৎস হইতে গৃহীত। মোটকথা তাঁহার বংশক্রম সম্পর্কে সামান্য মতপার্থক্য থাকিলেও তিনি যে বানূ ইসরাঈল তথা ইয়া'কূব (আ)-এর পুত্রগণের মাঝে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বংশ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেই বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন।

ইউশা (আ)-এর সময়কাল

তাঁহার সময়কাল নির্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন। তবে তাঁহার জীবনের একটি অংশ মূসা (আ)-এর সাহচর্যে কাটে। মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের পরে তিনি বানূ ইসরাঈলের নবী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। অধুনা বিভিন্ন গবেষণা ও ইনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন-এর পরিবেশিত তথ্যে দেখা যায়, তিনি খৃস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন (দ্র. Ency. of Religion, vol. 8, P. 118; আরো দ্র. মুহাম্মাদ জামীল আহ্মদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, লাহোর, তা.বি., ২খ, পৃ. ৩০৪)।

তাঁহার শৈশবকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মিসরের মাটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া সেইখানেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কেননা বানূ ইসরাঈলগণ সিনাইয়ে আসিবার সময় হযরত ইউশা' (আ)-এর বয়স বিশ বৎসরের কম ছিল না বলিয়া তথ্য পাওয়া যায়। যেমন প্রচলিত বাইবেলে আছে ঃ

"আর সেইদিন সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আব্রাহামকে, ইসহাককে ও যাকোবকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, মিসর হইতে আগত পুরুষদের মধ্যে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক কেহই সেই দেশ দেখিতে পাইবে না। কেননা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমার অনুগত হয় নাই; কেবল কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র যিহোশুয় উহা দেখিবে। কারণ তাহারাই সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগত হইয়াছে" (গণনাপুস্তক, ৩৪ ঃ ১৭)।

সেই সময়ে তিনি ছিলেন একজন যুবক। সেইজন্য আল-কুরআনেও তাঁহাকে মূসা (আ)-এর যুবক হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে (দ্র. ১৮ ঃ ৬০)।

কুরআন ও হাদীছে হযরত ইউশা (আ)

কুরআন কারীমে হযরত ইউশার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে যদিও স্পষ্টভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই (দ্র. ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বর্ণিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর হাদীছে উল্লেখ করা হয় যে, আল-কুরআনে বর্ণিত মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর সাক্ষাত লাভের ঘটনায় মূসা (আ)-এর সাথে যেই যুবক ছিলেন, সেই যুবকের নাম ইউশা' ইব্ন নূন (বুখারী, কিতাবুত্ তাফসীর, বাব ওয়া ইয্

কালা মূসা লিফাতাহু.....; দ্র. ইব্‌ন হাজার আস্‌কালানী, প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ. ৪০৯)। আল-কুরআনের সূরা কাহ্‌ফে সেই যুবকের বিষয়টিই উল্লেখ করা হইয়াছেঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا .

"স্মরণ কর, মূসা যখন তাহার সঙ্গী যুবককে বলিয়াছিল, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব" (১৮ ঃ ৬০)।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا .

"যখন উহারা আরও অগ্রসর হইল, মূসা তাহার সংগী যুবককে বলিল, আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি" (১৮ ঃ ৬২)।

অনেক মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছের-প্রসিদ্ধ মত হইল, সেই যুবক ছিলেন ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ)। নাওফ আল-বিকালি ও আবূ নসর ইবনুল কুশায়রী ও ইবনুল আরাবী (দ্র. ইব্‌ন হাজার আস্‌কালানী, প্রাগুক্ত, ৮খ., পৃ. ৪১৫, আরো দ্র. আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল্-আনসারী আল-কুরতুবী, আল-জামি'উ লি-আহ্‌কামিল কুরআন, কায়রো, দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৩৮৭ হি/ ১৯৬৭, ১১খ, পৃ.) প্রমুখ ধারণা করিয়াছেন যে, সেই যুবক ইউশা' ইব্‌ন নূন নহেন।

যাহা হউক, নাওফ আল-বিকালির মন্তব্যকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন স্বয়ং হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) (দ্র. তাবারী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২৬২; আরো দ্র. আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, বৈরূত, দারু ইয়াহ্‌ইয়াইত্ তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি., ১৫খ., পৃ., ৩১)।

সুতরাং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বর্ণিত হাদীছসহ প্রসিদ্ধ উলামার মতে সেই যুবক ছিলেন ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ) আর আল-কুরআনের উপরিউক্ত ভাষ্যে বুঝা যায় যে, তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সাথী ও খাদেম ছিলেন।

আল-কুরআনের সূরা কাহ্‌ফের উপরিউক্ত দুই স্থান ব্যতীত সূরা মাইদাতেও হযরত ইয়ূশা ইব্‌ন নূন (আ)-এর প্রসঙ্গ আসিয়াছে বলিয়া মুফাস্‌সিরগণ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ .

"যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিল, তোমরা তাহাদের মুকাবিলা করিয়া দ্বারে প্রবেশ কর, প্রবেশ করিলেই জয়ী হইবে" (৫ ঃ ২৩)।

এই আয়াতে "দুইজন" বলিতে একজন হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ) এবং অপরজন হইলেন কালিব ইব্‌ন ইয়ুফান্না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-সহ অন্যান্য অনেক মুফাসসির ও মুহাদ্দিছের অভিমত ইহার স্বপক্ষে। তবে প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত দাহহাকের মতে সেই দুই ব্যক্তি বানূ ইসরাঈলভুক্ত নহেন, বরং দুর্ধর্ষ জাতিসমূহের মধ্যে এমন দুইজন যাহারা মূসা (আ)-এর আনীত ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন (দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ. ১২৭)।

তবে সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে হযরত ইউশা' (আ) অন্তর্ভুক্ত থাকিবার পক্ষে যে মতটি আছে তাহাই বেশী প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য, যাহা বাইবেলের তথ্যও সমর্থন করে (দ্র. গণনাপুস্তক, ১৪ ঃ৭-৯)।

এইখানে উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনের উক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে বুঝা যায়, তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্বেই এক অসম সাহসী ঈমানদার মর্দে মুজাহিদ ও মূসা (আ)-এর এক বিশ্বস্ত অনুসারী ছিলেন। তিনি বানূ ইসরাঈলকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী হিসাবে দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

তেমনিভাবে সূরা মায়িদার অন্য স্থানে আসিয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۖ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ‐

"আর আল্লাহ তো বানূ ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহোদের মধ্য হইতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলাম" (৫ ঃ ১২)।

মুফাস্সিরগণের মতে এই দ্বাদশ নেতার অন্যতম ছিলেন হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ) (দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২৯৯)।

উপরিউক্ত আয়াতে بَعَثْنَا "নিযুক্ত করিয়াছিলাম" বা "প্রেরণ করিয়াছিলাম" বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ)-এর মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হইতেছিল। সেইজন্য আল্লাহ্র মনোনয়নেই তিনি বানূ ইসরাঈলের বারজন নেতার একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

এমনিভাবে সূরা আ'রাফে আছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا ‐

"তুমি তাহাদের কছে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও, যাহাকে আমি নিদর্শন দিয়াছিলাম" (৭ ঃ ১৭৫)।

মুফাস্সিরগণের মতে যাহাকে নিদর্শন দেওয়া হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিটি হইল বাল'আম ইব্ন বাউরা, যে বানূ ইসরাঈল জাতি ও তাহাদের সৈনিকদের উপর অভিশাপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। উক্ত আয়াতে সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যাহা প্রকারান্তরে হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ)-এর প্রসঙ্গও আসিয়াছে (দ্র. ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, ৩০০)।

ইহা ছাড়া সূরা বাকারা-এর ৮৫ নং আয়াত এবং সূরা আ'রাফ-এর ১৬১ নং আয়াতে কারিয়া (قَرْيَةٌ) (বায়তুল মুকাদ্দাস) প্রবেশের যে আদেশটি দেওয়া হইয়াছে তাহা হযরত ইউশা' (আ) ও তাঁহার সাথীবর্গের প্রতি ছিল বলিয়া মুফাস্সিরগণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৪০৯; আরো দ্র. ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, ৩০২)।

সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে আল-কুরআনের সেই দুইটি স্থানেও হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ)-এর বর্ণনা আসিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

বাইবেলে হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ)

হযরত মূসা (আ)-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলীতে হযরত হারূন (আ)-এর পরেই ইউশা (আ)-এর উল্লেখ একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। যেমন যাত্রাপুস্তক, ১৭, গণনাপুস্তক, ১৪, ২৭, দ্বিতীয় বিবরণ, ৩১, ৩২, ৩৪, বংশাবলী, ১ম ও ৭ম (২৭-২৮)।

ইহা ছাড়া ইউশা' (আ)-এর নামে একটি যিহোশূয়ের পুস্তক শিরোনামে আলাদা পুস্তকই আছে। প্রচলিত তাওরাতের পঞ্চ পুস্তক (pantace)-এর পরই উহার স্থান যাহাতে হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ)-এর নবুওয়াত, যুদ্ধ পরিচালনা ও বিজয় লাভ, বানূ ইসরাঈলের প্রতি তাহাদের দিকনির্দেশনা, তাঁহার প্রশাসনিক কার্যাবলী, মু'জিযা লাভ ইত্যাদি বিষয়াবলী স্থান পাইয়াছে। ইয়াহূদীদের মধ্যে আমেরীয় নামে একটি উপদল রহিয়াছে, যাহারা তাওরাতের পঞ্চ পুস্তকের পর একমাত্র ইউশা' (আ)-এর পুস্তক ব্যতীত বাইবেলের অন্য কোন পুস্তককে ধর্মীয় স্বীকৃতি দেয় না।

হযরত মূসা (আ)-এর সহকারীরূপে হযরত ইউশা' ইবন নূন (আ)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াত লাভের পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীতে হযরত হারূন (আ)-এর পর হযরত ইউশা' ইবন নূন (আ)-এর উল্লেখ একাধিক বার আসিয়াছে। তিনি হযরত মূসা (আ)-এর একনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, তিনি মূসা (আ)-এর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৫খ., পৃ. ৩১১)।

তিনি মূসা (আ)-এর খাদেম ছিলেন। সেইজন্য আল-কুরআনেও তাঁহাকে 'মূসা (আ)-এর যুবক' বলিয়া অভিহিত করা হয় (দ্র. ১৭ ঃ ৬০)। এমনকি বর্তমান প্রচলিত তাওরাতেও আসিয়াছে, "পরে মোশি ও তাঁহার পরিচারক যিহোশূয় উঠিলেন"(দ্র. বাইবেল, যাত্রাপুস্তক ২৪ ঃ ১৩)। এমনিভাবে বাইবেলের অন্যত্র আসিয়াছে, "সদাপ্রভুর দাস মোশির মৃত্যু হইলে পর সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মোশির পরিচারককে কহিলেন, আমার দাস মোশির মৃত্যু হইয়াছে, এখন উঠ, তুমি এই সমস্ত লোক লইয়া এই যর্দ্দন পার হও" (যিহোশূয়ের পুস্তক, ১ ঃ ১-২)।

তাওরাতের কিছু কিছু তথ্য অনুসারে বুঝা যায় যে, তাওরাত গ্রহণ করিবার জন্য মূসা (আ) যখন তূর পর্বতে গিয়াছিলেন হযরত ইউশা' (আ) তখন এককভাবে হযরত মূসা (আ)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। বাইবেলে বর্ণিত নিম্নের তথ্যগুলি সেই দিকেই ইঙ্গিত করে ঃ

"আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি পর্বতে আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া এই স্থানে থাক, তাহাতে আমি দুইখানা প্রস্তর ফলক এবং আমার লিখিত ব্যবস্থা ও আজ্ঞা তোমাকে দিব, যেন তুমি লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পার। পরে মোশি ও তাঁহার পরিচারক যিহোশূয় উঠিলেন এবং মোশি ঈশ্বরের পর্বতে উঠিলেন" (যাত্রাপুস্তক, ২৪ ঃ ১২-১৩)।

আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ) যখন হযরত খিযির (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে সফরে বের হন, তখন মূসা (আ)- এর সফরসঙ্গী ছিলেন যুবক যূশা ইবন নূন (আ)। কিন্তু সেই সফর কোথায় কখন হইয়াছিল সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে (দ্র. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুত্-তাফসীর, বাব ওয়া ইয কালা মূসা লিফাতাহু; আস্কালানী, প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ., ৪০৯; তাবারী, তাফসীর, ১৫খ, পৃ. ১৮২ এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনে মূসা (আ)-এর সহিত ইউশা' (আ)-এর কথোপকথনের উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لاَ اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ٠ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ٠ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ٠ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ٠

"যখন মূসা তাহার যুবক সংগীকে বলিয়াছিল, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব। উহারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল, উহা সুড়ংগের মত নিজের পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল। যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সঙ্গীকে বলিল, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি'। সে বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল, মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে। মূসা বলিল, আমরা তো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অতঃপর উহারা নিজদের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল" (১৮ ঃ ৬০-৬৪)।

হযরত মূসা (আ) যখন সিনাই ভূমিতে ছিলেন, তখন তিনি মাদায়েন ও আমালেকাসহ তৎপার্শ্ববর্তী কয়েকটি জাতির সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর তিনি বানূ ইসরাঈলকেও যুদ্ধ করিতে হুকুম দেন। সেই সময়ে হযরত ইউশা' (আ) হযরত মূসা (আ)-এর সহিত প্রতিটি কাজে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে মূসা (আ)-ও অন্যান্যদের তুলনায় হযরত ইউশা'কে বেশী গুরুত্ব দিতেন। বাইবেলে এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু তথ্য আসিয়াছে, যাহাতে মনে হয়, হযরত ইউশা' (আ)-কে হযরত মূসা (আ) বিভিন্ন যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগ করিয়াছিলেন। নিম্নের উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয় ঃ

"ঐ সময়ে অমালেক আসিয়া রফীদীমে ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে মোশি যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আমাদের জন্য লোক মনোনীত করিয়া লও, যাও, অমালেকের সহিত যুদ্ধ কর, কল্য আমি ঈশ্বরের যষ্টি হস্তে লইয়া পর্বতের শিখরে দাঁড়াইব। পরে যিহোশূয় মোশির

আজ্ঞানুসারে কর্ম করিলেন, অমালেকের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং মোশি, হারোন ও হূর পর্বতের শৃঙ্গে উঠিলেন। আর এইরূপ হইল, মোশি যখন আপন হস্ত তুলিয়া ধরেন, তখন ইস্রায়েল জয়ী হয়, কিন্তু মোশি আপন হস্ত নামাইলে অমালেক জয়ী হয়" (যাত্রাপুস্তক, ১৭ ঃ ৮ -১১)।

পরবর্তীতে দেখা যায়, মূসা (আ)-এর দু'আ ও হযরত ইউশা' (আ)-এর অদম্য প্রচেষ্টায় ইস্রায়েলগণ অমালেকদের পরাস্ত করিয়াছিল। বাইবেলে আসিয়াছে ঃ "আর মোশির হস্ত ভারী হইতে লাগিল, তখন উহারা একখানি প্রস্তর আনিয়া তাঁহার নীচে রাখিলেন, আর তিনি তাহার উপর বসিলেন এবং হারোন ও হূর একজন একদিকে ও অন্যজন অন্যদিকে তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখিলেন, তাহাতে সূর্য অস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার হস্ত স্থির থাকিল। আর যিহোশূয় অমালেককে ও তাহার লোকদিগকে খড়্গধারে পরাজয় করিলেন। পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লিখ এবং যিহোশূয়ের কর্ণগোচরে শুনাইয়া দেও, কেননা আমি আকাশে নীচে হইতে অমালেকের নাম নিঃশেষে লোপ করিব" (যাত্রাপুস্তক, ১৭ ঃ ১২-১৫)।

অনন্তর হযরত মূসা (আ) প্রতিশ্রুত পবিত্রভূমি বায়তুল মাকদিসে প্রবেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি ইসরাঈলীদেরকে বার দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের জন্য একজন নকীব বা কর্ণধার নিযুক্ত করেন, যাহাদের কথা আল-কুরআনেও আসিয়াছে (দ্র. সূরা ৫; হূদ ঃ ১২)। তন্মধ্যে হযরত ইউশা' (আ)-কে সিব্তে ইউসুফ (আ)-এর নকীব নিয়োগ করেন, যাহাদের সংখ্যা ছিল ৪০,৫০০ (চল্লিশ হাজার পাঁচশত) জন (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯খ., পৃ. ২৯৯)।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) সেই বারজন নকীবকে বায়তুল মুকাদ্দাস ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহের জাতিসমূহের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য গোয়েন্দা হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা তথায় গমন করিয়া সেই জাতিসমূহের দুর্ধর্ষতা সম্পর্কে অবহিত হন যে, উহারা ভয়ংকর ও শক্তিশালী জাতি। তাহারা ধারণা করিল যে, ঐ সমস্ত জাতিসমূহের সাথে যুদ্ধে পারিয়া উঠা সম্ভব নয়। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এই অবস্থাটি ইসরাঈলীদের সামনে প্রকাশ করা যাইবে না। তাহা শুধু মূসা (আ)-কে অবহিত করা হইবে। অতঃপর তাহারা যখন বানূ ইসরাঈলের নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন দশজন নকীবই খেয়ানত করিয়া বসিল। তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট গোপনে সব বলিয়াছিল, যাহাতে গোটা বানূ ইসরাঈলের কাছে সেই গোপনীয় তথ্যটি ফাঁস হইয়া যায় (দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৬খ, প., ১১২)। মাত্র দুইজন সেই তথ্য গোপন রাখেন। তাহারা হইলেন ইউশা' ইব্ন নূন (আ) ও কালিব ইব্ন ইয়ুফান্না। ইব্ন 'আব্বাসের মতে সেই দুইজনের বর্ণনা আল-কুরআনেও আসিয়াছে (দ্র. প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ. ১২৭)।

অপর দিকে বানূ ইসরাঈলের কাছে সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর তাহারা নিরাশ ও হতবিহ্বল হইয়া গেল, এমনকি আবার মিসরে ফিরিয়া যাওয়ার উদ্যোগ নিল। তাই মূসা (আ) যখন তাহাদেরকে যুদ্ধে আহবান করিলেন, তখন তাহারা সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে অপারগতা প্রকাশ করিল। এই বিষয়টি আল-কুরআনেও নিম্নোক্তভাবে আসিয়াছে ঃ

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ. قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ.

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না, করিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা বলিল, হে মূসা। সেইখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রহিয়াছে এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও সেইখানে প্রবেশ করিব না, তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেই আমরা প্রবশ করিব" (৫ ঃ ২১-২২)।

অনন্তর ইসরাঈলী শিবিরে প্রচণ্ড সংকট অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, মূসা আমাদেরকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দুর্ধর্ষ জাতির তলোয়ার দ্বারা আমাদের হত্যা করিবার ফন্দী করিয়াছেন। আর এইভাবে হযরত মূসা (আ) বিপাকে পড়িয়া যান। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে দুই ব্যক্তি বানূ ইসরাঈলকে শান্ত করিবার জন্য আগাইয়া আসেন। তাঁহারা হইলেন হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ) ও কালিব ইব্ন ইয়ুফান্না। তাহারা উভয়ে বানূ ইসরাঈলকে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান এবং তাহাদের মনোবল ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, বলিল, তোমরা তাহাদের মোকাবিলা করিয়া (নগর) দ্বারে প্রবেশ কর, প্রবেশ করিলেই জয়ী হইবে। আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর কর যদি তোমরা মুমিন হও" (৫ ঃ ২৩)।

এই বিষয়টি বাইবেলে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. গণনাপুস্তক, ১৩ ঃ ৩০-৩৩) ঃ "পরে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈস্বরে কলরব করিল এবং লোকেরা সেই রাত্রিতে রোদন করিল। আর ইস্রায়েল সন্তানগণ সকলে মোশির বিপরীতে ও হারোনের বিপরীতে বচসা করিল ও সমস্ত মণ্ডলী তাহাদিগকে কহিল, হায় হায়, আমরা কেন মিসর দেশে মরি নাই, এই প্রান্তরেই বা কেন মরি নাই? সদাপ্রভু আমাদিগকে খড়গধারে নিপাত করাইতে এই দেশে কেন আনিলেন? আমাদের স্ত্রী ও বালকগণ ত লুটিত হইবে। মিশরে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের ভাল নয়? পরে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল। আইস, আমরা একজনকে সেনাপতি করিয়া মিসরে ফিরিয়া যাই। তাহাতে মোশি ও হারোন ইসরাঈল-সন্তানগণের মণ্ডলীর সমস্ত সমাজের সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িলেন। আর যাঁহারা দেশ নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নীর পুত্র কালেব আপন আপন বস্ত্র চিরিলেন এবং ইসরাঈল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ

করিতে গিয়াছিলাম সে যারপর নাই উত্তম দেশ। সদাপ্রভু যদি আমাদিগেতে প্রীত হন তবে তিনি আমাদিগকে সেই দেশে প্রবেশ করাইবেন ও সেই দুগ্ধ-মধু প্রবাহী দেশ আমাদিগকে দিবেন। কিন্তু তোমরা কোনমতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না। কেননা তাহারা আমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ, তাহাদের আশ্রয়-ছত্র তাহাদের উপর হইতে নীত হইল, সদাপ্রভু আমাদের সহবর্ত্তী, তাহাদিগকে ভয় করিও না" (গণনাপুস্তক ঃ ১ ঃ ১-৯)।

আল-কুরআন ও বাইবেলের উপরিউক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি মূসা (আ)-এর বিশ্বস্ত সহচর ও দুঃসাহসী ঈমানদার সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও বিধান হইল শক্তিশালী ঈমানদারগণের মাধ্যমেই তাঁহার দীন বিজয়ী হয়। তাই দুইজন ব্যতীত ইসরাঈলীগণ কাপুরুষতা ও হীনমন্যতা প্রদর্শন করিল। ঐ দুইজন ব্যতীত অন্য সকলের মৃত্যুর পরই সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের ব্যবস্থা হয়। আর সেই দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (দ্র. গণনাপুস্তক ৩২ ঃ ১১-১২)।

হযরত মূসা (আ)-এর যখন অন্তিম সময় ঘনাইয়া আসে তখন মূসা (আ) দু'আয় আল্লাহ আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ)-কে মূসা (আ)-এর প্রতিনিধি নিয়োগের নির্দেশ দেন। এইভাবে হযরত ইউশা' (আ) হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিনিধি হিসাবে বানূ ইসরাঈলের সার্বজনীন নেতা মনোনীত হন।

প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশের সুসংবাদ

হযরত মূসা (আ)-এর জীবদ্দশাতেই তিনি সুসংবাদ লাভ করেন যে, ইউশা' (আ)-এর নেতৃত্বে বানূ ইসরাঈল জাতি কনান দেশ তথা প্রতিশ্রুত পবিত্রভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিবে।

বাইবেলে আসিয়াছে, যখন হযরত ইউশা' (আ) ও কালিব বানূ ইসরাঈলকে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেখানকার জাতিসমূহের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন, তখন আল্লাহ্র কাছে ইহা এতই পছন্দনীয় হয় যে, তীহ প্রান্তরে ইসরাঈলীগণের ৪০ বৎসর অবস্থানের পর এই দুইজনই বায়তুল মুকাদ্দিসে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ের মধ্যে বাকী সব প্রবীণ ইসরাঈলী ইনতিকাল করিয়াছিল (গণনাপুস্তক ৩৪ ঃ ১৭)।

হযরত মূসা (আ) শেষ বয়সে বানূ ইসরাঈলকে সুসংবাদ দেন যে, ফিলিস্তীন ও বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয় হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ)-এর দ্বারা হইবে এবং তাঁহার নেতৃত্বেই তাহারা প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করিবে। তাওরাতে আসিয়াছে ঃ "আর মোশি যিহোশূয়কে ডাকিয়া সমস্ত ইসরাঈলের সাক্ষাতে কহিলেন, তুমি বলবান হও ও সাহস কর, কেননা সদাপ্রভু ইহাদিগকে যে দেশ দিতে ইহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে এই লোকদের সহিত তুমি প্রবেশ করিবে এবং তুমি ইহাদিগকে সেই দেশ অধিকার করাইবে" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩১ ঃ ৭)।

প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বিভিন্ন জাতির প্রতি হযরত ইউশা' (আ)-এর কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিৎ হযরত মূসা (আ) তাঁহাকে তাহার দিকনির্দেশনা প্রদান করিয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ গাদ ও রূবেন সম্প্রদায়দ্বয়ের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে তাঁহাকে প্রদত্ত উপদেশ বাইবেলে উল্লেখ রহিয়াছে।

এইভাবে হযরত মূসা (আ) আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়া হযরত ইউশা' (আ)-কে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর হযরত ইউশা'ও তাঁহার যোগ্যতার প্রমাণ রাখিয়াছিলেন।

হযরত ইয়ূশা (আ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

কোনও কোনও বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত ইয়ূশা ইব্ন নূন (আ) হযরত মূসা (আ)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং কিছু কিছু বর্ণনায় দেখা যায় হযরত ইয়ূশা (আ)-এর বিরুদ্ধে বানূ ইসরাঈল অপবাদ দেয় যে, তিনি হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করিয়াছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত মূসা (আ) ইউশা' ইব্ন নূন (আ)-কে সঙ্গে লইয়া হাঁটিতেছিলেন। হঠাৎ করিয়া এক কাল বাতাস প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। হযরত ইয়ূশা (আ) যখন তাহা দেখিলেন, তিনি মনে করিলেন যে, ইহাই কিয়ামত। তিনি মূসা (আ)-কে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, কিয়ামত যখন সংঘটিত হইতেছে তখন আমি আল্লাহ্র নবীকে জড়াইয়া ধরা অবস্থায় তাহা ঘটুক। কিন্তু মূসা (আ) তাঁহার জামার নীচ দিয়া সরিয়া গেলেন। আর জামাটি ইয়ূশা (আ)-এর হাতেই রহিয়া গেল। অতঃপর যখন ইয়ূশা (আ) সেই জামা লইয়া বানূ ইসরাঈলের নিকট আসিলেন, তখন উহারা তাহাকে পাকড়াও করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আল্লাহ্র নবীকে হত্যা করিয়াছ। ইহা বলিয়া উহারা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তখন ইউশা (আ) বলিলেন, আমি হত্যা করি নাই, বরং তিনি আমার হাত হইতে ফসকাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা তোমরা বিশ্বাস করিবে না। তিনি আরও বলিলেন, তোমরা যখন আমাকে বিশ্বাসই করিতেছ না, তখন আমাকে তিন দিন পর্যবেক্ষণ কর। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। অনন্তর যাহারা তাহাকে চোখে চোখে রাখিত তাহারা স্বপ্ন দেখিল, তাহাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে জানানো হইতেছে যে, ইয়ূশা (আ) হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করে নাই, বরং আমিই তাহাকে উঠাইয়া লইয়াছি। অতঃপর তাহারা ইয়ূশা (আ)-কে ছাড়িয়া দিল (দ্র. ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২৯৭, আরও দ্র. আল-কামিল, বৈরূত ১৪০৭ / ১৯৮৭, ১খ, পৃ. ১৫০-৫১)।

নবুওয়াত লাভ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আ)-এর জীবদ্দশাতেই হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ)-এর নবুওয়াত প্রদানের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। আল্লাহ মূসা (আ)-কে হযরত ইয়ূশা (আ)-এর মাথায় হাত রাখিয়া দু'আ করিতে বলিয়াছিলেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে ঃ "পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, তোমার মৃত্যুদিন আসন্ন, তুমি যিহোশূয়কে ডাক এবং তোমরা উভয়ে সমাগম তাম্বুতে উপস্থিত হও, আমি তাহাকে আজ্ঞা দিব। তাহাতে মোশি ও যিহোশূয় গিয়া সমাগম তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১ ঃ ১৪-১৫)।

এক উক্তির দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমেই হযরত ইউশা'কে এক সংবাদে সরাসরি আদেশ দান, নবুওয়াত, সাহায্য এবং তাঁহার দ্বারা পবিত্রভূমি উদ্ধারের জন্য নিযুক্তির কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর যখন মূসা (আ) ইনতিকাল করেন তখন সরাসরি তাঁহাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহার নিকট ওহীও আসিতে থাকে।

আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও নাসারা) সকলে হযরত ইউশা' (আ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করে (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭)। এমনকি ইয়াহূদীদের মধ্যে সামেরীয় নামে এক উপদল রহিয়াছে, যাহারা মূসা (আ)-এর পর আর কোন ব্যক্তিকে নবী হিসাবে মানে না একমাত্র হযরত ইউশা' ইব্ন নূন ব্যতীত। যেহেতু তাঁহার কথা বাইবেলে স্পষ্টভাবে আসিয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮)। ইব্ন কাছীর উপরিউক্ত বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, উপরিউক্ত বর্ণনাটি মানিয়া নেওয়া যায় না। কেননা ইব্ন ইসহাকের অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যু অবধি তাঁহার উপর আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওহী আসিতেছিল (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮)।

মোটকথা, মূসা (আ)-এর জীবদ্দশায় তাঁহার নবুওয়াত স্থানান্তরিত হয় নাই। তিনি মৃত্যু অবধি আল্লাহ্র নবী ছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের পরই ইউশা' (আ) নবুওয়াত লাভ করেন। বাইবেলেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ "মোশির মৃত্যু হইলে পর সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মোশির পরিচারককে কহিলেন, আমার দাস মোশির মৃত্যু হইয়াছে। এখন উঠ, তুমি এই সমস্ত লোক লইয়া যর্দ্দন পার হও" (বাইবেলের যিহোশয় ১ ঃ ১-২)।

দাওয়াত ও তাবলীগ

হযরত ইউশা' (আ) নবুওয়াত লাভ করিবার পর নিজেকে দাওয়াত ও তাবলীগে নিবিষ্ট করেন। তাঁহার জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন দাওয়াতী কাজকর্ম আঞ্জাম দিয়াছিলেন।

প্রথমত, তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া মুশরিকদের নিকট হইতে পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই ভূমি যাহা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তদীয় পুত্র ইসহাক ও প্রোপৌত্র ইয়া'কূব (আ) আবাদ করিয়াছিলেন। তেমনি তৎকালে মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত বানূ ইসরাঈলের শত্রু বিনাশ করিবার লক্ষ্যে সেই পবিত্র ভূমির পার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলিও জয় করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠাকরণ।

তৃতীয়ত, সমাজ সংস্কারমূলক কাজ সম্পাদন।

চতুর্থত, ওয়াজ-নসীহত।

আরীহা নগরী বিজয় ও পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ

হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ) সমকালীন প্রসিদ্ধ নগরী আরীহা জয় করিয়াছিলেন, যেইখানে দুর্ধর্ষ জাতিসমূহ বাস করিত। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে, হযরত মূসা (আ) নিজেই আরীহা নগরী

জয় করিয়াছিলেন এবং পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়া বানূ ইসরাঈলকে সেইখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। হযরত ইউশা' (আ) ছিলেন তাঁহার সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতা। আর সেই জাতিসমূহের মাঝে বাস করিতেন বাল্‌আম ইব্‌ন বা'উর, যিনি ইসমে আজম জানিতেন। সেইজন্য তাহার স্বজাতি তাহাকে মূসা (আ) ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীর উপর বদদু'আ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। প্রথমে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু বারবার চাপের মুখে বদদু'আ করিলে তাহার জিহ্বা বুকের দিকে বাহির হইয়া যায়। যেই জন্য বদদু'আ করিতে পারেন নাই (দ্র. ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩০০)। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত প্রথমটিই অর্থাৎ আরীহা বিজয়ী হইলেন হযরত ইউশা' (আ) এবং তিনিই ইসরাঈলীদের লইয়া পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন কাছীর এই মতের স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বাল'আমের বদ্‌দু'আ করিবার ঘটনাটি সম্ভবত তখনকার যখন মূসা (আ) মিসর ভূমি হইতে বাহির হইয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার উদ্দেশ্য তাহাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী বর্ণনাকারিগণ ঐ বিষয়টি বুঝিতে পারেন নাই আর বাইবেলের বর্ণনায়ও এই সম্ভাবনারই কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায়। সম্ভবত মূসা (আ)-এর সিনাইয়ে অবস্থানকালে কোন এক সময়ে ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল। কেননা বাল'আম বদ্‌দু'আ করিবার জন্য হসবান নামক পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। আর ঐ পাহাড়টি বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। অথবা ইহা ছিল মূসা (আ)-এর গঠিত সেন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যেই, যাহার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ), যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে তীহ ভূমি হইতে বাহির হইয়াছিলেন। আল্লামা সুদ্দী এই মত পোষণ করিয়াছেন (দ্র. প্রাগুক্ত)। সুতরাং মূসা (আ)-এর প্রচেষ্টায় সৈন্যবাহিনী গঠিত হইলে তাহাদের সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাঁহার থাকা জরুরী নহে।

বাল'আমের ঘটনাটি যে হযরত ইউশা' (আ)-এর আরীহা নগরীতে প্রবেশের পূর্বের ঘটনা তাহার একটি ইংগিত যিহোশূয়ের পুস্তকেও পাওয়া যায় ঃ "পরে সিপ্পোরের পুত্র মোয়াব রাজ বালাক উঠিয়া ইসরাঈলের সহিত যুদ্ধ করিল এবং লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে শাপ দিবার জন্য বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ডাকাইয়া আনিল। কিন্তু আমি বিলিয়মের কথায় কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইলাম। সে তাহাতে তোমাদিগকে কেবল আশীর্ব্বাদই করিল, এইরূপে আমি তাহার হস্ত হইতে তোমদিগকে উদ্ধার করিলাম। পরে তোমরা যর্দ্দন পার হইয়া যিরীহোতে উপস্থিত হইলে" (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ২৪ ঃ ৯-১১)।

ইব্‌ন কাছীর বলেন, হযরত মূসা (আ) নিজের জীবিতকালেই পবিত্র ভূমিতে অত্যাচারী মুশ্‌রিক কওমগুলির সহিত মুকাবিলা করিবার জন্য হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ)-কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বানূ ইসরাঈলদিগকে গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক গোত্রের সোনাপতির নাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯)।

যাহাই হউক হযরত মূসা (আ)-এর ইনতিকালের পর যখন তীহ ভূমিতে বানূ ইসরাঈলের চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইল এবং তাহাদের মধ্যে নূতন বংশধর সৃষ্টি হইল, তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ) তাহাদেরকে লইয়া পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। পথিমধ্যে ছিল প্রাচীরঘেরা সুরক্ষিত নগরী। উহা বিজয়ের লক্ষ্যে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য হযরত ইয়ূশা (আ) গোয়েন্দা প্রেরণ করিবার মনস্থ করিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি শিটীম হইতে দুই ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে প্রেরণ করিলেন (যিহোশূয়, প্রাগুক্ত, ২ ঃ ১)।

"তখন ঐ দুই ব্যক্তি আরীহা নগরীতে প্রবেশ করিয়া "রাহব" নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে আশ্রয় নিল। কিন্তু ইসারঈলী ঐ দুই ব্যক্তি আরীহা প্রবেশের সংবাদ সেই নগরীর রাজার কাছে পৌঁছে। তখন তিনি রাহবের নিকট এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইসরাঈলী লোকেরা তোমার কাছে আসিয়া তোমার গৃহে অবস্থান লইয়াছে। তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন। কেননা তাহারা ইসরাঈলী চর। তাহারা আমাদের দেশ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছে। তখন ঐ স্ত্রীলোকটি ঐ দুইজনকে লুকাইয়া রাখিল এবং বলিল, সত্য, সেই লোকেরা আমার কাছে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কেথাকার তাহা আমি জানিতাম না। অন্ধকার হইলে নগরদ্বার বন্ধ করিবার একটু আগে সেই লোকেরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আমি তাহা জানি না। শীঘ্র তোমরা তাহাদের পশ্চাদানুসরণ কর। হইতে পারে তাহাদের তোমরা ধরিতে পারিবে। আগত রাজার লোকজন স্ত্রীলোকটির এই কথা শুনিয়া নগরের প্রবেশ দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। আর ঐ ইসরাঈলী চরদ্বয় রক্ষা পাইল (দ্র. যিহোশূয় পুস্তক, ২ ঃ ২-৭)। তাহারা দেশ নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া আসিবার পূর্বে ঐ স্ত্রীলোকটির সাথে ওয়াদা করিল যে, ইসরাঈলীগণ যখন এই নগরী জয় করিবে, তখন তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করা হইবে (দ্র. প্রাগুক্ত, ২ ঃ ১২, ১৮-১৯)।

উল্লেখ্য যে, আরীহা, বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি অঞ্চলের লোকজন হযরত মূসা ও বনী ইসরাঈলের আগমনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানিত। সেই বানূ ইসরাঈল যাহাদের রক্ষা করিতে আল্লাহ পাক ফিরআওন ও তাহার সৈন্যবাহিনীকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছেন, ইসরাঈলীদেরকে মরু প্রান্তরে মান্না-সালওয়াসহ বিভিন্ন সাহায্য করিয়াছেন এবং পবিত্র ভূমি তথা বায়তুল মুকাদ্দীসে ও তৎসংলগ্ন এলাকা তাহাদেরকে প্রদানের ওয়াদা করিয়াছেন। এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেই অঞ্চলের লোকজন পূর্ব হইতেই ইসরাঈলী আতংকে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। সেই স্ত্রীলোকটি উক্ত চরদ্বয়কে বলিয়াছিলঃ

"আমি জানি, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই দেশ দিয়াছেন, আর তোমাদের হইতে আমাদের উপরে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে ও তোমাদের সম্মুখে এই দেশনিবাসী সমস্ত লোক গলিয়া গিয়াছে। কেননা মিসর হইতে তোমরা বাহির হইয়া আসিলে সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখে কি প্রকারে সূফ সাগরের জল শুষ্ক করিয়াছিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দনের ও পারস্থ সীহোন ও ওগ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহাদিগকে যে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়াছ, তাহা আমরা শুনিলাম, আর শুনিবা

মাত্র আমাদের হৃদয় গলিয়া গেল, তোমাদের হেতু কাহারো মনে সাহস রহিল না। কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ঈশ্বর" (দ্র. যিহোশূয় পুস্তক, ২ ঃ ৯-১১)।

উক্ত গুপ্তচরদ্বয় আরীহা নগরীর অধিবাসীদের পর্যবেক্ষণ করিয়া হযরত ইউশা' (আ)-এর নিকট সেখানকার অবস্থা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ) বানূ ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম শুনাইয়া কানআন ভূমির সর্বপ্রথম শহর আরীহায় প্রবেশের নিমিত্তে তদীয় রাজা ও তাহার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ জারী করিলেন। বাইবেলে আসিয়াছে ঃ যখন বানূ ইসরাঈলরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল তখন আল্লাহ তা'আলার আদেশে সাকীনা সম্বলিত প্রতিশ্রুত তাঁবুটি (পবিত্র সিন্দুক) তাহাদের সঙ্গী হইল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই ইসরাঈলী সৈন্যগণ আরীহার দিকে অগ্রসর হইল।

"পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া সমস্ত ইসরাঈল-সন্তানের সহিত শিটীম হইতে যাত্রা করিয়া যর্দ্দান সমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন পার না হইয়া সে স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। তিন দিনের পর অধ্যক্ষগণ শিবিরের মধ্য দিয়া গেলেন, তাঁহারা লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যে সময়ে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুক ও লেবীয় যাজকগণকে তাহা বহন করিতে দেখিবে, তৎকালে আপন আপন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিবে। তথাপি তাহার ও তোমাদের মধ্যে অনুমান দুই সহস্র হস্ত পরিমিত ভূমি ব্যবধান থাকিবে, তাহার আর নিকটবর্তী হইবে না, যেন তোমরা আপনাদের গন্তব্য পথ জানিতে পার, কেননা ইতোপূর্বে তোমরা এই পথ দিয়া যাও নাই" (যিহোশূয়ের পুস্তক, ৩ ঃ ১-৪)।

এইভাবে লোকদেরকে পবিত্রতা অর্জন করিয়া উক্ত সিন্দুকের পশ্চাতে গমন করিবার জন্য হযরত ইউশা' (আ) আদেশ করিলেন (প্রাগুক্ত, ৩ ঃ ৫)। সৈন্য-সামন্ত লইয়া জর্দান নদীর পাড়ে আসিবার পর আল্লাহ পাক হযরত ইউশা' (আ)-কে এক মু'জিযা প্রদান করেন। উক্ত সিন্দুক লইয়া সৈন্য-সামন্ত পার হইবার সময় জর্দান নদীর পানি দুই ভাগে ভাগ হইয়া এক শুষ্ক রাস্তা তৈরি হইয়া যায়। ইহাতে তাহাই ঘটিল যেমন ঘটিয়াছিল হযরত মূসা (আ)-এর হাতে।

সেই মুহূর্তে ইউশা' (আ) কনানীয়, হিত্তীয়, হিব্বীয়, গির্গাশীয় ও যিয়ূশীয় ইত্যাদি দুর্ধর্ষ জাতিসমূহকে পরাস্ত করিবার সুসংবাদ জানাইয়া বানূ ইসরাঈলের মনোবল আরো দৃঢ় করিবার চেষ্টা করেন। তেমনি জর্দান নদী পার হইবার সময় হযরত মূসা (আ)-এর মতই তাহাদেরকে ১২ দলে বিভক্ত করিয়া বারজন নেতা নিয়োগ করিয়া তাহাদের নেতৃত্বে জর্দান নদী পার হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আর এইভাবে হযরত ইউশা' ইব্ন নূন (আ) বানূ ইসরাঈলসহ জর্দান নদী পার হইয়া আরীহা নগরীর সম্মুখে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু আরীহা ছিল সুদৃঢ় প্রাচীর ঘেরা দুর্গের মাধ্যমে সুরক্ষিত নগরী, যাহার সুউচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করা সহজসাধ্য ছিল না।

অর্থাৎ সেই নগরীটি সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল যাহাতে সবচেয়ে উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল (দ্র. ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩০১)। এইভাবে হযরত ইউশা' (আ) স্বীয় সৈন্যবাহিনীসহ আরীহা নগরী ঘেরাও করেন এবং ছয় মাস অবরোধ করিয়া রাখেন (দ্র. প্রাগুক্ত; আরো দ্র. ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৫৫)।

বাইবেল বর্ণিত তথ্যে দেখা যায়, তখন ইউশা' (আ) সিন্দুক বহনকারীসহ ইসরাঈলী সৈন্যদেরকে ছয় দিন উক্ত শহরের প্রাচীরের বাহির দিক দিয়া প্রদক্ষিণ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তুরী বাজাইতেও আদেশ দিয়াছিলেন। সপ্তম দিনে সকলে সমস্বরে আওয়ায করিলে শহরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তিনি সসৈন্যে শহরে প্রবেশ করিয়া তাহা দখল করিয়া লইয়াছিলেন (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ৬ ঃ ১-২০)। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ১২ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল (দ্র. ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত; যিহোশূয়ের পুস্তক, ১ ঃ ২০-২১)। একমাত্র সেই রাহব নামক মহিলা যে দুইজন ইসরাঈলী চরকে আশ্রয় দিয়াছিল তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করা হয় নাই (যিহোশূয়ের পুস্তক, ৬ ঃ ২২-২৬)।

যাহা হউক, বানূ ইসরাঈল সেনাবাহিনী সেই শহর জয় করিবার পর প্রচুর গনীমত লাভ করিয়াছিল। তাহাদের সময় গনীমতের সম্পদ ভোগ করা নিষিদ্ধ ছিল। সেইগুলি একত্রে জমা করিবার পর আগুন আসিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিত। কিন্তু গনীমতের সম্পদ একত্র করিবার পরও আগুন না আসায় হযরত ইউশা' চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি বলেন, নিশ্চয় ইসরাঈলীদের কেহ কোন কিছু আত্মসাৎ করিয়া থাকিবে। পরিশেষে হযরত ইউশা' (আ) তাহাদের হাত স্পর্শ করিতে করিতে ইয়াহূদ বংশীয় আখন নামক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেন যে, সে-ই আত্মসাৎকারী। আর সেও তাহা স্বীকার করিয়া আত্মসাৎকৃত মাল জমা দেওয়ার পর আগুন আসিয়া সব ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। আর আখনকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ৭ ঃ ১-২৬; আরও দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ. ১৩০)।

যিহোশূয়ের পুস্তকে আসিয়াছে, বানূ ইসরাঈল উক্ত শহরের সবকিছু পোড়াইয়া দিয়াছিল। "আর লোকেরা নগর ও তথাকার সমস্ত বস্তু আগুনে পোড়াইয়া দিল" (যিহোশূয়ের পুস্তক, ৬ ঃ ২৪)। ১৯৩৬ সালে জন গার্সটিংগ (John Garsting)-এর নেতৃত্বে একদল বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ কর্তৃক উক্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ খননের ফলে শহরের দেয়াল ধ্বসে পড়া এবং আগুনে পোড়াইয়া দেওয়ার বিভিন্ন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে (দ্র. আম্বিয়া-ই কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪)।

অয় নগরী জয়

আরীহা নগরী জয়ের পর হযরত ইউশা' (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে পুরাতন 'অয়' নগরী জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অয় নগরীবাসীদের সাথে যুদ্ধে এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তিন হাজার বিশিষ্ট এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গোপনে রাত্রিতে অয় নগরীর পশ্চাৎ দিকে প্রেরণ করেন। অতঃপর সকালে নিজ সৈন্যবাহিনীসহ অয়বাসীদের সন্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন।

অয়বাসীরা যখন হযরত ইউশা' (আ)-এর সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করিল, তখন তিনি তাঁহার সৈন্যদেরকে লইয়া পিছনে পলায়ন করেন। ইহাতে অয়বাসীরাও শহর হইতে বাহির হইয়া ইসরাঈলী সৈন্যদের পশ্চাৎ অনুসরণ করে। আর এইভাবে নগরী শূন্য হইয়া গেল। ইহার পিছনে লুকাইয়া থাকা তিন হাজার ইসরাঈলী সৈন্য নগরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। অয়বাসীরা বাহির হইতে পিছনে ফিরিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে হযরত ইউশা' (আ) তাহাদের উপর সসৈন্যে দুই দিক হইতে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের পরাস্ত করিয়া উক্ত নগরী জয় করিয়াছিলেন (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ৭ম অধ্যায়)। উক্ত যুদ্ধে সকল অয়বাসীকে হত্যা করিয়া নগরী পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে (দ্র. প্রাগুক্ত, ৬ ঃ ২৪-২৮)।

গিবিয়োনবাসীদের সাথে সন্ধি স্থাপন

বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী আর একটি শহর ছিল গিবিয়োন। যিহোশূয়ের পুস্তকে আসিয়াছে ঃ "গিবিয়োন নগর রাজধানীর ন্যায় বৃহৎ এবং অয় অপেক্ষাও বড়, আর তথাকার সমস্ত লোক বলবান ছিল" (যিহোশূয়ের পুস্তক, ১০ ঃ ২)।

বানূ ইসরাঈলের শিবিরিস্থিত গিলগল (জিলজাল) হইতে ইহা ৩ (তিন) দিনের দূরত্বে অবস্থিত (প্রাগুক্ত, ৯ ঃ ১৭)। তাহাদের রাজত্ব পার্শ্ববর্তী কফীরা, বৈরূত, কিরিয়ৎ যিয়ারী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (প্রাগুক্ত, ৯ ঃ ১৭-১৮)। গিবিয়োনবাসীরা আয়াহা ও অয় নগরীর পতন ও ধ্বংসলীলা সম্পর্কে অবহিত হইয়া প্রচণ্ডভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যায়। তখন তাহারা বানূ ইসরাঈলের সাথে সন্ধি স্থাপনের উদ্যোগ নিল। অয় ইহার জন্য এক কূট-কৌশল অবলম্বন করে। তাহা হইল সরাসরি দূত না পাঠাইয়া ছেড়া নোংরা লেবাস পরিধান করিয়া তালিকাযুক্ত জুতা পরিয়া এবং শুষ্ক রুটি লইয়া একদল গিবিয়োনবাসী বানূ ইসরাঈল শিবিরে হাযির হইল এবং বলিল, আমরা আপনাদের দাস। অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। অতএব আপনারা আমাদের সাথে নিয়ম স্থির করুন (প্রাগুক্ত, ১ ঃ ৬, ১১)। "আর যিহোশূয় তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া যাহাতে তাহারা বাঁচে, এমন নিয়ম করিলেন এবং মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের কাছে শপথ করিলেন" (প্রাগুক্ত, ৯ ঃ ১৬)।

কিন্তু তিন দিন পরই জানাজানি হইয়া যায় যে, আগন্তুক ব্যক্তিরা গিরিয়োনবাসী। তাহারা ছলচাতুরী করিয়া আশ্রয় লইয়াছে। হযরত ইউশা' (আ) তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন তাহাদেরকে হত্যা করেন নাই, বরং তাহদের প্রবঞ্চনার জন্য তাহাদিগকে কাঠ ছেদন ও পানি বহন কর্মে নিযুক্ত করিলেন দাস-দাসীরূপে গণ্য করিয়া (প্রাগুক্ত, ৯ম অধ্যায়)।

জেরুসালেম নগরীতে প্রবেশ

জেরুসালেম নগরীতে যেইখানে বায়তুল মুকাদ্দাস অবস্থিত, পুরাতন সেই নগরীর শাসক ছিলেন আদোনীষেদক (দ্র. প্রাগুক্ত, ১০ ঃ ১)।

তিনি আরীহা ও অয় নগরীর পতন, গিবিয়োনবাসীর সন্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের অগ্রযাত্রার সংবাদ শ্রবণ করিয়া হেবরনের রাজা হোহম, যারমূতের রাজা পিরাম, লাখীশের রাজা

য়াফিয় এবং ইগ্লোনের রাজা দবীরের নিকট দূত পাঠাইয়া তাহাদিগকে বানূ ইসরাঈলের মুকাবিলায় একত্র হইবার আহবান জানায়। ইহাতে প্রথমত তাহারা গিবিয়োনবাসীদের উপরই আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। কেননা ইহারা বানূ ইসরাঈলের সাথে সন্ধি করিয়াছে।

যাহা হউক পাঁচ রাজার সম্মিলিত জোট যখন গিবিয়োনবাসীদের উপর আক্রমণ চালাইল, তখন তাহারা জিলজালে (গিলগল) তাঁবুতে অবস্থানরত হযরত ইয়ূশা (আ)-কে তাহাদের সাহায্যে আসিবার জন্য আহ্বান জানাইল। এইদিকে হযরত ইয়ূশা (আ) এই খবর শুনিয়া রাতারাতি ইসরাঈলী সৈন্যদেরকে লইয়া সম্মিলিত রাজ-বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং বায়ত হারূনের পথ দিয়া তাহাদেরকে তাড়া করেন। আর এইভাবে অসেকা ও মক্কেদা এলাকা পর্যন্ত তাহাদেরকে পিছু হটিতে বাধ্য করেন। আর বায়ত হারূনের পথিমধ্যে তাহাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে গযবস্বরূপ প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়। তাহাতে ঐ সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ব্যাপক হারে মারা যায় এবং সেই পাঁচজন রাজা মক্কেদার গুহায় আশ্রয় নেওয়ার পর হযরত ইউশা' (আ) তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদের সকলকে ধরিয়া আনিবার আদেশ দেন এবং হত্যা করিয়া উহাদের মৃতদেহ গাছে ঝুলাইয়া রাখেন।

উল্লেখ্য, ঐ পাঁচ রাজার সাথে যুদ্ধই ছিল জেরুসালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস ভূমিতে প্রবেশের মাইল ফলক। যুদ্ধ চলাকালে শুক্রবার সূর্যাস্ত সমাগত হইতেছিল। শনিবার শুরু হইয়া গেলে বানূ ইসরাঈলের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। তখন হয়ত নিরস্ত্র বানূ ইসরাঈলকে শত্রুবাহিনী পরাস্ত ও হত্যা করিবে। সেই আশংকায় হযরত ইউশা' (আ) আল্লাহ পাকের কাছে দু'আ করিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন শুক্রবারের সূর্য অস্ত না যায়। আর তাহাই ঘটিল। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে আসিয়াছে, মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ

"নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদে রওয়ানা দিলেন, তাহার পর তিনি জিহাদে লিপ্ত হন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা তাহার কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী এক গ্রামে পৌছেন। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমিও আদিষ্ট এবং আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ! তুমি ইহাকে আমার জন্য কিছুক্ষণ থামইয়া রাখ। সূর্য থামাইয়া দেওয়া হইল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বিজয় দান করিলেন (দ্র. সহীহ মুসলিম, ২খ, পৃ. ৮৫)।

"সেই দিন যিহোশূয় সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন, আর তিনি ইসরাঈলের সাক্ষাতে কহিলেন, "সূর্য, তুমি স্থগিত হও গিবিয়োনে, আর চন্দ্র, তুমি আয়ালোন তলভূমিতে।" "তখন সূর্য স্থগিত হইল ও চন্দ্র স্থির থাকিল, যাবৎ সেই জাতি শত্রুদিগের প্রতিশোধ না লইল" (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ১০ ঃ ১২-১৩)।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী কোন কোন আলেম ঘটনাটি আরীহা নগরী বিজয়ের সময় হযরত ইউশা' (আ)-এর মু'জিযা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা কুরতুবী এই মতের সমর্থক (দ্র.

কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ. ১১৩)। তাহা ছাড়া উল্লিখিত হাদীছটিতে গনীমতের মালে খেয়ানতের ঘটনাটি ও আরীহা নগরী বিজয়ের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিতবহ বলিয়া মনে হয়। অপরদিকে আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র)-এর মতে ঘটনাটি বায়তুল মুকাদ্দীস বিজয়ের সময়ে সংঘটিত হয়।

হযরত ইয়ূশা (আ) কর্তৃক অন্যান্য অঞ্চল জয়

উল্লেখ্য, ঐ পাঁচ রাজার পতনের পর তথা ইসরাঈলীগণ বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে প্রবেশের পর সেই দিবসেই মক্কেদা বিজয় করেন এবং সেইখানের অধিবাসীদের হত্যা করেন (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ১০ ঃ ২৮)। এইভাবে লাখীশ বিজয়ের সময় গেষয়ের রাজা লাখীশবাসীদের সহায়তা করিবার জন্য আসিলে ইউশা' (আ) তাহাকেও হত্যা করিলেন (প্রাগুক্ত, ১০ ঃ ৩২-৩৩) এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজত্ব জয় করেন।

যিহোশূয়ের পুস্তকে আরো আসিয়াছে যে, তিনি উত্তরাঞ্চলীয় কনানীয় রাজাদেরকেও পরাস্ত করিয়া সেই সমস্ত অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন (দ্র. প্রাগুক্ত, ১১ ঃ ১-২৩)। ইব্‌ন কাছীর উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত ইউশা' ইব্‌ন নূন (আ) যুদ্ধ করিতে করিতে শাম অঞ্চলের ৩১জন রাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন (দ্র. ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩০১)।

হযরত ইয়ূশা (আ) এইভাবে সকল অঞ্চলে আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বানূ ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে নাই। তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, তোমরা বিজয়ী হওয়ায় সিজদা অবনত মস্তকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ কর। কিন্তু তাহারা উহার উল্টা করিল তথা দম্ভ প্রকাশে সেইখানে প্রবেশ করিল, যাহা আল-কুরআনেও উক্ত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

স্মরণ কর, যখন আমি বলিলাম, "এই জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়া এবং বল, ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করিব। কিন্তু যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম; কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল" (২ ঃ ৫৮-৫৯)।

সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে, তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল حطة অর্থাৎ حط عنا خطئنا অর্থাৎ "আমাদের গুনাহগুলি মিটাইয়া দিন, কিন্তু তাহারা তাহা পরিবর্তন করিয়া বলিতেছিল حبة فى شعرة (শীষের মধ্যে শস্যবীজ দিন) অর্থাৎ তাহারা অনেকটা তামাশাচ্ছলে তাহা বলিতে শুরু করিয়াছিল (দ্র. ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩০২; আরও দ্র. কাসাসুল কুরআন, অনু. মাওলানা নূরুর রহমান, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ২৩২)। সেই কারণে আসমানী গযব

তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই গযব কাহারো মতে প্লেগ রোগ, কাহারো মতে শিলাবৃষ্টি (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩); রূহুল-মা'আনী, ১খ, ২৬৭)।

প্রশাসনিক শৃংখলা বিধান

হযরত ইউশা' (আ) সেই সমস্ত এলাকা বিজয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং সেই সমস্ত এলাকায় প্রশাসনিক শৃংখলাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশাসনিক উদ্যোগের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হইল।

অঞ্চল বিভাজন

তিনি ওহীর মাধ্যমে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বানূ ইসরাঈলের মাঝে বিজিত ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ বিভাজন করিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. পবিত্র বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ৩ ঃ ১২, ১৬- ১৭; যিহোশূয়ের পুস্তক, ১৩ ঃ ১৫-২৩)।

কর্মকর্তা ও বিচারক নিয়োগ

দ্বিতীয়ত, হযরত ইউশা' (আ) প্রশাসনিক শৃংখলা বিধানে বানূ ইসরাঈলের মধ্যে প্রতি এক হাজার, প্রতি এক শত, প্রতি দশজন এইভাবে বিভক্ত করিয়া প্রতি ইউনিটের জন্য একজন নেতা নির্ধারণ করিয়া দেন। আর শরঈ আইনে বিচার কাজের সুবিধার্থে বিচারক নিয়োগ করেন (বাইবেলের যিহোশূয়, ১৩ ঃ ১৫-২৩)।

সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম

হযরত ইউশা' (আ)-এর সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হইল ছয়টি আশ্রয় নগর নির্ণয়। এইসব নগরে অজ্ঞাতসারে ও ভুলক্রমে হত্যাকারীর প্রতিশোধের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত।

হযরত ইউশা' (আ) সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর পাশাপাশি দীনী দাওয়াতের কাজও সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বানূ ইসরাঈল ও তাহাদের নেতৃবৃন্দ এবং যাজকগণের সামনে ওয়া'জ-নসীহত করিতেন। বানূ রূবেন, বানূ গাদ এবং বানূ মনঃশি, যাহাদেরকে জর্দানের পূর্বাঞ্চল দিয়াছিলেন তাহাদের সেই সমস্ত অঞ্চলে পাঠাইবার প্রাককালে তিনি এক ভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ

"বহু দিন হইতে অদ্য পর্যন্ত তোমরা আপন আপন ভ্রাতৃগণকে ছাড়িয়া যাও নাই, কিন্তু তোমাদের সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছ। সম্প্রতি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম দিয়াছেন, অতএব এখন তোমরা আপন আপন তাম্বুতে অর্থাৎ সদাপ্রভুর দাস মোশির যর্দ্দানের পরপারে যে দেশ তোমাদিগকে দিয়াছেন, আপনাদের সেই

অধিকার দেশে ফিরিয়া যাও। কেবল এই বিষয়ে যত্নবান থাকিও এবং সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা পালন করিও, তোমাদের সদাপ্রভুকে প্রেম করিও, তাঁহার সমস্ত পথে চলিও, তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করিও। তাঁহাতে আসক্ত থাকিও এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সেবা করিও" (যিহোশূয়ের পুস্তক, ২২ ঃ ৩-৫)। পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন(প্রাগুক্ত, ২২ ঃ ৬)।

এইভাবে ইসরাঈলীদের শত্রুদের পক্ষ হইতে কোন রকম আক্রমণের আশংকা রহিল না। হযরত ইউশা' (আ) দুর্বল ও বয়োবৃদ্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। তখন ইসরাঈলী নেতৃবৃন্দ, বিচারকমণ্ডলী এবং বিভিন্ন পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গকে একত্র করিয়া তিনি এক উপদেশমূলক ভাষণ দিয়াছিলেন যাহার কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ

"অতএব তোমরা মোশির ব্যবস্থা গ্রন্থে লিখিত সমস্ত বাক্য পালন ও রক্ষণ করিবার জন্য সাহস কর, তাহার দক্ষিণে কিংবা বামে ফিরিও না। আর এই জাতিগণের যে অবশিষ্ট লোক তোমাদের মধ্যে রহিল তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিও না, তাহাদের দেবতাদের নাম লইও না, তাহাদের নামে দিব্য করিও না, এবং তাহাদের সেবা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, কিন্তু অদ্য পর্যন্ত যেমন করিয়া আসিতেছ তদ্রূপ তোমাদের সদাপ্রভুতে আসক্ত থাক। কেননা সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখ হইতে বৃহৎ বলবান জাতিদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, প্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং তাঁহার দত্ত এই উত্তম দেশ হইতে তোমরা ত্বরায় বিনষ্ট হইবে" (যিহোশূয়ের পুস্তক, ২৩ ঃ ৬ ঃ ১৬)।

অতঃপর তিনি শিটীম বা সিকিম (Shechem)-এ সকল ইসরাঈলী, তাহাদের নেতৃবৃন্দ, বিচারক মণ্ডলী এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে একত্র করেন। সেইখানে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন আর তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, পুরাকালে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) নাহোর-এর পিতা তারেহ সুদূর ফুরাত নদীর তীরে বাস করিত যেইখানে শিরক ও মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেন এবং কনান ভূমির কর্তৃত্ব তাঁহাকে দান করেন। আর তাঁহার সন্তান-সন্ততিরাই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এইসব এলাকায় ছড়াইয়া যায়। অতঃপর যখন বানূ ইসরাঈল মিসরে আবার গোলামীর যিন্দিগী শুরু করে, তখন হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে নবুওয়াত দিয়া প্রেরণ করেন। তাহাদের মাধ্যমে সেই গোলামী হইতে নাজাত লাভ হয়। অতঃপর কনান ভূমির বিভিন্ন দুর্ধর্ষ শাসকদের মুকাবিলায় আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাহাদের রাজত্বাধীন অঞ্চলসমূহ তোমাদের কর্তৃত্বে প্রদান করেন এবং তোমাদেরকে এমন দেশ প্রদান করেন যাহা অর্জনের জন্য তেমন কোন শ্রম দিতে হয় নাই কিংবা তাহা পত্তনও কর নাই। তাহা ছাড়া ফুলে-ফলে সজ্জিত এমন অনেক বাগবাগিচা প্রদান করিয়াছেন যাহা তোমরা বপণ কর নাই (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ২৪ ঃ ১-১৩)।

অতঃপর হযরত ইউশা' (আ) এইসব নেয়ামত উল্লেখ পূর্বক তাহাদেরকে বলেন, "অতএব এখন তোমরা সদাপ্রভুর ভয় কর, সরলতায় ও সত্যে তাঁহার সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (ফুরাৎ) নদীর ওপারে ও মিসরে যে দেবগণের সেবা করিত, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেও" (প্রাগুক্ত, ২৪ ঃ ১৪)।

এইভাবে হযরত ইউশা' (আ) তাহাদের নিকট প্রচারকার্য চালাইয়া যান। তিনি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার আদায় করেন। আর তাহারাও ইহার উপর অটল থাকিবে বলিয়া ঘোষণা দিল। শেষ পর্যন্ত তিনি এই বাণীগুলিকে প্রস্তর খণ্ডে লিখিয়া একটি গাছের তলদেশে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন।

হযরত ইউশা (আ)-এর ইনতিকাল

হযরত ইউশা' (আ) সুদীর্ঘ সামরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রচারমূলক কাজ করিতে করিতে একসময় অত্যন্ত দুর্বল ও বয়োবৃদ্ধ হইয়া পড়েন। এইভাবে বানূ ইসরাঈলকে মোটামুটিভাবে বিজয়ী বেশে রাখিয়া একদা তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি কত সালে ইন্তিকাল করেন, তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি মূসা (আ)-এর পর ২৭ বৎসর জীবিত ছিলেন (দ্র. ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩০৩; আরও দ্র, ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৫৫)। তিনি কত বৎসর জীবিত ছিলেন তাহা লইয়া কিছু মতভেদ আছে। যিহোশূয়ের পুস্তকে লেখা আছে যে, তিনি এক শত দশ বৎসর জীবিত ছিলেন (যিহোশূয়ের পুস্তক, ১৪ ঃ ২৯)। ইবনুল আছীরের মতে এক শত ছাব্বিশ বৎসর (ইবনুর আছীর, প্রাগুক্ত) ইব্ন কাছীরের মতে এক শত সাতাইশ বৎসর (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। যিহোশূয়ের পুস্তকে উল্লেখ আছে, গাশ পর্ব্বতের উত্তরে পর্ব্বতময় ইফ্রায়িম প্রদেশস্থ তিমনাথ সেরাহ শহরে তাঁহাকে দাফন করা হয় (দ্র. যিহোশূয়ের পুস্তক, ২৪ ঃ ৩০)।

উপসংহার

বলা যায়, হযরত মূসা (আ)-এর একান্ত খাদেম ও সহকারীরূপে হযরত ইউশা' (আ)-এর জীবন শুরু হইয়া পরবর্তীকালে নবূওয়াতী দায়িত্ব পালনার্থে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্ম সাধন করিয়া ইতিহাসে তিনি অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের সকল কার্যাবলী একমাত্র আল্লাহ্র দীন প্রচার করিবার জন্য ব্যয় করেন এবং তাওহীদপন্থীদের জন্য পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসকে শত্রুমুক্ত করিয়াছিলেন। মূসা (আ) ও তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীতে কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজিয় পাওয়া যায়। যেমন নবুওয়াত, সামরিক অভিযান, অলৌকিকভাবে ইসরাঈলীদেরকে নৌপথ পার করা, পবিত্র ভূমি দখলের জন্য অদম্য প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা; (২) আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, বৈরূত দারা ইয়াহইয়াউত তুরাছিল 'আরবী, তা, বি, (১৫খ, পৃ. ১২-১৪); (৩) আল-'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, আল-মাকতাবাতুর রাশীদিয়া,

১৪০ হি; (৪) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৪ ইং; (৫) আল-কুরতুবী, আল-জামিউ লিআহকামিল কুরআন, কায়রো, দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৩৮৭/১৯৬৭; (৬) আত-তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক, বৈরূত ১৪০৩ হি/১৯৮৩ খৃ.; (৭) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল, বারী, (বৈরূত, মা'রিফা); (৮) জামীল আহমদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন (লাহোর, আলী এন্ড সন্স); (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, কায়রো ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খৃ.; (১০) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, (বৈরূত, ১ম সং ১৪০৭ হি./ ১৯৮৭ ইং); (১১) ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন (বৈরূত তা, বি); ১২) সায়্যিদ কুতব, ফী যিলালিল কুরআন, বৈরূত ১৪০১ হি/১৯৮১ খৃ.; (১৩) বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা ৯৩/৯৭; (১৪) হিফযুর রহমান, কাছাছুল কুরআন, অনু. মাওলানা নুরুয যামান, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.।

ডঃ আবদুর রহমান আনওয়ারী

২৪

হযরত শামূঈল (আ)

حضرت شمويل عليه السلام

হযরত শামূঈল (আ)

বনী ইসরাঈলের একজন নবী। হযরত মূসা (আ)-এর বহুকাল পরে তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মূসা (আ)-এর রিসালাতের অধীনস্থ নবী ছিলেন বলিয়া মুফাসসিরগণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই অর্থে তিনি কেবল নবী ছিলেন, রাসূল নহেন। কারণ তাঁহাকে কোন নূতন বিধান দেওয়া হয় নাই। শামূঈল (আ)-এর কথা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। তবে উপরিউক্তভাবে তাঁহার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ তাঁহার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি জোরালোভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাওরাত গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। বহু তাফসীরকার তাঁহার সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জী তাওরাত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শামূঈল (আ)-এর নাম সরাসরি আল-কুরআনে উচ্চারিত না হওয়ায় তাঁহার নামের উচ্চারণ সম্পর্কে বিভিন্নতা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি তো আরব ছিলেন না। আরবীতে ভাষান্তর হইবার ফলে তাঁহার নামের ব্যাপারে এই বিভিন্নতা সৃষ্টি হইতে পারে।

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁহার নাম শামূঈল বলিয়াই খ্যাত। কেহ কেহ তাঁহার নাম ইশমাঈল বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ইশমাঈলের হিব্রু অর্থ হইল ইসমাঈল, যাহার আরবী হইবে سَمِعَ اللّٰهُ دُعَائِیْ আল্লাহ আমার দুআ' শুনিয়াছেন বা কবূল করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৫-৬)। বেশির ভাগ গ্রন্থে তাঁহার নাম সামূঈল (شموئيل) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (তাফহীমুল কুরআন, ১খ., ১৮৫)।

তাঁহার বংশ তালিকা হইল ঃ শামূয়েল অথবা ইশমাঈল ইব্ন বালী ইব্ন আলকামাহ ইব্ন ইয়ারখাম ইব্নুল ইয়াহূ ইব্ন তাহু ইবন সাওফ ইব্ন আলকামা ইবন মাহিছ ইব্ন আমূসা ইব্ন আযরিয়া। শামূঈল (আ) সম্পর্কে মুকাতিল বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর। কাহারও কাহারও মতে তিনি ছিলেন ইয়া'কূব (আ)-এর বংশধর। মুজাহিদের বর্ণনামতে তিনি ছিলেন ইশমাবীল ইব্ন হালফাকা (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)। আল্লামা ইবন জারীর আত-তাবারী তাঁহার বর্ণনায় বারহাম। অনুরূপ ইব্ন কাছীর কর্তৃক বর্ণিত তালিকায় বলা হইয়াছে ইবনুল ইয়াহূ ইবন তাহূ ইব্ন সাওফ, পক্ষান্তরে আত-তাবারীর বর্ণনায় রহিয়াছে ইবনুলহূ ইব্ন ইয়াহু সাওফ। আযরিয়ার ঊর্ধ্বতন বংশ তালিকার বর্ণনায় তাবারী বলেন, আযরিয়া ইব্ন সাফিয়্যা ইব্ন

আলকামাহী ইবন আবী ইয়াসিক ইব্‌ন কারূন ইব্‌ন য়াসহার ইবন কাহিছ ইবন লাবী (لاوى) ইবন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ২খ, ৩৭৩)। সায়্যিদ আলূসী আল-বাগদাদী শামূঈল (আ)-র বংশ তালিকায় আবূ উবায়দার বরাতে বলেন, ইশমাবীল ইবন হান্নাহ ইবনুল আকির। ইহা হইতে উর্ধ্বতন আর কাহারও নাম তিনি অবশ্য উল্লেখ করেন নাই (আলূসী আল-বাগদাদী, রূহুল মাআনী, ২খ., ১৬৪)। হিফজুর রহমান সিউহারুবী বলেন, শামূঈল শব্দটি হিব্রু শব্দ ইশমাবীলই ছিল, কিন্তু ব্যবহারের আধিক্যতার কারণে ইহা শামূঈল হইয়া গিয়াছে (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ৩৯)। আল্লামা মাসউদী তাঁহার বংশতালিকার বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন ঃ শামূঈল ইবন বারূহান (بروحان) ইবন নাহূরা (ناحوراء) (মুরূজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার, ১খ., ৬৭)। আল্লামা কুরতুবী বলেন, শামূঈল (আ) ইবনুল আজূয নামে পরিচিতি ছিলেন। সুদ্দীর মতে তিনি ছিলেন শামঊন। তাঁহাকে ইবনুল আজূয বলিবার কারণ হইল, ইবনুল আজূয অর্থ বৃদ্ধার ছেলে। কারণ তাঁহার মাতা বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছিলেন। সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারানোর বয়সে উপনীত হইয়া তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ' করিয়াছিলেন। তাহার দু'আর ফলে আল্লাহ তাঁহাকে এই সন্তান দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ আমার দু'আ শুনিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন সাম'উন (سمعون)। সীন (س)বর্ণটি হিব্রু ভাষায় শীন (ش) হইয়া যায় (আল-জামিউ লিআহকামিল কুরআন, ২/৩ খ., ২৪৩)। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, ঈদী নামক একজন যাজক ছিলেন। তাহার ইন্তিকালের পূর্বে ইফ্রয়িম রাজ্যের পাহাড়ী অঞ্চলে রামাতীম সূফীমের (RAMA THIM ZOPHIM) এক ব্যক্তি বসবাস করিত যাহার নাম ছিল ইলকানা (ELKANAH)। তাহার দুইজন স্ত্রী ছিল। একজনের নাম হান্না (HANNAH) আর অপর জনের নাম পনিন্না (PENINNAH)। পনিন্নার সন্তান ছিল, কিন্তু হান্না ছিল সন্তান ধারণে অক্ষম। এই কারণে হান্নাকে পনিন্না তিরস্কার করিত। হান্না খুবই ব্যথিত হইত। প্রতি বৎসর বলিদানের উদ্দেশে ইলকামা শিলো শহরে গমন করিতেন। সঙ্গে তাহার এই দুই স্ত্রীও যাইতেন। এখানে যাজক ঈলী বসবাস করিতেন। একদা শিলোতে বার্ষিক বলিদানের উৎসবকালে পনিন্না কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া হান্না খুবই ব্যথিত হইলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে পুত্র সন্তান লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে দু'আ করিলেন। পুত্র সন্তান লাভ করিলে তিনি তাহাকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করিবার পণ করিলেন। ঈলীও তাহার জন্য দু'আ করিলেন। ইহার পর ইলকানা তাহার দুই স্ত্রীকে লইয়া রামায় (RAMAH) প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী বৎসর হান্না একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা হান্নার ফরিয়াদ শুনিয়া তাহাকে সন্তান দান করিয়াছিলেন এই কারণে হান্না তাঁহার নাম শামূঈল রাখিয়াছিলেন। হিব্রু ভাষায় এই কাজটি اشماع ايل / شماع-(سمع) অর্থাৎ শ্রবণ করা। ايل অর্থাৎ আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শ্রবণ। দুধপান কাল অতিক্রান্ত হইলে হান্না তাহাকে লইয়া যাজক ঈলীর নিকট আসিলেন এবং মানত অনুযায়ী তাহাকে ঈলীর হাতে সোপর্দ করিলেন। তিনি এই যাজক ঈলীর তত্ত্বাবধানেই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন (বাইবেল, শমূয়েল ১, ১-২৮; জামীল আহমদ, আমবিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., ২৩)।

মুহাম্মাদ জামীল আহমদ তাঁহার বংশতালিকার ছক নিম্নরূপ আকিয়াছেন ঃ
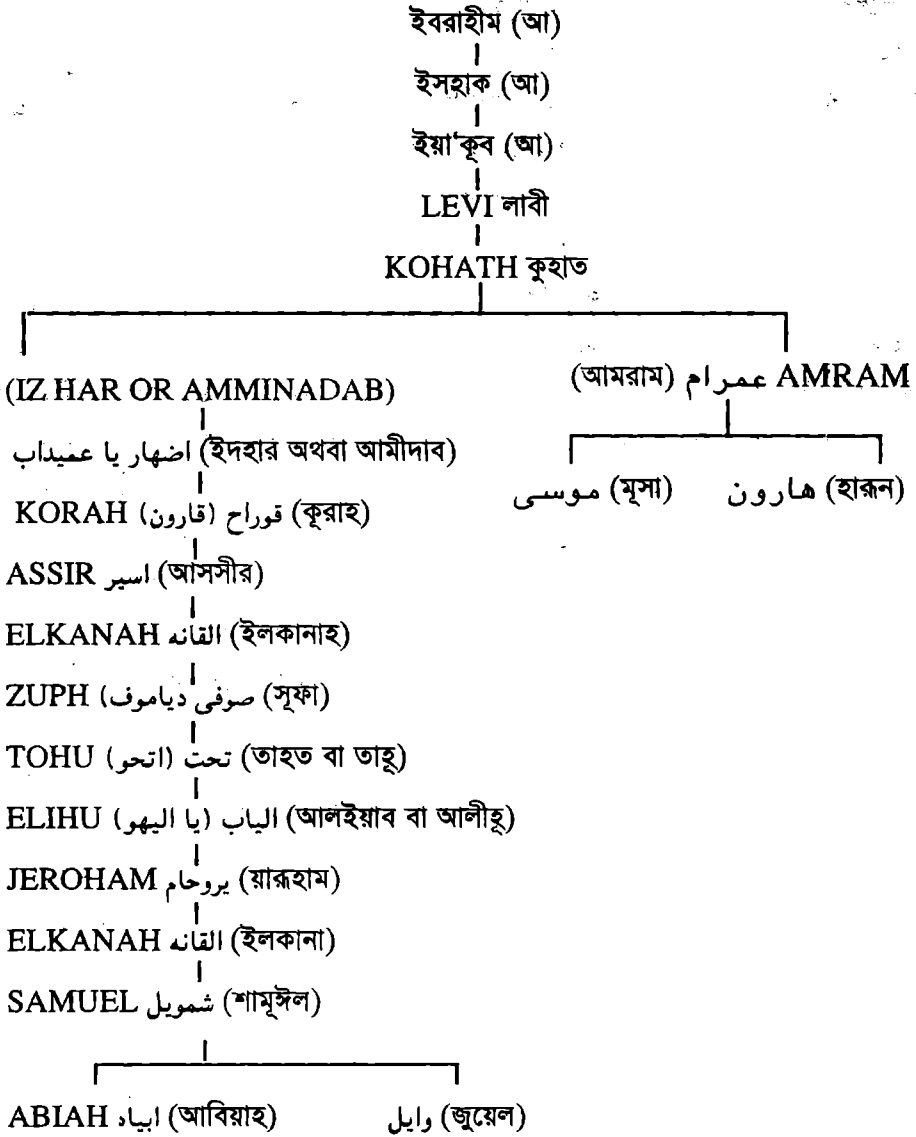
(আমবিয়ায়ে কুরআন, প্রাগুক্ত, ৩খ., ২৫)।

জন্মগ্রহণ ও নামকরণ

ওয়াহ্‌ব ইবন মুনাব্বিহ, ইব্‌ন ইসহাক ও আল-কালবী প্রমূখ সূত্রে বর্ণিত, মূসা (আ)-এর মৃত্যুর পর ইসরাঈলের মধ্যে তাওরাতের বিধান প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য য়ূশা (আ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হইলেন। মৃত্যু অবধি তিনি সেই দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়েছেন। ইহার পর কালিব ইবন য়ূবানা সেই দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনিও যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম ও তাওরাতের বিধান

প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পর হিযকীল (আ) এই দায়িত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। উহারা আল্লাহ্র বিধান বিস্মৃত হইয়া মূর্তিপূজা শুরু করিয়া দেয়। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি ইলয়াস (আ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরিয়া আসিবার আহবান জানান। মূসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈলে যত নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাঁহাদের মূল কাজ ছিল বনী ইসরাঈল তাওরাতের যেই সকল বিধান বিস্তৃত হইয়া যাইত তাহা পুন প্রবর্তিত করা। ইলয়াস (আ)-এর পর আল-য়াসা' (আ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর আরও অনেক নবী সেই কাজে নিয়োজিত হইলেন। জালুতের সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ইহারা মিসর ও ফিলিস্তীনের মধ্যস্থিত সাগর উপকূলে বসবাস করিত। ইহাদেরকে আমালিকা বলিয়াও আখ্যায়িত করা হইত। উহারা বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের অধিকৃত বহু ভূমি দখল করিয়া লইল। তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করিল, এমনকি তাহারা বনী ইসরাঈলের রাজবংশের চার শত চল্লিশ জনকে গ্রেফতার করিল। তাহাদের উপর কর আরোপ করিল। এমনিভাবে বনী ইসরাঈল উহাদের দ্বারা নিদারুণ যাতনা ভোগ করিল। তাহাদের তাওরাত ছিনাইয়া লইল। প্রতিকার করিবার কেহই ছিল না। নবুওয়াতের বংশানুক্রম ধ্বংস হইয়া গেল। নবী বংশের একজন মাত্র গর্ভধারিনী মহিলা ব্যতীত আর কেহই জীবিত ছিল না। তাহার স্বামীও নিহত হইয়াছিল। বনী ইসরাঈলগণ শুধু তাহার স্বস্থানে রহিয়াছিল। তাহারা আশাবাদী ছিল যে, তাহার পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিবে। মহিলা আল্লাহ্র দরবারে দুআ করিলেন। আল্লাহ তাহার দুআ কবুল করিয়া তাহাকে একটি পুত্র সন্তান দান করিলেন। পুত্র সন্তান লাভ করিবার পর মহিলা তাহার নাম রাখিলেন ইসমাঈল (বাগাবী, মাআলিমুত তানযীল, ১খ ২২৬; কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, ১খ., ৩৪৬; ঐ বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১খ., ৭৩৫)। এই সন্তানের নাম সে ইশমাবীল হিসাবে নামকরণ করিল (ইবনুল আছীর আল-জাযারী, আল-কামিল ফিত তারীখ, ১খ., ১৬৪।) বাইবেলে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। (দ্র. পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, শিরোনাম শমূয়েলের প্রথম পুস্তক, পৃ. ৪১৭)।

নবুওয়াত লাভ

শামূঈল বড় হইলে তাহার মাতা তাঁহাকে বায়তুল মাকদিসে এলি যাজকের নিকট তাওরাত শিক্ষার জন্য সোপর্দ করিলেন। তিনি তাঁহার দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে পুত্র স্নেহে লালন-পালন করিলেন। শামূঈল সাবালক হইলে তাঁহার নিকট জিবরীল (আ) আগমন করিলেন। তিনি ঘুমন্ত ছিলেন। ইব্নুল আছীরের মতে তিনি তখন সালাতরত ছিল (প্রাগুক্ত)। জিবরীল তাঁহার যাজকের স্বরে তাঁহাকে ডাক দিলেন, হে ইশমাঈল! ডাক শুনিয়া তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাজককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিত! আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন? তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! যাও ঘুমাইয়া পড়। যাজকের কথামত তিনি পূর্বের ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। জিবরীল

তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আহবান করিলেন। তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে পিত! আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন? যাজক বলিলেন, তৃতীয় বার আমি তোমাকে ডাক দিলে তুমি সাড়া দিবে না। তৃতীয়বার জিবরীল (আ) তাঁহার সামনে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনি আপনার স্বজাতির নিকট গমন করুন এবং তাঁহাদের নিকট আপনার রবের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিন। কেননা আল্লাহ আপনাকে নবী মনোনীত করিয়াছেন (মাআলিমুত তানযীল, ১খ., ২২৬; তাফসীরুল মাযহারী, ১খ., ৩৪৬; ঐ বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৭ খৃ., ১ খ., ৭৩৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজজার ও হিফজুর রহমান সিউহারবী বলেন, নবী যূশা (আ)-এর জীবনকালে বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীন অধিকার করিয়াছিল তখন তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশে তাহাদের মধ্যে এই অঞ্চলটি ভাগ করিয়া নিয়াছিল যাহাতে তাহারা নিরাপদে জীবন-যাপন এবং সঠিক ধর্মের অনুশাসনে কর্ম সম্পাদন করিতে পারে। তাওরাতে يشوع অধ্যায় ২৩-এ এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যূশা (আ) তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উহাকে শোধনের জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদান-প্রদানে ও পরস্পরে সংঘাত সৃষ্টি হইলে তাহার নিরসনের জন্য কাযী বা বিচারকগণ নিয়োগ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহার অবর্তমানেও তাহারা তাহার প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা অটুট রাখে। মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, সমাজে সমাজে ও গোত্রে গোত্রে সরদার ও কাযী নিয়োজিত হইতেন। সরদার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিতেন এবং কাযী তাহাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিতেন। তখন তাহাদের মধ্যে যেই নবী প্রেরিত হইতেন তিনি শাসন ও বিচার সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তদারকী করা ছাড়াও দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথাযথভাবে পালন করিয়া যাইতেন। কোন কোন সময় এমনও হইত আল্লাহ্র মেহেরবানীতে এই কাযীগণের মধ্যে হইতে কোন কোন লোক নবুওয়াত লাভ করিতেন। নবী ছাড়া স্বতন্ত্র কোন শাসক না থাকায় অন্যান্য জাতি তাহাদের উপর সুযোগ পাইলেই আক্রমণ চালাইত। কোন সময় আমালিকা, আবার কোন সময় ফিলিস্তীনিরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিত। সুযোগ পাইলে সাদইয়ানী ও আরামীরাও আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিত না। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হইলেও লুটতরাজ করিয়া তাহাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখিত। মূসা (আ)-এর পরে আনুমানিক শতাব্দীর মধ্যভাগে এলী যাজকের যুগে গাজার পার্শ্ববর্তী আশদূদের অধিবাসীদের উপর ফিলিস্তীনিরা কঠোর আক্রমণ চালাইল। ইসরাঈলীরা এই যুদ্ধে তাহাদের সহিত শান্তির প্রতীক তাবূত (সিন্দুক) বহন করিয়াছিল। ফিলিস্তীনিরা তাহা উহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল। ইসরাঈলীরা এই যুদ্ধে মর্মান্তিকভাবে পরাজয় বরণ করিয়াছিল। উল্লেখ্য যে, এই সিন্দুকে তাওরাতের মূল কপি, মূসা ও হারূন (আ)-এর হাতের লাঠি, তাঁহাদের জামা-কাপড় ইত্যাদি ছিল। ফিলিস্তীনিরা তাহা লইয়া গিয়া 'দাজূন' নামক মন্দিরে স্থাপন করিল। দাজূন ছিল তাহাদের সর্বাধিক বড় দেবতার নাম। দাজূনের আকৃতি ছিল মাছের আকৃতি ও মাথা ছিল মানব সদৃশ। বর্তমান কালেও ফিলিস্তীনের প্রসিদ্ধ স্থান রামলায় বায়ত দজোন (بيت دجن) নামক একটি

ছোট জনপদ রহিয়াছে। ধারণা করা হয় তাওরাতে উদ্ধৃত দাজূন মন্দিরটি এই এলাকায়ই স্থাপিত ছিল। এলী যাজকের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গেলে বনী ইসরাঈলের অন্যতম কাযী শামূঈল (আ) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নবী নিযুক্ত হইলেন (আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজজার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩০৩; হিফজুর রহমান সিউহারীবী, প্রাগুক্ত)।

এই সম্পর্কে বাইবেলে 'শামূয়েলের দর্শন প্রাপ্তি'(৩-১-২১) শিরোনামে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সারমর্ম প্রায় একই (বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, শিরোনাম, শমূয়েলের দর্শন প্রাপ্তি, অধ্যায় ৩ ঃ ১-২১, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ঢাকা, ৪২১ পৃ.)।

আল-কুরআনে শামূঈল (আ) প্রসঙ্গ

আগেই বলা হইয়াছে যে, সরাসরি আল-কুরআনে শামূঈল (আ)-এর নামের কোন উল্লেখ নাই। তবে তাফসীরকারগণ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই ঘটনাটি শামূঈল (আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۔ (البقرة ٢٤٦-٢٤٧)

"তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল প্রধানদেরকে দেখ নাই? তাহারা যখন তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতে পারি। সে বলিল, ইহা তো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করিবে না? তাহারা বলিল, আমরা যখন স্ব স্ব আবাস ভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্তুতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, তখন আল্লাহ্র পথে কেন যুদ্ধ করিব না? অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর তাহাদের নবী তাহাদেরকে বলিয়াছিল, আল্লাহ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন। তাহারা বলিল, আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহা অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই! নবী বলিল, আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ২৪৬-২৪৭)।

এই আয়াতে বনী ইসরাঈলের যেই নবীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হইলেন শামূঈল (আ)। অধিকাংশ তাফসীরকার এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন। বিখ্যাত তাফসীরকার ও ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবন কাছীর এই সম্পর্কে বলেন, অধিকাংশ তাফসীরকার বলিয়াছেন, এই আয়াতের সংশ্লিষ্ট নবী হইলেন শামূঈল (আ)। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি হইলেন শামউন (আ), আবার অনেকের অভিমত হইল শামূঈল ও শামউন একই ব্যক্তি। একটি দুর্বল অভিমতে রহিয়াছে, তিনি হইলেন যূশা' (আ); ইহা একেবারে অবাস্তব অভিমত। কারণ ইবন জারীর আত-তাবারী তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে বলিয়াছেন, যূশা' (আ)-এর মৃত্যু ও শামূঈল (আ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণের মধ্যে চার শত ষাট বৎসরের ব্যবধান ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১/২খ. ৬)। মুহাম্মাদ রাশীদ রিদাও অনুরূপ মত পোষণ করেন (রাশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, ২খ., ৪৭৫; আত-তাফসীরুল কাবীর, ৬খ., ১৭১)।

তালূত (SAUL) পরিচিতি ও রাজ-সিংহাসন লাভ

ইব্‌নুল আছীর তাঁহার বংশ তালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শাউল ইব্‌ন কীষস ইবন আনমার ইবন দিরার ইবন যাহরাফ ইবন যাফতাহ ইবন ঈশ (ايش) ইবন বিনয়ামীন ইব্‌ন ইয়া'কূব ইবন ইসহাক (আল-কামিল ফি'ত-তারীখ, ১৬৫ পৃ.)।

আল্লামা মাসউদী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তালূত ইব্‌ন বিশ্‌র ইবন ঈনাল (اينال) ইবন তারূন ইবন বাহরূন ইবন আফীহ ইবন সামীদাহ (سميداح) ইবন ফালিহ ইবন বিনইয়ামীন ইবন ইয়া'কূব ইব্‌ন ইসহাক ইবন ইবরাহীম (আ) (মুরূজুয যাহাব, ১খ., ৬৭) যিনি ইউসূফ (আ)-এর সহোদর ভাই বিনয়ামীনের বংশধর ছিলেন। বাদশাহ তালূত 'রাজ' পদে সমাসীন হইবার সময় তাঁহার বয়স ছিল ৩০ বৎসর। তিনি ছিলেন সুঠামদেহী যুবক। তদানীন্তন বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা সুশ্রী পুরুষ আর কেহই ছিল না। তাঁহার উচ্চতা এতখানি ছিল যে, অন্যান্য লোক তাহার কাঁধ বরাবর হইত মাত্র (তাফহীমুল কুরআন, ১খ., ১৮৭)।

ইব্‌ন কাছীর আছ-ছা'লাবীর উদ্ধৃতি দিয়া তাঁহার বংশতালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তালূত ইব্‌ন কীশ ইবন আফীল (افيل) ইবন সারূ ইবন তাহূরত (تحورت) ইবন আফীহ ইবন আনীস ইবন বিনয়ামীন ইবন ইয়া'কূব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-খালীল (আ)। ইকরিমা ও আস-সুদ্দীর মতে তালূত রাজ-সিংহাসন লাভ করিবার পূর্বে একজন ভিস্তী ছিলেন। ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহের মতে তিনি একজন সংস্কারক ছিলেন। ইহা ছাড়া অন্য মতও রহিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১/২ খ., ৬-৭)। বাংলা বাইবেলে তাঁহার নাম শৌল বলা হইয়াছে (বাইবেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯)।

মাসউদী বলেন, মূসা (আ) মিসর হইতে বনী ইসরাঈলকে লইয়া বাহির হইবার এবং তালূত বনী ইসরাঈলের রাজা নিযুক্ত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিল পাঁচ শত বাহাত্তর বৎসর তিন মাস (মুরূজুয-যাহাব, প্রাগুক্ত, ১খ, ৬৭)। মাওলানা আবুল আলা-মওদূদী তাঁহার বাদশাহ পদে নিযুক্তি সম্পর্কে বলেন, ইহা খৃস্টপূর্ব প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা। তখন আমালিকার

লোকজন বনী ইসরাঈলের উপর চড়াও হইয়াছিল। ফিলিস্তীনের বেশির ভাগ অঞ্চল তাহারা ইসরাঈলীদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। এই সময় শামূঈল (আ) বনী ইসরাঈলের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি খুব বেশি বয়োবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে বনী ইসরাঈলের দলপতিগণ প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল যে, অন্য এক ব্যক্তি তাহাদের বাদশাহ হইলে তাঁহার নেতৃত্বে তাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু তখন বনী ইসরাঈল অবিশ্বাসীদের স্বভাব-চরিত্র ও রীতি-নীতির প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের মস্তিষ্কে খিলাফত ও বাদশাহীর পার্থক্যবোধ পর্যন্ত বর্তমান ছিল না। এই কারণে তাহারা খলীফা নিযুক্তির আবেদন না করিয়া বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হইয়াছে ঃ "শমূয়েল যাবজ্জীবন ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। তিনি প্রতি বৎসর বৈথেলে, গিলগিলে ও মিসরাতে পরিভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানে ইস্রায়েলের বিচার করিতেন।

ইস্রায়েলীয়রা রাজা চাহে

অতএব ইসরায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়া রামাতে শমূয়েলের নিকটে আসিলেন; আর তাহারা তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হইয়া এবং আপনার পুত্রেরা আপনার পথে চলে না; এখন অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করিতে আপনি আমাদের উপর একজন রাজা নিযুক্ত করুন।

কিন্তু, 'আমাদের বিচার করিতে আমাদিগকে একজন রাজা দিউন' তাহাদের এই কথা শমূয়েলের মন্দ বোধ হইল; তাহাতে শমূয়েল সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলেন। তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা যাহা বলিতেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর; কিন্তু তাহাদের বিপক্ষে দৃঢ়রূপে সাক্ষ্য দেও এবং তাহাদের উপরে যে রাজত্ব করিবে, সেই রাজার নিয়ম তাহাগিদকে জ্ঞাত কর। পরে যে লোকেরা শমূয়েলের কাছে রাজা যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সদাপ্রভুর ঐ সমস্ত কথা কহিলেন। আরও কহিলেন, তোমাদের উপরে রাজত্বকারী রাজার এইরূপ নিয়ম হইবে, তিনি তোমাদের পুত্রগণকে লইয়া আপনার রথের ও অশ্বের উপরে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহারা তাঁহার রথের অগ্রে অগ্রে দৌড়িবে। আর তিনি তাহাদিগকে আপনার সহস্রপাত ও পঞ্চাশৎপাত নিযুক্ত করিবেন এবং কাহাকে কাহাকে তাঁহার ভূমি চাষ ও শস্য ছেদন করিতে এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও রথের শয্যা নির্মাণ করিতে নিযুক্ত করিবেন। আর তিনি তোমাদের কন্যাগণকে লইয়া সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতকারিনী, পাচিকা রুটিওয়ালী করিবেন। আর তিনি তোমাদের উৎকৃষ্ট শষ্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ সকল লইয়া আপন দাসদিগকে দিবেন। আর তোমাদের শস্যের ও দ্রাক্ষার দশমাংশ লইয়া আপনি কর্মচারীগিদকে ও দাসদিগকে দিবেন। আর তিনি তোমাদের দাস-দাসী ও সর্বোত্তম যুবাপুরুষদিগকে ও তোমাদের গর্দ্দভ সকল লইয়া আপন কার্যে নিযুক্ত করিবেন। তিনি তোমাদের মেষগণের দশমাংশ লইবেন ও তোমরা তাহার দাস হইবে। সেই দিন তোমরা আপনাদের মনোনীত রাজা হেতু ক্রন্দন করিবে; কিন্তু সদাপ্রভু সেই দিন তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না। তথাপি লোকেরা শমূয়েলের বাক্যে কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইয়া কহিল, না,

আমাদের উপরে একজন রাজা চাই; তাহাতে আমরা ও আর সকল জাতির সমান হইব এবং আমাদের রাজা আমাদের বিচার করিবেন ও আমাদের অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবেন। তখন শমূয়েল লোকদের সমস্ত কথা শুনিয়া সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে নিবেদন করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর, তাহাদের নিমিত্ত একজনকে রাজা কর। পরে শমূয়েল ইস্রায়েল লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন নগরে যাও (বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়ম, প্রাগুক্ত, ৪২৭-৪২৯)।

আল্লামা ইবন জারীর আত-তাবারী তালূতের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, তালূতকে আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ হিসাবে নিয়োগদানের পর যখন শামূঈল (আ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করিলেন তখন তাহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে! সে তো বিনয়ামীন ইবন ইয়া'কূব বংশের লোক। এই বংশের কেহ তো বাদশাহ হইবার কথা নহে। কারণ এই বংশ আদৌ নবী ও বাদশাহের বংশ নহে। আমরাই বাদশাহ হইবার অধিকতর যোগ্য ছিলাম। কারণ আমরা য়াহূদা ইবন ইয়া'কূব বংশের লোক। আপরদিকে এই লোকটি ঐশ্বর্যশালী নহে, সে একজন চর্ম সংস্কারক কিংবা পানি বিক্রেতা। তাহাদের এই অভিযোগ উত্থাপনের একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, বহুকাল অবধি নবুওয়াতের সিলসিলা বনী লাবী গোত্র হইতে আর রাজা-বাদহশাহের সিলসিলা য়াহূদা ইব্ন ইয়া'কূব গোত্র হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল তালূতের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠান। তাহাদের জওয়াবে শামূঈল (আ) বলিয়াছিলেন, ইহাতে তো আমার কোন হাত নাই। ইহা আল্লাহ্রই মনোনয়ন, জ্ঞানে ও দেহে আল্লাহ তাঁহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা রাজা পদে অভিষিক্ত করেন।

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ ـ

ইব্ন জারীর আত-তাবারী ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে এই সম্পর্কে বলেন, বানূ ইসরাঈলের লোকজন যখন শামূঈল (আ)-কে তাহাদের দাবির কথা জানাইল তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানাইলেন, হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈলের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন, তোমার গৃহে যেই তুনীরের মধ্যে তৈল রহিয়াছে তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিও। তোমার গৃহে যখন এমন কোন লোক প্রবেশ করিবে যাহার প্রবেশ করামাত্র তুনীরের ঐ তৈল ধ্বনিত হইতে থাকিবে সেই হইবে বনী ইসরাঈলে বাদশাহ্। তাহার মাথায় ইহা হইতে তৈল মর্দন করিয়া দিবে এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাহার রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ঘোষণা করিবে। তাহাকেও সেই সম্পর্কে অবহিত করিবে যাহা সে জানিতে চাহিবে। শামূঈল (আ) এই লোকটি কখন প্রবেশ করিবে তাহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। তালূত একজন চামড়া সংস্কারক ছিলেন। বংশগত দিক দিয়া বিনয়ামীন ইব্ন ইয়া'কূব বংশের লোক ছিলেন। সেই বংশে রাজা কিংবা নবীর ধারা ছিল না। এইদিকে তালূত তাঁহার হারাইয়ে যাওয়া প্রাণীর সন্ধানে একজন চাকরকে লইয়া বাহির হইলেন। শামূঈল গোত্রের গৃহের পার্শ্ব দিয়া যখন তাহারা দুইজন অতিক্রম করিতেছিলেন তখন চাকরটি বলিল, আপনি যদি এই নবীর গৃহে প্রবেশ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমাদের হারাইয়া যাওয়া

প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি আমাদেরকে পথ বাতলাইয়া দিতেন এবং আমাদের কল্যাণের জন্য দুআ করিতেন। তালূত বলিলেন, ইহাতে কোন আপত্তি নাই। অতঃপর তাহারা নবী শামূঈল (আ)-এর দরাবরে প্রবেশ করিলেন। তাহারা তাঁহাকে তাহার হারাইয়া যাওয়া পশু সম্পর্কে অবহিত করিলেন এবং কল্যাণের জন্য দুআ চাহিলেন। ইত্যবসরে তূনীরের তৈল ধ্বনিত হইতে লাগিল। অতঃপর শামূঈল (আ) উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, তোমার মাথা আগাইয়া দাও, তিনি তাহাই করিলেন। শামূঈল (আ) তাঁহার মাথায় তৈল মাখাইয়া দিয়া বলিলেন, আপনি বনী ইসরাঈলের রাজা, আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যেন আমি আপনাকে তাহাদের রাজা নিযুক্ত করি।

ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ হইতে অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, বানী ইসরাঈল শামূঈল (আ)-এর নিকট একজন বাদশাহ নিযুক্তির কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিবার জন্য তোমাদের উপর বাদশাহ প্রেরণ করিবার কি প্রয়োজন? আল্লাহই তো তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তাহারা তাহাদের প্রতিপক্ষকে ভয় করিবার কথা জানাইয়া বলিল, যদি কোন একজন বাদশাহ হইতেন তাহা হইলে আমরা শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িতাম। আল্লাহ তা'আলা তখন শামূঈল (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, তুমি তালূতকে বাদশাহ নিয়োগ কর এবং তাহার মাথায় পবিত্র তৈল মর্দন করিয়া দাও। তালূতের পিতার গাধাগুলি হারাইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বীয় পুত্র তালূত এবং অপর একজন চাকরকে তাহার তালাশে প্রেরণ করিলেন। তাহারা শামূঈল (আ)-এর নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আগমন করিল। শামূঈল (আ) তখন বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে বনী ইসরাঈলের রাজা হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন। তালূত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি?" শামূঈল (আ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আপনি কি জানেন না, বনী ইসরাঈলে আমার গোত্র অধম। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ জানি। তালূত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি জানেন বংশের পরিবারসমূহের মধ্যে আমার পরিবার সবচাইতে নিম্ন মানের? তিনি বলিলেন, হাঁ, জানি। তালূত বলিলেন, আপনি কি জানেন আমার ঘর বংশীয় লোকদের ঘর অপেক্ষা অতি নগণ্য? তিনি বলিলেন, হাঁ জানি। তালূত বলিলেন, ইহার আলামত কি? শামূঈল (আ) বলিলেন, তুমি গৃহে ফিরিয়া দেখিবে, তোমার পিতা তাঁহার গাধাগুলির সন্ধান পাইয়াছেন। আর যখন তুমি অমুক অমুক স্থানে যাইবে তখন তোমার উপর ওহী নাযিল হইবে। অতঃপর শামূঈল (আ) তাঁহাকে পবিত্র তৈল মর্দন করিয়া দিলেন। আস-সুদ্দী (র)-এর বর্ণনামতে নবী আল্লাহ্র দরবারে দুআ করিলেন এবং একটি লাঠি দেখাইয়া বলিলেন, তোমাদের রাজার দেহের দৈর্ঘ্য হইবে এই লাঠির দৈর্ঘ্যের সমান। তাহারা এই লাঠি দ্বারা নিজেদেরকে মাপিয়া লইল, কিন্তু কাহারও দৈর্ঘ্য লাঠির সমান হইল না। তালূত ছিলেন পানি সরবরাহকারী, তাহার গাধাকে পানি পান করাইতেন। একদা তাহার গাধাটি হারাইয়া গেল। গাধাটির খোঁজে তিনি পথে বাহির হইলে লোকজন তাহাকে ডাকিল এবং লাঠি দিয়া তাহার দেহ মাপিয়া লইল। দেখা গেল লাঠিটি তাহার দেহের সমান। তারপর নবী তাহাদের বলিলেন, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজারূপে প্রেরণ করিয়াছেন (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, ৩৭৯)।
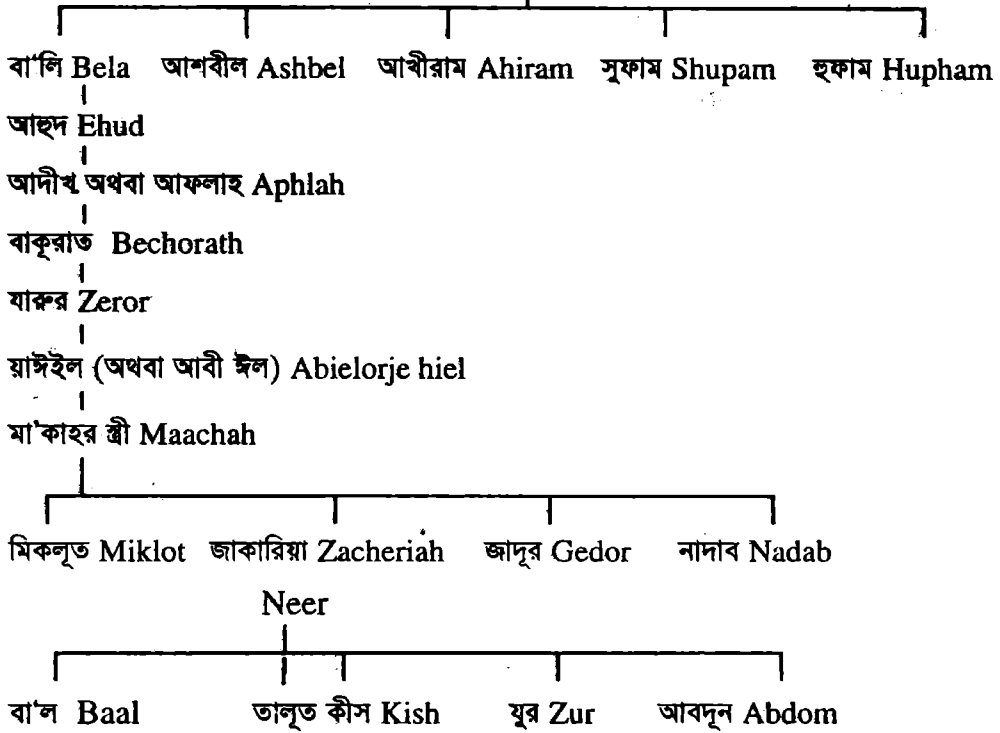
(মুহাম্মদ জামীল আহমদ , প্রাগুক্ত, ৩খ, ২৯)।

বাইবেলে তালূতকে শৌল নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার রাজপদে আসীন হওয়া সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দ্র. বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, প্রাগুক্ত, ৪২৯-৪৩৩ পৃ.।

বাদশাহ নিযুক্তির সময় শামূঈল(আ)-এর উক্তি প্রসঙ্গে আল-কুরআনের সহিত বাইবলের ভিন্নতা

আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে, বনী ইসরাঈল যখন শামূঈল (আ)-কে একজন রাজা নিযুক্তির কথা বলিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا... الخ (بقرة)

"সে বলিল, ইহা তো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করিবে না" (২ ঃ ২৪৬)?

অর্থাৎ বাদশাহ নিযুক্ত করিয়া দিবার পর তিনি যখন তোমাদেরকে জিহাদ করিবার আদেশ দিবেন তখন তোমরা কাপুরুষ হইয়া ইহাতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইবে। তখন বনী ইসরাঈল

উদ্যমশীলতা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে যে, আমরা জিহাদকে অস্বীকার করিব অথচ উহারা আমাদেরকে গৃহত্যাগে বাধ্য করিয়াছে, আমাদের সন্তান-সন্তুতিকে বন্দী করিয়াছে!

তাবূত প্রসঙ্গ

তালূতকে বাদশাহ হিসাবে মানিয়া লইতে যখন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের খুবই মনোকষ্ট হইতেছিল তখন তাহারা আল্লাহ্‌র নবী শামূঈল (আ)-এর নিকট আবেদন করিল, যদি তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সত্যিকারভবে রাজা মনোনীত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার স্বপক্ষে আমাদেরকে একটি নিদর্শন প্রদর্শন করুন। শামূঈল (আ) ইহার জওয়াবে বলিয়াছিলেন, যদি আল্লাহ্‌র এই মনোনয়ন সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত হইতে চাও, তাহা হইলে ইহার প্রমাণ হিসাবে তোমাদেরকে সেই বরকতময় সিন্দুক প্রদান করা হইতেছে যাহা তোমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে 'তাওরাত' এবং মূসা ও হারূন (আ)-এর রাখিয়া যাওয়া বরকতময় জিনিস রহিয়াছে। তালূতের মাধ্যমে ইহা তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। ফেরেশতাগণ ইহা তোমাদের নিকট লইয়া আসিবেন। পুনরায় ইহা তোমাদের হস্তগত হইয়া যাইবে (হিফ্‌জুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ২ খ, ৪৩)। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (البقرة ٢٤٨) ۔

"এবং তাহাদের নবী তাহাদেরকে বলিয়াছিল, তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত (সিন্দুক) আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফেরেশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন আছে" ২ ঃ ২৪৮)।

তাবূতের পরিচয় উদঘাটনে আল-বাগাবী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবীগণের প্রতিকৃতি সম্বলিত যেই সিন্দুকটি আদম (আ) -এর উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাই হইল তাবূত। এই সিন্দুক আশ-শামশাদ নামক কাঠ দ্বারা তৈরী ছিল, যাহার দৈর্ঘ্য ছিল তিন হাত আর প্রস্থ ছিল দুই হাত। সিন্দুকটি আদম (আ)-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার নিকটই ছিল। সিন্দুকটি ইহার পর শীছ (আ)-এর নিকট ছিল। অতঃপর আদম (আ)-এর অপরাপর সন্তানগণ পর্যায়ক্রমে ইহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়া আসিতেছিল। এই প্রক্রিয়ায় ইহা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়াছিল। ইহার পর ইবরাহীম (আ)-এর বড় সন্তান ইসমাঈল (আ)-এর নিকট সিন্দুকটি দেখা-শোনার দায়িত্ব আসে। অতঃপর ইয়া'কূব (আ)-এর নিকট ঐ সিন্দুকটি আসিয়া পর্যায়ক্রমে মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া পৌছে। মূসা (আ) ইহাতে তাওরাত এবং তাঁহার অন্যান্য জিনিস

রাখিতেন। মূসা (আ)-এর মৃত্যু অবধি ইহা তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার ইন্তিকাল হইলে বনী ইসরাঈলের অপরাপর নবীগণের হাত হইয়া সর্বশেষে ইশমাবীল (শামূঈল)-এর যুগে আসিল।

এই তাবূত বা সিন্দুকে কি ছিল? এই সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ .

"ইহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সাকীনা বা চিত্তপ্রশান্তি রহিয়াছে"।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هُرُونَ .

ইহার ব্যাখ্যায় বাগাবী বলেন, আলে মূসা (ال موسى) ও আলে হারূন (ال هرون) বলিতে এখানে কেবল মূসা ও হারূনকে বুঝানো হইয়াছে। এই তাবূতে তাওরাতের দুইটি তক্তা ছিল এবং আরও কিছু ভঙ্গুর টুকরা বিদ্যমান ছিল। ইহাতে মূসা (আ)-এর লাঠি এবং তাঁহার দুইটি পাদুকা এবং হারূন (আ)-এর পাগড়ি ও লাঠি বিদ্যমান ছিল। বানূ ইসরাঈলের উপর যেই মান্ন অবতীর্ণ হইত তাহারও কিয়দংশ ইহাতে ছিল। বনী ইসরাঈলে কোন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে তাবূতটি কথা বলিত এবং তাহাদের মধ্যে মীসাংসা করিয়া দিত। তাহারা যুদ্ধের সম্মুখীন হইলে তাহাদের সম্মুখে ইহাকে স্থাপন করিত এবং ইহার বদৌলতে তাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিত। বনী ইসরাঈলগণ অবাধ্য হইয়া ফাসাদ সৃষ্টি করিলে তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা আমালিকা সম্প্রদায়কে নিয়োজিত করিলেন। ফলে তাহারা উহাদের নিকট হইতে তাবূতটি ছিনাইয়া লইয়া গেল (আল-বাগাবী, মাআলিমুত তানযীল, ১খ, ২২৯)।

তাবূত সম্পর্কে ইমাম শাওকানী বলেন, এই শব্দটি التوب হইতে উদগত, فعلوت-এর ওযনে আসিয়াছে। ইহার অর্থ হইল الرجوع অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করা। কারণ বনী ইসরাঈলগণ ইহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাহিত। ইব্‌ন আতিয়্যা বলেন, নির্ভরযোগ্য অভিমত হইল, তাবূতে মূসা (আ)-এর কিছু অতিরিক্ত জিনিসপত্র ও নিদর্শনাদি ছিল। এই তাবূতের নিকটবর্তী হইলে চিত্তে প্রশান্তি অনুভূত হইত, প্রাণে শান্তি সঞ্চারিত হইত এবং আল্লাহ্‌র ভয় মনে আসিত। ইমাম শাওকানী আরও বলেন, মূসা (আ) যখন তাওরাতের ফলকগুলি ফেলিয়া দিয়াছিলেন তখন তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা কুড়াইয়া একত্র করিলেন এবং তাহা তাবূতে সংরক্ষণ করিলেন। আমালিকা আদ জাতির একটি উপগোত্র। তাহারা তারীহায় (تريحاء) বাস করিত। আমালিকারা সেই তাবূতটি জবরদখল করিয়া রাখিয়াছিল। ফেরেশতাগণ এই তাবূতটি লইয়া আসিবার সময় আকাশ ও ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে উত্তোলন করিলে লোকজন তাহা প্রত্যক্ষ করিল। অবশেষে তাহারা ইহা তালূতের নিকট হস্তান্তর করিল। বনী ইসরাঈলের লোকজন এই দৃশ্য দেখিয়া তালূতকে মানিয়া লইল এবং তাহাকে রাজপদে সমাসীন করিল। বনী ইসরাঈলের নবীগণ কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হইলে তাহারা তাবূতটি তাহাদের সম্মুখে রাখিত। তাহারা আরও বলিত, আদি পিতা আদম (আ) তাবূত, হাজারে আসওয়াদ (الركن) ও মূসা (আ)-এর লাঠি জান্নাত হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন।

ইমাম শাওকানী আরও বলেন, আমার নিকট এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, তাবূত ও মূসা (আ)-এর লাঠি একটি অজানা ঝিলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুইটি পবিত্র জিনিস কিয়ামতের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিবে। ইমাম শাওকানী অন্যদের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবাদ ইবন হুমায়দ ও ইবন আবী হাতিম আবু সালিহ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাবূতে মূসা ও হারূন (আ)-এর লাঠি, তাঁহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাওরাতের দুইটি তক্তা, জান্নাতী খাদ্য মান্ন ও চিন্তামুক্তির কালেমা বিদ্যমান ছিল। সেই কালেমা বা দুআটি হইল এই ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি ধৈর্যশীল, দয়াবান। আল্লাহ পবিত্র, তিনি সপ্ত আকাশের প্রভু, তিনি মহান আরশের প্রভু। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক" (ইমাম শাওকানী, ফাহতুল কাদীর, ১খ, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭)।

ইমাম তাবারী ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন তালূতের রাজপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আপত্তি করিল তখন শামূঈল (আ) বনী ইসরাঈলকে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলাই তাঁহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাকে রাজকীয় পদে সমাসীন করিবার নিদর্শন হইল তোমাদের নিকট সিন্দুক আসিবে। ইহা সেই সিন্দুক যাহার বদৌলতে তোমরা শত্রুদের পরাজিত করিয়া নিজেরা জয়ী হইতে। উত্তরে ইসরাঈলীরা বলিয়াছিল, আচ্ছা, যদি আমাদের নিকট সিন্দুক আসে তাহা হইলে আমরা তালূতের কর্তৃত্বে সম্মত হইব। যেই শত্রু বাহিনী সিন্দুকটি অপহরণ করিয়াছিল তাহারা পাহাড়ের উপত্যকায় বসবাস করিত। তাহাদের বাসস্থান ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল ঈলিয়া পাহাড়। তাহারা মূর্তিপূজা করিত। তাহাদের মধ্যে জালূত নামে এক মহাবীর ছিল। জালূত ছিল স্বাস্থ্যবান, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। জালূতের লোকেরা সিন্দুকটি ছিনাইয়া লইয়া ফিলিস্তীনের জর্দান নামক স্থানে রাখিয়া দিল। অতঃপর তাহাদের মূর্তিঘরে সিন্দুকটি স্থাপন করিয়াছিল। শামূঈল (আ) যখন হইতে বনূ ইসরাঈলকে সিন্দুক আগমনের সংবাদ দিলেন তখন হইতেই মূর্তি ঘরের মূর্তিগুলি প্রত্যহ ভোরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। এই জনপদে আল্লাহ তা'আলা একটি ইঁদুর পাঠাইলেন। যে ব্যক্তির গৃহে ইঁদুরটি রাত কাটাইত ভোরবেলা সেই ব্যক্তিকে মৃত পাওয়া যাইত। ইঁদুরটি তাহার পেট হইতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সব খাইয়া ফেলিত। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র শপথ! পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর যেইভাবে বিপদ আসিত আমাদের উপরও সেইভাবে বিপদ আসিয়াছে। আমাদের ধারণা সিন্দুকটি আমাদের নিকট আগমনের পর হইতেই এই বিপর্যয়ের সূচনা হইয়াছে। সুতরাং সিন্দুকটি এখান হইতে সরাইয়া দাও। তাহারা একটি গরু গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া তাহাতে সিন্দুকটিকে উঠাইয়া দিল এবং বলদগুলির পাছায় বেত্রাঘাত করিতে থাকিল। একদল ফেরেশতা বলদ দুইটিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পবিত্র স্থান দিয়াই সিন্দুকটি অগ্রসর হইতেছিল। অবশেষে গাড়িটি ইসরাঈলীদের এলাকায় গিয়া থামিল। তাহারা ইহা দেখিয়া "আল্লাহু আকবার" বলিয়া উঠিল আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিল। অতঃপর

ইসরাঈলীরা যুদ্ধে যাইতে আগ্রহী হইয়া উঠিল এবং ইহা দেখিয়া তালূতের উপর তাহাদের আস্থা সুদৃঢ় হইল (ইবন জারীর তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ২খ, ৩৮২-৩৮৪; ঐ বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৪খ, ৪৪৬-৪৫০)।

এতদসংক্রান্ত বাইবেলের বিবরণ

এলির দুই পুত্রের ধৃষ্টতা ও তাহার ফলাফল। এলির দুই পুত্র পাষণ্ড ছিল, তাহারা সদাপ্রভুকে জানিত না। বাস্তবিক ঐ যাজকেরা লোকদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিত, কেহ বলিদান করিলে যখন তাহার মাংস সিদ্ধ করা হইত, তখন যাজকেরা চাক ত্রিকন্টক শূল হস্তে করিয়া আসিত এবং যাবরে কিম্বা হাঁড়িতে কিম্বা কটাহে কিম্বা বহুগুনাতে তাহা মারিত; আর সেই শূলে যাহা উঠিত, তাহা সকলই যাজক শূলে করিয়া লইয়া যাইত; ইসরায়েলের যত লোক শীলোতে আসিত, সেই সকলের প্রতি তাহারা এইরূপ ব্যবহার করিত। আবার মেদ দগ্ধ না হইতে যাজকের চাকর আসিয়া যজমানকে কহিত, যাজকের শূল্য মাংস দেও, সে তোমা হইতে সিদ্ধ মাংস লইবে না, কাচাই লইবে। আর ঐ ব্যক্তি যখন বলিত, প্রথমে মেদ দগ্ধ করিতে হইবে, তৎপরে তোমার প্রাণের অভিলাষ অনুসারে গ্রহণ করিও; তখন সে উত্তর করিয়া বলিত, না, এখনই দেও, নতুবা কাড়িয়া লইব। এইরূপে সদা প্রভুর সাক্ষাতে ঐ যুবকদের পাপ অতিশয় ভারী হইল।

সাকীনার তাৎপর্য ঃ এই সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। কাতাদা ও আল-কালবী বলেন, সাকীনা হইল السكون ধাতু হইতে فعيل -এর ওজনের একটি শব্দ। ইহার অর্থ হইল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সান্ত্বনা লাভ (আল-বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল, ১খ, ২২৯)। আল্লামা শাওকানী বলেন, ইবনুল মুনযির ও ইবন আবী হামিত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, সাকীনা হইল রহমত। ইবন আবী হামিত ও আবুশ শায়খ ইবন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সাকীনা হইল চিত্তপ্রশান্তি। আবদুর রাযযাক কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সাকীনা হইল সম্মান (وقار) (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, পৃ. ৩৮৫-৮৭; ইমাম শাওকানী, ফাত্হুল কাদীর, ১খ, ২৬২)।

তালূত ও জালুতের যুদ্ধ

তৃতীয় খণ্ডে দাউদ (আ) নিবন্ধ দ্র.]।

দাওয়াতী কার্যক্রম

শামূঈল (আ) সারাদেশে বৎসর ব্যাপিয়া সফর করিয়া দাওয়াত ও হিদায়তের কাজ আনজাম দিতেন। যখন প্রতিশ্রুত সিন্দুক সম্পর্কে তিনি অবহিত হইলেন যে, শত্রু ইহা ছিনাইয়া লইয়াছে, তখন তিনি বনী ইসরাঈলকে সমবেত করিয়া সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল, শিরক ও অন্যায়-অনাচারের শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে ইহা প্রদান করা হইয়াছে। এখনও যদি তোমরা স্বীয় গোমরাহী ও বিপথগামিতা পরিহার কর এবং আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হও তাহা হইলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ করুণার দ্বারা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করিয়া

হযরত শামূঈল ও দাঊদ (আ)-এর অঞ্চল
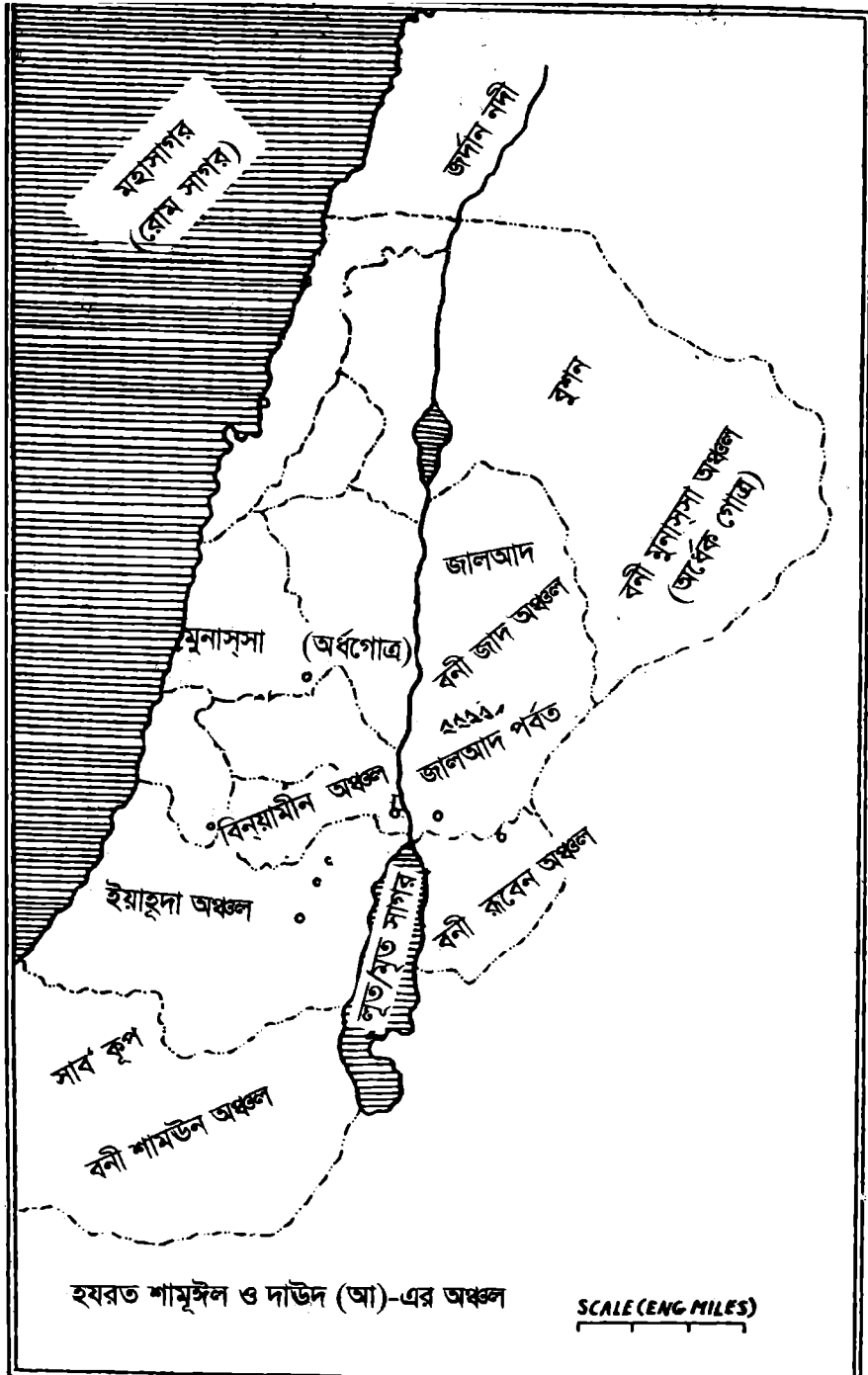
লইবেন। তাওরাতে বলা হইয়াছে ঃ পরে শমূয়েল লোকদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, তোমরা এই সমস্ত দুষ্কার্য করিয়াছ বটে কিন্তু কোন মতে সদাপ্রভুর পশ্চাৎ হইতে সরিয়া যাইও না, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর সেবা কর। সরিয়া যাইও না, গেলে সেই সকল অবস্তুর অনুগামী হইবে, যাহারা অবস্তু বলিয়া উপকার ও উদ্ধার করিতে পারে না। কারণ সদাপ্রভু আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিমত হইয়াছে। আর আমিই যে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বিরত হইয়া সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিব, তাহা দূরে থাকুক, আমি তোমাদিগকে উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা দিব; তোমরা কেবল সদপ্রভুকে ভয় কর ও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সত্যে তাঁহার সেবা কর; কেননা দেখ, তিনি তোমাদের জন্য কেমন মহৎ মহৎ কর্ম করিলেন। কিন্তু তোমরা যদি মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হইবে (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., ২৬; পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম, ১ শামুয়েল, ১২ ২০-২৫, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬)।

শামূঈল (আ)-এর স্থায়ী নিবাস

শামূঈল (আ) তাঁহার পূর্বপুরুষদের শহর রামায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। যাবজ্জীবন তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্যে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন ও ন্যায়বিচার করিয়াছেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি প্রতি বৎসর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সম্পর্কে তাওরাতের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ "শামূঈল যাবজ্জীবন ইস্রায়েলের বিচার করিলেন। তিনি প্রতি বৎসর বৈথেলে, গিলগিলে ও মিসপাতে পরিভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানে ইস্রায়েলের বিচার করিতেন। পরে তিনি রামাতে ফিরিয়া আসিতেন। কেননা সেই স্থানে তাঁহার বাটী ছিল এবং সেই স্থানে তিনি ইস্রায়েলের বিচার করিতেন; আর তিনি সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করেন (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ., ২৬; পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম, প্রাগুক্ত, ১ শামূঈল ৭-১৫-১৭)।

উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়

হিফজুর রহমান সিউহারুবী শামূঈল (আ), তালূত ও দাঊদ (আ) সম্পর্কিত এই ঘটনাবলী হইতে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় চয়ন করিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা সকল জাতির স্বভাবে এই বৈশিষ্ট্য আমানত রাখিয়াছেন যে, যখন তাহাদের স্বাধীনতা হুমকীর সম্মুখীন হইয়া পড়ে এবং কোন স্বৈরাচারী তাহাদেরকে দাসে রূপান্তরিত করিবার ষড়যন্ত্রে মাঁতিয়া উঠে তখন তাহারা মতানৈক্য পরিহার করিয়া ঐক্য গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা চালায়, এমন একজন নেতার সন্ধানে মনোনিবেশ করে যিনি তাহাদেরকে অধঃপতন হইতে উত্তরণ করিয়া মর্যাদায় দাঁড় করাইতে সক্ষম হন। বানী ইসরাঈল শামূঈল (আ)-এর নিকট নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা যেই আবেদন করিয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ ঃ

وَابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করিতে পারি" (২ ঃ ২৪৬)।

(২) স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের এই অনুভূতি পরিপূর্ণভাবে সকল জাতির নেতৃস্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রথমে জাগ্রত হয়, ক্রমে ইহা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হয়। এই ব্যাপারে নেতৃবর্গ যত সচেতন থাকে সেই জাতির সাধারণ মানুষরাও সে অনুপাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

(৩) জনসাধারণ নেতাদের অনুপ্রেরণায় সাধারণভাবে উদ্বুদ্ধ হইলেও যখন তাহারা বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন তাহাদের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়। পূর্ণ নিষ্ঠাবান ব্যতিরেকে এহেন বন্ধুর পথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। এই বিষয়টি আল-কুরআনে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ .

"অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত" (২ ঃ ২৪৬)।

(৪) বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও জাহিলী প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে ইহাও ছিল যে, নেতৃত্ব ও রাজত্বে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সমাসীন হইবে যাহার বিত্ত-বৈভব, খ্যাতি ও বংশীয় মর্যাদা রহিয়াছে। এই কুসংস্কার এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, সংস্কৃতিবান ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরাও এইরূপ মনোভাব পোষণ করিত। শিক্ষিত লোকেরা বরং এই ভ্রান্ত প্রথাকে যৌক্তিকতার প্রলেপ দিয়া আরও জোরদার করিয়াছিল। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। ফলে তাহারা তালূতের রাজপদে অভিষিক্ত হইবার ব্যাপার এই বলিয়া আপত্তি করিয়া বসিলঃ

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ .

"আমরা তাহার অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই" (২ ঃ ২৪৭)।

(৫) ইসলাম এই জাহিলী ধারণার বিপরীত এই কথা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিল যে, হুকুমতও নেতৃত্বের সম্পর্ক বিত্ত-বৈভবের সহিত সম্পৃক্ত নহে। বংশীয় মর্যাদাও ইহার মাপকাঠি নহে বরং জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তিমত্তাই ইহার পূর্বশর্ত। বনী ইসরাঈলগণ যখন শামূঈল (আ)-এর সম্মুখে তালূত সম্পর্কে নানান আপত্তি উত্থাপন করিল তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ .

"আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন" (২ ঃ ২৪৭)।

(৬) হক ও বাতিলের সংঘর্ষকালে হকপন্থীরা পরিপূর্ণরূপে আন্তরিক হইলে এবং নিবেদিত মনে হকের পক্ষে ইস্পাত কঠিনভাবে দাঁড়াইলে হকের বিজয় অবধারিত হয়। ইহাতে হকপন্থীদের

সংখ্যাল্পতা ও বাতিলপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন মূল্য নাই বরং পূর্ণ তাওয়াককুলের সহিত হকপন্থীরা প্রতিরোধে অগ্রসর হইলে সংখ্যা স্বল্পতা সত্ত্বেও তাহাদের বিজয়ের পাল্লা ভারী হইয়া উঠে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাহাদের নিকট হার মানিতে বাধ্য হয়। এই সত্যই আল- কুরআনে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছেঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ ۔

"আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে" (২ঃ২৪৯)।

(হিফজুর রহমান সিউহারুবী, ২খ, ৫৪-৫৬)। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে এবং ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে এই সত্য বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। বদর, কাদিসিয়া, ইয়ারমূক প্রভৃতি যুদ্ধ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সন্তান-সন্তুতি

শামূঈল (আ)-এর দুইজন পুত্রসন্তান ছিল। প্রথম পুত্রের নাম ছিল জোয়েল (Joel) এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল আবিয়াহ (Abiah)। শামূঈল (আ) তাহাদেরকে কাযী পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৭; বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম, শামূয়েল, অধ্যায় ৮ঃ৩ পৃ. ৪২৮)।

ইন্তিকাল

উপরিউক্ত সকল ঘটনার কিছুকাল পর শামূঈল (আ) ইন্তকাল করেন। তাঁহার দাফনকার্য তদ্বীয় পৈতৃক শহর রামায় সম্পন্ন করা হয়। তাঁহার ইন্তিকালের পর দাউদ (আ) বনী ইসরাঈলের নবী মনোনীত হইলেন। তালূতের শাহাদতের পর দাউদ (আ) বনী ইসরাঈলের বাদশাহ নিযুক্ত হন (মুহাম্মাদ জামীল, প্রাগুক্ত, ৩খ, ৩৬)। আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার একটি পাহাড়ের উপর শামূঈল (আ)-এর কবর দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বায়তুল মাকদিস হইতে রামলায় যাওয়ার পথে ডান দিকে পাহাড়টি পড়ে। কেহ কেহ মনে করেন, এই স্থানটির নামই রামা (কাসাসুল আমবিয়া, প্রাগুক্ত, ৩০৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন কারীম, ২ঃ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১; (২) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, কলিকাতা, তা. বি., কিতাবুল মাগাযী, বাবু ইদাতি আসহাবি বাদরিন, ২খ, ৫৫৪; (৩) আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত, ২খ, ৩৭৩; (৪) ঐ বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, প্রথম সংস্করণ, ৪খ, ৪৩০; (৫) আল-কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, বৈরূত তা, বি, ২/৩খ, ২৪৩; (৬) আল-আলূসী, রূহুল মাআনী, বৈরূত তা,বি, ২খ, ১৬৪; (৭) ফখরুদ্দীন রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত, তৃতীয় সংস্করণ, তা, বি, ৬খ, ১৭০; (৮) আবদুর রহমান আছ-ছা'আলিবী, জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত তা, বি, ১খ, ১৯১; (৯) আল-বাগাবী, মাআলিমু'ত-তানযীল, মুলতান, তা,বি, ১খ, ২২৬;

(১০) আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, বৈরূত, তা, বি, ১খ, ২৬৪; (১১) আবদুল্লাহ্ আন-নাসাফী, মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকাইকু'ত-তাবীল, করাচী তা, বি, ১খ, ১৭৩; (১২) রাশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, বৈরূত, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা, বি, ২খ, ৪৭৫; (১৩) আবদুল হক দেহলবী, তাফসীরে হাক্কানী, তা, বি, ১খ, পারা, ২য় ৭৭; (১৪) ছানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, দিল্লী, তা, বি, ১খ, ৩৪৬; (১৫) ঐ বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খৃ, ৭২৬; (১৬) আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., ১খ, ১৮৫; (১৭) ইমাম তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, দারুল কালাম, বৈরূত, তা, বি, ১/২খ, ২৪২; (১৮) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ, ১খ, পৃ. ১৬৪; (১৯) আল-মাসঊদী, মুরূজুয যাহাব ওয়া মা'আদিনুল-জাওয়াহির, বৈরূত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮৩ খৃ., ১খ, ৬৫; (২০) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৯৮৮খৃ., ১/২খ, ৫; (২১) আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত, তা. বি., পৃ. ৩০৪; (২২) হিফজুর রহমান সিউহারুবী, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৯৮০ খৃ, ২খ, ৩৭; (২৩) আবুল ফাদ্ল ইবরাহীম গং, কাসাসুল কুরআন, মিসর ১৩৮৯ হি/ ১৯৬৯ খৃ., ১৭৪; (২৪) ইব্ন খালদূন, কিতাবুল ইবার (তারীখে ইবন খালদূন), বৈরূত ১৯৭৯ খৃ. ১৩৯৯ হি, ২খ, ৮৮; (২৫) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত, তা, বি, ৭খ, ২৯২; (২৬) বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইরেল সোসাইটি, ঢাকা, শমুয়েলের প্রথম, পুস্তক ৪১৫; (২৭) THE ENCYCLOPEDIA OF RELIGION. ELIADE. NEW YORK. ১৩খ, ৫৮; (28) ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 15TH EDITION ১৬খ, 207; (39) E. J. BRILL.S. FIRST ENCYCLOPAEDA OF ISLAM, EDITED BY M.TH. HOUTSAMA, A. J. WENSINCK, LEIDEN 1987, 8খ, 142; (৩০) গোলাম নবী, কাসাসুল আমবিয়া, তরজমায়ে উরদূ খুলাসাতুল আমবিয়া, ১৯৭৬ খৃ, ২১৬; (৩১) জাহীর উদ্দীন, তাবীলুল আহাদীছ, মুতারজাম ফী রামূযে কাসাসিল আমবিয়া, দিল্লী তা, বি, ৪৫; (৩২) মুহাম্মদ জামীল আহমদ, আমবিয়ায়ে কুরআন, লাহোর ১৯৫৪ খৃ, ৩খ, ২১; (৩৩) যায়নুল আবিদীন, কাসাসুল কুরআন, দেওবন্দ ১৯৯৪ খৃ.পূ., ১৯৬; (৩৪) আনওয়ারে আমবিয়া, ১৯৮৫ খৃ. পূ., ৩০৮।

ফয়সল আহমাদ জালালী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫-২০০০ ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬ (উন্নয়ন) ৩২৫০